উদ্ভিদ জ্ঞান
গিরিশচন্দ্র বসু.
১৩১৪

উজীর পুত্র

(নবন্যাস)

শিবজীর অভিনয়-প্রণেতা

৺ফকিরচন্দ্র বসু প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বসুমতী-কার্য্যালয়।

কলিকাতা,

১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা ইলেক্‌টিক্ মেসিন যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮

মূল্য ৩৲ তিন টাকা

উপহার।

মহিমাবর

শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

মহিমাবরেষু।

কুমার বাহাদুর!

আপনি আমাকে বিস্তর ভালও বাসেন, আমার অনুরাগও বিস্তর করেন। আমার কোন সম্পত্তি নাই যে, তাই প্রদান করিয়া আপনার সেই প্রণয়, সেই অনুরাগের সমাদর করি। আপনি বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব করেন, "আমার গুপ্ত কথা অতি আশ্চর্য্যই" তার প্রদীপ্যমান প্রমাণ। সেই সাহসে নির্ভর করিয়াই আমার এই "উজীর-পুত্র"কে আপনার প্রিয়তম নামে সাদরে বরণ করিলাম। "উজীর-পুত্র" আমার অনাথ লেখনীর মুখনিঃসৃত কতকগুলি যৎসামান্য মলিন রচনা। আপনাকে উপহার দিয়ে যে আপনার উদার প্রণয়ের, উদার অনুরাগের প্রতিদান করি," সেগুলি তার যোগ্য নয়। তথাচ বিদুরের কইলক যৎকিঞ্চিতের ন্যায়, এই অপ্রশস্ত অযোগ্য উপহারটি আপনার প্রতি আমার আন্তরিক ও শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করিবে।

কুমার! যিনি হিন্দুস্থানের ইতিবৃত্তান্ত প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত অবগত আছেন, তিনি অবশ্যই বলিতে পারেন, ঐ রাজ্যের রাজসিংহাসন আয়ত্ত করিবার জন্য কি কি উপায়, কি কি কৌশল বারংবার অবলম্বন করা হইত। শাজাহান বাদশাহের সভাসদ্‌বর্গের ষড়্‌যন্ত্র, রাজসিংহাসন লইয়া তাঁর পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে পরস্পর ঘোর বিবাদ, এই সমস্ত ঘটনা এই অভিনব রচনার প্রধান সম্পত্তি। যিনি চাতুরী, কৌটিল্য, প্রবঞ্চনা ও নিষ্ঠুরতারূপ পাপময় অপবিত্র তরঙ্গের মধ্য দিয়া সততা-তরী চালাইবার চেষ্টা করেন, তাঁহার গমনপথে যে সকল দুঃখ, কষ্ট, বিঘ্ন ও উপদ্রব উপস্থিত হয়, তত্তাবৎ এই রচনাপটে চিত্রিত হইল, লক্ষ্য হইবে।

একজন মুসলমানের আজীবন বৃত্তান্ত, এই নামে গ্রন্থখানি আপনার পরিচয় দিতেছে। গ্রন্থখানি ব্যক্তিবিশেষের জীবনাখ্যান হইলেও, ইহার স্থানে স্থানে কতকগুলি অন্যান্য গল্পও নিবিষ্ট করা হইল। যে সকল লোক বহুজাতিতে বিভক্ত হইয়া এই প্রাচ্য জগতে বাস করিতেছে, তাহাদিগের রীতি, চরিত্র, আচার-ব্যবহার উল্লেখ করিয়া ঐ গল্পগুলি লিখিত হইয়াছে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, এ স্থলে কাহারও স্বভাব বা প্রকৃতির উপর স্বমত প্রকাশ করা উচিত হয় না। ঐ দুই জাতির মধ্যে কোন্ জাতি নিষ্ঠুর আচরণে আর শোণিতপাত দর্শনে অধিক আমোদী, অথবা তাহাদিগের মধ্যে কার প্রকৃতি অধিক মন্দ, তাহা স্বয়ং পাঠক মহাশয়ের ঠিক করিয়া লইতে হইবে। তবে তাঁহার এইমাত্র স্মরণ করা আবশ্যক যে, যৎকালে এই গ্রন্থের লিখিত ঘটনাগুলি উপস্থিত হয়, তৎকালে হিন্দুরা,—পৌত্তলিক ধর্ম্মান্ধ হিন্দুরা—কোপন-স্বভাব উগ্রদর্শন মোগলদিগের আধিপত্যের অধীনে বাস করিতেছিলেন। একজন ইংরাজ গ্রন্থকার কহেন, ঐ বিজেতা মোগল রাজপুরুষদিগের প্রদর্শিত পথের অনুগামী হইয়া পরাভূত হিন্দুরা যে চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে অচেতন থাকিবেন, অথবা অসংস্বভাবের গর্ব্বে আত্মশ্লাঘা করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

কুমার! যে সকল ইংরাজ রাজপুরুষ রাজকার্য্যের ভার লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন, এতদ্দেশস্থ লোকের স্বভাব ও চরিত্রের সংস্কারার্থ তাঁহাদিগের প্রতি আমরা কটাক্ষপাত করিয়া থাকি। ঐ রাজপুরুষেরা, বিশেষতঃ যাঁহারা প্রধান প্রধান পদে অভিষিক্ত, তাঁহারা যদি স্বয়ং ধর্ম্মের সেতু হইয়া সৎপথ প্রদর্শন করেন, তবেই আমাদিগের আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা।

নচেৎ শুদ্ধ বিদ্যাদান দ্বারা, কি মিসনরীদিগের ভূয়সী প্রযত্নে তাহা কদাচ সফল হইবার নহে। ভৃত্য যদি দেখে, তার প্রভু কুসংস্কারে অঙ্গ ঢালিয়া ঢলাঢলি করিতেছেন, তবে যে সেই ভৃত্য তাহার নিজের কুচরিত্র, কুব্যবহারগুলি পরিত্যাগ করিবে, তাহা স্বপ্নের অগোচর, সে প্রত্যাশা করাই বৃথা। যাঁহারা এক্ষণে ভারতরাজ্যের প্রভু বলিয়া অভিমান করেন, অবৈধ, অকর্ত্তব্য কার্য্য না করাই যাঁহাদিগের ধর্ম্ম, হায় কি পরিতাপ! তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এ দেশের কুসংস্কারাপন্ন লোকের ন্যায় সেই সকল অকর্ত্তব্য কার্য্যে সংলিপ্ত থাকিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। মনে করেন, তাঁহারা যেন অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি জগদীশ্বরের অনধিকারেই বাস করিয়া থাকেন!

কুমার! আপনি সরল, সদয়চিত্ত, দাতা এবং প্রণয়বাধ্য, আপনার নিখিল গুণের স্মরণস্বরূপ এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র উপহারটি প্রদান করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম।

কলিকাতা,—শোভাবাজার,
বাং সন ১২৭৮। ইং সন ১৮৭২।

বিনয়াবনত
শ্রীফকিরচাঁদ বসু।

পাঠক মহোদয়ের প্রতি।

মহাশয়!

সম্প্রতি আমি বাঙ্গালা লেখাপড়ার আসরে নেমেছি। "শিবজীর অভিনয়" থেকে সুরু, এখন কোথা গিয়ে থামি, তা বলতে পারি নে। যেমন সামান্য গৃহস্থেরা বৃহৎ কর্ম্ম কোরে সুখ্যাতি কিনতে পারে না, তেম্‌নি আমার মত হস্তীমূর্খ পণ্ডিতেরা লেখাপড়ার আসরে অভিনয় দেখিয়ে প্রতুল কোরে তুলতে পারে না। মহাশয়! লোক যতই আহাম্মক, যতই নাদান হোক, একটা না একটা গুণ তার থাকেই থাকে। আমিও সেই চিরপ্রসিদ্ধ স্বভাব-পদ্ধতির বার নই,—লোক হাসান, লোক ঢলান গুণটি আমার বেশ আছে। আমার রচনা-অভিনয় দর্শন কোরে আপনারা যে হাসবেন, সে কথা আমি দিব্যি কোরে বলতে পারি।

"উজীর-পুত্র" দেখে আপনি যদি হাসেন, হাসুন। কিন্তু যা ভেবেই আর যা বলেই হাসুন, একবার হাসলেই আমি জানলেম, "উজীর-পুত্র" আপনার মনোরঞ্জন কোরেছে, কেন না, মনে আমোদ না হ'লে মুখে হাসি এসে না, এ কথা সকলেরই জানা আছে। আপনার সেই হাসি দে'খে আমার পরিশ্রম, আমার যত্ন, আমার আশা সফল হলো জ্ঞান কোর্‌বো।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত, কবিবর শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, প্রভাকরের প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এই মিত্রত্রয়ের সাহায্যে "উজীর-পুত্রের" প্রথম পর্ব্বের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল।

কলিকাতা,—শোভাবাজার,
বাং সন ১৮৭৮। ইং সন ১২৭২।

বিনয়াবনত
শ্রীফকিরচাঁদ বসু।

সূচিপত্র।

প্রথম পর্ব্ব।

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	আমি আমার হইলাম	১
২।	বনের বাঘ অপেক্ষা মনের বাঘ ভয়ানক	১১
৩।	বিনা মেঘে বজ্রাঘাত	১৭
৪।	এখন কার মন রাখি	৩০
৫।	যা ভেবেছ তা নয়	৪৯
৬।	প্রণয় কি জোরের কাজ	৬৭
৭।	দেখে শুনে হরিভক্তি উড়ে গেল	৮০
৮।	যার যেমন মতি তার তেমনি গতি	৮৬

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
৯।	আমার বাড়া ভাতে দাগা দিতে চায়	১০১
১০।	অনাথার দৈব সখা	১২৩
১১।	বাড়া ভাতে ছাই পড়্‌ল	১৪৭

তৃতীয় পর্ব্ব।

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২।	মন্দ চিন্তিলে মন্দ হয়	১৯৩
১৩।	যত হাসি তত কান্না	২০৬
১৪।	যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল	২১৭
১৫।	সতী	২২৩
১৬।	হাসিলে না হাসে যেই	২৬৪
১৭।	যাক্ প্রাণ থাকুক মান	৩০৪
১৮।	নাতোয়ানের দুনো মালগুজারি	৩১০

চতুর্থ পর্ব্ব।

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৯।	ললাটের লেখা কে খণ্ডাতে পারে	১
২০।	সাঁতার না জানিলে বাপের পুকুরে ডুবে মরে	১০
২১।	মা না বিউলো বিউলো মাসী	২০
২২।	বড় বাড়্‌লে ঝড়ে ভাঙ্গে	৩৫
২৩।	মুখে খুব মিঠে কিন্তু নিম-নিসিন্দে পেটে	৪৯
২৪।	বিধির লিপি কপাল জোড়া	৫৬
২৫।	মরে নারী উড়ে ছাই	৭৪
২৬।	কর্ত্তা গেলে খোল পায়না	৮৮
২৭।	খাচ্ছিল তাঁতি, তাঁত বুনে	১০৪
২৮।	বিধির লিপি কপাল জোড়া	১১০

উজীর-পুত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"আমি আমীর হইলাম।"

আগরা মোগল-প্রধান শাজাহান বাদশাহের রাজধানী ছিল। সেই সময়ে যখন আমি নগর-দর্শনার্থ গৃহের বাহির হইতাম, তৎকালে চতুর্দ্দিক্ হইতে এই কথাগুলি আমার কর্ণ-বিবর চুম্বন করিত ; –

"সাদক সেলাম! সাদক বন্দিগি! শাজাহান বাদশাহ জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ। আল্লা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতেছেন। সাহল্লা সেই দুর্জ্জয় বলবান্ সম্রাটের উজীর। আপনি সেই প্রবীণ পরাক্রান্ত উজীরের পুত্র, আপনার মঙ্গল হউক।" আহা! ঐ সাদর বন্দনাগুলি শ্রবণ করিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিতাম! ঐ স্তব-স্তুতিগুলির উচ্চারণধ্বনি কতই মধুর বোধ হইত! হায়! আমার তেমন দিন আর হবে না! সেই সুখময় দিন আমার ভাল স্মরণ আছে, আজও বিস্মৃত হই নাই। তখন আমাকে সকলেই গৌরব করিত। তখন ধনবানেরাও—আমার অপেক্ষা প্রধান পদের লোকেরাও —দুর্জ্জয় মোগলরাজের প্রিয় উজীরের পুত্রের নিকটে মস্তক অবনত করিতে দ্বিধা করিতেন না। তখন কাহাকেই বা আমার ভয় ছিল ;—সুখ, সম্মান, ঐশ্বর্য্য ভিন্ন আর আমার অভিলাষই বা তখন কি ছিল? আমার পিতা উজীর-প্রধান ; বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতায় দ্বিতীয় বৃহস্পতি বলিলেই হয়।• তৎকালীন তাঁহার সদৃশ রাজনীতিবেত্তা অপর কেহই ছিলেন না। তাঁহার রাজস্বামী শাজাহান শতমুখে তাঁহার গুণের অনুরাগ করিতেন। পিতার অনেক শত্রু ছিল, তাহারাও তাঁহার প্রভূত বুদ্ধিপ্রভাবে অথবা স্থির বীর্য্যের প্রতিবাদ করিত না। পিতা আমার আপনার ক্ষমতা-বিষয়ে নিঃশঙ্ক ছিলেন। রাজপ্রসাদে কখনও বঞ্চিত হইবেন, সে সংশয় করিতেন না। এই সকল সাহসে নির্ভয় হইয়া তিনি কাহাকেও ভয় করিয়া চলিতেন না। অন্যের তো কথাই নাই, যাহারা বাদশাহকে অষ্ট প্রহর ঘিরিয়া থাকিত, সে সকল ওমরাওকেও গ্রাহ্য করিতেন না, তাহাদের একবার ফিরেও দেখিতেন না, কি একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করিতেন না। অথবা যাহারা তাঁহার পদের অভিলাষী হইয়া তাঁহার সৌভাগ্যের হিংসা করিত, সে সব লোকের সঙ্গেও মিত্রতার কৌশল করিতেন না। পিতা আমার সকল কার্য্যের আদর্শ ছিলেন। তিনি যখন যেরূপে যে কার্য্য করিতেন, আমি সেই সময়ে সেইরূপে সেই কার্য্য করিতাম। অবশেষে তাঁহার চালচলনগুলি অবিকল শিক্ষা করিলাম। এমন কি, লোকে স্পষ্টই বলিত, 'যদি বয়সের ভেদাভেদ না থাকিত, তবে বৃদ্ধ উজীর কি বালক-উজীর আমরা কাহার সম্মুখে উপস্থিত আছি, সেটি সন্দেহের বিষয় হইত।' আমার আকৃতি পিতার সদৃশ ছিল না, তথাচ লোকে ওরূপ সন্দেহের কথা কেন বলিত? বোধ হয়, আমাকে প্রসন্ন কর'ই তাহাদের অভিপ্রায় ছিল। পিতা খর্ব্বাকার, স্থূলকায় ; মূর্ত্তিখানিও সুদৃশ্য ছিল না। অথচ আমি না স্থূল, না কৃশ ; দীর্ঘকায় ছিলাম। দৃশ্যে যদিও তাদৃশ রূপবান্ নই, কিন্তু অবয়বটি সুডৌল ছিল।

শাজাহান (সসাগরা-পৃথিবী পতি) ইংরাজি ১৫৯২ সালে লাহোরে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬২৮ সালে দিল্লীর মোগল-সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৬ বৎসর।

বাদশাহ ভারতরাজ্য জয় করিয়া অধিকার করেন। তৈমুরলেন হইতে পুরুষপরম্পরায় শাজাহান দশম পুরুষ। শাজাহান বাদশাহ কোথাও রজ্জুর কৌশলে, কোথাও অসির প্রভাবে তৈমুরধারাগত পুরুষমাত্রের প্রাণ সংহার করেন। অবশেষে বাদশাহ আপনি ও তাঁহার পুত্রকতিপয়মাত্র বাবরের বংশাবশিষ্ট ছিলেন। শাজাহানের এই দুর্নামটি কাহারও নিকট গোপন ছিল না। যাঁহারা বাদশাহের প্রতিনিধি হইয়া সেই রুধিরপ্লাবিত নিষ্ঠুর ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন, কেহ ভরসা করিয়া তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিত না। কেবল কোণে কানাচে ফুস্‌ফাস্ করিয়া কানে কানে মাত্র বলাবলি করিত। ঐ দুর্জ্জন নৃপালের কে কে গুপ্তচর ছিল, তাহাদিগের নামই বা কি, কেনই বা তাহারা নিমিত্তের ভাগী হইল, এ সকল তথ্যের সন্ধান করিলে আমি সুখী হইতাম কি না, সন্দেহ। বিশেষতঃ সে সকল বহুকালের ঘটনা। বোধ হয়, আমি তখন জন্মগ্রহণও করি নাই। এক্ষণে সেই বৃত্তান্তগুলি লোকের মুখে শুনিতে হইত। কিন্তু লোকে যেটি বলিত, সেটি সত্য কি মিথ্যা, সে সন্দেহ ভঞ্জন করিবার উপায় ছিল না। তাই সাত পাঁচ চিন্তা করিয়া আমি আর সে বিষয়ের আন্দোলন করি নাই। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন একটি গুপ্ত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আমার মনে অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল।

কিছু দিন পরে পিতার আধিপত্যে মোগল-রাজের প্রধান শরীর-রক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের অধিক নহে। তথাচ বাদশাহের অনুগ্রহে আমীরের পদ প্রাপ্ত হইব, এই আশা বলবতী হইল। অল্পকালের মধ্যে তাহা সফলও করিলাম। এত অল্প বয়সে উচ্চপদস্থ হইতে ও দিন দিন সম্মান লাভ করিতে দেখিয়া ওমরাও-পুত্রদিগের হিংসা জন্মিল। তাহাদিগের এ বৈরিতা বিচিত্র নহে, পিতা সেটি পুর্ব্বেই স্থির কোরে রাখিয়াছিলেন। তাই তিনি আমাকে কথায় কথায় সাবধান হইয়া চলিতে বলিতেন। কি কার্য্যের, কি বাক্যের ত্রুটিতে আমার উপর কেহ যেন কুপিত না হয়, আমি যে প্রধান, এ ভাবটি যেন ভঙ্গির দ্বারা প্রকাশ না করি, সকলের নিকট বিনয়ী ও নম্র হই, যে যেমন ব্যক্তি, তাহাকে সেইরূপ সম্মান সমাদর করি, পিতা সর্ব্বদাই এই সকল উপদেশ দিতেন। আমিও তাঁহার আদেশমত চলিতে লাগিলাম। কিন্তু মনুষ্যেরা যখন সংকল্প করিয়া পরহিংসায় ব্রতী হয়েন, অথবা যিনি যতই স্তাবক হউন, কাহারও স্তব-স্তুতিতে প্রসন্ন হইবেন না, তাঁহারা যখন এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তখন আমি কি, প্রাচীনেরাও তাঁহাদিগের হিংসা-শর ব্যর্থ করিতে সমর্থ হয়েন না। তাঁহাদের চতুর কৌশল, প্রবীণ বুদ্ধি সকলই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আমার সম্বন্ধে সেইটিই ঘটিল। দেখিলাম, শত্রু চতুর্দ্দিকে বেড়িয়াছে। তখন এত কি জানি; আবার ভাবিলাম, আমিই পিতৃদুর্নামের অকারণ মূলাধার! সে জন্যেও অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলাম। যাহাই হউক, যে দিবস পদস্থ হই, সেই দিন সায়ংকালেই রাজপুরীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট গৃহে বাসস্থান করিলাম। গৃহগুলি অতি প্রশস্ত, মধ্যে একটি উঠান, ঐ উঠানের মধ্যস্থলে একটি ফোয়ারা বিরাজ করিত; তাহার চতুষ্পার্শ্ব সুন্দর সুন্দর পুষ্প তরুতে সুশোভিত। ফোয়ারার জলপ্রবাহে ও নানা জাতীয় পুষ্পের সৌরভে বাসস্থানটি যেমন সুশীতল, তেমনি আবার প্রফুল্লরসে পবিত্র ছিল। ফোয়ারার সম্মুখে একটি বারান্দা, সেই বারান্দায় বসিয়া জলপ্রবাহের কৌতুক দর্শন করিতাম। দোসরে মধ্যে একটি আলবোলা। কতকগুলি বারিধারা প্রস্তরময় সিংহ ও নরসিংহের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রথমতঃ ঊর্দ্ধে উঠিত, আবার নম্রমুখে প্রবাহিত হইয়া একটি কৃত্রিম খাতে পতিত হইত। সেই সময়ে বিন্দু বিন্দু জলকণা আমার মুখমণ্ডল শিশিরাক্ত করিত।

আমার এ অবস্থাটি সুখের একশেষ বলিলেও বলা যাইত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়; হৃদয় উদ্‌ঘাটন করিয়া নির্ভয়ে সকল কথা কহিতে পারি, ঈদৃশ একটি মিত্রের অভাবে আমি বড় অসুখী ছিলাম। কি পরিতাপ! আমার বন্ধু কেহই ছিল না। স্তাবক, চাটুবাদী অনেক ছিল বটে, কিন্তু সেই সকল লোকের

প্রতি আমার জাত-ঘৃণা থাকায়, বরং একাকী থাকিতে ভালবাসিতাম, তথাচ ভাক্ত বন্ধুদিগের সংসর্গ করিতাম না। যখন কোন কার্য্য-কর্ম্ম না থাকিত, বারান্দায় বসিয়া আলবোলা টানিতে টানিতে ফোয়ারার জলপ্রপাত দর্শন ও ঝরঝর জলপাতের মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতাম। বাসস্থানটি পুষ্পগন্ধে আমোদিত ছিলই তো, কখন বা সেই উপাদেয় বায়ুর আঘ্রাণে আপনাকে আপ্যায়িত করিতাম। এইরূপে দিনযামিনী কাটিতে লাগিল।

একদিন সায়ংকাল অতীত করিয়া বারান্দায় বসিয়া আছি; জলঝরঝর শব্দের স্নিগ্ধরসে শরীর লোমাঞ্চিত হইল, অমনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। বরকন্দাজ খাঁ যে দিকে বাস করিতেন, সেই দিকের একটি কবাট সশব্দে রুদ্ধ হওয়াতে তাহার ঝঞ্ঝনায় আমার চৈতন্য হইল। বরকন্দাজ খাঁ রাজজামাতা, তিনি বাদশাহার কনিষ্ঠ পুত্রী রসিনারা বেগমকে সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছিলেন। অন্যান্য অপেক্ষা এই ব্যক্তি আমার পরম শত্রু। সম্প্রতি আমি যে পদে নিযুক্ত, অনেকদিনাবধি বরকন্দাজ খাঁর মনে মনে ছিল, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসোফ ঐ পদে অভিষিক্ত হয়। যাহাই হউক,শব্দ শুনিয়াই অমনি উঠিয়া বসিলাম,বোধ হইল, বারান্দা থেকে একটি লোক নিঃসাড়ে চলিয়া গেল, আমি যেন তাহার ছায়া দেখিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ পেষকবজখানি হস্তে লইয়া বারান্দার অন্তে-স্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইলাম, মনুষ্যের সাড়া-শব্দ কিছুই পাইলাম না। একবার ভাবিলাম,একে ত অন্ধকার রাত্রে ঝাপ্‌সা বোধ হয়, তাহাতে আবার তামাকের ঘোরে অঘোরনিদ্রায় অচেতন ছিলাম, হয় ত আমার ভ্রমই হইয়াছে। আবার ভাবিলাম, না, কেহ আমাকে গুপ্তহত্যা করিবার মনন করিয়াছে। শেষে সেইটিই স্থির করিলাম। আমি যে গৃহে শয়ন করিতাম, তাহার নিয়তলস্থ পার্শ্বের ঘরে কেহ কোথা লুকাইয়া ছিল কি না, তাহাই জানিবার নিমিত্ত তত অন্ধকারে চোরা চোরা দরজা দিয়া ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিলাম, নামিয়াই কতক দূর চলিয়া গেলাম, পরে অনুমান হইল, আমার বাসস্থান অনেক পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছি অমনি ফিরিলাম, ফিরিয়া বড় অধিক দূর আসি নাই, এমন সময়ে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। রাস্তার বামে স্থিত একটি কুঠরী হইতে ঐ কণ্ঠস্বর আমার কর্ণ স্পর্শ করিল। আমার এ অবস্থাটি সুখের হইল না, আমি বড় উৎকণ্ঠিত হইলাম। এখন করি কি? প্রকাশ হই, না ধীরে ধীরে প্রস্থান করি, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কখন্ কে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিবে, সেই প্রত্যাশায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা আমার বিবেচনায় ভাল বোধ হইল না, হয় ত কেহ বলিবে, আমি কোন পক্ষের চর হইয়া তাহাদিগের গুপ্ত কথা শুনিতেছিলাম। সেটি বড় ঘৃণার কথা।

তখন ভাবিলাম, বসুমতীর গর্ভে যদি স্থান পাইবার উপায় থাকিত, তবে আমি এই দণ্ডেই প্রবেশ করিয়া তাহারা কি বলাবলি করিতেছে, শুনিতাম। গুপ্ত পরামর্শ যে কাহারও শুনিবার অধিকার নাই, সেটি তখন বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তখন মহা অন্ধকার কোলের মানুষ দেখা যাইতেছিল না। আমি ঐ অন্ধকারে হস্ত দ্বারা অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলাম, একটি দ্বার উদার মুক্ত রহিয়াছে, ঐ ঘরের পার্শ্বগৃহেই কতকগুলি লোক এক-মন এক-চিত্ত হইয়া কথোপকথন করিতেছিল। আমি ঐ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মনে মনে এই স্থির করিলাম, উহারা যেই হউক, যতক্ষণ না কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে, ততক্ষণ আমি এই স্থানেই অবস্থিতি করিব। অপেক্ষাই করিতেছি, তাহাদিগের কথোপকথন শেষ হইয়াও হইতেছে না, কি কথা হইতেছিল, আমি তাহার এক বর্ণও শুনিবার চেষ্টা করি নাই। কেবল ভাবিতে লাগিলাম, কতক্ষণে শেষ হইবে, কতক্ষণেই বা আমি পরিত্রাণ পাইব, কি আমাকেই বা আজ এই ঘোরাচ্ছন্ন নির্জ্জন প্রান্তে রাত্রি প্রভাত করিতে হয়। অবশেষে অনেকক্ষণের পর সেই নিগূঢ়াত্মক অস্ফুট কণ্ঠস্বর নীরব হইল, বোধ হইল, যে যাহার স্থানে

চলিয়া গেল। কি বিপদ্! আবার দুই ব্যক্তি পথে দাড়াইয়া আলাপ করিতে লাগিল, আমি যে গৃহে গোপনে ছিলাম,তাহার নিকটেই নাকি তাহারা দাঁড়াইয়া ছিল, সুতরাং তাহাদিগের কথাগুলি অবাধে শুনিতে পাইলাম। এক ব্যক্তি বলিল, "তুমি তা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছ কেন? যখন পিতার উপকারগুলি বাদ শাহ কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না তখন তাঁর পুত্রের উচ্চ পদ, উচ্চ সম্মান হইবেই তো, সে তো হবারি কথা।" দ্বিতীয় ব্যক্তি ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "পুত্র! বটেই তো! কিন্তু তুমি যে সর্ব্বদাই বল, শোণিতপাত-ব্যাপারই ঐ উন্নতির একমাত্র মূলাধার, সে কথা কি সত্য?" প্রথম ব্যক্তি কহিল, "সত্য নয় তো কি? সাহ্জার নরহন্তা হস্তে তৈমুর বংশের শেষাবশিষ্ট সন্তান নিধন হয়, এ কথা কে না অবগত আছে?"

আমার আর সহ্য হইল না। ঐ কথা শ্রবণ করিয়াই আমি তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিলাম। 'হারামজাদা, ও সব মিথ্যা কথা, আমার পিতার কোন দোষ নাই, তিনি নিরপরাধী' ইত্যাকার গর্জ্জন-শব্দে ঐ দুরাচারদিগের সম্মুখে ধাবিত হইয়া এক ব্যক্তির হাত ধরিলাম, সে তাহার হাত ধরিতেই "সুব্হান আল্লা! ঐ যে সাদক!" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং আমার হস্তপাশ হইতে বিমুক্ত হইবার চেষ্টা করিল। আমি বলিলাম, "হাঁ, আমিই বটে, দৈবযোগে এ স্থানে আসিয়া আমি তোদের গ্লানির কথা সব শুনিয়াছি, তোরা কে? তোদের নাম কি? তোদের এ সব মিথ্যা কথা, তা যতক্ষণ না স্বীকার কর্‌বি,ততক্ষণ আমি কাহাকেও ছাড়িব না।"আমাকে দেখিয়াই দুরাত্মারা অতিশয় ভীত হইয়াছিল, কিন্তু আমার এই আস্ফালনের অবসরে আবার তাহাদের সাহস জন্মিল, তখন আমাকে ধরাধরি করিয়া, যে ঘরে কথোপকথন হইতেছিল, সবলে আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই ঘরে লইয়া ফেলিল। আমার ত্রাস হইল, হয় তো আমাকে হত্যাই করিবে, এই তাহাদের অভিপ্রায়; কিন্তু দুষ্টেরা আমাকে ঐ ঘরে রাখিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। আমি সেই অন্ধকারে পূর্ব্বের মত হস্তস্পর্শ করিয়া দেখিলাম, দ্বারটি বন্ধ নয়, কেবল সংলগ্ন মাত্র রহিয়াছে। তাই দেখিয়া সাহস হইল, তখন আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া কোন দিকে আর দৃষ্টিপাত না কোরে একেবারে গৃহে উপস্থিত হইলাম, ভাবিলাম, এ যাত্রা পরিত্রাণ হইল। আমার শ্রদ্ধাস্পদ পিতার ঘৃণিত অপবাদটি স্মরণ করিয়া মনে মনে মহা দুঃখিত ও বিরক্ত হইতে লাগিলাম। মন সুস্থির ছিল না। সুতরাং সে রাত্রি ভালরূপ নিদ্রা হইল না। পরদিবস প্রাতে আমাকে আমখাসে উপস্থিত থাকিতে হইবে, সেই জন্য সকাল সকাল গাত্রোত্থান করিয়া তাহার উদ্‌যোগ করিলাম। ঐ রাজমন্দিরে সম্রাট্ প্রত্যহ গিয়ে বসিতেন। আমার এ নূতন পদ, সবে আজ আমি সভায় হয়ে নৃপালসমীপে প্রথম উপস্থিত হইব। অন্য অন্য দিন যেরূপ পরিচ্ছদ কোত্তেম,আজিও প্রায় সেইরূপই কোল্লেম, বিশেষ ঘোর ঘটা কিছুই ছিল না,ভাব্‌লেম,আমাকে কে না জানে,কে না চিনে,বেশভূষার আড়ম্বর কোরে পরিচয় দিবার আবশ্যক কি? তবে আর আর দিন অপেক্ষা অদ্যকার পরিচ্ছদটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। সভা আরম্ভের অনেক পূর্ব্বে সময়োচিত সুসজ্জিত হলেম, কিন্তু তৎকালীন রাজদর্শনে উপস্থিত না হয়ে, আপনার বারান্দায় সকৌতুকে ইতস্ততঃ বেড়াতে লাগ্‌লেম। বারান্দার এক ধারে একখানি বৃহৎ আয়না ছিল, এক একবার ঐ দর্পণ খানিতে আপনার অবয়বটি দর্শন করি, আর এক একবার বারান্দায় পায়চারি কোরে বেড়াই, কখন বা একটু স্থির হয়ে একবার গোঁফে তা দিই; একবার বা দাড়িটি আকুঞ্চিত কোরে ঢেউ আকারে উর্দ্ধে উঠিয়ে রাখি। এইরূপে সেই মিত্রবৎ অনুকূল দর্পণের সম্মুখে বারম্বার উপস্থিত হলেম, ঐ দুইবারই আমার নিজের মূর্ত্তিটি ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্ট হলো না। তৃতীয়বারে উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লেম, দুটি কৃষ্ণ আঁখি পদ্মরাগমণির ন্যায় আরক্ত বিম্বাধরের সঙ্গে একত্রে ঐ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হোচ্ছে, দর্শন কর্‌বামাত্র বোধ হলো, কেহ যেন শলাকায় বিদ্ধ কোরে আমায় সেই স্থানে আবদ্ধ কোল্লে। আমি কি জাগ্রত, না এটি স্বপ্ন, না কোন

সুরসুন্দরী সুপ্রসন্ন হয়ে আমার কৃপাদৃষ্টি কোল্লেন? আমি তো কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। যাঁর উজ্জ্বল জ্যোতি প্রতিফলিত হয়ে আমার চক্ষু দগ্ধ কোল্লে, তিনি কে? তাঁহার নিবাস কোথায়? কেন আমায় সদয় হয়ে দর্পণে দর্শন দিলেন? এই সমস্ত সন্ধান জান্‌বার নিমিত্ত আমার চিত্ত ব্যাকুল হলো। মনে কতই কি উদয় হতে লাগ্‌লো। আপনা আপনি কতই বিতর্ক কোত্তে লাগ্‌লেম, কিন্তু কিছুতেই অন্তঃকরণের তৃপ্তি জন্মিল না, স্থির কিছুই কোত্তে পাল্লেম না। আমি এখন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ব্যস্ত, আরও ব্যাকুল হলেম, আমার যেন যমযন্ত্রণা, আমার যেন শয্যাকণ্টক উপস্থিত হলো। একবার একটু স্থির হয়ে কত কি সিদ্ধান্ত করি, আবার দ্বিগুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে একবার বারান্দার এ দিক, একবার সে দিক ছুটোছুটি কোরে বেড়াই এইরূপ উৎকণ্ঠায় অবলুণ্ঠিত হোচ্ছি, ইতিমধ্যে একবার ঐ দর্পণ থেকে নয়ন অপসৃত কোরে, বারান্দার পুরঃস্থিত প্রাঙ্গণের পরপারে যেমন দৃষ্টিপাত কোল্লেম, অমনি একটি গবাক্ষদ্বার তড়িতের ন্যায় দ্রুতবেগে অবরুদ্ধ হলো। তখন আমি অনেক সুস্থির হোলেম, আবার পূর্ব্বমত সেই দর্পণে আপনার অবয়বটি দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। মনে মনে বাসনা, সেই চারুরূপটি পুনর্ব্বার দর্শন করি। কিন্তু কি পরিতাপ! সে বিনোদমূর্ত্তিটি আর আবির্ভূত হোলেন না, কস্মিন্‌কালেও যে আর তাঁর দর্শন পাব, এ পাপচক্ষে আর যে কখন সে রূপের ডালি অবলোকন কোর্‌বো, এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে আর যে কোন কালে সেই কুরঙ্গনয়নার সাক্ষাৎ ঘোট্‌বে, এমন আশাও রহিল না। আমি যদি তৎকালীন তত উতলা হয়ে, কে কি বৃত্তান্ত জান্‌বার অভিলাষ না কোত্তেম, তবে আর এ মনস্তাপটি পেতেম না। এক্ষণে আবার নূতন উপসর্গ উপস্থিত—সেই মোহিনী মূর্ত্তিখানি আমার অন্তর-পটে চিত্রিত হলো। আমি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হয়ে কেবল সেই চিত্রখানিই দর্শন কোত্তে লাগ্‌লেম। সময় যে কারও বাধ্য নহে, আমি যে কেন আজ বেশভূষা কোরে প্রস্তুত হয়েছিলেম, তখন আর সে সকল কিছুই মনে ছিল না। আমার ভৃত্য সলিমান এসে আমার যদি চেতনা কোরে না দিতে', তবে যে কতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ধ্যানে ঐ জ্ঞানে অচেতন থাক্‌তেম, সে কথা কে বল্‌তে পারে? আমি বারান্দায় পাদ-বিহার কোত্তে কোত্তে সেই বিনোদ রূপখানির চিন্তা কোত্তেছিলেম, এমন সময় সলিমান এসে ব্যাঘ্রের মত হঠাৎ আমায় আক্রমণ কোল্লে। ভয়, আতঙ্ক ও বিস্ময় তাহার মুখমণ্ডলে চিত্রিত হইয়াছে দেখিলাম। তাহার ধৃষ্টতায় বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "বেটা! তুই বড় বে-আদব হয়ে উঠেছিস্—তোর ভারি বুক বেড়ে গেছে; আমার সঙ্গে বরাবরি করিস, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা!" সলিমান বলিল, "হজুর! রাগত হবেন না, আপনি কি শেষবারের নাগরার ধ্বনি শ্রবণ করেন নাই? অনেকক্ষণ হইল, সম্রাটের বার হয়েছে,—ওমরাওরা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন, আমখাসে যাইতে আর বাকী কেহই নাই।" আমার তখন চৈতন্য হইল, কি করিলাম! কি সর্ব্বনাশ! আজি অদৃষ্টে কি আছে না জানি। আমি এখন ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রাজদরবারে চলিলাম। গিয়া দেখি, আমখাস জমজম করিতেছে—সকলেই প্রফুল্ল, কেবল বাবার মুখখানি মলিন,—তিনি বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। বরকন্দাজ খাঁ আহ্লাদে বুকের পাটা উঁচু করিয়া গোঁফে তা দিতে দিতে চলেছে। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসোফের বদনে আনন্দের হাসি উথলিয়া উঠিতেছে। তাহারা তখন দুর্জ্জয় শাহাজাহানকে কেবলমাত্র অভিবাদন করিয়া আপন আপন স্থানে গমন করিতেছিল। হায়! আমার অনেক বিলম্ব হইয়াছে! এক্ষণে আর কি বলিয়া বাদশাহের সম্মুখে দাঁড়াইব? কোন্ লজ্জায় আর তাঁহাকে মুখ দেখাইব? আদব বাজাইবার — সেলাম করিবার আর সময় নাই;—সে সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমি ফাঁফরে পড়িলাম; কি ডাইনে, কি বামে, কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস হইল না। খানিকক্ষণ অধোবদনে রহিলাম; শেষে ওমরাওদিগের

নিকট হইতে অন্তর হইয়া আমখাসের এক পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। তীক্ষ্ণদৃষ্টি বাদশাহ পাছে আমাকে দেখিতে পান, কি জানি পাছে দৈবাৎ আমি তাঁহার চক্ষে পড়ি, সেই ভয়ে জড়সড় হইয়া আপনাকে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে আমার অধীনস্থ সেনা-স্বামী ইস্মাইল খাঁ দেখিতে পাইয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

ইস্মাইলের মনে কোন বিরুদ্ধ ভাব ছিল না, তিনি যথার্থই আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কহিলেন,"সেনাস্বামী! আপনি এমন দুষ্কর্ম কেন—" এই পর্য্যন্ত বলিতেই "আল্লার দিব্বি, আর ও কথার উল্লেখ করিও না, আমি সময়-শিরে উপস্থিত হইতে পারি নাই, আমার মনে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতেছে, আমি নাগরার আহ্বানধ্বনি শুনিতে পাই নাই," এই উত্তর দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম। আমার বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া ইস্মাইল মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ হইলেন, শেষে বলিলেন, "আপনি রাজ পুরে বাস করিতেছেন অথচ নাগরার ধ্বনি শ্রবণ করেন নাই?" যেরূপে যাহা ঘটিল, তিনি তো সে সব বৃত্তান্ত কিছুই অবগত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার বিস্ময় হওয়াই সম্ভব। দর্পণে আবির্ভূত সেই দুটি কৃষ্ণ আঁখি, সেই দুটি লোহিত ওষ্ঠাধর আমাকে এত অভিভূত করিয়াছিল, নাগরার ধ্বনি তো অতি সামান্য কথা, যে ভূমিকম্পে পৃথিবী রসাতল-শায়িনী হন, তাদৃশ গুরু আঘাত ভিন্ন অন্য কোন লঘু অভিঘাতে আমার চৈতন্য হওয়া সম্ভব ছিল না। এটি স্বরূপ কথা, অত্যুক্তি নহে।

এই কথা শুনিয়া ইস্মাইল অবাক্ হইয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, আমি বলিলাম, "বন্ধু! এটি অসম্ভব বটে, তোমার আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে সত্য, আমি কিন্তু শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার এ বিলম্ব হওয়া শুদ্ধ দৈব বিপাক।"

ইস্মাইল বলিলেন, "তা আমি নিশ্চয়ই বুঝেছি, এখন সম্রাটের মনে সেইটিই বিশ্বাস হউক, আমার এই প্রার্থনা।" ঐ কথা শুনিয়া আমি উচ্চনাদে বলিলাম, "সম্রাট্ কি আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?" ইস্মাইল বলিলেন, "সে কি কথা, বাদশাহ তাঁহার ক্ষুদ্র দাসকেও বিস্মৃত হন না, আপনি তাঁহার প্রধান শরীররক্ষক, আপনাকে বিস্মৃত হইবেন?—এ আপনার বড় ভ্রম। আপনার উচিত ছিল, সকলের অগ্রে বাদশাহের সম্মুখে জানু পাতিত করেন।" আমি বলিলাম, "আল্লার দিব্বি, সম্রাট্ কি বলিয়াছেন, বল।" ইস্মাইল উত্তর করিলেন, "আপনার পিতাকে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁর মনে যে কষ্ট হইয়াছে, আপনি তা বুঝিতেই পারিয়াছেন।" আমি বলিলাম, "হাঁ, সেটি আমি জানিতে পারিয়াছি সত্য, কিন্তু এত কাণ্ডের পর শেষে কি দাঁড়াবে, বল্‌তে পার?"

ইস্মাইল উত্তর করিলেন, "শেষে অমঙ্গল, বিশেষতঃ এ সময়।" আমি বলিলাম,"কেন, এ সময়ের মানে কি, এ কি মন্দ সময়?" ও কথার কোন উত্তর না দিতে হয়, তাই একটা ওজর করিয়া ইস্মাইল স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

আমি একণে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়াও পূর্ব্বের মত আবার যেন নির্জ্জন হইলাম। এই সময়ে আমখাসের সমারোহ-ব্যাপার দর্শন করিবার প্রচুর অবকাশ হইল। যাঁহারা মোগলরাজ্যের রাজসভা ও তদ্‌বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত নহেন, তাঁহাদিগের কৌতূহল চরিতার্থের নিমিত্ত এ স্থলে সংক্ষেপে কতক কতক বর্ণনা করিতেছি।

আমখাস একটি বৃহৎ বাটী;—চতুর্দ্দিকে অট্টালিকা, মধ্যে একটি সুপ্রশস্ত চতুষ্কোণ উঠান। অট্টালিকার গৃহগুলি খিলানে নির্ম্মিত এবং একটি একটি ভিত্তি দ্বারা পরস্পর পৃথক্, অথচ গৃহ-পরস্পরে গমনাগমনের নিমিত্ত একটি একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। উঠানের বহির্ম্মুখে সিংহদ্বার, ঐ সিংহদ্বারের উপরে নাগরাখানা। তুরী, ভেরী, শানাই, করতাল, জয়ঢাক প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র ঐ নাগরাখানায় এককালে নিনাদিত হইত, কিন্তু তাহার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইউরোপীয় গ্রন্থকারেরা কহেন, ঐ নাগরাখানার বাদ্যের শব্দ এত কঠোর যে, লোকের কর্ণ বধির করিত, কিন্তু অভ্যাসের এমনি শক্তি, দেশাচারের এমনি গুণ,তত কঠোর হইয়াও কাহারও

অসুখ বোধ হইত না, বরং সকলেই বিবেচনা করিত, নাগরাখানার সদৃশ সুমধুর বাদ্য পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই।* সিংহদ্বারের পশ্চাতে যে বৃহৎ উঠান, ঐ উঠান অতিক্রম করিয়াই একটি পরম রমণীয় প্রকাণ্ড দালান, দালানটি মহান্ উচ্চ, বায়ু-সেবনযোগ্য উদার মুক্ত এবং অনেকগুলি চিত্রিত ও স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভ-মালায় সুশোভিত। ইহার তিন দিক্ অনাবৃত, ঐ তিন দিক্ হইতে চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণটি দৃষ্ট হইত। যে ভিত্তিদ্বারা অন্তঃপুরের গৃহগুলি স্বতন্ত্র ছিল, সেটি আট হাত উচ্চ, তাহার মধ্যস্থলটি বিশাল আয়ত, বিস্তার অনাবৃত। বাদসাহ প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে সেই দালানে রমণীয় সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। দারা, আরঙ্গজেব, সুলতানসুজা মুরাদবাকি, এই চারি রাজপুত্র তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিতেন খোজারা বড় বড় পাখা লইয়া বাতাস করিত, কেহ বা মশা-মক্ষিকার উৎপাত নিবারণার্থে বিচিত্রপুচ্ছ চামর ঢুলাইত।

সিংহাসনের নীচেই ওমরাও, রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণের স্থান। বুকের উপর কোণাকোণি হাত বাঁধিয়া নতশিরে অধোদৃষ্টে তাঁহাদিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। দালানের বাকী অবকাশস্থান ও আমখাসের সমুদয় উঠানটি ধনী, অধনী, নীচ, উচ্চ, নানা-প্রকার লোকে পরিপূর্ণ হইত। যিনি যেখানে অবস্থান করুন, সম্রাট্ সকলকে সমানরূপে দেখিতে পান, এই কৌশলে ঐ রমণীয় দালানটি প্রস্তুত হয়।

আমখাস লোকারণ্য। বাদী প্রতিবাদী তামাসগীর ভিন্ন, জমাদার, চোপদার, সেপাই, সান্ত্রী, পাইক, বরকন্দাজ, উকীল, মোক্তার, নফর-চাকরে পিস্ পিস্ করিতে লাগিল। আমি কৌতুক দেখিব কি, বরং আঁধার দেখিতে লাগিলাম। এমন সাহস হইল না, একবার চক্ষু বুলাইয়া চারিদিক ভাল করিয়া অবলোকন করি। সময়মত হাজির হইতে পারি নাই, সেই অলক্ষণ বিলম্বের ভয়েই প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল। কত লোক ভিড় ঠেলিয়া, কেহ বা পাশ কাটাইয়া সম্রাটের দিকে ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে যাইতে লাগিল, হয় ত তাহারা মুখে কোন প্রার্থনা করিবে, নয় ত একখানি আরজি আপনারা হাতে করিয়া তাঁহার পায়ের উপর ধরিয়া দিবে, এই তাহাদের অভিপ্রায়। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ে বুকদাবা খাইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; কেহ বা পায় পায় বাধিয় প'ড়ে যাইতে লাগিল। ইহাদের সাহস কম। অনেকে আবার মারামারি ঠেলাঠেলি করিয়া সেই নিবিড় জনতার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইল, ইহাদের ডানপিটে স্বভাব, যেমন রূপ, তেমনি বুক; কাহাকেও গ্রাহ্য নাই। বাদশাহ তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, তাহারা ভ্রূক্ষেপও করিল না, বরং অকুতোভয়ে তাঁহার দৃষ্টিপথে দাঁড়াইয়া বুক ফুলাইয়া রহিল।

আমখাসের তামাসা দেখা শেষ হইয়া যাহাদের একটু এ দিক্ ও দিক্ কটাক্ষপাত করিবার অবকাশ ছিল, তাহারা কেবল এই হতভাগাকেই চেয়ে চেয়ে দেখিতে লাগিল। নিঃসন্দেহ তাহাদের মনে এই সংশয় হইল, অপর অপর প্রধানেরা তো আপনাদের মধ্যে পরস্পর বলা-কহা করিতেছিল, আমিও তো একজন প্রধান বটে, তবে আমি কেন আমার সমস্তটী আমীরদের সঙ্গে কথাবার্তায় না থাকিয়া চোরের মত এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলাম? ভাল তাই যা হউক, আপনার স্থানে গিয়াও তো বসিতে পারিতাম, তাই বা না করিলাম কেন? আজ আমার উচ্চ পায়া কোথায়, আরও মানবৃদ্ধি হইবে, লোকে আরও গৌরব করিবে, তা না হইয়া ঠিক তাহার উল্টা হইল! আজ আমার সঙ্গে কেহ একবার ভাল মুখে কথাও কহিল না, কেহ একবার ডেকে জিজ্ঞাসাও করিল না। আর আর দিন বরং ভাল ছিল, আজ আমাকে সকলেই উপেক্ষা—সকলেই অনাদর করিতে লাগিল। এই অপমানে ঘৃণায় আমার চট্‌কা ভাঙ্গিয়া গেল। নচেৎ বলিতে কি, ইহার পূর্ব্বে আমি আর আমাতে ছিলাম না। আমখাসের দরবার ভঙ্গ হইল, সকলে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল, ভিড়ও ক্রমে ক্রমে কমিয়া পড়িল। উঠানটি খালি পড়িয়া আছে, এখন দিব্বি পরিষ্কার,

* ঐ মধুর বাদ্য বিদেশীয় ইংরাজ ও অন্য ইউরোপবাসীর কর্ণে কর্কশ বোধ হইতে পারে। কিন্তু অস্মদাদির শ্রবণে সুধা বর্ষণ করে।

একটি প্রাণীও নাই। পূর্ব্বাপর এই রীতি ছিল, ঐ সময়ে যুদ্ধের ঘোড়াগুলি আনিয়া মহারাজের সম্মুখে সারিবন্দি করিয়া রাখা হইত। অশ্বগুলি সুস্থাবস্থায় আছে কি না, তাদের প্রতি যত্ন করা হয় কি না, সম্রাট্ তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিতেন। পূর্ব্বে বলা-কহা ছিল, তাই এই অবসরে সহিস আমার নিজের ঘোড়াটি সাজাইয়া লইয়া আসিতেছিল, আমি এক লাফে তাহার উপরে চড়িয়া বসিলাম; সোয়ার হইয়াই সিংহাসনের নিকট দিয়া আগে আগে চলিলাম। রাজপ্রহরীদিগের বাকী অশ্বগুলি আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিল, সহিসদের ডাকিয়া বলিলাম, "তোরা আপনার আপনার ঘোড়াগুলি এমনি স্থলে, এমনি কৌশলে রাখিবি, সম্রাট্ যেন অবলীলাক্রমে তাহাদের ভাল মন্দ অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে সক্ষম হয়েন। একটু পরেই আমি ঘোড়া থেকে নামিলাম, তিনবার পৃথিবী চুম্বন করিয়া দিল্লীশ্বরের দীর্ঘ আয়ু ও তাঁহার রাজ্যের চিরমঙ্গলের নিমিত্ত জগদীশ্বরের উদ্দেশে একটি স্তুতি পাঠ করিলাম। মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম,বাবার মনে বড় ভয় হইয়াছে, এমন তো ভয় নয়,তাঁহার মুখ চোখ সেহাই হয়ে গিয়াছে, যেন কেউ কালী ঢেলে দিয়েছে। আমার এই ধার্ষ্টামীতে বাদশাহ পাছে আরও নারাজ হন, সেই ভয়েই তাঁর মনে তত ভয় হয়। কিন্তু সম্রাটের মুখভঙ্গিমাতে কোন বৈলক্ষণ্য দেখিলাম না, তিনি যে ভাবে, সেই ভাবেই ছিলেন। আমার এই বাহাদুরী দেখান শেষ হইলে সম্রাট্ বলিলেন, "তুমি তো আর অশ্বাধ্যক্ষ ক্ষেবাৎ খাঁ নহ, আমি তোমাকে প্রধান শরীর-রক্ষকের পদেই নিযুক্ত করিয়াছি।" অশ্বের কর্ম্মে আমার অধিক রুচি ছিল, আমি যদি ক্ষেবাৎ খাঁর মত উপযুক্ত হইতাম, তবে আমার কর্ম্ম তাঁকে দিয়া তাঁর কর্ম্ম আমি লইতাম।

যে জন্য বিলম্ব হইয়াছিল, সেই কাহিনীটি বলিব মনে করিয়া কেবল তাহার সূত্রপাত করিয়াছি, এমন সময় বাদশাহ আমাকে নিষেধ করিয়া তাঁহার সম্মুখ থেকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি মুখে কোন কথাই কন নাই, হস্ত হেলাইয়া ইসারায় ঐ অভিপ্রায়টি জানাইলেন। আমি ত একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসিয়া পড়িলাম, মনে মনে যেমন অপ্রতিভ, তেমনি দুঃখিত হইলাম; কিন্তু কি করি, একটু সরিয়া তফাতে গিয়া দাঁড়াইলাম। যে আশা করিয়া সওয়ার হইলাম, তারমত সমাদর বাদশাহ ত কিছুই করিলেন না। মনে বড় ঘৃণা হইল, দূর হোক, তবে আর এখানে ইতরের মধ্যে থাকিয়া কি করি, যাই, যেখানে বন্ধু ইস্মাইল প্রভৃতি অন্য অন্য প্রধানেরা আছেন, সেইখানে গিয়া বসি। এই ভাবিয়া সেখান থেকে চলিয়া ইস্মাইলের পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। দুর্ভাবনার তো অন্তই ছিল না, কিন্তু সে ভাবটি চেপে চুপে ঢেকে রাখিলাম,কাহাকেও জানিতে দিলাম না। বাদশাহ আমার উপর নারাজ হইয়াছেন, - হয়েছেন, হয়েছেন। আমি হেসেই উড়াইয়া দিলাম, যেন গ্রাহ্যই করিলাম না। সেটি কিন্তু লোক দেখানো।

অশ্ব-সমারোহের পর হস্তীদিগের আহ্বান হইল। করিদল ধীরে ধীরে গদাইলস্করী চঙ্গে সসম্ভ্রমে পদ-বিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। তাহাদের ভীম দেহগুলি জলে মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। শুঁড়গুলি লাল রেখায় চিত্র-বিচিত্র করিয়া আঁকা, গলায় ছোট ছোট রূপার ঘণ্টা বাঁধা, চলিবার সময় সেইগুলি টুন টুন করিয়া বাজিতে লাগিল। হাতীগুলিকে সম্রাটের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া মাহুতেরা মাথায় ডাঙ্গশ মারিতে লাগিল,অমনি তারা গাঁ গাঁ শব্দে ডাকিয়া শুঁড়গুলি আকাশ মুখো করিয়া রাখিল,সকলে বলিল, বাদশাহকে সেলাম করিতেছে।

হস্তীর কৌতুক শেষ হইলে কৃষ্ণসার, গণ্ডার ও অর্ণা-মহিষের অভিনয় আরম্ভ হইল। মহিষগুলির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৃঙ্গ, সেটি জগদীশ্বরের মহিমা, তাহাদের যদি তত বড় তত দুর্দ্দম্য শিঙ না থাকিত, তবে তারা সিংহ-ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার পর নাকেশ্বরী বাঘ, চিতাবাঘ,সারসপক্ষী, বাজপক্ষী প্রভৃতি অন্য অন্য নানা রকমের ক্রীড়া-কৌতুকী পাখী এবং শীকারী কুকুর রঙ্গভূমিতে দর্শন দিয়া

সকল ব্যক্তির কৌতুক-দর্শনের তৃষ্ণাশান্তি করিল।

সদর ফটকের দিকে কতকগুলি লোক কলবল করিতে লাগিল. ইস্মাইল অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিলেন, "বন্ধু! এই দেখ, এই চেয়ে দেখ, এই সময় আপনার বাহাদুরী দেখাইয়া মহারাজের কাছে প্রতিপন্ন হও, যেমন ছিলে, আবার তেমন হও।" আমি চাহিয়া দেখি, একজন লোক আগে আগে আসিতেছে, তাহার হাতে একটি মরা ভেড়া। আমি ত আর আনাড়ী অব্যবসায়ী নই যে,ইহার ভাবার্থ বুঝিতে পারিব না। আমি বলিলাম, "বন্ধু! দ্বাদশ ইমাম সাক্ষী, আমার কাছে যেমন তীক্ষ্ণ তেজীয়ান্ অস্ত্র আছে, আমি বুক ঠুকে বলিতে পারি, এ এজ্‌লাসে তেমন আর কাহারও নাই। আমার বাহুর কত পরাক্রম, আমার তলবারের কত প্রতাপ, আজ হয় তাই সপ্রমাণ করিব, নয় এ মুখ আর দেখাইব না, একেবারে দেশত্যাগী হইব।" এই বলিয়াই তলোয়ারখানি বাহির করিলাম, সেই সময় পিতাও অমনি ইসারায় জানাইলেন যে, তিনিও সম্মত আছেন। তার পরেই একটি মৃত মেষদেহ উঠানের শত-মধ্যস্থলে রাখা হইল। তাই দেখিয়া জন কয়েক চেংড়া ওমরাও ও কতকগুলি বে-আক্কেল মুনসেফদার অগ্রসর হইল, মনে মনে বড় আনন্দ, এইবার এক হাত জাহাঁবাজি দেখাইবেন। তাঁহাদের তলবারগুলি দেখিতে জমকাল ছিল, রৌদ্রের তেজে চকমক্ চকমক্ করিতে লাগিল। উহাঁদের মধ্যে বরকন্দাজ খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসোফ মোড়লি করিয়া সকলের আগে আগে চলিলেন। তাঁহার মালসাটে মাটী কাঁপিয়া উঠিল, ভাবিলেন, আজ তাঁহারি পোয়াবারো, কাজটি তিনিই সাবাড় করিবেন, আর কাহাকেও অস্ত্র ধরিতে হইবে না, সেই আমোদে আগে ভাগেই তাঁহার মুখখানি চক্‌চক করিতে লাগিল। তিনি যে চোট্‌টি ঝাঁকিলেন, তাহাতে গোঁয়ারের মত কেবল বলই প্রকাশ পাইল, কৌশলের নামগন্ধও ছিল না। সেই এক আঘাতেই তাঁর সেই জলুজলে ঝাঁকাল তলবারখানি ভেঙ্গে চুরমার হইয়া গেল। ইউসোফের মুখখানি শুকাইয়া আমচুর হইল, সকলে হো হো করিয়া হাততালি দিয়া উঠিল, তিনি অমনি সুড়-সুড় করিয়া তাঁহার খুলতাত দাম্ভিক বরকন্দাজ খাঁর কুপিত নয়নের অন্তরালে কুণ্ডলাকার হইলেন। এই অবসরে আমি এক-পা দু-পা করিয়া আস্তে আস্তে মহাড়া লইলাম, তলোয়ার মাথার উপর ঘুরাইতে ফিরাইতে লাগিলাম, খেলাইতে খেলাইতে পশ্চাদ্দিক্ হইতে এক চোটে মেষদেহটি দু টুক্‌রা করিয়া ফেলিলাম। অস্ত্রখানির সর্ব্বাঙ্গ —আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল বটে, কিন্তু কোথাও টোল বা দাঁত পড়ে নাই। "বাহবা, সাবাস, ক্যা সাফাই হাত!" চারিদিকে ঢি ঢি পড়িয়া গেল,আমি অমনি আহ্লাদে উথলিয়া উঠিলাম। "এইরূপে যেন চিরকালই সম্রাটের দুষ্‌মনের মাথা কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিতে পারি।" এই আস্ফালন করিয়া গলাবাজিতে আকাশ ফাটাইতে লাগিলাম। বাবাও আহ্লাদে ফুলিতে লাগিলেন, তাঁহার চোক মুখ যেন আনন্দে ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি এই অবসরে অধীশ্বরের নিকট আমার গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ ইসারা করিয়া বলিলেন, "সাদক! নিকটে আইস।" আমি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বলিলাম, "মহারাজ! জগদীশ্বর রাজ্যের মঙ্গল করুন, পবিত্র রাজশরীরও নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করুন।" শাজাহান বলিলেন, "সাদক! তোমার ভুজবলের অসীম প্রতাপ, তোমার অসিখানিও প্রলয়ঙ্করী, প্রয়োজন-সময়ে অনেক কাজে লাগিবে। কিন্তু দেখিও, যেন পদটি খোয়াইও না, রাজানুরোধ ভিন্ন অন্য কোন গুরু অনুরোধে পড়িলেই তোমার বিপদ্ ঘটিবে।"

"আমার অপরাধ হইয়াছে, সম্রাট্, আমায় ক্ষমা করুন, আমাকে রক্ষা করুন।" আমি উচ্চকণ্ঠে এই উত্তর করিলাম।

বাদশাহ।—"আর কেন, ঢের হয়েছে। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, নির্জ্জনে বলিব ; খবরদার, স্মরণ থাকে যেন।"

আমি এখন অস্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার কথা শুনিয়া মনে মনে বড় ভয় হইল, এত ভয় যে, মুখে তাহা

বলিয়া উঠিতে পারি না। কেন বিলম্ব হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব, কি উত্তর করিব? দুটি কৃষ্ণ আঁখি আমার পথাবরোধ করিয়াছিল, তাই আমি সময়মত হাজির হইতে পারি নাই, এ কথা বলিতে কি ভরসা হয়? তবে কি একটা মনগড়া মিথ্যা বলিব? রাজার কাছে মিথ্যা বলিতে কি সাহস হয়, না তা বলা উচিত? মিথ্যা বলিব, এ কথা মনে হইলেও আপনা আপনি ঘৃণা হয়। আমি ত ভেবে কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না,—অষ্টাই পঞ্চমে পড়িলাম। দূর হোক, যা থাকে অদৃষ্টে হবে। মিথ্যা!—কখনই বলা হবে না, তার নিকটেও যাব না, স্বরূপ কথাই বলিব, যা যথার্থ ঘটেছে, যে কারণে যা হয়েছে, তাহাই বলিব, শেষে এইটিই অবধারিত করিলাম।

একণে যে যাহার গৃহে প্রস্থান করিল, সম্রাট্ও চলিয়া গেলেন। উজীর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, আমাকে বলিলেন, "সাদক! তুমি একটু থেকে যাও, সম্রাট্ তোমাকে এখনই ডাকিয়া পাঠাইবেন।" বাবার কথা অনুসারে আমি অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। আমাকে অধিকক্ষণ বসিতে হয় নাই, ইতিমধ্যে একজন চোপদার আসিয়া ইসারা করিল, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। বাদশাহের খাস কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মোগলরাজ একখানি বড় চৌকিতে বসিয়া আলবোলা টানিতেছেন। ভাবিলাম, আজ কি আছে অদৃষ্টে, বলিতে পারি না, মাথাই যায় কি শিরোপাই পাই, দুয়ের একখানা হবেই হবে। আমি ভূমি লোটাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম এবং যোড় হাত করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টে ঘণ্টার গরুড়ের ন্যায় খাড়া রহিলাম। সম্রাট্ ইসারা করিলেন, পিতা ও আর আর যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, চলিয়া গেলেন; আমি একলা থাকিলাম, ভয়ে বুক দুর দুর করিতে লাগিল। বাদশা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। তখন আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "সাদক! তুমি না জান, তা নয়, যিনি রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, ইউসোফ তাঁহার পরম আত্মীয়, সেই ইউসোফকে বঞ্চিত করিয়া তোমাকে এই উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছি, আমি তা করিতাম না, কিন্তু কি করি, তোমার পিতার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। যাই হোক, আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমিই সকলের আগে আমখাসে উপস্থিত হইয়া আদব বাজাইবে, কিন্তু সেটি তুমি কর নাই, অনুপস্থিত ছিলে, এর কারণ কি? তোমাকে সত্যকথা বলিতে হইবে, তুমি যদি সাজাইয়া একটা মিথ্যা বল, আমি তা শুনিব না। যিনি দান করেন, তিনি দিয়ে আবার কেড়ে লইতেও পারেন; যিনি পুরস্কার দেন, তিনি তার পরিবর্ত্তে দণ্ড করিতেও পারেন। এই কটি কথা তোমার যেন স্মরণ থাকে।"

আমি বলিলাম, "মহারাজ! অবধান করুন, আমি যদি সত্য না বলিব, আমি যদি আপনার একান্ত শরণাগতই না হইব, তবে কি সাহস করিয়া সসাগরা ধরা-স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিতাম? আমার এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই, তার আশাও করি না, কিন্তু তথাচ আমি মিথ্যা বলিব না, সে পথেও যাব না, কেন বিলম্ব হইল, সে বিষয় নিবেদন করিতে প্রস্তুত আছি। স্বপ্নেও জানিতাম না যে, আমার অদৃষ্টে এত বিড়ম্বনা ছিল; সেটী অভাবনীয়, তাহাতে মনুষ্যের হাত নাই।" এই গৌরচন্দ্রিকার পর যেরূপে যাহা ঘটিয়াছিল, যে জন্যে আমার বিলম্ব হয়, আদ্যোপান্ত সমুদায় বলিলাম। বাদশাহ শুনিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন; ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না; তাহার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "সোভান্ আল্লা! দুটি আঁখির অনুরোধে যে ব্যক্তি আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে অবহেলা করে, তারে বিশ্বাস করিয়া রাজশরীর-পরিরক্ষণের ভার অর্পণ করিলে প্রায়ই শেষে অনুতাপ করিতে হয়।"

আমি বলিলাম, "জেনাবালি! আপনি অখিল পতি, আমি আপনার দাস, আপনার বিচারে যাহা ভাল হয়, তাহাই করুন; কিন্তু দৈবাৎ একবার একটি ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া আমার রাজভক্তি নাই, কি আমি এরূপ কাপুরুষ, এরূপ বিবেচনা না করেন—এইমাত্র আমার প্রার্থনা।" সম্রাট্

বলিলেন, "যথেষ্ট হয়েছে, আচ্ছা,এবার তোমার মাপ করা গেল, তুমি এখন যাও, এখন অবধি তোমার গুণে যেন তোমার পূর্ব্বদোষ ঢেকে যায়, আমরা যেন তা ভুলে যাই। তোমার শত্রু পায়ে পায়ে ফিরিতেছে, এটি যেন মনে থাকে, বুঝে সুঝে চলিও। আচ্ছা, তবে এখন তুমি বিদায় হও।"

মনে যে কত আহ্লাদ হইল, তাহা বলিবার নয়. যে একটা মস্ত ফাঁড়া ছিল, তা কেটে গেল, এখন আমি তাড়াতাড়ি পিতার কাছে চলিলাম। তিনি এই আসে এই আসে করিয়া পথ চাহিয়া ছিলেন।

কি বিপদ্! আবার তাঁর কাছেও বিলম্বের বায়নাকাটি আনুপূর্ব্বিক সব বলিতে হইল। বাবা আমাকে বিস্তর ভৎসনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "সাদক! খবরদার! বরকন্দাজ খাঁ আমার চিরশত্রু, তার সংক্রান্ত রাজান্তঃপুরের কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুমি আলাপ করিও না, সে দিকে ফিরেও দেখিও না, তাহাদের নিকট দিয়েও যাইও না।" আমার বাসগানের নীচের ঘরে যে কথোপকথন গোপনে শ্রবণ করিয়াছিলাম,—পিতার দুর্নাম করিতে শুনিয়া যেরূপ রাগত হইয়াছিলাম, সে সমস্তও বাবার কর্ণগোচর করিলাম। পিতা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, কেন না, যদিও আমার উদ্দেশ্য ভাল ছিল বটে, কিন্তু তৎকালীন ওরূপ ক্রোধ প্রকাশ করা অতি অবোধের কার্য্য হইয়াছিল, সে জন্যেও পিতা আমাকে বিস্তর অনুযোগ করিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি অতি নির্বোধ, অতি পাগল, এত বড় হইলে, তবু তোমার কোন জ্ঞান হইল না! একে এ অন্ধকার রাত, তায় আবার তুমি একলা, তোমাকে যদি তারা মেরেই ফেলিত, তখন কে রক্ষা করিত? ভাল, যা হয়েছে, তা হয়েছে, এমন কুকর্ম্ম আর কখন করিও না, তাহারা যে তোমাকে প্রাণে না মারিয়া অমনি ছেড়ে দিয়েছে, এই আমাদের পরম ভাগ্য।" যে ঘরে পরামর্শ হয়, সে ঘরে কটি লোক ছিল, কতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল, পথে দাঁড়াইয়া যাহারা তাঁহার নামোল্লেখ করে, তাহাদের কিরূপ চেহারা,গলার স্বরই বা কিরূপ, বাবা আমাকে এই সকল সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও যতদূর জানিতাম, সে সব কথার উত্তর করিলাম। উত্তর করিয়া বলিলাম, —"বাবা! বেলা আর নাই, সন্ধ্যা হইল, এখন অনুমতি হয় তো বিদায় হই। একবার হাওয়া খাইতে বাহিরে যাইব।" এই বলিয়া ঘোড়ার উপর সোয়ার হইয়া প্রস্থান করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"বনের বাঘ অপেক্ষা মনের বাঘ * ভয়ানক।"

রাজবাটীর কতকগুলি লোকের অস্পষ্ট অপরিস্ফুট ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইল, তাহারা ভিতরে ভিতরে একটা কারখানা করিতেছে, কি একটা ভারি মৎলবে ফিরিতেছে। যখন কোথাও কেহ না থাকিত, চার পাঁচ ব্যক্তি একত্র হইয়া কত কি ফুস্‌ফাস্ করিয়া বলাবলি করিত, এক একবার আড়ে আড়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখিত, কি জানি, যদি কেহ আচম্‌কা আসিয়া উপস্থিত হয়। কখন বা একটা এঁদো ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া চুপে চুপে কি পরামর্শ করিত। সকাল নাই,সন্ধ্যা নাই, যখনই সাক্ষাৎ হইত, দেখিতাম,তাহারা মুখামুখী হইয়া আছে, হাত নাড়িতেছে, কখন মাথা নাড়িতেছে, কখন বা চোক ঘুরাইতেছে। আমাকে দেখিলে পরস্পর গা টেপাটিপি,—চোক চায়াচায়ি করিত, কখন বা সেখান থেকে উঠিয়া যাইত, নয় স'রে গিয়ে তফাতে বসিত। আমি যেন তাহাদের চক্ষুর শূল। আমার সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করিত না, আমি যদি গায়পড়া হইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, "তোমরা রোজ রোজ কি গালাগুলো কর?"—"সংসারের কত কথা আছে তুমি তা শুনিয়া কি করিবে?" এই বলিয়া আসল কথা ঢাকিয়া লইত। তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ জন্মিল,ভয়ও হইল। ভাবি-

* মনের বাঘ—conscience.

লাম, ইহারা গোপনে গোপনে কি একটা চক্র করিয়াছে, তাহাদের মৎলব কি, তা বলিতে পারি না, তাহারা যে সেই মৎলবটি হাসিল করিবার জন্ত সময় খুঁজিতেছিল,তাহার সন্দেহ ছিল না। সুসময় হইলেই অনুচরদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কর্ম্ম ফর্সা করিত,আপনারা হাতে হেতিয়ারে কিছুই করিত না। আমি অন্তরে অন্তরে থাকিতাম, কাহারও ত্রিসীমানায় যাইতাম না। বন্ধুবান্ধবই হোন আর আত্মীয়-স্বজনই হোন, কাহারও সঙ্গে মাখামাখি বা গাচাটাচাটি ভাব করিতাম না; কোন আমোদ-প্রমোদের অনুরোধও শুনিতাম না। ভয় হইত, পাছে কেহ পাকচক্র করিয়া আমাকে রাজবিরোধীর দলে আবদ্ধ করে; পাছে কাহারও কুহকে পড়িয়া তাহার স্বার্থের স্বপক্ষ হই। মন কখন্ কোন্ পথে যায়, কেহ বলিতে পারে না, সর্ব্বদা গতিবিধি থাকিলে শেষে পিরীত-প্রণয় হয়েই উঠে; কিন্তু সে অভিপ্রায় আমার ত কোন কালেই ছিল না, পূর্ব্বে ও একপ্রকার প্রতিজ্ঞাই করিয়াছি, যতদিন বাঁচিব, রাজ-স্বামীর অনুগত হইয়া রহিব, প্রাণান্তেও তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিব না। তবে যদি মহারাজ আমার সঙ্গে কোন রকম কুব্যবহার করেন অথবা বুদ্ধির দোষে বিবেচনামত আমার উপর হুকুম হাকাম করিতে অশক্ত হন, সে স্বতন্ত্র কথা। শাজাহানের শরীর ক্রমে ভগ্ন হইয়া আসিতেছিল,তাহার উপর আবার নিত্য নিত্য দরবারে বসা,ডিক্রী-ডিস্‌মিস্ বিচার-নিষ্পত্তি আদি রাজকার্য্য করা, রাজা উজীর লইয়া মজলিস্ মহাফেল করা, এই সকল ঝঞ্চাটে ভারাক্রান্ত হইয়া তিনি দিন দিন আরও অবসন্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দারা অষ্টপ্রহর মুখে মুখে থাকিতেন। তাঁর ইচ্ছা যে, কতক ভার গ্রহণ করিয়া বাদশাহের পরিশ্রম লাঘব করেন। কিন্তু সম্রাট্ কোন কার্য্যেই তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না।

সম্রাট্ কেবল রাজকার্য্য লইয়া উন্মত্ত;—বিধিব্যবস্থা, আদেশ অনুমতি, রক্ষা-নিষ্পত্তি, এই সকল বিষয় লইয়াই মহাব্যস্ত। এ দিকে যে তাঁহার সিংহাসন লক্ষ্য করিয়া একটি গুপ্ত বিপদ্ অন্তর থেকে উঁকি মারিতেছিল, তাহার কোন খোঁজ-খবর ছিল না, সে বিষয়ের বাষ্পও জানিতেন না। তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ মন, কাহার কিরূপ চরিত্র, তা তিনি প্রকৃতরূপে অবগত ছিলেন না। তাঁহার সন্তানগণের চিত্ত যে দুর্জ্জয় প্রলোভনে মত্ত হইয়াছিল, সে সন্ধান তিনি কিছুই জানিতেন না।

দারার পরিণামবিবেচনা ছিল না, স্বভাব অতি উগ্র, হঠাৎ রাগ উপস্থিত হইত, কিন্তু তাঁহার অনেকগুলি সদ্‌গুণও ছিল,—কাহাকেও অপ্রিয় বা রূঢ় বাক্য বলিতেন না, সকলেই তাঁহার শীলতার অনুরাগ করিত। যে যাহাতে সন্তুষ্ট, তাহার সঙ্গে সেইরূপ আলাপ; যে যেমন ব্যক্তি, তাহাকে সেইরূপ সমাদর, তাহার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিতেন, মুখে কাহারও অনাদর করিতেন না। তদ্ভিন্ন আওভাও, লোক-লৌকিকতা ভাল জানিতেন। দারা উদ্দাম দাতা ছিলেন, যে যাহা চাহিত, সে তাহাই পাইত, তিনি কাহাকেও মুখ মুড়িতে পারিতেন না। আশা করিয়া আসিয়া কেহ কখন বিমুখ হইয়া শুধু হাতে ফিরিয়া যাইত না। তাঁহার এই একটি মস্ত ভ্রম ছিল,তিনি মনে করিতেন, তিনি যেমন উপযুক্ত, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্, তেমন আর কেহই নয়। তিনি যাহা বুঝিতেন না, তিনি যাহা পারিতেন না, তাহা আর কেহই বুঝিত না, আর কেহই পারিত না। এই অহঙ্কারে তিনি কাহারও পরামর্শ শুনিতেন না, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন কোন পরামর্শের কথা বলিলে, তিনি তাহা গ্রাহ্যই করিতেন না, তুড়ী দিয়ে হেসে উড়াইয়া দিতেন। বড় বড় প্রবীণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগকে, বড় বড় ক্ষমতাবান্ ওমরাওদিগকে সামান্য জ্ঞান করিয়া মনে মনে হতশ্রদ্ধা করিতেন। তিনি আপনাকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেন, অথচ যখন কোন গরজ পড়িত, হিন্দুর কাছে হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ানের কাছে খ্রীষ্টিয়ান হইতেন। মহাবল মোগলরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া যেরূপ সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত, দারার ঐ দোষে লোকে তাঁহাকে সেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি,সেরূপ সমাদর করিত না; অনেকে স্পষ্টই

মুখের উপর বলিত, শুদ্ধ ঐ দোষেই তাহারা দারার পক্ষ না হইয়া কেহ আরঙ্গজেবের, কেহ কেহ তাঁহার অন্য অন্য সহোদরের স্বপক্ষ হইয়াছে।

সুলতান সুজার অনেক ধরণ দারার মত ছিল, তবে তিনি তত অবিবেচক ছিলেন না,ধূর্ত্তবুদ্ধিতে তাঁহাকে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। যখন যে মনন করিতেন, সেটি সহজে পরিত্যাগ করিতেন না। খুব স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। ওমরাওদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতেন, প্রাণান্তেও অপ্রণয় করিতেন না। রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার বেশ পেঁচাল বুদ্ধি ছিল, মৎলবের কেহ থই পাইত না। এমন পাকচক্র করিতেন যে, কখন্ কি অভিপ্রায়ে কোন্ কার্য্য করিতেন, কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। কেলি-গৃহের আমোদ-প্রমোদেই অনেক সময় কাটাইতেন। মধুপানে অতিশয় রত ছিলেন; এমন কি,ক্রমিক পাঁচ সাত দিবস কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইত না, তাঁহারও বাহিরে আসিবার তাকত থাকিত না;—তিনি একজন প্রকৃত ডাক্‌সাইটে মাতাল ছিলেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে সুলতান সুজা পারসীদিগের মতাবলম্বী ছিলেন,অথচ তাঁহার পিতা ও তাঁহার সহোদর রাজকুমার দারা তুরকী মতের সমাদর করিতেন। সুজার কোন দুরভিসন্ধি ছিল, বোধ হয়, সেই জন্যেই তিনি পারসীমতের গৌরব করিতেন। সে সময় রাজ-দরবারে পারসীদিগের বিস্তর আধিপত্য হয়, যেহেতু, রাজসরকারে যেখানে যত উচ্চপদের চাকরী ছিল, সে সমস্ত তাহারাই গ্রাস ক'রে রাখিয়াছিল। তুরকীরা ওস্মানের শিষ্য, তাহারা বলে, ওস্মান্‌ই মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, ওস্মান মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁহার শিষ্যদিগকে সুন্নি কহে; পারস্থানের লোক আলীর শিষ্য, তাহাদের সিয়া বলে। আলী মহম্মদের জামাতা; পারসীরা কহে, শাস্ত্রমত ঐ আলীই মহম্মদের যথার্থ উত্তরাধিকারী।

আরঙ্গজেবের ধীর বুদ্ধি ছিল। দারার বা সুলতান সুজার সেরূপ ছিল না। ভাক্ত বিদ্যায় তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিলেই হয়। তিনি মধ্যে মধ্যে বকধর্ম্মীর ন্যায় ভণ্ডতপস্বী হইয়া অনেক কাজ উদ্ধার করিতেন; ধর্ম্মসংক্রান্ত বাহচটক দেখাইয়া অনেককে মুগ্ধ করিতেন। তাঁহাকে ভক্তির আড়ম্বর দেখিয়া লোকে বিবেচনা করিত, আরঙ্গজেব বিবেকী, ধর্ম্মই তাঁহার প্রাণ,বিষয়-বিভবের প্রতি তাঁহার কোন লোভ নাই। তাঁহার পিতা শাজাহান তাঁহার কুহক বুঝিতে পারিতেন না, তিনি মনে করিতেন, আরঙ্গজেব উদাসীন, সংসার-সুখে তাঁহার বড় ঔদাস্য, সেই জন্য সম্রাট্ তাঁহাদের অধিক ভালবাসিতেন। আরঙ্গজেবের মনোগতই ছিল যে, লোকে তাঁহাকে বিষয়ত্যাগী উদাসীন জ্ঞান করে।

মুরাদবাকী বাদশাহের চতুর্থ পুত্র। আর আর সহোদরেরা যেরূপ বুদ্ধিজীবী ছিলেন, ইনি সেরূপ ছিলেন না। ইহাঁর বুদ্ধির ডৌল স্বতন্ত্র, উত্তম আহার আর শতরঞ্চ খেলার আমোদ, এই দুই বিষয় ভিন্ন তিনি আর কিছুই জানিতেন না, তাতেই দিন-রাত মত্ত থাকিতেন। তিনি কোন-কুকথায়, কুমন্ত্রণায়, কি কোন কুচক্রে লিপ্ত থাকিতেন না, সে সব সন্ধানও রাখিতেন না। সে জন্যে তাঁহার মনে মনে অভিমানও ছিল। তিনি বার বার এই কথা বলিতেন, আমি কোন ফেরেব-ফন্দীর ধার ধারি না, কাহারও গুহ্য কথার মধ্যেও থাকি না; আমাকে পরমেশ্বর যেমন রেখেছেন, আমি তাতেই সন্তুষ্ট।' মুরাদবাকীর পরাক্রম ছিল না, এ কথা কেহ বলিতে পারিত না। তিনি লোকের প্রীতিপাত্র হউন বা নাই হউন, বল-বীর্য্য ও বীরত্বের জন্যে বরং সকলে তাঁহার প্রতিষ্ঠাই করিত।

বেগম সাহেব রাজকুমারদিগের প্রথমা ভগ্নী, ইনি অতি অপরূপরূপবতী ছিলেন, দেখিলে বোধ হইত যেন, তুলীতে চিত্রকরা একখানি সুচারু উজ্জ্বল প্রতিমা। রাজকুমারী বড় মন-গুমরে ছিলেন, ঠেকারে মাটীতে পা দিতেন না, তুলে ধত্তে গ'লে পড়িতেন। মেজাজ আমীরী, দাসদাসী প্রভৃতি অনুগত আশ্রিতদিগের সঙ্গে ধমকাইয়া, চোক রাঙ্গাইয়া, চোট্‌পাট্ করিয়া কথা কহিতেন, প্রভুত্ব ভালবাসিতেন। বাদশাহও তাঁহাকে অনেক আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন। রাজকুমার দারার সঙ্গেই তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত, অপর সহোদরদের সঙ্গে

প্রায়ই বাক্যালাপ করিতেন না। তাহার তাৎপর্য্য এই, দারা তাঁহার কাছে প্রতিশ্রুত হন যে, তিনি যখন তক্তে বসিবেন, রাজবালা মনোমত পাত্রকে বিবাহ করিতে পারিবেন।

রসিনারা বেগম বাদশাহের দ্বিতীয়া কন্যা। ইনি সহোদরার ন্যায় পরমা সুন্দরী না হউন, তাঁহার মত হাবভাব রসে সুরসিকা ছিলেন। বেগমসাহেবের মত রসিনারার বুদ্ধি-বিবেচনা চৌকস ছিল না, কিন্তু ইনি বড় ধূর্ত্ত ছিলেন, অনেক ছলনা জানিতেন, কলে কৌশলে লোকের মন বেশ মুগ্ধ করিতে পারিতেন। বাদশাহ তাঁহার শঠতাচক্রে পড়িয়া বরকন্দাজ খাঁর সহিত বিবাহের অনুমতি প্রদান করেন। বরকন্দাজ খাঁ একজন মহামান্য নামজাদা পারসী, দেখিতে অতিশয় সু-পুরুষ, বাদশাহের অমাত্য। এই ব্যক্তিকে কন্যা দান করিয়া মোগল-রাজ কৌলিক প্রথার বহির্ভূত কার্য্য করেন। এ বিবাহে ওমরাওদিগের মত ছিল না, সম্রাট্ও তাঁহাদের অমতে এ কার্য্য করিতেন না, কিন্তু রাজকুমারী রসিনারা সলিয়ে কলিয়ে, মন-যোগান কথা কয়ে তাঁহার মত করাইয়াছিলেন। বিবাহের পর বরকন্দাজ খাঁ রাজান্তঃপুরে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসোক ও তাঁহার একটি নবযুবতী ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁহার সঙ্গে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন।

পাছে আবার কোন চাতরে পড়িতে হয়, এই ভয়ে আমি পরদিবস সকাল সকাল আমখাসের দরবারে উপস্থিত হইলাম। বাদশাহ আমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, সমাদরও করিলেন, আমি তাঁহার প্রিয় সম্ভাষণে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। বরকন্দাজ খাঁর ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসোকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, বিশেষতঃ বরকন্দাজ খাঁ আমাকে সাবেক কর্ম্মে বাহাল দেখিয়া একেবারে মুষড়িয়ে পড়িলেন, তাঁহার কেবল লাফালাফি দাপাদাপিই সার হইল।

যথাকালে আমখাসের দরবার ভঙ্গ হইল; যে যাহার কার্য্যে চলিয়া গেল, আমি আপনার গৃহে আসিলাম। পূর্ব্বের মত বারান্দায় বসিয়া আছি, সেই আয়নাখানি সম্মুখে রাখিয়া আপনার মূর্ত্তিটি দর্শন করিতেছি, আর এক একবার ঘাড় ফিরাইয়া খড়্‌খড়ির দিকে চাহিয়া দেখিতেছি। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভাবে অবস্থান করিলাম, কিন্তু নয়নাভিলাষ সফল হইল না, সেই দুটি কৃষ্ণ আঁখির প্রতিরূপ আর দেখিতে পাইলাম না, দর্পণখানি এবার আমাকে প্রতারণা করিয়া সে আশায় বঞ্চিত করিল। বড় দেক্-সেক্ বোধ হইল, ভাবিলাম, দূর হোক্, আর তা মনেও করিব না, আর তা ভাবিব না, ভুলিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টাও করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। সেই দুটি পদ্ম-আঁখি আমার মনোদর্পণে বিরাজ করিতে লাগিল, আমি মনের সাধ মিটাইয়া দেখিতে লাগিলাম, দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল।

এক্ষণে কৃষ্ণাবরণে ধরা অবগুণ্ঠিত। খান্‌সামাকে ডাকিয়া তামাক ও কাফি আনিতে বলিলাম। ফোয়ারার বারিধারাগুলি বিমল আভায় চলচল করিতেছিল, আমি তার স্নিগ্ধ শোভা দর্শন করিয়া নয়ন শীতল করিতে লাগিলাম; কিন্তু আমার মন-প্রাণ সেই খড়্‌খড়ির পথে বিহার করিতে লাগিল, খড়্‌খড়িটি এ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধই ছিল। ঐ খড়্‌খড়ির অন্তরালে যে কোন নিরুপম মোহিনী মূর্ত্তি অপ্রকাশ আছে, সেটি আমার বেশ বিশ্বাস হইল। গবাক্ষের দ্বার মুক্ত হইবে, আমি আবার সেই মনোময়ী প্রতিমার দর্শন পাইব, সে অনেক দূরের কথা,—সে আশা করাই বৃথা,—আমি সে সুখে নিরাশ হইলাম। একটু পরেই উপরি উপরি অনেকগুলি শব্দ হইল, কেহ যেন একটার পর একটা এইরূপ পর পর কতকগুলি কবাট বন্ধ করিল বোধ হইল, আমার প্রতিবাসী বরকন্দাজ খাঁর অন্তঃপুরে কাহারা দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা বিদায় হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। এই ঘটনার পরক্ষণেই সেই জানালার দু-বাইল কপাট আস্তে আস্তে অতি মৃদু-মন্দ শব্দে খুলিয়া গেল, আমি তাই দেখিয়া ভাবিলাম, এ কি চমৎকার ব্যাপার! কিন্তু কি পরিতাপ! একখানি সুললিত কোমল হস্ত ভিন্ন আর

কিছুই দেখিতে পাইলাম না, খড়্‌খড়ির পাখিগুলি বিরোধী হইল, আমার দৃষ্টি চলিল না, কবাট দুখানি আপন আপন ভারে যেমন বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, অমনি সেই বিনোদ হস্তখানি অপসারিত হইয়া অদৃশ্য হইল। তখন আর কিছু না করিয়া ঐ স্থানেই বসিয়া রহিলাম, যেন অন্যমনস্ক! কোথায় কি হইতেছে, আমি যেন তার কিছুই জানি না। ইতিমধ্যে খড়্‌খড়ির পাখিগুলি খড়খড় করিয়া মৃদু মৃদু নড়িতে লাগিল, কে যেন তাহা তুলিয়া ফাঁক করিতেছিল, আমি সেই পাখিগুলির ছিদ্র দিয়ে চাঁপার কলির সদৃশ একটি জগদাবাধ্য বিনোদ অঙ্গুলি দর্শন করিলাম, বোধ হইল, কেহ যেন পাখিগুলি উঠাইয়া উঁকি মারিয়া আমার শরীরের নবীন কান্তি অবলোকন করিতেছিল, তাহার কটাক্ষে আমার মনের ভাবান্তর হইল কি না, তাহাও যেন লক্ষ্য করিতে লাগিল। চারুহাসিনী রূপসীদিগকে বিস্মৃত হয়, কাহার সাধ্য! তাহারা অহর্নিশি মনের অতিথি;—কি ঘরে, কি বাহিরে, কি পথে, কি প্রান্তরে, যেখানে সেখানে,—যখন তখন মনের অভ্যন্তরে গতিবিধি করে, কেহ তাহা নিবারণে সক্ষম নহে। তবে আর আমি কেন নিবারণের চেষ্টা পাই? সেই মধুর বিনোদ প্রতিমাখানি আমার হৃদয়ান্তঃপুরে যদি বিচরণ করে ত করুক, আমি তাতে বাধা দিয়ে প্রতিবাদী হইব না, শেষে এইটিই অবধারিত করিলাম। আমাকে যে কেহ একদৃষ্টে চেয়ে দেখিতেছিল, সেটি যেন জানিতে পারি নাই, এইরূপ ভাণ করিয়া আমি অন্যমনা হইলাম। খড়্‌খড়ির আড়ালে লুকাইয়া যিনি আমাকে অপাঙ্গে দৃষ্টি দান করিতেছিলেন, তিনি অবশ্যই আমার ঐ ঔদাস্যভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বুঝিয়াও সুললিত চারু অঙ্গুলি দ্বারা পাখিগুলি ঘন ঘন নাড়িতে লাগিলেন; আমি তার অগ্রভাগ মাত্র দেখিতে পাইলাম। নিম্নে জলপাতের শব্দ হইতেছিল, অনুমান হইল, সেই ঝরঝর শব্দের সঙ্গে আমি যেন একটি গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইলাম, সেই শব্দটি আমার কর্ণমূলে যেন আঘাত করিল। একক্ষণে আমি কি প্রত্যুত্তর দিই? ফাঁফরে পড়িলাম, সেই দুঃখের পরিবর্ত্তে কি একটি অশ্রুবিন্দু পাত করিব, না সেই উজ্জ্বল কমলনয়নের দিকে একটিবার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিব? তাহাতেই বা ফল কি? সেই চারু নীলনলিন-নেত্রদ্বয় আমার পরম শত্রু পাখিগুলির আড়ালে লুক্কায়িত ছিল, হয় ত সেই চারু নয়না আমার দুঃখপ্রকাশের বাষ্পও জানিতে পারিবেন না! তবে আর কি করিয়া দুঃখের পরিবর্ত্তে দুঃখ জানাইব? যে মুখচন্দ্র হইতে ঐ দীর্ঘ-নিশ্বাসরূপ নৈরাশ-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, সেই বিমল চন্দ্রানন প্রেমাদরে চুম্বন করিয়া যে আশ্বস্ত করিব, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? সেটিও বৃথা আশা! দুরাশা বলিলেই হয়। হায়! কি দুঃখ! আমার সে সুখাভিলাষের পথে অনেক কণ্টক! সে কণ্টক উদ্ধার করিতে হইলে অনেক বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। হায়! সে পথটি কেবল দুর্ভেদ্য দুঃখে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তাহাতেই আমি নিরুপায় হইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সেই দীর্ঘনিশ্বাসের প্রত্যুত্তর করিলাম। কিন্তু আমার নিশ্বাসপাতের শব্দটি উচ্চ হইল, সেটি কিন্তু আমার মনোগত ছিল না, শব্দটি আপনা আপনিই দীর্ঘ হইয়া পড়িল, নিবারণ করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, ঐ শব্দ শুনিয়াই পাখিগুলির আন্দোলন রহিত হইল। পরক্ষণেই একখানি শীর্ণ শুষ্ক কুঞ্চিত হস্ত প্রসারিত হইয়া সেই খড়্‌খড়ির দ্বার অবরুদ্ধ করিল।

আমি এখন কত কি ভাবিতে লাগিলাম, কত প্রকার চিন্তা আসিয়া মনে উদয় হইতে লাগিল। আমি সেই সকল ধ্যানে নিমগ্ন আছি, এমন সময়ে একটি লোক আসিয়া বলিল, "হুজুর! উজীর সাহেব আপনাকে ডাকিতেছেন, কোন বিশেষ বরাত আছে।" এই কথা বলিয়া আমার ধ্যান ভঙ্গ করিল, আমিও ঐ কথা শুনিয়া অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রাজবাটী হইতে অধিক দূর নয়, যমুনার ধারেই পিতার রমণীয় অট্টালিকা বিরাজ করিত; সুতরাং সত্বরেই তাঁহার কাছে উপস্থিত

হইলাম। দেখিলাম, পিতা অতিশয় বিষন্ন,অতিশয় উদ্বিগ্ন। তাঁহাকে ঐরূপ ম্রিয়মাণ দেখিয়া বলিলাম, "বাবা! আপনাকে এত ম্লান ম্লান দেখ্‌ছি কেন? যেন কত কি দুরবগাহ দুর্ভাবনায় পড়িয়াছেন!"—তিনি মুখে ও কথার কোন উত্তর না দিয়া একটি বিষাদাবহ সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাসমাত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'আল্লা!' গভীরস্বরে এই দীর্ঘ রব করিয়া কপোলে করাঘাত করিলেন,তাঁহার ওষ্ঠ দুটি ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল, বোধ হইল, তিনি তখন সেই অখিলপতি বিশ্বরূপ জগৎপিতাকে মনে মনে ডাকিতেছিলেন। তার পরে একটু সুস্থির হইয়া বলিলেন, "সাদক! আমার যশঃ-প্রতিষ্ঠারূপ সুখসূর্য্য অনন্ত দুঃখাচলে সবেগে অস্তমিত হইতেছে, সেই ভয়ে আমি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি। কি হইবে, কোথা যাইব, কি করিব,—ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছি! আমার মনে ঘোর অসুখ।" আমি ঐ কথা শুনিয়া শিহরিয়া বলিলাম, "বাবা! আপনি কি বলিলেন, আমি তার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। খোলোসা করিয়া বলুন, নচেৎ কি করিয়া বুঝিব?" পিতা তখন অঙ্গুলি দ্বারা আসন নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে বসিতে অনুমতি করিলেন, আমি উপবেশন করিলাম। পিতা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন, তাহার পর খানিক ক্ষণ স্থিরদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রহিলেন, যেন অন্তর ভেদ করিয়া আমার মনের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "সাদক! সেই গলিপথে তুমি যে গুপ্তকথাগুলি শ্রবণ করিয়াছ, সেই কথাগুলি পুনরায় আমাকে বল।" আমি সেইগুলি পুনর্ব্বার বলিয়া এই কথা কহিলাম, "বাবা! আপনি তো নিরপরাধী, তবে এত সশঙ্কিত, এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন কেন?" বাবা আমার মুখে ঐ কথা শুনিয়া "উঁহু, তা নয়" এই শব্দ করিয়া অসুরের ন্যায় বজ্রতেজে আমার হাত দুখানি ধরিয়া কহিলেন, "আমি নিরপরাধী নই, তুমি গোপনে যে সকল কথা শুনিয়াছ, সে সকলই সত্য।" পিতা যখন তাঁহার আত্ম-কৃত পাপ স্বীকার করিতেছিলেন, তাঁহার আপাদমস্তক থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল এবং কপোল-বিগলিত বড় বড় ঘর্ম্মবিন্দু গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল, তাঁহার বজ্রসম দৃঢ় দেহবন্ধন শিথিল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। আমরা উভয়েই এখন নিস্তব্ধ,—গভীর নিস্তব্ধ। এইটুকু কি ভয়ঙ্কর সময়! ইহার বিকট মূর্ত্তি ধ্যান করিলে অন্তঃকরণ কাঁপিয়া উঠে।

এখন মনে মনে আপ্‌সোস হইল যে, কেন আমি এখানে আসিয়াছিলাম, আমার না আসাই ভাল ছিল, আমি কেন বধির হইলাম না, তবে তো আমাকে এ দুঃসহ দুর্বৃত্তান্ত শুনিতে হইত না! অপর অপর ব্যক্তির উপর আমার সন্দেহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমার পিতা যে এরূপ দুরন্ত অপরাধে অপরাধী, এ সংশয় আমার কখনই হয় নাই।

কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থির হইয়া পিতা বলিলেন, "সাদক! পুত্র! তুমি যে আমার কৃত পাপের বৃত্তান্তগুলি কেবল কানে শুনবে, কি আমার মনের দুর্জ্জয় কষ্টগুলি কেবল চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে, আমি তোমাকে সে জন্যে ডাকি নাই, তোমাকে কোন সাহায্য করিতে হইবে, শুধু সাহায্যও নয়, তোমাকে স্বয়ং কোন কার্য্যও করিতে হইবে, আমি তোমাকে সেই জন্যেই ডাকিয়াছি। যে সময় সেই ঘোর দুর্দ্দান্ত কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, সে সময় আগত-প্রায়,—তার আর বড় বিলম্ব নাই; সেই সময় রুধির-প্রিয় শাজাহানের—" ঐ নাম শুনিয়াই আমি চমকে উঠিলাম; পিতা অমনি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,"ধাঃ! ও কি! তুমি কি এখনও এত বালক যে, দুটো মিষ্টি কথায় অন্তঃকরণ গলে যায়?"

আমি বলিলাম, "বাবা! আমি পূর্ব্বে শপথ করিয়াছি যে, বাদশাহের বশতাপন্ন হইয়া থাকিব; যতবধি তিনি আমার প্রতি স্বামী-উচিত ব্যবহার প্রদর্শন করেন, ততকাল তাঁহার বিশ্বস্ত পাত্র হইয়া রাজাজ্ঞা পালন করিব।

পিতা বলিলেন, "সে ভালই করিয়াছ, এখন রাজার অনুগত হইয়া পিতার কালের স্বরূপ হও!"

আমি তখন বিস্মিত হইয়া বলিলাম,

"বাবা! আপনার এ দুর্জ্ঞেয় কথার ভাবার্থ বুঝিতে পারিলাম না; আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন; আপনার জীবন-রক্ষার্থে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিব, কিন্তু যাহাতে অধর্ম্ম হয়, যাহাতে আমার রাজ-স্বামীর নিকট দাসোচিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের ত্রুটি হয়, এরূপ কোন কার্য্য করিতে আমাকে অনুমতি করিবেন না।"

পিতা বলিলেন, "আমি তোমাকে সে কথা এখন খুলিয়া বলিতে পারিব না, এখন আমার মনের স্থিরতা নাই, পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ বড় কাতর হইতেছে, বিশেষতঃ আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, আমাকে ঘোর সঙ্কটে পড়িতে হইবে, তাহার বিলম্বও বড় নাই, আপাততঃ সেই দুর্ভাবনাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে, তবে তোমাকে এইমাত্র বলিতেছি, তোমার হাতে আমার প্রাণ, তুমি সহায় না হইলে আমার পরিত্রাণ নাই,—আর তোমারও নিস্তার নাই, আমি পুনর্ব্বার তোমাকে বলিতেছি, তুমি এ কথা বিস্মৃত হইও না।"

তখন 'যে আজ্ঞা, আপনার কথা অমান্ত করিব না,' পিতাকে এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া বিদায় হইলাম; আমার হতভাগ্য পিতা তখন মনোগোচর পাপের যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন, আমি তাঁহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া প্রস্থান করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।"

পিতার নিকট বিদায় হইয়া বাড়ী আসিলাম, আমার খানসামা সলিমান এসে হাজির হইল। সলিমানের এই এক অপূর্ব্ব স্বভাব ছিল, একটা আন্‌খা-রকম ঘটনা হইলে,কি কোন নূতন খবর থাকিলে,সে গুমরে মেজাজ ভারি করিত। সলিমান বেশ জানিত, তার সে চেহারা দেখিয়া আমি কখনই চুপ ক'রে থাকিব না, অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিব, "কও!—মুখ চোক ভারি ভারি দেখ্‌ছি যে, আজ কোন নূতন সংবাদ আছে না কি?" সে তখন আমার সাহস পাইয়া যা কিছু বলিবার থাকিত, বলিত। আজ আমি খুব অসুখী, মেজাজ ভাল ছিল না, পিতার মুখে তাঁহার আত্ম-কৃত পাপের কথা শুনিয়া মনে বড় কষ্ট হইতেছিল, তাই আজ কোন কথা-বার্ত্তা না কহিয়া আপন মনে শয়ন-গৃহে চলিলাম। সিঁড়ির ধাপে ধাপে আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া উপরে উঠিতেছি, সলিমানও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, আমি যে তাহার সাহঙ্কার মূর্ত্তিটি লক্ষ্য করিয়াছি, সে আর তা বুঝিতে পারিল না; মনে করিল, আমি তাহার চেহারার প্রতি দৃষ্টি করি নাই, কি যদি দেখিয়াই থাকি, ভাল করিয়া প্রণিধান করি নাই। ভাবিয়াছিলাম, আমি কোন কথাই কহিব না, সে প্রতিজ্ঞা কিন্তু রক্ষা হইল না, আমার সেই অগাধ পণ্ডিতটির হাত এড়াইতে পারিলাম না। সিঁড়ির কতক দূর আসিয়া আমাকে মুখ খুলিতে হইল; বলিলাম,—"সলিমান! তুমি এখন ফিরে যাও, তোমার আর সঙ্গে আস্‌বার দরকার নাই।" সে ও কথা কানে ঠাঁই দিল না,ভ্রূক্ষেপও করিল না, ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, আবার কি ভাবিয়া একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে তাকাইয়া দেখিল, তার পর ওষ্ঠের উপর একটি আঙ্গুল রাখিয়া আস্তে আস্তে অতি মৃদু-মন্দ-স্বরে বলিল, "হুজুর! একটি কথা,—কথাটি কিন্তু বড় ভারি!" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, তবে ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে শুনব।" আমার মুখের কথা না বেরুতেই সলিমান তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গি া বলিল, "হুজুর! তবে আসুন, আমি দরজা বন্ধ করি।" আমরা ঘরের মধ্যে কবাট দিয়া নিরিবিলি হইলাম। সলিমান অগাধ ভক্তির সহিত একটি মস্ত লম্বা চৌড়া সেলাম করিয়া দ্বিতীয় বাচস্পতির ন্যায় ঘোর আড়ম্বরে বক্তৃতা আরম্ভ করিল। প্রতি কথাতেই কেবল তাহার আপনারি দর আপনারি দাম বাড়াইতে লাগিল; সলিমান যে মস্ত কাজের মানুষ, সে যে একজন ভারি দরের লোক, ঘুরে ফিরে কেবল সেই কথাই বলিতে লাগিল। আমি শেষে বিরক্ত

হইয়া বলিলাম, "তোর ও সকল কাল্‌ত ঝাঁক রেখে দে, এখন আসল কথা কি, তা বল্।" সলিমান আমার ও কথা আমলেই আনিল না, তার আপনার কথাই পাঁচ কাহন। সে শুনে এইমাত্র বলিল,—"শুনিলেই মাপ্ত করা হইল, শোনার নামই মাপ্ত।" আমার এইমাত্র মান রাখিয়া সে আবার সাবেক মত ধুয়া ধরিল,বরং আগের চেয়ে এবার তার বাচালতা আরও বেড়ে উঠিল। কখন রাজা উজীর মারিতে লাগিল, কখন ডিক্রী-ডিস্‌মিস্ করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিল, "সংসারের এই ত গতি! এর পর লোকের দশাটা হবে কি?" এই বলিয়া মস্ত প্রাজ্ঞের ন্যায় এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে লাগিল। আবার আপনা-আপনিই তর্ক, আপনা-আপনিই সিদ্ধান্ত করিয়া কহিতে লাগিল, "যার অদৃষ্টে যা আছে, সে তাই ভোগ করবে, আমার সে সকল কথায়, সে সকল অনধিকার-চর্চ্চায় দরকার কি? আমি কেন তাতে কথা কহিতে গেলেম, আমার গরজ কি?—চরমে সৃষ্টিসংসারের দশা যা হবে, আমি সব জানি, সে সকল আমার নখদর্পণ।" এই ফাঁদুনী করিয়া সে যেন সেই সকল ভবিষ্যৎ কাণ্ডের পূর্ব্বলক্ষণ বলিতেছে, এইরূপ ঢঙ্গে বচন আওড়াইতে লাগিল।

আমার আর বরদাস্ত হইল না, আমি চোটে উঠে চোক রাঙ্গাইয়া বলিলাম, "বেটা! তুই এখন ভাঁড়ামী আরম্ভ কল্লি?" সলিমান দেখিল, আমি সত্য সত্যই রাগত হইয়াছি। সে বলিল, "হুজুর! আমি বাজে কথা কহি না, সেই আসল নিগূঢ় কথাটি বল্‌ছি, শুনুন্। বিধাতা যদি আপনার অদৃষ্টে বিড়ম্বনা না লিখিতেন, তবে আজ আপনার বুকের ছাতি দশ হাত উঁচু হয়ে উঠিত—তবে আজ একটি নিরুপমা সুন্দরীর সহবাসে রাত্রি প্রভাত করিতে পারিতেন। সেই চন্দ্রাননী কখন কখন প্রসন্না হইয়া খড়্‌খড়ির ছিদ্র দিয়া প্রকাশমানা হয়েন।"

আমি ঐ কথা শুনে শিহরিয়া উঠে বলিলাম,—"কি! কি বল্লি? ফের ভাল ক'রে বল্, আমি এই দণ্ডেই সেখানে যাব।"

"না না হুজুর, আমাকে ক্ষমা করুন, আজ সেখানে কোন মতেই যেতে পার্‌বেন না, যাবার যো-ই নাই।" সলিমান এই কথা বলিল।

আমি বলিলাম,—"যাব না?—কেন?"

সলিমান বলিল,—"একটি বে-আড়া মাচ্‌কো-ফের আছে, সেটি আপনি তলিয়ে বুঝ্‌ছেন্ না। আমি আপনাকে ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি মাচ্‌কো-ফের?"

সলিমান বলিল,—"আপনি অনুপস্থিত থাকাতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'কেমন, যাবেন কি?' আমি বলিলাম 'না না, তিনি কোন মতেই যেতে পার্‌বেন না।' মুখের মত জবাব পেয়ে সে নৈরাশ হয়ে ফিরে গেল, আমি আগেই সে পথ মেরে রেখেছি, এখন আর কোন্ মুখে সেখানে যাবেন?"

আমি বলিলাম,—"নাদান, বে-আকুফ, তুই বেটা বড় গাধা, বড় আহম্মক! তুই কি সাহসে আমার হয়ে জবাব কল্লি, আমি যাই না যাই, তুই সে কথা বল্‌বার কে? কার সঙ্গে তোর এ সকল কথা হয়?"

সলিমান বলিল,—"হুজুর মাপ করুন, ঘাট্ হয়েছে, দেখুন আমার অপরাধ কি? সে স্ত্রীলোকটি যখন এসেছিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা—বেশ কোল-আঁধার হয়েছে।"

আমি বলিলাম,—"সে স্ত্রীলোকটি?—কোন্ স্ত্রীলোকটি? কার কথা বল্‌ছিস তুই?"

সলিমান বলিল,—"আমি সেই কথাই বল্‌ছিলাম, তখন প্রায়—প্রায় কেন,—সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়েছে, সেই সময় একটি বেলফুলের মধুর সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, আমি তার স্নিগ্ধ গন্ধে মুগ্ধ হয়ে, পল্লবসমেত ফুলটি তুলিব মনে করিয়া, ফোয়ারার এ দিক্ সে দিক সেই গাছটি খুঁজে বেড়াতেছিলাম, এমন সময় যেন কেহ দরজা খুলিল, সেইরূপ ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ শুনতে পাইলাম, তার পরেই এক বৃদ্ধা—"

"বৃদ্ধা"—ঐ নাম শুনিবামাত্র আমি অমনি বিরক্ত হয়ে বলে উঠিলাম, দূর! দূর!"

সলিমান বলিল,—"হুজুর! একটু স্থিরই হন্—আগে শুনুন, এখনই চোট্‌বেন না। বৃদ্ধা

বলে ঘৃণা করবেন না। বৃদ্ধারা কৃপা না করিলে মাতব্বর মাতব্বর যুবতীদের কাছে নির্জলা যান পাওয়া ভার, তারা না থাক্‌লে, সুন্দরীর কেহ ছায়াও দেখ্‌তে পেত না, ভাগ্যিস তারা ছিল, তাই বেঁচে যাচ্ছি।"

আমি বলিলাম,—"তুই বেটা ঠেঁটা, ঠোঁট-কাটা। তোর ও সব ব্যঙ্গ আমার ভাল লাগ্‌চে না, আমার মেজাজ ভাল নাই, তুই এখন যে কথা বল্‌ছিলি, তাই বল্।"

সলিমানকে কতক কতক ভাঁড়ের মত দেখাইতে লাগিল। দুই চারি বার দাড়ি ঝেড়ে, একবার ঘাড় উঁচু ক'রে, আড়ামোড়া খেয়ে, ভাল করে সামলিয়ে দাঁড়াইল। সে যেন কতই বর-সন্ধানের কথা জানে, সেইরূপ অভিমানের ভঙ্গী করিয়া বলিতে লাগিল,—"হুজুর! যার কথা বল্‌ছিলাম, সেই স্থবিরা পায় পায় ফোয়ারার কাছে আসিয়া ছোট একটি তামার কলসী কোরে জল লয়ে চ'লে যায়, আমি মনে করিলাম, তবে বুঝি আমার সঙ্গে আলাপ না ক'রে অমনি চলে গেল, মনে মনে চোটলেম; কি! অমনি এলো আর গেল! আমার সঙ্গে একটা কথাও কহিল না? আমি তাকে ডাক্‌লেম,—ডেকে বল্লেম—'আরে মা জী! আমিও এক ব্যক্তির চাকর, একবার কি মুখের আলাপও কোত্তে নাই?' আমার পাঁচ সাত ডাক তো কাও গেল, বৃদ্ধা শেষে আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে ব'লে উঠল—"হা আল্লা রহিম! এ কার গলার আওয়াজ! সলিমান সিকু না দাঁড়ায়ে?"

"আমি বলিলাম,—হাঁ আমিই বটে, যদি চক্ষু কর্ণের ভুল না হয়ে থাকে, বোধ হয় আমি আমার প্রতিবেশিনী জিনার কথা শুনচি।"

বৃদ্ধা বলিল,—"সলিমান! তাই বটে। দেখা হয়ে ভাল হলো। তোমার মুনিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ভার লয়ে এসেছিলাম। তুমি গিয়ে তাঁহাকে বল, তিনি একবার নেবে ফোয়ারার কাছে আইসেন। তাঁহার অদৃষ্টে বিস্তর সৌভাগ্য নৃত্য করিতেছে।"•

আমি বলিলাম,—"বাঃ! তুমি কি মনে করেছো আমার মুনিব নিকর্ম্মা, তাঁর আর কোন কাজকর্ম্ম নাই, কেবল দিবারাত্র তামাক টানেন, আর বিছানায় পড়ে গড়াগড়ি যান, তাই তোমার মুখের কথা বেরুতে না বেরুতে অমনি এসে হাজির হবেন? সরকারী কাজের ঝঞ্ঝাটে তাঁর মাথা চুল্‌কোবার অবকাশ নাই। এক এক দিন কাজকর্ম্মের এত বরাত পড়ে যে, তাঁর খাওয়া পর্য্যন্ত ঘুরে যায়, তিনি ভিন্ন সরকারী কোন কাজই নির্ব্বাহ হয় না। তত্রে, তুমি আশীষ কর, তিনি যেন এইরূপ ঝঞ্ঝাটেই থাকেন; বল্লে প্রত্যয় যাবে না, ইস্তক সকাল নাগাত সন্ধ্যা, বাটীতে লোক ধরে না, আমীর, ওমরাও ও অপর অপর লোকের এত আমদানী হয় যে, বস্‌বার স্থান হয় না।"

আমি রাগত হইয়া বলিলাম,—"তুই যখন জানিস্, আমি কোথাও যাই না, কাহারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি না, কেহ দেখা করিতে চাহিলেও আমি দেখা করি না, তখন কি সাহসে তুই ও সকল কথা বল্লি? তুই বেটা ভারি নচ্ছার!"

সলিমান বলিল,—"সে কি হুজুর! গোস্তাকি মাপ কোরবেন, ওরূপ ব্যাপার ত ঘটেই থাকে, সে ত নূতন কথা নয়! তবে আপনার আমলে আজও তা হয় নি বটে, তা নাই হলো, তাতে ক্ষতি কি? ও পদ অন্যের হোলে তো এত দিনে তাই ঘট্‌তো, তা হলেই যে যথেষ্ট।"

আমি বলিলাম,—"তা যাক্; তুই নিরর্থক শুধু শুধু কতকগুল মিথ্যা কথা কেন বল্লি? তাতে তোর কি ইষ্টাপত্তি ছিল?"

সলিমান বলিল,—"যদি প্রণয় কখন উগ্‌রিয়া দিতে হয়, তখন কি হবে? সে বড় ভজকট, ও লেঠা না জড়াইয়া অমনি টেলে দেওয়াই ভাল, মিটে গেলেই আপদের শান্তি।"

আমি বলিলাম,—"তোর সে সবকথায় কাজ কি? ফের যদি তুই এরূপ গোস্তাকি করিস, তবে আমার কাছে তোর নিস্তার নাই। ভাল, তার পর কি হলো বল্।"

আমার চোক্‌রাঙ্গানীতে সলিমান কিঞ্চিৎ ঠোঁট-মুখ চাটা হইয়া বলিল—"শেষে বৃদ্ধা কহিল, 'সেই কৃষ্ণনয়না সুন্দরীর সহিত যদি সাক্ষাৎ কি আলাপ করিবার মানস থাকে, তবে

তোমার মুনিব এই দণ্ডেই আমার সঙ্গে চলুন।' আপনি বাটীতে নাই শুনিয়া, সে বলিল,—'আচ্ছা, তবে আজ থাক, কাল রাত্রে তাঁহাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে'।"

এই নিমন্ত্রণ পাইয়া আমি যে কি উল্লাসিত, কি আনন্দিত হইলাম, তা মুখে বলিবার সাধ্য নাই, আহ্লাদে মন নেচে উঠিতে লাগিল। পাঠক মহাশয়! আপনার অদৃষ্টে যদি কখন এরূপ সৌভাগ্যের সংঘটনা হইয়া থাকে, তবে আপনার আনন্দের সঙ্গে মুঁকে দেখিলে আমার আনন্দের পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। সলিমান বিদায় হইল। সে যাহা বলিল, এখন নির্জ্জনে বসিয়া তাহার চিন্তা করিতে লাগিলাম। কি ফিকির করিয়া বরকন্দাজ খাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ করি, এখন সেই ভাবনায় পড়িলাম। একে ত আমার সঙ্গে তার মনের অকৌশল, প্রায় মুখ-দেখাদেখি উঠে গ্যাছে, মস্ত আড়-খাড়ি, আকচা-আকচি চলেছে, ভাল, সে যেন তারি দোষে, কেন না, তাতে আমার কোন অপরাধ নাই, কিন্তু তাই বোলে কি এখন সত্য সত্যই তার কাছে অপরাধী হইব, তবে ত তারে পথ পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হয়, ঐ একটা ছুতো পেয়ে সে এখন আমার সঙ্গে বে-আড়া হাঙ্গাম-হুজ্জত উপস্থিত করিবে। তা কত্তে দেওয়া কি উচিত? এইটি আমি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম। পরিমাণ চিন্তা আমার কানে কানে যেন প্রত্যাদেশ করিল,—"না, কখনই উচিত নয়।" ভাল, সেই কথাই মানলেম; কিন্তু আমি না হয়ে যদি অপর কোন প্রতি-বাসী ঐ কৃষ্ণনয়নার প্রেমডোরে বাঁধা পড়িত, সে কি সেই চন্দ্রাননীর প্রণয়াকিঞ্চন অবহেলা করিত, না তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিত, আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন করিলাম। প্রণয় আমাকে চুপে চুপে বলিল, "না, সে তা কখনই করিত না।" ভাল, ও কথা যাক, প্রণয়-সূত্রে নাই থাক, সে মানস নাই থাক, অন্য কোন অভিপ্রায়ও নাই থাক, আমি তাঁর প্রতিবাসী ত বটে; আমাদের অমনিই কি একবার দেখা-সাক্ষাৎ হোতে পারে না? কি পরিতাপ! তাতেও বিস্তর প্রতিবন্ধক দেখতে পাই। কৃষ্ণনয়না অন্তঃপুরে বাস করেন, সূর্য্যের মুখ দেখতে পান না, তাঁর হেফাজতের নিমিত্তে রক্ষক, প্রহরী অবশ্যই আছে, তবে সে আশা করাই বৃথা। আবার ভাবিলাম, যদি প্রণয়ই না হলো, তবে তাঁর সঙ্গে আলাপ কোরে ফল কি? কি ইষ্টাপত্তি তাতে? শুধু আলাপে কি প্রাণ ঠাণ্ডা হয়! সব দিক্ ভাবতে গেলে তবে আর তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটে উঠে না। এইরূপ আপনা আপনি বিস্তর তর্ক করিতে লাগিলাম, এক একবার বিরক্ত হয়ে ভাবি, দূর হোক্, ও সব খেয়াল ছেড়ে দি, কপালে থাকে ত তারে বড় তারে বড় অনেক সুন্দরী পাব। কিন্তু মন কি তা মানে, না শোনে! সে কোন মতেই আমার পথে এলো না।—মন কারো প্রতি বিরক্ত, কারো প্রতি অনুরক্ত কেন যে হয়, তা কেহ বলতে পারে না।—বিষম আকষ্টবন্ধে পড়িলাম। একবার পালঙ্কের উপর গিয়ে শুই, নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করি, নিদ্রা হয় না; কত কি মনে উদয় হয়, আমি তা ভুলিবার চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না; সেই কৃষ্ণ আঁখি মনে পড়ে, প্রাণটা অমনি ছ্যাঁৎ কোরে উঠে, ধড়্মড়িয়ে উঠে বসি, কখন বা একেবারে উঠে দাঁড়াই, হয় ত ঘরের মধ্যে খানিক ক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াই; অন্য অন্য ভাবনা এনে ফেলি, কিন্তু তাতে মন ডোবে না,—ভেসে ভেসে বেড়ায়। আবার গিয়ে শয়ন করি, আবার উঠি, আবার বেড়াই, এইরূপ ছটফট্ কোত্তে কোত্তে প্রায় তামাম রাত কেটে গেল, একবারও চোক বুজতে পাল্লেম না—প্রাণ আই ঢাই কোত্তে লাগ্‌ল।—ইচ্ছা যে, উড়ে গিয়ে সেই কৃষ্ণনয়নাকে একবার দেখে আসি। শেষে আর কোন পথ না পেয়ে এই স্থির করিলাম, অদৃষ্টে যাই ঘটুক, বরকন্দাজ খাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ কোত্তেই হবে; কাল সন্ধ্যার সময় আমি কৃষ্ণনয়নার সঙ্গে একান্তই সাক্ষাৎ করিব। আমি এখন ইষ্ট-মন্ত্রের ন্যায় সুন্দরীর ধ্যান করিতে লাগিলাম। একটু পরেই আবার স্মরণ হলো, সে সময় পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার কথা আছে। বড় আতান্তরেই পড়িলাম, আবার

আমি অধীর হইলাম; যদি বা এক ভাবনার হাত এড়াইলাম, কোথা থেকে আর একটা চিন্তা আসিয়া স্কন্ধে চাপিল। আমাকে যেন পাগল করিয়া তুলিল। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, নিদ্রা নাই হোক্, একবার একটু চোক বুজ্‌তে পাল্লেও শরীরটা সুস্থ হয়, এই ভাবিয়া শয়ন করিলাম.সে নামমাত্র শয়ন, ঘুম হইল না, কেবল মট্‌কামেরে পড়ে রহিলাম। প্রভাত না হইতেই গাত্রোত্থান করিলাম। কাঁচা ঘুমে উঠিবার ন্যায় গা-টা মাটী মাটী করিতে লাগিল। পূর্ব্বরাত্রে যখন সলিমানকে বিদায় করিয়া শয়ন করিতে যাই, তখনও যেমন অসুখী ছিলাম, এখনও তেমনি, কি কোর্‌বো, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না।

আর আর দিন অপেক্ষা আজ রাজসভায় বড গোল। এ ওর কানে, সে তার কানে, এইরূপ পরস্পর ফুসফাস্ করিতেছিল। সকলেই চিন্তিত, সকলেই উৎকণ্ঠিত,—কোন অদ্ভুত কৌতুক দর্শনের নিমিত্ত লোকের মন যেরূপ ব্যগ্র হয়, সেইরূপ চিন্তোদ্বেগের চিহ্ন প্রত্যেকের বদনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইতেছিল। আমখাসের আসর সরগরম; দরবার জমজম করিতেছে। ব্যাপার কি? আজ এত ধুমধাম কেন? দুই একজন ওমরাওকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলাম, সেনাপতি মুক্তার খাঁ বাদশাহের হুকুমেতে ধৃত হইয়া আসিতেছে। রাজপুত্র মুরাদবাকী শীকারে চলেছেন, কিঞ্চিৎ দূরে যাবার তাঁর মানস, তাই তিনি সহস্র সৈন্যের প্রার্থনা করেন। মুক্তার খাঁ বাদশাহকে না জানাইয়া তাঁহার বিনা অনুমতিতে রাজপুত্রের ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন, এইমাত্র তাঁর অপ রাধ। যাই হোক্, বাদশাহের এই ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইল, তিনি নিতান্ত অচেতন ছিলেন না,পুত্রদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন; তাঁহাদের অন্তর্জ্জাত দুর্জ্জয় বাসনা তিনি না জানিতেন, তা নয়। মৃগয়া উপলক্ষে এত অধিক রাজসৈন্যের প্রয়োজন শুনিয়া তাঁর ত্রাস হইয়াছিল। বাদশাহ আসীন আছেন, এমন সময়ে আমি গিয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলাম। তার পরেই দেখিলাম, মুক্তার খাঁ নজরবন্দী কয়েদ হইয়া আসিতেছেন। প্রহ-রীরা তাঁহাকে বেড়ে, বেরবেরাও কোরে আছে, সরদার ইস্মাইল খাঁ সেনাপতি হইয়া আগে আগে আসিতেছেন।

বাদশাহ দুই চক্ষু আরক্ত করিয়া দুর্ভাগ্য মুক্তার খাঁর প্রতি কট্‌মট কোরে চাহিতে লাগি-লেন। মুক্তার আপনার বাঁচোয়ার নিমিত্ত বলি-লেন,"আমি শুদ্ধ রাজপুত্র বিবেচনাতেই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছি, আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই যে,তাঁহার প্রার্থনা পত্রের লিখিত অভিপ্রায় ভিন্ন মুরাদবাকীর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল" আত্ম রক্ষার্থ মুক্তার খাঁ যে সকল উত্তর প্রত্যুত্তর করি-লেন, বাদশাহ তাঁহার কোন কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না, তাঁহার কোন আপত্তিই শুনিলেন না। সম্রাট্ মনে করিলেন, এই ব্যাপারের অন্তঃশীলে কোন মন্দ অভিসন্ধি আছেই আছে। এই ভাবিয়া বলিলেন,"প্রথমতঃ, তোমাকে পদ-চ্যুত করিলাম, দ্বিতীয়তঃ, তোমাকে তলোয়ার পরিত্যাগ করিতে হইবে, যেহেতু,তোমার অপ-মান করাই আমার অভিপ্রায়"।"

মুক্তার খাঁ অসঙ্কুচিত-চিত্তে মোগলরাজের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার রাজভক্তির উপর, আমার পরিণাম-বিবেচনার উপর, হুজু-রের যখন সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন আমি আপন ইচ্ছায় সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করিলাম; তাতে আমার খেদ নাই, বরং আমি সন্তুষ্টই আছি। কিন্তু জীবন থাকিতে তলোয়ার পরি-ত্যাগ করিতে পারিব না। আরব-বংশে আমার জন্ম, মহারাজ তা অবগতই আছেন, হাতিয়ার আমাদের জীবনের সাথী, প্রাণের অপেক্ষাও অস্ত্রকে অধিক গৌরব করিয়া থাকি। মহারাজ! অবধান করুন, হুজুরের কাছে আমি কাতর হয়ে যোড়হাত কোরে বল্‌ছি বিবেচনা কোরে দেখুন, তলোয়ার আমার প্রাণ, সে তলোয়ার কেড়ে নিলে আমার প্রাণ কেড়ে লওয়া হয়। আমাদের কাছে হাতিয়ার ও প্রাণ উভয়ই তুল্য। তলোয়ার পরিত্যাগের হুকুম প্রদান করিয়া আপনি আমার অচিরাৎ মৃত্যু-বিধান করিতেছেন। অতএব গোলামের এই প্রার্থনা, তলোয়ার ছিনিয়ে লয়ে আমার প্রাণ

সংহার করিবেন না।" এই বলিয়া মুক্তার মৌনাবলম্বন করিলেন।

কাহারও মুখে কথা নাই —সকলেই নিস্তব্ধ! সভাশুদ্ধ নীরব। না জানি, বাদশাহ কি উত্তর দেন, শেষ কি দাঁড়ায়, সম্রাটের মুখ থেকে যে হুকুম একবার বেরিয়েছে তার অন্যথা হয় কি না, তাই দেখ্‌বার নিমিত্ত সকলে মনে মনে শশব্যস্ত হইল। আমাদের বড় অধিকক্ষণ "কি হয়, কি হয়," করিয়া ভাবিতে হইল না। শাজাহান মূর্ত্তিমান কালাগ্নির ন্যায় দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কোরে গর্জ্জিয়া বলিলেন,—"প্রহরি! যো চাহিয়ে করিয়ে। খবরদার! আবি তলওয়ার ছিন লেও !!"

দুর্দ্দান্ত বলবান্ মুক্তার খাঁ বাদশাহের ঐ ভয়ঙ্কর ক্রোধবাক্যে মোরিয়া হইয়া বিদ্যুদ্‌বেগে আপন তলোয়ার বাহির করিলেন এবং রাজপ্রহরীদের সঙ্গে-সম্মুখ যুদ্ধে মত্ত হইলেন। মুক্তারখাঁর ভুজবলের কত প্রতাপ,—দুরন্ত কঠিন-ধাতু নির্ম্মিত তলোয়ারের কত পরাক্রম, তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অন্য সাক্ষীর প্রয়োজন হইল না, স্বয়ং রাজপ্রহরীরাই তাহার সাক্ষিস্থল হইল। মুক্তারের হস্তে তাহারা বিলক্ষণ শিক্ষা পাইল। খাঁ বাহাদুরের দুর্ভাগ্য এই যে, তিনি একাকী, নিঃসহায়; প্রহরীরা অনেক, দলবদ্ধ। মুক্তার যেন বেড়া-আগুনে পড়িলেন; শেষে কাজেই অবসন্ন হইয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী হইতে হইল। তাঁহার শরীরে এত অস্ত্রাঘাত হয় যে, তিল রাখিবার স্থান ছিল না; ক্ষতগুলির আকার এত বিকট, এত ভয়ঙ্কর যে, দেখিয়া লোকের ত্রাস হইল। সেই দুর্দ্দান্ত বীরপুরুষ তখন প্রাণবায়ুর সঙ্গেই তত গৌরবের তলোয়ার পরিত্যাগ করিয়া আপনার বীর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন! মুক্তার খাঁ স্বপক্ষে থাকিলে ঐ হাতিয়ারখানি বাদশাহের শত্রু-নিপাতে না জানি কতই পরাক্রম, কতই বীর্য্য প্রকাশ করিত!

মুক্তারখাঁ অপরাধী নন; কেবল অদৃষ্টের ফেরেই প্রাণটি হারাইলেন। তাঁহার দুর্গতি দেখে সকলেই দুঃখিত, সকলেই কাতর; সভাশুদ্ধ লোক হায় হায় করিতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুতে খেদ প্রকাশ করে নাই, এমন ব্যক্তিই ছিল না।—কেহ বলিল, "হা ভগবন্! কি কোল্লে!" কেহ কহিল, "হা বন্ধু! কেন তুমি অভিমানের বশ হয়ে প্রাণত্যাগ কোল্লে!" চারিদিক্ থেকে এইরূপ হাহাকারের কোলাহল উঠিল,—কেহ কেহ বা ভেউ ভেউ কোরে কাঁদিতে লাগিল।

সেই তেজীয়ান্ বীরপুরুষকে যখন সদর ফটকের দিকে লয়ে যাইতেছিল, তাঁকে দেখিবার নিমিত্ত লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই ঠাসাঠাসির মধ্যে কত লোক হুমড়ি খেয়ে পোড়ে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো, কত লোক আশপাশ দিয়ে ঘাড় বাড়িয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে উঁকি মাত্তে লাগ্‌লো। এই সময় একটি শোকতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল; স্বয়ং শাজাহান যদি তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিতেন, তাঁহারও অন্তঃকরণ দুঃখে গলিয়া যাইত। মুক্তার খাঁর এক স্ত্রী, দুই পুত্র। তারা মনে করেছিল, এ সামান্য অপরাধ, এ অপরাধে মুক্তার নিষ্কৃতি পাইবেন। তিনি অব্যাহতি পেয়ে কতক্ষণে ফিরে আইসেন, তাই তারা সদর ফটকে দাঁড়িয়ে পথ নিরীক্ষণ কোচ্ছিল, এমন সময় মুক্তারের শব লয়ে উপস্থিত করিল। ঐ শব দেখিয়া পুত্রপরিবারের প্রাণ উড়িয়া গেল! মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে চিত্রপুত্তলীর ন্যায় নীরব—নিস্তব্ধ হয়ে রহিল। একটু পরে মুক্তারের স্ত্রী চীৎকার কোরে উঠিল, পুত্র দুটি 'বাবা বাবা' কোরে বেঁউরে কেঁদে উঠিল! তাদের কান্না দেখে লোকের বুক যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। চীৎকারের ধমকে নাগরাখানার বাদ্য রহিত করিতে হইল। সকলে স্তব্ধ, রাজপুরী নীরব। মুক্তারের স্ত্রী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে করুণস্বরে বিলাপ কোরে বল্‌তে লাগ্‌ল, "হা প্রাণেশ্বর! তুমি আমাদের পরিত্যাগ কোরে কোথায় গেলে? কার কাছে আমাদের রেখে গেলে, এখন আমরা কোথায় যাব? কার কাছে দাঁড়াব? আর ত তোমাকে দেখ্‌তে পাব না! আর ত তোমার বাক্য শুন্‌তে পাব না! তুমি পুত্রপরিবারের মায়া কি কোরে বিস্মৃত হলে? হা প্রাণবল্লভ!

তুমি আমাদের একেবারে পাথারে ভাসিয়ে গেলে এখন কে আর আমাদের মুখের দিকে চাবে? কে আর আমাদের স্নেহ কর্‌বে? কে আর আমাদের আবদার সইবে? এখন আর কার কাছেই বা আমরা আবদার কোর্‌ব? হা নাথ! আমার হৃদয় কম্পিত হোচ্চে! অন্তর দগ্ধ হোচ্চে! প্রাণ অস্থির হোচ্চে! কোথায় যাব? কোথায় গেলে শীতল হব? কে আর আমাদের সস্নেহ বাক্যে সান্ত্বনা কোর্‌বে? কে আর আমাদের দুঃখের দুঃখী ব্যথার ব্যথী হবে?" এইরূপ কাতরস্বরে রোদন কোত্তে কোত্তে শোকে উন্মত্তা হয়ে মুক্তারের স্ত্রী ঝাঁপিয়ে পোড়ে মৃতস্বামীর গলা ধোরে জড়িয়ে রহিল। পুত্র দুটি ধূলায় পোড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, তখন মৃতপিতার গলা ধরে ফুলে ফুলে কাঁদিতে লাগিল, তখন তাঁর গায়ের উপর পোড়ে আছাড়িপিছাড়ি খাইতে লাগিল। সে সময় যাঁহারা যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এই ঘোর হৃদয়ঘাতী শোকাভিনয় দর্শন কোরে সকলেই মহামায়ার মুগ্ধ হইলেন, সকলেই হায়! হায়! কোরে মহাদুঃখ প্রকাশ কত্তে লাগ্‌লেন, সকলেই চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন। মুক্তারের স্ত্রী স্বামীর গলা জড়িয়ে আছে, সেই হতভাগিনীকে ছাড়িয়ে লইবার জন্যে অনেক কস্তাকস্তি করিলাম, কিন্তু পেরে উঠিলাম না; এত শক্ত কোরে ধোরেছিল যে, মনুষ্যে তেমন পারে না, সে যেন তখন দৈববল পেয়েছিল। যখন তাকে ছাড়িয়ে লইবার জন্য ধস্তাধস্তি কোত্তেছিলাম, সেই সময় সুন্দরী একটিবার মাত্র মাথা উঁচু করেছিলেন।—উঃ! কি ভীষণ মূর্ত্তি! আমি তাঁর অদ্ভুত চেহারা দেখে চমকে উঠ্‌লেম। এমন যে প্রফুল্ল মুখকমল, একেবারে রক্তে মাখামাখি হয়েছে! শ্যামল চুলগুলি এদিকে সেদিকে ঝুল্‌ছে! সেগুলিও রক্তমাখা! মুক্তারের তামাম শরীর ক্ষত বক্ষত, সেই সকল ঘায়ের মুখ দিয়ে রক্ত পড়িতেছিল, যুবতী ঐ রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখে যেন রক্তমুখী সেজেছিলেন। বালক দুটি গলাধরাধরি কোরে ফুঁলে ফুলে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, এক এক বার যখন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল, দেখে ভয় হচ্ছিল, এইবার বুঝি দম ফেটে প্রাণ ঠিক্‌রে বেরিয়ে গেল। তাদের করুণা শুনিলে পাষাণও ভেদ হয়! যে অতি মূঢ়, অতি পাষণ্ড, যার হৃদয় বজ্রের সমান কঠিন, তারও অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হয়। আমি বিস্তর বুঝালেম, অনেক সান্ত্বনা কল্লেম, কিছুতেই তাদের কান্না থামাতে পাল্লেম না,—অবিরল চক্ষের জল অনবরতই ঝরিতে লাগিল, কোনমতেই তাহা নিবারণ হইল না! অল্প শোকের জন্যেই সান্ত্বনা, গুরু শোকে কি মন প্রবোধ মানে? তৎকালে সে স্থলে আশে পাশে যেখানে যত স্ত্রীলোক ছিল, বালকদের ঐ কান্না দেখে তারাও কেঁদে ঢলাঢলি কোত্তে লাগ্‌লো। এর দেখাদেখি ও কাঁদে,—তারে দেখে সে কাঁদে, এইরূপে কান্নার উপর কান্নাতে-কান্নাহাটির তরঙ্গ উঠিল। তত উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা আমখাসের তত বড় বাড়ী চীৎকার শব্দে তোল্‌পাড় করিয়া ফেলিল। সেই আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি আমখাসবাটীর চারিদিকে ঘুরে ফিরে যেতে বেড়াতে লাগ্‌ল। সে আর্ত্তস্বর বাদশাহও শুনতে পেয়েছিলেন, কেন না, তখনই এক জন চোপদার এসে মুক্তারের শব তফাৎ করিতে কহিল, বাদ্যকরদেরও বাজাইতে আদেশ করিল।* একখান ডুলি আনা হইল, তার মধ্যে মুক্তারের মৃতদেহ রেখে এক পাহ্‌রা কোরে ধীরে ধীরে সহরের বাহিরে লয়ে গেল।—মুক্তারের স্ত্রী তখনও তারে জাপ্‌টে ধোরে আছে। দুটি অপোগণ্ড নাবালক শিশু হাত ধরাধরি কোরে কখন বা গলা জড়াজড়ি কোরে, ফুক্‌রে ফুক্‌রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ডুলীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। বিস্তর লোক মায়ার অনুরোধে শব ঘিরে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

শব বিদায় হয়ে গেলে আমি ফিরে

---

* অপরাধীরা দণ্ডপ্রাপ্তির সময় যদি চীৎকার কোরে দোরসরাবৎ করিত, ঐ চীৎকারধ্বনি ঢাকিবার জন্য বাদ্যোদ্যম হইত। বাদ্যকরেরা এত উচ্চশব্দে বাজাইত যে, অপরাধীর ঘোর আর্ত্তস্বর চাপাইয়া উঠিত। তাদের আত্মীয়েরাও চীৎকার করিলে ঐরূপ বাদ্যোদ্যম হইত। এ প্রথা শুধু মুসলমানদের মধ্যে নয়, হিন্দুদের মধ্যেও বোধ হয় প্রচলিত ছিল।

আমখাসের দরবার-ঘরে চোলে এলেম। বাদশাহ উঠেন উঠেন হয়েছেন, তখন তাঁর অন্তঃপুরে যাইবার সময়। আমাকে দেখে পিতা ইসারা কোরে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "সাদক! তোমার অদৃষ্ট প্রসন্ন, বিস্তর সৌভাগ্য তোমার মুখ চেয়ে আছে। দুর্ভাগা মুক্তার খাঁর পদে তোমাকে বাহাল করা গেল, তার কর্ম তোমার হয়ে চুকেছে। তোমাকে এই কথা বল্‌তে মহারাজ আমাকে আজ্ঞা করেছেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই বাদশাহী পঞ্জা সমেত তোমার নিকট নিয়োগপত্র পৌঁছিবে।" এ ঘটনাটি স্বপ্নের অগোচর, আমি কখন মনেও করিনি যে, মুক্তারের কর্ম আমার হবে। সংবাদটি শুনে সুখী না হয়ে বরং দুঃখিত হইলাম। কেন না, কথাই আছে,—কথা কেন, স্পষ্ট জানাই আছে, "অনেক পাই অনেক খাই যেখানে সেখানে আবার সময় বুঝে অনেক কোত্তেও হয়"। বিশেষতঃ বাড়াবাড়ি যেখানে, শীঘ্র ছাড়াছাড়িও সেইখানে। আমি ঐ কথা শুনে জিজ্ঞাসা কোল্লেম,—"তবে কি ইউসফ আমার কর্ম্মে বাহাল হোলেন?"

পিতা ঠাট্টার স্বরে বলিলেন—"কে? ইউসফ, হুঁ! তাই বটে! না, না, সে পদও তোমার থাক্‌বে।"

আমি বলিলাম,—"বাবা! দুই দিক্ কি রক্ষা কোত্তে পারবো? তার মত যোগ্য কি আ—"

পিতা অমনি বাধা দিয়ে বলিলেন, "ছি ও কি কথা! যোগ্য তোমাকে হতেই হবে, অবশ্যই হতে হবে।" এ ছাড়া আমার কানে কানে চুপি চুপি বলিলেন,—"এই বন্দোবস্তো উপর তোমার পিতার জীবন নির্ভর কোচ্ছে।"

আমি আর কোন উচ্চবাচ্য না কোরে, সেখান থেকে চোলে আসি, এমন সময় বাবা আমার হাত ধোরে কানে কানে বলিলেন, "তবে আজ রাত্রে আর আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিবার আবশুক নাই। আমি অন্ত অন্ত কাজে ব্যস্ত থাকিব।" আঃ, বাঁচলেম! হাড়ে বাতাস লাগ্‌লো, ঘাড়ে থেকে যেন একটা ভার নেমে গেল। আমার অন্যত্র বরাত ছিল, সেখানে যাবার জন্যে প্রাণটা হাঁসফাঁস কোচ্ছিল। আমি বল্লেম,—'বাবা! আমি ত হাজিরই আছি, আপনার সুবিধা বুঝে ডেকে পাঠাবেন, আমি তখনি গিয়ে সাক্ষাৎ কোরবো।"

আমি বাড়ী আসিলাম। কেবল এসে বোসেছি, এক ঘণ্টাও হয় নি, এখন সময় পিতা যেরূপ বোলেছিলেন, আমার নিয়োগ-পত্র পৌঁছিল। এখন আমি আগ্‌রা সহর ও প্রদেশের সেনাপতি হইলাম। শুনিলাম, এ খবর সৈন্তদের মধ্যে, সহরে ও গ্রামে পূর্ব্বেই ঘোষণা কোরে দেওয়া হয়েছে। সৈন্তেরা প্রতীক্ষা কোরে আছে, আমি কখন্ গিয়ে তাদের উপর হুকুম-হাকাম করি। বরকন্দজ খাঁর পূর্ণ প্রত্যাশা ছিল যে, এই পদটি তার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসফের হবেই হবে। এক্ষণে আমার উপর তার যে প্রকার আক্রোশ ও ক্রোধ জন্মিল, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। আমি কি দুঃসাহসী! এ সকল জেনেও গোপনে গোপনে তার অন্তঃপুরে প্রবেশ কত্তে সাহস করিতেছি!—তার ভ্রাতুষ্পুত্রী যে আমার সেই কৃষ্ণনয়না, তার আর সন্দেহ নাই। সেই সুন্দরীর সঙ্গে একটিবারমাত্র সাক্ষাৎ করিব, ইহাই আমার অভিলাষ।

সায়ংকাল উপস্থিত। একজন আমলা আর ৫০ জন সিপাইকে সঙ্গে লইয়া যেখানে যেখানে হাওলদার, সরদার ও প্রহরী ছিল, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাদের হাতিয়ারগুলিও তদারক কোরে দেখিলাম এবং তাদের প্রতি আবশুকমত হুকুম-হাকাম দিয়া অবসর লইলাম।

আগরা আর আগরার কেল্লা যমুনাতীরেই অবস্থিত! এই স্থানটি হিন্দুস্থানের মোগল-নৃপালগণের অতি মনোমত প্রিয় আবাস। মহানুভব সম্রাট্ আক্‌বর শাহ এই নগর নির্ম্মাণ করিয়া আপন নামে নামকরণ করেন। সেই জন্ত ইহার আর এক নাম 'আকবরাবাদ্"। দিল্লী অপেক্ষা আগরা সহর আয়তনে অনেক বড়। এই সহরে বিস্তর ওমরাওর বাস। নগরবাসীদিগের গৃহগুলি উত্তম প্রস্তরে নির্ম্মিত; কিন্তু গলি-পথগুলি অতি ক্ষুদ্র ও অপ্রশস্ত, বিশেষতঃ সেইগুলিতে বিস্তর ফের ও বাঁক। সে জন্ত

দরবারের সময় লোকের ঠাসা-ঠাসি হয়ে রাস্তায় বড় গোল হইত।

আগরার মূর্ত্তিটি বিবিধ মনোহর গ্রাম্য শোভায় সুদৃশ্য। ওমরাওরা আপন আপন উঠানে ও উদ্যানে বড় বড় বৃক্ষ আরোপণ করিয়া ছায়া প্রস্তুত করিত। তাহাদের অট্টালিকাগুলি স্থানে স্থানে নবীন নধর নিবিড় লতা-পল্লবে ঢাকা থাকিত, ঐ সকল অট্টালিকাশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে মহাজনদিগের প্রস্তর-নির্ম্মিত গগনস্পর্শী বিরাট্ গৃহগুলি কানন-বেষ্টিত দুর্গের ন্যায় শোভা করিত।

তার পর হাওলদার, কোতোয়াল, জমাদার, এরা সকলে এককাট্টা হয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"হুজুর! সহরে গতিবিধির বিষয়ে আপনার কিরূপ অনুমতি, আজ্ঞা করুন।" আমি বলিলাম, "দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত কাহারও যাতায়াতের নিষেধ নাই, কিন্তু কেহ ২০ জনের অধিক লোক লয়ে একেবারে সহরের মধ্যে ঢুকিতে কি তার বাহিরে যাইতে পারিবে না। যদি কাহারও সঙ্গে অতিরিক্ত লোক থাকে, তবে আমার সহীমোহর ভিন্ন তাহাদের ভিতরে প্রবেশ বা বাহিরে গমন করিতে দেবে না। আরঙ্গজেব আর মুরাদ-বাকী, এই দুই রাজপুত্রের সম্বন্ধে এ বন্দোবস্ত নয়, তাঁহাদের সঙ্গে যে পরিমাণে লোকজন থেকে থাকে, তাঁহারা যদি তার অতিরিক্ত লোক সঙ্গে আনেন, তবে তাঁহাদের পক্ষেও এই নিয়ম বলবৎ রহিল।" ঐ দুই রাজকুমার তৎকালীন সহরের বাহিরে অবস্থান করিতেছিলেন।

বাহিরের বন্দোবস্ত শেষ কোরে রাজবাটীর প্রহরীদিগের তদারক করিলাম, দেখিলাম, সে রাত্রের জন্যে সকলেই আপন আপন স্থানে ব্যবস্থামত বিলি রহিয়াছে। এখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সেই কাচময় ফোয়ারার সম্মুখে বারন্দায় বোসে পেঁচোয়া টানিতে লাগিলাম। সলিমান যে বৃদ্ধার কথা বোলেছিল, সে কখন্ আস্‌বে, কতক্ষণে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, কেবল সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত রহিলাম। এই আসে, এই আসে করিয়া এক একবার পথও তাকাইতে লাগিলাম।

যাহার আসিবার কথা ছিল, সন্ধ্যার কৃষ্ণ-আচ্ছাদনের সঙ্গে সঙ্গে সে এসে উদয় হইল। তত আদরের দূতীকে আস্‌তে দেখে আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদে ধড়াস্ ধড়াস্ কোরে লাফাতে লাগ্‌লো। অথচ মনে মনে তখন এ বিবেচনাও না কোরে থাক্‌তে পাল্লেম না যে, সে আমার বিপদের দূতী হলেও হতে পারে, আমার অনন্ত দুঃখের পথ-প্রদর্শিকা হলেও হতে পারে, অথবা আমার আশু মৃত্যুর মূলাধার হলেও হতে পারে। বৃদ্ধা ফোয়ারার ধারে গিয়ে একটা তামার কলস নিয়ে স্নাকরা কোত্তে লাগ্‌লো। কলসটা জলে একবার ডোবায়, একবার তোলে, কখন তারে চিৎ করে, কখন উবুড় করে, কখন বা কাত করে, একবার তাতে জল ভরে, আবার সে জল ফেলে দেয়। নীচে নেমে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি কি না করি, সাত পাঁচ ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। কিন্তু বৃদ্ধা মনে কোত্তেছিল তারে রঙ্গ-ভঙ্গ কোত্তে দেখে আমি ছুটে গিয়ে দেখা কোর্‌ব। ফলে শেষে সেইটিই ঘট্‌ল। আমি আর স্থির থাকতে পাল্লেম না, একটা ক্ষুদ্র চোরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌লেম, নামিয়াই বৃদ্ধার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেম; একখান প্রকাণ্ড লাল রঙ্গের সাল ওড় খোড় কোরে জড়ায়ে সর্ব্বাঙ্গে ঢেকে রাখিলাম। ভাবিলাম, আমার চেহারাও দেখ্‌তে পাবে না, চিন্‌তেও পার্‌বে না। কিন্তু আমি ঠেক্‌লেম, সে বুদ্ধি খাট্‌লো না, বৃদ্ধা আমাকে দেখতে পেয়েই সম্বোধন কোরে বোল্লে,—"কে ও, হুজুর! আসুন আসুন, এত বিলম্ব করা ভাল হয় নি, বিশেষতঃ যে স্থানে কোন যুবতী প্রত্যাশাপন্ন হয়ে আশাপথ চেয়ে আছে, সে স্থলে, যাচ্ছি যাব, হচ্ছে হবে, এরূপ গয়ংগচ্ছ না কোরে একটু চট্‌পটে হওয়াই ভাল।"

আমি বলিলাম,—"ও কথা যেতে দাও। যার চারু প্রতিমা আমার দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, সেই হরিণনেত্রা অপ্সরার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার উপায় কি? তার কোন সম্ভাবনা আছে কি? থাকে ত, সেই কথা আগে বল।"

বৃদ্ধা বলিল,—"আপনি আমার পেছনে পেছনে আসুন।"

আমি বলিলাম,—"রোসো, একটু দাঁড়াও,

একটা কথা শুন। তুমি ত অবিশ্বাসের কার্য্য কোর্‌বে না? দোহাই আমার, ফাঁকি দিয়ে ত ফাঁদে ফেল্‌বে না? প্রতারণা কোর্‌বে না ত?"

বৃদ্ধা বলিল,—"আচ্ছা! বেশ! যদি ভয়ই হয়ে থাকে, তবে যাবেন না,—ফিরে গিয়ে বারান্দায় বোসে পেঁচোয়া টানুন। আমি যোড়হাত কোচ্চি হুজুর, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন না, আমি ত আর চলুন চলুন বোলে আপনাকে সাধ্‌তে আসিনি। আপনি যাবেন, আমি কেবল সঙ্গে কোরে পথ দেখিয়ে লয়ে যাব।"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা, তবে যাই, চলো।"

তখন বৃদ্ধা আমাকে সঙ্গে কোরে উঠানের এক টেরে একটি ক্ষুদ্র দরজার কাছে লয়ে উপস্থিত করিল। কোমর থেকে একটি চাবিকাঠি বার কোরে আস্তে আস্তে অতি সাবধানে কুলুপে লাগিয়ে চেপে ধরিল; কুলুপটি খুলে গিয়ে কবাট দুবাইল ক্রমে ক্রমে ফাঁক হয়ে পড়িল। বৃদ্ধা তখন আমাকে বলিল,—"এখন প্রবেশ কর।" আমি প্রবেশ করিলাম। বৃদ্ধা আমার পেছনে থেকে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে দ্বারটি পুনরায় বন্ধ করিল। তার পর আমার কানে কানে কহিল, "তোমার যদি প্রাণের মায়া থাকে, তবে কথা কইও না, বোবা হয়ে থাক।" শেষে একটা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে আর একটা দরজায় উপনীত হইলাম। আমার পথ-প্রদর্শিকা কহিল,—"আপনি এই স্থানে একটু দাঁড়ান, আপনি এসেচেন, আমি গিয়ে ভিতরে সংবাদ করি" আমাকে বড় অধিকক্ষণ অপেক্ষা কোত্তে হলো না বৃদ্ধা শীঘ্র ফিরে আসিল। আমাকে সঙ্গে কোরে লয়ে অঙ্গুলী হেলিয়ে একটি কামরা দেখিয়ে দিয়ে বলিল,—"আপনি ঐ ঘরে যান।" সে ঐ কথা বোলে চোলে গেল। ঐ গৃহের একদেশে একটি স্ত্রীলোক বোসে ছিলেন, মুখটি স্থূল অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত, হস্ত দুখানি বহু মূল্যের রত্নে ভূষিত। মনে মনে কতই গর্ব্ব করিতে লাগিলাম, ভাবিলাম, আমি কি কপালে পুরুষ! কেবল অদৃষ্টের জোরেই এই নিরুপমা সুন্দরীর সাক্ষাৎ পাইলাম, নচেৎ এঁর সঙ্গে আলাপ করা দূরে থাকুক, এঁর নিকটেও ঘেঁষিতে পারিতাম না; অদৃষ্টই আমাকে নিশিয়ে এঁর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে।

"ইস্! সাদক! আমি যে, তা তুমি কেমন কোরে জান্‌তে পাল্লে? যে মস্ত ঘোমটার মধ্যে আছি, মনে কোরেছিলেম, তুমি আমাকে চিন্‌তে পার্‌বে না।" আমাকে দেখে সেই স্ত্রীলোকটি এই কথা বলিলেন।

আমি বলিলাম,—"তা সত্য বটে, কিন্তু ঐ দুটি পঙ্কজ-নয়নের নিকট আমি অপরিচিত নই, তাদের উজ্জ্বল জ্যোতি একবার আমার উপর বিকীর্ণ হয়েছে, তাতেই আমি—"

"সত্যি নাকি? কই, কবে? কোথায় বল দেখি?" আমার কথা না ফুরাতেই যুবতী এই কথা বলিলেন।

আমি বলিলাম,—"কেন? এখন সে কথা উত্থাপনের প্রয়োজন?"

যুবতী বলিলেন,—"প্রয়োজন আছে, বোধ হোচ্চে, তোমার ভ্রম হয়েছে।"

ঐ কথা বলিয়া তিনি ঘোমটা উন্মোচন করিলেন। আমি যে চেহারা দেখ্‌বো অভিলাষ কোরে সেজেগুজে প্রস্তুত হয়ে এসেছি, এ সে চেহারা নয়! যার মুখ দেখ্‌লে ভয়ে পেটের পিলে চম্‌কে উঠে, এ সেই রাজকুমারী বেগম সাহেবের মূর্ত্তি।

আমার ভ্রম হয়েছে দেখে, রাজকন্যা একটু হেসে বল্লেন,—"তুমি ভীত হইও না, আমাকে তুমি পরম বন্ধু জ্ঞান করিও। তুমি যদি বুদ্ধিমান্ হও, তবে এই বন্ধু দ্বারাই তুমি তোমার প্রণয়াস্পদের সাক্ষাৎ পাইবে। আমি যদি তাঁকে অনুরোধ করি, তিনি সে অনুরোধ শুন্‌বেন, অমান্য কোরবেন না; আমি বোল্লে তিনি তোমার সম্মুখে এলেও আস্‌তে পারেন।" বেগমের মুখে ঐ কথা শুনে আমার চোক খুলে গেল। এখন বুঝ্‌তে পাল্লেম, এ সকল তাঁরই কৌশল। রাজকুমারীর স্বভাব আমার বেশ জানা ছিল, তিনি যে বিনি গরজে কারো উপকার করেন, তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। আমি বলিলাম,—"আমার রাজভক্তির অগৌরব না হয়, এমন কার্য্য কোত্তে প্রস্তুত

আছি, আমি আপনার গোলাম।" আমার যেন বোধ হলো, রাজতনয়া আমার মুখে ঐ কথা শুনে বক্রচক্ষে একবার একটু কটাক্ষপাত করিলেন, আমি যেন দেখ্‌লেম, তাঁর কপোলে একটু ভ্রূকুটির উদয় হয়ে আবার তখনই অদৃশ্য হইল, অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী ছিল, উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তার অস্ত হয়েছিল বলিলেই হয়। কেন না, তার পরেই রাজবালা এমনি একটি মধুর ভঙ্গীতে মুচকে হাস্‌লেন যে, আমাকে মনে মনে অপ্রস্তুত হইতে হইল! ভাবিলাম, রাজকন্যা যদি রাগ কোত্তেন, তবে তখনি তখনি অমন হাসির ছটা তাঁর মুখ থেকে কখনই বেরুত না। আমারি ভ্রম হয়েছে, আমিই বুঝ্‌তে পারিনি, রাজকন্যা কোপভঙ্গী করেন নি, তাঁর প্রতি সে সন্দেহ করা অতি অন্যায়। অপরাধ যে আমারি হয়েছে, সেই এক হাসিতেই আমি তা মেনে লতে অর্দ্ধার্দ্ধের অধিক রাজী হয়েছিলেম। যাই হোক, বেগম বলিলেন,—"সাদক! আমি যা বলি, মন দিয়ে শুনো; আমি বাদশাহ ছাড়া নই, তাঁর যে অভিপ্রায়, আমারও তাই, তিনি যে আজ্ঞা কোর্‌বেন, সকলকে তা কোত্তেই হবে। তুমি মনে কচ্চো, কোন একটা অভিপ্রায় ভিন্ন আমি কখন কারো প্রতি সদয় হই না, একটা মৎলব না থাকলে আমি তোমাকে শুদ্ধ তোমার উপকারের নিমিত্ত ডাক্‌তেম না। কিন্তু মুহূর্ত্তকাল ভেবে দেখ দেখি, তোমার দ্বারা আমার কি উপকারের সম্ভাবনা? আচ্ছা, বল দেখি, তুমি আমার কি উপকার কোত্তে পার যে, সে উপকার আমার নৃপ-পিতা, তোমার রাজস্বামী মনে কোল্লে কোত্তে পারেন না? তোমার এমন কি ক্ষমতা আছে যে, সে ক্ষমতা বাদশাহের নাই? তুমি যদি মনে কর, তোমার এমন কোন বিশেষ ক্ষমতা আছে, তবে অবশ্যই তোমার পদ-মর্য্যাদার অতিরিক্তই বিবেচনা কোরে থাক।"

আমি বলিলাম,—"রাজপুত্রি! ভদ্রে! আমি কোন কুমন্ত্রণা বা কুচক্রে লিপ্ত থাক্‌ব না, সে অভিপ্রায় আমি জেনে শুনেই পরিত্যাগ করেছি। যাঁহার কাছে আমি সর্ব্বপ্রকারে ও সকল বিষয়ে ঋণী আছি, কেবল তাঁহারি সেবাতে আত্ম-সমর্পণ কোর্‌ব, এই আমার সঙ্কল্প। কিন্তু আবার এ কথাও বলি, মন কারো বাধ্য নয়, তার কাছে অভিমান খাটে না, সে যে পথে ধায়, সেই পথে যেতেই হয়। যাঁরা বড় সাধু, যাঁদের বড় নিষ্ঠা, যাঁরা ঠিক ঠিক পথে চলেন, তাঁহারাও কখন কখন মনোভিলাষের হাত হইতে এড়াইতে পারেন না। সেটি মনের দোষ, কিন্তু সে অভিলাষ—"

আমার ও কথা চাপা দিয়া বেগম বলিলেন, —"থাক, আর বোল্‌তে হবে না, বুঝেছি, সেই কৃষ্ণনয়নার সহিত সাক্ষাৎ করিলে যদি তোমার রাজভক্তির লাঘব হয়, তবে আপনি বিদায় হউন, তবে আর আপনার এ স্থলে আস্‌বার আবশ্যক নাই। আগে বিবেচনা করেছিলেম, আমরা যাঁর সঙ্গে কারবার কোত্তে বোসেছি, তিনি একজন মস্ত প্রেমানুরাগী প্রেমিক, তাঁহার প্রণয়রাগ অতি তেজস্কর, সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ সেই কৃষ্ণনয়না নবীনা যুবতীকে অধীরা দেখে মনে করেছিলেম, সে যেমন তোমার জন্যে পাগলিনী, তুমি তার জন্যে অতিরিক্ত উন্মত্তই না হও, নিদেন তার সমানও তো হবে, তা অবশ্যই হবে, এখন দেখ্‌লেম, সেটা আমাদের বুঝ্‌বার চুক।"

আমি কৃষ্ণনয়নার নাম শুনিয়া অধৈর্য্য হয়ে চেঁচিয়ে বলিলাম, "কি! কি বল্লেন? তবে কি তিনি আমার জন্যে—"

এই পর্য্যন্ত বলিতেই বেগম বলিলেন, "আর ও কথায় কাজ নাই, বোঝা গেছে, তার হয়ে আমি তোমাকে অনেক বলেছি, এখন বল ত, তোমার পথ-প্রদর্শিকা সেই বৃদ্ধাকে ডেকে পাঠাই। বাদশাহের নিকট তোমার রাজভক্তির ত্রুটি হয়, আমি তোমায় এমন পরামর্শ দিতে চাই নাই, পরমেশ্বর করুন, আমার যেন সে প্রবৃত্তি না হয়।" আমি কাতর হয়ে বলিলাম, "রাজপুত্রি! আমার অদৃষ্টক্রমে আপনি সকলি উল্‌টে বুঝ্‌লেন, যাঁর মধুরপ্রতিমা আমার হৃদয়ে চিত্রিত হয়েছে, তাঁকে দর্শন কর্‌বার নিমিত্ত যদি সহস্র সঙ্কটে পড়্‌তে হয়, কি সহস্রবার প্রাণবিয়োগ কোত্তে হয়, তাও আমার স্বীকার। যাঁকে দেখ্‌বার জন্যে নয়ন

পাগল হয়েছে, যাঁকে না দেখে প্রাণ থেকে থেকে কেঁদে উঠ্‌ছে, তাঁর ছবি কি শুধু অন্তরে দেখে অভিলাষ মেটে, না মনের সান্ত্বনা হয়?"

বেগম বলিলেন, "ভাল বলেছো; সার কথাই ত ঐ; চুল চেরা বিচার কোত্তে গিয়ে মিছে মিছে কেবল সময়ই নষ্ট কোরে; সময়ের কি মূল্য আছে? তবে এখন আমার সঙ্গে এস।" আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। আমাকে একটি ক্ষুদ্র দ্বার দিয়ে একটা লম্বা গলি-পথে লয়ে গেলেন, সেই পথের পাশের দিকে যে ঘর, সে ঘরের দরজা খোলা ছিল। বেগম আমাকে ঐ দরজার পার্শ্বে দাঁড়াতে ব'লে, ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন। আমি কবাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে একটি অপূর্ব্ব মানস-মোহিনী যুবতী দেখ্‌তে পেলেম, তেমন সুমধুর কোমল মূর্ত্তি কেহ কখন চক্ষে দেখেনি। আমার দর্পণে যাঁর নীলোজ্জ্বল কমল-নেত্র ও রক্তোজ্জ্বল বিম্বাধর প্রতিবিম্বিত হয়, ইনি সেই রমণী-রত্ন। বিধুমুখী একটি তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্দ্ধশায়ী হয়ে আছেন। তাঁহার লোলিত ক্রোড়ে পারস্যানের এক প্রকাণ্ড বিড়াল শয়ন কোরে ছিল। মাতা যেমন শিশু সন্তানের নিদ্রাবসন্ন অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন, যুবতী তেমনি ঐ বেরালটির নিদ্রাকাতর আধ-মুদিত নেত্র নিরীক্ষণ কোর্চ্ছিলেন। বেগম ঘরের মধ্যে গিয়ে সেই মানস-বিলাসিনী দেল-জানের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন বর-কন্দাজ খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর নাম দেলজান। তাঁরা অতি অস্ফুটস্বরে আলাপ কোচ্ছিলেন, আমি তার কোন কথাও শুন্‌তে পেলেম না। একটু পরে বেগম ফিরে এসে আমায় ইসারা কোরে ডাক্‌লেন, আমি আমোদে ফুলফুলে হয়ে তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। আমার মনে যে তখন কত স্ফূর্ত্তি হলো, তাহা ব'লে উঠ্‌তে পারি না। গিয়ে দেখি, দেল্‌জান ঘোম্‌টা টেনে চন্দ্র-বদন ঢেকে ব'সে আছেন; যেখানে ছিলেন, সেইখানেই আছেন; সেই বেরালটি তখন ম্যাও-ম্যাও কোরে ডাকছিল, সেটি দেলজানের সোহাগের 'দুলাল', তাকে সুখে রাখ্‌বার নিমিত্ত শশিমুখী সতত উৎকণ্ঠিত; অথচ বেরাল জানিত না যে, তার সৌভাগ্য একচেটে, তাতে অন্যের অধিকার ছিল না; সে বোধাবোধ নাই বলিয়াই সে পরম সুখী ছিল। বেগম একটু এগিয়ে গিয়ে বলিলেন, "দেল্‌জান! যার কাছে পরিচিত হলে সকলেই শ্লাঘা জ্ঞান করেন, তোমার প্রতিবাসী সেই সাবককে লয়ে এসেছি।" বেগম এই কথা ব'লে সেখান হতে প্রস্থান করিলেন। আমি এখন দেল্‌জানকে ঘরে একলা পেয়ে আহ্লাদে চুরচুরে হলেম যুবতী কিন্তু অপ্রতিভের মত হয়ে কি কোরে আপনার অঙ্গ ঢাক্‌বেন, সেই জন্যে উত্তর উত্তর ব্যস্ত হতে লাগ্‌লেন। একবার এদিকে, একবার ওদিকে সোরে বসেন, কখন বা একটু হেসে থাকেন, ওড়নাখানা দিয়ে কখন সর্ব্বাঙ্গ ঢাকেন, কখন তার এক মুড় পিঠে ফেলে দেন, কখন কাঁধের উপর রাখেন, কখন বা সেখানা বুকের উপর ঝেঁপে দেন, তাতেই স্পষ্ট বোধ হলো, সুন্দরী বড় লজ্জিতা হয়েছেন।

আমি বলিলাম, "দেলজান! যে দুটি তেজোময় আঁখি অবগুণ্ঠনের মধ্যে আছে, এক্ষণে দৃষ্টির বার হওয়ায় নরলোকে আর তাদের দর্শন পাচ্চে না; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ঐ কোমল নয়ন দুটি কতবার আমাকে ব্যাকুল, কতবার আমাকে পাগল কোরেছে, তথাচ কখন সাহস কোরে এমন আশা করি নাই যে, আমি কখন তাদের বিশ্ববিজয়ী মধুর উজ্জ্বল জ্যোতির নিকটবর্ত্তী হব। আমি এসেছি ব'লে আপনি যদি মনে মনে বিরক্ত হয়ে থাকেন ত বলুন, আমার ঘাট হয়েছে, কেন আমি এমন অসম সাহস কোল্লেম? আমি আপনাকে কাতর হয়ে বোল্‌চি, আমার যদি অপরাধ হয়ে থাকে ত ক্ষমা করুন।"

দেলজান খানিকক্ষণ মৌন হয়ে ছিলেন; কি উত্তর কোর্‌বেন, তাই যেন ভাব্‌ছিলেন, শেষে মধুর-মৃদুল স্বরে বলিলেন, "আমখাসের উঠানের সম্মুখের বারান্দায় কে বসিতেন, আমি তা জান্‌তেম না, আমি যে মধ্যে মধ্যে খড়্‌খড়ির আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতেম, সেটি অসঙ্গত কর্ম্ম হয়েছে। আমার ঐ অবিবেচনার দরুন মহারাজ আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন শুনে আমি বড় দুঃখিত হয়েছি, আগে বুঝ্‌তে না

পেরে এখন পস্তাচ্চি। এখন এই ভাব্‌চি যে, এমন কুকর্ম্ম কেন কোল্লেম,আমা হতে একজন ভদ্রলোক হক না হক নষ্ট হলো! এত দিন সাক্ষাৎ পাইনি বোলে সে আক্ষেপ আপনার কাছে প্রকাশ কোত্তে পারিনি, আজ সেই অবসর পেয়ে বড় সুখী হলেম।"

আমি বলিলাম,"আহা, দেলজান! সে দিন যদি পৃথিবীর সমুদায় নরপাল আমার প্রতীক্ষায় থাকিতেন, তথাচ ঐ দুটি কৃষ্ণ আঁখি আমাকে ঐ স্থানে আবদ্ধ কোরে রাখিত, পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে আবদ্ধ কোরে রাখিত। সে দিন রাজদরবারে যাইবার মহা দরকার হইলেও আমি তা বিস্মৃত হয়ে যাইতাম।"

দেলজান ও কথায় কান না দিয়া প্রকৃত দুঃখিত-স্বরে বলিলেন, "কেমন, বাদশাহ ত এখন আপনার উপর সদয় হয়েছেন? আর ত তাঁর রাগদ্বেষ নাই?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, সে সব নির্ব্বিঘ্নে চুকে গ্যাছে, এখন তিনি আমার প্রতি বেশ প্রসন্ন হয়েছেন, সম্প্রতি আরও অনেক সম্মান আমার উপর তৃপাকার কোরেছেন।"

ঐ কথা শুনে হিতাভিলাষিণী দেলজান বলিলেন, "আল্লা তাই করুন, তাঁর কুদরৎ বাড়ুক।"

আমি বলিলাম, "দেলজান! তবে কি তুমি আমার হিতকামনা কর, তবে কি আমাকে সুখী দেখে তুমি সুখী হও?"

দেলজান বলিলেন, "তা হই, তা হওয়া কি উচিত নয়? এই হতভাগিনীই ত তোমার দুঃখের মূলাধার হয়েছিল।"

আমি বলিলাম, "হতভাগিনী কেন? সে কথা বোলো না, আমার সৌভাগ্য যে, তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কোরেছিলে!"

দেলজান বলিলেন, "ভাল,সে সব কথা পরে হবে, আমরা অত ফের-ফারের কথা বুঝি না, সম্প্রতি আপনি যে এখানে আসতে সাহসী হয়েছেন, আপনি কি জানেন না, এতে কত ভয়, কত জখম আছে? শেষে আপনাকে বিস্তর ঝুঁকিতে পড়্‌তে হবে, অনেক দায়ে ঠেকুতে হবে।"

আমি বলিলাম, "তাতে কিছু এসে যায় না, যে দুটি কৃষ্ণ আঁখির উজ্জ্বল প্রভা আমাকে উন্মত্ত করেছে, সেই আঁখি দুটি আর একবার দর্শন কোর্‌ব, এর জন্যে আমি কি না কোত্তে পারি? জখম ঘাড়ে করা কোন্ বিচিত্র! তার জন্যে আমি—"

দেলজান অমনি ব'লে উঠ্‌লেন, "একটু ক্ষান্ত হউন, যে আশয়ে বোল্‌চেন, আপনি এখনও সে বিষয়ের কিছুই জানেন না। এখন বিদায় হউন, আপনাকে বিনয় কোরে বল্‌চি, আপনি বিদায় হউন, কথায় কথায় রাত অনেক হয়েচে, আপনি এখন ঘরে যান, আমিও বিদায় হলেম।"

আমি উচ্চস্বরে বলিলাম, "না, তা হবে না, কি কোত্তেই বা এলেম? আবার কি বোলেই বা যাই? আবার কবে দেখা-সাক্ষাৎ হবে, সে কথা আগে বল, তবে আমি যাব, নচেৎ কেমন কোরে যাই? কাল কি আবার দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারে না?"

দেলজান বলিলেন, "ও কথার উত্তর আমি দিতে পারি না, আমি আমার কর্ত্তা নই, বেগম যা করেন, তাঁর একাধিপত্য; তিনি যা বোল্‌বেন, তাই হবে।"

আমি বলিলাম, "তা হলেই যথেষ্ট, আমি আর কিছু বল্‌তে চাই না। বেগম ত আমার পর নন, পরম বন্ধু; তবে কাল আমি ফের আস্‌চি দেলজান! দেলজান! তুমি একটি দুর্ল্লভ পুষ্প, দেবতারা প্রহরী হয়ে তোমাকে যেন রক্ষা করেন।" বিদায়কালীন এই কথা বোলে গাত্রোত্থান করিলাম।

দরজার কাছে এসে বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে সঙ্গে কোরে আপনার ঘরে লয়ে গেলেন। রাজবালা যে কৃপা কোরে আমার চারুলোচনা প্রিয়তমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন, সেই উপকার স্মরণ কোরে পাতিতজানু হয়ে আমি তাঁকে বিস্তর সাধুবাদ করিলাম। দেলজানের সহিত আবার কাল একবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়, এ জন্যে তাঁকে অনেক সাধ্‌লেম, বিস্তর কোরে বোল্লেম, কিন্তু রাজবালা কোন ক্রমেই তাতে ঘাড় পাত্‌লেন না।

কেবল মাথা নেড়ে বোল্লেন, "সে কথা এখন থাক রইল, আগে দেখি, কোথাকার জল কোথায় মরে, তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। এখন তুমি কোন কথাবার্ত্তা না কোরে কেবল ফোয়ারার দিকে চেয়ে থাক, যদি সেই বুড়ীকে দেখ্‌তে পাও, তবে নীচে নেমে তাকে সঙ্গে কোরে বাড়ী চোলে যাও।" ঐ কথা বোলে বেগম করতালির শব্দ কোল্লেন, শব্দ শুনেই আমার সেই পথ-প্রদর্শিকা হাজির হইল। আমি বিমর্ষ হয়ে বিদায় লইলেম, সে আমাকে সঙ্গে কোরে নির্ব্বিঘ্নে বাটী পৌঁছিয়ে দিল।

বিবি দেলজানের বয়ঃক্রম আন্দাজ সতর আঠার; মাঝারি গোচের গড়ন, বরং কিঞ্চিৎ দোহারা; দেখ্‌তে না খাট না লম্বা, মাঝামাঝি রকম; মুখখানি বড় লম্বাও না, বড় গোলও না, বাদামে; হাঁ ছোট; ঠোঁট পাত্‌লা, টুকটুকে, যেন রক্ত ফেটে পোড়্‌চে; চক্ষু দুটি ডাগর, বেশ দীর্ঘ ছাঁদ, সজীব ও প্রফুল্ল, এত উজ্জ্বল যেন নক্ষত্র জল্‌চে, যৌবনের তরলতায় দিবারাত্র চল চল কোচ্চে; চাউনি অল্প বাঁকা, অথচ লজ্জায় অর্দ্ধাবনত; ভ্রূ বেশ টানা, দেখ্‌লে মনে লয় যেন মুখপদ্মের মধুর আশায় ভ্রমরদল সারি বেঁধে কাতার দিয়ে উড়্‌ছে; মাথার চুল বেশ কালো, যেমন ঘন, তেমনি লম্বা; বর্ণ দুধে আলতা, ধব্‌ ধব্‌ কোচ্চে; লাবণ্য অতি কোমল, অতি মোলাম, যেন ননীর পুতুলটি; হাত-পায়ের গড়ন বেশ গোল, সুডৌল; আঙ্গুলগুলি চাঁপার কলির ন্যায় সুশ্রী; বিবি দেলজানের শরীরে কোন খুঁত ছিল না, তাঁকে দেখ্‌লে জ্ঞান হয় যেন, একটি নিখুঁত গোলাব ফুল; কণ্ঠস্বর এত মধুর যে, শ্রী-মাধুরী তার কাছে লজ্জা পায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"এখন কার মন রাখি।"

পরদিন দরবারের সময় আমখাসে হাজির হইলাম। সম্রাটের চরণে প্রণাম কোরে সম্প্রতি প্রাপ্ত উচ্চসম্মানের জন্যে আপনার উদার কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। মহারাজ শুনে চুপ কোরে রহিলেন, ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না; আমি আস্তে আস্তে তাঁর সম্মুখ থেকে চোলে আসিলাম। বাবার মুখ অতিশয় মলিন, শুকিয়ে যেন মড়ার মত হয়ে গ্যাছে। তাঁর চেহারা দেখে বুঝ্‌তে পাল্লেম, তাঁর মনে ঘোর অসুখ। চিত্তব্যাকুলতার তাবৎ লক্ষণ তাঁতে স্পষ্ট লক্ষিত হোচ্ছিল। দরবার শেষ হতে না হোতে মনের অবসাদে আক্রান্ত হয়ে তিনি একেবারে হাত-পা ভেঙ্গে পোড়্‌লেন, প্রায় উঠে যাবার শক্তি ছিল না; আমি তাঁর অপেক্ষা কোরে রইলেম, কি জানি, যদি কোন কথা বল্‌বার থাকে ত বোল্‌বেন, কিন্তু আজ কোন বিশেষ কথা ছিল না যে বলেন। তবে আজ রাত দুই প্রহরের সময় তাঁকে একবার সহরের বাহিরে না গেলে নয়, কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল, সেই জন্যে বাহিরে যাবার একখানা অনুমতি-পত্র চাহিলেন। আমি পত্রখানি লিখে হাতে হাতে তখনি ধোরে দিলেম। বাবা আজ বাহিরে যাবেন শুনে আহ্লাদে মেতে উঠিলাম, ভাবিলাম, তবে আর আমাকে কে পায়, আর আমাকে কে আটকায়, এখন আমি স্বচ্ছন্দে চারুহাসিনী বিবি দেলজানের সঙ্গে দেখা কোত্তে যেতে পারব ; তবে কেবল এখন যাবার যোগাড়টা হয়ে উঠিলে হয়, সেই যোগাযোগটা হোলে আর কোন চিন্তা থাকে না।

বেলা অপরাহ্ণ হয়েছে। রাজপুরী ও সহর প্রদক্ষিণ কোত্তে বেরুলেম, যেখানে যে কোতোয়ালী ছিল, দেখে শুনে তদারক কোরে ফিরে এসে সাবেক দস্তুরমত সেই ফোয়ারার সম্মুখে গিয়ে বস্‌লেম। এখন সন্ধ্যা অল্প অল্প ঘোর হয়ে এসেছে, দেখি যে, সেই বৃদ্ধা পূর্ব্বের মত আমার

কলসটি লয়ে ঐ রজত জলনির্ঝরের নিকট আসিতেছে, আমি তাই দেখে আহ্লাদে দুলতে দুলতে ছুটে গিয়ে তাকে ধোরেম, সে আমাকে নিঃসাড়ে বরকন্দাজ খাঁর অন্দর-মহলে পৌঁছিয়ে দিলে। সেখানে গিয়ে দেখি, বেগম সাহেব আমার আশাপথ চেয়ে আছেন. আমি তাঁকে প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার কোরে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলিলাম, "আপনি আমাকে অনেক কৃপা কোল্লেন, আমার উপকার কোল্লেন, আপনার ধার আমি কখনও পরিশোধ কোত্তে পারব না।" এই শিষ্টাচারের পর আমার প্রেমময়ী দেলজান কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা কোল্লেম। বেগম একটু হেসে আমাকে সঙ্গে কোরে দেলজান যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরে লয়ে গেলেন, গিয়ে দেখি, আমার বিলাসিনী সেখানে নাই, ঘর খালি পোড়ে আছে, খাঁ খাঁ কোচ্চে। তাই দেখে আমি যেন ভুলকো কাণা হলেম, একেবারে বুক ভাঙ্গা হয়ে বোসে পোড়লেম। বেগম আমাকে বোল্লেন, "একটু অপেক্ষা কর, তোমার চিত্তময়ী দেলজান এখনিই আসবেন, এলেন বোলে।" এই কথা বোলতে বোলতে একটা দরজা খুলে গেল, অমনি আমার প্রণয়িনী দেলজান এসে দর্শন দিলেন। তিনি যখন আসছিলেন, বোধ হলো যেন, একটি অপ্সরা আসচেন, সেই প্রকার ঠমকে ঠমকে, থমকিয়ে থমকিয়ে চোলতেছিলেন। দেলজানের ঘোমটা সোরে পেড়ে আলুথালু হয়ে কাঁধের উপর ঝুলতেছিল। হায়! কি মনোহর ললিত ভঙ্গীই চক্ষে দর্শন কোল্লেম। মস্তকের কেশদাম নবজলধরের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল। চন্দ্রমা যেন মেঘে ঢাকা ছিল, কেবল এইমাত্র তা থেকে মুক্ত হয়েছে। তাঁর মুখচন্দ্রিমা সেইরূপ স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ছটা বিকাশ কোরে আমার নয়ন-মন সুশীতল কোর্ত্তে লাগল।

আমি যে সেখানে উপস্থিত ছিলেম, দেলজান তা জানতেন না। ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরেই দেখেন, সম্মুখে এক ব্যক্তি অপরিচিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে; সুন্দরী অমনি ঘোমটা টেনে দিলেন এবং অপ্রতিভ হয়ে লজ্জায় বেগমের বুকের মধ্যে মাথা দিয়ে শশিমুখখানি ঢাক্‌লেন। বেগম তাঁর কানে কানে কি বল্লেন, বোধ হলো, সেই কথা শুনে যুবতীর মনে সাহস হলো, কেন না, তার পরেই আমার দিকে ফিরে আলাপ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। বেগমও সেই সঙ্গে যোগ দিলেন, আমি তাই দেখে আহ্লাদে এত বিহ্বল হোলেম যে, আমাদের কি কথা হোচ্ছিল, আমার সে হুঁস ছিল না, তবে আমার এইমাত্র স্মরণ হয়, নানা প্রকার আমোদ ও হাস্যপরিহাসের আলাপ চোলছিল, কতক্ষণ ধোরে চোলছিল, তা আমার মনে নাই। এর মধ্যে একবার আমি ঘাড় উঁচু কোরে দেখি, কেবল আমি আর দেলজান বোসে আছি, বেগম নাই, তিনি তখন চোলে গেছেন; কখন্ উঠে গেছেন, তা বোলতে পারি না।

অনেক বোলে কোয়ে, বিস্তর সেধেপেড়ে, বিস্তর মাথার দিব্বি দিয়ে, দেলজানের মুখাবরণ মোচন করালেম। সুন্দরী যখন ঘোমটা খুল্লেন, তাঁর রূপের এমনি ছটা বেরুলো, জ্ঞান হলো যেন, একটি জ্যোতি দপ কোরে জ্বলে উঠে ঘর আলো কোল্লে। একে তাঁর দুধে আলতার গোলাবী রং, তার উপর আবার মুখখানি ঝকমক ঝকমক কোত্তে লাগল, সে রূপের তরঙ্গ দেখে কার চৈতন্য থাকে? আমি সংজ্ঞাশূন্য হোলেম, বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল, প্রেয়সীর অনুমতি না চেয়ে, না বোলে না কোয়ে, তাঁর একখানি হাত টেনে লয়ে আস্তে আস্তে আমার হাতের উপর রাখলেম, সুন্দরী অমনি হাতখানি কোলের দিকে সরিয়ে নিলেন,—বিরক্ত হয়ে সরিয়ে নিলেন। ভাগিস প্রেমানুরাগের আর কোন পরিচয় দিই নি, তা হোলে আজ অদৃষ্টে কি ঘটতো, বলা যায় না!

দেলজানের মুখে শুনতে পেলেম, রাজকুমারী রসিনারা তাঁর স্বামী বরকন্দাজ খাঁকে হতশ্রদ্ধা করেন। তাঁহাদের পরস্পর অপ্রণয় হবার প্রধান কারণ এই,—রসিনারা আরঙ্গজেবের মঙ্গল কামনা করেন, অথচ বরকন্দাজ খাঁ দারার চিরানুগত বিশ্বস্ত পাত্র। দেলজানের কথায়

আভাসে বোধ হলো, তিনি রাজপুরীর চক্রান্তের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থাকেন, এটি তাঁর ইচ্ছা। আমি সকল দিক্ বাঁচিয়ে চল্‌তেম ; কি জানি, যদি দৈবাৎ কখন কোন বেফাঁস বা অসঙ্গত কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে সর্ব্বদা সাবধান হয়ে কথা কইতেম। যিনি এক্ষণে আমার সম্মুখে বোসে, ইনি একটি ছোটখাট ধূর্ত্ত রাজনীতি-চতুরা। আমায় বল্লেন, "আচ্ছা, আপনার কি মত, যদি এর মধ্যে শাজাহানের লোকান্তর হয়, তবে রাজসিংহাসন কার হবে? কার সম্ভাবনা বেশী? রাজপুত্রদের মধ্যে কার বলাবল অধিক?" এই বিষয়ে আমার মত জান্‌বার জন্ম দেলজান অনেক কৌশল করেন, অনেক চার—অনেক টোপ ফেলেন কিন্তু আমায় গাঁথতে পারেন নি, আমি আদৌ ও কথা গায়ে পেতে নিতেম না। সুন্দরী যখনই কথায় কথায় রাজ্যতন্ত্রের কথা তুলতেন, আমি অমনি সে কণ্টকময় পথ পরিত্যাগ কোরে অতি প্রাঞ্জল প্রেম-কথা পাড়্‌তেম। আমি দেখ্‌লেম, দেলজান রাজান্তঃপুরে বাস কোরে সুখী নহেন, তিনি কেবল বাদশাহজাদীদের খেলনার পুতুল হয়ে আছেন। তাঁরা তাঁকে যে দিকে ফেরাচ্চেন, যে ভাবে নাচাচ্চেন, তাঁকে সেই দিকে ফির্ত্তে হোচ্চে, সেই ভাবে নাচ্‌তে হোচ্চে। দেলজানেরও শাহজাদীদের উপর বড় একটা স্নেহ-মমতা ছিল না ; এমন স্থলে তা থাক্‌তেই পারে না। সুন্দরীর কথার ভাবে বোধ হলো, আমি যে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ কোত্তে যাই, তাঁর খুড়ী রসিনারা সে খবর জান্‌তেন না। আর আমি যে তাঁর নয়নপ্রতিমা দর্শন কোরে হতজ্ঞান হয়েছিলেম, এক দিন বাদশাহ কথায় কথায় বেগমের সঙ্গে সেই গল্প করেন। বেগম আবার সেই কথা লয়ে দেলজানের সঙ্গে পরিহাস কোত্তে কোত্তে বলেন যে, তিনি মধ্যস্থ হয়ে আমাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ কোরিয়ে দেবেন, কিন্তু এ কথা যেন খুব গোপন থাকে, কদাচ মুখের বার না হয়, এই বন্দোবস্ত স্থির হয়।

আমি বলিলাম, "দেখ দেলজান! বেগমের কোন স্বার্থ নাই, অথচ আমার প্রতি তাঁর কত অনুগ্রহ। তিনি আমার কত উপকার কোল্লেন, সে জন্তে আমি তাঁর কাছে আজন্ম ঋণী হয়ে রইলেম।

দেলজান বলিলেন, "আমি চাই, সেইটিই যেন শেষে সপ্রমাণ হয়। কিন্তু আর একটি বিষয় ছিল, তা হোলে বড় মনের মত হতো অর্থাৎ—"এই পর্য্যন্ত বোলে দেলজান থতমত খেয়ে থম্‌কিয়ে চুপ্ কোরে রহিলেন, ভয়ে যেন মুখ চোক শুকিয়ে গেল।

আমি বলিলাম, "ভাবিনি! দেলজান! এই সময়টুকু আমার জীবনের সুখের সময়, যে কথা বোলে ফেলেছো, তার জন্তে আবার ভয়ে কাঁপচো কেন?"

দেলজান একটু সামলে, ফিক্ কোরে হেসে বোল্লেন, "কৈ! কি বোলেছি আমি?"

আমি ও কথার কোন উত্তর না দিয়ে মৌন হয়ে রইলেম, কিন্তু ব্যগ্র-নয়নে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চেয়ে থাক্‌লেম। তাই দেখে নিরপরাধিনী দেলজান কাঁপতে পোড়্‌লেন। বিলাসিনী শেষে লজ্জায় নতমুখী হয়ে বোল্লেন, "আমি এই কথা বোলছিলেম, বেগমের মনোগত অভিপ্রায় কি, সেটি জানতে বাকী আছে, এখনও তা জানা যায় নি। বেগম বড় খোদগরজী, তাঁর মনে মনে কোন একটা মৎলব আছেই আছে, সেটি স্মরণ হোলে, আমরা যে পরস্পর সাক্ষাৎ কোরে সুখী হব, এমন মনে হয় না।"

আমি বলিলাম, "ভয় কি? তুমি সে আশঙ্কা কোরো না, তুমি মাত্র সদয় থাক, তা হোলে সহস্র বাদশাহজাদী এলেও আমাদের দেখাসাক্ষাতের ব্যাঘাত জন্মাতে পার্‌বেন না। তোমার চারুকান্তির ছবি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে রোয়েছে। তুমি অভাবে এই জগৎসংসার আমার কাছে শূন্যময় জ্ঞান হয়।" সুন্দরী ঐ কথায় লজ্জিতা হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরালেন। আমি বল্লেম, "আবার কাল এসে দেখা কর্‌বো, কি বল দেলজান? রাজী আছ ত?" দেলজান তাতে সম্মত হন হন, এমন সময় বেগম এসে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বোল্লেন, "রাত ঢের হয়েছে, আর দেরি

করা ভাল হয় না. এখনি তুমি বিদায় হয়ে ঘরে যাও।” প্রেমিকদের সময় কি চপলা! দেখ্‌তে দেখ্‌তে গত হয়। আমার যেন জ্ঞান হলো, সবে এইমাত্র আমরা কথাবার্ত্তা কইতে আরম্ভ কোরেছি. এর মধ্যে আমাকে বিদায় চাইতে হলো! যাহাকে আটপ্রহর চক্ষের উপর রেখে নয়নের তৃপ্তি জন্মে না, যার সঙ্গে অহো-রাত্র আলাপ কোরে মনের আক্ষেপ মেটে না, যার সঙ্গে উদয় অস্ত একত্রে বসে কোরে অন্তঃকরণের খেদ যায় না, সেই প্রেমময়ী দেল-জানের পার্শ্ব শূন্য কোরে আমাকে যেন টেনে ছিঁড়ে হিঁচুড়িয়ে বার কোল্লে। কি করি, বিলম্ব কোরে পাছে কেউ জান্‌তে পারে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি কথা শেষ কোরে আমায় উঠ্‌তে হলো। আস্‌বার সময় বেগম আমাকে বিস্তর আশ্বাস দিয়ে বোল্লেন, “সাদক! মনে কিছু দুঃখ করো না. তুমি তোমার বিলাসিনীর সঙ্গে আর একটিবার দেখা কোত্তে পাবে, এই কথা স্থির রহিল।” আমি বেগম সাহেবকে বিস্তর স্তব-স্তুতি কোরে পূর্ব্বের মত সেই বৃদ্ধাকে সঙ্গে কোরে নির্ব্বিঘ্নে আপনার গৃহে পৌঁছিলাম। পথে কারো সঙ্গে দেখা হলো না, তখন একটি প্রাণীও জেগে ছিল না।

এইরূপে একাদিক্রমে আট দিন গত হলো, নিত্য রাত্রে প্রতিবাসীর অন্দর-মহলে যাতায়াত কোরে দেখা-সাক্ষাৎ করি। এর মধ্যে পিতা একদিন একটি সভায় ডেকে পাঠালেন। সভাটি স্বতন্ত্র রকমের, আমি ত দেখে শুনে অবাক্! ভাব্‌লেম, এ কি চমৎকার ব্যাপার! সভা নিস্তব্ধ, ঘোর নিস্তব্ধ, সকলেরই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, সকলেরই অবয়বে ঘোর দুর্জ্জেয় অভিপ্রায় লক্ষিত হোচ্চে, দেখে স্পষ্ট অনুভূত হলো, তাদের মনে কোন একটা ভয়ানক গুরুতর গুহ্যকথা বিচরণ কোচ্চে। পাছে অসাবধানতা বশতঃ কথায় কথায় সেই কথা রসনা অতিক্রম কোরে ঘুণাক্ষরে বাহিরে বেরিয়ে পড়ে, সেই জন্যে সকলে ঘোর নীরব, গভীর নিস্তব্ধ হয়ে আছে।

দেলজানের সঙ্গে যে দিবস আমার প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তার অষ্টম দিবসে দরবার-ভঙ্গের পর সম্রাট আমাকে বোলে পাঠালেন, আজ যেন খাস্‌কামরায় গিয়ে শ্রীমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমি সেই আদেশাহারে মহারাজের সহিত দেখা কোল্লেম। অতি ভক্তি-ভাবে গদগদচিত্তে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি. বাদশাহ অনেকক্ষণ ধোরে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোল্লেন। তার পর বোল্লেন, “সাদক! তুমি প্রতিজ্ঞা কোরেছ, তোমার রাজস্বামীর বিশ্বস্ত পাত্র হবে, প্রাণান্তেও অবিশ্বাসের কার্য্য কোর্‌বে না।”

আমি ধরাতলে প্রণত হয়ে পুনরায় ঐ প্রতিজ্ঞা করিলাম।

বাদশাহ বোল্লেন, “এইবার তোমার পরীক্ষা লওয়া যাবে। এখন যা বলি, মনোযোগ কোরে শুন। পুত্রেরা আমাকে রাজসম্পদে বঞ্চিত কর্‌বার চেষ্টা পাচ্চে, চারজনেই আপনার আপনার ফিকির দেখ্‌ছে, আপনার আপনার পন্থায় ফিচ্চে। আমরা সে সব সংবাদ পেয়েচি।”

শুনে আমার প্রাণ উড়ে গেল, আক্কেল-গুড়ুম হলো, বুক গুরুগুর্ কোত্তে লাগ্‌লো।

মহারাজ ভয়ে চকিত হয়ে বোল্লেন, “সাদক! সে কথা মিথ্যা নয়, যথার্থই তারা জাল ফেলে ফেলে, ফাঁদ পেতে পেতে বেড়াচ্চে। এখন তোমার উপর আমাদের লক্ষ্য, তুমি তাদের এমনি একটা শিক্ষা দিতে চাও, তারা যেন স্বপ্নেও জান্‌তে না পারে যে, কোথা থেকে কি হলো। সাদক! তুমি সর্ব্বদা বোলে বেড়াও, তুমি কারও পক্ষ নও। তুমি যে কারও পক্ষ নও, তা আমাদেরও বিশ্বাস হয়, আমরা তোমার সে কথা মানি। কিন্তু তুমি যে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন চিহ্নিত অনুগত ও একান্ত বাধ্য, সেইটিই সপ্রমাণ কোরে আমাদের মনে নিঃসন্দেহরূপে বিশ্বাস জন্মিয়ে দাও। আমরা যখন যে হুকুম কোর্‌ব, তোমাকে তখনই সেই হুকুমমত চোল্‌তে হবে, তা হোলে আমরা বোল্‌তে পার্‌ব, ধর্ম্মভয় রাখে, মুনিবের বিশ্বস্ত পাত্র, এরূপ চাকর আমাদের যদি অধিকও না থাকে, নিদেন একজনও ত আছে।”

অন্তঃপুরের মধ্যে একটি নির্জ্জন ঘর, তার

চারিদিক্ মস্ত চওড়া ভিতের প্রাচীরে ঘেরা। একটিমাত্র দরজা, তাও লোহার, সে লোহাও আবার খুব শক্ত, সেই ঘরের মধ্যে আমাদের কথোপকথন হোচ্ছিল। তাতেও শ্রীমানের বিশ্বাস হলো না। বাদশাহ ত চিরকালই সন্দিগ্ধ-মনা, তিনি আপনার আসন থেকে উঠে এসে আমার কানে কানে বোল্লেন, "সাদক! রাজ-কুমারেরা যাতে ধৃত হয়, তা তোমাকে কোত্তেই হবে।" ঐ কটি কথা যখন তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল,সেই সময় মহারাজ আমার বাহু জাপ্‌টে ধোল্লেন,খুব শক্ত কোরেই ধোল্লেন, বোধ হলো, আমাকে যেন যমে ধোল্লে। আমি পূর্ব্বে জান্‌তেম না যে, তাঁর শরীরে তত শক্তি ছিল। হাত ধোরেই আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন; তিনি তাঁর ঘোরোজ্জ্বল অন্তর্ভেদক তীক্ষ্ণচক্ষু দ্বারা আমার মনের ভাব নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। শ্রীমানের মুখে ঐ সকল ভয়ানক কথা শুনে আমার এত বিস্ময় হলো যে,মুখে তা ব্যক্ত করা যায় না। তথাচ বাদশাহ আমার সে অন্তর্ভাব জানিতে পারেন নি, আমি তাঁকে জানতে দিই নি। আমি বিনয়াবনত হয়ে মুখে কেবল এইমাত্র বোল্লেম, "মহারাজ! আদেশ শুন্‌লেই মান্য করা হলো, শোনার নামই মান্য।"

সম্রাট্ বোল্লেন, "তবে সেই কথাই ভাল, আমরা যে একটি ক্ষীণজীবী ভীতস্বভাব বালক লয়ে কার্য্য কোচ্ছি না, এও আমাদের পরম আহ্লাদের বিষয়। সাদক! দেখো, খবরদার, এককালেই চারজনকে ধোরে কারারুদ্ধ কোত্তে চাও, অগ্র-পশ্চাৎ হয় না যেন। তাদের তুমি অপমান, অসম্মান কোরো না, কিন্তু ঘেরাও কোরে রেখো। দেখ, আমার মুখের দিকে চাও। তাদের ধোরে একেবারে গোয়ালীয়রের কেল্লায় লয়ে যেও।"

'গোয়ালীয়র' এই কথা শুনে আমার গায় যেন জ্বর এলো। মনের বেগ সংবরণ কোত্তে না পেরে, মুখ দিয়ে হঠাৎ এই শব্দ বেরিয়ে পড়্‌লো, "কোথায়? গোয়ালীয়রে?"

"আঃ! কি বালাই! তোমার ভয় হলো না কি?" বাদশাহ এই উক্তি করিলেন।

আমি বলিলাম, "মহারাজ 'ভয়' সে অনেক দূরের কথা।"

সম্রাট্ বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তোমার মনের ভিতর যা যা হোচ্চে, আমি যেন তা দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি মনে কোরেছ,আমি তাদের প্রাণে মোরে ফেল্‌ব, এই আমার অভিপ্রায়। সাদক! তা নয়, তারা যে জেলে প'চে মোর্‌বে, সেটা কথার কথা। তারা আমার সন্তান ত বটে। তবে কথা কি, আমাদেরও প্রাণ বাঁচে,তাদেরও জীবনরক্ষা হয়, এই উভয় দিক্ বজায় রাখ্‌বার নিমিত্ত ঐ উপায় অবধারিত করা হয়েছে। রাজ-সরকারে নফর যত আছে, তারা তোমারি তাঁবেদার, সকলেই তোমার হুকুম-বরদারি কোর্‌বে। তাদের লয়ে যা ভাল বুঝ্‌বে, তাই কোর্‌বে, কিন্তু দেখো যেন, কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি না হয়।"

আমি কোন কথা বল্‌ব বল্‌ব,মহারাজ আমাকে সে কথা বোল্‌তে না দিয়ে কহিলেন, "রাজ-কুমারদিগের ধৃত ও কারারুদ্ধ করণের ক্ষমতা প্রদান কোরে তোমাকে পরোয়াণা পাঠান যাবে, তাতে বাদশাহী পঞ্জা সমেত আমার দস্ত-খত থাক্‌বে। ক্ষমতাদানের পত্র তোমার নিকট সময়মত পৌঁছিবে। তুমি আর তিলার্দ্ধও বিলম্ব কোরো না, পরোয়াণা যেমন পাবে, অমনি তুমি তোমার কাজে চোলে যাবে।" এই সকল কথা শেষ হইলে মহারাজ আমাকে বিদায় দিলেন। আমিও আস্তে আস্তে আপনার গৃহে চোলে আসিলাম। কি বিষম সঙ্কটেই পোড়্‌লেম, কি কঠিন ভারই এসে ঘাড়ে চাপলো! সোরষের ফুল দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। ভেবেই অস্থির, ভাবনার সমুদ্রে ভাস্‌তে লাগ্‌লেম। ঘরে এসে বড় অধিকক্ষণ বোস্‌তে পারিনি, এমন সময়ে বাবার কাছ থেকে একজন ধাউড়ে সহি-মোহরের একটা পুলিন্দা লয়ে উপস্থিত কোল্লে। পুলিন্দা দেখে যা ঠাউরেছিলেম, তাই হলো। বাবা লিখে পাঠিয়েছেন, আজ রাত দুই প্রহরের সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যেতে হবে। পূর্ব্বে তাঁর নিজ বাটীতে গিয়ে দেখা কোত্তেম, এবার তা নয়, অন্য কোন স্থানে গিয়ে সাক্ষাৎ কোত্তে হবে। পিতার লোক বিদায়

হোতে না হোতেই একজন চোপদার এসে উপস্থিত; সম্রাট্ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। গিয়ে দেখি, বাদশাহ অতিশয় উদ্বিগ্ন। আমাকে দেখে বোল্লেন, "সাদক! তোমাকে কি সকল শাহজাদাদের ধোত্তে হুকুম দিয়েছি?"

"আজ্ঞে, সকলকেই, আমি ত মহারাজের এইরূপ হুকুমই পেয়েছি।" আমি এই উত্তর করিলাম।

বাদশাহ বলিলেন, "তা ভালই হয়েছে। পরোয়াণাতে সকলেরই নাম থাকা ভাল, কিন্তু তাদের মধ্যে যদি এক ব্যক্তিকে ধোত্তে না হয়, তা হোলে বড় সুখী হব। কেমন, এ কথার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পেরেছ ত?"

আমি বলিলাম, "শ্রীমানের কি আজ্ঞা হয়, তাই কেবল একবার স্বকর্ণে শুন্‌ব। আমার যত দূর সাধ্য, হুজুরের হুকুম রক্ষা কোর্‌ব। কোন্ রাজপুত্রের প্রতি রাজকৃপা হয়, আজ্ঞা করুন?"

বাদশাহ বলিলেন, "আচ্ছা, ঐ কথাই ভাল। এর উপর আর কথা কি? মুরাদবাকী মৃগয়ার আমোদে আছেন, থাকুন, তাঁর উপর উৎপাত কর্‌বার আবশ্যক নাই। তবে যদি তিনিও আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কোরে থাকেন, তুমি যদি তা জান, কি শুনে থাক ত বল, আমি তোমায় বোল্‌তে বোল্‌ছি, তুমি বল, তা যদি হয়, তবে তাঁকেও ছাড়্‌বে না, ধোরে নিয়ে কয়েদ কোর্‌বে।"

আমি বলিলাম, "রাজপুত্র মুরাদ যে কোন রকম অবিশ্বাসের কার্য্য কোরেছেন, এমন কথা আমি কারো মুখে শুনিনি, আমি তা জানিও না। হুজুর যখন এ গোলামের মতামত জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তখন আমাকে সত্যকথা বোল্‌তে হয়। রাজপুত্র মুরাদবাকী আপনার অবাধ্য নন, তাঁর রাজপিতাকে অসুখী কি উৎকণ্ঠিত করেন, এ মানস তাঁর নাই, বরং আমার বাসনা যে, এ বিষয়ে কেউ তাঁর দুর্নাম না করে।"

বাদশাহ বলিলেন, "আমি খোদাতালার নাম কোরে বোল্‌ছি, তা যদি সত্য হয়, তবে মুরাদ স্বাধীন হয়ে আপনার অভিরুচিমত যেখানে সেখানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করুন, আমি তাতে বাদী হব না। আমি তাঁর পিতা এবং রাজাও বটে। তবে যদি তিনি এর পর বিবেচনা না করেন, আমার সঙ্গে তাঁর যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তা যদি তিনি ভুলেই যান, তবে তাঁর সহিত আমাদের কিরূপ আচরণ করা উচিত, তা তৎকালীন বিবেচনা করা যাবে।" ঐ কথা বোলে শ্রীমান্ হস্ত আন্দোলন কোরে আমায় বিদায় হোতে ইঙ্গিত কোল্লেন। আমি বিদায় লয়ে বাড়ী আসিলাম। যে দুরূহ কঠিন ভার আমার উপর সমর্পণ করা হয়েছে, তার চারি অংশের একাংশ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম, তাই ভেবে মন অনেক সুস্থ হইল।

এক্ষণে সায়ংকাল উপস্থিত। সেই স্থবিরা কখন্ আসবে, কখন্ আসবে কোরে প্রাণ ধড়্-ফড়্ কোত্তে লাগ্‌লো, এক একবার তাকিয়ে তাকিয়ে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। আর কিছু নয়, আজ আমি রাজ-অন্তঃপুরে যেতে পার্‌ব না, সে এলে এই কথাটি তাকে বুঝিয়ে বোলে দেব। পিতা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আজ রাত্রে সাক্ষাৎ না কোল্লে নয়। বৃদ্ধা যে সময়ে এসে থাকে, সে ঠিক সেই সময়ে এসে উপস্থিত হলো, তখন তামসী কৃষ্ণ আবরণ প্রসারিত কোরে দিগ দিগন্ত ঢাকিয়াছে। বৃদ্ধাকে দেখে আমি নীচে নাম্‌লেম, তার হাত দুটি ধোরে বিস্তর বিনয় কোরে, বিস্তর সেধে-পেড়ে বোল্লেম যে, দেলজানকে বুঝিয়ে বলো, আজ অদৃষ্টক্রমে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হলো না, সেটি কোন মতেই ঘোটে উঠ্‌ল না। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে পাল্লেম না বোলে আশায় বঞ্চিত হয়ে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হোলেম। কি করি, পিতার অনুরোধ এড়াতে পাল্লেম না।

বৃদ্ধা বলিল, "তা হবে, আপনি কি আর মিথ্যা বোল্‌চেন? কিন্তু হুজুর! তা যাই বলুন, যে ওজরই করুন, আপনাকে যেতেই হোচ্চে। সেই কুরঙ্গনয়নার সঙ্গে আর যদি কখন সাক্ষাতের বাসনা রাখেন, তবে এই রাত্রেই একবার সেখানে চলুন, আসুন, আমার সঙ্গেই যা'বেন, বেগম একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বেন, নিদেন দুদণ্ডের নিমিত্তেও আপনাকে একবার যেতে হবে।"

আমি ত বড় তঞ্চকটতেই পড়্লেম। ভেবে কিছু থই পেলেম না। এমন কি জরুরি কথা আছে যে, আজ আমাকে একবার না গেলে নয়, বেগমেরও আজ তা না বোল্লে নয়? রাজকুমারদের সম্বন্ধে মহারাজ যে মনন কোরেছেন, রাজবালা কি তা শুন্তে পেয়েছেন? বাদশাহের কি তত এলোমেলো স্বভাব? বুড়িতে চতুর, কাহনে কাণা? রাম না হতে রামায়ণ গেয়ে দিলেন নাকি! না, তা না হবে, বাদশাহ তত অসাবধান নন, তিনি যে সে কথা ঘুণাক্ষরেও কাকে বোলেছেন, আমার বিবেচনায় তা বোধ হয় না। যাহা হোক্, ঐ কথা শুনে আমি আর দ্বিরুক্তি না কোরে বুদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। গিয়ে দেখি,বেগম আমার বিলম্ব দেখে একবার ঘর, একবার বার, এইরূপ ঘর-বার কোরে ছটপটিয়ে বেড়াচ্চেন। তিনি আর আমি যখন নিরিবিলি হোলেম, বেগম বোল্লেন, "সাদক! সত্য বোল্ছি, আমি তোমাকে এক লহমার অধিক আটকিয়ে রাখ্‌ব না।" এই কথা বোলে বোল্লেন, "কিন্তু এখানে এমন কোন লোক আছেন, তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোল্লে না বোলে তিনি বড় অসুখী হবেন, তাঁর মনে অতিশয় দুঃখ হবে।" আমি বেগমকে বিস্তর ধোরে কোরে বোল্লেম, তিনি যেন সেই লোকটিকে ভাল কোরে বুঝিয়ে বলেন, কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে বোলেই আজ তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে পাল্লেম না, নচেৎ সাক্ষাৎ না হবার আর কোন কারণ নাই।

বেগম বোল্লেন, "শুনে বড় দুঃখিত হোলেম। চাই কি, তোমার সঙ্গে আর কখন তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ না ঘোট্‌তে পারে।"

আমি অমনি বোলে উঠ্‌লেম, "আর কি কখনই দেখা হবে না? কেন, কে আমাদের ধোরে রাখ্‌বে?"

বেগম বল্লেন, "আজ যে বড় জোর জোর কথা! ঠাণ্ডা হও, অত উতলা হইও না। সে তোমার ইচ্ছা। চাই তুমি জন্মের মতই বিচ্ছেদ কর, কিংবা আর কখন ছাড়াছাড়ি না হয়, তেমনি মতই দেখাসাক্ষাৎ কর, সে ভার, তোমার উপর, তুমি তার কর্ত্তা।"

ঐ কথা শুনে আমি যেন আকাশ থেকে পোড়্লেম, অবাক্ হয়ে বেগমের অনুপম মুখমণ্ডলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেম। কিন্তু বেগম আমার অবাক্-মূর্ত্তি দেখে মনে মনে কিছু নরম হওয়া, কি দমে যাওয়া, তা তিনি কিছুই হন নি। তিনি তাঁর আপনার রোখেই ছিলেন। রাজতনয়া দুই চোক পাকিয়ে আমার দিকে চেয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হাঁ, আমি ঠিক কথাই বোলেছি, সে কথা ত মিথ্যা নয়! সে বিবেচনা তোমার আছে, সে বিষয় তোমারি উপর নির্ভর কোচ্চে। সাদক! সে তোমাকে এত ভালবাসে যে, তোমার জন্যে সে পাগল। তুমি মনে কোল্লে স্বর্গ এনে হাতে দিতে পার, আবার তুমি মনে কোল্লে তাকে অকূল পাথারে ভাসাতেও পার। তুমি ইচ্ছা কোল্লে তার হৃদয় বিদীর্ণ কোরে চুরমার কোত্তে পার, আবার ইচ্ছা কোল্লে সেই হৃদয়কে তুমি আনন্দে নাচাতেও পার; সে সকলি তোমার হাত, তুমি যা কর, তাই—"

আমি উচ্চকণ্ঠে বলিলাম, "ভদ্রে! আর্য্যে! আমাকে সব খুলে খেলে বলুন, অন্ধকারে রেখে আর আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না। আমার কি ক্ষমতা? আমি কি কোত্তে পারি? দেলজানের সুখ-দুঃখের উপর আমার কি অধিকার আছে? কিসে আমি মনে কোল্লেই তাঁরে সুখী, মনে কোল্লেই দুঃখী কোত্তে পারি? আমায় সব স্পষ্ট কোরে বলুন, আমি অত ফেরফারের কথা বুঝি না।"

বেগম বলিলেন, "তুমি যদি সদয় হয়ে আমার একটি উপকার কর, তা হোলেই সব দিক্ বজায় থাকে।"

আমি বলিলাম, "হায়! আমার কি ক্ষমতা যে, আপনার উপকার করি?"

বেগম বলিলেন, "কেন? যুবরাজ দারাকে রেহাই দিলেই আমার উপকার করা হবে।"

বাঘিনী সাংঘাতিক লম্ফ প্রদান কর্‌বার পূর্ব্বে শীকারের প্রতি একবার কোপ-দৃষ্টে নিরীক্ষণ করে, তার ঐ কোপদৃষ্টিতেই শীকারের প্রাণরক্ষার আশারূপ দ্বার অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, আর তার পলাইবার পথ থাকে না। আমার

সম্বন্ধেও ঠিক তাই ঘোট্‌ল। বেগম ঐ কথা বোলেই আমার দিকে দুই চোক তাকিয়ে রই-লেন। তাঁর ঐ ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দেখে আমি মনে মনে কেঁপে গেলেম, ভয়ে জড়সড় হয়ে বোল্লেম, "রাজবালা! আমি কি প্রকারে রাজপুত্র দারার উপকার কোত্তে সক্ষম,তা আমায় ভেঙ্গে বলুন?"

আমায় কুণ্ঠিত দেখে বেগম যেন মনে মনে খুসী হয়েছেন, সেইরূপ একটু অহঙ্কারের হাসি হেসে বোল্লেন, "কি বল্লে? আমাকে কি কচি খুকী পেয়েছ? আমি কি কিছু জানিনে? কোন সচিব বাদশাহকে যে পরামর্শ দিয়েছেন, আমি তা অবগত নই, তুমি বুঝি তাই মনে কোরেছ? সেই পাপে সে যেন নরকে সেদ্ধ হয়। আবার বাদশাহ যে সেই পাপিষ্ঠের দুর্মন্ত্রণানু-সারে চোল্‌বেন স্থির করেছেন, তাও কি আমি জানিনে বিবেচনা কোরেছ? সাদক! তোমার যেন সে ভ্রান্তি না হয়, আমি না জানি কি? আমি সব শুনেছি। তুমি নাকি দেলজানের প্রণয়-অভিলাষী, তার প্রণয়ের মর্য্যাদা টের পেয়েছ, আমার সহিত তোমার ভাব-প্রণয় বজায় থাকে, দারা অপ্রমাদে বেঁচে যান, এগুলি নাকি তোমার মনের ইচ্ছে, সেই জন্যে আমি তোমাকে ডেকে বোল্‌চি, রাজকুমার দারার ভাগ্যে যা ঘোট্‌বে স্থির সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা যেন না ঘটে। দারা যেন পালিয়ে প্রাণ রক্ষা কোত্তে পারে। তাঁকে তুমি ধোরো না। বাকী রাজপুত্রদের তুমি ধৃতই কর, আর তাদের প্রাণে মেরেই ফেল, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তোমার যেমন মনে লয়, তাই করো। কিন্তু খবরদার! রাজকিশোর দারার একটি আঙ্গুলও যেন স্পর্শ করো না।"

বেগমের মুখে ঐ ভয়প্রদর্শনের কথা শুনে, দুর্ভাবনায় আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেল। আমি ভ্যাবাগঙ্গারামের মত তাঁর দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল কোরে চেয়ে রইলেম। একদিকে বাদশাহের কাছে চিরবিশ্বাস রক্ষা করা, অপরদিকে দেল-জানের প্রণয় বজায় রাখা, এই উভয় সঙ্কটে পোড়ে টানাটানিতে প্রাণ-সংশয় হলো! দেল-জানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়া অপেক্ষা আমার মৃত্যু মঙ্গল।

বেগম বল্‌তে লাগ্‌লেন, "তুমি বাহলফ সত্য করায় কর্‌বে, কি কিরে দিব্যি কোরে শপথ কর্‌বে, আমি তোমাকে আপাততঃ সে জন্যে ডাকি নি। আমি জানি, আজকাল তোমার সময় বড় দুর্লভ, তুমি একণে বিদায় হয়ে বাড়ী যাও, কাল রাত্রে ফের এই বিষয় লয়ে আমাদের কথোপকথন হবে।" এই কথা বোলে বেগম করতালির শব্দ কল্লেন, বৃদ্ধা এসে হাজির হলো। সে আমাকে সঙ্গে কোরে উঠান পর্য্যন্ত নিঃসাড়ে পৌঁছিয়ে দিলে। সেখান থেকে ঘরে না গিয়ে সরাসর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোল্লেম। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব ঘুরে গেছে, এখন আমি প্রায় উন্মাদ। হাঁফাতে হাঁফাতে, দৌড়্‌তে দৌড়্‌তে, রাজপথ দিয়ে ছুটে চোল্লেম। একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর ধারে উপনীত হয়ে দেখ্‌লেম, একজন লোক বোসে রয়েছেন, একখানি মোটা রক্তবর্ণ সালে তাঁর আপাদমস্তক ঢাকা। তিনি আমার পিতা জান্‌তে পেরে আমি তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেম।

বাবা আমাকে দেখে বল্লেন,"কে ও, সাদক? সাদক। তোমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়েছে। তা হোক, আমার সঙ্গে এস।" এই বোলে বাবা গাঝাড়া দিয়ে উঠে বল্লেন "এখন বেশ অন্ধকার হয়েছে, আমাদের কেহই দেখ্‌তে পাবে না, চলো, এই বেলা শীঘ্র শীঘ্র যাওয়া যাক।" বাবা তাড়াতাড়ি কোরে একটা নির্জ্জন আঁধারে বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেন, আমিও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেম। একটা মস্ত সড়ুঙ্গে গলীপথের এক টেরে সেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে, কতক-গুলি সিঁড়ির ধাপ পার হয়ে, একটা কামরার মধ্যে উপস্থিত হোলেম। একটি আলো সেখানে মিট্‌-মিট্‌ কোরে জ্বোল্‌ছিল। বাবা দরজা বন্ধ কোরে আমাকে বোস্‌তে বোল্লেন, আমি বোস্‌লেম, তার পর তিনিও এসে আমার পাশে বোস্‌লেন।

বাবা বলিলেন, "সাদক! দেখ, বাদশাহ বৃষ্টিধারার ন্যায় তোমার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ কোরেছেন, সেরূপ অনুগ্রহের কথা পূর্ব্বে কেউ কখন শুনেনি। অশ্রুতপূর্ব্ব সুখসম্পদ্‌ তিনি

যেন তোমাকে দুহাত দিয়ে ঢেলে দিয়েছেন। সে সকল আমারই প্রসাদাৎ। কিন্তু তাই বোলে তুমি এ বিবেচনা করো না, যাতে তুমি বিলাস-সুখে মত্ত হয়ে আমোদ-প্রমোদ কোত্তে পার, কি যাতে তুমি তোমার সমকক্ষ আমীরদের চেয়ে মহাসুখে বিমোহিত হয়ে থাকতে পার, তারি একটা উপায় কোরে দিবার নিমিত্ত তোমাকে এই উচ্চপদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। তুমি যদি তাই মনে কোরে থাক, সে তোমার মস্ত ভ্রম। আমাদের সে অভিপ্রায় নয়, আমাদের অন্য কোন মৎলব আছে। আমি জানি, তুমি আমাকে বেশ শ্রদ্ধা-ভক্তি কর, মহারাজেরও বেশ বিশ্বাস হয়েছে, তুমি তাঁর নিতান্ত অনুগত ও বাধ্য। কিন্তু তুমি যে আমাদের যথার্থই বিশ্বাসের পাত্র, আমরা যে ভুলে অপাত্রে বিশ্বাস করিনি, সেইটিই এখন তুমি সপ্রমাণ কোরে দাও, তা হোলে আমাদের মনে আর কোন গোল থাকে না।" আমি মুখে কোন কথা না বোলে শির নত কোল্লেম। তার পর পিতা বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "এক্ষণে আর রাজপুত্রদিগের অভিপ্রায় অপ্রকাশ্য নাই; সিংহাসনের প্রতি সকলেরই লক্ষ্য, পাছে সম্রাট্ বর্ত্তমান থাক্‌তে থাক্‌তে তাঁদের আপনাপনির মধ্যে একটা লড়াই-ঝগড়া বেধে উঠে, পাছে শেষে রক্তারক্তি হোতে আরম্ভ হয়, এখন আমাদের সেই আশঙ্কা বড় হোচ্চে। সেই কাটাকাটি মারামারি যাতে না হোতে পারে, এখন আমাদের সেই চেষ্টা। বিশেষতঃ রাজ-পুত্রদের মধ্যে পরস্পর চিত্তবাধ হওয়ায় এক এক পক্ষের একটি একটি স্বাপক্ষ দল হয়ে চারিদিক্ ছেয়ে আছে। রাজকুমারদের পরস্পর মন ভারাভারি না থাকে, সব দিক্ মিটে মাটে যায়, তদ্ভিন্ন ছোট বড় তাবৎ লোক মহা-বল শাজাহান ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট জানু অবনত না করে, সেই জন্যে শাজাদাদের ধৃত কর্‌বার মন্ত্রণা স্থির হয়েছে।"

আমি বোল্লেম, "আমি তা জানি।" পিতার চমৎকার জ্ঞান হলো যে, আমি তা কেমন কোরে জান্‌তে পেলেম? তাঁর বিস্ময় দর্শনে আমি পুনর্ব্বার বোল্লম, "আমি তা জানি।" যে সূত্রে হতে জানি, তাও বোল্লেম। আরও এই কথা বোল্লেম, যিনি বাদশাহকে এ কাজ কোরে পরামর্শ দেছেন, তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হবে, অনেক দায়ে ঠেক্‌তে হবে, অনেক ভোগাভোগ ভুগ্‌তে হবে।

পিতা বলিলেন, "আমিই পরামর্শ-দাতা। বিবেচনা কোল্লেম, এই উপায়ে যদি রাজ্যের শান্তি, বাদশাহের নিরাপদ এবং আমার প্রাণ-রক্ষা হয়, তবে—" আমি অমনি চমকে উঠ্‌লেম, আমার গায় যেন কাঁটা দিলে। পিতা আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে নিজমূর্ত্তি ধোল্লেন, বোল্লেন, "তুমি বালক,—তোমার অভিপ্রায়, আর তোমার ন্যায় জগতের অন্য অন্য বালকের অভিপ্রায় আমি তৃণজ্ঞানও করি নে। আমরা যা হুকুম কোর্‌বো, তুমি সেই হুকুমমত চোল্‌বে, তাঁবেদারি করাই তোমার কর্ম্ম, তদ্ভিন্ন তোমার আর কোন কাজ নাই। অতএব যে পথ আমি নির্দ্দেশ কোরে দেব, সেই পথ ধোরে তোমাকে চোল্‌তে হবে, খবরদার! তার বাঁয়ে কি ডাইনে কদাচ যেও না, গেলে তোমার ভাল হবে না।" মুনিবওয়ারি কর্ম্ম, চারা কি! হুকুমমত আমায় চোল্‌তেই হবে, এই বিবেচনা কোরে আমি বোল্লেম, "রাজ-আদেশ আমি অবশ্যই পালন কর্‌বো,—আমার তা কত্তেই হবে, সেটি করা আমার কর্ত্তব্য।"

পিতা বলিলেন, "তা সত্য, কিন্তু তোমার পিতার প্রাণরক্ষা করাও তোমার সেইরূপ কর্ত্তব্য। তুমি যেন সেই পবিত্র কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়ে অধর্ম্মাচরণ করো না।"

"আমার হাত কি? আমা হতে তা কি-প্রকারে নির্ব্বাহ হতে পারে?" আমি এই উত্তর করিলাম।

পিতা বলিলেন, "তুমি যদি বাকী রাজপুত্র-দের কয়েদ কোরে আরঙ্গজেবকে ছেড়ে দাও, তবেই সকল দিক্ রক্ষা পায়।"

"আরঙ্গজেব", ঐ নাম শুনে আমি উচ্চস্বরে বোল্লেম, "কি বোল্লেন? আরঙ্গজেব?—বাবা! আপনি দারার নাম কত্তে ভুলে আরঙ্গজেবের নাম করেছেন, তার সন্দেহ নাই।"

বাবা বোল্লেন, "কি! দারা? সেই মূক

কওটা ? তার তো দানোর মত ভয়ঙ্কর জঙ্গুলে চেহারা, দেখ্‌লে লোকের ঘৃণা জন্মে। আমি আরঙ্গজেবেরই নাম করেছি। যেখানে প্রাণ নয়ে টানটানি, যেখানে মৃত্যু আর জীবন লয়ে বিচার, সে স্থলে আমার ভ্রম হলো! তাও কি কখন হোতে পারে, তুমি বোধ কর? আমি কি এতই উন্মত্ত? আমার মনে হচ্ছে,তুমি সেই দারা—সেই দানোর দিকেই ঝুঁকেছ, তার জন্যেই তোমার মনে মনে অধিক টান। দারা কিন্তু কেবল অবসর খুঁজে বেড়াচ্চে, একবার আধিপত্য পেলে হয়, তখন একটিবার মাত্র অঙ্গুলী হেলিয়ে আমাদের চেপে চট্‌কে ঠেসে মেরে ফেল্‌বে। বালক! আমার এই কথাগুলি তোমার মনে যেন গাঁথা থাকে। আরঙ্গজেবকে বাঁচাও, তা হোলে তুমি তোমার পিতাকেও বাঁচালে।"

মুখফোঁড় লোকেরা কাহাকেও চুকে কথা কয় না, গুরুজনকেও রেয়াত করে না। আমি বলিলাম, "বাবা! আপনি সিধে লোক নন, আপনি বড় পেঁচাল মানুষ, ফের-ঘোরের কথা বৈ কন না। আপনার বাক্যগুলি নিবিড় আবরণে ঢাকা, আমি অনেক চেষ্টা কোরেও তার মধ্যে কি আছে, দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। আমি আপনার পায়ে ধোচ্ছি, আমায় স্পষ্ট কোরে বলুন, সংশয়ে রেখে আর আমায় যন্ত্রণা দেবেন না।"

বাবা বলিলেন,"তবে শুন, আমার এই হস্ত যে একটি কার্য্য কোরেছে, তাতে কোরে এ পর্য্যন্ত এক লহমার নিমিত্তেও আমার মনে সুখ নেই, আমার মহাপ্রাণী, আমার আত্মাপুরুষ এক তিলও সুস্থির নয়। শাজাহান আমায় প্রলোভ দেখান, সেই প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে আমি তৈমুরবংশের শেষাবশিষ্ট সন্তানকে স্বহস্তে নিপাত করি। তার পর সম্রাটের মস্তকে যখন রাজচ্ছত্র শোভিত করা হয়, আমরা কয়েকজন একত্র হয়ে তাঁর ললাটে রাজ-টীকা প্রদান করি। শাজাহানকে রাজ্যাপহারক জ্ঞান কোরে প্রজার মনে অতিশয় ক্রোধ জন্মিল,আপামর সাধারণ সকলেই তাঁকে বিদ্বেষ করিতে লাগিল, লোকে পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে তাঁর দুর্নামের কথা বোলে বোলে বেড়াতে লাগিল, সকলেরি মনে বিশ্বাস হলো যে, শাজাহানের কৌশলেই, তাঁর হুকুমেই ঐ ভয়ানক হত্যাকাণ্ড নিষ্পন্ন হয়েছে। আত্মপাপ স্বীকার কোত্তে বাদশাহের সাহস হলো না, বরং তিনি যে নিরপরাধ, সেইটিই সপ্রমাণ কর্‌বার জন্যে রাজ-সভার মধ্যে ঘোর ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্লেন, যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অমুকের সাংঘাতিক প্রহারে সেই শেষাবশিষ্ট সন্তানের প্রাণসংহার হয়েছে, তবে তিনি নিশ্চয়ই সেই ঘাতককে আপামর সাধারণের ক্রোধের মুখে বলি প্রদান করিবেন। আমি এ কথার বাষ্পও জান্‌তেম না, একদিন বাদশাহের সহিত নিরিবিলি সাক্ষাৎ কোরে বোল্লেম, 'মহারাজ! আমি আপনার অষ্টম খষ্টম মিটিয়ে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার কোরে দিয়েছি, এখন আমার প্রতি কি বিবেচনা কর্‌বেন করুন। আমাকে অসমার অর্থ দিন, বড় পায়া দেখে একটা চাকরী দিন, আর আমাকে আমীর বা ওমরাও কোরে দিন।" বাদশাহ শুনে বল্লেন, 'আমি তোমার প্রার্থনা অমান্য কোত্তে চাই না, কিন্তু সভার মধ্যে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, ঘাতক, সে যেই হোক, আমি তার শিরশ্ছেদন কোর্‌বো। তুমি যে হত্যা করেছ, তা কিন্তু কখনই প্রমাণ হবে না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু সাদুল্লা! তুমি যদি আমার পরামর্শ শোনো, তবে স্থানান্তরে গমন করাই তোমার উচিত,তা না কোরে তুমি যদি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ কোত্তে বল, আমি তা কর্‌বো, তবে তোমার সঙ্গে আমার এই কথা স্থির, যদিস্যাৎ কখন প্রমাণ হয় যে, তুমিই হত্যা কোরেছ, আল্লার দিব্যি,—মহম্মদের দোহাই, আমি তোমাকে ঘোর যন্ত্রণা দিয়ে প্রাণে নষ্ট কর্‌বো, আমার উপকার করেছ বোলে তখন তোমায় রেয়াত কোরব না।'

আহা! তখন যদি বাদশাহের কথা শুনে আগ্‌রা পরিত্যাগ কত্তেম, তবে বিজ্ঞের মতই কার্য্য করা হইত। তখন ভাব্‌লেম, বড় পায়া হবে, প্রচুর অর্থ পাব, আমীর হব, এই সকল লোভের প্ররোচনায় আমি আমার প্রার্থনা পরিত্যাগ কল্লেম না। সব প্রথমে

আমি খাজাঞ্চীর পদে নিযুক্ত হলেম,ঐ খাজাঞ্চী-গিরী থেকে ক্রমে ক্রমে উচ্চপদস্থ হয়ে এক্ষণে উজীরের পদে অভিষিক্ত হয়েছি, মানসম্ভ্রমও যথেষ্ট হয়েছে। আমার পরামর্শ, আমার যুক্তির প্রভাবে বাদশাহেরও বিস্তর উপকার হয়েছে। মহারাজ আমার গুণের মর্য্যাদা বুঝিতে পেরেছেন, তার সমাদরও কোরে থাকেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, আমি তাঁর দুই চক্ষের বিষ হয়ে পড়েছি, আমার পানে মুখ তুলে চেয়ে দেখ্‌তে তাঁর ঘৃণা হয়। আমি যেন ধর্ম্মের ঢোল হয়ে তাঁর দুর্নামটি হাটে বাজারে ঢেঁড়্‌রা মেরে দিয়েছি। তার তাৎপর্য্য এই, আমাকে দেখ্‌লে তাঁর সেই দুষ্কর্ম্মটি মনে না পোড়ে যায় না। বিধাতার কি কৌশল! বাদশাহ যে এত আড়ম্বর, এত ধুম-ধাম, এত জাঁকজমকের মধ্যে ফুর্ত্তিবান্ হয়ে বেড়াচ্চেন তথাচ সেই দুর্ভাবনাটি তাঁর মন থেকে যায় না,তার হাত থেকে তাঁর পার পাবার যো নাই, সেটি যেন মনে লেগেই আছে, এক লহমার নিমিত্তেও তাঁর অন্তঃকরণে সুখ নেই। হাস্‌চেন, আমোদ আহ্লাদ কোচ্চেন, বিষয়-কর্ম্ম দেখ্‌চেন, কিন্তু সে মহাপাতকের ভাবনাটি মনে জাগ্‌চে, সেটি কোন মতেই ভুল্‌তে পারেন না। তাঁর মনে যে কত কষ্ট, তা তিনিই জানেন। কিন্তু আমারও যে কি কষ্টে দিন যাচ্চে, তাও কেউ জানে না,—যে দুর্ভাবনায় আমি কাল কাটাচ্চি, তা আমিই জানি আর জগদীশ্বরই জানেন! আহার-নিদ্রা প্রায় ত্যাগ হয়েছে, হাত আর মুখে উঠে না, পেটে আর অন্ন যায় না,—ভেবে ভেবে আধখান হয়ে গেলেম। উঃ! এ কি যাতনা! কি জানি, কি বিপদ্ ঘটে, সেই আশঙ্কাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হোচ্চে, মৃত্যু যেন মুখ বাড়িয়ে আছে, না জানি কখন্ গ্রাস করে! না খেয়ে সুখ, না শুয়ে সুখ, মনের সন্দেহ কিছুতেই যায় না।—পাপ-বুদ্ধির চক্রে পোড়ে যে দিন থেকে সেই ঘোর দুষ্কর্ম্মটি নিষ্পন্ন করি, সেই দিন থেকেই পদে পদে বিপদের আশঙ্কা! মৃত্যু যেন সঙ্গে সঙ্গে ফিচ্চে, চিত্ত সর্ব্বদাই অস্থির, মন সর্ব্বদাই উদাস, প্রাণ থেকে থেকে চম্‌কে উঠে, কেহ যদি একটি চুপে চুপে কথা কয় কি কেউ যদি গোপনে পরামর্শ করে, আমার গাটা অমনি দপ্‌কে উঠে, চম্‌চমে ভাবে চারিদিকে ফ্যাল-ফ্যাল্ কোরে চেয়ে দেখি; ভাবি,হয় ত আমার কি কথা বলাবলি কচ্চে! বড় গুরুবল, তাই এখন পর্য্যন্ত ধর্ম্মে ধর্ম্মে কেটে যাচ্চে। নচেৎ এত দিনে একটা উন্দুধুন্দু ব্যাপার বেধে উঠ্‌ত! শেষে অদৃষ্টে কি আছে, তাই বা এখন কে বল্‌তে পারে?

ও কথা যাক্, আপাততঃ তোমাকে যা বোল্‌ছিলেম। রাজকুমারেরা ক্রমে শৈশবা-বস্থা উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পদার্পণ কোল্লেন। তরুণ বয়সে, বিশেষতঃ রাজারাজড়াদের ঘরে যে সকল দোষ জন্মিয়া থাকে, রাজপুত্রদের তার অসদ্ভাব ছিল না। অধিকন্তু তাঁরা সঙ্গদোষে আরও বিগ্‌ড়ে উঠ্‌লেন। যেমন মিষ্টির গন্ধে ময়রার দোকানে মাছির আমদানী হয়, তেমনি শাজাদাদের কাছে বদ্‌মাস মোসাহেবের আম-দানী হোতে লাগ্‌ল। যত বেটা মায়ে-তাড়ান, বাপে-খেদান, হতভাগ্য, লক্ষ্মীছাড়া, খোসামুদে পিপ্‌ড়ের সারের ন্যায় পিল পিল কোরে যুটে গেল। তাদের কর্ম্মের মধ্যে রাজকুমারেরা হাই তুল্লে তুড়ি দেয়,হাঁচ্‌লে 'জীব' বলে,আর দেদার ইয়ার্‌কী করে। কত বেটা রুক্ষচুলো, শুক্‌নো-পেটা, তলা খাঁক্‌তির কপাল ফিরে গেল, রাজ-কুমারদের বেহদো খরচের হেঁপায় রাতারাতি আঙুল হয়ে উঠ্‌ল। রাজপুত্রেরা বে-আড়া ধুমধাম, বে-আড়া ইয়ার্‌কী, বে-আড়া আমোদ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন, আমোদের যেন ফোয়ারা খুলে দিলেন। দিনরাত নৃত্যগীত, হাসিখুসি একাদিক্রমে চল্‌তে লাগ্‌ল। পাখো-য়াজের চাটি, আতরগোলাপের ছড়াছড়ি, কালিয়াপোলাওয়ের ফেলাফেলি হোতে লাগ্‌ল। ঠাট্টা, তামাসা, নকল, ভাঁড়ামি, আমোদের ঠেলাঠেলি, ইয়ার্‌কীর জড়াজড়ি চব্বিশ ঘণ্টাই সমান। রাজকুমারদের ব্যয়ের লেখাজোখা ছিল না, কিসে কি, কত্‌কে কত খরচ হতো, তার খোঁজখবর রাখ্‌তেন না, রাখ্‌বারই বা গরজ কি? কিসের অভাব? চেয়ে পাঠালেই টাকা। বড় ঘরের ছেলেরা বে-আন্দাজ ইয়ার

হোলে তাঁদের কাছে ভদ্রস্বভাবের লোক প্রায় ঘেঁসে না। ইয়ারদের মধ্যে অনেকেই জুয়াচোরের বাদশা ছিল, বাদশাজাদাদের এলোমেলো স্বভাব পেয়ে তারা যেন মাহেন্দ্রক্ষণ পেলে; বেধড়ক লুট্‌তে আরম্ভ কোল্লে। ও দরের লোকের অল্পে তৃষ্ণা মেটে না, হিন্দুর ভটাট্টার্য্যব্রাহ্মণদের ন্যায় দিবারাত্রি কেবল খাই খাই, লই লই শব্দ মুখে লেগেই আছে। ইয়ারেরা এই মনে কোল্লে, রাজকুমারদের কখন চিরদিন একভাব থাক্‌বে না, এর পর তাঁরা সেয়ানা হবেন,তখন দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি! হয় ত কোন্ দিন লাভের জাহাজ ধুপুস কোরে ডুবে যাবে, অতএব এই বেলা নে খোর সময়, এমন দিন আর হবে না। পরের স্কন্ধে ভোগ করাই তাদের স্বভাব। যারা পরের গলায় ছুরি দিয়ে আপনার আপনার পেট ভোত্তে চায়, রাজকুমারদের কাছে তাদেরই চৌচাপটে জিত। কিসে একটা ধুমধাম বেঁধে দশ টাকা হবে, ইয়ারেরা কেবল সেই পন্থায় ফিত্তো, তা হোলে তারা কর্ত্তৃত্ব ফলিয়ে বিলক্ষণ দশ টাকার মুখ দেখ্‌তে পাবে। ঐ সকল ইয়ারের স্বভাব আর পাতী মোক্তার—পাতী উকীলের স্বভাব ঠিক এক সমান, একেবারে নিক্তির তৌল বলিলেই হয়। মোসাহেব ভট্টাচার্য্যব্রাহ্মণদের ন্যায় তারা কেবল দাঁও খোঁজে, আর পন্থা দেখে বেড়ায়। কখন বা একটা আকাশফোঁড়া কি একটা আফোয়া তুলতালাম বাধিয়ে দিয়ে, যেমন না চিল পড়ে, সেইরূপ ছোঁ মেরে মেরে আপনাদের পেট মোটা কোত্তো; কি কোরে কি কোর্‌বে, কার মাথা খাবে, দিবারাত্রি সেই চিন্তা। এর মুণ্ডু তার ঘাড়ে, তার মুণ্ডু ওর ঘাড়ে, এইরূপ গোলমাল কোরে উপর চাল চেলে মৎলব হাসিল কোরে লইত। অন্তের সঙ্গে ত কথাই নাই, সে সকল লোক পত্তনে পেলে আপনার গুরুকেও রেয়াত করে না। তারা যেন বর্ণচোরা আঁব,তাদের হাড়ে ভেল্‌কি খেলে। রাজপুত্রেরা যাতে ফুলে উঠ্‌তেন, তাঁদের মন যাতে বেশ ভিজে যেতো,মৎলব-বাজ ইয়ারেরা সেইরূপ ঝাড়-বুটো কেটে মুনসীআনা খরচ কোরে খোসামোদের কথাবার্ত্তা কইত। ভট্টাচার্য্যমোসাহেবদের ন্যায় কারাও খোসামোদের তাক্-বাক্ বেশ বুঝিত। আপনাদের কাজ হাত কর্‌বার নিমিত্ত এমনি লগ্ন-মত কথা কইত যে, রাজকুমারদের মনে চৌচাপটে লেগে যেত। কখন পান্‌সে চোক কোরে মায়াকান্না কাঁদিত; কখন বলিত, "হুজুর, আপনি রাজার বেটা রাজা, এ সব কর্ম্ম না কোল্লে আপনাদের শোভা পায় না, লোকের কাছে মুখ থাকে না। মানসম্ভ্রম কি বানের জলে ভেসে যাবে? সামান্য লোকেও দশটাকা গেরেপ্তার হয়ে লোকের মুখ থেকে উদ্ধার হয়। আপনি ত মহারাজ-চক্রবর্ত্তী, আপনার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। আপনি সুমেরু-পর্ব্বত, আপনার চিন্তা কি? আপাততঃ যদি খরচপত্র হাতে না থাকে, নাই নাই, রাজারাজড়াদের ঘরে কবে কোথায় নগ্‌দা কারবার হয়ে থাকে? সরকারে এক দিচ্চে আর নিচ্চে, এইরূপ ঢাল-সুমারেই চোলে যায়। কত বাড়ীতে দেখেছি, খুচরা খুচরা মহাজনেরা চাইবামাত্র জিনিস দেয়, কিন্তু শেষে টাকার জন্যে হেঁটে হেঁটে তাদের পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে যায়, দোকানপাট বন্ধ হয়, মাগছেলে শুকিয়ে মরে, বৎসর ধোরে দুই বেলা আনাগোনা করে, তবু সকল টাকা খেরে পায় না, আবার জিনিস চাইলেই জিনিস দিচ্চে।—কখন বলে, 'হুজুর! আপনার কতই বয়ঃক্রম হবে, এ বয়সে কি শিশুপরামাণিকের মত হওয়া ভাল দেখায়? যার কিছু নাই, সে ব্যক্তিও এ বয়সে দশটাকা খরচপত্র কোরে থাকে, নিদেন ধার কোরেও করে। আমরা যে এত গরীব, আজ খাই এমন যোত্র নেই,আমরাও এককালে বাবাদে অনেক টাকা উড়িয়ে দিইছি। আপনাদের এখন নবীন বয়স, ফিট্‌ফাটের উপর থেকে ফুলারবিন্দ হয়ে বেড়াবেন, আমোদ আহ্লাদ কোর্‌বেন, এখন কি বিষয়কর্ম্ম দেখ্‌বার সময়?' ইয়ারদের যখন পয়সার দরকার হতো, এমনি ফেরেফারে খোসামোদের কথা বলিত, কেউ খোত্তে ছুঁতে পাত্তো না, তাদের কথাগুলি আস্‌মানে উড়ে বেড়াত, জমী ছোঁয় ছোঁয় কোরে ছুঁত না!—বলিত, 'হুজুর!

আপনি ক্ষণ-জন্মা পুরুষ! বুদ্ধিবিবেচনা দিক্‌পালের মত, সিংহের সন্তান, না হবেই বা কেন?' ইয়ারদের মধ্যে প্রায় তাবতেই নিরেট মূর্খ, কারো পেটে কালীর অক্ষর ছিল না। কিন্তু তারা মুখে বেশ শক্ত, মাম্‌লায় খুব টন্‌কো, আপনাদের কাজ তোলে না, তারা কেবল দম্‌বাজি,ধড়িবাজি কোরে বড় মানুষদের ছেলে ভুলিয়ে খায়।—বলে, 'হুজুর! এই কর্ম্মটি কোল্লে আপনার নাম চিচি বেজে উঠবে। তবে দশটাকা ব্যয়, তাতে আপনার ভাবনা কি? আপনি পর্ব্বতের আড়ালে আছেন, আপনার অচলা লক্ষ্মী, অক্ষয় ভাণ্ডার, তার কখনই ক্ষয় নেই, আপনি কত খরচ কোর্‌বেন করুন না, তবে ঝঞ্ঝাট বড়, তা কি কোর্‌বেন, আপনি কেবল বোসে মুখে হুকুমজারি কোর্‌বেন, লেখা শোনা, কি করা কর্ম্মার ভার আমাদের উপর।' রাজকুমারেরা যদি কখনো বোল্‌তেন, 'মিয়া দিঘী দিয়েছেন বটে, কিন্তু তার জল বড় ভারি!'—মোসাহেবেরা অমনি বোল্‌তেন, 'হুজুর! সে জল এত ভারি যে, তার এক ঘটী টেনে তোলা ভার। হুজুর যে দিঘী দিয়েছেন, তার জল এত হাল্‌কা যে, ফুঁ দিলে উড়ে যায়।' ইয়ারেরা এই প্রকারে রাজপুত্রদের নাচিয়ে দিয়ে আপনারা দুহাত দিয়ে লুঠিত! তারা দিবারাত্র কেবল ঐ ফিকিরে থাকৃত, ঐ মৎলবে ফিরো। যুবরাজ যদি কখন হাতে কোরে কাকে কিছু দিতে চাইতেন, মৎলববাজ ইয়ারেরা অমনি বোলে উঠ্‌তেন, 'আপনাদের বড় চক্ষুলজ্জা, কারো কাছে মুখ মড়্‌তে পারেন না, যখন যারে দিতে হবে, আমাদের হুকুম কোর্‌বেন, আমরা লোক বিবেচনায় কারে কারে ঠেলেও দিতে পার্‌বো। যে এসে ধোর্‌বে, তাকেই যে কিছু দিতে হবে, এই বোলে কেউ খত লিখে দেয় নি; দান করা ভাল বটে, কিন্তু পাত্রাপাত্র বিবেচনা কোত্তে হবে।' মৎলববাজ লোকেরা যখন এসে ঢোকে, তারা এমনি কৌশলে কথাবার্ত্তা কয়, শুনে বোধ হয় যেন তারা কোন স্পৃহা রাখে না, কিন্তু তাদের আসল মৎলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবান থাকে, সময় বুঝে উঠে।

"রাজকুমারেরা ক্রমে আরও বড় হোলেন, যৌবন-সীমা ছাড়িয়ে উঠ্‌লেন। যুবাকালের ধুমধাম ও আমোদ আহ্লাদ ফুরিয়ে গেল। এখন তাঁদের মনের অবস্থা স্বতন্ত্র। বালককালের মত বালকবৃন্দের সঙ্গে না হুটাহুটি ছুটাছুটি করেন; না সমবয়সীর সঙ্গে হাত ধরাধরি, গলা জড়াজড়ি কোরে বেড়ান; না তাঁদের এখন তরুণ বয়সের তরল আমোদে রুচি আছে। তাঁদের আর সে কাল নাই, মনের ধাঁচা ফিরে গেছে। এখন আর এক প্রকার বুদ্ধি, আর এক প্রকার মেজাজ, আর এক প্রকার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মজলিস, মৃগয়া, শীকার ইত্যাদি আমোদ প্রমোদে রাজকুমারেরা মত্ত হোলেন। তাঁহাদের বিবাহ আদি পরিণয়-সংস্কারও ক্রমে নির্ব্বাহ হলো। মহারাজ শাজাহান শাহজাদাদের সম্মানের নিমিত্ত এক এক পুত্রের নিকট এত ফৌজ নিযুক্ত কোরে দিলেন, চাই কি তাদের এক এক কাফেলা লয়ে এক একটা লড়াই ফতে করা যায়। এ কার্য্যটি বাদশাহ আমার অপরামর্শে করেন, আমি বিস্তর নিষেধ কোরেছিলেম, কিন্তু শ্রীমান্ আমার সে কথা গ্রাহ্য কোল্লেন না। পূর্ব্বাপেক্ষা রাজপুত্রেরা আরও অজস্র ব্যয় কোত্তে লাগ্‌লেন, কি খরচ করেন, তার হিসাব নাই; কেবল ওড়খাই কোরে খাজানাখানা তচনচ কোরে দিলেন। টাকার উপর টাকা পাচ্চেন, কিন্তু যত দাও, ততই নেই, খরচ দিয়ে আর কুলিয়ে উঠা যায় না; এই দাও, এই নেই! তাঁরা যেন তপ্তখোলা চোড়িয়ে বোসে আছেন; তাতে যত পড়ে, ততই শুকিয়ে যায়। রাজপুত্রেরা এইরূপে ক্রমিক আস্পর্দ্ধা পেয়ে, এখন তাঁদের বুক বেড়ে গেছে, মস্ত খাঁই হয়েছে। আপাততঃ তাতে যে ফল দাঁড়িয়েছে, তা তুমি জান্‌তেই পাচ্চো। এখন তাঁদের সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য, তার কমে তাঁদের আশা নিবৃত্তি হয় না।

অনেক বোলে বোলে, বিস্তর বুঝিয়ে, বিস্তর কষ্ট কোরে মোগলরাজের চোক-কান ফুটিয়ে দিয়েছি। এক্ষণে তাঁর চৈতন্য জন্মেছে, তিনি এখন রাজপুত্রদের দুরভিলাষ পরিষ্কার চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চেন। ত্রাসরূপ অগ্নিকণা এক

বার যখন বাদশাহের হৃদয় স্পর্শ কোরে তাতে অনল জেলে দিয়েছে, তখন আর তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। এক্ষণে রাজকুমারেরা যা কিছু করেন, তাতেই শ্রীমানের মনে দারুণ সংশয় জন্মে। তাঁদের চালচলনের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রেখে চলেন। রাজপুত্রেরা যে কর্ম্মই করুন, বাদশাহের মনে ভয় হয়; ভাবেন, হয় ত তাঁরা কি একটা চক্রান্ত কোরেছেন। মহারাজ যখন আমার মুখে শুনলেন, যুক্তার খাঁ রাজকুমার মুরাদবাকীকে ২০০০ হাজার নাগরিক সৈন্য প্রদান কোরেছে, শুনে সেই হতভাগাকে একেবারে প্রাণে মেরেই ফেল্লেন। তিনি যে একটা প্রমাদ উপস্থিত কোর্‌বেন, আমি তা পূর্ব্বেই বুঝ্‌তে পেরেছিলেম। তোমাকে তার পদটি দেবেন বোলেই তাকে জন্মের মত সারেন। অতএব তুমি ভেবে দেখ, এখনও বাজী আমাদের হাতে আছে, চাই কি, মাত কোরে কোত্তে পার্‌ব। বাদশাহ আমাদের স্বাপক্ষ, ফৌজেরাও সহায়তা করবে; তদ্ভিন্ন বাকী যা থাক্‌বে, গোয়ালীয়রের কারাবাসে পোস্তের সরবতের * দ্বারা তাহা সম্পন্ন হবে।"

'হা ভগবান্! তবে কি মহারাজ তাঁর পুত্রদের কারাবাসে পাঠাবেন মনন কোরেছেন?' এই কথা আমি সভয়ে উচ্চস্বরে বলিলাম।

"না বাবা! সে মনন বাদশাহ করেন নি, আমিই কোরেছি।" পিতা এই উত্তর করিলেন।

শুনে আমার মহাপ্রাণী শুকিয়ে গেল, বেজায় ভয় হলো, এত ভয় হলো যে, বাবার পানে তাকিয়ে থর থর কোরে কাঁপতে লাগ্‌লেম। কিন্তু বাবার মন তাতে নরম হলো না, তিনি যে ভাবে ছিলেন, সেই ভাবেই রইলেন, দম্‌লেন না। শেষে আমি বোল্লেম, "বাবা! তবে আরঙ্গজেবকে ধোত্তে মানা কোচ্চেন কেন? তার তাৎপর্য্য কি?"

বাবা উত্তর কোল্লেন, "আমি তার হাতের মধ্যে আছি, সে আমার অপরাধ সপ্রমাণ কোত্তে পারে।"

আবার আমি শিউরে উঠে, ভয়ে বাবার দিকে শূন্যদৃষ্টে চেয়ে থেকে, বোল্লেম, যদি তাই হয়, তবে আরঙ্গজেবকে আগে কয়েদ না করেন কেন?"

বাবা বলিলেন, "সে এত ধূর্ত্ত, এত শঠ, আমার সম্বন্ধে সে এত বিষয় অবগত আছে যে, কয়েদ থেকেও সে আমার অপরাধ সাব্যস্ত কোত্তে পারে, সে ক্ষমতা তার বেশ আছে। সে যে সকল প্রমাণ-পত্র হস্তগত কোরে রেখেছে, তা দর্শালেই আমার প্রাণদণ্ড হবে। তবে তাকে কয়েদ করা না করা উভয়ই সমান। পাকচক্র কোরে যদি তাকে প্রাণে নষ্টও করি, তথাচ আমার পরিত্রাণ নাই। অনেকে আরঙ্গজেবের স্বাপক্ষ; তারা তাঁর পরম বন্ধু, তাঁর জন্যে তাদের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ। আমি যদি ফিকির কোরে আরঙ্গজেবের প্রাণ নাশ করি, সেই সকল স্বাপক্ষ লোকের কাছে আমার পাপকর্ম্ম ছাপা থাক্‌বে না, তারা তা সন্ধানে সন্ধানে জান্‌তে পার্‌বেই পার্‌বে, তখন তারা আমাকে অম্নে ছাড়্‌বে না; আমার দুর্নাম কোরে কোরে বেড়াবে। শুধু তাতেও কোন্ ক্ষান্ত থাক্‌বে? আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ সপ্রমাণ কর্‌বার চেষ্টা কোর্‌বে; চেষ্টা কেন, তারা তা প্রমাণ কোরেও দেবে। তখন আমার কি দশা হবে! তখন আপনার মৃত্যু আপনি ডেকে আন্‌ব! অতএব তা না কোরে, যদি আরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রাণপণে তাঁর স্বাপক্ষতা করি, তবে আর প্রাণের কোন আশঙ্কা থাক্‌বে না, সে দুরূহ সঙ্কট হইতে নিস্তার পাইব। তার পর তিনি যখন তক্তে বস্‌বেন, তখন কত মান, কত সম্ভ্রম, কত পুরস্কার আমাদের জন্যে ধরা থাক্‌বে। এই সকল বিবেচনায় আরঙ্গজেবের অনুগত হওয়া আমার মনোগত অভিপ্রায়। কিছু দিন পরে তিনি যখন মনে মনে নিশ্চিন্ত হবেন আর

---

* আফিঙের ঢেঁড়ীর নাম পোস্ত। ঐ পোস্ত ছেঁচে কোরে জলে ভিজিয়ে রাখ্‌লে তাতে যে কাথ বেরোয়, তার নাম "পোস্তোর সরবৎ।" এক এক পেয়ালা ঐ সরবৎ কারাবাসীদিগকে নিত্য প্রাতে পান কোত্তে দেওয়া হইত। তারা যতক্ষণ তা পান না করিত, ততক্ষণ কোন প্রকার খাদ্যসামগ্রী পাইত না। ঐ সরবৎ পানে কারাবাসীদের শরীর ক্রমে শুষ্ক ক্ষীণ হইত, বল-বুদ্ধিও ক্রমে ক্রমে হ্রাস হয়ে পড়িত, অবশেষে হতবুদ্ধি ও হতশক্তি হয়ে কিছুকাল জড়ের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া পঞ্চত্ব পাইত।

আমার কোন শঙ্কা নাই, আমি এখন নিষ্কণ্টক হয়েছি. সেই সময়ে, সেই অসাবধান সময়ে, যে কাল করাল বাহু একবার সাংঘাতিক প্রহার কোত্তে সঙ্কুচিত হয় নি, তিনি যে সেই ভীম বাহুর ঘোর আঘাতে বিদলিত হবেন না, সে কথা এখন কে বল্‌তে পারে?"

এই সময়ে বাবা আমার হাত দুটি ধোরে চেপে ঠেসে রাখিলেন। তিনি যখন ঐ কথা-গুলি বলেন, তখন মনে মনে মহা সন্তুষ্ট, মহা প্রফুল্লিত হোচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁর নয়নে সেই অন্তর-আনন্দের ঈষৎ তরঙ্গ অল্প অল্প দেখা যাচ্ছিল। বল্‌তে কি, কি কৌশলে আপাততঃ তাঁর নিস্তার লাভ হবে, শেষেই বা কি ফিকিরে তিনি বিস্তার রাজ্য হস্তগত কর্‌বেন, বাবার মুখে সেই সকল কল্পনা, সেই সকল নক্সার কথা শুনে আমার হৃৎকম্প হলো। আমি তাঁর মুখের উপর স্পষ্ট বল্লেম,"বাবা! যাতে আপনার প্রাণরক্ষা হয়, তার চেষ্টা কোর্‌ব. কিন্তু রাজ্য-সম্পদের সম্বন্ধে আমি আপনার সহকারী হতে পার্‌ব না, সে বিষয়ে আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।"

বাবা বলিলেন, "আচ্ছা, সে বিষয় তোমার যেমন ইচ্ছা হয়, তাই কোরো, কিন্তু আমি এই চাই, কদাচ তুমি আরঙ্গজেবের গায়ে হাত দিও না, তার গায় হাত দিয়েচো কি, অমনি আমার দফা নিকেশ করেচো; তখন আর আমার নিস্তার থাকবে না, অমনি সিল-মোহর পোড়ে আমার অদৃষ্টের দ্বার অব-রুদ্ধ হয়ে যাবে; অতএব তুমি চেষ্টা পেয়ে সে বিষয়ে ক্ষান্ত থেকো।"

এখন কারো মুখে কথা নাই, আমরা পিতা পুত্র উভয়েই নীরব হলেম। তার পর ভাব্‌লেম, পিতা জানুন বা না জানুন, আমাকে একবার শোনাতেই হবে, যা থাকে অদৃষ্টে বলি ত, এই ভেবে বল্লেম, "বাবা! বাদশাহ প্রথমতঃ সকল রাজপুত্রকেই ধৃত কোত্তে অনুমতি করেন, শেষে আবার বিবেচনা কোরে আমাকে ডেকে বল্লেন, 'সাদক! তুমি মুরাদবাকীকে ধরো না, তার উপর যেন কোন উৎপাত না হয়, তাকে তুমি ছেড়ে দিও।'

পিতা ঐ কথা শুনে মুখ বিকট-সিকট কোরে ওমরে উঠে বল্লেন, "বাদশাহ ত একটা আস্ত উন্মাদ, তাঁর কোন জ্ঞান নাই! তিনি মনে করেছেন, মুরাদ সতরঞ্চ খেলাতেই ব্যস্ত, সেই আমোদেই উন্মত্ত, তার আর রাজ্যলাভের প্রতি দৃষ্টি নাই, সে যেন তা স্বপ্নেও কখন মনে কোরে থাকে না, সতরঞ্চ খেলা ছেড়ে তার যেন আর উচ্চ খেলায় নজর নাই, বাদশাহের মনে সেই সাহস আছে, সেটি যে তাঁর ভ্রান্তি, তা তিনি বুঝ্‌ছেন না। না না, সাদক! তা হবে না! ও কোন কাজের কথাই নয়, সে খেলোয়াড়কেও ফাঁদে ফেল্‌তে হবে, তাকে অবশ্যই আমাদের কৌশল-জালে জড়াতে হবে।"

আমি বলিলাম, "বাবা! আপনিই ত বাদ-শাহকে পরামর্শ দিয়ে এই ঘোর ভয়ঙ্কর অনর্থ-পাত উপস্থিত করেছেন। এখন উপায় কি? কি কৌশল কোরে বাদশাহের হুকুম বজায় রাখি? আপনার বিবেচনায় যা সদ্যুক্তি হয়, আমাকে তাই অনুমতি করুন।"

পিতা বলিলেন, "তুমি বেশ জেনো, সে গুরুতর বিষয়টি আমার মন থেকে অপসৃত হয়নি, সেটি আমি ঔদাস্য করি নাই। যা কত্তে হবে আমি তা আগে ভেবে চিন্তে ঠিক কোরে রেখেছি। তুমি যে আগে রাজপুত্রদিগের বাড়ী একে একে সমুদয় তোপে উড়িয়ে দিয়ে, শেষে বোল্‌বে, তোমরা এখন ধরা দাও, সে কৌশল কোন কাজের নয়, তুমি যে তা পেরে উঠ, আমার বিশ্বাস হয় না। তারা চার ব্যক্তি যুটে এককাট্টা হয়ে, আমাদের অপমান কোরে,মেরে, তাড়িয়ে দূর কোরে দেবে। লড়াই কোরে তাদের এঁটে উঠ্‌তে পার্‌ব না। তার চেয়ে আমি যে ফিকির ঠাউরেছি,সেইরূপ কল্লে কাজ গোছাতে পার। তাতে কার্য্যসিদ্ধি হবে। বাদশাহ অতি ত্বরায় সখের মৃগয়া-কৌতুকের দিনাবধা-রিত কোর্‌বেন। সেই উপলক্ষে রাজকুমার-দিগকে নিমন্ত্রণ কোরে পাঠান হবে, সে সময় মহারাজও সেখানে উপস্থিত থাক্‌বেন—"

আমি বলিলাম, "মহারাজও সেখানে উপ-স্থিত থাক্‌বেন?"

পিতা বলিলেন, "হাঁ! থাক্‌বেন বৈ কি। রঙ্গভূমিতে বাদশাহের আগমন হোলে সৈন্য

সংগ্রহের দিব্বি একটি প্রয়োজন দেখান যাবে। আমরা বল্‌বো, সম্রাটের সম্মানের নিমিত্ত যেখানে যত ফৌজ আছে, সব এক জায়গায় জড় করা হয়েছে। তবে আর রাজকুমারদের মনে কোন সন্দেহ জন্মিতে পার্‌বে না। রাজকুমারেরা মৃগয়া-কৌতুকে মত্ত হবেন; তাঁরা হয় শীকার তাড়াতাড়ি কোরে বেড়াবেন, নয় তাদের মার্‌বার বা ধর্‌বার জন্তে পেছনে পেছনে দৌড়্‌বেন। তুমি ঐ অবসরে তোমার সৈন্যদের দলে দলে বিভাগ কোরে, একটি একটি দল লয়ে একটি একটি রাজপুত্রকে ধৃত কর্‌বে। মহারাজের হেপাজতের নিমিত্তে শরীররক্ষকেরা তাঁকে বেড়ে ঘের-ঘেরাও কোরে রাখ্‌বে।"

আমি বলিলাম, "এ নক্‌সা মন্দ নয়, ভাল হয়েছে বটে, কিন্তু এর মধ্যে একটি কথা আছে, রাজকুমারদের মনে এক ত সন্দেহ জন্মেছে যে, তাঁদের নিয়ে একটা কোন প্রমাদ উপস্থিত হবে; তাঁদের মনে যখন এরূপ সংশয় দাঁড়িয়েছে, তবে কি তাঁরা মৃগয়া-কৌতুকে দর্শন দেবেন? তাঁরা কি আমোদে ভুলে হঠাৎ আপনাদের মৃত্যু-ফাঁদে ধরা দেবেন?"

বাবা বলিলেন,"সে আমাদের অদৃষ্ট, একবার দেখাই যাক্ না কেন। হবে না বোলে কাদায় গুন ঢেলে দিলে কি হবে? সুলতান সুজা না আস্‌লে, না আস্‌তে পারেন। হয় ত তিনি তখন মধুপানে চুরচুরে হয়ে আপনার বাড়ীতেই থাক্‌বেন। তা যদি হয়, তবে আর তিনি হাতের মাথায় কারো বল বা সাহায্য পাবেন না, তখন তাঁকে চারিদিক্ বেড়ে কোটো ঘেরা কোরে ধর্‌বার বাধা কি হবে?"

আমি বলিলাম, "বাবা! আরঙ্গজেবকে উদ্ধার কোল্লে রাজ-আজ্ঞা অমান্ত করা হবে, তার কি ঠাউরেছেন? সে বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখা আবশ্যক।"

পিতা বলিলেন,"তোমাকেও এ কথা জানিয়ে রাখা আবশ্যক, আরঙ্গ-জেবকে ধোরেছ কি অমনি আমার মৃত্যু ডেকে এনেছ। যে মুহূর্ত্তে তাকে ধোর্‌বে, সেই দণ্ডেই আমার মৃত্যু অবধারিত। আরঙ্গজেব ধরা পড়েন নি, এ কথা শুনে বোধ হয়, বাদশাহ তোমার উপর রাগত হবেন; আমি তাঁকে বুঝিয়ে বোলবো, আমি তাঁকে শান্ত কোর্‌বো; সে ভার আমার উপর, তার জন্তে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি তখন বোলব, এটি তার অপরাধ নয়, শুদ্ধ মনের ভ্রম! তার তখন মনে ছিল না যে,আরঙ্গজেবকে ধোত্তে হবে। মুরাদবাকীকে রক্ষা কোত্তে গিয়ে তার ত আর অন্ত দিকে দৃষ্টি ছিল না, সেই গোলমালে আরঙ্গজেবকে ধোত্তে বিস্মৃত হয়ে গেছে। এমন হুলুস্থুল ব্যাপারে ওরূপ চুকভুল হয়েই থাকে, সকলেরই হয়। তুমি বিপদে পোড়্‌লে তোমার হয়ে আমি লোড়্‌বো; কিন্তু আমার বিপদ হোলে কে আছে, যে আমার হয়ে লোড়বে? তখন কে আমাকে রক্ষা কোর্‌বে? তুমি ত আর আমার হয়ে আরঙ্গজেবকে বোঝাতে পার্‌বে না, তোমার কথা সে গ্রাহ্য কোর্‌বে কেন? কই? কে আমার সুহৃদ আছে? না, কেউ নাই। আমার পুত্র হতে যে প্রাণ রক্ষা হতে পারে, সেই প্রাণটি তখন আরঙ্গজেবের হস্তে আমাকে সমর্পণ কোত্তে হবে। চাই তিনি মারুন, চাই তিনি রাখুন। তখন শুদ্ধ তাঁর অনুগ্রহের উপর নির্ভর কোত্তে হবে। আমি ত আর তোমার শত্রু নই যে, আমাকে বৈরি-হস্তে নিক্ষেপ কোরে তুমি সুখী হবে কি নিশ্চিন্ত থাক্‌বে? আমি তোমায় সকল কথা খুলে বোল্লেম, এখন তোমার বিবেচনা তোমার কাছে।"

আমি ফাঁপরে পোড়ে আম্‌তা আম্‌তা কোত্তে লাগ্‌লেম, ও কথার আর জবাব কোত্তে পাল্লেম না। ভাবনায় মহাপ্রাণী কেঁপে গেল, চারিদিক অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। মহারাজের হুকুম, বেগমের চোকরাঙ্গানী, পিতার প্রাণের দায়, এইগুলি একটির পর একটি এইরূপ পর পর আমার মনোমধ্যে মুহুর্মুহুঃ উদয়-অস্ত হতে লাগ্‌ল। এখন করি কি? কোন্ দিক সামলাই, কার মন রাখি? সর্ব্বাঙ্গে ঘা,ঔষধ দিই কোথায়? এক কূল গড়িতে গেলে আর এক কূল ভেঙ্গে যায়! কতই ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। কি কোরে কি কোর্‌ব, কিছুই কিনারা কোত্তে পাল্লেম না! ভাব্‌তে ভাব্‌তে একটি সুদীর্ঘ-গভীর

নিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেম! আমার দূরদর্শী চতুর পিতাকে সেটি ছাপাতে পাল্লেম না, তিনি তা লক্ষ্য কোল্লেন।

বাবা বলিলেন, "সাদক! তোমায় বড় ভাবনাযুক্ত দেখ্‌ছি, এ সামান্ত ভাবনা নয়। মহারাজের অসন্তোষ কি পিতার প্রাণ রক্ষা—এ সে ভাবনা নয়, তার অপেক্ষা একটা গুরুতর দুর্ভাবনা তোমার অন্তঃকরণে চেপে বোসেছে। আমি ত কোন বিষয় তোমার নিকট গোপন রাখিনি, তবে কেন তোমার মনের কথা আমায় খুলে বোল্‌চো না? কেন তোমার অন্তঃকরণে ক্ষোভ হচ্ছে, বল! তুমি কি দারার সহায়তা কোর্‌বে কথা দিয়েছ? না, অপর কোন রাজ-কুমারকে রক্ষা কোর্‌বে প্রতিশ্রুত হয়েছ? আমায় সব কথা ভেঙ্গে বল তা হোলে যেরূপ যা কোল্লে ভাল হয়, আমি তোমাকে সে পথ দেখিয়ে দেব।"

"আমি যে কোন রাজপুত্রকে বাঁচাব, এমন প্রতিজ্ঞা কারো কাছে করিনি। তবে মুরাদের কথা স্বতন্ত্র, সে রাজ-আজ্ঞা, আমাকে তা পালন কোত্তেই হবে। আমার নিতান্ত অভি-লাষ যে, মোগলরাজের অনুগত, তাঁর বাধ্য হয়ে থাকি, তাতে আমার মনে বড় আনন্দ জন্মে। কিন্তু কি করি, অন্তপ্রকার বাধ্যবাধকতা—"

আমার কথা না ফুরাতেই বাবা অমনি বোলে উঠ্‌লেন, "সে বাধ্যবাধকতা কি, আমি তা শুনতে চাই।"

আমি বোল্লেম, "পিতার প্রাণ রক্ষা!"

বাবা বলিলেন, "সে কথা ভাল। আচ্ছা, ঐ একটা অনুরোধ, আর কোথায় কত অনু-রোধ আছে, বল।" আমি শুনে চুপ কোরে রই-লেম। পিতা বোল্‌তে লাগ্‌লেন "সাদক! আমাকে যে ফাঁকি দিয়ে বুঝিয়ে যাবে, তা তুমি পার্‌বে না, সে তোমার বৃথা চেষ্টা। এর মধ্যে কোন বিশেষ নিগূঢ় কথা আছেই আছে; সে কি, কি বৃত্তান্ত, আপাততঃ, আমি তা বোল্‌তে পাচ্ছিনে বটে, কিন্তু সাদক! তুমি নিশ্চিত জেনো, সে কথা আমার কাছে ছাপা থাকবে না, কোন দিন না কোন দিন আমি তা জান্‌তে পার্‌বই পার্‌ব। তোমার চুপ কোরে থাকায় কোন ফল নেই।"

আমি বলিলাম, "বাবা! আজ আমায় ছেড়ে দিন, আজ রাতটুকু আমাকে ক্ষমা করুন; আমি বিবেচনা কোরে দেখি; কাল আপনি সকল কথা শুনতে পাবেন।"

বাবা বলিলেন, "আচ্ছা, সেই কথাই ভাল। কিন্তু যে পরামর্শ স্থির হয়ে আছে, সেই ব্যাপারটি যখন উপস্থিত হবে—তার আর বিলম্বও বড় নাই—সেই সময় কায়মনোবাক্যে সহায়তা কর্‌বার পক্ষে তোমায় যে বাধাই থাক্, আমার সঙ্গে তোমার কথা হোলে—আমার পরামর্শ শুনলে, তোমার কোন বাধাই থাকবে না, সব বাধাই কেটে যাবে। তদ্ভিন্ন তুমি যে ভ্রান্তিতে পড়েছ, সে ভ্রান্তিও থাক্‌বে না, তারও প্রতীকার হবে। কাল রাত্রি দুই প্রহর ছুটোর সময় এই স্থানে আমার সঙ্গে পুনরায় দেখা করো। দেখো, যেন এ কথার অন্তথা না হয়। তবে এখন তুমি বিদায় হও, রাত অনেক হয়েছে, বাড়ী যাও।"

পিতার নিকট বিদায় লয়ে, বড় বিমর্ষ, বড় ম্লান হয়ে রাজবাটীর দিকে চলেছি; কতই ভাব্‌ছি, মনে যেন একটা ভাবনার বোঝা চেপে পড়েছে, ভারে অন্তঃকরণ অতিশয় ভারা-ক্রান্ত। মনে মনে কোচ্চি, ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে শোব, আর ভাব্‌ব না। ডাইনে বাঁয়ে সারি সারি ওমরাওদিগের অট্টালিকা, তার মধ্য দিয়ে একটি ক্ষুদ্র গলী পথ, সেই পথ ধোরে আপ-নার মনে চলেছি, ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলেছি। আমি তখন ভারি অন্যমনস্ক। পিতার মুখে যে কথাগুলি শুন্‌লেম, পথে যেতে যেতে সেই সকল কথা মনে মনে তোলাপাড়া কচ্ছিলেম। সম্মুখে একটা মস্ত গোলাকার খিলান দেখ্‌তে পেলেম, তার নীচে দিয়ে যেমন চলে যাব, অমনি চারি দিক্ থেকে একদল অস্ত্রধারী লোক এসে আমায় গ্রেপ্তার কল্লে। তারা ঐ খিলানের আড়ালে এদিকে, সেদিকে ছড়িয়ে ওৎ কোরে ছিল, এত শীঘ্র এসে আমাকে বেঁধে ফেল্লে, আর এত শক্ত কোরেও ধল্লে, আমি আর অবসরও পেলেম না, আমার আর ক্ষমতাও ছিল না যে, তলোয়ার

বার কোরে আপনাকে আপনি রক্ষা করি। বদ্‌-মাসেরা একখানা কাপড় আমার মুখের উপর বেঁপে দিয়ে আমার চোক ঢেকে ফেল্লে, হাত দুখানিও বেশ কোরে রশী দিয়ে বাঁধলে, সেই রশী ধোরে আমাকে লোয়ে চোল্লো। প্রায় টেনে হিঁচ্‌ড়েই লোয়ে চোল্লো। কতক দূর এসে তারা বল্লে, "এই সিঁড়ি,—এই সিঁড়ি দিয়ে উঠ।" আমি তাই কোল্লেম, সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌লেম। তার পর আর একটা সিঁড়ির অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাপ বেয়ে নীচে নেমে একটা অন্ধ, স্যাঁতস্যাঁতে গলীতে এলেম। তার একটু পরেই আমার চক্ষের আচ্ছাদন খুলে দিলে। চেয়ে দেখি, দিব্বি একটি খিলানের ঘর, চারিদিকে আলো জলচে, প্রায় ২০ জন লোক সেই ঘর জুড়ে চক্র কোরে বোসে আছে, সকলেরি মুখে নূতন রকমের একটি একটি মুখস, তাতেই তাদের চোক মুখ ঢাকা রয়েচে। কি-মুখস পরা গুণ্ডার সম্মুখে এক একখা ন ছোরা ঝক্‌মক কোচ্ছিল, আর এক একখানি লেম্বা তলোয়ার ধরা রয়েছে। তারা আপনাদের মধ্যে কি বলাবলি কোচ্ছিল, আমি তার এক বর্ণও বুঝ্‌তে পাল্লেম না; গলার আওয়াজেই শোনা গেল না, তা কথা বুঝ্‌ব কি? বোঝ্‌বার যোই ছিল না, তারা মুখ চেপে চেপে কথ কোচ্ছিল, শেষে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বোধ হয়, সে ঐ দলের সর্দার হবে, সকলকে চুপ কোত্তে বোলে, আমাকে সম্বোধন কোরে বোল্লে "সাদক! তুমি আমাদের কাছে অপরিচিত নও, আমরা তোমাকে বেশ চিনি। তুমি একটি ভীম বিক্রান্ত ভয়ানক দুঃসাহসী ব্যক্তি, তোমাকে আমরা হস্তগত কোরে আপনাদের একতিয়ারের মধ্যে এনেছি সত্য, এখন তুমি আমাদের অধীন, কিন্তু অধীন হয়েও তুমি যেরূপ অসম সাহস, অসম তেজোমূর্ত্তি দেখাচ্চো, আমরা যদি পূর্ব্বে তোমাকে নাই জানতেম, তথাচ তোমার ঐ বীরপ্রভাব দেখে আমাদের বেশ বিশ্বাস হোতো যে, তুমি হঠাৎ ভয় পাবার লোক নও, তোমার প্রাণের মায়া নাই, তোমার অন্তঃকরণ দোমে যাবার নয়। তোমার কোন অনিষ্ট কোর্‌ব, আমাদের সে মানস নয়, আমরা তোমাকে নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়া আসিব। যে জন্যে তোমাকে এখানে এনেছি, তা বোল্‌চি, মনোযোগ কোরে শোন। বাদশাহের গোপনীয় কথা তুমি যে প্রাণান্তেও মুখের বাহির কোর্‌বে না, আমরা তা নিশ্চয়ই জানি। আমরা তাতে দুঃখিতও নই, বরং তোমার রাজভক্তির নিমিত্ত আমরা তোমার বিস্তর গৌরব, বিস্তর প্রশংসাই কোরে থাকি। যে বিষয় প্রকাশ কোত্তে নাই, নিষেধ আছে, জোর-জবরদস্তি কোরে আমরা তোমার কাছে সে কথা শুনতে চাই না; আমাদের সে মানস নাই। যে কয়েক ব্যক্তিকে এখানে উপস্থিত দেখ্‌তে পাচ্চো, এরা সকলেই সুলতান সুজার অনুগত ও বাধ্য, আমরা সকলেই কায়মনোবাক্যে রাজকুমারের মঙ্গল প্রার্থনা কোরে থাকি। আমরা শুনেছি, আর বোধ হয়, সে খবর মিথ্যাও না হবে, রাজপুত্রদিগকে হয় কয়েদ, নয় তাঁদের প্রাণবধ কর্‌বার নিমিত্ত নানাপ্রকার কৌশল বিস্তার করা হোয়েছে, কিরূপ কৌশল, তা আমরা অবগত নই। তুমি নাকি আগরা সহর ও আগরা প্রদেশের সেনাপতি, আমরা শুন্‌লেম, সেই কুটিল নৃশংস অভিসন্ধি সুসিদ্ধ কর্‌বার ভার তোমারি উপর অর্পণ করা হোয়েছে। মোগলরাজের এই দুর্ব্বাসনার কথা শুনে আমরা যে প্রতিজ্ঞা কোরেছি, তাই শুনাবার নিমিত্ত তোমাকে আমরা ধোরে এনেছি, আমরা ধর্ম্মঘট কোরে একে একে তাবতেই এই ঘোর সত্য প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি তুমি মন্দ অভিপ্রায়ে সুলতানসুজার গাত্রস্পর্শ কোত্তে সাহসী হও, কি তোমার হুকুমে তোমার ফৌজেরা তাঁর অঙ্গস্পর্শ কত্তে সাহস করে, এই যে ছোরাগুলি সম্মুখে পোড়ে আছে দেখতে পাচ্চো, এই অস্ত্ররাশির মধ্যে হয় একখানি, নয় দুখানি, নয় সবকখানি তোমার শোণিত পান কোরে তোমার জীবনান্ত কোর্‌বে। তুমি রাজপুরের মধ্যে বাস কর বোলে তোমার মনে যদি এ ভ্রান্তি হয়,—চারিদিক্‌ যে উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা, কি সাধ্য তার মধ্যে আমরা তোমার কোন অনিষ্ট করি; সেখানে আমাদের মাথা গলাবার ক্ষমতা নাই। ঐ গগনস্পর্শী প্রাচীরই তোমায়

নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা কর্‌বে। অথবা তুমি যদি মনে মনে অভিমান কর, আমাদের কি ক্ষমতা আছে, আমরা তোমার কি কোত্তে পারি, তোমার যে মস্ত পদ, যে মস্ত আধিপত্য, তাতে কোরে তোমাকে আমরা পেরে উঠ্‌ব না, তুমি আমাদের মৎলব হাসিল কোত্তে দেবে না, আমাদের তাবৎ ফিকির, তাবৎ কৌশল বিফল হবে। তদ্ভিন্ন তুমি যদি এ বিবেচনাও কর, আমাদের মুখেমাত্র ভয় দেখান, চরমে কোন ফলদায়ক হবে না, আমরা তোমার কিছুই কোত্তে পার্‌ব না। তোমার মনে যদি এরূপ অহঙ্কার হয়, সে তোমার নিতান্ত দুর্বুদ্ধি, সে তোমার নিতান্ত কুগ্রহ। তোমার যতই ক্ষমতা, যতই প্রভুত্ব থাক, তুমি আমাদের এঁটে উঠ্‌তে পার্‌বে না, কখনই পার্‌বে না। আমরা মুখেও যেমন বিক্রম করি, কাজেও তেমনি পরাক্রম দেখাই, নির্লজ্জ কাপুরুষের মত কেবল ফোতো জাঁক যকোরে বেড়াই নে। দুষ্পার জলনিধি, কি দুরারোহ গিরিবরও আমাদের গতিস্রোত রোধ কোত্তে পারে না। কি ধরাধর, কি পারাবার, আমাদের ভয়ে মস্তক অবনত বা কলেবর খর্ব্ব করে, পথ প্রদান করে। যুগ-প্রলয়ের ন্যায় মহা অন্ধকার হয়ে মস্তকের উপর ভীষণ কড়কড় শব্দে ঝড়বৃষ্টি, অগ্নিপাত, বজ্রপাত আদি ঘোর অমঙ্গলের ঘন ঘন তুফান হোলেও আমরা স্থির-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি; আমাদের অভিপ্রায়ও স্থির থাকে; সংসার টলে ত আমাদের প্রতিজ্ঞা টলে না। তুমি যে কার পক্ষ, আমরা তা অবগত নই, আমরা তা অবগত হোতেও চাই না। বোধ করি, হয় ত তুমি সুলতানসুজার পক্ষই হবে। তা যদি হও, তবে তোমাকে সাবধান কোরে দেওয়া অনাবশ্যক। ফলে যাই হোক, আমরা তোমাকে এ অনুরোধ কর্‌ব না যে তুমি আমাদের পক্ষ হও, আমাদের সে অভিপ্রায় নয়। আমরা যে তোমাকে অর্থ দিয়ে, কি এর পর তোমার ভাল কোর্‌ব, এই প্রলোভন দেখিয়ে তোমার স্বপক্ষতা ক্রয় কোর্‌ব, তা কখনই কোর্‌ব না। কি ফুস্‌লিয়ে, কি ভয় দেখিয়ে, কি গায় হাত বুলিয়ে, তোমাকে আমাদের দিকে আন্‌বার চেষ্টা কোর্‌ব, তাও কোর্‌ব না। সে মনন আমাদের কোন কালেই নেই। তুমি অবশ্যই তোমার জীবনের মায়া কোরে থাক, তোমাকে সাবধান কর্‌বার নিমিত্ত আমরা এক্ষণে কেবল মুখেমাত্র আটুনি কোচ্ছি। সাবধান! দেখো যেন, কোন কু-অভিপ্রায়ে সুলতান-সুজার গায় হাত দিও না, তাঁর নিকটেও যেও না। কিন্তু তোমাকে আমরা এ কথাও বোল্‌ছি, যদি রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হয়ে কখন যথার্থ লড়াই উপস্থিত হয়, তুমি এক্ষণে যার পক্ষ আছ, কি তৎকালীন যার পক্ষ হবে, তার হয়ে লড়াই কোরো, আল্লার দোহাই, তাতে আমরা তোমার উপর খড়্গহস্ত হব না। যুদ্ধস্থলে সুজার সঙ্গে সামনাসামনি হও ত দুজনে কাটাকাটি মারামারি কোরো, পার ত তাঁকে প্রাণে মেরেই ফেলো, তাতে আমরা কোন কথা কব না, বাঙ্‌নিষ্পত্তি কোর্‌ব না, সুজা যদি মারা পড়েন পোড়্‌বেন, তাতে আমাদের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, তাঁর ভাগ্যে যা আছে, তিনি তাই ভোগ কোর্‌বেন। কিন্তু শঠতা কোরে যদি তাঁকে ফাঁদে ফেল, তার ফল হাতে হাতে পাবে।"

আমি আর কি উত্তর কোর্‌ব, শুনে চুপ কোরে রইলাম। দেখে শুনে অবাক্ হোলেম। ভাব্‌লেম, এ একটি আজব কারখানা। বদ্‌মাশেরা আমাকে যেরূপ কোড়্‌কে দিলে, আমি ত তাদের তাড়াতাড় খেয়ে ভয়ে কতক দমে গেলেম। সুলতান সুজাকে ধরাপাকড়া কোরে আমার অদৃষ্টে যা ঘোটবে, তা ত স্বকর্ণে শুন্‌লেম। রাজকুমারের পক্ষে কতকগুলি স্থির-প্রতিজ্ঞ লোক আছে, তাঁকে ধৃত কোল্লেই তারা আমাকে প্রতিফল তখনি দেবে, তা না দিয়ে ক্ষান্ত হবে না। এক্ষণে সেই সকল বদ্‌মাশের ভয়ে তাঁকে ধরাপাকড়া না কোরে ক্ষান্ত হয়ে চুপ কোরে থাকি, না আমার যা কর্ত্তব্য, তা করি? এখন সে বিবেচনা আমার কাছে।

গুণ্ডারা ঐ কথাগুলি শেষ কোরে, আমার চক্ষুদুটি ফের বাঁধলে, বেঁধে যেখান থেকে ধোরে এনেছিল, সেইখানে আবার রেখে গেল। খিলানের নীচে এসে চোকের কাপড়খানা টেনে

দিলে, হাতের বাঁধনও খুলে দিলে, বোল্লে, 'এখন তুমি স্বচ্ছন্দে রাজবাটী চোলে যাও, আমরা আর তোমাকে বিরক্ত কোর্ব্ব না।'

একে ত সেই ভয়ানক রজনী, রাতও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি যে আজ এক লহমার নিমিত্তেও সুখে নিদ্রা যাব, সেটা অনুমানের বার। ঘুম ত হলোই না, মনে কোল্লেম, চোক বুজে অমনি পোড়ে থাকি, তাও পাল্লেম না। সহস্র সহস্র সংশয় উপস্থিত হয়ে অন্তঃকরণ তোলপাড় কোত্তে লাগ্‌ল, সহস্র সহস্র বিকটাকার কালভয় মনে উদয় হওয়ায় বিভীষিকা দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। ঘুমুলে যে সকল দুর্ভাবনা ভুলে যেতেম, সে মিছে কথা, ভুল্‌তে পাত্তেম না। তবে বৃথা তার চেষ্টা পেয়ে সাধে সাধে সময় নষ্ট কোর্ব্ব কেন? মনে যে কালান্তক দুর্ভর উপস্থিত, তাতে কি সময় মিছে মিছে নষ্ট করা যায়, এ অবস্থায় যে সময়, তার মূল্য নাই, সে অমূল্য।

হা আল্লা রহিম! আমার দশা হলো কি! কি অবস্থায় ফেল্লে আমাকে! সম্রাটের আজ্ঞা প্রতিপালন কোত্তে গেলে মুরাদকে ছেড়ে দিতে হবে; যদি জেল্‌জানের প্রণয়ের অভিলাষ করি, তবে বেগমের মনরক্ষার্থে দারাকে রেহাই দিতেই হবে; আরঙ্গজেবকে পরিত্রাণ না কোল্লে পিতার পরিত্রাণ নাই, তাঁর তবে প্রাণ রক্ষা হয় না। আমার আপনার প্রাণ বাঁচাবার জন্য সুলতানসুজাকে না বাঁচালে নয়; অথচ আবার চারিজনকেই ধোত্তে হবে চারিজনকেই কয়েদ কোত্তে হবে!!! এখন কোন্ দিক্ সাম্‌লাই, কোন্ পথ ধরি, কার মন রাখি। সুলতানসুজার মুখস-ধারী অনুচরদের চোকরাঙানী বড় ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, আমি তা গ্রাহ্যই কোল্লেম না। তার চেয়ে বড় বড় দায়, বড় বড় জখম নাকি ঘাড়ে ঝুলছিল, সেই জন্যে ওদের তর্জ্জন-গর্জ্জনে আমি ভয় পেলেম না। বেগমের সহিত কতক্ষণে সাক্ষাৎ হবে, সেই জন্যে ভারি ব্যস্ত হোলেম, বিবেচনা কোল্লেম, আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তিনি কি বলেন শুনে শেষে যা হয় একটা স্থির কোর্‌বো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"যা ভেবেছ, তা নয়।"

আজ আমখাসের দরবারের পর বরকন্দাজ খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসোফ আপনা হোতে আমার সহিত সাক্ষাৎ কোরে বিস্তর অমায়িকতা, বিস্তর আত্মীয়তা কোত্তে লাগ্‌লেন; যেন তাঁদের সঙ্গে আমার কত কালেরই ভাব,প্রণয়। আমার ত চমৎকার জ্ঞান হলো, ভাবলেম, এ আবার কি ভাব! কিন্তু তাঁদের এই ব্যবহারে স্পষ্টই বোধ হলো, বেগম তাঁদের নিকট অবধারিত কোরে বোলেছেন, আমি নিশ্চয়ই দারার স্বপক্ষ হয়েছি। রাজবালার সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ কোত্তে ভয় হলো, ভাব্‌লেম, দেখা হোলেই তাঁর চোক খুলে যাবে, তখন আর এ ভ্রম তাঁর থাক্‌বে না। বেগমের মন রক্ষা কোরে চোল্‌তে পাল্লে, আমার প্রেমময়ী জেলজানের পাণিগ্রহণের পক্ষে সহজ হবে, অনেক সুবিধা হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে, রাজবালার সঙ্গে বিবাদ কোল্লে সব আশা-ভরসা পণ্ড হবে, তিনি আমার প্রতি কুপিতা বা বিদ্বেষ্টা হোলে উপকার না হয়ে বরং অপকার হবারই সম্ভাবনা।

বেগমের সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রাখ্‌তে গেলে, বাদশাহের অবাধ্য আমায় হতেই হবে; বিশেষতঃ আমার উপর যে ধর্ম্মতঃ ভার আছে, আমি যদি তার মত কার্য্য নাই করি, বেগমের ভয়ে যদি পেছিয়েই যাই, তা হোলে সবে এই আমার প্রথম অধর্ম্মাচরণ করা হবে। তথাচ আমি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, যদি অধর্ম্মই করি, তবে লোকে যেন এ অপবাদ না কোত্তে পারে যে, বিলাস-সুখের অনুরোধেই আমি ধর্ম্মপথে জলাঞ্জলি দিয়েছি। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোত্তে হোলে, আমার মনোময়ী জেলজানের আশা পরিত্যাগ কোত্তে হয়, তাঁকে তবে বিস্মৃত হতেই হবে, আর কখনই বিধুমুখীর মুখচন্দ্র অবলোকন কোত্তে পাব্‌ব না, তা করাও উচিত নয়। বরং আরঙ্গজেবকে রক্ষা কোরে যদি পিতাকে বাঁচাতে পারি, তবে পিতার প্রাণ-

দান দিয়েছি, তখন তাই স্মরণ কোরে মনেরও কতক প্রবোধ হবে, অন্তঃকরণও অনেক সুস্থির থাক্‌বে; যে ক দিন বাঁচ্‌ব, নির্জ্জনে বোসে দিনরাত্তি কেবল সেই চিন্তাই কর্‌ব,—সেই সন্তোষেই দিন কেটে যাবে।

এইরূপ সাত পাঁচ চিন্তা কোরে ঘোড়ার উপর সওয়ার হোলেম। সঙ্গে জনপ্রাণীও নাই, একাকী সহরের মধ্য দিয়ে চোল্লেম। যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সেই শির নোয়ায়। প্রহরীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলে তারা মুখ ফিরিয়ে সেলাম কোত্তে লাগ্‌ল, সকলেই মনে কল্লে, আমি বড় কপালে পুরুষ, আমার মত সুখী আর কেহই নাই! তারা কি অজ্ঞান! আমার অন্তঃকরণে যে কত বোঝা চেপে বোসে আছে, আমি যে কত দুর্ভার বহন কচ্চি তা তারা কিছুই অবগত নয়। আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তা তারা স্বপ্নেও জানতো না।

একটী বৃহৎ প্রশস্ত বাড়ীর দ্বার দিয়ে চোলে যাচ্চি, যেতে যেতে দেখ্‌লেম, অনেকগুলি লোক তাড়াতাড়ি কোরে দ্রব্যসামগ্রী স্থানান্তর কোচ্চে; কেহ কেহ বড় বড় দেপের ভারে কোঁকড় হয়ে চলেছে, কেহ কেহ বা অতি বৃহৎ পুরাতন সিন্দুক ঘাড়ে কোরে হুঁতে হুঁতে লোয়ে যাচ্চে। কতকগুলি পেতলের প্রদীপ, হুঁকো, লালরঙ্গের মলিন মশারি, রঙ্গিণ পর্দ্দা—কিন্তু রং চোটে গেছে, পুরাতন বপেটা, তলো-য়ারের গেলাপ ও খাপ ঝুড়িতে পুরে, স্ত্রীলো-কেরা হাতে কোরে চোলে যাচ্চে। সদর-দর-জার উপরেই একটি বারান্দায় দুটি বালক কাদো কাদো মুখ কোরে যে সকল সম্পত্তি স্থানান্ত হোচ্চে, তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল। আমি বালক দুটিকে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌-লেম। কতক্ষণের পরে চিন্‌তে পাল্লেম যে, তারা জীবকর্ম্মী মুক্তার খাঁর পুত্র। ঐ মুক্তার খাঁর পদে আমি সম্প্রতি নিযুক্ত হয়েছি। এখন আর আমার মনে কোন গোল রইল না; আমি সব বুঝ্‌তে পাল্লেম। মুক্তারের স্ত্রী, সেই অবীরা, মৃত স্বামীর দ্রব্যজাত বিক্রয় কোচ্চে। তার কষ্টের একশেষ হয়েছে; আজ খায়, এমন সঙ্গতি নাই। সে এখন দীনতা ও দাম্ভিকতার কোপদৃষ্টিতে পোড়ে নাকানি-চোবানি খাচ্চে। অথচ আমি তার স্বামীর বেতন ও সুখসম্পদ আত্মসাৎ কোরে মনের স্ফূর্ত্তিতে সুখভোগ কচ্চি! আমার পিতা যদি বক্র না হোতেন, তবে আজ মুক্তার স্নেহবান্ স্নিগ্ধমূর্ত্তি পরিজনে পরিবেষ্টিত হয়ে প্রফুল্লচিত্তে কালাতিপাত কোত্তে পাত্তেন।

আমি ঐ সকল দেখে শুনে ঘোড়া থেকে নাম্‌লেম, ভারবাহীদের বোল্লেম, 'একটু অপেক্ষা কর, জিনিসপত্র সব রেখে, আমার এই ঘোড়াটি ধর, আমি উপরে গিয়ে বিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে, কোন কথা আছে, সেই কথা তাঁরে বোলে যতক্ষণ না ফিরে আসি, ততক্ষণ তোমরা এ ঘোড়াটি ছেড়ে কোথাও যেও না।' তারা তাতে সম্মত হলো। আমি সিঁড়ি দিয়ে বারা-ন্দায় উঠে একেবারে সেই দুটি বালকের কোলের কাছেই উপস্থিত হোলেম। তারা হঠাৎ আমায় দেখে চম্‌কে উঠ্‌ল, আমি সেলাম কোল্লেম, তারাও প্রতি-সেলাম কোল্লে, তদ্ভিন্ন ভদ্রবংশের ন্যায় অতি শিষ্ট-শান্ত হয়ে তারা আমার বিস্তর সমাদরও কোল্লে, তাই দেখে আমি মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হোলেম। আমি বলিলাম, 'আল্লা তোমাদের চিরজীবী করুন। বীর বালক! তোমাদের মা কোথায় গেছেন, ডেকে আন, তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কোত্তে চাই, কোন কথা আছে, বোল্‌বো।'

বালকেরা আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে, পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি কোত্তে লাগ্‌ল, শেষে আর থাক্‌তে না পেরে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কোল্লে। আমি বলিলাম, 'এসো এসো, দুঃখের সময় কি এমন কোরে কাঁদ্‌তে আছে, দুঃখ সোয়ে থাক্‌তে হয়, শোক-তাপ বরদাস্ত করা উচিত, দুঃখভার বহন কোত্তে শেখা আবশ্যক, তোমার পক্ষেও আবশ্যক, আমার পক্ষেও আব-শ্যক, শুধু তুমি আমি বোলে নয়, সকলের পক্ষেই আবশ্যক; কিন্তু তোমরা বালক, বিশেষতঃ তোমাদের দুঃখের কারণ মনে হোলে, তোমা-দের যে অশ্রুপাত হবে, সে বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।'

"কি বলেন মহাশয়! পিতা আমাদের কত

স্নেহ, কত আদর, কত যত্ন কোত্তেন, আমরা তাঁকে কখনই ভুলতে পারব না। আমরা যে বড় হয়ে মানুষের মত হয়েছি, সে তাঁরি প্রসাদাৎ। তিনি আমাদের খাইয়েছেন, পরিয়েছেন, আমাদের কত আবদার সয়েছেন। তিনি যত কাল বেঁচে ছিলেন, আমাদের কোন দুঃখই ছিল না, এখন পথের ভিকারী হয়ে দাঁড়িয়েছি। তেমন পুত্রবৎসল স্নেহবান্ পিতা কেহ কখন পাবে না, তাঁকে আমরা কখনই বিস্মৃত হোতে পারব না, আমরা যত কাল বাঁচব, তাঁর গুণ, তাঁর স্নেহ স্মরণ কোর্‌ব।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই উত্তর করিল।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লে, "হায়! কি আক্ষেপ! সেই দিন থেকে তীর-ধনু কেমন, একবার চক্ষে দেখি নি, একবার ছুঁইও নি। আমার পাখীগুলি—" এই কথা বোলতেই ঝর ঝর কোরে চক্ষের জল পড়্‌তে লাগ্‌ল, তাই দেখে আমি আর থাক্‌তে পাল্লেম না, পাখীগুলি কোথায়, কেমন আছে, কি হয়েছে, এই সকল সন্ধান জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেম। সে আর কোন উত্তর কোত্তে পাল্লে না, কথা কইতে গেলেই অমনি তার কান্না পায়, অমনি ফুলে ফুলে কেঁদে উঠে, অশ্রু-জলে শ্বাস অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তার জ্যেষ্ঠেরও দুই চক্ষু ছল ছল কোচ্ছিল, সে কিন্তু বোল্লে, "অন্য অন্য জিনিসপত্র যেমন বিক্রয় হয়েছে, সেই সঙ্গে পাখীগুলিও বিকিয়ে গেছে।"

আমি বলিলাম, "বীরবালক! তোমাদের আর কাঁদ্‌তে হবে না, চক্ষের জল মুছে ফেল, তোমাদের বাজগুলি তোমরা ফিরে পাবে, তোমাদের তীরগুলি ময়দানে পূর্ব্বের মত উড়ে বেড়াবে, এমন দিন আবার হবে। আমার এমন ভরসা আছে, সে দিন আমি চক্ষে দেখ্‌তে পাব।"

বালক হৃষ্টচিত্ত হয়ে বোল্লে, "কি বল্লেন মহাশয়! আমাদের কি এমন দিন আবার হবে? সেই আকাশগামী বাজ, আমার সেই প্রাণের সমান শীকারী আমার আঙ্গুলের উপর এসে বোসবে? মহাশয়! তা আর কেমন কোরে হবে? তার উপায় কি?"

আমি বলিলাম, "ভয় কি? তার উপায় আছে। তুমি গিয়ে তোমার মাতাকে সংবাদ কর যে, কে একটি ভদ্রলোক এসেছেন; তিনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বেন। তোমার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলে সব বিলি-বন্দোবস্ত হবে।" ঐ কথা শুনেই বালক-শীকারী অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল, আবার নিমেষের মধ্যে দুঃখিনী মাতার সঙ্গে ফিরে আসিল। দেখ্‌লেম, মুজ্জারের স্ত্রীর আর সে শ্রীছাঁদ নাই; অতি মলিন, অতি বিষণ্ণ! মুখ-চোক সেহা হয়ে বোসে গেছে, সর্ব্বদা উদাসভাব। আমাকে দেখেই অমনি শিউরে উঠ্‌লেন। তার তাৎপর্য্য এই, আমি যে তাঁর বাড়ীতে যাব, এটি অভাবনীয়, তাই তাঁর বিস্ময় বোধ হলো, চমকে উঠ্‌লেন। আমি বোল্লেম, "ওগো স্নেহময়ী মাতা, তোমার স্বর্গগত স্বামীর পদের উত্তরাধিকারীকে তোমার বাড়ী আসতে দেখে তোমার বিস্ময় হলো কেন?" মুজ্জারের স্ত্রী বলিলেন, "ও সব কথা পরে হবে। আচ্ছা, বলুন দেখি, আপনিই কি আমার স্বামীর নামে বাদশাহের কাছে চুকলি কোরেছিলেন? আপনিই কি তাঁর পদ লইবার জন্যে তাঁকে টেনে হিঁচড়ে মৃত্যুমুখে লয়ে গিয়েছিলেন?"

আমি বলিলাম, "শুনেছেন আল্লা! তোবা!! তোবা!!! যা ভেবেছ, তা নয়! তাতে যে আমার কোন পাপ নাই, সেই সর্ব্বসাক্ষী জগদীশ্বরই তার সাক্ষী। আমি সেই নৃশংস ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও অবগত ছিলেম না। তাঁর কর্ম্মে আমার যত স্পৃহা ছিল, গুরুদেবই তা জানেন। সকলে ধোরে বেঁধে জোর-জবরদস্তি কোরে সম্প্রতি সেই কর্ম্মে আমায় বাহাল করেছেন। সে পদ মুজ্জারের তুল্য লোকেরই শোভা পায়, তদ্ভিন্ন আর কারো সাজে না। আমি কোন প্রকারেই তাঁর পদের যোগ্য নই। আমি অজানত হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লেম, তোমার পুত্রেরা অধোবদনে দাঁড়িয়ে আছে, তাই দেখে ইচ্ছা হলো, বাটীর মধ্যে প্রবেশ কোরে জিজ্ঞাসা করি, কেন তুমি দ্রব্য-সামগ্রী হস্তান্তর কোচ্চো?"

"হায় কি পরিতাপ! কারণ ত স্বতই ব্যক্ত রয়েছে!—অর্থ নাই, বন্ধু-বান্ধব নাই, এই

কারণ। তা ভিন্ন আর কি কারণ?" মুক্তারের স্ত্রী এই উত্তর করিলেন।

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, তোমার দ্রব্য-সামগ্রী সব ফিরিয়ে আন, তোমার পুত্রেরা বাজ শীকারী কি তীর-ধনু লয়ে যেমন কেলি-কৌতুক কর্‌তো, যেমন আমোদ-আহ্লাদ কর্‌তো, তেমনি করুক, আমি যত কাল বাচ্‌বো, আর যত দিন আমার ক্ষমতা থাক্‌বে, তোমার কিছু ভাব্‌তে হবে না, কোন বিষয়ে তোমার অপ্রতুল হবে না।"

মুক্তারের স্ত্রী উচ্চস্বর কোরে বোল্লেন, "আ! যে দিন থেকে আমি স্বামিহীনা হয়ে অনাথিনী হয়েছি, এরূপ সান্ত্বনাবাক্য আমার কর্ণে প্রবেশ করে নি, আজ শুনে আমার অন্তঃকরণ জুড়ুলো, আমি যেন স্বর্গ হাতে পেলেম, এতদিনের পর প্রাণধারণের উপায় হলো। আপনি আমার পূর্ব্বকল্যের সুহৃৎ ছিলেন, তাই আজ আপনা হোতেই এ হতভাগিনীর অবলম্বন হোলেন। কিন্তু মহাশয়! আমি আর এ ভিটেতে বাস কোর্‌ব না, এ বৃহৎ বাড়ী, আমার অবস্থামত নয়, বিশেষতঃ এ বাড়ীতে বাস কোরে আপনার দান গ্রহণ কোল্লে, লোকে কলঙ্ক রটিয়ে দেবে, বোল্‌বে, যে এত বড় বাড়ীতে বাস করে, তার কিসের দুঃখ, তবে কেন সে পরের দান গ্রহণ করে?"

তাঁর কথাগুলি অপ্রামাণ্য কোত্তে পাল্লেম না, কিন্তু আমি তাঁকে বোল্লেম, "তুমি এখানেই থাক, আমি কোন ফিকির কোরে চুপে চুপে কিছু কিছু খরচ দেব, তুমি তা মাসে মাসে পাবেই পাবে, তার অন্যথা হবে না। যা দেব, তাতে তোমার অন্নবস্ত্রের দুঃখ থাক্‌বে না, তা ছাড়া, ছেলে দুটির লেখা-পড়ারও খরচ চোলে যাবে।"

মুক্তারের স্ত্রী অনেক আপত্তি কোল্লেন, এ বাড়ীতে থাক্‌তে কোন মতে সম্মত হোতে চান না, বোল্লেন, "বাড়ী বেচে যে অর্থ পাব, তাতে আমার অনেক সুসার হবে।" আমি অনেক বোলে কোয়ে অনেক বুঝিয়ে শেষে তাঁকে কতক রাজি কোল্লেম, আপাততঃ তিনি ক্ষান্ত হোলেন। ঘরের যাবতীয় তৈজসপত্র একটি দালালের বাড়ীতে লয়ে যাচ্ছিল, আমি সব আটক কোল্লেম। সেই সকল জিনিস বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা হলো।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াসমিনের বাজ, তার শীকারী পুনরায় যখন তার হাতের উপর এসে বোসল, তার মুখে আর হাসি ধরে না; সে তখন আনন্দে পুলকিত হয়ে তুড়ি দিয়ে নাচ্‌তে আরম্ভ কোল্লে। তাই দেখে আমিও মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হোলেম। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়ারমহম্মদও আহ্লাদে বগল বাজিয়ে উঠ্‌ল। সে হাস্‌তে হাস্‌তে আপনার বড় যত্নের কলমদানটি টেনে লোয়ে তা থেকে একটি কলম বার কোরে কবিতা লিখ্‌তে বোস্‌ল। তার মাতার দিকে আড়্‌চক্ষে চেয়ে বোল্লে, "মা! দরিদ্র-বান্ধব, আমাদের আশ্রয়দাতা সাদকের নামে এই কবিতাগুলি লিখ্‌ব মনন কোরেছি।"

আমি বোল্লেম, "আচ্ছা, লেখা হোলে আমার পাঠিয়ে দিও, তোমার স্বহস্তের রচনা পেয়ে আমি যত প্রফুল্লিত হব, কেহ যদি আমায় লক্ষ টাকা দেয়, তাতে আমার তার অর্দ্ধেকও আমোদ হবে না।" বালক ঐ কথা শুনে তাড়াতাড়ি একটা কলম কেটে কাগজ আঁক্‌তে আরম্ভ কোল্লে। ইয়াসমিন বোল্লে, "আমার বাজ প্রথম যে পাখী শীকার কোর্‌বে, সেটি আপনাকে নজর দেব।" ঐ কথা বোলে, পাখীগুলির গায়ে হাত বুলিয়ে চুমকুড়ি দিয়ে তাদের কত আদর কোত্তে, তাদের সঙ্গে কত কথা কইতে লাগ্‌ল। পাখীগুলি তখন গা ফুলিয়ে, ডেগ্ড়া-ঝাড় কোরে, মহাগর্ব্বিতভাবে ইয়াস্‌মিনের হাতের উপর বোসে ছিল।

ইয়াস্‌মিন বোল্‌তে লাগ্‌ল, "ইয়া তেজ-পরোয়াজ! সাবাজ তোমাকে পরাস্ত কোর্‌বে, আকাশগামী তাই দেখে তোমায় এত ঠাট্টা, বিদ্রূপ, এত উপহাস কোর্‌বে যে, ময়দান থেকে তোমায় পালিয়ে যেতে হবে।" তার পর আমার দিকে চেয়ে বোল্‌তে লাগ্‌ল, "গরিবপরোয়ার! আমার দিব্বি, আপনি সত্য বলুন, আকাশ-গামী কি দেখ্‌তে খুব সুন্দর নয়? এই দেখুন, কেমন একটি ঝুঁটি, ঠোঁটটি কেমন ধারাল, এই চেয়ে দেখুন, পায়ের নখগুলি কেমন সুদৃঢ়, একে কি পাখীর রাজার মত দেখায় না?"

আমি বোল্লেম,"তা মিথ্যা নয়, রাজার মতই দেখায় বটে। কিন্তু আমি দুটি বই পাখী দেখ্‌ছিনে, তার মধ্যে তেজপরোয়াজ কে?"

"মোল্লার ছেলে, ছোট মোবারক, তেজপরোয়াজ, তারি। তার সঙ্গে আমার কথা হয়, একদিন পাখীর লড়াই দিয়ে কৌতুক দেখ্‌ব বাজিও রাখ্‌বার কথা ছিল, দেখি কে হারে, কে জেতে। ইতিমধ্যে সেই ভয়ঙ্কর কাল-দিন উপস্থিত হয়ে সে আমোদ আহ্লাদ ঘুচিয়ে দিলে, সব গোল্লায় গেল।"

ঐ সকল দেখে শুনে আমার মন দুঃখে গোলে গেল, অন্তঃকরণে দয়া উপস্থিত হলো। সেই অনাথা স্ত্রীলোকটিকে ডেকে বোল্লেম, "জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল কোর্‌বেন, তোমার এ কষ্ট চিরদিন থাক্‌বে না।" তাঁকে এই সান্ত্বনা-বাক্যে আশ্বস্ত কোরে আমি সেখান থেকে বিদায় হয়ে চোল্লেম। আমি নাকি কিছু কিছু সাহায্য কোর্‌ব বোলেছি, দুঃখিনী মুক্তারের স্ত্রী তাই শুনে তখন অনেক সুস্থ হয়েছে। আমি বোল্লেম, "তোমরা যখন এ বাড়ী ছেড়ে অন্য একটা ছোট বাড়ীতে উঠে যাবে, তার পূর্ব্বে আর একবার আমি এসে সাক্ষাৎ কোরে যাব।"

এখন বাড়ীর দিকে চোলেছি, সন্ধ্যাও হয় হয় হয়েছে, পথে যেতে যেতে মনে কোল্লেম, হয় ত এতক্ষণ সেই বৃদ্ধা এসে বোসে আছে। যা মনে কোরেছিলেম,তাই হলো। ঘরে গিয়ে দেখি,সেই বৃদ্ধা জলপ্রপাতের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে বড় অধিকক্ষণ অপেক্ষা কোরে থাক্‌তে হয়নি। সে আস্‌তেই আমি তখনি গিয়ে জুট্‌লেম। তারে দেখে বোল্লেম,"তুমি আমাকে আর একটিবার আমার প্রাণপ্রিয়ার ঘরে লোয়ে চল।" ঐ কথা শুনে সেই স্থবিরা নির্লজ্জের ন্যায় আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সেই সময় আমি যেন অনুমান কোল্লেম, সে একবার একটু মুচ্‌কে হাস্‌লে,হাসির ভঙ্গীটু কেমন এক প্রকার বোধ হলো, তাতে যেন প্রতারণার গন্ধ ছিল। যাই হোক, আমি সংশয়ে দোলায়মান হয়ে বৃদ্ধার আগে আগে চোল্লেম। পথে যেতে যেতে মুহুর্মুহুঃ তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। আমি যেরূপ আগ্রহভরে তার দিকে ঘন ঘন চেয়ে দেখ্‌তেছিলেম, তাতে বোধ হয়, স্থবিরা আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরেছিল, তাকে তা বুঝ্‌তেই হবে; তত আগ্রহ দেখে না বুঝে থাক্‌বার যোই ছিল না।

আমি যা ঠাওরেছিলেম।—আজ একটা নূতন কারখানা উপস্থিত না হয়ে যায় না। অন্য অন্য দিন যে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তেম, সেই সিঁড়ির নীচে দিয়ে অন্য একটি গৃহে প্রবেশ কোত্তে হলো। আমি গিয়ে কেবল বসেছি,এমন সময় একটি যুবতী অবগুণ্ঠিতা হয়ে, আর একটা দরজা দিয়ে ঐ কামরায় প্রবেশ কোল্লেন। যুবতী যেমন এসে বোস্‌লেন, বৃদ্ধা অমনি সেই দরজা দিয়ে সোরে পোড়্‌ল। এই অভাবনীয় অভিনব সাক্ষাতের কি ফল দর্শে, তাই জান্‌বার জন্যে আমি মনে মনে মহাব্যস্ত হোতে লাগ্‌লেম। যে রমণী আমার সম্মুখে উপস্থিত, তিনি যে বেগম নহেন, অথবা আমার প্রাণ-প্রতিমা দেলজানও নহেন, সেটি আমি স্পষ্টই জান্‌তে পেরেছিলেম।

যুবতী বলিলেন, "সালক! তুমি একজন অপরিচিতের কাছে উপস্থিত হয়েছ বোলে তোমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে; বিশেষতঃ ক্রমিক কয়েক দিবস ধোরে উপরতালায় ভারি আমোদ-প্রমোদের দেখা-সাক্ষাৎ চোল্‌ছিল, তার কাছে এ দেখা-সাক্ষাৎ অতি নীরস; তোমার প্রাণ খুল্‌বে কেন? এ কাষ্ঠ আলাপে তোমার মন উঠ্‌বে না, আমি তা জানি। কিন্তু আমি তোমাকে অবধারিত কোরে বোল্‌ছি সে দেখা-সাক্ষাৎ যেরূপ চোল্‌ছিল, সেইরূপই চোল্‌বে, তার কোন ব্যাঘাত হবে না। কিন্তু এর পর উত্তরকালে পাছে তোমার সেই আমোদ আহ্লাদের প্রতিবন্ধক জন্মে, তাই বিবেচনা কোল্লেম, তোমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়ে থাকা ভাল। সে ব্যাঘাত যাতে না ঘোট্‌তে পারে, তার পূর্ব্বসূত্র, তার পূর্ব্বব্যবস্থা কোরে রাখ্‌লেম, তাতে হানি কিছু আছে, তা নয়। আমার কথা শুনে যেন ভয় পেও না, চমকেও যেও না। বেগম সাহেবের কথাগুলি যেমন ভয়ানক, তাঁর ভগ্নী রসিনারার

কথা তার চেয়ে অধিক ভয়ানক নহে, আমার ত এই বিবেচনা হয়।"

যিনি আমার সঙ্গে অপ্রকাশভাবে চুপে চুপে সাক্ষাৎ কোল্লেন, তিনি রাজপুত্রী রসিনারা। রাজবালার পরিচয় পেয়ে আমার বিস্ময় গোপন কোত্তে পারলেম না। কিন্তু শাহাজাদী আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে মনে মনে বিরক্ত হোলেন বোধ হলো। আমি যে ঘরের লোক, আমি যে অবস্থার মানুষ, তাতে কোরে রাজবালা যে ডেকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেন, এটি আমার পক্ষে মহা গৌরব, ভারি শ্লাঘার বিষয়, সুতরাং আমায় বল্‌তে হলো, "আর্য্যে! আমি আজ ধন্য, আমি আজ কৃতকৃতার্থ হোলেম। আপনি যে উপযাচক হয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বেন, আমি তার যোগ্য নই, সেটি অভাবনীয়, স্বপ্নের অগোচর, আপনার কি অভিপ্রায়, আজ্ঞা করুন, আর তা কিরূপে সুসিদ্ধ হোতে পারে, তাও বলুন; আমি আপনার হুকুম বরদারি কোরে প্রস্তুত আছি।"

বাদশাহজাদী বোল্লেন,"আমি অনেক ঝুঁকি ঘাড়ে কোরে নিয়েছি, আমি বিবাহিতা, আমার ভগ্নী অবিবাহিতা, সুতরাং আমার যতখানি লোক-লজ্জার ভয়, তাঁর তত নয়। কিন্তু কি করি, আজকাল যে কাল পোড়েছে, তাতে কোরে যে বিপদই হোক, আমাকে তা পোয়াতে হবে। কোন সহোদরের অনুরোধে আমি কোন বিপদকে বিপদ্ জ্ঞান কোর্‌ব না। পরম্পরায় শুন্‌তে পেলেম, রাজকুমারেরা ধৃত হবেন; আমার স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয়েছে, সে কথাও আমি শুনেছি। কিন্তু সাদক, তুমি জেনো, তিনি অতি অল্পকালের নিমিত্তে বেগমের অধীন আছেন, তাঁর উপর অধিক কাল তাঁর আধিপত্য থাক্‌বে না। তুমি যদি অকপট অথচ বলবান, প্রভুত্বশালী মিত্রের বাসনা রাখ, তবে আমি যে পরামর্শ দেব, তাতে কর্ণপাত কোরে তোমার নিজের মত কার্য্য করা হবে।" আমি নীরব হয়ে রইলেম, তথাচ আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "যদি দেলজানের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা থাকে, তবে আরঙ্গজেব যেন ধৃত না হন, তাঁরে ছেড়ে দিতে হবে।"

আমি বলিলাম, "ভদ্রে! আমার প্রতি অবধান করুন। বেগম সাহেব বোলেছেন, যদি দেলজানের প্রণয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকে, তবে রাজপুত্র দারাকে অবশ্যই বাঁচাতে হবে, তাতে কোরে আমি এই স্থির কোরেছিলেম, আপনি আর দেলজান দারার পক্ষ হয়েছেন, আপনারা ঐ দারারই মঙ্গল কামনা কোরে থাকেন।" রাজবালা বোল্লেন, "সেটি তোমার ভুল, তুমি সে বিষয় তলিয়ে বুঝ্‌তে পার নি। আমরা উভয়েই আরঙ্গজেবের শুভাকাঙ্ক্ষিণী; কিন্তু আমাদের ভগ্নী বেগম মনে কোরে থাকেন, আমরা দারার পক্ষই আছি, মনে মনে তাঁরই মঙ্গল চেয়ে থাকি। কিন্তু তিনি যা ভেবেছেন, তা নয়, তিনি এ বিষয়ে যে অন্ধ আছেন, সেই অন্ধই থাকুন, এখন তাঁর চোখ খুলে দিলে ভারি প্রমাদ ঘোট্‌বে, তা হোলে অনভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শীর ন্যায় কার্য্য করা হবে। এই রাত্রেই বেগম তোমাকে ডেকে পাঠাবেন, তোমার সঙ্গে দেখা হোলে তিনি এই কথা বোল্‌বেন, এ বিষয়ে দেলজান যেমন যেমন বোল্‌বেন, তুমি তাই কোর্‌বে, এই কথা তুমি স্বীকার কর। তোমার তাতে আপত্তি কি? তুমি স্বচ্ছন্দে তাই স্বীকার কোরো। তিনি মনে কোরেছেন, দেলজান দারার জন্যই অনুরোধ কোর্‌বেন, সাদক! তা নয়, আমি তোমাকে একেবারে নির্দ্ধারিত কোরে বোল্‌ছি, তা নয়; দেলজান তোমাকে শুদ্ধ আরঙ্গজেবের উদ্ধারের কথাই বোল্‌বেন, তা ভিন্ন আর কারও জন্যে অনুরোধ কোর্‌বেন না।"

আমি বলিলাম, "ভাল, মনে করুন, আমিই যদি যুবরাজ দারার মিত্র হই?"

"তুমি যে তা হবে, আমি এমন বিবেচনা করি নে, যেহেতু, তোমার পিতা আরঙ্গজেবের পক্ষে আছেন।" রসিনারা এই উত্তর করিলেন।

আমি বলিলাম, "তা হোলেও হোতে পারে, কিন্তু তাই বোলে যে আমিও—"

আমার কথায় চাপা দিয়ে, রসিনারা অমনি বোলে উঠ্‌লেন, "আমায় ক্ষমা কর, 'তাই বোলে যে, সে কথা রেখে দাও, তুমি যে আরঙ্গজেবের পক্ষ হবে, তার অনেক বলবৎ কারণ আছে, সে

ব্যক্তি তোমার পিতার প্রাণ আপনার মুঠোর মধ্যে রেখেছে। আজ তোমার সঙ্গে এ সাক্ষাৎ না কোরেও ক্ষতি ছিল না। পাছে তুমি অগ্র-পশ্চাৎ না বিবেচনা কোরে বেগমের কথামত চোল্‌তে অঙ্গীকার কর, সেই ভয়ে ডেকে পাঠিয়েছি। আমার ইচ্ছা যে,সেইটি না ঘটে,তা হোলে বেগম তোমাদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে এই দুর্নাম রটিয়ে দেবে যে, তোমরা—তুমি আর দেলজান—গোপনে-গোপনে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ কোরে থাক। আমি যে সে বিষয়ের কিছুই অবগত ছিলেম না, তুমি ত জানই, কিন্তু তুমি যদি তার মতে চল,তা হোলে বেগম আমাকেও ছাড়্‌বেন না, আমায় সুদ্ধ জড়াবেন। আমার নামে বদনাম তুলে দিয়ে অখ্যাতি কোরে বেড়াবেন। তা হোলে লোকের গঞ্জনায় আমি আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পার্‌ব না। আর কিছুদিন পরেই দেলজান আমার সঙ্গে একত্রে বাস কোর্‌বেন, আমার অধীন হবেন, তখন আর তাঁর উপর আর কারও ক্ষমতা থাক্‌বে না। তাই জন্তে আমি যা বলি, তিনি তা শুনেন, আমার মন বুঝে চলেন, কিন্তু লোক-দেখান বেগমের আজ্ঞাকারী হয়ে আছেন, তিনি যেন তাঁরি শরণাগত। আমার স্ত্রীর বড় উগ্র স্বভাব, তাই তাঁকে ভয় কোরে চোল্‌তে হয়।

দেলজান এ কালের মত মেয়ে নয়, সে কাহাকে প্রবঞ্চনা কোত্তে চায় না,তার সে স্বভাবই নয়। কপট ব্যবহারের প্রতি তার আন্তরিক বিতৃষ্ণা। আমি বড় পেঁচেই পোড়েছি, এত কোরে বুঝাচ্ছি, এত চেষ্টা পাচ্ছি,তবু তারে এ পথে আন্‌তে পাচ্ছিনে। তাকে বলি, তুই মনের কথা কাকেও বলিস নে, ঢেকে ঢেকে নে বেড়াস, কিন্তু মুখে খুব আত্মীয়তা করিস, বেগম যেন তোমার কথায় ভুলে যায়, তাঁর মনে বেশ প্রত্যয় হয় যে, তুমি তারি লোক, আর কারও নও, অথচ তোমার অন্তরে যা আছে, তা আছেই। কিন্তু দেলজান তাতে বড়, বিরক্ত, দুষ্টমি করা তার পক্ষে যেন বাঘ ভালি হয়, তার নাম কোত্তে সে তেলে-বেগুনে জলে উঠে, তবু আমি না-ছোড় হয়ে অনেক দুরস্ত কোরে তুলেছি।—আচ্ছা, তবে এখন আমি চোল্লেম, তুমিও বিদায় হও। আমি যে পরামর্শ দিয়েছি, সেইমত চোলো। তুমি যাকে ভালবাস মুখে বল, তার সঙ্গে যাতে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তার চেষ্টার ত্রুটি হবে না। বেগম যে চোট্‌বেন, সে আশঙ্কা কোরো না, তিনি চোট্‌তে পার্‌বেন না। তিনি যে আমাদের কুহকে পোড়েছেন, আমরা যে তাঁকে এ পর্যন্ত কেবল দম্‌সম দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছি,তিনি যখন তা জান্‌তে পার্‌বেন, তখন আর তাঁর এ আধিপত্য থাক্‌বে না, তখন আমাদেরই রাজত্ব হবে; তবে আর তাঁকে ভয় কি? তখন আর তিনি চোটে কি কোর্‌বেন? আমার ভয়ে তাঁকে তখন কেঁকড় হয়ে থাক্‌তে হবে। আমি যা বোল্‌ব, সেইমত তাঁকে চোল্‌তে হবে। সে সময় রাজপুরীর মধ্যে কেবল আমিই এক-মুখ-রুদ্রাক্ষ হব, আমি যা কর্‌ব, তাই হবে, আমার কথার উপর কারও কথা কবার ক্ষমতা থাক্‌বে না।"

আমি শুনে খানিক ক্ষণ চুপ কোরে রইলেম, মনে মনে কত কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। পাঁচ রকম ভেবে চিন্তে শেষে বোল্লেম, "রাজবালা! আমি যাঁর পক্ষ, আপনি আর সরলা দেলজানও যে তাঁরই পক্ষ, সে কথার প্রতি আর আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনারা যে আরঙ্গজেবের দিকে আছেন, সে কথা কারও কাছে অপ্রকাশ্য নাই। আমি শুনেছি, আপনারা তার পক্ষ আছেন বোলে বরকন্দাজ খাঁ, আপনাদের উপর ভারি বিরক্ত।"

রাজপুত্রী বোল্লেন, "সে কথা মিথ্যা নয়, বিরক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু এখন নাই। দেখ্‌লেম যে, আমায় কেউ কোন কথা বলে না, রাজ্যতন্ত্রের সম্বন্ধে যে কোন পরামর্শ, যে কোন মন্ত্রণা হয়, আমি তার কিছুই জান্‌তে পারি নে, আমার কাছে কেউ তা ভাঙ্গে না। তাই বিবেচনা কোরে দেখ্‌লেম, আমায় খোলস না বদলালে চলো না। আমি যদি মুখে বলি, আমার স্বামী বোলে কয়ে আমার মত ফিরিয়েছেন,এখন তাঁর মতেই আমার মত, তিনি যে পক্ষ, আমিও সেই পক্ষ। এ ছাড়া আমি যদি লোকদেখান দারার প্রতি স্নেহ-মমতা করি, কি আমি যদি মুখে জানাই, তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক টান,

তা হোলে সকলে মনে কোর্‌বে, আমি সত্য সত্যই দারার পক্ষ হয়েছি ; তবে আমায় কেউ কোন কথা ছাপাবে না। মনে যা ভেবেছিলেম, কাজেও তাই গোড়াল ; সেই অবধি আর আমার কাছে কেউ কোন কথা ভাঁড়াভাঁড়ি করে না, এখন আমায় সকলে সকল কথা খুলে বলে। আমি মুখে বোলে বোলে বেড়াই, আমার মত ফিরে গেছে, এখন আর আমি আরঙ্গজেবের দুঃখে দুঃখিত নই। বরং কেউ তাঁর নাম কোল্লে মুখ সেকট-বিকট কোরে মহাবিরক্তিভাব জানাই, কখন বা তাঁর নাম শুনে কানে হাত দি, তাদের বলি, ও নাম আমার কাছে কেউ কোরো না। কখন বা তাঁর নামে অগ্নি-অবতার হয়ে, দুই চক্ষু লাল কোরে তাঁর উপর চোটে উঠি। যার তার কাছে বোলে বেড়াই, 'দারা জ্যেষ্ঠ পুত্র, সিংহাসন সেই পাবে ; আরঙ্গজেব কে ?' যদি আরঙ্গজেবের হয়ে কেউ কোন কথা বলে, অমনি ব্যাঘ্রবাঘিনীর মত তার ঘাড়ে পড়ি, খুব চোট্‌পাট্‌ কোরে দশ কথা শুনিয়ে দিই, সে অমনি মুখ-ছোপ খেয়ে থতমত খেয়ে চুপ কোরে থাকে। আমার কৌশল এ পর্য্যন্ত কেহ বুঝ্‌তে পারে নি, দারার হয়ে যা করি, সব মৌখিক লোক-দেখান, আন্তরিক কিছুই নয়। আমার ঐ লোক-দেখান মত ফিরে যাবার পর,দুই তিন বিষয়ে আমার চালচলন, আমার কার্য্যের প্রণালী দেখে আমার স্বামী আর বেগম, উভয়েই মুগ্ধ হয়ে পোড়েছেন, তাঁরা একেবারে এঁকে ঠিক দিয়ে বোসে আছেন যে, আমি সত্য সত্যই দারার স্বপক্ষ হয়েছি। সেই অবধি তাঁরা যখন যে পরামর্শ, যখন যে মন্ত্রণা করেন, আমায় সব খুলে বলেন। কিন্তু খবরদার বালক ! আমার সঙ্গে যে তোমার দেখা হয়ে কথাবার্ত্তা হয়েছে, বেগম যেন এ কথার বাষ্পও না জান্‌তে পারে। তোমার আকার ইঙ্গিত কি ভঙ্গী দেখে যেন ও কথার আভাসও না পায়। সাবধান, সতর্ক হয়ে যত চোল্‌তে পার, চোল্‌বে, মুখে খুব আত্মীয়তা কোরে মন ঢেকে রেখো, অন্তরের কথা কদাচ ব্যক্ত করো না। দমবাজি, জাল কথা কয়ে, ফেরেববাজি কোরে লোকের মন যত ভুলিয়ে ভাঁড়িয়ে রাখ্‌তে পার, রেখো।" এই কথা বোলে রাজবালা একটি অঙ্গুলী হেলিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন। এই বৃদ্ধা আমাকে বেগমের কাছে লোয়ে যাবার জন্যে ঐ দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে সঙ্গে লোয়ে আমি বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম।

বেগম আমায় দেখে বোল্লেন, "বালক! আজ তোমার আস্‌তে একটু বিলম্ব হয়েছে, তা হয়েছে হয়েছে। কলে আমি তোমায় যে যে কথা শিখিয়ে দিয়েছি, সেগুলি স্মরণ আছে ত, বোধ করি, সেগুলি একবার মনে মনে তোল কোরেও দেখে থাকবে। দেখো, শেষে যেন পাগলামী কোরে আমার অবাধ্য হয়ে চলো না, শুধু আমার কেন, তোমার প্রাণপ্রতিমা দেলজানেরও বটে। আমাদের মতে না চোলে শেষে যে দুর্দশাগুলি ঘোট্‌বে,—ঘোট্‌বেই যে, তার সন্দেহ নাই,—সেগুলিও তুমি মনে মনে ঠাওরিয়ে দেখেছ বোধ হয়।"

আমি বলিলাম, "ভদ্রে! দেলজান আমার অদৃষ্টের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি মারে মরি, রাখলে থাকি ; আমার জীবন তিনি। দেলজান আমার শুভাশুভের নির্দ্দেশকর্ত্রী, তিনি যে পথ দেখিয়ে দেবেন, আমি সেই পথ ধোরে চোল্‌বো ; দেলজান আমার সংসার-যাত্রার পথ-প্রদর্শিকা। তাঁরও যে মত, আমারও সেই মত ; আমি তিনি ছাড়া নই।"

বেগম বলিলেন, "বালক ! তবে তুমি তিন সত্যি কোরে করার কর, কিরে-দিব্যি কোরে, শপথ কোরে বল যে, দেলজান যা বোলবে, তুমি তাই কোর্‌বে। আমি তোমায় তিন সত্যি কোরে বোলছি, তুমি যদি আমার মিত্র হও, আমিও তোমার মিত্র হব, তুমি যদি আমার উপকার কর, আমিও তোমার উপকার কোর্‌ব। যখন সময় হবে, যখন সুবিধা দেখবো, তখন দেলজানের সঙ্গে তোমার মিলন হবার চেষ্টা কর্‌ব।"

আমি বলিলাম, "রাজপুত্রি! আমি দিব্যি কোরে বোল্‌ছি, আমি কসম খেয়ে বোল্‌ছি, দোহাই ধর্ম্মের, আমি যদি মিথ্যা বলি, সর্ব্বনাশ হবে ; আমার গায় যেন মহাব্যাধি হয়, আমি

যেন খসে গলে মরি ; আমি যদি দাগাবাজি করি, আমার যেন নরকে বাস হয় ; এ বিষয়ে দেলজানের অভিপ্রায় লোয়ে চোল্‌ব, তা তাঁর যে অভিপ্রায়ই হোক।"

বেগম বলিলেন, "বশ, ঢের হয়েছে, এখন তুমি আমার সঙ্গে এসো।" আমি তাই কোল্লেম, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চল্লেম। তিনি আমায় দেলজানের ঘরে লোয়ে গেলেন। দেলজান যে অনেকক্ষণ ধোরে আমার আগমনের প্রতীক্ষা কোচ্ছিলেন, তাঁর মুখ দেখে সেটি স্পষ্ট বোধ হলো। বেগম একটু অগ্রসর হয়ে বোল্লেন, "দেলজান! আমি যে লোকটিকে সঙ্গে কোরে এনেছি, ইনি একটি বিষয়ে তোমার মতের অনুগত হয়ে চোল্‌বেন স্বীকার কোরেছেন। তোমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হয়ে, উঠে যাবার সময় তোমার যা মনোগত অভিপ্রায়, তা তাঁকে অবগত করিও।" এই কথা বোলে বেগম চোলে গেলেন।

দেলজান অতি ম্লান হয়ে একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আক্ষেপ কোরে বোল্লেন, "হায়! প্রাচীরে ঘেরা এই ঘৃণিত পুরীর মধ্যে ছল,প্রবঞ্চনা, চাতুরী প্রভৃতি কোন্ দুষ্কর্ম, কোন্ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান না হয়! এ কি কম ঘৃণার কথা!" তার পর যুবতী বোল্লেন "সাদক! বোধ করি, আপনি রসিনারার সঙ্গে দেখা কোরেছেন, তাঁর সঙ্গে আপনার কথাবার্ত্তাও হয়ে থাক্‌বে।"

"হাঁ, তা হয়েছে।" এই উত্তর কোরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমিও কি তাঁর ন্যায় আরঙ্গজেবের অনুকূল পক্ষ?"

দেলজান একটু হেসে বোল্লেন, "বাস্তবিক আমি কারো পক্ষই নই, কিন্তু আমাকে না বিইয়ে কানায়ের মা কোত্তে হয়েছে। আমার যেমন পোড়া কপাল! সম্প্রতি আমি বেগমের অধীনে আছি, এখন তাঁরই অভিপ্রায়মত আমায় চোল্‌তে হোচ্চে, এর পর আবার যত দিন বাঁচব, হয় ত রসিনারার অনুগত হয়ে থাকতে হবে, তখন আবার তাঁরই মন যুগিয়ে চোল্‌তে হবে। আমি কেবল পরাধীন হবার জন্যেই নারীদেহ ধারণ কোরেছিলেম, চিরকাল পরের গোলামতি কোরেই জন্মটা কেটে গেল! এমনি হতভাগিনী আমি! সেই রসিনারার ভয়ে, তাঁরই কথাক্রমে, আমি আজ ছলনা কোত্তে বোসেছি। সে এখন আমায় ধোরে বোসেছে, তুমি সাদককে বল, তিনি আরঙ্গজেবের পক্ষ হয়ে তাঁর সহায়তা করেন, তোমার কথা তিনি ফেল্‌তে পার্‌বেন না, তাঁকে অবশ্যই তা শুন্‌তে হবে। আমার মত আট-কপালী—আমার মত চিরদুঃখিনী আর কে আছে বল! আমার আর কোথাও দাঁড়াবার স্থল নাই, মুখের দিকে চায়, আমায় বোলে স্নেহ করে, এমন ধরনের লোক আমার কেউই নাই! কাজেই নাচারে পোড়ে তাঁর কথা আমায় শুন্‌তে হয়েছে। সাদক! তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, তুমি আমাকে এই ভিক্ষা দেও, তোমার যদি কোন ক্ষমতা থাকে, তবে আরঙ্গজেবের সহায়তা কোত্তে সাধ্যমতে ত্রুটি করো না। কাজের গতিকে যদি দারার কাছে বাঁধা পড়ে থাক, আর সে বন্ধন ছিন্ন করা যদি উচিত বিবেচনা না হয়, তবে আমাকে বিস্মৃত হইও, আর কখন ভুলেও আমায় মনে করো না। তখন যা মন চায়, তাই কোরো।"

আমি বোল্লেম, "দেলজান! আজ কি সুপ্রভাত! আজ অবধি আমি তোমার হোলেম! আজ তুমি আমায় আপনার লোক বোলে স্বীকার কোরেছ! তোমার ঐ প্রাণ-সঞ্জীবনী অনুরাগবাক্যে আমি সজীব হোলেম, আমার পরমায়ু অক্ষয় হলো, আমার মন-প্রাণ নবীন মূর্ত্তি, নবীন শ্রী ধারণ কোল্লে। যে প্রণয়-বাসনা হৃদয়ান্তঃপুরে আবদ্ধ থেকে দিন দিন মলিন হোচ্ছিল, তোমার মুখে অভিমানের কথা শুনে আমার সে প্রণয় এখন স্ফুরমুখী হয়ে সরাগে নিজপ্রভা দীপ্ত কোচ্চে, এখন সে প্রভা আর অপ্রকাশ থাকবার নয়। সুন্দরি! তথাচ মনের কেমনই সংশয়, এখনো আমার বিশ্বাস হচ্চে না যে, তুমি আমাতে অনুরাগিণী হয়েছ। সুন্দরি! তবে কি সত্য সত্যই আমি তোমার হৃদয়ের কান্ত হয়েছি? তবে কি সত্য সত্যই তুমি আমাকে মনে মনে হৃদয়-দান কোরেছ? এখন কি আর তোমার মন—তোমার প্রাণ

তোমার নয়? এখন কি সে সকল আমার হলো?"

দেলজান বোল্লেন, "এমন বিপদে পড়্‌বো, তা কে জানে ভাই, এটি অভাবনীয়,অচিন্তনীয়। আমি যখন কথায় ধরা পেড়েছি, তখন আর মনের ভাব কি কোরে ঢাকি, আর কি তা ঢাকা যায়? ফলে তা যাই হোক, আমি যে বিষয়ের অনুরোধ কোচ্ছি, তার কি বিবেচনা কোরে বল?"

আমি বলিলাম,"দেলজান! রসিনারার উপরোধে পড়ে তুমি যাঁর হয়ে অনুরোধ কোচ্চো, আমিও সেই ব্যক্তির কাছে আবদ্ধ আছি, তাঁর কাছে আপনার বাঁধনে আপনিই বাঁধা পোড়েছি। উপস্থিত বিষয়ে যে পন্থা ধোরে আমায় চোল্‌তে দিতে হোচ্চে, সেই সূত্রেই আমি তাঁর কাছে বাঁধা পোড়েছি। এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমার নিতান্ত শুভগ্রহ, তাই ওরূপ ঘটনা হয়েছে। একে ত আমার নিজের গরজ, তার উপর আবার তোমার অনুরোধ, আমি আরঙ্গজেবের কেনা গোলাম হয়ে থাকব, আজি অবধি আমি তাঁরই সেবায়—তাঁরই উপাসনায় নিযুক্ত রইলেম। যদি আমার নিজের গরজও না থাকৃত, তথাচ কি তোমার কথা ঠেল্‌তে পারেম, তা কখনই পারেম না।"

দেলজান বোল্লেন, "তুমি যে আমার মান রাখ্‌বে না, আমি তা কখনই মনে করি নি। তবে কথা কি, তুমি যদি মনে জান্‌তে, আমি সাধ কোরে কি আপনা হোতেই অনুরোধ কোচ্ছি, কেহ মধ্যস্থ হয়ে আমায় শিখিয়ে দেয় নি, তবে তুমি আমার কথা ঠেল্‌তে পাত্তে না। তা যখন নয়, তখন তুমি আমার কথা না শুন্‌লেও না শুন্‌তে পার, তাতে আমি তোমার উপর অভিমান কোত্তে পারিনে; হিসাবমত তা করাও উচিত নয়। আমি যে লোকের কথা শুনে কি কারো অনুরোধে পোড়ে তোমায় ভুলিয়ে কি ফুস্‌লিয়ে কুপথগামী কোর্‌ব, কেন কোর্‌ব? বিশেষ গরজ ভিন্ন সেরূপ প্রবৃত্তি, বিশেষতঃ আমার কখনই হবার নয়। তত বড় বিশেষ গরজ যে কারও কখন হয়, সেটি আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল,কিন্তু এক্ষণে দেখ্‌ছি, তত বড় বিশেষ গরজ আমারই হয়েছে; এখন তোমার বিবেচনা তোমার কাছে। তবে হয় আমি তোমার কাছে মিথ্যা গরজ জানাচ্ছি, কি তোমায় প্রবঞ্চনা কোচ্চি, তুমি যদি এরূপ দেখ, আমায় যদি তুমি তেমন অধর্ম্মী—তেমন পাপী পাও, তখন নয় আমার কথায় তুমি কর্ণপাত কোরো না। যাতে তোমার অপযশ হয় কি তোমার নামে কলঙ্ক হয়, তেমন কথা তুমি কেন শুন্‌বে? জগদীশ্বর করুন, তুমি যেন তত নির্ব্বোধ না হও।"

আমার হৃদয়বাসিনী দেলজানের মুখে ঐ কথা শুনে আমি আর মনোবেগ সংবরণ কোত্তে পারেম না, আমি থাকৃতে না পেরে উচ্চনাদে বলিলাম,"সরলে! দেলজান! তুমি যখন আমার পরামর্শদাতা, তখন কি আমার ভ্রান্তি হোতে পারে? তখন কেন আমি সুপথ ছেড়ে কুপথে যাব?" এই কথা বোলে রসময়ীর একখানি হাত কোলে টেনে এনে, অনুরাগে মত্ত হয়ে অধর দিয়ে চেপে ধোল্লেম, হাতখানি মনোরাগের চিহ্নে চিহ্নিত কোল্লেম। আঃ! যুবতী যখন আমার হবেন, তখন কার সাধ্য কে আমাদের প্রেমসুখের প্রতিবাদী হয়? হায়! সে সময় কবে হবে, সে দিন কত দিনে পাব? এই ভেবে মন তখন কতই ব্যাকুল, প্রাণ তখন কতই আকুল হলো, বোলে উঠ্‌তে পারি নে। আমার এমনই জ্ঞান হোতে লাগল, সে দিন যেন এসেছে, সে সময় যেন হাতে পেয়েছি, আমি যেন সেই প্রেমময় সুখনীরে অবগাহন কোরে শরীর পবিত্র কোচ্চি, আমি যেন সেই কোমল প্রেমের স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে মন-প্রাণ সুশীতল কোচ্ছি। এইরূপ কতক্ষণ প্রেমমদে বিহ্বল থেকে শেষে বোল্লেম, "দেলজান! আজ তোমায় অত ম্লান, অত বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন?"

প্রমোদিনী দেলজান আক্ষেপ কোরে বোল্লেন, "হায়! আমি যে দুঃখিত হব, সে কথা আর জিজ্ঞাসা কোচ্চো কেন? আমায় যে কত ভাবনা, তা বোলে ফুরাতে পারিনে। আমি নিরুপায় হয়ে বেগমের সঙ্গে চাতুরী কোত্তে বাধ্য হয়েছি! কিন্তু রাজবালার যখন চোখ

খুলে যাবে, তিনি যখন জান্‌তে পার্‌বেন, আমি তাঁর সঙ্গে শঠতা কোরেছি, মনে কর দেখি, তখন আমাদের কি দশা হবে। তোমার সঙ্গে আর যে কখন দেখাসাক্ষাৎ হবে, সে পথ একবারে বন্ধ হয়ে যাবে। আমার সেই ভয় বড় হোচ্চে। আমার খুল্লতাত এ কথা শুন্‌লে রাগে গরগরে হবেন, আমাদের দুজনের উপরেই খড়্গহস্ত হয়ে উঠ্‌বেন। তিনি রাগত হোলে আমার আর দাঁড়াবার স্থল থাক্‌বে না, তখন কার দোহাই দিয়ে বাঁচ্‌ব? হয় ত খুড়ী রসিনারাও তখন ভাল মুখে আলাপ কোর্‌বেন না। তবে একমাত্র ইউসোফের ভরসা, তিনি যদি বোলে কয়ে পিতৃব্যকে নিরস্ত কোত্তে পারেন, তা হোলে কতক মঙ্গল বটে, ইউসোফ তোমার নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।"

আমি ইউসোফের নাম শুনে বিস্ময় বোধে চেঁচিয়ে বোল্লেম, "বটে, সত্যি নাকি! এমন! তাঁকে ত পরম শত্রু বোলেই জ্ঞান ছিল!"

দেলজান বোল্লেন, "তবে তুমি তাঁকে চেন না, আমারও যে দশা, তাঁরও নাকি সেই দশা। কি করেন, উড়্‌তে না পেরে তাঁকে পোষ মান্‌তে হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, তুমি যে পক্ষে আছ, হয় ত তিনিও সেই পক্ষ হবেন, একদিন যুদ্ধস্থলে হয় ত দুই সেনাপতিতে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎও হবে। ইউসোফের অনেক মহদ্‌গুণ, অনেক মহৎ স্বভাব আছে, সংগ্রামস্থলে আপনি সেগুলি লক্ষ্য কোত্তে পার্‌বেন। তিনি যখন রাজদরবারে কি রাজ-অন্তঃপুরে থাকেন, তাঁকে দেখে বোধ হয়, তিনি সচ্চরিত্রের লোক নন, এ ইউসোফ যেন সে ইউসোফ নন, এ সকল স্থলে আপনার স্বভাবের মত চোল্‌তে তাঁর সাহস হয় না।"

আমি বলিলাম, "বল কি! তুমি যে আমাকে অবাক্ কোল্লে! আচ্ছা, বল দেখি, আমি যে তোমার এখানে যাই আসি, তিনি কি তা জানেন?"

দেলজান বোল্লেন, "স্পষ্ট জানুন বা নাই জানুন, কিন্তু তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছে। আমার সাক্ষাতে কখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করেননি বটে, কিন্তু তিনি প্রতি কথায়, প্রতি কাজে আমাকে সাবধান হয়ে চোল্‌তে বলেন।' শুধু একবার বোলে ক্ষান্ত হোলেন যে, তা নয়, সাবধান হয়ে চল্‌বার জন্যে খুব পেড়াপীড়িও করেন। সাবধান! এখানে যে রোজ রোজ যাতায়াত কোচ্চো, তুমি যদি ধরা পড়, তবে দেখ দেখি, লোকে আমাকে কত গঞ্জনা দেবে, কত লাঞ্ছনা কোর্‌বে, আমার তখন কত কষ্ট হবে, কত জ্বালা পোয়াতে হবে, তা একবার মনে কোরে দেখ দেখি। তাই বলি, দেখো ভাই, রাগ করো না, রাজপুত্রদের ধরাপাকড়া শেষ হয়ে গেলে তুমি আর আমার ঘরে এসো না, তখন এ আসা যাওয়া এককালে রহিত কোরে দিও। আমি তোমার হাতে ধোরে বোল্‌ছি, দেখো ভাই, আর যেন এখানে এসো না। তুমি যে এখানে যাতায়াত কর, আমার মনে লয়, আমার খুড়ো তা জানতে পেরেছেন, কিন্তু এখন তিনি জেনেও জান্‌ছেন না। তার তাৎপর্য্য আর কিছুই নয়, তিনি এই মনে কোরেছেন, আমি তোমাকে লইয়ে প্রবৃত্তি দিয়ে দারার স্বপক্ষ কোর্‌ব। কিন্তু আমাদের চাতুরী যখন প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বে,—পোড়্‌বেই যে তার সন্দেহ নাই,—তখন তিনি তোমার আর ছেড়ে দেবেন না, তুমি যখন যেখানে যাবে, তাঁর নির্দ্দয় ক্রোধ তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। হয় ত তোমাকে প্রাণে নষ্ট কর্‌বার নিমিত্ত বেগমের সঙ্গে পরামর্শ কোরে জেনানামহলের কোন একটা স্থানে ওৎ কোরে লুকিয়েও থাক্‌বেন।"

কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত বটে, দেলজান আমাকে চেতনা কোরে দিয়ে ভালই কোল্লেন, এটি তাঁর অন্যায় কার্য্য হয় নি। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুত হয়ে বোল্লেম, "চাঁদনেত্রে! তুমি যেরূপ উপদেশ দেবে, আমি সেইমত চোল্‌ব।" তার পর আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ভাল দেলজান! রাজ-বাড়ী ছাড়া আর কারো সঙ্গে কি তোমার জানাশুনা আছে? সেখানে কি কখন গিয়ে থাক? না কখন ঘরের বার হও না?"

"সে দুঃখের কথা আর কেন তোলা! আমি বড় হতভাগিনী! আমি যে বিধাতার কাছে কতই অপরাধ কোরেছি, তিনি যে আমার অদৃষ্টে কতই কষ্ট লিখেছেন, তা বোল্‌তে

পারি নে। সহরের মধ্যে ভদ্রঘরের একটি সুমনা, সরলা স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, শুধু আলাপ কেন, বেশ প্রীতি-প্রণয়ও ছিল। সে আমার সুখের সুখী, আমি তার দুঃখের দুঃখী ছিলেন। আমার এমনি কপাল! সম্প্রতি সেও আমার ন্যায় চিরদুঃখিনী হয়েছে। এখন যে তার ওখানে গিয়ে দুদিন থেকে মনের ভার দূর কোর্‌ব, কি অন্তঃকরণ সুস্থির কোর্‌ব, সে পথ ঘুচে গেছে। আমার বাতাস তারও গায়ে লেগেছে। এক্ষণে হয় ত সে নিরাশ্রয় হয়ে কোথায় চোলে গেছে। কি যদি সহরেই থাকে, হয় ত সে এই মনে কোরেছে, 'আমার এখন অতি দুঃখের সময়, আমি আর কারও সঙ্গে দেখা কোর্‌ব না, দেখা কোরে ফল কি? কেবল তার দুঃখ বাড়ান বই ত নয়! তা না করাই ভাল।' নিতান্ত নৈরাশ হয়েই সে আমার সঙ্গে দেখা কোচ্চে না। ফলে অনেক দিন থেকে তার আর কোন খবর পাই নে।" কমলাক্ষ দেলজান এই উত্তর করিলেন।

আমি বলিলাম, 'কে সে ব্যক্তি? তাঁর নাম কি, কোথায় থাকেন তিনি?'

দেলজান বলিলেন, "সে স্ত্রীলোকটি দুর্ভাগা মুক্তারের স্ত্রী।"

'মুক্তারের স্ত্রী' ঐ কথা শুনে আমি অমনি বোলে উঠ্‌লেম, "বাঃ! তাঁকে যে আমি বেশ চিনি, তিনি আগরাতেই আছেন। তোমাকে যে তিনি আদর কোরে বাড়ীতে রাখেন, এমন অবস্থা তাঁর শীঘ্রই হবে।"

চারুলোচনা দেলজান বোল্লেন, "সাদক! তুমি সে দুঃখিনী অবীরার এত খবর কোথা থেকে পেলে?"

সেই শোকাহত পরিবারগুলির সহিত যেরূপে আমার হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়, তাদের দুরবস্থা দেখে আমার অন্তঃকরণে যে প্রকার করুণার সঞ্চার হয়, তত্তাবৎ দেলজানকে সংক্ষেপে বোল্লেম।

দেলজান তাই শুনে আমাকে সাধুবাদ দিয়ে বোল্লেন, "সাদক! তুমি অতি মহাশয় ব্যক্তি, তোমার চরিত্র অতি মহৎ। তুমি কি-সেই অনাথা স্ত্রীলোকটিকে আশ্বস্ত কোরেছ? তুমি তার সাহায্য কোর্‌বে বোলে স্বীকার কোরেছ কি? তা যদি কোরে থাক,তবে জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল কোর্‌বেন, তোমার মানস সফল হবে, সেই করুণাময় অখিলনাথ তোমার মনস্কামনা,তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোর্‌বেন।"

আমি বলিলাম, "আহা দেলজান! আমার মনে কেবল একটিমাত্র বাসনা আছে, সেটি আমার বড় সাধের, বড় আদরের বাসনা। সে বাসনাটি আমার হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথা। করুণানিধি জগদীশ্বর যদি আমার সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তবে তাঁর এ কৃপা আমি কখনই বিস্মৃত হব না। সুবদনে! আমি যে বাসনার প্রসঙ্গ কোল্লেম, আমার দেহ, মন ও প্রাণের সঙ্গে তার জন্ম হয়েছে, আবার সেই সঙ্গে দিন দিন তার পরিবর্দ্ধনও হোচ্চে।"

দেলজান মস্তক অবনত কোল্লেন। তাঁর মনের ভার উথ্‌লে উঠ্‌ল,—হৃদয়-বাঁধ ভেঙ্গে তার স্রোত চলিল, বিধুমুখী তা আট্‌কিয়ে রাখ্‌তে পাল্লেন না। তাঁর ঐ মনোবেগ সম্বরণের নিমিত্ত হাত দুখানি লম্বা কোরে ছড়িয়ে দিয়ে পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। মুক্তারের স্ত্রীর অবস্থা স্মরণ কোরে শশিমুখীর চক্ষু দিয়ে দরদর কোরে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো। তাঁকে দয়ায় আর্দ্র, পরদুঃখে দুঃখিত হোতে দেখে আমি তাঁর ভাবে একেবারে মোহিত হয়ে গেলেম। কথায় কথায় রাত অনেক হয়ে গেল। চারু-হাসিনী দেলজান যেমন আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঐ কথা বোলে আমায় সতর্ক কোর্‌বেন, আমি অমনি আহ্লাদে উন্মত্ত হয়ে নির্ভয়ে তাঁর জ্যোতিঃপ্রবাহিনী উজ্জ্বল কপোলে মনোরাগের সহিত চুম্বন কোল্লেম।

আমি বলিলাম, "কাল রাত্রে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়ে হয় ত সেই আমাদের শেষ দেখাসাক্ষাৎ হবে। দেলজান! আমার মুহুর্মুহুঃ ভয় হচ্চে,না জানি, বাদশাহ কতক্ষণে পরোয়াণা পাঠিয়ে দেন। রাজাজ্ঞা পেয়ে আর ত আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌ব না।"

প্রাণময়ী দেলজান ঐ কথা শুনে বোল্লেন, "আচ্ছা, সেই কথাই ভাল। কাল রাত্রে আমরা একত্র বোসে কথাবার্ত্তা কব। তবে এখন তুমি

বিদায় হও, নতুবা বেগম কি মনে কোর্‌বেন? আজ আমাদের এত দেরি হচ্চে দেখে হয় ত ভাব্‌বেন, তাঁর সঙ্গে কোন চাতুরী কোর্‌ব, তারই পরামর্শ কোচ্চি, এ সন্দেহ তিনি কোল্লেও কোত্তে পারেন। তবে এখন আমি উঠ্‌লেম, তুমি যে কথা স্বীকার কোরেছ, তা যেন মনে থাকে।" বেগমকে শোনাবার নিমিত্ত এই কথা-গুলি দেলজান খুব বড় বড় কোরে বোল্লেন। তার তাৎপর্য্য এই, আমরা কি বলাবলি কোচ্চি, তাই শোনবার নিমিত্ত শাহজাদী যদি আড়ে-আবডালে লুকিয়ে থাকেন, তা হোলে ঐ কথা-গুলি তাঁর কর্ণগোচর হবে।

বেগমের স্বভাব দেলজান বেশ জান্‌তেন বোধ হলো, কেন না, আমি ঘর থেকে বেরিয়েই দরজার কাছে তাঁকে দেখ্‌তে পেলেম। আমাকে দেখে অপ্রস্তুতের মত হয়ে তিনি বল্লেন, "রাত অনেক হয়েছে, দুই প্রহর ছাড়িয়ে গেছে, তাই মনে কোল্লেম, রাত ঢের হয়েছে, এই কথা বোলে তোমায় সাবধান কোরে দিই—তাড়াতাড়ি বার কোরে দেবারও চেষ্টা করি।" ঐ কথা বোলে বেগম আমার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেন, যেতে যেতে বোল্লেন, "দেলজান তাঁর অভিপ্রায় তোমায় বোলেছেনই, তার সন্দেহ নাই।" আমি বলিলাম, "হাঁ, তিনি তা বলেছেন। আমি বাদশাহের আদেশ লঙ্ঘন কোর্‌ব বটে, কিন্তু দেলজানের কথা নিষ্ফল হবে না।"

বেগম বলিলেন, "সাদক! সেই কথাই ভাল। কাল রাত্রে আবার ঐ বিষয়ের কথোপ-কথন হবে,—তুমি ত এ পথ চেনো, দেখে চোলে যাও, তবে এসো গিয়ে, আমি বিদায় হোলেম।" বেগমের গলার স্বরে যেন কিছু সন্দেহ সন্দেহ জ্ঞান হলো, আমার ত ভারি ভয় হলো, বড় দুর্ভাবনাতেই পোড়্‌লেম, বেগম কি লুকিয়ে আমাদের কথোপকথন শুনেছেন? না আমার ভ্রম হলো,—মনের অগোচর পাপ নাই—আমরা যে প্রবঞ্চনা কোত্তে বোসেছি, সেইটিই কি মনে উদয় হয়ে অনুভব কোচ্চি, বেগম আমাদের সন্দেহ কোরেছেন? যাই হোক্, যে পথ দিয়ে আমায় চোলে যেতে বোল্লেন, সে পথটি দেখে সন্দেহ না জন্মে গেল না,—আমার মনে ভারি খট্‌কা হলো। অন্য অন্য দিন যে পথ দিয়ে যেতেম, এ সে পথ নয়। তদ্ভিন্ন বৃদ্ধাকে ডাক্‌বার নিমিত্ত বেগম যে আজ করতালির শব্দ করেন নি, সেটিও আমি লক্ষ্য কোল্লেম। আজ তিনি স্বয়ং দ্বার পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে বোল্লেন, "পথ ত তোমার জানাই আছে, তবে এস গিয়ে।" অদৃষ্টের বড় জোর, তাই আমার সে পথ জানা ছিল না। আবার একেবারে চোট-পায়ে চোলে না গিয়ে একটু থেমে থেমে চোল্‌-ছিলেম, সেটিও আমার সৌভাগ্য বোল্‌তে হবে। কেন না, গোটা কয়েক ধাপ না পার হোতেই মনুষ্যের গলার শব্দ শোনা গেল, তারা কখন ফিস্‌ফিস্, কখন বিড়্‌বিড় কোরে আপনাদের মধ্যে বলাবলি কোচ্ছিল, সেই অস্পষ্ট শব্দটি আমি স্পষ্ট শুনতে পেলেম। একটু থেমে কি ভাব্‌লেম, গাটা আমার কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল, অমনি ফিরলেম। বেগমের ঘরের অতি নিকটেই অর্থাৎ আমার সঙ্গে কোরে যে ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত স্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন, আমি ফিরে সেই স্থানে যাচ্ছিলেম, এমন সময় ক্যাঁ কোঁ শব্দ স্পষ্ট অনুভব কোল্লেম। বেগমের নিশ্চয়ই জানা ছিল, আজ একটা খুনখারাবৎ উপস্থিত হবে। সিঁড়ির উপর কাটাকাটি মারামারি হোচ্চে কি না, তাই শোন্‌বার নিমিত্তে চুপে চুপে ঘরের দর-জাটি খুলে আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু কোন দিকে কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে রাজ-বালা পুনরায় দরজাটি বন্ধ কোল্লেন, তারই শব্দ হলো। আমি এখন বিষম ফাঁফরে পোড়্‌লেম, এগুই কি পেছুই, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। আমার নিকটেই যে প্রতারণা ঘাঁটি আগ্‌-লিয়ে আছে, সেটি প্রত্যক্ষ বোধ হোলো। এক্ষণে আমার চতুর্দ্দিক্ বিপদে ঘেরেছে, সে সঙ্কট থেকে যে উত্তীর্ণ হব, তার কোন আকার দেখি না। সেই ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত স্থানটিতে একটি আলো অল্‌ছিল, তার তেলও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সুতরাং আলোটি মিড়্‌মিড়ে হয়ে পড়েছে, তাতে কোরে উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং আলো আঁধারের দোষে, আমার ধাঁধা লেগে গেল। আমি স্তব্ধ-কাণা হোলেম, আমার যেন দিক্‌ভুল হোতে লাগ্‌ল। তবে আমি নাকি রাজপুরীর

মধ্যে অনেকদিনাবধি যাতায়াত কোচ্ছি, পথ ঘাট ভালরূপ জানা ছিল, তাই রক্ষা। আমার হঠাৎ মনে পোড়্‌ল, যেখানে আলোটি মিট্‌মিট্‌ কোরে জল্‌ছিল, তার পাশেই বেগমের ঘরের দরজার নিকটেই একটি জানালা আছে, ঐ জানালার বাহ্‌দিকে আমখাসের উঠান। ঐ পথটিই এখন আমার পালাবার একমাত্র অবলম্বন ; তদ্ভিন্ন উদ্ধারের দ্বিতীয় উপায় ছিল না। এখন ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, জানালার কাছে যাই কেমন কোরে ? আমার মনে বেশ সন্দেহ হলো, বেগম এখনও পর্যন্ত কপাটের আড়ালে লুকিয়ে আছেন, কোথায় কোন্ গোল হচ্চে কি না, তাই শুনছেন। জানালার কাছে যেতে গেলেই তাঁর নজরে পোড়ে যাব, তা হোলে আমায় আর ফিরে বাড়ী যেতে হবে না, প্রাণটি এইখানেই যাবে। যাতে বেগমের দৃষ্টিপথে না পড়ি, তার উপায় কি ? এতদ্ভিন্ন ঐ জানলা বারো মাস ত্রিশ দিন বন্ধই থাকে, কিরূপ কোরে তা খুল্‌তে হয়, কোথায় তার আগড়, কোথায় খিল, সে সকল সন্ধান আমার কিছুই জানা ছিল না। আমি ত ভারি পেঁচে পোড়লেম। কেমন কোরে প্রাণটা রক্ষা হবে, কতই ভাবতে লাগ্‌লেম। এই ত ব্যাপার, বিপদের একশেষ বোল্লে হয়। কোথায় কি, কিছুই জানি নে, ঘোর দায় উপস্থিত ; আঁধারে ঢিল মারার ন্যায় সকলই অনিশ্চিত। কিন্তু এত কঠিন ব্যাপারেও, এত সন্দেহের স্থলেও মনে বেশ সাহস হোতে লাগ্‌ল যে, ঐ জানালা দিয়েই আমি প্রস্থান কর্‌বো, ঐ জানালা হোতেই আমি উদ্ধারের পথ কোরে লব। সিঁড়ির নীচে যে সকল খুনে জটলা কোরে বোসে আছে, তাদের হাত থেকে অনায়াসে পালিয়ে বাঁচ্‌তে পার্‌ব। তারা যে ছোরা উঁছিয়ে আছে, কায়দায় পেলেই অমনি বুকে বোসিয়ে দেবে, দয়া কোরে ছেড়ে দেবে না, সেটি আমার বিশ্বাস হয়েছিল।

পাঠক! কিঞ্চিৎ কালের জন্য আমায় বিস্মৃত হও, আমার নয়নের পুতুল দেলজানের কি দুর্দ্দশা হলো, তাই একবার মনে কর। আমার ত এই দশা হলো, আমার দেলজানের দশা না জানি কি হয়েছে, তিনি এতক্ষণ আছেন কি নাই, তাই মনে কোরে আমি ব্যাকুল হোলেম। পালাবার প্রতি আর আমার তাদৃশ যত্ন রহিল না। ভাবলেম, আমার প্রাণ যায় যাক্, আমার প্রাণপ্রতিমা দেলজানের কোন মন্দ খবর না শুন্‌তে হয়, তা হোলে আমি মরেও জীবন পেলেম জ্ঞান কর্‌ব। একবার মনে কোল্লেম, ফিরে বেগমের কাছে যাই, আমাদের মধ্যে যে সকল কথা হয়েছে, তাঁকে গিয়ে সব বলি, আমি আর দেলজান তাঁর পা দুখানি ধোরে কাঁদাকাটা করি, তাতে যদি দয়া কোরে আমাদের ছেড়ে দেন। এই কথা বোল্‌বো, এখন আমরা আপনার শরণাগত হোলেম, চাই মারুন, চাই রাখুন, আপনার যেমন অভিপ্রায় হয়, করুন। আবার ভাবলেম, বেগমের কাছে কাঁদাকাটা কোরে লাভ কি ? দয়া যে একটা কথা আছে, তা তিনি জানেন না। তবে আর তাঁর কাছে যেয়ে ফল কি ? কোন ফলই নাই। যে ক্রোধে পর্যন্ত নির্ভর, তার শরীরে যে দয়া হবে, তার চিহ্ন কি ? বিশেষতঃ রাজবালা এক্ষণে ক্রোধে ফেটে যাচ্চেন, আমরা যে তাঁর সঙ্গে ছলনা কর্‌বার চেষ্টা পেয়েছি, তাতে কোরেও আমাদের উপর তাঁর বিজাতীয় কোপ জন্মেছে। তা যা হোক, আমার এক র॰ম কিছু না হয়ে গেলে, দেলজানের প্রতি যে তিনি আক্রোশ প্রকাশ কোরবেন, তা কখনই কোরবেন না। এইরূপ সাত রকম ভেবে চিন্তে সেই অর্দ্ধ-নির্ব্বাণ প্রদীপটি হাতে কোরে নিলেম। বেগমের ঘরের দরজা তখন বন্ধ হয়েছে ; প্রদীপটি হাতে কোরে লোয়ে আস্তে আস্তে পা বাড়িয়ে এক দোঁকেই জানালার কাছে গেলেম। যেখানে যত বাঁধন ছিল, খুল্লেম ; হাত তখন থর থর কোরে কাঁপচে, কপাট দুখান বার-দিকে ঠেলে দিয়ে খুলে ফেল্লেম। সেই সময় তাজা হাওয়া মুখে এসে লাগতে লাগ্‌ল, তাতে কোরে শরীরে অনেক বলও পেলেম। বাতাসের জোরে প্রদীপটি নিবে গেল, এখন ঘোর অন্ধকার, এই সময় বেগমের ঘরের দরজার কাঁচ-কোঁচ শব্দ শুন্‌তে পেলেম। তাই শুনে আমার মহাপ্রাণী উড়ে গেল, ভয়ে আড়ষ্ট হোতে লাগলেম। কি করি, কি কোল্লে ভাল হয়, এখন আর সে সব

বিবেচনার সময় নাই। আমি অমনি হামাগুড়ি দিয়ে জানালা গোলে বাহিরদিকে ঝুলতে লাগলেম। জানালাটি যেমন ছোট, তেমনই সরু। তার মধ্যে দিয়ে গোলে যেতে অল্প কষ্ট হয়নি। চৌকাঠ ধোরে সহমাকালমাত্র ঝুলে ছিলেম। তার পরেই হাত ছেড়ে দিয়ে ঢিপ কোরে উঠানে গিয়ে পোড়লেম। যেখান থেকে পোড়লেম, সে স্থান বড় উচ্চ নয়, অতি সামান্য উচ্চ বোল্লেই হয়। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই ফের, পোড়লেম ত একটা বৃহৎ আবড়োখাবড়ো পাথরের উপরেই পোড়লেম। ভারি চোট খেলেম; পায়ের সন্ধিস্থানটি মোচকে গেল। স্থানটা ছড়েও গেল। আমি এখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে উঠান পার হয়ে আপনার ঘরে গেলেম বটে, কিন্তু ভারি কষ্ট হলো। দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে না পৌঁছিতে দেখলেম, সামনের বাড়ীতে কারা আলো লোয়ে এদিক্ সেদিক্ কোরে ফিচ্চে। যে জানালা দিয়ে আমি প্রস্থান কোরেছি, তার কবাট দুবার ধড়াস কোরে পোড়ে বন্ধ হলো শুনতে পেলেম। কেহ কাকে জব্দ কর্‌বার কি প্রতিফল দেবার আশা কোরে, সে আশা সফল না হোলে সে যেমন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কেউটে সাপের মত ফুল্‌তে থাকে, তার আর দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞান থাকে না, সেইরূপ ঘোর প্রচণ্ড ক্রোধবেগে কেহ যেন সেই জানালাটি রুদ্ধ কোল্লে, শব্দ শুনে এইরূপ বোধ হলো।

কি বাঁচাই বেঁচে গেলেম, কি পরিত্রাণই হলো! কোন অপরাধ নাই, অথচ একটি রাগোন্মত্ত, ক্রোধান্ধ নারীর কোপে পোড়ে প্রাণটা যাচ্ছিল আর কি! তা ত যা হবার, তা হয়েছে, সম্প্রতি আমার এ কি দুর্দশা হলো! বিধাতা আমায় কি বিড়ম্বনায় ফেল্লেন! চল্‌বার শক্তি নাই, খোঁড়া হয়ে পোড়েছি। না আজ রাত্রে পিতার কাছেই যেতে পারব, না কাল প্রাতে অধীশ্বরের সম্মুখে হাজির হোতে পার্‌বো। এ বিপদ্ কেমন কোরে ঘট্‌ল, জিজ্ঞাসা কোল্লে কি বোল্লেই বা বোঝাব? কৌচের উপর গিয়ে শোব তার উদ্‌যোগ কচ্চি, এমন সময় চেয়ে দেখি, পেসকবজ নেই। আমি যখন জানালা থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ি, সেই সময় বোধ হয়, কোমর থেকে খসে পোড়ে গেছে। তা যদি হয়, তবে কাল প্রাতেই তা পাওয়া যাবে, এইটি মনে কোরে আমি তার জন্য উৎকণ্ঠিত হোলেম না। এখন দেলজানের অদৃষ্ট মনে হয়ে তাঁর চিন্তা আমার অন্তঃকরণে এসে চেপে বস্‌ল,বোধ হলো,কেহ যেন অন্তরে পাথর চাপিয়ে দিলে, এমনি দুর্ভার জ্ঞান হোতে লাগ্‌ল। আমার ত যা হোক কোনরূপে পরিত্রাণ হলো,দেলজানের নিস্তারের পথ নাই,তিনি আর বেগমের কোপ থেকে বাঁচ্‌তে পার্‌বেন না। কুকথা তুলে দিয়ে দশজনের কাছে তাঁর অখ্যাতি কোরে বেড়াবেন, আমার সঙ্গে যোগ কোরে তাঁর সঙ্গে দাগাবাজি কোরেছে, এই কথা বোলে রাগও প্রকাশ কোর্‌বেন।

আজ আমরা বেপরোয়া হয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, সেটি করা ভাল হয় নি। নিতান্তই পাগলামী প্রকাশ করা হয়েছে। রাজপুরীর প্রাচীরগুলিরও কান আছে, বিশেষতঃ আমাদের চারিদিকে শত্রু বেড়ে আছে, চারিদিকে চর্ ফিরে বেড়াচ্চে, এ সকল জেনেও আমরা সাবধান হইনি, কেউ যে শুনবে, সে ভয় না কোরে নির্ভয়ে, নির্ভাবনায়, কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেম, আমার বিশ্বস্ত পথ-প্রদর্শিকা সেই বৃদ্ধার দশা কি হলো! সে কোথায় গেল? তারে কেন সেখান থেকে তফাৎ কোল্লে? আমরা যে তাঁর সঙ্গে চাতুরী কোরেছি, রাজবালা তা কি কোরে জানতে পাল্লেন? কে তাঁর চোক ফুটিয়ে দিলে? আমি যে অসম সাহস কোরে রাজপুরীর মধ্যে যাতায়াত কোল্লেম, তারি বা কি ফল হলো? মনে মনে এই সকল আন্দোলন কোরে মহা অসুখী হলেম, বাকী রাতটুকু কেবল বোসে কাটালেম। একে ত ঐ চিন্তা,তার উপর আবার আহত পায়ের অসহ্য যাতনা, এই দুই কারণে স্পষ্ট জ্বর উপস্থিত হলো, তার এত তেজ যে, চিকিৎসা ভিন্ন শান্তিলাভ কোত্তে পাল্লেম না।

বাকী যে কয়েক ঘণ্টা রাত ছিল, এমনি বিরক্ত বোধ হলো, বিবেচনা কোল্লেম,আর বুঝি

প্রভাত হবে না। অবশেষে মৃদু মৃদু আলোর অস্পষ্ট রেখা জানালার ছিদ্র দিয়ে দেখা যেতে লাগ্‌ল। আমি অমনি উঠে বোসলেম, সলিমানকে ডাক্‌বার উদ্যোগ কোল্লেম। কি চেয়ে দেখি যে, আমার পা বে-আড়া ফুলে পোড়েছে, বেদনাও এত হয়েছে, আমি দুপা চোলে গিয়ে যে সলিমানকে ডাকব, সে ক্ষমতা ছিল না, তারে ডাকা হলো না। আমি এখন নিরুপায় হয়ে পোড়্‌লেম; ভাবলেম, সল্মিান যে সময় এসে থাকে, সে সেই সময় আসবে, তাই ভেবে কৌচের উপর পোড়ে রইলেম।

বেলা ক্রমে বেড়ে গেল, রৌদ্রের তেজ দেখে বোধ হলো, আমার উঠ্‌বার সময় অনেক ক্ষণ অতীত হয়েছে, কিন্তু সলিমান এখনও এলো না। বিবেচনা কোল্লেম বেটা আজ ভারি ঘুমুচ্ছে। বেলা ক্রমে অধিক হলো, ঘরের মধ্যে রৌদ্রের তেজ অগ্নির ন্যায় বোধ হোতে লাগ্‌ল, তথাচ সলিমানের সঙ্গে দেখা নাই। আমার সন্দেহ হলো, মনে কোল্লেম, অবশ্যই তার মৃত্যু হয়েছে, নচেৎ এখনও আসছে না কেন? আবার ভাব্‌লেম, ভাল, সেই যেন মরেছে, আমার চোপদার, জমাদার, হরকরা, খাউন্দে, তারা সব কোথায়? তারাই বা আসছে না কেন? আর কোন কারণ না হোক, আমার কি হলো, আমি আছি কি মরেছি, একবার ও এসে তাদের দেখে যাওয়াও উচিত। কৈ, কেউ কোথাও নাই যে! সূর্য্যোদয়ের পর অনুমান দু ঘণ্টা পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, কি করি, কৌচের উপর পড়েই আছি। ভারি জ্বর, ভারি দাহ, গায়ের আগুনে সিদ্ধ হোচ্চি, গাত্রদাহে অস্থির হয়ে এ পাশ ও পাশ কোচ্চি, কিছুতেই স্বস্তি পাচ্চিনে। বেদনার যাতনায় এক একবার চীৎকার কোরে উঠ্‌ছি; না কেউ খবর করে, না কেউ একবার উঁকি মেরে দেখে। কতক্ষণের পর ধূর্ত্ত সলিমান এসে দর্শন দিলে, সে যেমন দরজাটি ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোর্‌বে, আমি অমনি পা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বোসলেম, মনে যত রাগ ছিল, তার উপর ঝাড়্‌তে আরম্ভ কোল্লেম, বে-আড়া গাল্ দিতে লাগ্‌লেম। সলিমান পুরাতন পাপী, বহুকালাবধি রাজবাটীর ভৃত্য, রাজারাজড়াদিগের সংসর্গে বাস কোরে তাঁদের স্বভাব-চরিত্র ভালরূপ অবগত আছে। সে বিষয়ে সলিমান একজন প্রকৃত ওস্তাদ। সে অধোবদনে, নীরব হয়ে, একমন একচিত্তে, আমার ক্রোধবাক্যগুলি সমুদায় শুনলে, না রাম না গঙ্গা, কোন কথাই কইলে না। আমি যখন ক্ষান্ত হোলেম, সলিমান আহ্লাদে আস্ফালন কোরে উঠে দাঁড়াল। যে সকল ধূর্ত্ত ফকীর লোক ঠেকিয়ে বেড়ায়, ভণ্ডামী কোরে কোরে যাদের হাড় পেকে গেছে অথবা প্রবঞ্চনা করা যাদের সিদ্ধবিদ্যা, সলিমান তাদের ন্যায় ভঙ্গী কোরে, দেবচক্ষুর ন্যায় দুই চোক আকাশে তুলে, ঊর্দ্ধবাহুর মত হাত দুখানি উপরে উঠিয়ে চীৎকার-শব্দে বোল্লে, "হে জগদীশ্বর! তুমিই ধন্য, তোমার মহিমা বাড়ুক।"

আমি রেগে লাল হয়ে বোল্লেম, "তোরে এ ভাঁড়ামি কোত্তে কে বোল্লে? তুই এখন চুপ কোরে থাক্! বজ্জাৎ বেটা, তোর আজ আসতে এত দেরি হয়েছে কেন, এ কথার জবাব কর্।"

"ধর্ম্মাবতার! আপনার সঙ্গে পুনর্ব্বার আমার সাক্ষাৎ হবে, এ যদি আমি স্বপ্নেও জানতেম, তবে এখন কি, তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে এসে হাজির হোতেম।" সলিমান এই উত্তর কোল্লে।

আমি বলিলাম, "বেটা! কি বল্লি? পুনরায় সাক্ষাৎ! কেন? ও কথা কেন বল্লি? আমায় খুলে বল্।"

"হুজুর! কাল রাত্রে শুনলেম, আমায় কেউ বোল্লে, আপনি অতি নির্দ্দয়রূপে খুন হয়েছেন।"

আমি ঐ কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বোল্লেম, বটে! সত্যি নাকি, তোরে এ কথা কে বল্লে? না যা মনে এলো, তাই বল্লি? বিলম্ব হয়েছে বোলে, তাই একটা মিথ্যা ওজর কোরে দোষ কাটাচ্চিস্ বুঝি? তুই বেটা ভারি হারামজাদা!"

"না, না, ধর্ম্মাবতার! তা নয়, মিথ্যা কেন হবে? আর কি কোন ওজর ছিল না, এমন ওজর কেন কোর্‌ব? কাল আমায় রাত কেবল কেঁদে পুইয়েছি। আমায় বোল্লে, আপনার নিশ্চয়ই

মৃত্যু হয়েছে। যার মুখে শুনলেম, সে যে মিথ্যা বলবে, তা কখনই নয়, আমি তার কথায় প্রতি মুহূর্তকালও সন্দেহ কোত্তে পারিনে।"

আমি বলিলাম "কে তোরে এ কথা বোল্লে ? কে সে ব্যক্তি বল্ ?"

"ধর্ম্মাবতার ! আমি একটি আত্মীয়ের বাড়ী হয়ে ফিরে ঘরে যাচ্ছি, পথে জীনার সঙ্গে দেখা, জীনাকে আপনি বেশ জানেন,আপনার সাম্‌নেই ঐ অন্দর-মহলে সে থাকে।"

"হাঁ," এই শব্দ কোরে বোল্লেম, "সলিমান ! সে অত রাত্রে ও গলীতে কেন গিয়েছিল ?"

সলিমান বলিল, "সে বড় দুঃখের কথা, অনেক কথার কথা সে। বেগম তাকে যত মেরেছেন, মুখে তাঁর যত এসেছে, গালাগালি কোরেছেন, শেষে তাকে মেরে বেদম কোরে বাড়ী থেকে বার কোরে দিয়েছেন। অপরাধের মধ্যে এই সে টাকা খেয়ে আপনাকে সঙ্গে কোরে রসিনারার ঘরে লয়ে গিয়েছল। সে এই কথা বলে, আপনি নিশ্চয়ই মারা পোড়েছেন। কারণ, বেগম দুজন খোজাকে সিঁড়ির নীচে লুকিয়ে থাকতে বোল্লেন, আপনি যেমন নেমে যাবেন, অমনি যেন বুকে ছোরা বোসিয়ে দেয়। জীনা বোল্লে, সে এ কথা স্বকর্ণে শুনেছে। তার পর এ কথাও বোল্লে, তাঁর আর বাঁচ্‌বার কোন উপায় নাই। ঐ সিঁড়ি দিয়ে তাঁকে যেতেই হবে। বিশেষতঃ তিনি ত জানেন না যে বেগম তলে তলে এত কাণ্ড কোরেছে, সুতরাং তাঁর আর কোনমতেই রক্ষা নাই। কি যদি তিনি জানতেও পাত্তেন যে, বেগম এই কারখানা কোরেছে,তা হোলেও তাঁর নিস্তার ছিল না, কেন না, আর ত পথ নেই যে পালাবেন। তদ্ভিন্ন ঐ দুর্ব্বিবা আরও বোল্লে, 'তোমার মুনিব ও বেলজান বড় অসাবধানী। তাঁরা বেহুঁস, বেখবর হয়ে বড় বড় কোরে কথা কচ্ছিলেন, বেগম তা শুনতে পেয়েছেন। তার প্রমাণ এই। তাঁরা কেবল গিয়ে বসেছেন, কথাবার্ত্তাও চল্‌ছে, এমন সময় বেগম রায়-বাঘিনীর মত ফুলতে ফুলতে যেয়ে আমার কাছে এসেছে। বেগমের আস্ফালন, তাঁর হাত নাড়া, তাঁর চোক-মুখ ঘুরণী দেখে আমি তখনই বুঝেছি, কাজ পেকে উঠেছে। আমি তখন বোসে আছি, আবার কখন্ তলব হবে, তাই ভাব্‌ছি। সাহাজাদি এসেই বাবু বাবু কোরে ডাকলেন, খোজা এসে হাজির হলো, তারে বল্লেন, বাবু বেটীকে, আচ্ছা কোরে চাব্‌কিয়ে দে ! বাবু খোজা যত পারে, আমায় নির্দ্দয় মারে ; হাতে, মুখে, চোকে যেখানে পেলে, পটাপট্ চাব্‌কাতে লাগ্‌ল। বেগম সামনে দাঁড়িয়ে। আমি কত কেঁদে-কেটিয়ে তাঁর পায়ে ধোল্লেম, তিনি তা ভ্রূক্ষেপও কোল্লেন না। তাঁর মুখে অন্য কথা ছিল না, কেবল বিশ্বাসঘাতিনী বিশ্বাসঘাতিনী কোচ্ছিলেন। তাঁর ভগ্নী রশিনারার ঘরে সাদককে লয়ে গিয়েছিলেম, সেই জন্যে আমি তাঁর কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছি। আচ্ছা কোরে মেরে খেঁতলিয়ে শেষে হুকুম কোল্লেন 'বেটীকে গলা-ধাক্কা দিতে দিতে বার কোরে দে, গলীপথে ছেড়ে দিয়ে আয়।' আমায় যখন বার কোরে দেয়, আমি শুনলেম, বেগম বাবু খোজাকে এই হুকুম কোল্লেন, 'তোর ভাইকে ডেকে আন্, খবরদার,দেরি না হয়,তাকে শীঘ্র ডেকে আন্। বেইমান বজ্জাৎ সাদকের নিমিত্ত তোরা ছোরা লোয়ে প্রস্তুত হয়ে থাক্, সে যেমন নেমে যাবে, ঐ ছোরা অমনি তার বুকে বোসিয়ে দিবি, সে যেন প্রাণ লোয়ে ঘরে ফিরে না যেতে পারে। খবরদার, দেখিস, আমি এই হুকুম কোচ্ছি মনে থাকে যেন।" জীনা এই কথা বোল্লে, 'সলিমান ! তুমি নিশ্চয় জেনো, সাদক নাই, তিনি এতক্ষণ মৃতের দলে মিশে গেছেন। হতভাগিনী জীনার দুরবস্থা দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হোতে লাগ্‌ল, আমি তাকে সঙ্গে কোরে সেই রাত্রে স্ত্রীর কাছে লোয়ে,তার হাতে হাতে সমর্পণ কোল্লেম। আমার স্ত্রী বড় মায়াশীলা, সে ঐ রাত্রে নানা প্রকার সেবাশুশ্রূষা কোত্তে লাগ্‌ল, আমি ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেম। আমার শরীরটা বড় স্বচ্ছন্দ ছিল না, ভারি ক্লান্ত হয়েছিলেম। শয়ন কোল্লেম বটে, কিন্তু নিদ্রা কারে বলে, তার নামও একবার মনে উদয় হলো না। ধর্ম্মাবতার ! আমি কেবল আপনার অকাল-মৃত্যুর বিষয় ভাব্‌তে লাগ্‌লেম।

প্রাণটা থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আজ সকালে সকালে উঠে এদিকে ওদিকে কোরে বেড়াচ্ছি, মনে কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না, বেড়াতে বেড়াতে এখানে এসে উপস্থিত হোলেম, কেন যে এদিকে এলেম, তা বোল্‌তে পারিনে। কিন্তু হুজুর! আপনাকে যথার্থই বোল্‌ছি, আমার মনে বড় বিস্ময় জন্মেছে, কিন্তু তেমনই আবার খুসীও হয়েছি, আপনি অতি আশ্চর্য্য বাঁচা বেঁচেছেন, জগদীশ্বর আপনাকে স্বয়ং রক্ষা কোরেছেন। তাঁর অপার করুণা মনে কোরে আমার অন্তঃকরণ তাঁর ভাবে মগ্ন হচ্চে, আমি আল্লার নামে আর একটিবার সাধুবাদ দেই, আমি তা না দিয়ে ক্ষান্ত হোতে পাচ্ছিনে, আল্লা! তুমি সত্য! তুমি ধন্য! তোমার কুদ্‌রত্‌ বাড়ুক, তোমার কেরামতি সকলে জানুক!” এই বোলে সলিমান পুনরায় চীৎকার কোরে উঠ্‌ল।

সলিমান এত উল্লাস প্রকাশ কোত্তে লাগল, তা দেখে আমি আর তার উপর রাগত কি বিরক্ত হোতে পাল্লেম না। গত রাত্রে যা যা ঘটেছিল, সলিমানকে অল্পের মধ্যে সে সকল বৃত্তান্ত বোলে, বোল্লেম ‘তুই এখনি ছোরাখানা তল্লাস কোরে নিয়ে আয়, যা দেখ্‌গে যেখান থেকে আমি লাফিয়ে পোড়েছিলেম, হয় ত সেই জানালার নীচে উঠানে পোড়ে আছে।” সলিমান ঐ কথা শুনে চলে গেল। কিন্তু আবার তখনই ফিরে এসে আমায় বোল্লে,“অনেক তল্লাস কোল্লেম, কিন্তু পাওয়া গেল না, আমার পরিশ্রমই বৃথা হলো।”আমি আর সে বিষয়ের কোন উচ্চবাচ্য না কোরে, তারে বোল্লেম, “তুই শীঘ্র একজন হাকিম ডেকে আন্, আমার পায়ের বেদনা বড় বেড়েছে, অসহ্য হয়েছে আমি আর যাতনা বরদাস্ত কোত্তে পাচ্ছি নে; অরও ক্রমিক বৃদ্ধি হচ্চে, তুই শীঘ্র যা, হাকিম খাদুসাকে ডেকে নিয়ে আয়।” সলিমান তখন ঘরের বার্ হোতে পারে নি, আবার তাকে ডেকে বল্লেম,“লেখ্‌বার সরঞ্জাম এনে দে, আর একজন হরকরা যেন দরজায় খাড়া থাকে,যখন যে দরকার হবে,সে তার আহ্বান কোর্‌বে।” যত সংক্ষেপে পাল্লেম, পিতাকে এই মর্ম্ম লিখে জানালেম, হঠাৎ একটা দৈব ব্যাঘাত ঘটাতে গত রাত্রে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পারি নাই, আপাততঃ জ্বরে ও বেদনায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছি, চিকিৎসা ভিন্ন আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমখাসে হাজির হতে পাল্লেম না, আমার হয়ে বাদশাহের নিকট অনুগ্রহ কোরে মাপ চাইবেন।” এই কটি কথা লিখে পত্র সমাপ্ত কোল্লেম।,পত্রখানি রওনা কোরে দিয়ে সলিমান হাকিম খাদুসাকে সঙ্গে কোরে কতক্ষণে ফিরে আসবে, এখন বোসে বোসে তাই ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, ব্যস্ত হোতে লাগ্‌লেম। হাকিম খাদুসা চিকিৎসাবিদ্যায় অতি সুপণ্ডিত, তাঁর হাতে আমি সত্বর আরোগ্য হব, সে প্রত্যাশা বেশ ছিল।

একটু পরে হাকিম উপস্থিত হোলেন,পায়ের সন্ধিস্থলটি (গুল্‌ফ) বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেন, দেখে বোল্লেন, “পায়ের অবস্থা অতি ভয়ানক, অন্যূন দেড় মাস বিছানায় পোড়ে থাকৃতে হবে,যার পর নাই অতি সাবধানে,অতি সন্তর্পণে সেবাশুশ্রূষা করা আবশ্যক।” ঐ কথা বোলে আবার বোল্লেন, “ভয় নাই, আপনি নিঃসন্দেহ আরোগ্য হবেন। প্রতীকারের কথা শুনে আমার অনেক সাহস হলো। কিন্তু আমার জ্বর দেখে হাকিমের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বোল্লেন, আমার এ জ্বর, পায়ের অপেক্ষা আরও ভয়ানক। জিহ্বার অবস্থা, নাড়ীর বেগ দেখে পূর্ব্বেই স্থির কোল্লেন, আমায় দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী হয়ে রোগভোগ কোত্তে হবে।” কি অতকষ্টেতেই পোড়্‌লেম—এখন আমার উপর দৃষ্টি, বাদশাহ আমার মুখ চেয়ে আছেন, আমার সাহায্য তাঁর বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, আমার ঐকান্তিক যত্নের উপর পিতার জীবন অবলম্বন কোচ্চে, এমন গুরুতর সময়ে হাকিমের ঐ কথাগুলি কদাচ সুখময় হবার নহে। বরং তা শুনে অন্তঃকরণে কত প্রকার দুর্ভাবনা উপস্থিত হোতে লাগ্‌ল, তাতে কোরে আমার রোগের দমন হওয়া দূরে থাক, বরং বৃদ্ধি হবারই সম্ভাবনা হলো।

হাকিম খাদুসা প্রতিশ্রুত হয়ে বোল্লেন, “আমার ভয়ানক অবস্থার বিষয় মোগলরাজকে জানন

কর্‌বেন, তা হোলে আর কোন চিন্তা নাই,সেটি সপ্রমাণ হবে। আরো বোল্লেন, আমার যাতে সত্বর আরোগ্যলাভ হয়, তার জন্যে তিনি বিন্দু-বুদ্ধি কি যত্নের ত্রুটি কোর্‌বেন না, কিন্তু তাঁর ও কথায় আমি তুষ্ট হোলেম না, আমার চক্ষের উপর যে অনর্থপাতের সম্ভাবনা হয়ে আছে, তাই স্মরণ কোরে আরো উদ্বিগ্ন হোতে লাগ্‌লেম।

আমার একটু ঘুম, স্পষ্ট ঘুম নয়,তন্দ্রার ন্যায় গোলমেলে রকম একটু নিদ্রার আবেশ হয়েছিল, তাতে কোরে শরীরে কতক আরামও পেয়েছিলেম, এমন সময় ধড়াস কোরে ঘরের দরজাটা খুলে গেল, সেই গোলে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি,পিতা দাঁড়িয়ে, কতক আশাভঙ্গ হবার হতাশে কতক বা ক্ষেপে হয়ে, মুখখানি আঁধার কোরে আছেন। পিতাকে অতিশয় বিরস দেখ্‌লেম। মহা উৎকণ্ঠিত হয়ে পালঙ্কের এক পাশে এসে বোস্‌লেন আমার পানে চেয়ে বোল্লেন,"বালক! এ সকল কি কারখানা? কেন তুমি আপনার কর্ম্মে উদাস্ত কোরে? কি ভাব তোমার? রে অকৃতজ্ঞ বালক! ওঠ্,আলস্য ঝেড়ে ফেল্,আমি যা বলি, তা শোন্।" আমি ওঠবার চেষ্টা কোল্লেম, কিন্তু পাল্লেম না। উঠ্‌তে গিয়ে বোধ হলো,সমস্ত সংসার যেন কোঁস কোঁস শব্দ কোরে আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্চে। কত আলাৎ পালাৎ বোক্‌তে লাগ্‌লেম; দুই চোক কট্‌মট কোরে পিতার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাক্‌লেম, মুখে কেবল থেকে থেকে 'দেলজান দেলজান' কোচ্ছিলেম। উন্মাদের ন্যায় বলবান্ হয়ে পিতার একখান হাত কাম্‌ড়ে ধোল্লেম। জ্বরের যাতনায় কখন চীৎকার কোচ্চি, কখন বা বিড়বিড় কোরে কত বিহ্বলের কথা বল্‌ছি, আর নিরবচ্ছিন্ন ছট্‌ফট্ কোচ্চি। এই সকল বিভীষিকা দেখাচ্ছি, এমন সময় হাকিম এসে উপস্থিত। তিনি আফিম ব্যবস্থা কোল্লেন, তাতে কোরে আমি অনেক সুস্থির হোলেম। একটু পরেই গাঢ় নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়্‌লেম, কিন্তু বেদনার যাতনায় তখনি আবার চেতনা হলো। নিদ্রা হলো বটে, কিন্তু তৃপ্তি কি শান্তি বোধ হলো না। ঘুম ভেঙ্গে দেখি,আমি একলা আছি, পিতা চোলে গেছেন। তাঁর মনে অবশ্যই বিশ্বাস হয়ে থাক্‌বে যে, আমি যথার্থই পীড়িত, তাই তিনি হাকিমের হস্তে আমায় সমর্পণ কোরে বাড়ী চোলে গেছেন। হাকিম আমার জ্বর থাট কর্‌বার জন্যে দিন-রাত উঠে-পড়ে লাগ্‌লেন, সময় অসময় বিবেচনা ছিল না, যখনি দরকার হয়েছে, তখনি এসে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা কোরেছেন, কোন রকমে কোন বিষয়ের ত্রুটি করেন নি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"প্রণয় কি জোরের কাজ?"

ঐ দুর্ঘটনার তৃতীয় দিবসে, জ্বরের তেজ অনেক লাঘব হয়ে এলো। পিতা আমায় দেখে যাবার পর সবে আজ আমি একটু উপশম পেয়ে সহজ মানুষের মত কথাবার্ত্তা কইতে পাচ্চি। এর পূর্ব্বে আমার জ্ঞান-চৈতন্যও ছিল না,শরীরের গ্লানিও যায় নি। হাকিমের চিকিৎসার প্রভাবে পায়ের ফুলোও অনেক কোমে এসেছে, বেদনারও অনেক প্রতীকার হয়েছে। প্রতীকারও হয়েও তবু আমি এত দুর্ব্বল, হাত একখানি উঠিয়ে যে মুখের কাছে লোয়ে যাব,সে ক্ষমতা ছিল না। হাকিমের আসা যাওয়া কি সেবাশুশ্রূষার জন্য লোকজনের প্রয়োজন; সে সকল যেমন, তেমনই ছিল, প্রতিনিয়ত এক ভাবেই চোল্‌তে লাগ্‌ল।

সলিমান মনে মনে আমার যেরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা কত্তো, সেটি এইবার প্রকাশ পেলে। আমায় ফেলে সে তিলার্দ্ধও কোথাও যেতো না। পালঙ্কের এক পাশে বোসেই আছে, কখন গায় হাত বুলুচ্চে, কখন বাতাস কোচ্চে, কখন পা টাব্‌ড়ে, তাতে তার বিরক্তি ছিল না। তবে আমার যখন একটু ঘুমের আবেশ হতো,সে সেই অবকাশে একটু এ দিক্ সে দিক্ ফিরে ঘুরে আস্‌ত, কি তখন খেতে যেতো, কি হাত পা

খুলে যেত্তো, নচেৎ এক পাও নড়ত না। যে দিন আমার একটু জ্ঞানের উদ্রেক হলো, ঐ দিন প্রাতে একখানি চিঠি এসেছিল, প্রভু-বৎসল সলিমান সে চিঠিও দেখায় নি, মুখেও সে কথা আমায় জানায় নি। তার মনে এই ভয় হলো, কি জানি, পত্রের মর্ম্মাবগত হয়ে পাছে উৎকণ্ঠিত হই, তা হোলে ত আরোগ্যের পক্ষে ভারি ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, এই ভেবে সে পত্রখানি রেখে রেখেছিল। এখন আমি একটু সবল হয়েছি, তাই দেখে সলিমান সেই চিঠিখানি এনে আমার হাতের উপর ধোরে দিলে। পত্রখানি খুলে পড়ে দেখি, অন্য কোন বিষয় নয়, ইয়ার মহম্মদ যে পূর্ব্বে অঙ্গীকার করেছিল, তাই সে কতকগুলি কবিতা রচনা কোরে পাঠিয়েছে। আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হয়েছি বটে, কিন্তু এখনও খুব ক্ষীণ, খুব দুর্ব্বল আছি, কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট কোত্তে পারিনে, বিরক্তি বোধ হয়। একটু যদি পড়ি কি যদি উপর্য্যুপরি দুটো কথা কই, অমনি অন্ধকার দেখি, মাথা যেন ঘুরে পড়ে। এ অবস্থায় আমি যে কবিদিগের অদ্ভুত কল্পনায় তার তরঙ্গের মর্ম্মাবগত হই, আমার সে সাধ্য ছিল না, ততদূর বলাধান এখনও হয়নি। আমি পত্রখানি হাতে কোরে লয়ে, একবার একটু তাতে চোক বুলিয়ে যেমন এক পাশে ফেলে রাখ্‌ব, এমন সময় চেয়ে দেখি, কবিতাগুলির সব শেষে কয়েক পংক্তি গদ্যে লেখা রয়েছে। সে লেখা এই,—

"আপনার মনের বাসনাস্বরূপ গোলাবের অঙ্কুর উত্তপ্ত টবে থেকে, তার কান্তি দিন দিন মলিন হচ্ছিল, এক্ষণে আমাদের সন্তোষ উদ্যানে স্থানান্তর হইবার,পর সে পুনরায় নবীন তেজ, নবীন মূর্ত্তি ধারণ কোরেছে।" বালক কোন বিষয় লক্ষ্য কোরে কথাগুলি লিখেছে? বেন-জানের আর একটি নাম গোলাব, গোলাব কি বুক্তার খাঁর স্ত্রীর গৃহে অবস্থিতি কোচ্চেন? বালক কি সেই আভাস দিয়ে লিখেছে? তাই হবে, বরকন্দাজ খাঁর কুৎসিত অন্তঃপুর উত্তপ্ত টবের সঙ্গে, আর তার মাতার গৃহ সন্তোষরূপ উদ্যানের সহিত তুলনা দিয়েছে। আমার এই অনুমান ঠিক হইল কি না, তাই জানবার নিমিত্ত সলিমানকে তখনি পাঠালেম। তাকে বিশেষরূপে সতর্ক কোরে দিলেম, সে যেন সহসা অধীরার অন্তঃপুরে প্রবেশ না করে, বরং তাকে বোলে দিলেম যে,জীনার দ্বারা সন্ধান জেনে আমায় এসে বলে। এই কথা বলে তাকে কেবল বিদায় কোরে দিয়েছি, সে তখন ঘরের বার হয়েছে কি না সন্দেহ, এমন সময় পিতা এসে উপস্থিত।

বাবা বলিলেন,"বালক! তুমি পীড়িত হয়েছ যথার্থ, তা না বোল্‌তে পারিনে, কিন্তু তোমার উপর আমাদের কত আশা ভরসা রয়েছে তা জেনেও তুমি তোমার জীবনের প্রতি যত্ন কর নি,এ এ কটি মহা পাপ বল্‌তে হবে। বিশেষতঃ গুরুলোকের কথা অবহেলা কোরে, অনেক কষ্ট পেতে হয়,অসৎকর্ম্মের বিপরীত ফল ধরাই আছে, সেই পাপেই তোমার এত শাস্তি হলো। তা তাই হয়েছে, যেমন কর্ম্ম, তার মত ফল হাতে হাতে পেলে। আমরা তোমায় মানুষমুষ্য কোল্লেম, লেখাপড়া শেখালেম, বড় পায়ার চাকুরী দিয়ে দিলেম, তার কি এই দক্ষিণে? আমাদের একটা কথাও রক্ষা কোরে না—এই কি তোমার ধর্ম্ম? আমি কি পূর্ব্বে তোমায় সাবধান কোরে দিই নি, না তোমায় নিষেধ করিনি? আমি যে তোমায় কতবার বারণ কোরে দিয়েছি যে,সামনের স্ত্রীলোকদের কোন কথায় তুমি থেকো না, তাদের ছায়াও মাড়িও না; তথাচ সে কথা তুমি শুনলে না, এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমার কেন হলো? আপনার দোষ কেউ দেখ্‌তে পায় না, তোমার অপরাধ কি?"

আমি, বলিলাম, "কি আ—না! তবে কি সর্ব্বত্রে জানাজানি হয়ে গেছে? আমার সম্বন্ধে যা যা ঘটেছে, সে সকল কি প্রকাশ হয়ে পড়েছে? কে তা এর মধ্যে ঢোল মেরে দিলে?"

পিতা বলিলেন, "তা কি কারও জান্‌তে আর বাকী আছে? হাটের মাঝে কবাট কি! বরকন্দাজ খাঁ বেগমের সহায় পেয়ে বাদশাহের নিকট সরাসর এই দরখাস্ত কোরেছে যে, খুন করবার অভিপ্রায়ে তুমি তার অন্তঃপুরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ কোরেছ, সত্যি মিথ্যা

এই দেখুন, আমরা তার ছোরা কেড়ে রেখেছি। হয় সিঁড়ির উপর, নয় স্ত্রীলোকেরা যেখানে বসে, তারি কোন স্থানে ঐ ছোরা পোড়েছিল, তারা তা কুড়িয়ে পেয়েছে।"

আমি বলিলাম, "বেগম হদ্দমুদ্দ পাজী, বেটী বজ্জাতের একশেষ। কেবল আকারটি তার মানুষের মত, নচেৎ সে একটি ডাকিনী! ডাইনী সে! সেই ত আমায় ফুসলিয়ে নিয়ে যায়। আমি ত আগে যেতেই চাই নি, বেগমই ত আমায় মজালে, সে আপনিই লোক পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে যায়। আপনি যা শুনেছেন, সে সকলি মিথ্যা, বেগমও তা মনে মনে বেশ জানে।" এই কথা কয়ে যা যা ঘটেছিল, বাবাকে সব গেলেম, শেষে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বাবা! যা হবার তা ত হয়ে গেছে, এক্ষণে উপায় কি? আপনার বুদ্ধিতে যা ভাল হয় বলুন।"

বাবা বলিলেন, "তোমার মুখে যা শুনলেম, সেইটিই ঘটেছে সত্য, আমারও মনে তা হচ্ছে। কিন্তু বেগম তোমায় ফাঁসাবার নিমিত্ত, তার নচ্ছার কৌশল জালে তোমার চারিদিক্ বেড় দিয়েছে, তুমি কি এখনও তা জানতে পারো নি? বেগমই যে নষ্টের গোড়া, তারই কথাক্রমে তুমি যে অন্দরে গেছিলে, এ কথা কিন্তু বাদশা-হের কাছে বলতে তোমার সাহস হবে না, বেগমও তা মনে মনে বেশ জেনেছে, তদ্ভিন্ন ঐ রাজ-বালারই দমে পড়ে তুমি যে বাদশাহের হুকুম অমান্য কোত্তে চেয়েছিলে, সে কথাও স্বীকার কোত্তে তোমার ভরসা হবে না, তাও বেগম বেশ বুঝেছে। ভিতরে ভিতরে যে এত কাণ্ড হয়েছে, সেগুলি ভেঙ্গে না বোল্লে তোমারে যে তারা মেরে ফেলবার চেষ্টা কোরেছিল, সে কথা লোকে বিশ্বাস কোর্‌বে কেন? তুমি পীড়িত আছ ব'লে মৃগয়া-কৌতুকের দিন পেছিয়ে গেছে, নচেৎ গত পরশু হবার কথা ছিল। হলে তার আয়োজনের কতই ধূম পড়ে যেত। এ আন, তা কর, একে ডাক, তাকে পাঠাও, আন্, নে, দে, এতেই ব্যস্ত থাকতে হত"। জান ত, বাদশাহ আমাদের চিরকালই ব্যস্তবাগীশ— আন বল্লে, টান সয় না। তোমার উপর তিনি তারি নারাজ হয়েছেন। তোমার কাজের ছিলেমি দেখে মনে মনে চটে গেছেন। দিন নেই, রাত নেই, দেখা হলেই কেবল তোমারি নিন্দা মন্দ করেন, আমায় বিরক্ত কোরে মারেন। আজ তুমি এ কোল্লে, কাল তা কোল্লে। আজ ও হল না, কাল তা হল না, এইরূপ নিত্যই একটা না একটা তোমার গ্লানির কথা উপস্থিত কোরে আমায় ফেকশেক করেন। রাজপুত্রদের হস্তে পরিত্রাণ পাবার নিমিত্ত তিনি যে কৌশল কোরেছেন, তাতে না কি তোমার সহায়তা বড় দরকার কোচ্চে, তুমি না হলে সেটি নাকি নির্ব্বাহ হতে পারে না, তাই তুমি বেঁচে থাচ্ছ, নচেৎ তোমার যে আচরণ, এত দিনে তুমি তালরূপ প্রতিফল পেতে, বাদশাহ তোমায় আচ্ছা আক্কেল দিয়ে দিতেন, দিতেনই দিতেন, তার সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ তুমি রাজান্তঃপুরের পবিত্রতায় অনা-দায় কোরেছ। বেগম ঐ কথা নিয়ে বাদশাহকে তেক্ত-বিরক্ত কোরে মাচ্চেন, তাঁরে যেন ছিঁড়ে খাচ্চেন। ও দিকে বরকন্দাজ খাঁ গিয়ে জানাচ্চে, তার প্রতি যেন অবিচার না হয়। এই ত তোমার অবস্থা। এক্ষণে তোমারে দূর কোরে দিয়ে ঐ কর্ম্মে অপর কেউ বাহাল না হয়, বাদশাহকে সেই অভিপ্রায় হতে ক্ষান্ত করবার নিমিত্ত আমার কাল ঘাম ছুটে যাচ্চে। মোগলরাজের জান ত কোন ব্যক্তি ওমেদার আছে, সে তোমার মত উপযুক্ত, তোমার মত বিশ্বাসপাত্র, বিশেষতঃ বাদশাহ বলেন, তারে যখন প্রয়োজন হবে, সে ব্যক্তি তখন কদাচ আপনার জীবনের প্রতি অযত্ন কোর্‌বে না কিম্বা মুনিবের কর্ম্ম ফেলে রেখে স্ত্রীলোকের অনুসন্ধানেও ফির্‌বে না, অথবা জোর কোরে কারও অন্দরে ঢুকে ধুমধামও কোর্‌বে না, তার সেরূপ প্রকৃতি নয়।

ঐ কথা শুনে আমি একটু হেসে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সে ব্যক্তি কে? তার বাড়ী কোথায়? এমন উপযুক্ত লোক মহারাজ কোথায় পেলেন? সম্প্রতি আপনারা যে কল্পনা কোরে-ছেন, সে তা প্রতুল কোরে তুলতে পার্‌বে তো?"

বাবার সব আষাঢ়ে বন্দোবস্ত, আমি আপনি

গেলেম বোল খেয়ে, এক ব্যক্তি উমী লোক এসে তাঁর প্রতুল কোরে দেবে! কাঘারের কুমোত-বুদ্ধি, কি আশ্চর্য্য। অতিবুদ্ধির হাতে দড়ি, সে কথা মিথ্যা নয়। বাবার কাছে দুড়ী-মুড়্‌কির এক দর, কাঁচ-কাঞ্চনের সমান আদর। আমি বোল্লেম, "বাবা! তা ভালই হয়েছে, আমার তাতে কোন গুরুর আপত্তি নাই। সে ব্যক্তি যেই হোক, আল্লার মিবি, আমি তার উপর না রাগই কোর্‌ব, না দ্বেষই কোর্‌ব। আপনি বাঁচলে বাপের নাম, আমি এখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পাল্লে বাঁচি।" মুখে এই আঁটানি কোরে শেষে সুলতান সুজার অস্ত্রধারী লোকেরা আমার যে পথে পেয়ে জোর কোরে ধোরে নিয়ে যায়, সেই বৃত্তান্তটি সমুদায় বাবাকে বোল্লেম। তা ছাড়া তাঁর নিজের প্রাণ রক্ষা কোরে দেব, কথা দিইছি, সিটিও বড় কম হাঙ্গামা নয়, তাতে বিস্তর ফিকির, বিস্তর ফন্দি দরকার করে, শুধু তাতেও কোন্ পার পাওয়া যায়, আবার বুক রুকও চাই, কিন্তু তা বল্লে চলে কই, পিতার অনুরোধ, ফেল্‌তে পারিনে। একেও কোন্ শেষ হল—আবার বাদশাহের হুকুম—সুরজ খাঁকে ধোত্তে পার্‌ব না—তাকে ছেড়ে দিতে হবে, সে কথাও না শুন্‌লে নয়, নচেৎ মাথা বাঁচে কই। রাজদরবারের বিস্তর লোক দারার পক্ষ, তাদের অনুরোধও রক্ষা করা চাই, না কোল্লে আমার নিস্তার নাই। এর মধ্যে এত মারপেঁচ, এত ফেরফোর রয়েছে, কিন্তু বাবা তার অনেক খবরই জান্‌তেন না। ঐ সকল মর্ম্মকথা বোলে তাঁর মনের ধাঁধাঁ ভেঙে দিলেম। শেষে বোল্লেম, "বাবা! আমি আকাশ-পাতাল ভাব্‌ছি, ভাবনার কূল কিনারা দেখিনে, আমার এ চাকুরিতে নমস্কার, এখন ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি। আমার যে জ্বালা, তা আমিই জানি, আর গুরুদেবই জানেন। সহস্র বিছে কামড়ালে বোধ হয় তত জ্বালা হয় না, যত জ্বালা আমি পেয়েছি। আমার কর্ম্মে যিনি বাহাল হবেন, হোন, কিন্তু যে বিপদে আমি পোড়েছি, তার অর্দ্ধেকও যদি তাঁকে ভোগ কোত্তে হয়, তথাচ লোকে যে তাঁরে সুখী মনে কোর্‌বে, তা কোর্‌বে না, কেউ তাঁর হিংসক হয়ে তাঁর পদের অভিলাষী হবে, তাও কেউ হবে না। কেবল পিতার মুখ চেয়েই না এত দিন ক্ষান্ত হয়ে আছি, নচেৎ কবে এ কর্ম্মারি চাকুরীতে এস্তফা দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেম। এ ত চাকুরী করা নয়, কুকুরী করা তবে করি কি, আমি যেন খোড়ো-বন্ধনে পোড়েছি, পিতার প্রাণ ত বাঁচান চাই, তাই নিরস্ত হয়ে আছি।

পিতা বলিলেন, "সে কথা মিথ্যা নয়, তুমি যে ভারি ফেসাতে পোড়েছ, সেটি আমি স্বীকার করি। ফল কথা এক্ষণে এই, যে কাণ্ড-কারখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে কোরে তুমি দারার স্বপক্ষ কোন মতেই হোতে পার না। তার সঙ্গে যে তোমার আন্তরিক হবে, তার অনুরোধ কই? দারার সঙ্গে তোমায় একত্রে বাঁধে, এমন সূত্রই নেই। আরঙ্গজেবের সম্বন্ধে কিন্তু সে কথা নয়। সে স্থলে একটি ছেড়ে দুটি অনুরোধ উপস্থিত, তার পক্ষ তোমায় হোতেই হবে, তুমি তা না হোয়ে পারো কই; তবে সুজার পক্ষের লোকেরা তোমায় শাসিয়েছে। ভয় দেখিয়েছে, তা হলেই বা, সেটা বড় ভারি কথা নয়। তুমি তাদের ধাঁকে আমলে এনো না, গ্রাহ্যই কোরো না। তারা বদ্‌মাস বই ত নয়, তোমার তারা কি কোত্তে পারে, কি ক্ষমতা আছে। অজার যুদ্ধে আটুনি সার—তারা কেবল মুখে একবার তোমায় কোড়্‌কে নিলে, তোমার সঙ্গে বিবাদ করে, এত হেস্তাৎ তাদের কখনই হবে না, পেরে উঠ্‌বে কেন। বিশেষতঃ যেখানে বড় বড় দায়, বড় বড় ঝুঁকি ঘাড়ে ঝুল্‌ছে, সেখানে ক্ষুদ্র প্রাণী, সামান্য বদ্‌মাসদের কথায় কান দিতে নেই, তা শুনেও মনে কোত্তে নেই, হেসে উড়িয়ে দিতে হয়।"

পিতার এ কথা বল্‌বার তাৎপর্য্য আর কিছু নয়, যখন তাঁর নিজের প্রাণ লয়ে টানাটানি, তখন আমার প্রাণ থাকে থাক, যায় যাক, সে বড় ভারি কথা নয়। পরের ধনে কল্লুর নাট, বাবা আমার তাই কোল্লেন।

আমি তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে বোল্লেম, "আচ্ছা, আমারই প্রাণ যেন অতি যৎ-সামান্য, থাকে ভাল, যায় ভাল, সেটা যেন বড় ধর্ত্তব্যের নয়। তা হোলেও আপনাদের কাজ

পোচায় কই। রাজপুত্রেরা যে এ খবর না শুনে অমনি আছেন, তা কখনই সম্ভব নয়, সে কথা কেউ না কেউ অবশ্যই তাদের কানে তুলে দেছে. তাঁহারাও তবে সাবধান হয়েছেন, তার সন্দেহ নেই। এ কথা শুনে তাঁরা কি বাঁচবার পথ না কোরে নিশ্চিন্ত আছেন ?"

পিতা বলিলেন,"সেটা সম্ভব বটে, কিন্তু তার মধ্যে কথা আছে। তাঁরা যদি শুনে থাকেন, তবে এই কথা শুনছেন, আমরা তাঁদের দৃত করবার নিমিত্ত কোন কৌশল কোচ্ছি, এর বেশী যে কিছু শুনেছেন, তা আমার বোধ হয় না, কিন্তু কি কৌশল কোচ্ছি, তা আর তাঁরা শুনেন নি, জানেনও না। তবে আর তাঁরা উপস্থিত ব্যাপারে সাবধান হবেন কেন ? তবে যদি ছুদিন দেরি না কোরে তোমার আরোগ্যের পরেই মৃগয়া-কৌতুকের আড়ম্বর করা হয়, তা হোলে একদিন সন্দেহ কোরেও কোত্তে পারেন। ভাল, সে বিবেচনা পরে হবে, সম্প্রতি তোমায় একটি যরাও কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই, তুমি যেন শুনে ক্ষুন্ন হও না!"

"বরকন্দাজ খাঁর ভ্রাতষ্পুত্রীর সম্বন্ধে তোমার মনোগত অভিপ্রায় কি. আমায় তা ভেঙ্গে বোল্‌তে হবে : তুমি কি একটা কলঙ্ক কোরে দিয়ে জন্মের মত তার বাবা খেয়ে দেবে, তার পাকচক্র কোচ্চো ? তা হোলে ত ভারি বিপদ, তুমি আপনার ফাঁদে আপনি জড়িয়ে পোড়বে, তাতে হয় ত তোমারও প্রাণ যাবে, আমারও যাবে, তুমি কি তাই মনন কোরেছ ? না তারে বিবাহ কোর্‌তে স্থির কোরেছ ? তোমার মনের কথা কি, তা বল! যদি তার পাণিগ্রহণ কর্‌বার মানস থাকে, তবে সদয় হোয়ে, লোক জানাজানি কোরে আমাদের যে শক্র, তার হাতে-পায় ধোত্তে হবে, কেন না, তার অমতে এ বিবাহ ত হোতে পার্‌বে না। তুমি কি তার হাতে-পায় ধোরে রাজি আছ ?"

আমি বলিলাম, "আমার মনে কোন অসৎ অভিপ্রায় নেই! নবে তা প্রকাশ কোরে বল্‌তে লজ্জাই বা কি, বাধাই বা কি ? দেলজানের প্রতি আমার প্রণয় জন্মেছে, তার কতকগুলি. স্বভাব বড় চমৎ—"

এই পর্য্যন্ত বোল্‌তেই বাবা অমনি রাগে জুল্‌তে লাগ্‌লেন, আমায় আর কথা কইতে দিলেন না। তিনি বোল্লেন, "তুমি বালক বই ত নও, চুপ কোরে থাক, তোমায় আর বেহুদো বকৃতে হবে না, আমার যেন আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তাই বসে বসে তোমার প্রলাপের কথা শুনব। তুমি দেলজানের সকলই আশ্চর্য্য দেখে থাক, আমি তা বুঝতে পেরেছি, তোমায় আর তা বলে কষ্ট পেতে হবে না, আমরাও এককালে তোমার মত সকলই আশ্চর্য্য দেখতেম! কিন্তু তুমি যে ভেবেছ, তারে বিবাহ কোর্‌বে, তা মনেও কোরো না ; সে খেয়াল পরিত্যাগ করো, সেটি হবে না। অন্য কোন স্থানে তোমার বিবাহের কথা স্থির হোয়ে আছে। বিবেচনা কর, তাও যদি না হত, অন্য আশা যদি নাই থাকৃত, তথাচ দেলজানের সঙ্গে তোমার পরিণয় হওয়া কোনক্রমেই ঘটে উঠ্‌ত না। বরকন্দাজ খাঁ কখনই তাতে মত দিত না। আমি যা বোল্‌ছি, আমার কথাগুলি তুমি ব্রহ্মজ্ঞান কোরে মেনে নিও। আর এক কথা এই, এ বিবাহে আমারও মত নেই, কেন না, বিবাহের প্রস্তাব কোত্তে আমাকেই হবে, তা হোলে বরকন্দাজ খাঁর কাছে আমার ন্যূনতা স্বীকার কোত্তে হয়, আমি যে তার কাছে খাট হই. সেটা তোমার অভিপ্রায় নয় বোধ হয়, কেমন, নয় ত বটে ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তা নয় বটে, কিন্তু কি কিকিরে বরকন্দাজ খাঁকে হস্তগত কোর্‌ব,আমি এ পর্য্যন্ত তা স্থির কোরে উঠতে পারি নি। তবে আমার পণ এই, দেলজানের সঙ্গে হয় ত বিবাহ কোর্‌ব, নচেৎ আমি বিবাহই কোর্‌ব না।

পিতা বলিলেন, "তুই বড় পাগল, তোর কি এরূপ পণ করা উচিত ? না তোরে তা সাজে ? তুই কি এখন আসল সোনা ফেলে দিয়ে নকল সোনা ধর্‌বি!"

আমি বলিলাম, "বাবা! আপনি বেশ কথা বোল্লেন, আমার বিবেচনায় রাজ্য-সম্পদ্ নকল সোনার সদৃশ। লোকে নির্ম্মল, নিষ্পাপ চরিত্র রূপ আসল সোনা বদল দিয়ে ঐ নকল সোনা গ্রহণ কোত্তে চায়।"

"ইস্! হুস্! বালক! তোমার জ্বরের যে তেজ দেখেছি, তার ধমক এখনও সাম্‌লাতে পার নি। ঐ জন্যই তোমায় হুবহু মেয়েমানুষ কোরে তুলেছে। তুমি এখন আমার পা ছুঁয়ে কিরে কিরি কোরে বল, দেলজানের সঙ্গে আর কখন সাক্ষাৎ কোর্‌বে না।"

আমি বলিলাম, 'আর কখনই না? দোহাই আল্লার! এ প্রতিজ্ঞা আমি কোত্তে পার্‌ব না। দেলজান যেখানেই থাকুন, অবকাশ পেলে আমি উড়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা কোর্‌ব, কারও কথা শুনব না, কেউ আমায় ধোরে রাখতে পারবে না।"

পিতা মহা গরম হোয়ে বোল্লেন,"তুই ভারি এক-রোখা, তোর আপনার মতেই মত, তোর মতন অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ বালক কেউ কখন দেখেও নি, শোনেও নি। আমি তোর বাপ, কিন্তু তুই আমার মান রেখে বা মাতব্বর কোরে কথা কস্‌নে, আমার সঙ্গে তুই মুখবরাবরি করিস্, আর যা মুখে এসে, তাই বলিস্, এই কি উচিত? তোর কি একটু হায়া নেই? অরে মূর্খ! তবে শোন্। নজ্জালী খাঁ আরঙ্গজেবের বড় বিশ্বাসপাত্র, তাঁর কন্যা নূরমহল। ঐ নূরমহলের সঙ্গে তোমার পরিণয় হোলে আমার সেই দুর্জ্জয় অভিসন্ধিটি সুসিদ্ধ হয়। এ কথাগুলি তুমি কানে শুনে রাখ।"

আমি বলিলাম, "আপনি যদি কথা দিয়ে থাকেন, তবে এই বেলা তা খণ্ডিয়ে দিন, আমায় যদি কেউ বলে, দেলজানকে পরিত্যাগ কর, তুমি সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্রী রাজা হবে,তথাচ আমি তারে পরিত্যাগ কোত্তে পার্‌ব না। আরো এই কথা বোল্লেম, আপনি যখন দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষার কথা আমায় প্রকাশ কোরে বোল্লেন, মনে কোরে দেখুন, তখন আপনার সঙ্গে আমার কি কথা হয়। কেবল উপস্থিত বিপদ্ থেকে উদ্ধার করবার নিমিত্ত আমি আপনার সহায় হব, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কথায় থাকব না। আমি যে ক্ষতি, কি প্রত্যবায় স্বীকার কোরে আপনার উত্তরকালের উন্নতির পথ মুক্ত কোরে দেব, সে কথার প্রতি আমি কিছু ওয়াজত দিই নি, সত্য মিথ্যা, মনে ভেবে দেখুন, স্মরণ হবে।" আমি যখন ঐ কথাগুলি বোলছিলেম, বাবা তখন ঘরের মধ্যে পায়চারি কোরে বেড়াচ্ছিলেন, আর আড়ে আড়ে আমার দিকে চেয়ে একবার রেগে রেগে উঠছিলেন, এক একবার মুখ ভেঙচিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোচ্ছিলেন। এই কোত্তে কোত্তে সট কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, যাবার সময় আমায় একবার বোলেও গেলেন না।

সলিমান এতক্ষণ বাহিরে বোসে ছিল, পিতা ছিলেন বোলে ঘরে আস্‌তে পাচ্ছিল না। তিনি যেমন চলে গেলেন, সে অমনি হাস্‌তে হাসতে এসে সাম্‌নে দাঁড়াল। আমায় বোল্লে, "হুজুর! আপনি যার বিষয় জান্‌তে পাঠিয়েছিলেন, তিনি সরদার মুরাদ খাঁর স্বীয় আবাসেই বাস কোচ্চেন, শরীরগতিক বেশ আছেন।"

ঐ কথা শুনে আমি আহ্লাদে ফুলে উঠে চেঁচিয়ে বোল্লেম, আল্লা! তোমার কুদরত থাকুক! তবে আর চিন্তা কি, তার সঙ্গে এখন চোকেরও দেখা হবে, মুখেরও আলাপ হবে। সলিমানকে বল্লেম, "তুমি বিবিকে গিয়ে বল, জীনাকে যেন মাহিনে কোরে চাকর রাখা হয়, আর জীনাকেও এই কথা বোলো, তার কেবল স্থানের অদল-বদল হোলো এই মাত্র, তাতে তার লাভালাভের হানি হবে না।" সলিমান 'যে আজ্ঞা' বোলে, একটা লম্বা সেলাম কোরে প্রস্থান কল্লে।

আজ তিন হপ্তা হোল, মোগলরাজের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তার পর আর তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে পারি নি। এখন তাঁর সম্মুখে যেতে যে কত প্রকার ত্রাস উপস্থিত হোচ্চে, পাঠক তা বুঝ্‌তেই পাচ্ছ, আমি আর মুখে বোলে কি জানাব। এত কালের পর, কি বোলে তাঁরে মুখ দেখাব,এই কাল লজ্জার হাতে পোড়ে মনে মনে মহাকুণ্ঠিত হোতে লাগ্‌লেম। ভাব্‌লেম,বাদশাহ নিঃসন্দেহ এই মনে কোরেছেন, আমি প্রণয়চক্রে পোড়েই সব মাটী কোরে দিলেম, নচেৎ তিনি যে মনন কোরেছিলেন, তা সফল হবার বাধা ছিল না। আরো এই আশঙ্কা হোতে লাগ্‌লো, বাদশাহ যে মনস্থ কোরেছিলেন, হয় ত আমার আলস্যে বিরক্ত

হোয়ে সে মমন তিনি পরিত্যাগ কোরেছেন। তা যদি হয়, তবে আর আমার তাঁর দরকার কি? আমি আর তাঁর কোন্ কাজে লাগ্‌বো? মহারাজ স্বচ্ছন্দে জবাব দিয়ে বিদায় কোরে দেবেন, একবার ভাব্‌বেনও না। হয় ত একটা কলঙ্ক রটিয়ে, দাগ দিয়ে ছেড়ে দেবেন। আমার পা আজও তেমন শক্ত হয় নি, তার অনেক বিলম্ব আছে। তথাচ বাবাকে লিখে পাঠালেম, আজকাল আমি একটু সবল হয়েছি, সকের মৃগয়া-কৌতুকে উপস্থিত থাক্‌তে পার্‌ব, সে সাহস বেশ হয়েছে, এক্ষণে বাদ্‌শাহকে বোলে একটা দিন অবধারিত করুন।

বাবা আমার চিঠিখানা ভাল কোরে পোড়্‌লেনও না, একবার দেখে অমনি ফেলে রাখ্‌লেন। আমি আর এখন কি করি, আমখাসে চলে গেলেম। গিয়ে দেখি, বাদশাহ নাই, তাঁর পরিবর্তে দারা সিংহাসনে বসেছেন। তাই দেখে আমার ত চক্ষু স্থির। হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। শুনলেম, বাদশাহ অন্দরমহলে শয্যাগত হোয়ে আছেন; ঘোর সঙ্কটাপন্ন, এখন তখন, এইরূপ অবস্থায় দাঁড়িয়েছেন। এ সময় একটা ভারি গোল উঠ্‌ল, মুখে কোন কথা কেউ ফোটে না, কিন্তু এ ওরে চোক ঠেরে ইসারা করে, কি, সে তারে কানে কানে বলে, কেবল "চুপ চুপ," এই শব্দ সকলের মুখে শোনা যেতে লাগ্‌ল। তাও আবার গলা চেপে চেপে আস্তে আস্তে বলা হোচ্ছিল, "গত রাত্রে জাঁহাপনা লীলাসম্বরণ কোরেছেন", এই খবর এসেছে। এ সংবাদ নগরমধ্যে সত্বরে প্রচার হোয়ে প্রজার মনে আর আশঙ্কা, আর উদ্বেগ ধরে নি, নগরময় মহা হুলুস্থূল ব্যাপারের উপক্রম হয়ে উঠ্‌ল।

দারা স্বতন্ত্র, চিকিৎসকেরা স্বতন্ত্র, এঁরা সকলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হোয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন "না না, বাদশাহের কোন অমঙ্গল ঘটে নি, জগদীশ্বর তা না করুন। শাজাহান বেঁচে আছেন, কিন্তু বড় পীড়িত, তোমরা উতলা হইও না, আমরা সত্যই বোল্‌ছি, তিনি জীবিত আছেন।" এঁরা অনেক বুঝিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, লোকে• কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস গেল না, কেউ তা কনেও ঠাঁই দিলে না। ভিড়ও এমন বেজায় বেড়ে গেল, লোকের আমেজানিতে আমখাস থৈ থৈ কোত্তে লাগ্‌ল। আর ত উপায় নেই, রাজপরিবারেরা নাচার হোয়ে ঐ ভিড়ের মধ্যে সেই পীড়িত অবস্থায় বাদশাহকে উপস্থিত কোল্লেন, তাঁরে স্বচক্ষে দর্শন কোরে সকলে তবে নিরস্ত হয়।

সে কথা বটে, সে কথা বটে। দেখ্‌লেম, বাদশাহের গায় রক্তের নামও নেই, একেবারে সাদা পাঙাস হয়ে গেছেন, অতিশয় শীর্ণ, কেবল অস্থি কখানি জিলুজিল কোচ্চে। মাথাটা নিচু হোয়ে বুকের উপর ঝুলে পোড়েছে, এই অবস্থায় কতকগুলো সালে আর রেসমী বস্ত্রে জড়িয়ে মোগল-রাজকে অন্তঃপুর থেকে সভায় এনে হাজির করা হলো। তাঁকে স্বচক্ষে দর্শন কোরে লোকের তখন প্রত্যয় হোল যে, জাঁহাপনা বেঁচে আছেন, মরেন নি। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। দারা এখন মহা পুলকিত হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে পুনরায় সিংহাসনে গিয়ে বোস্‌লেন, ওমরাওরা এসে কায়দা মত আদব বাজাতে লাগ্‌ল, দারাও তাঁদের যথোচিত সম্মান-সমাদর কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি বড় ফাঁপরে পোড়্‌লেম। তাঁদের মত আমিও একটু এগিয়ে পেস হই কি না, ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। পিতার সঙ্গে একবার চকোচোকি হয়, এই জন্যে তাঁকে অনেক খুঁজে বেড়ালেম, কিন্তু তাঁর দেখা পেলেম না। দারার কাছে শির নত করি কি না, সে বিষয়ে তাঁর কি অভিপ্রায়, তাঁর মুখ দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পাত্তেম। দারার চোকে না পড়্‌তে হয়, এই জন্যে আমি একটু পাশ কাটিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় একটি লোক এক টুকরা কাগজ চুপে চুপে আমার হাতে গুঁজে দিয়েই তখনই সোরে পোড়্‌ল। চিঠিখানি আমার পিতাই পাঠান, তাতে এই কটি কথা লেখা ছিল,—"এখান থেকে চোলে যাও, বাড়ীতে গিয়ে বসো, আমি যাচ্ছি।" আমি তাই কোল্লেম, সরাসর বাড়ীতে এলেম। ভাব্‌লেম, ভালই হোল, আমার আর গর্বিত দারার কাছে মাথা হেঁট কোত্তে হোল না, একটা দায় এড়ালেম, নচেৎ বড় অসুখীই

হোতে হতো। দরবারও যেমন শেষ হইয়াছে, দারাও যেমন চোলে গেছেন,অমনি পিতা এসে বাড়ীতে উপস্থিত। বাবা বোল্লেন, সাদক, আমার বিবেচনায় আমখাস থেকে তোমার সোরে পড়া ভালই হয়েছে, তুমি আর দারার দরবারে যাতায়াত করো না, দিন কয়েক আমখাসে যাওয়া রহিত কোরে দাও, তুমি যেন আজও পীড়িত আছ, সেই ওজর কোরে ঘরে বোসে থাক। কেমন? এই পরামর্শই ভাল। যে কদিন বাদশাহ পীড়িত থাকেন,দরবারে বসিতে সক্ষম না হন, সে কদিন এইরূপ টাল্‌মাটাল্ কোরেই কাটাতে হবে। আজ কি, মহারাজ যখন পীড়িত হন নি,তখন আমি তাঁকে জানিয়ে রেখিছি যে, 'আপনার কৃপাবলে সাদক বেশ সেরে উঠেছে, আমাদের মানস পূর্ণ হবার পক্ষে আর কোন বাধা দেখিনে। এখন মৃগয়া-কৌতুকের একটা দিন অবধারিত করুন, আমরা তার উদ্যোগ করি।' আমার মুখে ঐ কথা শুনে মহারাজ যে দিন অবধারিত করেন, সে হিসাবে মৃগয়া কৌতুক কাল হবার কথা। কিন্তু বাদশাহের উত্থানশক্তি রহিত,তাই আপাততঃ সে দিন স্থগিত রাখ্‌তে হয়েছে। তার কারণ এই, তুমি যে সেই উপলক্ষে ফৌজ জড় কোর্‌বে,তার ত একটা ওজর চাই, নচেৎ তুমি কার দোহাই দিয়ে সৈন্য সংগ্রহ কোত্তে চাও? বাদশাহ সেখানে উপস্থিত থাক্‌লে,তখন এই কথা বলা যাবে, 'মহারাজের সম্মানের নিমিত্তেই এই সমারোহ করা যাচ্চে।' কিন্তু আমি যে, দিন-রাত লেগে পড়ে এত যোগাড় কোল্লেম, শেষে বা ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হয়, আমার পরিশ্রমই বা পণ্ড হয়ে যায়, যাবে যে, সেই লক্ষণই হয়ে উঠেছে। কেন না,বাদশাহ হাতীর উপর বোস্‌তে সক্ষম হন, এত দূর বল-সামর্থ্য হোলে তবে ত তিনি সেই কৌতুকস্থলে উপস্থিত থাক্‌বেন। তাঁর ততদূর বলাধান হোতে যদি মাসাবধির উপর হয়, তবে বর্ষা এসে পড়্‌ল, সে সময় জলে জলে দেশ ছয়লাপ হয়ে যাবে, পথ-ঘাটও স্যাঁত-স্যাঁতে হয়ে পোড়্‌বে, তখন মৃগয়া-কৌতুকের প্রস্তাব কর্‌বার সময়ই নয়।

তা ছাড়া আর একটি ভারি বিপদ্ দেখ্‌ছি। হয় ত এইবারেই আমার সকল বল-বুদ্ধি ফুরিয়ে যাবে। 'যখন যার কপাল বাঁকে, দুর্ব্বাবনে বাঘ ডাঁকে।' দেলারাম হাকিম বাদশাহকে চিকিৎসা কোচ্চে, এখন তার কথা মোগলরাজের ব্রহ্ম-জ্ঞান হবে। সে বুড় মাথা-পাগ্‌লা, হয় ত সে পরামর্শ দিয়ে আমার এত যত্নের কৌশলগুলি মাটী কোরে দেবে। বাদশাহ ত আগে আমার অভিপ্রায়মত চোলতে স্বীকারই করেন্ নি, আমি বিস্তর বোলে কোয়ে,অনেক ভয় দখিয়ে, তবে তাঁরে রাজি করি। এত কোরে বেয়ে চেয়ে শেষে বা আমায় উলুবনে সাঁতার দিতে হয়!"

একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ, এ কেত আমি রাজপুত্রদিগকে ধরা-পাকড়া কোত্তে ভারি নারাজ ছিলেম, বাবার মুখে আবার ঐ কথা শুনে একেবারে আহ্লাদে নেচে উঠ্‌লেম। মনে মনে বোল্‌তে লাগ্‌লেম,রাজপুত্রদের ধোত্তে হলো না, ভালই হয়েছে, বেঁচে গেলেম,আমার হাড় জুড়ুল। এখন দেলারাম আর বাদশাহ যা ভাল বোল্লেন করুন, আমি হাত ধুয়ে খালাস। বাবার ত আর খেয়ে কাজ ছিল না, ভাল একটা গলগ্রহ কোরে আমায় সেরে-ছিলেন আর কি। যা হোক, পরমেশ্বর রক্ষা কোল্লেন! কথাই আছে, নিরাখালের খোদা রাখাল। আমি বল্লেম, "বাবা! বাদশাহ যদি দেলারামের কথানুসারে চলেন, সে ত আপনার পক্ষে ভালই হয়েছে, আপনি এখন নির্ভাবনায় বোসে থাকুন, আর ভয় ভয় কোরে চল্‌তে হবে না।"

বাবা বলিলেন, "বাপু! তা নয়, দারা বেঁচে থাক্‌তে আমাদের ভদ্রস্থ নেই, সে আমাদের উঠে-গানের পত্তি কোত্তে দেবে না, ঝাড়ে বংশে নির্ম্মূল কোর্‌বে। ভিটেয় ঘুঘু চরাবে,তবে ছাড়্‌বে। দারা যতকাল জীবিত থেকে রাজ-কার্য্য কোর্‌বেন, তত দিন আমাদের বিলক্ষণ আশঙ্কা রয়েছে,তত দিন সব বিষয়ে ভয় কোরে চোল্‌তে হবে।"

আমি বোল্লেম, "তবে উপায়? কি করা কর্ত্তব্য এখন?"

পিতা বলিলেন, "দারা যাতে নিপাত হয়,

তা কোত্তেই হবে। শাস্ত্রেই আছে, আত্ম রেখে ধর্ম্ম।"

যেমন তাঁর মুখ দিয়ে ঐ কটি কথা বেরিয়েছে, অমনি দারার একজন চোপদার দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে. আমরা বিস্মৃতিক্রমে দরজায় খিল দিয়ে বসি নি। সে এসে আমায় বোল্লে,"আপনার তলব,আপনাকে এখনই উঠ্‌তে হবে।" তারে দেখে যেমন না জোঁকের মুখে চূণ পড়ে, বাবা অমনি ভয়ে কেঁচো হয়ে গেলেন, বালকের মত থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। চোপদার ঘরের মধ্যে ঢ়ুকেই তাঁর দিকে একবার একটু চেয়ে দেখেছিল, সেই চাউনির ভঙ্গীতেই বাবার মনে ধ্রুব বিশ্বাস হলো, সে তাঁর কথাগুলি শুনতে পেয়েছে। বাবার ত ঐ দশা হলো,আমি নিজেও হতবুদ্ধি হয়ে হবুজবুর মত হয়ে পোড়লেম। কোথায় বোসে আছি কে আমায় ডেকে পাঠালে, সে জ্ঞান তখন ছিল কি না সন্দেহ। চোপদার যখন বোল্লে, "হুজুর! দেরি কোচ্চেন কেন? চলুন, আপনি যাবেন বোলে রাজকুমার বোসে আছেন, আপনার প্রতীক্ষা কোচ্চেন," আমার তখন চৈতন্য হলো, যেন ঘুমে থেকে উঠ্‌লেম। তখন "আচ্ছা, চল যাই"বোলে উঠে দাঁড়ালেম। দুঃখের দোসর নেই। পিতা পোড়ে ত্রাহি ত্রাহি কোত্তে লাগ্‌লেন, তাঁরে ঐ অবস্থায় রেখে আমি দারার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোল্লেম। যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বল্লেম, "বাবা! আমি ফিরে না এলে আপনি এখান থেকে যাবেন না, আমার আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোরে থাক্‌বেন।"চোপদার আগে আগে,আমি তার পেছনে পেছনে চোল্লেম। ভাব্‌তে লাগলেম,আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলেম, অদৃষ্টে কি আছে,বলা যায় না,যাই ত,কপাল ছাড়া পথ নেই, ভাব্‌লে কি হবে? গিয়ে দেখি, আমার যেতে বিলম্ব হয়েছে বোলে দারা ব্যস্ত হয়ে ঘর-বার কোরে বেড়াচ্চেন? ইতিপূর্ব্বে যে খাস-কামরায় বোসে বাদশাহ এক দিন আমায় ডেকে পাঠান,দারাকেও দেখ্‌লেম সে কামরায় বোসে আছেন। আমরা এখন নিরিবিলি হোলেম। মনে মনে বড় আনন্দ হলো,ভাব্‌লেম,চোপদার যদি সত্যি সত্যিই পিতার কথাগুলি শুনে থাকে, কিন্তু দারার কানে সেগুলি তুলে দিয়ে সে চুকলি কর্‌বার অবকাশ পাই নি। বাবা ত দারারি কথা বল্‌ছিলেন, দারা যদি তা শুনতেন ত ভারি প্রমাদ পোড়্‌ত। আমি হাত যোড় কোরে, যে আজ্ঞার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে, রাজপুত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মূর্ত্তিমান্ ভক্তি দেখাতে লাগ্‌লেম। "অতিভক্তি চোরের লক্ষণ"—বোধ হয় ঐ প্রবাদ-কথাটি তখন মনে পোড়ে দারা দুই চোক পাকিয়ে আমার আপাদমস্তক ঠাওরে ঠাওরে বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। দেখ্‌তে লাগ্‌লেন ভালই, আমি তা দৃক্‌পাতও কোল্লেম না, অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। পূর্ব্বে জান্‌তেম না যে, আমার তত সাহস ছিল।

দারা আমার মুখপানে চেয়ে বোল্লেন, "সাদক! তুমি আমার বিপক্ষ হোলে কেন?"

"বিপক্ষ আমি কারুরই নই। মহারাজের বিশ্বস্ত পাত্র হব, ঠিক পথে থাক্‌ব, এই আমার মানস। হুজুর যদি কাল তক্তে বসেন, আর আমি যদি হুজুরের অধীন হই, তখন যদি আপনার জন্যে আমার প্রাণ দিতে হয়, তাও দিয়ে আপনাকে রক্ষা কোর্‌বো, এই আমার প্রতিজ্ঞা।" আমি এই উত্তর করিলাম।

দারা বলিলেন, "তুমি যা বোল্‌চ, সে কথা মিথ্যা নয়, আমি তা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আবার এ কথাও শুনতে পাই, তুমিই বাদী হয়ে যাতে আমি তক্তে না বস্‌তে পারি, তার চেষ্টা কোচ্চো, সে কথা কি সত্যি?"

আমি বলিলাম, "আমি আপনার পক্ষ না হোয়ে আরঙ্গজেবের পক্ষ হয়েছি সত্যি,কিন্তু তার অনেক কারণ আছে। অনেকগুলি প্রতিবন্ধক আছে বলেই আমি আপনার দলভুক্ত হোতে পাচ্চি না। আপনি যদি সেই সকল প্রতিবন্ধকের প্রতীকার করেন,তবে আমি এই দণ্ডেই আপনার দলে মিশে যেতে প্রস্তুত আছি।"

দারা বলিলেন, "তোমার কি আপত্তি আছে, আমি ত তা জানিনে, তোমার মনের কথা আমি কি কোরে জান্‌ব? আগে আমায় তা বল, তবে ত তার প্রতীকার কোর্‌ব।"

আমি বলিলাম "হুজুর! আমি যোড় হাত কোচ্ছি, আমায় মাপ করুন, সে কথা আমি মুখের বার কোত্তে পার্‌ব না। আমি যে তা ব্যক্ত করি, সে সাধ্য আমার নেই, না থাক্‌বার বিশেষ কারণ আছে।"

ঐ কথা শুনে দারা একটু অন্যমনস্ক হোয়ে কি ভাব্‌লেন, তার পর বোল্লেন "সাদক! তুমি যে দরের লোক, তোমার মত আমার যদি হাজার লোক থাক্‌ত, তবে কি রাজসিংহাসন আর কেউ পায়? সে আমারই হতো। তা হোলে তোমারে আমি এইদেণ্ডই আমার কোলে টেনে নিতেম। সাদক! তোমার মনের কথা আমায় বল্লে না, না বোল্লে, নাই নাই. আমি কিন্তু তা আন্দাজেই বুঝ্‌তে পেরেছি, কামারের কাছে ইষ্‌পাত চুরি করা যায় না। যাই হোক, সে বাধা বা ক-দিনের নিমিত্তে? অল্পে অল্পেই তা কেটে যেতে পারে। তার পর থেকে নয় তুমি আমার স্বপক্ষ হবে।"

আমি মুখে কোন উত্তর না দিয়ে হাত একখানি এমনি ভঙ্গীতে রাখ্‌লেম, আমি যেন তাঁর কথায় সম্মত হয়েছি, এই ভাবটি তাতে বোধ হোল।

আমার ঐ ভঙ্গী দেখে দারা বল্লেন, "আচ্ছা, তবে সেই কথাই ভাল। সাদক! তোমারে আমি বন্ধুর মতন ভাবি তুমি আমার প্রাণের দোসর বোল্লে হয়, আমার সুখ-দুঃখের ভাগী তোমায় হোতে হবে। তুমি যেমন উপযুক্ত পাত্র, তার মত তোমার সম্মানও করা যাবে। তবে এখন তুমি বিদায় হও, আমি অনুমতি কোল্লেম।"

পিতা উৎকণ্ঠিত আছেন জানি, আমি বিদায় হয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলেম। বাবা আমায় দেখে ব্যস্ত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "দারা তোমায় কেন ডেকেছিল? তোমাদের কি কথা হেল? কি বোল্লে সে?" দারার সঙ্গে যে কথা হোয়েছিল, তাঁরে সব বোল্লেম। বাবা শুনে একটু হেসে বল্লেন, "সাবধান, সে কালসর্প। তার এক ছোবলেই তোমার প্রাণ যাবে। হায়! একবার তারে কায়দায় পেলে হয়, তখন আমি কে,কেমন ব্যক্তি, তারে শিখাই।"

আমি অমনি বলে উঠ্‌লেম, "কি করেন আপনি! চুপ করুন। সেই ত একবার এক কথা বলে. এখন মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি, না জানি কি প্রমাদই ঘটে। আমার ঐ কথা! আপনি অত অধীর, অত অবিবেচক হবেন না, একটু স্থির হউন।"

পিতা বলিলেন, "সাদক! তুমি বড় পাকা কথা বোলেছ। জিহ্বা আর হাত, এদের বেশ কোরে বেঁধে আটক কোরে না রাখ্‌লে অসার লোকের কাছে পার পাবার যো নাই। কাল রাত্রে আমার বাড়ীতে গিয়ে দেখা কোরো,আমি এখন চল্লেম।" পিতা এই কথা বোলে নূতন নূতন ফিকির, নূতন নূতন মতলব বার কোত্তে বাড়ী চল্লেন। কাল আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে যাব, তখন সেইগুলি আমাকে বোল্‌বেন।"

পিতার মুখ দিয়ে যা বেরিয়েছিল, তিনি যা বোলেছিলেন,শেষে তাই ঘট্‌ল। সেই রাজবৈদ্য দেলারাম আপনার ক্ষমতাবলে বাদশাহকে আরোগ্য কোরে তুলে বাবার সমুদয় কৌশলগুলি একেবারে উল্‌টে দিলে। সে বাদশাহকে এই পরামর্শ দিলে,"শাজা দারা যেন গয়ার পাপ হোয়ে উঠেছেন,এখন অল্পে অল্পে তাদের বিদায় কোরে দেওয়াই শ্রেয়, কিন্তু যা কোর্‌বেন, সদর হয়ে করাই ভাল, ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ কিছু নয়। রাজপুত্রদের আর যত গুণ থাক বা নাই থাক, অভিমানটি ষোল আনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, খাঁট হোতে চান না। নির্গুণ পুরুষের তিন গুণ বিক্রম। তাঁদের সেই অভিমানের অনাদর না হয়, সেইরূপ চল্‌তে না পাল্লে কুরুক্ষেত্র বেধে উঠ্‌বে, শেষে পস্তাতে হোবে, হায় হায় কোর্‌বেন! তার চেয়ে তাঁদের মানে মানে বিদায় কোরে দেওয়াই ভাল। তাতে তাঁদেরও মান থাক্‌বে, আপনারও মান বাঁচবে। এখন যাঁরা আপনার আত্মীয় বোলে পরিচয় দিচ্ছেন,তাঁদের মধ্যে অনেকেই মনে মনে কালীঘাটের চণ্ডীপাঠ কোরে থাকেন। তাঁদের কি, তাকে না মচ্‌কে? কাটে না চটে? একখানা বেধে উঠ্‌লে, "যামার জয়" বোলে দাঁড়াবেন। জয়কেতে লোকের কোন কথায় থাক্‌বেন না,

তাঁদের আত্মীয়তা, আর ইচ্ছা পুত্রের মায়ের আদর এক সমান। প্রাণের টান নেই, দরদ নেই, কিন্তু মুখে মায়া জানান আছে। যদি আমার কথা-মত চলতে চান, তবে এক কাজ করুন্ রাজপুত্রদিগকে দশজনের সাক্ষাতে সম্মানপূর্ব্বক স্বতন্ত্র কোরে দিন। এক এক রাজপুত্রকে একটি একটি রাজ্যের ভার দিয়ে দূর প্রদেশে প্রেরণ করুন। যে কারখানা বেধে উঠেছে, তাতে আপনার বিপদ্ হবার বড় দেরী নেই, আগতপ্রায়। এক্ষণে এই উপায় ভিন্ন আর পথ নেই যে, তা নিবারণ করে।" দেলারামের কথা বাদশাহের মনে বেশ লেগে গেল, তাঁর পরামর্শ-মত চলতে মোগলরাজ সম্মতও হোলেন। এ পরামর্শ মন্দ নয়,গঙ্গার জল গঙ্গায় রইল, পিতৃলোক উদ্ধার হলো। পিতা-পুত্রের স্নেহ-মমতাও বজায় থাক্‌ল,পৃথক্‌ও হওয়া হোল। বাবার বল-বুদ্ধি ফুরিয়ে গেল, তাঁর যেন চোরার মার কান্না হোল, মুখ দিয়ে আর কথা সরে না, সব দাঁও ফস্‌কে গেল।

বাবা আপনার বুদ্ধির দোষে আপনি ঠক্‌লেন, কিন্তু ঝাল ঝাড়তে লাগলেন আমার উপর, আমি যেন তাঁর ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা-কুলো। আমি কিন্তু তাতে বিরক্ত হোলেম না, আমি জানি, সংসারের দশাই ঐ। তার সাক্ষী দেখুন, একটা অভিলষিত উদ্দেশ্য সফল কর্‌বার নিমিত্ত লোকে কতরূপ কৌশল, কতরূপ কল্পনা করে। তারা কত কি ভাঙ্গে, কত কি গড়ে। হয় ত কখন সাগর পার হোচ্চে, কখন বা পর্ব্বত অতিক্রম কাচ্চে, কখন বাঘের মুখে যাচ্চে, কখন সাপের মুখে পোড়ছে। কখন আগুনে ঝাঁপ দিচ্চে, কখন আত্মবিচ্ছেদ, কখন সুহৃদ্ভেদ কোচ্চে। কখন কারো সঙ্গে প্রণয় কোরে হয় ত আবার তারই সঙ্গে বিচ্ছেদও কোচ্চে। কখন চোর হোয়ে গৃহস্থের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, কখন বা সাধু হোয়ে উপদেশ দেয়,কখন বীর হোয়ে যুদ্ধ করে, কখন দাস হোয়ে পায় ধরে। এইরূপ নানা উপায়, নানা কৌশল অবলম্বন কোরে কত শত বিঘ্ন, ব্যাঘাত, বিরোধ, বিপক্ষতা থেকে উত্তীর্ণ হয়। অবশেষে সকল দিক সুপ্রতুল, সকল দিক সুপ্রসন্ন হয়ে যখন সেই বহু যত্নের মনস্কামনাটি পূর্ণসিদ্ধ হবার সকল লক্ষণই হয়, কোথাও কোন চাক্ষুষ প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না, মনোভিলাষ সফল হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা মনে কোরে, যখন সেই অভিলাষী পুরুষ আহ্লাদে উন্মত্ত হয়, সেই সময়, ঠিক সেই সময়, একটি যৎসামান্য তুচ্ছ ঘটনা অকস্মাৎ উপস্থিত হোয়ে সে সমুদয় কৌশল, সে সমুদয় মতলব উল্টে দেয়, সে সমুদয় পরিশ্রম রসাতল কোরে ফেলে। সেই অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব্ব, যৎসামান্য তুচ্ছ ঘটনা ভিতরে যে এত শক্তি ধরে, মনুষ্যের সাধ্য নাই, যে তা বুঝে উঠে, সেটি আমাদের জ্ঞানগোচরের বার। সংসারের গতিকই এইরূপ, তার নৈসর্গিক গতিস্রোত অনিবার্য্য, কার্ সাধ্য তা নিবারণ করে? আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধির প্রভাব যতই হোক না কেন, আমরা ভেবে চিন্তে, কি দেখে শুনে, নিশ্চয় অবধারিত কোরে যতই রাখি না কেন,মনে মনে যতই মতলব,যতই ফিকির করি না কেন যে, এইরূপ কোর্‌ব, তার ফল এই হবে, শেষে গিয়ে এই দাঁড়াবে। কিন্তু সে অদৃষ্টচর তুচ্ছ ঘটনাটি ত হাত দিয়ে ঠেলে রাখা যায় না, সেটি ঘোট্‌বেই ঘোট্‌বে, তার মাহাত্ম্য, তার প্রভাব সে দেখাবেই দেখাবে। এইরূপে কত শত বড় বড় বিষয়-আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির অতি সুপরিপক্ক কৌশল-গুলি একেবারে সমূলে উচ্ছিন্ন হোয়ে গেছে। অতএব সংসারের বিচিত্র গতি !!!

ঈশ্বরেচ্ছায় বাদশাহ এ যাত্রা রক্ষা পেলেন, তিনি নিরাময় হয়েছেন, এক্ষণে আর কোন অসুখ নেই, কিন্তু খুব কাহিল আছেন। আজ মোগলরাজ আমখাসে বার দিয়ে বোসেছেন। পুত্রেরা এসে তাঁকে প্রণাম কোরে আপনার আপনার কর্তৃত্বভার গ্রহণ কোল্লেন। সুলতান সুজা বঙ্গদেশের,আরঙ্গজেব ডেকানের (দক্ষিণ), মুরাদ বাকী গুজরাটের, দারা মুলতান আর কাবুলের কর্তৃত্বভার পেলেন। কিন্তু দারা জ্যেষ্ঠপুত্র, সাজাহানের অবর্ত্তমানে রাজকীরিট তাঁরই হবার সম্ভাবনা; তিনি পিতার সঙ্গে একত্রে আগ্রায় বাস কোর্‌বেন, এই অভিপ্রায় স্থির কোল্লেন। অপর অপর রাজকুমারের

বিদায় হোয়ে বিদেশ-যাত্রা কোল্লেন, দারা আগ্রাতেই রইলেন। বাদশাহ রোগ থেকে মুক্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু ভারি দুর্ব্বল, তার উপর দরবারের পরিশ্রম, তিনি একেবারে অবসন্ন হোয়ে পড়্লেন, চোকে অন্ধকার দেখ্তে লাগ্লেন। আমি তাঁকে অভিবাদন কর্‌বার অবসর পেলেম না, এখনও তাঁর সময় হয় নি, কিন্তু এর মধ্যেই তিনি উঠে চোলে গেলেন।

আজকার দরবারে পিতা উপস্থিত ছিলেন না। তাঁরে দেখ্তে না পেয়ে আমার বড় বিস্ময়জ্ঞান হোল, মনে সংশয়ও হোতে লাগ্‌ল। কেন তিনি এলেন না, কারণ কি, ভাবতে লাগ্‌লেম। মনে কোচ্ছিলেম, যাই, তাঁর বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি,"আজ তিনি কেন আমখাসে উপস্থিত ছিলেন না।" এমন সময় দারার একজন চোপদার এসে বল্লে, "রাজকুমার হুকুম কোরে পাঠিয়েছেন, আপনি আজ খাস দরবারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বেন।" রাজপুত্র নিয়ম কোরেছেন, তিনি প্রত্যহ একটি খাস দরবার কোর্‌বেন। ঐ কথা শুনে আমার আর পিতার কাছে যাওয়া হলো না, সময়োচিত পরিচ্ছদ কর্‌বার জন্যে সরাসর বাড়ী চোলে গেলেম।

ঘরে এসে বারান্দায় পায়চারি কোচ্ছি, আর ভাব্‌ছি, "বাবা আজ আমখাসে কেন এলেন না?" এই সময় একটা শব্দ হোল, পেছন দিকে কি খট কোরে উঠ্‌ল, বোধ হল যেন, এক টুকরো পাথর আয়নার উপর পড়ল। অমনি ফিরে দাঁড়ালেম, চেয়ে দেখি, একটা তীর গ্লাসে সংলগ্ন রয়েছে, গ্লাসখানা এমুড় ওমুড় ফেটে চৌচির হোয়ে গেছে। তীরের বাগ বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেম, আমায় লক্ষ্য কোরে সন্ধান করা হয় নি, সেটা বেশ বোধ হল, তার প্রতি কোন সন্দেহ নেই। তীরখানা হাতে কোরে নিলেম, মনে মনে মহাবিরক্ত হোতে লাগ্‌লেম, কেন সাধে সাধে আয়নাখানা ভেঙ্গে চুরমার কোল্লে, এ ক্ষতি কোরে তার কি লাভ হোল? ভারি রেগেছি, মনে কোচ্ছি, তীরখানা এক দিকে ছুড়ে ফেলে দি, এমন সময় দেখি, পালকের মধ্যে জড়ান, ভাঁজ করা কাগজ রয়েছে। তাই দেখে ঘরের মধ্যে গিয়ে কাগজখানি খুলে পোড়লেম। তাতে এই কথাগুলি লেখা ছিল—"সাবধান, দারার দরবারে রাজপ্রসাদস্বরূপ যে পান পাবে, তা কদাচ মুখে দিও না, তোমার আপনার পান সঙ্গে নিও, কেউ যেন তা জান্‌তে না পারে। প্রসাদস্বরূপ যে পান পাবে, তার পরিবর্ত্তে আপনার পান খেও, এমনি চালাকি কোরে খাবে, কেউ যেন টের না পায়। আরঙ্গজেব ডেকানে যাবার উদ্যোগ কোচ্চেন, তোমাকে এই দণ্ডেই সেখানে যেতে হবে, তোমার ঘোড়া তয়ের কোত্তে বল। বাদশাহ এক্ষণে স্বয়ং-সিদ্ধ নন, বেগম আর দারা তাঁর মন্ত্রী হোয়েছে। তারা তাঁর রূপোর কাটি সোণার কাটি। তারা তাঁকে যেদিকে ফেরাচ্চে, তিনি সেই দিকে ফিচ্চেন। এই বেলা প্রস্থান কর, নচেৎ তোমার জীবন সংশয়। কিন্তু দারার দরবারে একবার যেও, এই তোমার শেষ বার্ত্তা, আর সেখানে যেতে হবে না। ইতি। শ্রীমতী রসীনারা।"

আহা! রসীনারার এই মিত্রবৎ প্রিয়ংবদ ব্যবহারে আমি কতই চরিতার্থ, কতই কৃতকৃতার্থ হোলেম। পূর্ব্বে এরূপ সাবধান কোরে না দিলে আজ আমি প্রাণটি হারাতেম। আল্লা! তুমি দয়াময়! যা হোক, রাজপুত্র কি পূর্ব্বে স্থির কোরে রেখেছিলেন যে, আধিপত্য হোলে সর্ব্বপ্রথম আমার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার কোরবেন? বাবা ত ঠিক কথাই বোলেছিলেন, "কুমার কেবল সময়ের মুখ চেয়ে আছেন, অবসর পেলেই আমাদের চেপে মার্‌বেন।" কিন্তু ধন্য মেয়ে রসীনারা! তাঁর গুণের কথা বলে ফুরুতে পারিনে, তাঁকে শত শত ধন্যবাদ দি। তাঁর কাছে রাজপুত্রের দুষ্টাভিপ্রায় খাট্‌বে না। রসীনারার কথা-মত পান প্রস্তুত কোরে সঙ্গে নিলেম, ঘোড়া তয়ের কোরে রাখ্‌তে হুকুম দিলেম। সলিমানকে বোল্লেম, আবশ্যকমত কতক কতক তৈজসপত্র তফাৎ কোরে মুক্তারের স্ত্রী, সেই অবিরার বাড়ীতে নিয়ে যা, আমার না বোলে, কি আমার মুখে কোন কথা না শুনে কোথাও যাস্‌নে, ঐখানেই থাকিস্।"

নিয়মিত সময়ে দারার দরবারে উপস্থিত হোলেম। রাজপুত্রকে সেলাম কোরে কেবল গিয়ে বসেছি,কি বস্‌তে পেরিছি কি না সন্দেহ, এমন সময় হুকুম হলো, "আমার সম্মানার্থ পান প্রদান করা হয়।" হেঁট হোয়ে,মাটীর দিকে শির ঝুঁকিয়ে, অতি নতভাবে রাজপ্রসাদ গ্রহণ কোল্লেম। কিন্তু আবার যেমন ঘাড় উঁচু কোরে, উঠে বসলেম,ঐ সুযোগে রাজদত্ত বিষময় সম্মান আস্তিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আপনার পান মুখে ফেলে দিলেম। এম্‌নি চালাকি কোরে কাজটি নিকেশ কোল্লেম, আমার হস্তচাতুরী কেউ ধোত্তে পারে না, মহা চৌকশদৃষ্টি হোলেও আমার এ চাতুরী কারো চাক্ষুষ হবার বিষয় ছিল না। তার পরেই দরবার ভেঙ্গে গেল, আমি এখন ঘোড়সোয়ার হোয়ে পিতার নিকট চোল্লেম। মান, গৌরব,ধন,দৌলত,ঐশ্বর্য্য আদি আমার যে কিছু সুখসম্পদ্ ছিল, আমার মনে যে কিছু বিনোদ সুখের বাসনা ছিল, এক্ষণে সে সমুদায় বিদায় কোরে দিলেম, আমিও তাদের নিকট রোকসৎ নিলেম। আমার রাজস্বামী শাজাহানের অবস্থা অতি মন্দ,এ দুঃসময়ে আমি তাঁর উপকারে লাগ্‌লেম না, আমার এখন সে ক্ষমতা নেই যে, তাঁর উপকার করি. পথে যেতে যেতে এই দুঃখ মনে উদয় হয়ে, আমার অন্তঃকরণ ফেটে যেতে লাগ্‌ল, প্রাণ কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। দারা অধঃপাতে যাক্, গোল্লায় যাক্, তার সর্ব্বনাশ হোক্, তার যেন নরকে বাস হয়, জগদীশ্বর করুন, সে যেন বজ্রাঘাতে শীঘ্র নিপাত হয়, তার যেন কোন কুলে কেউ বাতি দিতে না থাকে। রাজকুমারকে এইরূপ অভিসম্পাত কোত্তে কোত্তে চোলেছি, আর একবার একবার বোল্‌ছি, "দারার শরীরে দয়া মায়া নেই, আমার অপরাধ কি,আমি তার পক্ষ হইনি বোলে সে আমায় ইতর কারসাজি কোরে খুন কোত্তে উদ্যত হয়েছিল।" এই কোত্তে কোত্তে পিতার আবাসে পৌঁছিলেম। তাঁর কতকগুলি অস্ত্রধারী পারিষদ-লোককে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেমন, উজীর সাহেব কি বাড়ীতে আছেন বল্‌তে পার?" "তিনি আজ কোথাও যাননি, বাড়ীতেই আছেন," তারা এই উত্তর কোল্লে। ঐ কথা শুনে বুকটা ধড়াস্ কোরে উঠ্‌লো, অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌লেম, যেন উড়ে চলেম, পড়ি কি মরি, সে জ্ঞান ছিল না। হায়! তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি, জনপ্রাণীও নাই, ঘর খালি পড়ে রয়েছে, খাঁ খাঁ কোচ্ছে। কৌচ, কেদারা, আর আর তৈজসপত্র ছড়াছড়ি হয়ে ছত্রাকার হয়ে রয়েছে। আমি একবার এ দিকে চাই, একবার সে দিকে চাই,একবার এ কোণে উঁকি মারি, একবার সে কোণে চেয়ে দেখি, কখন এ জিনিসটে নেড়ে দেখি, কখন সে জিনিসটে সরিয়ে রাখি, এইরূপ অনুসন্ধান কোরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্দরের দিকে একটা কামরার মধ্যে ঢুকলেম। ঐ ঘরের পেছন দিকে একটা চোরা সিঁড়ি আছে। এই ঘরের মধ্যে তাঁর সাল,আর একখানি লপেটা জুতো পাওয়া গেল। মনে আরো সন্দেহ হোল। এদিক্, সেদিক্,খুব তদন্ত কোরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘরের মেজেতে কতকগুলি রক্তের দাগ দেখ্‌তে পেলেম। তাই দেখেই আমি চীৎকার কোরে উঠ্‌লেম, "কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! খুন! খুন! পিতা মারা পোড়েছেন! হত্যা হয়েছেন! হা আল্লা, কি কোল্লে!"

আমার ত দেখে শুনে প্রাণ উড়ে গেল। মূর্চ্ছিতপ্রায় হলেম, চিত্রপুতুলের ন্যায় কতক্ষণ নিস্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। সব অন্ধকার, সব শূন্য দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। তার পর একটু সাম্‌লে পুনরায় অনুসন্ধান কোত্তে লাগ্‌লেম। রক্তের দাগ লক্ষ্য কোরে যেতে যেতে সেই পশ্চাৎ দিকের চোরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা বাগানে গিয়ে উপস্থিত হোলেম, সেখানে আর কোন চিহ্ন দেখতে পেলেম না। আমি মোরফুটে চেঁচাতে লাগলেম, "উজীর নাই, তাঁকে খুন কোরেছে," এই ভয়ধ্বনি কোরে পরিজনবর্গকে সজাগ কোল্লেম। পরিজনেরা আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে চারিদিকে ছুটোছুটি কোত্তে লাগল। ভ্রান্ত পথিকেরা ব্যাকুল হয়ে যেমন চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করে, কোন্ পথে যাবে,তার নির্ণয় কোত্তে পারে না,এদেরও ঠিক সেই দশা হলো। তারা হতজ্ঞান, হতবুদ্ধি হয়ে, একবার একদিকে দৌড়ে যায়, খানিক

দূর গিয়ে আবার ফেরে, পুনরায় আর দিকে ছুটে যায়, আবার সে দিকে না গিয়ে অন্য দিকে যায়, এইরূপ ব্যাকুল হয়ে বাড়ীময় দাপাদাপি কোরে লাগল। কি কোর্‌বে, কোথায় যাবে, কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্ছিল না। উজীর বাড়ীতে ছিলেন, তবে তাঁরে এখন দেখিনে কেন? কোথায় গেলেন? কি হোলেন, একথার ভেদ কেহই বোল্‌তে পারে না, কেউ তা জানেও না —আমার মনে বেশ সন্দেহ হোল, হয় দারা, নয় তার পারিষদ বরকন্দাজ খাঁর খপ্‌পরে পোড়ে তিনি মারা পোড়েছেন। শোকে অধীর হয়ে পোড়েছি, মুখে যা আস্‌তে লাগ্‌ল, তাই বোলে দারারে গালাগালি দিতে লাগ্‌লেম। শেষে ঘোড়ার উপর সোয়ার হয়ে নক্ষত্রবেগে আরঙ্গজেবের ছাউনিতে চোল্লেম। মনে মনে স্থির কোল্লেম, "আজ অবধি রাজপুত্রের দিক্লে ধোরে থাকব, পড়েহোড়ে, না খেয়ে না দেয়ে, তাঁর খোষামোদ কোর্‌বো, তাঁর কেনাবেচার মধ্যে হয়ে রব। দারা রাজক্ষমতা পেলে, সে রক্তপিশাচের সঙ্গে একদিন ভাল কোরে দেখাসাক্ষাৎ কোত্তে হবে। তখন সে যতই কাঁদাকাটা করুক, আমি কখন তাকে দয়া কোরে ছেড়ে দেব না! সে যখন আমার হতভাগ্য পিতাকে অমে ছাড়ে নি, তখন আমি যে তারে দয়া কোর্‌ব, সে তার বৃথা আশা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"দেখে শুনে হরিভক্তি উড়ে গেল।"

আমি আর কালাব্যাজ না কেরে ধাওয়া- ...য় আরঙ্গজেবের দরবারে চলে গেলেম। রাজপুত্র আমার তেমন খাতির-যত্ন কেল্লেন না, বরং চোট্‌পাট্‌ কোরে মেজাজের কথাবার্ত্তা কো'তে লাগ্‌লেন। আমার লজ্জায় যেন মাথা কেটে ফেল্লে। কিন্তু কি করি, "উছটে পোড়ে সঙ্কটে প্রণাম", একটা দিক্লে চাই, নচেৎ এ সিকস্ত অবস্থায় যাই কোথায়? দাঁড়াই কার কাছে? আমি তাঁর সরকারে বাহাল হোলেম বটে, কিন্তু রাজকুমার তাতে আহ্লাদ প্রকাশ কোল্লেন না আমার হাতে কোন কাজ কর্ম্মও দিলেন না। পিতার কোন খবরই পাইনি, তাঁর বরাতে কি ঘটল? কোথায় গেলেন? কি হোলেন? কেউ কিছু বোল্‌তে পারে না। যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে, "আমি তার কিছুই জানিনে।" সহরে গিয়ে শুনলেম, "বিষ খেয়ে আমার কোন অহিত হয় নি, আমি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোরেছি।" দারা এই সংবাদ শুনে ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে, হুকুম দিয়েছেন, "যার উপর পান প্রস্তুত কর্‌বার ভার ছিল, তার গরদানটা ছিঁড়ে ধড় আলাহিদা, মাথা আলাদিহা করা হয়।" রাজপুত্রের মনে স্থিরবিশ্বাস হয়েছে, সে ব্যক্তি গাফিলিক্রমে পানে বিষ যোগ কোত্তে ভুলেছে। দারা হুকুম দেন বটে কিন্তু তাঁর ঐ নৃশংস হুকুম আমলে আনা হয়েছিল কি না, সে কথা আমি বোল্‌তে পারিনে, আমি তা শুনিনি। কিন্তু সেই দিনাবধি যে সেই দুর্ভাগাকে রাজদরবারে কেউ দেখ্‌তে পায় নি, সে কথা সত্যি।

এক্ষণে আমি বীরপ্রতাপ মুক্তারের সহধর্ম্মিণীর আবাসে চোল্লেম। সলিমানকে পূর্ব্বেই বোলে রাখা হয়, সে আমার দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে সেখানে উপস্থিত থাকে। গিয়ে দেখি, সেই বিশ্বস্ত কিঙ্করটি নিরমন হয়ে বসে আছে, আমি কতক্ষণে পৌঁছব, তাই ভাব্‌ছে। আমার কোন অনিষ্ট হয় নি, সমুদয় জিনিসপত্র সেই অবীরার হেপাজাতে রয়েছে। সুমতি পরিবারেরা কে কেমন আছেন, সকলেই ত প্রাণে প্রাণে কুশলে আছেন, এই সকল আত্মীয়তার কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম। সলিমান উত্তর কোল্লে, "হাঁ, তাঁরা সকলেই ভাল আছেন। আমার প্রেমময়ী দেলজান এ পর্য্যন্ত সেই অবীরার সঙ্গে একত্রেই বাস কোচ্ছেন।" ঐ কথা শুনে আর আর কাজকথা ফেলে অমনি তাড়াতাড়ি অন্দরের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা যেখানে থাকেন, একেবারে সটান সেইখানে চলে গেলেম। সেই অবীরা আর তাঁর পুত্র দুটি আমায় দেখে আহ্লাদে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁরা আমার বিস্তর আদর, বিস্তর

সমাদর কোল্লেন। শেষে মুক্তারের স্ত্রী জিজ্ঞাসা কোল্লেন,"আপনার কাজকর্ম্মের অবস্থা কিরূপ"? আমি বোল্লেম, "আমার অদৃষ্ট টলেছে, সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি, এক্ষণে পথের ভিকারী।" ঐ কথা শুনে আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে অতিশয় খেদ কোত্তে লাগ্‌লেন, এত কাতর হোলেন যে, চোক দিয়ে দর্ দর্ কোরে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। বালক দুটিও ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌ল। আমরা বোসে দুঃখের সুখের কথা বোল্‌ছি,এমন সময় দেলজান সেখানে উপস্থিত হোলেন। বিধুমুখী অন্যমনস্ক হোয়ে আস্‌ছিলেন, আমায় দেখেই চম্‌কে উঠ্‌লেন, থতমত খেয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে খাড়া রইলেন। দেখ্‌লেম, দেলজান যে মনোমোহিনী, সেই মনোমোহিনীই আছেন, তাঁর চারুযৌবনের ছটা মলিন হয় নি, তাঁকে দেখে লোকের মন তখনও মোহিত হত, এখনও হয়। তাঁর নয়নরাগ তেমনিই আছে, কিছুমাত্র উদাস হয় নি। আমার প্রতি তাঁর প্রেমানুরাগ পূর্ব্বের মতই বলবৎ আছে। তাই দেখে আমার আনন্দের কূলকূল ছিল না। যাতে শীঘ্র শীঘ্র দুই হাত একত্র হয়, সে অভিলাষ, সে অভিপ্রায় আমি তাঁকে কতকালে জানাব, কতদিনেই বা তা জানাবার সুবিধা হবে? কবেই বা তা জানাবার অবসর পাব? তাই ভেবে মনে মনে লালায়িত হোতে লাগ্‌লেম। সেই অবীরা,আর তাঁর দুটি পুত্র তৎকালীন সেখানে উপস্থিত ছিলেন বোলে আমাদের মুখ বেঁধে রাখ্‌তে হলো। তাঁদের সম্মুখে কোন কথাই হলো না। না হলো, নাই নাই, মুখই যেন বেঁধে রাখ্‌লেম, চোক ত খোলা ছিল, তারে ত আর বেঁধে কি ধরে রাখা গেল না। দেলজান এখন মুখ বন্ধ কোরে চোকের ভাষায় কথা কইতে লাগ্‌লেন। যখন অপর তিনজন কথায় কথায় অন্যমনস্ক হোলেন,সেই অবসরে প্রণয়িনী আঁখির ভঙ্গীতে কখন তাঁর কোমল হস্তদ্বারা মৃদু মৃদু আমার গাত্রস্পর্শ কোরে তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত কোল্লেন। বিধুমুখী উদারমনে স্পষ্ট বোল্লেন, "তুমি আমায় যতখানি ভালবেসেছ, আমিও তোমায় ততখানি ভালবেসেছি। আমার জন্যে যেমন তোমার মন অনুরাগে দগ্ধ হোচ্চে, তোমার জন্যেও তেমনি আমার অন্তঃকরণ প্রেমরাগে পুড়ে যাচ্চে, আমাদের উভয়েরই প্রণয়রাগ সমান।" সে দিন ঐ অবীরার বাড়ীতে সাক্ষাৎ কোত্তে গিয়ে আমার মনে যে উল্লাস-তরঙ্গের কোলাহল হয়, আমার আজও তা স্মরণ আছে, বুকের মধ্যে আনন্দের নৃত্য হোতে লাগ্‌ল, আহ্লাদ যেন হৃদয় বেড়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছিল। আমার বেশ মনে হোচ্চে, আমি যখন বিদায় হয়ে ফিরে বাড়ী যাই, পথে যেতে যেতে, মনে মনে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে যাচ্ছিলেম, "কথা মিছে নয়, সত্যি বটে, দেলজান আমায় নিতান্তই ভালবাসেন, চন্দ্রমুখী আমার একান্তই প্রণয়াভিলাষিণী। দেলজান অতি সুশীলা, তাঁর স্বভাব অতি মধুর,তিনি অতি সাধ্বী, যেন স্বয়ং সাবিত্রী দেবী। রূপেরই বা কি প্রভা! দেহেরই বা কি ছটা! দেবকন্যা বোল্লেই হয়। হৃদয় অতি সরল, মনে কোন চাতুরী নেই, রীত-প্রকৃতির গুণে তাঁর দেহকান্তির আরও অধিক গৌরব হয়েছে। বিধুমুখীর চিত্তহারিণী মৃদুমন্দ হাসি, তাঁর মধুর কোমল ভাবভঙ্গী,তাঁর সরল প্রকৃতি, তাঁর নিরুপম উদার স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি কোরে কার অন্তঃকরণ প্রফুল্লিত না হয়? আজ আমার সঙ্গে তিনি যেরূপ আমোদ-আহ্লাদ, যেরূপ হাস্য-কৌতুক কোল্লেন,আমি তাঁর যেরূপ ভাবভঙ্গী দেখ্‌লেম, তাঁর কথাবার্ত্তাও যেরূপ শুন্‌লেম, তাতে কোরে তিনি যে আমার অনুরাগিণী হয়েছেন, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি, আমি বই তাঁর আর কেউ স্নেহের পাত্র নেই।"

পরদিনও আবার তাড়াতাড়ি সেই অবীরার বাড়ীতে চোলে গেলেম। সে দিনও দেলজানের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবার কথা অবধারিত হয়ে থাকে। সেই কল্যাণী আর তাঁর পুত্র দুটি এবারও আমার যথেষ্ট সমাদর কোল্লেন। দেলজানকে তাঁহাদের মধ্যে দেখ্‌তে না পেয়ে আমি ফুল্‌কো চোকো হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কই, দেলজান কোথায়; তাঁকে দিখছিনে কেন? তিনি কোথায়

গেলেন ?" অবীরা কি একটা উত্তর কোল্লেন,—কোথায় গেছেন, কি কাজে ব্যস্ত আছেন, কি, কি হয়েছে, এই ভাবের কি একটা কথা বোল্লেন, আমার মনে কিন্তু সে কথা লাগ্‌ল না, আমার তা বিশ্বাস হল না। কি করি, শুনে চুপ কোরে থাকৃতে হোল। তীর্থের কাকের ন্যায় বোসেই আছি, কতক্ষণে আসবেন, তাই ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। একটু পরে দেলজান এলেন, কি আশ্চর্য্য ! কাল যে চেহারা ছিল, আজ তার কিছুই নেই, সব উল্‌টে গেছে। তিনি আস্‌তেই আমি তাঁরে সেলাম কোল্লেম। তিনি কিন্তু পূর্ব্বের মত আমায় আদর-যত্ন কোল্লেন না। অমনি এক রকম ফুলতোলা গোচ কোরে সেরে নিলেন, যেন বিরক্ত বিরক্ত ভাব জানালেন। আমি যে, ভাবনায় ভাবনায় শুকিয়ে গেছি, আমার মুখ দেখে তা বুঝ্‌তে পেরেও একবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন না, "আমার কি হোয়েছে, কি আমি এত ম্লান কেন ?" আমার জীবনের জ্যোতি, যার মধ্যে আমার প্রাণ, যার বলে আমি নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছি সেই দুটি উজ্জ্বল আঁখি অবনত কোরে দেলজান অধোবদনে রইলেন, কখন বা মুখ ফিরিয়ে আস-পাশ চেয়ে দেখতে লাগলেন, কিন্তু ভুলেও আমায় একবার ফিরে দেখ্‌লেন না। দেখে শুনে আমার হরিভক্তি উড়ে গেল, মনে বড় বিস্ময় হোল। নীরব, নিস্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। যার আদরে আদর,যার মানে মান,সে আমার প্রতি আজ হঠাৎ বাম হোল,এ বর্ণচোরা ভাব আমি বুঝে উঠ্‌তে পাল্লেম না, ক্ষমতা হোল না যে, বুঝি—হার মানতে হল। সেই অবীরা আর তাঁর পুত্র দুটি উঠে আর একটা ঘরে গেলেন,আমরা এখন দুজনে নির্জ্জন হোলেম। এই অবসরে আমি মানিনী দেলজানকে জিজ্ঞাসা কোল্লুম, "আজ তোমার হঠাৎ এরূপ মর্ম্মান্তিক ভাবান্তর হবার কারণ কি ? কেন তোমার অভিমান হোল ? তোমার চন্দ্রমুখে হাসি না দেখে প্রাণে বড় ব্যথা পাচ্ছি।" কথাগুলি ভাল কোরে বল্‌তে পাচ্ছিনে, তো তো কোচ্ছি, জিব আড়িয়ে আড়িয়ে আসছে, কথা ঠেকে ঠেকে যাচ্ছে, এমন সময় দেলজান অঙ্গুলি হেলিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে দিয়ে বোল্লেন—"সামনের ঘরে পরিবারেরা আছেন, আহার কোত্তে বোস্‌বেন,তার উদ্যোগ হোচ্ছে।"

ঐ কথা শুনে আমি মরিয়ে হয়ে বোল্লেম, "দেলজান ! এ সকল কি কারখানা ? আমি কি অপরাধ কোরেছি ? কেন আজ আমি তোমার বিষনয়নে পোড়্‌লেম। কেন তুমি আমার প্রতি বাম হলে ?"

দেলজান বোল্লেন,"ধর্ম্মাবতার ! আমি আপনার প্রতি ক্ষুব্ধ হয় নি, কিন্তু এরূপ যাতায়াত, কি এরূপ দেখা সাক্ষাৎ করা আর হবে না, সিটি আজ থেকে রহিত কোত্তে হবে। এখন অনুমতি করেন ত আমি বিদায় হই। আপনার মঙ্গল হোক, এই আমার বাসনা। সম্প্রতি রাজদরবারে যে গোলমাল হোয়ে গেছে, তার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত।" ঐ কথা বলে দেলজান সামনের ঘরের দরজার দিকে সরে গেলেন। আজ তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়ে যে অযত্ন, যে অশ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন, সেই অযত্ন সেই অশ্রদ্ধার ভঙ্গীতে চন্দ্রাননী ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। আমার অনাদর, আমায় হতশ্রদ্ধা করা দেলজানের যেন স্পষ্ট মনোগত অভিপ্রায় ছিল, বোধ হল। যাবার সময় আমার দিকে একবার একটু আড়ে আড়ে চেয়ে দেখ্‌লেন। সিটি যে তাঁর অনুরাগের, কি স্নেহের চাউনি, তা বড় বোধ হল না, আমার দুঃখে যেন তিনি দুঃখিত হয়েছেন, অথচ নিরুপায়,—প্রতীকার করবার ক্ষমতা নেই, তাঁর সে চাউনিতে এই ভাবটিই অধিক বোধ হলো।

দেলজানের এই আচরণ দেখে আমি ত একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছি, আমার জ্ঞান-চৈতন্য ছিল না। সে অবস্থা কেটে গেলে একটু সুস্থ হয়ে, দৌড়ে, হুড় মুড় কোরে, সেই সামনের কামরার ভিতর উপস্থিত হলেম। অবীরাকে অনেক ধোরে কোরে, বিস্তর বিনয় কোরে বোল্লেম, "আজ যে কারখানা স্বচক্ষে দেখ্‌লেম, তাতে বড় ব্যথা পেয়েছি অন্তঃকরণ হহু কোচ্ছে, প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে,

এরূপ ঘটনা হবার কারণ কি? কালও আমি এসেছিলেম, কই, তখন ত এ ভাব দেখি নি, এর মধ্যে হঠাৎ কি হল? এক রাত্রের মধ্যেই যে, সব উল্‌টে গেল, এর তাৎপর্য্য কি? কেউ কি আমার নামে ঠকামি কোরে কান ভারি কোরে দিয়েছে? তা যদি না হয়, তবে আমি কি কোরে মনেরে প্রবোধ দিব? কি বোলে তারে বুঝোবো? কাল যে আমায় প্রাণের সমান ভালবেসেছে, আজ যেন সে, সে নয়, এরূপ অকস্মাৎ বিসদৃশ ভাবান্তর হবার কোন কারণ দেখিনে। অধিক নয়, পাঁচ সাত ঘণ্টা পূর্ব্বে দেলজান যে আমায় প্রাণের সহিত ভালবাস্‌তেন, এ কথা আমি দিব্যি কোরে বল্‌তে পারি।"

অবীরা বল্লেন, "সে কথা মিছে নয়, এর পূর্ব্বে আপনার দিব্যি কর্‌বার কোন বাধা ছিল না, তা অনায়াসেই পাত্তেন, তাতে আপনি মিথ্যাবাদী হতেন না। এখনও কি দেলজান আপনাকে স্নেহ করেন না? তা করেন বৈকি। আমি ত জানি, আপনার প্রতি এখনও তাঁর বেশ মন আছে। তবে কথা কি, আপনি যখন প্রধান সেনাপতি, আর রাজশরীর-রক্ষকের প্রধান স্বামী ছিলেন. সেই সময় আপনাদের প্রথম দেখাসাক্ষাৎ হয়। মনে কোরে দেখুন, তখন এক সময় ছিল, আর এখন এক সময়। এর মধ্যে কত কাণ্ড কত সৃষ্টি হোয়ে গেল। সাবেক বন্দোবস্ত সব উল্‌টে গেছে। দেলজান সন্ধানে সন্ধানে জান্‌তে পেরেছেন, আপনি একণে রাজপরিবারের প্রিয়পাত্র নহেন, বাদশাহের প্রধান আমীরও নহেন, এ কথা কিছু আপনি অস্বীকার কোত্তে পারেন না।"

ঐ কথা শুনে ভারি চোটে গেলেম, তাঁরে বোল্লেম, "রও! রও! চুপ কর, আর ও কথা বোল্‌তে হবে না, আমি এখন সব বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি যা বোল্‌বে, আমি যেন চক্ষের উপর তা দেখ্‌তে পাচ্চি। তবে আর দেলজান আমায় ভালবাস্‌তেন না? তবে আরু আমার প্রতি তাঁর প্রণয় টান ছিল না? যুবতী তবে মুখে কেবল অনুরাগ জানাতেন, তার মনে অন্য ভাব ছিল। উঃ! হায়! হায়! কামিনি! তোমার কি কঠিন প্রাণ! তুমি আমার সঙ্গে কি চাতুরীই খেলেছো! তবে যে দেলজানের কুবলোজ্জ্বল আঁখি দুটি বিকশিত কমল দলের ন্যায় প্রফুল্লছটায় আমোদিত করে, সে কি শুদ্ধ ভোগতৃষ্ণা তৃপ্তি কর্‌বার মানসে? তিনি যে কমনীয় করপল্লব আমার অনুরাগাসক্ত হস্তের উপর রেখে মৃদু মৃদু কোমলস্পর্শ কোত্তেন, সে কি শুদ্ধ অর্থেরই লালসায়? প্রণয়ের কি কোন অনুরোধই নাই? সরল প্রণয় দেব-আরাধ্য, সুরাসুর প্রভৃতি সকলেই তা বাঞ্ছা করেন। সুবাসবাহী কুসুম-আঘ্রাণে,প্রাতঃকালের মলয়াহিল্লোলে, শরদের শশি-কিরণে, উষার স্নিগ্ধ প্রভায় অন্তঃকরণ যেমন প্রফুল্লিত হয়, পবিত্র প্রণয়েতেও মন তেমনই বিমল সুখে আমোদিত হয়। পবিত্র প্রণয় কারে বলে, সে পরিচয় কি দেলজান জানেন না? বিমল প্রণয়ের মধুরতার স্নিগ্ধমূর্ত্তি, তার অনুগ্র কোমল স্বভাব,তার উদার গুণ তিনি কি জন্মেও কখন অনুভব করেন নি? আহা! আমাদের উভয় হস্ত এক হয়ে চিরকাল আবদ্ধ থাক্‌বার কথা ছিল, তা হলে আজ কি প্রমাদই পড়্‌ত।"

আমি এখন শোকে আর মনস্তাপে অধীর হোয়ে পড়েছি, হায়! আমার এতদিনের আশা একদিনেই ফুরিয়ে গেল। তাই ভেবে প্রাণে দারুণ ব্যথা পেলেম, ভারি কাতর হোলেম,জ্ঞান হল, কেউ যেন আমার হৃদয়পল্লব মুচ্‌ড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। অন্তঃকরণ হুহু কোত্তে লাগ্‌ল। সংসারের সকল সুখই যেন এককালে উঠে গেল, মরুভূমের ন্যায় কেবল ধূ ধূময় দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল,কেবল লজ্জায় ডুকরে কাঁদ্‌তে পাল্লেম না। ইচ্ছা হতে লাগ্‌ল, আগুনে ঝাঁপ দিই, কি রসাতলশায়ী হই, কি এক দিকে চলে যাই, দেশান্তরী হই, লোকালয়ে আর মুখ দেখাব না, বনে গিয়ে বাস করি। তাতে আমার তত কষ্ট বোধ হবে না, দেলজানের বিচ্ছেদ-যাতনা বিষম যাতনা, আমার প্রাণে তা সহ্য হয় না। সেই অবীরা আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে বল্লেন, "একণে এখানে যাতায়াত রহিত করাই আবশ্যক।" কেন আবশ্যক, সে কথাও বুঝিয়ে

বল্লেন। কিন্তু আমি যে এক্ষণে কেবল সাদক নামে একজন মোগল মাত্র,আমার নামের সঙ্গে "আমীর" বা "ওমরা" ইত্যাদি কোন সম্মানের উপাধি সংযুক্ত নেই. সে কথাও আমায় স্মরণ কোরে দিতে যুবতী বিস্মৃত হলেন না। ঐ কথা শুনে আমি বোল্লেম, "দেলজান আমায় অনাদর জ্ঞান কোরছে, অথচ আবার আমার জন্যে তাঁর দুঃখও জানান হয়, তা হোক, ফলে আমার সঙ্গে আর কখন তাঁর দেখাসাক্ষাৎ না হয়, এইটিই তাঁর বাসনা।"

দেলজানের হোয়ে অবীরা কত কথাই বোল্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর বিচারে আমার সঙ্গে দেলজানের অপ্রণয় করা অন্যায় কাজ হয় নি, বরং ভালই হয়েছে। তিনি বল্লেন "দরিদ্রতা একটি সাংঘাতিক পীড়ার স্বরূপ,তাই দেলজানের মনে বড় ভয়,পাছে তাঁকে সেই দারিদ্র্য পীড়ার যন্ত্রণা ভোগ কোর্ত্তে হয়। তদ্ভিন্ন——"

আমি তাঁরে আর কোন কথা কইতে না দিয়ে বল্লেম, "আপনি একটু ক্ষান্ত হোন। দেলজানের অনুরাগ মৌখিক না হয়ে অকপট, অকৃত্রিম প্রণয়ে যেরূপ হয়ে থাকে, সেইরূপ যদি আন্তরিক হত, তবে কি তিনি মনে কোল্লেই অপ্রণয় কোর্ত্তে পাত্তেন? তা কখনই পাত্তেন না। প্রণয় কি খেলা করবার পুতুল যে, তা নিয়ে কখন রঙ্গভঙ্গ কোল্লেম, আবার ইচ্ছা হল ত একপাশে ফেলে রাখ্‌লেম। প্রণয় অনাদরের বা উপহাসের বিষয় নয়, না তা বিস্মৃত হবার বস্তু, তাও নয়। রাজ্য-সম্পদের ভাবনাই হোক, অথবা কিসে মান-সম্ভ্রম হবে, সেই ভাবনাই হোক, অন্য অন্য ভাবনা যতই থাক না কেন, আর যত বড়ই হোক না কেন, প্রেম-চিন্তা সকলের প্রধান—সকলের উপর। প্রণয় একবার হৃদয় অধিকার কোল্লে কার সাধ্য তারে উচ্ছেদ করে? ফল্গুনদীর অন্তঃসলিলের ন্যায় যার অন্তরে অন্তরে প্রণয়প্রবাহ চলেছে, সে প্রেমস্রোত কি কখন অবরুদ্ধ হয়? তা কখনই হয় না। বলত প্রেম এক প্রকার দ্বিতীয় প্রাণ-পুরুষ, দেহ, মন আর প্রাণের সহিত প্রভেদ বা একাত্মা হয়ে তার জন্ম হয়, আর ঐ সঙ্গে সঙ্গে তার পুষ্টিও হয়। শরীরের মর্ম্মে মর্ম্মে,তার শিরে শিরে প্রণয়ের সঞ্চার আছে, তার প্রভাবে দেহের যাবৎ ইন্দ্রিয় সবল, মনের যাবৎ শক্তি সতেজ হয়। দেলজান আমার যে ছিদ্র পেয়েছেন, তাতে কি অকৃত্রিম প্রণয়ের অনাদর হয়? না তার আরো গৌরব বাড়ে? দুরবস্থার সময় যে প্রণয় ক্ষুণ্ণ না হয়ে এক অবস্থাতেই থাকে, সেই প্রণয়ই প্রণয়, আর মধুর প্রভাবে দিক্ উজ্জ্বল, মন পবিত্র, প্রাণ স্নিগ্ধ, স্বভাব বিমল হয়। আচ্ছা, তবে এখন আমি আসি, বিদায় হলেম। এক্ষণে আরঙ্গজেবের পক্ষ হয়ে লড়াই কোর্ত্তে চোল্লেম। আজ অবধি জান্‌লেম, 'নারীর প্রণয় স্বপ্নের তুল্য, ইচ্ছামত হয়, আবার যায়ও ইচ্ছামত।' আমার প্রতি দেলজানের অকৃপা হয়েছে, হোক, তবু তিনি সুখে থাক্‌লে সুখী হব। ভদ্রে! জগদীশ্বর করুন, তোমরা যেন দারার অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাও। আমায় যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে এখান থেকে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করাই বিধি।"

"হায়! পালিয়ে আমি যাব কোথা, দাঁড়াই কার কাছে, কে আছে আমার যে, আমার বলে কোলে টান্‌বে? আমার পুত্রেরা এক্ষণে অস্ত্র ধোর্ত্তে শিখেছে। যে পক্ষে বিচার আর ধর্ম্ম আছে, সেই পক্ষ হয়ে তারা লড়াই কোর্ত্তে প্রস্তুত। একজনের ইচ্ছা আরঙ্গজেবের পক্ষ হয়, আর একটির ইচ্ছা, সুল্‌তান সুজার সরকারে বাহাল হয়। এস্থলে আপনার কি মত? কি অনুমতি করেন আপনি?" অবীরা এই উত্তর কোল্লেন।

এই সময় আমি শিরঃপীড়ায় অস্থির হয়ে পোড়েছি, এত কাতর হয়েছি যে, তাঁর ও কথার উত্তর দেবার ক্ষমতা হল না। মাথা দিয়ে যেন আগুন ছুট্‌তে লাগ্‌ল, হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরে অমনি উঠ্‌লেম, আর তিলার্দ্ধও দেরি কোল্লেম না, ছুটে বাহিরে এলেম। সদর রাস্তায় পোড়ে একটু ঘুরে যেমন একটা গলির মধ্যে যাব, চেয়ে দেখি না, দেলজান একটি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর অধর বেড়ে মৃদু মৃদু হাসি নৃত্য কোরে বেড়াচ্ছে। আমায় দেখে তিনি সরে গেলেন, গা-ঢাকা দিলেন। আমার

মতন লোক তাঁর স্মরণপথে উদয় না হয়; মনে থেকে একেবারে তারে নির্ব্বাসিত করেন, এই তাঁর বাসনা।

আমি পায় পায় আমার অভিনব স্বামীর ছাউনিতে চোল্লেম। পথে যেতে যেতে ভাবলেম, দেলজান প্রণয় ভঙ্গ কোরে মন্দ কাজ করেন নি। যে স্থলে মিলনের কোন আশাই নেই, সেখানে প্রণয় রেখে কি ফল। লাভের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অনুরাগ-অনলে নিরবচ্ছিন্ন দগ্ধ হোতে থাকে,তার বিরাম নেই,তিলার্দ্ধও বিচ্ছেদ নেই। ছিন্ন তরুর ন্যায় উভয়েই দিন দিন শুষ্ক, দিন দিন শীর্ণ হয়ে যায়। তার চেয়ে অপ্রণয় করাই ভাল। মুখে ঐ কথা বল্লেম বটে, কিন্তু পোড়া মন কি তা বোঝে, অন্তঃকরণ ফেটে যেতে লাগ্‌ল। দেলজান আর আমার অনুরাগিণী নহেন, আমি আর তাঁর প্রণয়ের ভাজন নই, এই মর্ম্মান্তিক দুঃখ আমায় যেন উন্মাদ কোরে তুল্লে। কিন্তু দেলজান মুখে যেরূপ প্রণয় জানাতেন, ততদূর অনুরাগিণী হয়ে তিনি যে আবার অবলীলাক্রমে সেই প্রণয় ভঙ্গ কোল্লেন, তাতে যে তাঁর মনে একটুও কষ্ট হল না, অনায়াসেই তা ঝেড়ে ফেলে দিলেন, তাঁর ঐ নির্গুণ পান্‌সে ব্যবহারটি স্মরণ হয়ে আমার মন অনেক সুস্থির হল। দেলজানের সেই উদারায়ত্ত বিরাগতাই আমার পক্ষে বর হল। আমি তাঁর প্রণয়ে নৈরাশ হয়েও তাদৃশ ক্লেশ বোধ কোল্লেম না। তাই আমি এখন নিরুদ্বেগে, নির্ভাবনায় ছাউনিতে উপস্থিত হয়ে সৈন্যদের সঙ্গে ধূমধামে ব্যস্ত রইলেম, সেখানকার তাবৎ কর্ম্ম প্রণালীপূর্ব্বক নির্ব্বাহও কোত্তে লাগ্‌লেম। নানা বরাতে, নানা ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত থেকে দিন কেটে যেতে লাগ্‌ল সত্য, কিন্তু দেলজানের কোমল মূর্ত্তি আমার অন্তরে বিরাজ কোত্তে লাগ্‌ল, প্রণয়িনীকে একখানি অনুরাগ-আসন দিয়ে হৃদয়-মধ্যে বসিয়ে রাখ্‌লেম।

ছাউনির মধ্যে ভারি গোল, গোলে কান পাতা যায় না। কত দিকে কত লোকে কল বল করে কথা কোচ্চে, কেউ কোন দিকে, হাঁকাহাঁকি কোচ্চে, কেউ কারে মাচ্চে, কেউ কারে ধম্‌কাচ্চে, কেউ আস্‌চে, কেউ যাচ্চে, কেউ হাস্‌চে, কেউ কাঁদ্‌চে, কোথাও কেউ নাচ্চে, কোথাও কেউ গাচ্চে! আমি কিন্তু তা ভ্রূক্ষেপও না কোরে একটা তাঁবুর মধ্যে গিয়ে শয়ন কোল্লেম, শুয়ে নিরবচ্ছিন্ন দেলজানের বিষয় ধ্যান কোত্তে লাগ্‌লেম। আমি এই ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, হয় ত দেলজানের প্রতি আমি অবিচার কোচ্চি, তিনি যে দেলজান, সেই দেলজানই আছেন। বিধুমুখী অতি সরলহৃদয়া, তাঁর অতি উদার মন, তাঁর প্রণয়ও উদার। রসময়ী আমার প্রাণের জ্যোতি। আমার সাধনের ধন। দেলজান যেন নববিকশিত অরুণ কমল, যেন অবিকল সুকোমল কুসুমলতিকা। তাঁর অন্তঃকরণ স্নেহভারে অবনত। তাঁর সঙ্গে আলাপ কোরে বোধ হয় যেন, কর্ণে অমৃতবর্ষণ হোচ্চে, তাঁর রসনা যেন সুধার ভাণ্ডার। তাঁর স্নিগ্ধ মূর্ত্তির কোমল রাগে, তাঁর বদন-চন্দ্রিমার বিনোদছটায় মন যেতে উঠে, প্রাণ আকুল হয়। দেখ্‌লে বোধ হয় যেন, যুবতীর ওষ্ঠাধর অনলপ্রভার লোহিত রাগে রঞ্জিত। তাঁর হাবভাব, তাঁর বিলাস-ভঙ্গী, তাঁর নয়নকটাক্ষ মদনের শর হয়ে পুরুষের প্রাণবধ করে। তাঁর পরিমলবাহী যৌবন-কুসুমের আঘ্রাণে মন মুগ্ধ হয়। প্রমদার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি যে একবার দর্শন কোরেছে, সে আর জীবনসত্বে সে মাধুরী ভুলতে পারবে না। শরতের জোৎস্নারাত্রে নদীজলে শশিকিরণের ছটা পোড়েছে, বায়ুর মন্দ মন্দ হিল্লোলে অল্প অল্প ঢেউ হোচ্চে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি ঝক্‌মক ঝক্‌মক কোচ্চে, যেন মণিমাণিক্যে খচিত হয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেছে। তখন নদীর কি মনোহর শোভাই হয়, যত দেখি, ততই দেখ্‌তে বাসনা যায়, চক্ষের পলক ফেলতে ইচ্ছা করে না। আজ আমি দেলজানকে দেখে সেইরূপ প্রফুল্লিত হয়েছিলেম। নীলাম্বরী বস্ত্রখানিতে তাঁর লাবণ্যের ছটা পড়েছে। বাতাসে যখন বস্ত্রখানি এক একবার আন্দোলিত হোচ্চে, অমনি ঝলকে ঝলকে চারু কান্তির আভা বেরুচ্চে, সুন্দরী যখন একটু হেলচেন, কি যখন একটু

দুলছেন, তাঁর নীলাম্বরী ফুড়ে রূপের তরঙ্গ দেখা দিচ্ছে। বিধাতা দেলজানের অধরে কি মধুর হাসিরই সৃষ্টি কোরেছেন! তাঁর সে ভুবনমোহিনী হাসিতে প্রাণের অশ্রুপাত হয়, হৃদয় গলে যায়! দেলজান! সুন্দরি! তোমার মধুর মূর্ত্তির কতই মনোহারিনী শক্তি! তার স্নিগ্ধ প্রভাবে রণের উগ্রমূর্ত্তি মধুর জ্ঞান হয়। প্রাণে ভয় না হয়ে বরং মন প্রফুল্লরসে ভাসতে থাকে। আমি যে সম্প্রতি আরঙ্গজেবের সঙ্গে রণমদে মেতেছি, সে শুদ্ধ তোমারই অনুগ্রহে, তোমার যৌবন-তরঙ্গের বিনোদছটা মনে কোরে আমার মনে দ্বিগুণ উৎসাহ, দ্বিগুণ সাহস হয়েছে। চারুনয়নে! তোমার দর্শন মাত্রেই আমি সকল দুঃখ, সকল সন্তাপ হতে অবসর পাই, তখন আহ্লাদে জ্ঞান হয় যেন, আমার হৃদয়গগনে একটি সুখসূর্য্যের নবোদয় হয়েছে। প্রিয়ে! সাগর যেমন নদ-নদীর জল আকর্ষণ করে, তুমি তেমনি আমার মন-প্রাণ আকর্ষণ কোরেছ। পবিত্রে! লোকে যেমন একটি সুবাসবাহী চারুপুষ্প দর্শন কোরে মনে বড় প্রফুল্লিত হয়, ইচ্ছা হয় যে, তারে আদরে যত্ন করে, তোমায় দর্শন কোরে আমি সেইরূপ পুলকিত হই, মন আপনা হতেই তোমার প্রেমাদরে ভালবাসতে চায়। বাস্তবিক তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমি সব দুঃখ ভুলে যাই।

আমাদের মনের বাসনা পূর্ণ হয়, তার ত কোন আকারই নেই, প্রণয় রেখে লাভ এই হবে, কেবল ক্ষোভে আর মনস্তাপে চিরকালটা কেঁদে মত্তে হবে। তাই বুঝি, দেলজান মনোরাগ বাড়াতে ভয় কোচ্চেন। দেলজান প্রণয়-মোহিতা, অপ্রণয়িনী নহেন। আমি অতি মূঢ়, অতি পামর, তাই তাঁরে পাষাণী, তাই তাঁরে অননুরাগিণী বলি, বাস্তবিক তিনি তা নন, সিটি তবে আমারই দোষ, তাঁর দোষ নয়। বলতে কি, দেলজান অতি ধীর, অতি বুদ্ধিমতী, আমিই নির্ব্বোধ, আমারই বিবেচনা শূন্য, আমি একটুতে অধৈর্য্য হয়ে পড়ি। মদনরাগে মত্ত হয়ে আমি একেবার অসার হয়ে পোড়েছি, আমাতে আর কোন পদার্থ নেই। আমার "এই বাহু" এক দিন সমুদয় কণ্টক ছেদন কোরে অতুল সম্পদের পথ পরিষ্কার কোর্‌বে। যে দিন থেকে সেই শুভদিন সুপ্রভাত হবে, সেই দিনাবধি দেলজানের মৃণালতুল্য কোমল পার্শ্বের অধীশ্বর হব। সেই দিনাবধি রসময়ীর মধুর প্রসঙ্গ অহরহ আমার রাগাসক্ত রসনায় নৃত্য কোর্‌বে। সেই দিনাবধি প্রমদাকে প্রেমের প্রতিমা কোরে হৃদয়ে বরণ কোর্‌ব। তাঁর কোমল মহিমা, কোমল গুণ, কোমল গৌরব, তাঁর কোমল স্বভাব হৃদয়পটে, রাজপথে, বৃক্ষশাখায়, গিরিগাত্রে লিখে রাখব। বিহঙ্গমকুলকে শিখিয়ে এই কথা বলে ছেড়ে দেব, "তোরা উড়ে উড়ে, দেশে দেশে গুণময়ী প্রণয়িনীর গুণ গেয়ে গেয়ে বেড়া।" আমি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হয়ে একমন, একচিত্তে দেলজানের বিনোদ মূর্ত্তি, তাঁর মুখকান্তির কোমল তরঙ্গ, তাঁর নির্ম্মল চরিত্র চিত্রপটে চিত্র কোচ্চি, এমন সময় আরঙ্গজেবের লোক এসে আমায় বাধা দিলে। রাজপুত্র আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, এমন অসময়ে রাজকুমার কেন ডাকলেন? তবে বুঝি কি আবশ্যক হয়েছে, এই ভেবে আমি উঠে দাঁড়ালেম। হর্‌করার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম, সত্বরেই তাঁর তেজোজ্জ্বল মনোহর বস্ত্রাবাসে উপস্থিত হলেম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"যার যেমন মতি, তার তেমনি গতি।"

আরঙ্গজেবের সভায় এসে দেখি, কুমার ভাক্ত ধার্ম্মিক হয়ে ভণ্ড প্রবঞ্চনা কোচ্চে বসেছেন। মোল্লা, মৌলবী, দরবেশ, ফকির, নবী, বুজরগ—এই সকল পুণ্যাত্মা মহাপুরুষেরা তাঁরে ঘেরে বসে আছেন। কুমার কেন তাঁদের আহ্বান কোরেছেন? ধর্ম্মনীতি শিক্ষা কোর্‌বেন বোলে? না, পরমার্থ বিষয় চিন্তা কর্‌বার মানসে? সে সকল কিছুই নয়। কুমারের আগাগোড়া হারামজাদ্‌গি, তাঁর সব কারসাজি, সব বজ্জাতি। কেবল একটা ভেক

সেজে ভেল্‌কি দেখিয়ে সকল লোককে, বিশেষতঃ তাঁর ভ্রাতাদের অন্ধ কোরবেন, এই তাঁর অভিপ্রায়। আরঙ্গজেবের পেটে পেটে নষ্টামি, তাঁর মনের কথা এই, লোক মনে করুক, "আরঙ্গজেব উদাসীন, আরঙ্গজেব বিবেকী, আরঙ্গজেব সংসারত্যাগী, বিষয়-বৈভবের প্রতি তাঁর লোভ নেই, ঐহিকের সুখে তিনি আসক্ত নহেন।" তা হলে তাঁর সংোদরেরা মনে,কোর্‌বেন, আরঙ্গজেব রাজপদের অভিলাষী নন, সেই খাতিরজমায় তাঁরা অসাবধান হবেন, কুমার তখন সুযোগ পেয়ে রাজসিংহাসন আল্‌টপ্‌কায় আপনার হস্তগত কোত্তে পার্‌বেন—এই তাঁর সার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি ত তাঁর নাড়ী-নক্ষত্রের সব খবরই রাখ্‌তেম, আমি ত জানুতেম,আরঙ্গজেব দুরন্ত বিষয়-অভিলাষী, সংসার-সুখের প্রতি তাঁর যতখানি নজর, ততখানি তার ভ্রাতাদের নয়। হিন্দুস্থানের রাজসিংহাসনের উপরেই তাঁর লক্ষ্য, ফকিরের ছেড়া-কাটা টুপীর উপর তাঁর দৃষ্টি ছিল না। তিনি যে রাজপদের সুখভোগ পরিত্যাগ কোরে তার পরিবর্ত্তে জগদীশ্বরের চিন্তায় সন্তুষ্ট হবেন, তিনি সে ধেতের, সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। রাজকুমারের কপট উদাসীনতার প্রতি দৃষ্টি কোরে আমি একটু না হেসে থাকুতে প্লাম্লেম না।

আমি এক কোণে দাঁড়িয়েই আছি, রাজপুত্র একবার ফিরেও দেখ্‌লেন না। কতক্ষণ পরে সাধুরা বিদায় হয়ে যার যে স্থানে চলে গেলেন। তখন আরঙ্গজেব তাঁর দুটি তীক্ষ্ণ চক্ষু ঘুরুতে ঘুরুতে আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন, "যুবা! তোমার তস্‌বি কোথায়?" আমি মুখে কোন উত্তর না দিয়ে, আমার একখানি হাত তলোয়ারের মুটের উপর রাখ্‌লেম। তাই দেখে রাজকুমার ইসারা কোরে বোল্লেন, "এগটু এগিয়ে এস। একদিন সে সময় হবে,তখন তোমার ঐ অস্ত্রের ভারি গুমর হয়ে দাঁড়াবে। এই তস্‌বি লও, আপাততঃ ফকিরদের চেলা হয়ে থাক।" আমি হাঁটু গেড়ে, নিচু হয়ে, ঘাড় বাড়িয়ে দিলেম, রাজপুত্র আমার গলায় তস্‌বি পরিয়ে দিলেন, আর বল্লেন, "চারিদিকে নজর রেখে সাবধান হয়ে চলো। বিবাদক-লোকের দিকেও যেও না। তুমি যদি আমার অনুগত হয়ে থাক, আমি ফকিরই হই, আর রাজাই হই, আমার সুসময় হলে. আমি তোমারে ভুলব না। এক্ষণে তোমার যদি কোন প্রার্থনা থাকে, বল, সাধ্য হয় ত পূর্ণ কোর্‌ব।"

আমি বোল্লেম, "কুমার বাহাদুর! কেবল পিতার জন্যেই আমার দুর্ভাবনা!"

"তোমার পিতা! কোথা তিনি?"

"তা আমি জানিনে, ধর্ম্মাবতার! বোধ হয়, তিনি দারার গ্রাসে পোড়েছেন, আমার সেই ভয় বড় হোচ্চে।"

আরঙ্গজেব বোল্লেন, "তবে তাঁরে কালে ধরেছে, এখন ভগবানের হাত, তিনি ভিন্ন আর কারও রক্ষা কর্‌বার ক্ষমতা নাই। তাঁর দফা নিকেশ হয়েছে, তাঁর বরাতে শীলমোহর পোড়ে তাঁর অদৃষ্টের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। দেখো, সাবধান! আবার তুমি যেন তাঁর বেড়াজালে পোড়ে ধরা দিও না। সূর্য্যদেবের উদয়াস্ত যেমন অভ্রান্ত সত্য, দারার খপ্‌পরে পোড়্‌লে তোমার মৃত্যুও তেমনি অবধারিত সত্য। তখন জগৎস্বামী সাজাহানেরও সাধ্য নাই যে, তোমারে বাঁচান্।"

আমি ঐ কথা শুনে, চোক-কান বুজে, মরি মরি কোরে, ভঙ্গীক্রমে এই কথা বোল্লেম, "আরঙ্গজেব যদি মনে করেন, তিনি যদি মধ্যবর্ত্তী হয়ে প্রাণদান দেন, তবে আমার হতভাগ্য পিতা রক্ষা পেলেও পেতে পারেন।"

ঐ কথা শুনে আরঙ্গজেব বোল্লেন, "আমি তোমারে নিশ্চয় বল্‌ছি, আমি তার মধ্যে থেকে কিছুই কোত্তে পার্‌ব না. তাতে কোন ফলই হবে না। বিশেষতঃ তোমার পিতাকে যখন ধোরে নিয়ে যায়, তখন কিছু তিনি আমার কারপরদাজ ছিলেন না, তবে আমার দোহাই দারা শুনবে কেন,আমার কি অধিকার আছে যে, এ বিষয়ে হস্তপ্রদান করি, কোল্লে অনধিকারচর্চ্চা করা হয়।" আমার আর অধিক কথা বোল্‌তে ভরসা হল না। তার পর রাজকুমার আমায় ডেকে বোল্লেন, "ডেকানে

যেতে হবে, প্রস্তুত হয়ে থাক, যখনি হুকুম কর্‌বো, তখনি উঠ্‌তে হবে।" ঐ কথা বোলে হস্ত হুলিয়ে ইঙ্গিত কোল্লেন, আমি সে সঙ্কেতের অর্থ জান্‌তেম, তাই বিদায় হয়ে আপনার ডেরায় এলেম, এসে দেখি, সলিমান আমার প্রতীক্ষায় বোসে আছে।

সলিমানের ভাব-ভঙ্গী, তার চোক-মুখের চেহারা ভারি ভারি দেখে আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, সে আমায় কোন বিশেষ কথা বোল্‌বে। তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেমন, কোন খবর আছে না কি?" সলিমান তার বুকের ভিতর থেকে একখানি চিটি বার কোরে আমার হাতে দিলে। আমার আর দেরি সইল না, পত্রখানি তাড়াতাড়ি খুল্‌লেম, খুলে দেখি, দেলজানের হস্তাক্ষর। আমি অমনি আহ্লাদে নেচে উঠ্‌লেম। আমার আমোদিনী এই কথাগুলি লিখেছেন।—

"সখে! যে দিন থেকে রাজপুরে গোলমাল বেধেছে, সেই দিনাবধি তোমার ন্যায় আমার মনেও দারুণ কষ্ট হোচ্চে, আমরা উভয়েই বিচ্ছেদ-হলাহল আস্বাদন কোচ্চি। আমি আপনাকে অনাদর, অযত্ন কোর্‌ছি, আপনি তাতে দুঃখিত হয়েছেন, হতে পারেন, কিন্তু আপনি কি মনে কোরেছেন সত্য সত্যই আমার মনের ভাবান্তর হয়েছে, আপনি কি বিবেচনা করেন নি, অবস্থা কি? সেই অবস্থার দোষেই যে আমায় মুখ বন্ধ কোত্তে হয়েছে। নচেৎ তোমার মনে কষ্ট দিয়ে আমি কি কখন সুখী হতে পারি? যে অবধি তুমি আমার অভিমানে অপমান বোধ কোরে ফিরে গেছ, সেই দিন থেকে আমি অত্যন্ত অসুখী, খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে সুখ নেই, কারও সঙ্গে কথা কয়েও সুখ হয় না, মন হুহু কোচ্চে, প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। সখে! সে দিন তুমি এখান থেকে চলে গেলে, মুক্তারের স্ত্রী তোমার হয়ে আমায় বিস্তর প্রণয়-ভর্ৎসনা কোল্লেন, কিন্তু আমি তাঁরে পাঁচরকম বুঝিয়ে বোল্লেম, শুনে কতক নিরস্ত হলেন। অবীরা বোল্লেন, 'দেলজান! তোমার কি কঠিন প্রাণ! কি কোরে উজীর-পুত্রকে অমন নিষ্ঠুর কথাগুলি বোল্লে ভাই? তোমার কি একটু দয়া হল না, প্রাণে কি একটু দুঃখও হল না, সাদক অতি সুজন, তিনি তোমাকে এত ভালবাসেন যে, তোমার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, একে ত তিনি পুরুষ, তায় আবার তোমা বই জানেন না, ছি! তারে কি অমন নিষ্ঠুর বাক্যে, আরক্তনয়নে বিদায় কোত্তে হয়?'

আমি বোল্লেম 'সখি! ঐ জন্যেই ত তাঁকে তত অনুযোগ কোল্লেম, ভালবাসেন বলেই ত তাঁর উপর তত অভিমানিনী হলেম। তাঁর সুকোমল কুসুমসদৃশ নবীন আকৃতি, তাঁর মধুর স্বভাব, তাঁর সরল হৃদয়, তাঁর অকপট অনুরাগ, এরা সকলে চক্রান্ত কোরে আমারে তাঁর প্রণয়ের পক্ষপাতিনী কোরেছে। সখি! উজীর-পুত্র যখন আমার নয়ন-পথের পথিক হন, আমি তখন আহ্লাদে দিগান্ধ হয়ে আপনাকে হারাই, কোথায় আছি, কি কোচ্চি, কিছুই জ্ঞান থাকে না।'

অবীরা বল্লেন, 'সখি! উজীর-পুত্রের প্রতি তুমি যদি এতই অনুরাগিণী, তবে মৌখিক ছলনা কোরে সে সুধাময় প্রণয়রাগ গোপন কর কেন? কেনই বা সেই মনোময় চিত্তচোরের নিকট তোমার প্রেমোদিত হৃদয়ের পরিচয় না দাও?'

আমি বলিলাম, "সখি! সে কি কথা, সাদকের এই ঘোর বিপদ, আমিও যে কষ্টে পোড়েছি, তাও তুমি স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চো, এখন কি আমার প্রণয়সুখে আমোদিনী হবার সময়? তাতেও কি কখন চিত্তের বিনোদ জন্মে? না হৃদয় বিকসিত, না মন প্রফুল্লিত হয়? সে প্রণয় ত আর সুখের প্রণয় নয়, আমার পক্ষে তা এখন ছলনা মাত্র। লোকে যেমন স্বপ্নে কত প্রকার সুখে আমোদী হয়, অথচ সকলই প্রতারণা, সখি! এও ঠিক তাই আর কি।'

তাই বলি, সখে! সে দিন তোমার সঙ্গে ভাল কোরে কথা কইনি বোলে তুমি মনে কোরেছ, সত্যি সত্যিই আমার মনের ভাবান্তর হয়েছে? সময়গুণে যে সব সইতে হয়, সব কোত্তে হয়, তা কি জান না? আমাদের অবস্থার দোষেই যে আমাকে মুখবন্ধ কোরে থাক্‌তে হয়েছে, সেটি কি তুমি বিবেচনা কোত্তে পার নি?

তুমি ত অজ্ঞান নও, জান ত, লোকের কিরূপ স্বভাব, তিল হয় ত তাল কোরে তোলে, একটু কিছুর গন্ধ পেলে অমনি নেচে ওঠে। লোকে যদি একটা কুকথা রটিয়ে দেয়, তখন তুমি কার মুখ হাত দিয়ে চেপে রাখ্‌বে? তোমায় না দেখ্‌তে পেয়ে প্রাণে যে কি হোচ্চে, তা প্রাণই জানে, মুখে তা কত বোল্‌ব, বল্লেও তুমি তা বিশ্বাস কোরবে কেন? মুখ যেমন দেখা যায়, তেমনি যদি অন্তঃকরণ দেখা যেত, তবে আমি তোমাকে বুক চিরে দেখাতেম। তোমার অদর্শনে আমার অন্তঃকরণ পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্চে কি না, তুমি তা স্বচক্ষে দেখ্‌তে পেতে। তা হোক, পুড়ছে, পুড়ুক, তবু আমি সয়ে আছি, লোকের কুচ্চর হাত থেকে যে বেঁচে গেছি, সেই আমার পরম লাভ—সেইটিই আমার প্রবোধের সম্বল হয়েছে। কিন্তু সখে! অনুরাগের কেমনই প্রভাব, এত যে লোকলজ্জায় ভয়, তবু অবোধ মন তা বোঝে না, পোড়া আঁখি একবার তোমায় দেখ্‌তে বাসনা করে। ও সখে! যে পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোয়ে মনের বোঝা খালাস কোত্তে না পারি, সে পর্য্যন্ত মনের দুঃখ মনেই থাকবে। অন্ত আজ্রে, যে সময় আমার সাবধান, সজাগ প্রহরীরা নিদ্রা যাবে, সেই সময় হিরাবাগে এসে এ অধিনীকে একবার দেখা দিয়ে চরিতার্থ করো। আমার সেখানে যাওয়া বড় দুঃসাহসের কাজ সত্য, তথাচ আমি অভিসারে বুক বেঁধেছি, তোমার পাদপদ্ম স্মরণ কোরে আমি ঘরের বাহির হব। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমার সব কষ্ট দূর হবে—আমি সুখী হব। এক্ষণে আমার কোন কর্ম্ম-কাজ নেই, কেবল বসে বসে দিন গুনছি, আর একাকিনী থাক্‌তে পারিনে, নিষ্কর্ম্মে থেকে থেকে বিরক্ত হয়েছি। ইতি

আশ্রিতা—
শ্রীমতী দেলজান।"

পত্রখানি পোড়্‌তে পোড়্‌তে আনন্দের তুফান উঠ্‌ল, আমি সেই তরঙ্গে ভেসে চোল্লেম। একবার, দুবার, তিনবার পোড়্‌লেম, তাতেও তৃপ্ত হলেম না। শেষে ফিরে পোড়্‌তে লাগ্‌লেম, যত পড়ি, ততই পড়বার তৃষ্ণা বাড়ে। তবে দেলজান অধর্ম্মী নন, আমারই অন্যায় সন্দেহ। তাঁর এ মনান্তর কেবল মৌখিক লোক দেখান, আন্তরিক নয়। যুবতী বড় চতুরা, লোকের মুখ থেকে তরবার নিমিত্তে কাজে কাজেই তাঁকে মৌনব্রত অবলম্বন কোত্তে হয়েছে। মুক্তারের স্ত্রী আমাদের পর নন, পরমাত্মীয় বটেন, কিন্তু তাঁকেও বিশ্বাস করা উচিত হয় না। তাঁরও ত আত্মীয়-বন্ধু আছে, কি জানি, যদি কথায় কথায় তাদের কাছে প্রকাশ কোরে ফেলেন, দেলজানের মনে মনে সেই ভয়। পত্রখানি বাহাত দিয়ে ধরে, তাতে বারংবার চুম্বন কোরে বোল্লেম, "সলিমান! দেখেছ, দেলজানের বুদ্ধির কত দৌড়, তিনি কত বিবেচনা, কত হিসেব কোরে চলেন।"

সলিমান বল্লে, "হুজুর! দেলজান ভারি তুখোড় দরের লোক, সে ভারি চেলে চলে। আমি তারে অনেক দিন থেকে জানি, সে ভারি খাঁখি, ভারি খাস্ মেয়ে সে, আচ্ছা লেকাফা দোরস্ত। দেখ্‌তেও দিব্বিটি, দেখে চোক টাটায়, কথাগুলিও পাকা পাকা, রসাল রসাল। তার চাতরে পোড়ে কত হুজুর হিম সিম খেয়ে গেলেন। হুজুর! আর ও আগুন তুলে কাজ নেই, তার সকের প্রাণ, সকের প্রীত। তার মন কেউ আঁকড়ে পায় না। হুজুর! গোস্তাকি মাপ কোরবেন, সেটা হানা মেয়ে, তার সঙ্গে প্রীতি কোরে কেউ তরে আস্‌তে পারে না। আমি অনেক মাথাল মাথাল, সারাল সারাল যুবতী দেখেছি, কিন্তু দেলজান একলা একশ যুবতীর মওড়া নিতে পারে। যত বয়স হোচ্চে, তার যৌবন যেন আরো গজিয়ে উঠ্‌ছে। দেহখানি আরো জমাট বাঁধছে। কত শত বড় বড় আমীর, বড় বড় ওমরা দেখে দেখে হালাক হয়ে গেল, তবু তার মন হাতড়িয়ে পায় না। দেলজান বড় পীরিত-ছেঁচড়া, ঐটিই তার ভারি রোগ, নচেৎ তার আর সব গুণ্‌ই ভাল। লোকে বলে, তার সঙ্গে প্রণয় কোল্লে ছাঁকা আমোদ

হয় না। আর একবার যদি আস্কারা পায়, অমনি মাথার চড়ে বসে।"

তার ঐ ভাড়ামির কথা শুনে আমি চোটে একটা তাড়া দিলেম, "বেটা! তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা! তুই সকল কথাতেই ঠোকর মারিস্! আমার সঙ্গে তোর ঠাট্টা-তামাসা! চুপ কোরে থাক!" সলিমান ঐ তাড়া খেয়ে কোঁকড় সোঁকড় হয়ে চুপ কোরে রইল।

আমি ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়লেম। কখন রাত হবে, কতক্ষণে হিরাবাগে গিয়ে দেলজানের মুখচন্দ্রিমা দর্শন কোর্‌ব, তাই বসে বসে এক দুই কোরে কেবল সময় গুণতে লাগ্‌লেম। আজ বড় অপ্রসন্ন দিন, মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আকাশ ঘোর ঘোর হয়ে আছে। বর্ষাকাল উপস্থিত, বৃষ্টি আরম্ভের বড় দেরি নেই, আজ না হয়, কাল হবে, এইরূপ সম্ভাবনা। এখন সন্ধ্যা, তার প্রাক্কালেই ঘোরতর অন্ধকার হয়ে প্রকৃতির তমোময়ী ভীষণমূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিক ঢেকে ফেলেছে। যেরূপ আড়ম্বর, যেরূপ মেঘের ঘটা, একটা ভারি ঝড় বৃষ্টি হবে, তার আকার বটে। কিন্তু তবু আমি মনে কোচ্চি, "এখনি হচ্চে না, এখনও বিলম্ব আছে। ঝড়ের পূর্ব্বেই হিরাবাগে পৌঁছিতে পারব, আমাদের সাধের দেখা-সাক্ষাৎও হতে পারবে, তার কোন ব্যাঘাত হবে না।" আমার নিজের জন্যে বড় চিন্তা ছিল না, দেলজানের নিমিত্তেই আমার ভাবনা। সাঙ্কেতিক স্থানে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে পাছে পথের মধ্যে ঝড় বৃষ্টি হয়ে দেলজানের কাপড় চোপড় ভিজে যায়। তা হলে ত ভারি পেঁচা-পেঁচি, তখন কোথায় গেছিলে, কেন ভিজ্‌লে, এইরূপ কত কথা লোকে উপস্থিত কোর্‌বে।

আজ কাল আরঙ্গজেবের সঙ্গে দুই শত অনুচর। তারা যে যেখানে সুবিধা পেয়েছে, যার যেখানে ইচ্ছা হয়েছে, তামাম মাঠে ছড়াছড়ি হয়ে কানাত বিছিয়ে আছে। স্বয়ং রাজকুমারের তাঁবু মহা সমারোহ কোরে শতমধ্যস্থলে খাটান হয়েছে। তাঁবুর সামনে একটা ঝণ্ডা পাড়া, তার মাথায় একটা পতাকা উড়ছে। ঝণ্ডাটি এত লম্বা যেন, আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। এই নিশানটি রাজতাঁবুর পরিচয়। রাত্রিকালে একটা আলো জেলে ঐ ঝণ্ডার মাথায় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলো দেখে লোক মনে কোত্তো, ঐ ঝণ্ডার নীচে ছাউনির সেনাপতি কুমার বাহাদুর সুখে অবস্থান কোচ্চেন।

রাজপুত্রের যে তাঁবু, তার চারিদিকে পাহারাওয়ালারা খাড়া পাহারা দিত। তোষাখানার, দপ্তরখানার, বাবুর্চিখানার এরূপ আরো অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাঁবু রাজতাঁবুর আশে পাশে ছড়াছড়ি হয়ে খাটান থাক্‌ত। ভারি রোখাল রোখাল, যমদূতের ন্যায় মূর্ত্তি, দুটো কুকুর তামাম রাত্রি ঘেউ ঘেউ কত্তো, তাদের ডাকের দাপটে কানে তালা লেগে যেতো। খণ্ডপ্রলয়ের ন্যায় আজ একটা ভারি দুর্য্যোগের আশঙ্কা। এখন সন্ধ্যা, অরুণ-সারথি পশ্চিমাচলে চোলে গেছেন। ধার্ম্মিক মুসলমানেরা দঙ্গল বেঁধে সায়ংকালের নেমাজ কোল্লেন। সকলে সকাল২ খেয়ে দেয়ে যে যার স্থানে গিয়ে শুয়েছে। সংসার নিস্তব্ধ, কোন দিকে শব্দটি নাই, সব নীরব, সব নিস্তব্ধ। কেবল পশ্চিম উত্তর কোণথেকে একটা হাওয়া উঠে হু হু কোচ্চে, এক একটা দমকা খুব জোরে জোরে আস্‌ছে। বাতাস ক্রমে প্রবল হলো, ঝড়ের আকার হয়ে উঠ্‌ল। জাহাজের মাস্তলের ন্যায় তাঁবুর খুঁটিগুলি নুয়ে পোড়্‌চে, যেন শুয়ে যাচ্চে, আর এক একবার চড়চড় কোরে উঠ্‌ছে, যেন ভেঙ্গে গেল। তাঁবুতে তাঁবুতে বেধে বাতাস ঘুরে ফিরে ছাউনিময় যেন মাতিয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল, আর কেবল সাঁ সাঁ, গোঁ গোঁ, ভোঁ ভোঁ শব্দ হোচ্চে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মেঘের আড়ম্বর দেখে পূর্ব্বাহ্ণেই সাবধান হওয়া হয়। ঝড়ে কোন অনিষ্ট না কোত্তে পারে, তাঁবুগুলি যাতে টেঁকে থাকে, তার উপায়ও করা হয়েছিল। রাত ঝাঁ ঝাঁ কোচ্চে, এখন কেউই জেগে নাই, সকলেই নিদ্রায় অভিভূত। কেবল আমারই চক্ষে ঘুম নেই, আমিই কেবল জেগে, ঘুমোবার চেষ্টাও করিনি।

দিন যায়, রাত হয়, রাত যায়, দিন হয়, সংসারচক্রের ন্যায় ফিচ্চে। আমার আশাবায়ুও একবার যাচ্চে, একবার আস্‌ছে, কুলালচক্রের ন্যায় ফিরে ফিরে গতায়াত কোচ্চে। দিন যায়, থাকে না, রাতও যায়, থাকে না—সময় কারও

বাধ্য নয়, কারও মুখ চেয়ে থাকে না, আমি কিন্তু ভাব্‌ছি, আমার আশা এবার যাবে না, আমার বাধ্য হয়ে থাকবে। এক, দুই, তিন, ঠন্ ঠন্ কোরে বারোটা বাজ্‌ল, প্রকৃতি ঘোষণা কোল্লেন, রাত দুই প্রহর হলো, আমি অমনি গাঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেম। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে, চুপি সাড়ে তাঁবুর বাহিরে এলেম। কেউ কি আমায় দেখ্‌তে পেলে না? রাত ঢের হয়েছে, সকলেই ঘুমে অচেতন, এখন কে জেগে আছে যে দেখ্‌বে? যদিও কেউ থাকে, যে অন্ধকার, কোলের মানুষ চেনা যায় না, আমায় চিন্‌বে কেমন কোরে? তবে সকলেই কি ঘুমিয়েছে? না। একজন জেগে আছে, সে অন্ধকারে দেখতেও পায়, চিন্‌তেও পারে। কে সে? "মন্দভাগ্য!" হা মন্দভাগ্য! তোমার কি প্রতাপ! তুমি বড়কে ছোট কোচ্চো, সুখীকে দুঃখী কোচ্চো, আশ্বস্তকে নিরাশ কোচ্চো তোমার অসাধ্য কি? এই গভীর রাত, এখনও তুমি জেগে আছ? আমার জন্যেই বুঝি? এই ঘোর অন্ধকার, তবু আমায় চিন্‌তে পেরেছ!— বাহিরে এসে একটু থম্‌কে দাঁড়ালেম, একটু দম নিলেম। গাটা একবার কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল, মনটা দমকে গেল। দূরে মেঘগর্জ্জন হোচ্চে, তার শব্দ শোনা যাচ্চে, কড় কড়, গড়্ গড়্ গড়্ গড়্ কোরে দেবতা ডাক্‌চে, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্চে, প্রলয়ের ঘোষণা হোচ্চে বুঝ্‌তে পাল্লেম, দৃক্‌পাতও কোল্লেম না। এই মনে কোল্লেম, ঝড়-তুফানের পূর্ব্বেই দেলজানের সঙ্গে দেখা কোরে ফিরে আস্‌তে পারব। এখন ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার, আমি সেই অন্ধকারে চোলেছি, মস্ মস্ কোরে চলেছি। যেতে যেতে কানাতের দড়ি বেধে, ঠোকর খেয়ে, এক দিকে ঠিক্‌রে পোড়্‌লেম। এক জন তাঁবুর মধ্যে থেকে 'কে ও" বোলে সাড়া দিয়ে উঠ্‌ল, আমি উত্তর দিলেম না, চুপ কোরে রইলেম। আর পা বাড়াতে সাহস হোচ্চে না, কি জানি, যদি আবার ঠোকর খাই। এই সময় এক ঝলক তড়িৎ-আলো ঝক্‌মক ঝক্ ক কোরে উঠ্‌ল, তাতে আমার অনেকখানি উপকার হলো— একটি চলাপথ দেখে নিলেম। ঐ পথ ধোরে চল্‌তে চল্‌তে কানাৎ, তাঁবু, ঘোড়াশালা, হাতীশালা পার হয়ে ক্রমে ছাউনি ছাড়িয়ে পোড়্‌লেম।

এখন মেঘের ডাক তত কঠোর নয়, তত চড়াও নয়, কেবল ঘন ঘন গুড়্ গুড়্ হুড়্ হুড়্ শব্দ হোচ্চে, তাও তত জোরে নয়। বৃষ্টি পোড়্‌তে সুরু হয়েছে, খুব মোটা ধারে পড়্‌ছে, পূর্ব্বে হাওয়া গরম ছিল, জল পড়াতে অনেক ঠাণ্ডা হোল—বসুমতী স্নিগ্ধ হোলেন। আমার দেলজান এখন কোথায়? পাঠক! আমার দেলজান কোথায় বল্‌তে পার? তিনি কি রাস্তায় পড়ে ভিজ্‌চেন? দুর্য্যোগ দেখে কি তিনি ঘরের বার হয়েছেন? জগদীশ্বর! আমার প্রাণের প্রতিমা, আমার নয়নের পুতুলী দেলজানকে রক্ষা করো, তাঁকে একটা আশ্রয় দেখিয়ে দিও, তাঁর যেন কোন কষ্ট না হয়, তিনি যেন একটা দাঁড়াবার স্থান পান। আমাকে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণাকুণি যেতে হবে, হিরাবাগ সেই দিকে। বাতাসের ভারি জোর, দম্‌কার উপর দম্‌কা, তুফানের উপর তুফান হয়ে মাঠময় তোল্‌পাড় কোত্তে লাগ্‌ল। পৃথিবী যেন উল্‌টিয়ে ফেল্লে, সব যেন রসাতলে শুইয়ে দিলে। চতুর্দ্দিকে কেবল গাঁ। গাঁ, শাঁ। শাঁ, গোঁ গোঁ, ভোঁ। ভোঁ। এই ঘোর শব্দ নিরবিচ্ছিন্ন একটানা শোনা যেতে লাগল। আমি যে দুপা এগোব, সে ক্ষমতা নেই, পা বাড়ালেই বাতাসে ধাক্কা মেরে উল্‌টিয়ে ফেলে দেয়। একবার ঘাড় উঁচু কোরে ছাউনির দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। রাজকুমারের তাঁবুর সম্মুখে ঝণ্ডার মাথায় সেই লণ্ঠনটি জ্বল্‌চে দেখা গেল, বাতাসে দুলে দুলে পোড়্‌ছে, যেন দোল খাচ্চে। ঘোড়াগুলো চিহিহি কোচ্চে শুন্‌তে পেলেম। তারপর ফিরে চেয়ে দেখি, আর সে আলো দেখা যায় না, লণ্ঠনটা হয় ত ছিঁড়ে পোড় গেছে। অনেকগুলি লোক এককালে বিপদাপন্ন হোলে যেমন গোলমাল কোরে চেঁচিয়ে উঠে, সেইরূপ চীৎকারধ্বনি অল্প অল্প শোনা গেল। গেলেম রে, আয়, নে, ধর, সামলা, এইরূপ হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি কোচ্ছিল। অশ্বগুলি আতঙ্কে উন্মত্ত হয়ে, তত ঝড়ে কখন চিঁহিহি কোরে, কখন চীৎকার

কোরে, পায়ের খুঁটি যাতে যাতে, লাফাতে লাফাতে আমার সুমুখ দিয়ে ছুটে যেতে লাগ্‌ল। এরূপ ঘোররূপা তিমিরময়ী তমস্বিনী আমার জ্ঞানেও কখন দেখি নি। আমি এখন স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেম,ছাউনির তাঁবু, কাণাত, ঘর দ্বার উড়ে পোড়ে ছিঁড়ে সমভূম হয়েছে। অশ্বগুলি পায়ের দাপটে আস্তাবল ভেঙ্গে চারিদিকে ছুটে পালিয়েছে। আমার নিজের কিছুই ছিল না যে, লোকশানহবে, তবে ছাউনিতে বড় বিভ্রাট বটে, তাতে আমার কি ক্ষতি, আমি তা মনেও কোল্লেম না। যত পাল্লেম, বাতাস ঠেলে ঠেলে ছোটপায় চোলে তাড়াতাড়ি সেই মনোরথ স্থানে পৌঁছিলেম, সেখানে পৌঁছে একটা বাগানে গিয়ে গাছের তলায় আশ্রয় নিলেম। আশ্রয় পেলেম বটে, কিন্তু অনেক বিলম্বে, পোষাকের ত কথাই নেই, তখন শরীর পর্য্যন্ত ভিজে চব্‌চবে হয়েছে। সে রাত্রে যে দেলজানের সঙ্গে দেখা হবে, সেটা কাজের কথা নয়, সে আশা করাই বৃথা। তবে যদি আমার বেরোবার অনেক পূর্ব্বে তিনি বেরিয়ে থাকেন, সে স্বতন্ত্র কথা, তবে সাক্ষাৎ হোলেও হোতে পারে। ঐ বাগানের এক পাশে, তার শেষ সীমায় একটা পড়ো বাড়ী ছিল, সেইটি মনে পোড়ে, তাড়াতাড়ি সেইখানে চোল্লেম। যেতে যেতে বোধ হলো যেন, একটা চেহারা আমার সুমুখ দিয়ে দৌড়ে গেল, আমি ভাব্‌লেম, দেলজান, গেলেন। আমার এখন বল হলো, সাহস হলো। সেই বলে, সেই সাহসে আরো ছোট পায়ে চোল্‌তে লাগ্‌লেম। ঘন ঘন বিজলীর হিল্লোল হচ্ছিল, সেই আলোতে দেখ্‌লেম, সেই ভগ্ন বাড়ীটি এখনও দূরে আছে। একে ত এ স্থানে সর্ব্বদা গতিবিধি ছিল না, প্রায় অচেনা, তাতে আবার ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার, কে জানে বন, কে জানে জঙ্গল, যে দিকে সুবিধা পেলেম, সেই দিক্ দিয়ে চল্লেম। যেতে যেতে আমার পায়ে কি ঠেক্‌ল, নিকটেই কি ধড়্‌ধড়্ কোরে উঠ্‌ল, আমি অমনি শিউরে উঠ্‌লেম। ভাব্‌লেম, আর কি, এইবার আসন্নমৃত্যু, একটা সাপ পায়ের নীচে চাপা পোড়ে এঁকে বেঁকে ছট্‌ফট্ কোচ্ছিল, তার চেষ্টা যে পালায়। আমি একটু পশ্চাতে সোরে দাঁড়ালেম। সেই অবসরে সর্পটি শাঁ শাঁ কোরে, তীরের ন্যায় ছুটে, ঘাসবন দিয়ে ছোট ছোট ঝোপের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে, আমি তার শব্দ শুনতে পেলেম। এই সময় একবার তড়িৎছটা চকমক্ চকমক্ কোরে উঠ্‌ল, মনুষ্যের মত একটি মূর্ত্তি একটা গাছ ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখ্‌তে পেলেম। আমি তা খবরে আন্‌লেম না, মনে কোল্লেম, দেলজান অতি বুদ্ধিমতী, তিনি একাকিনী না এসে, কোন বিশ্বস্ত অনুচর তাঁর সঙ্গে এসেছে, হয় ত সেই লোকটি ঐ দাঁড়িয়ে আছে। সে যে আমায় দেখ্‌তে পেয়েছিল, তার সন্দেহ নেই। কেন না, পুনরায় আর একবার যখন বিদ্যুৎ-আলো প্রকাশ হলো,তখন দেখলেম সে সেখানে নাই, সোরে গেছে। পক্ষান্তরে, যেমন আমি সেই ভগ্ন বাড়ীতে প্রবেশ কোর্ব্ব, ঐ বাড়ীর পশ্চাদ্দিক্ থেকে একদল অস্ত্রধারী লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আমায় এসে ধোল্লে। দেখে আমি ত একেবারে স্পন্দহীন! কিছুই জানিনে, স্বপ্নেও মনে করি নাই যে, আমি এরূপ প্রতারণা ফাঁদে পড়ব, আমি যে তাদের হাত থেকে বাঁচি, তার মত আমার কোন সম্ভাও ছিল না। প্রথমতঃ আমার ভয় না হয়ে "এ কি অদ্ভুত ব্যাপার!" এই ভেবেই আমি প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। তারা আমায় পিচ্‌মোড়া কোরে বাঁধ্‌লে, বাঁধে বাঁধুক, আমি তাদের বাঁধ্‌তে দিলেম, হাঁ হুঁ কিছুই কোল্লেম না। আমি কি তখন আমাতে ছিলেম যে,হাঁ হুঁ কর্‌ব? খানিক পরে আমার চৈতন্য হলো,কিঞ্চিৎ সাহসও হলো,আমি দস্যুদের জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোরা কার্ হুকুমে বাঁধ্‌লি? আর কেনই বা বাঁধিস, তা বল্? তোরা আমায় কোথায় নে যাবি? কোথা আমায় যেতে হবে?"

"আমরা তোকে রাজার হুকুমে বেঁধেছি, আর যে স্থানে তোকে নিয়ে যাব, সেখান থেকে বিশ্বাসঘাতীরা কখন প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে না।" দস্যুরা এই উত্তর কোল্লে। ঐ কথা শুনে আমি মরিবক্তে চেঁচিয়ে বোল্লেম,"হা জগদীশ্বর!

অবশ্যই এদের ভ্রম হয়েছে, কারে বাঁধতে কারে—”

যারে এই দলের সরদারবোলে জ্ঞান হলো, সে অমনি বোলে উঠ্‌ল, “চুপ চুপ, ভুল তোরই হয়েছে, আমাদের হয় নি।”

আমি বোল্লেম “আচ্ছা, বল্ দেখি, এবার কি বরকন্দাজ খাঁই আমার সঙ্গে বাধ সাধ্‌লে? তাঁর হুকুমেই কি আমি ধৃত হোলেম?”

দলের এক ব্যক্তি বোল্লে “কার কোপে পোড়ে বন্দী হলে, সে কথায় এখন দরকার কি? তোকে মত্তে হবে, এখন মর্‌বি চল্, আর কথায় কাজ কি, এখন চুপ কোরে থাক্। এই ডুলির মধ্যে প্রবেশ কর্। দেখিস্, খবরদার, তুই যদি ঘুণাক্ষরে পালাবার চেষ্টা করিস্, তবে তখনিই প্রাণটি যাবে। আমি যা বলি, তা শোন্—নড়িস্ চড়িস নে, অমনি জড়সড় হয়ে পোড়ে থাক্, তা হোলে সুখে মত্তে পার্‌বি।”

এই নির্দ্দয় বাক্যগুলির পর হা হা, হো হো শব্দে একটি হাসির গর্‌রা উঠল। ডুলিখানি জমী থেকে উঠিয়ে যেমন আমায় লয়ে যাবে, সেই সময় দলের কতকগুলি লোক আমার যশ বর্ণনা, আকারগুণ কীর্ত্তন কোরে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাতে লাগ্‌ল, আমার নাম উচ্চারণ কোরে স্তবস্তুতিও কোত্তে লাগ্‌ল, আবার যেন আমার সম্পদের সময় ফিরে এলো। কিন্তু সরদার তাদের একটা তাড়া দিয়ে নিষেধ কোরে দিল। বাহকেরা আমাকে নিঃসাড়ে নিঃশব্দে নিয়ে চল্লো, খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে চল্লো। কেবল মাঝে মাঝে এক এক স্থানে ডুলি নামিয়ে, তারা হয় গায়ের ভিজে কাপড়গুলো একবার নিংড়িয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে নিলে, নয় একবার তামাক খেলে। অশ্বের পায়ের শব্দে জান্‌লেম, এদের মধ্যে অনেকেই সোয়ার, কিন্তু আমার এমন সাহস হলো না যে, একবার উঁকি মেরে দেখি, তারা কে, কি বৃত্তান্ত। কি জানি, আমার অভিপ্রায় বুঝ্‌তে না পেরে পাছে সেই নিষ্ঠুর ঘাতকদের মধ্যে কেউ মনে করে, আমি পালাবার পন্থা দেখ্‌ছি, আমার তখন সেই ভয় হলো।

আমি এখন প্রচুর সময় পেয়েছি। এই অবসরে আপনার অবস্থাটি, আর তার ফলাফল যা হবে, আর কি কোরেই বা এ বিপদ্ ঘটলো, মনে মনে তারি তোলাপাড়া কোত্তে লাগ্‌লেম। আমি এখন সঙ্কিযোগে পড়েছি, অদৃষ্টে কি লেখা আছে, বল্‌তে পারি নে। যমে ধরেছে, এ যাত্রা যে রক্ষা পাই, তার সম্ভাবনা নাই। এরা কি কোরে জান্‌তে পাল্লে, আমি আজ এই দুর্য্যোগে হিরাবাগে আসব? দেলজান কি চক্রান্ত কোরে আমার ধোরিয়ে দিলেন? তিনি কি তত দূর বিশ্বাসঘাতিনীর কাজ কোর্‌বেন? না, তিনি যে পত্রখানি আমায় লেখেন, তাঁর খুল্লতাত জোর কোরে তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে? না প্রণয়িনী অবলা বালা কোথায় কখন যান আসেন, কি করেন, কাকে কি লেখেন, বরকন্দাজ খাঁর লোকেরা তারই সন্ধান নিত? হয় ত তারা দেলজানের চাকরের সঙ্গে বড় কোরে কথা বার কোরে নিয়েছে, ঐ চাকরই হয় ত পেটের ছুঁচী হয়ে পত্রের কথা বোলে দিয়েছে। তাই হবে, চাকর হতেই এ কাজ হয়েছে। কি সে চিঠি লয়ে আসছিল, বরকন্দাজ খাঁর লোক টের পেয়ে তার হাত থেকে পত্রখানি ছিনিয়ে নিয়েছে। গোয়েন্দার ত অপ্রতুল নাই, গোয়েন্দায় গোয়েন্দায় দেলজানকে ছেয়ে ফেলেছে, তাঁকে আর দম নিতে দেয় না।

পাল্কী থামল, সদর গেটে দুম্ দুম্ কোরে ঘা পোড়্‌ছে, তার শব্দ শুন্‌তে পেলেম। দ্বারটি কেউ খুলে দিলে, আমরা ভিতরে প্রবেশ কোল্লেম। এখন সহরে এলেম, কি সহরের নিকট কোন পুরাতন বাটী, কি কোন পুরাতন ছাউনির মধ্যে এলেম, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। ডুলি থেকে নামাবার পূর্ব্বে একখানা কাপড় দিয়ে আমার চোক দুটি বাঁধলে, তার পর একটা সঙ্কীর্ণ পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে গিটে একটা ধাক্কা মেরে একটা এঁধো, জলা, সাঁতস্যাতে কামরার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। সেই ঘরে আমায় ফেলে রেখে তারা চোলে গেল। তখন মনে কোল্লেম, এ ঘরে আর কেউ নেই, আমি একলাই থাক্‌লেম। “এই মেরে ফেল্‌তে আস্‌ছে, এই মেরে ফেল্‌তে আস্‌ছে,”

এইরূপ প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর আশঙ্কা হোতে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে একটি লোক আলো হাতে কোরে উপস্থিত হলো। আলোটি ধক্ ধক্ কোরে জলছিল, তাতেই দেখো গেল, আমার ন্যায় হতভাগ্য আরও একটি লোক এই ঘরে বন্দী আছেন, একটু দূরে এক কোণে বোসে হাপুস্‌নয়নে, কাঁদ্‌ছিলেন। আমি তাঁর ত্রিসীমানারও গেলেম না, গিয়ে হবে কি? সান্ত্বনা কোত্তে পারব না। খানিক পরে জেলখানার দারগা কতকগুলি শুক্‌ন শুকন মোটা রুটী, চারুটি ভাত আর একপাত্র জল এনে উপস্থিত কোরে, কোন কথাবার্ত্তা না কয়ে, সেইগুলি আমার সামনে রেখে সে চোলে গেল। যে কোণে সেই দুর্ভাগ্য পুরুষটি বোসে আছেন, সেই দিকে গিয়ে বোল্লে, "বাবা! কাল প্রভাত হতে না হতে তোমায় প্রস্থান কোত্তে হবে, প্রস্তুত হয়ে থাক. আমাদের করুণানিধান স্বামীর ইচ্ছাই যে, তোমাকে ছেড়ে দেন।" বন্দী কোন উত্তর কোল্লেন না, কারামোচনের কথা শুনে তাঁর মনে আহ্লাদ হলো না—তাঁর সুখের দিন অবসান হয়েছে—তিনি কেবল ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে গভীরনাদে গোঁ গোঁ কোচ্চেন। তাঁর সেই কাতরাণি দেখে আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হোতে লাগ্‌ল। আমি ভারি কাতর হোলেম, চোকের কাপড় খুলে, আলোটি হাতে কোরে তাঁর কাছে গেলেম, মনে কল্লেম, যদি বোলে বুঝিয়ে সান্ত্বনা কোত্তে পারি, একবার চেষ্টা পেয়ে দেখি। নিকটে গিয়ে দেখি, আমার সহবন্দী যিনি, তিনি আমার পিতা সাদুল্লা!! আমি তাঁরে চিন্তে পেরেই অমনি চম্‌কে গেলেম, আতঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌ল, কণ্ঠ রোধ হল, মুখ দিয়ে আর কথা সরে না, নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে ভেবা-গঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। হায়! একি অধর্ম্মের ভোগ! একি দুর্দ্দশা! এ পাপচক্ষে কি দেখ্‌লেম! একি অদ্ভুত লাঞ্ছনা! ভয়ে আর বিস্ময়ে আত্মপুরুষ কেঁপে গেল। পিতার দুরবস্থা দেখে অন্তঃকরণ ফুলে ফুলে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগল বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল, দম্ ফেটে প্রাণ বেরোয় হল। উজীরের অদৃষ্টে এত দুর্গতি ছিল, স্বপ্নের অগোচর। কারাবাসের যে যন্ত্রণা, তার ত কথাই নেই, কিন্তু এ কি ভগবানের খেলা! উঃ! এ কি ঘোর দুর্গতি! এ কি ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা! বাবা অনাথা হয়ে, বাবা নিরুপায় হয়ে, আপনার ললাটের লেখা সপ্রমাণ কোচ্চেন!!—ইনিই সেই দুর্দ্দান্ত দুরভিলাষী সাদুল্লা খাঁ বাহাদুর! ইনি সেই তিনিই বটেন। এঁহারি আকাশ পাতাল খাঁই ছিল! এঁহারি ঘোর সন্নিপাতের তৃষ্ণা ছিল! ইনিই হিন্দুস্থানের রাজসিংহাসন কাঁকতালে সাত করবার চেষ্টায় ছিলেন! সম্প্রতি সেই সাদুল্লা খাঁ অনাথার ন্যায় আমার সম্মুখে দাঁড়ায়ে!—বাক্য রোধ!! দৃষ্টি রোধ!! এক্ষণে তাঁর পক্ষে মরণই মঙ্গল, এক্ষণে তাঁর পক্ষে মৃত্যুই প্রার্থনীয়! রে দুরদৃষ্ট! রে পাপিষ্ঠ! তোর একি অদ্ভুত লীলা! তোর এ কি চরিত্র! কাল যে ব্যক্তি অট্টালিকায় বসে সুগন্ধি রসের আঘ্রাণে আত্মাকে প্রফুল্লিত কোরেছে, আজ তুই তারে মেথোর কোরে টাটি সাফ করাচ্ছিস্। কাল যে তেজঃপুঞ্জ খরতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রভাবে নিজ আধিপত্যের বিঘ্ন নিবারণ কোরেছে, আজ তুই তারে নেত্রহীন কোরে অন্ধকূপে ফেলে রাখ্‌ছিস! কাল যে যুক্তিবলে, বাক্‌শক্তির প্রতাপে সর্ব্বত্রে জয়ী হয়ে সকল প্রয়োজন সফল কোরেছে, আজ কি না, তুই তারে হাবা আর বোবা কোরে তার মস্তকে পদাঘাত কোচ্ছিস্! রে দুর্দ্দৈব! তোর অসাধ্য, তোর অকর্ত্তব্য কিছু নাই!!

আমি পিতাকে দেখে বাবা বাবা বোলে ডাক্‌লেম, বাবা আমার গলার সাড়া পেয়ে, আমার দিকে চেয়ে দেখবার ভঙ্গী কোরে মুখ তুলে ভ্রূ সঙ্কোচ কোত্তে লাগ্‌লেন। দেখ্‌লেম, চক্ষুঃকোটরে চক্ষু নাই!! বাবা কথা কবার জন্যে ব্যগ্র হলেন, কিন্তু পাল্লেন না! মুখের ভিতর জিব নেই!! কেবল হাঁ কোরে খাবি খাবার মত ঘনঘন ঠোঁট মুখ নাড়্‌তে লাগ্‌লেন!! আমি বাবা বাবা বলে আবার ডাক্‌লেম, বাবা আমার হাতের উপর একখানি হাত রেখে দেবে ধল্লেন, আর একখানি হাত দিয়ে

দিকে দেখিয়ে দিলেন। দেখ্‌লেম, পশুবৎ নিষ্ঠুরের ন্যায় মুখের ভিতর থেকে জিবটে টেনে ছিড়ে ফেলেছে! সেই হাতখানি দিয়ে আবার চোক দেখিয়ে দিলেন। যে স্থানে তাঁর তীক্ষ্ণ চক্ষু দুটি চক্রের ন্যায় ঘুর্তো-ফিরতো, সে খানে সে চক্ষু নাই, খুড়ে বার কোরে লয়েছে!! কেবল দীনের মত শূন্য গহ্বর পড়ে রয়েছে!! বাবা গম্ভীররবে আর্ত্তনাদ কোরে গোঙ্গাতে লাগলেন। তাঁর তেজঃপুঞ্জ, তাঁর অভিমান-পূর্ণ অন্তঃকরণ ফুলে ফুলে, গুমরে গুমরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। শীকারের মুখ থেকে বঞ্চিত কোরে সিংহকে কয়েদ কোল্লে, সে যেমন করাল ক্রোধে ফুলে দ্বিগুণ হয়ে ঘন ঘন গর্জ্জন, ঘন ঘন আস্ফালন করে,বাবাও সেইরূপ ক্রোধে অধীর হয়ে গাঁ গাঁ,গোঁ গোঁ করে ঘন ঘন গর্জ্জাতে লাগলেন, ফুলে ফুলে কোঁস কোঁস কোরে নিশ্বাসের উপর নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন, বড় বড় ঘর্ম্মবিন্দু গাল বেয়ে স্রোতের ন্যায় পড়তে লাগ্‌ল !!

কি ভয়ঙ্কর লাঞ্ছনাই আমায় স্বচক্ষে দর্শন কোত্তে হল! আমি একেকালে কি অক্ষমই হয়ে পড়লেম! সর্ব্বপ্রকারেই অক্ষম! আমা হতে কোন প্রতিকার, কোন উপকার হল না! বাবা গাঁগাঁ কোরে গোঙ্গরাতে লাগলেন, আমি ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগলেম।

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বাবা! আপনার এ দুর্গতি কে কোল্লে? ইটি কি দারারই নির্দ্দয় ব্যবহার?" বাবা ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

আমি রেগে লাল হয়ে গেলেম। বড় বড় কোরে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লেম, "হে লোকপাল! আপনারা শুনে রাখুন, আমি প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, আমি যদি এই ভয়ঙ্কর কারাবাস থেকে মুক্ত হতে পারি, তবে দারার এই দুরন্ত নিষ্ঠুরতার প্রতিফল দেবই দেব। পিতৃবৈরির শাস্তি কর্‌বই কর্‌ব!!" পিতারও ইচ্ছা যে, কিছু বলেন, কিন্তু কথা কবার শক্তি নেই, সে পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তিনি যেন কিছু লিখবেন, ইশারায় এই অভিপ্রায়টি জানালেন। লেখবার সরঞ্জাম কিছুই ছিল না। করুণানিধান কৃপাময় দ্বারা তাঁরে জেলমুক্ত কোরে, গলা ধাক্কা দিতে দিতে লোকালয়ে ছেড়ে দেবেন, বাবা এখন বোবা আর অন্ধ হয়ে অনাথার ন্যায় পথে পথে ভেসে বেড়াবেন,—তারও সময় হয়ে এলো, আর বড় বিলম্ব নেই।

এর মধ্যে আমরা একটা কৌশল কোল্লেম। যে কথা বল্‌বার জন্যে বাবার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ কোচ্ছিল, যে কথা না প্রকাশ কোত্তে পেরে তাঁর অন্তঃকরণ বিষাদে বিদীর্ণ হোচ্ছিল, সে কথা লিখে জানাবার উপায় হল। যে ঘরে আমরা বন্দী হয়ে ছিলেম, তার্ মেজে কাঁচা। এই সময় লোহার গরাদের ছিদ্র দিয়ে প্রভাতের ঈষদুজ্জ্বল শ্বেতচ্ছবি অল্প অল্প দেখা যেতে লাগল! এই সুযোগে বাবা একটা চেঁচাড়ি লয়ে মেজের মাটিতে আঁচড়ে আঁচড়ে এই কটি কথা লিখলেন, "আমি তোমার পিতা না।" ঘরের মধ্যে তখন তেমন আলো যায় নি, অনেক কষ্টে কথা কটি পড়লেম।

"আপনি আমার পিতা না, তবে আমি কে? এতকাল এ প্রবঞ্চনা, এ চাতুরী কেন কোচ্চেন?" আমি বড় বড় কোরে এই উত্তর কোল্লেম।

যে পুরুষটি আমার অগ্রে দাঁড়িয়ে, যাঁর চক্ষু নেই, জিহ্বা নেই—তিনি আমার মুখে ঐ কথা শুনে মাথা নেড়ে কেবল গোঁ গোঁ কোত্তে লাগলেন, ভাবে বোধ হল, "না না, আমি তোমার পিতা না।" এই কটি কথা তিনি যেন পুনরায় আমায় বল্লেন। তার পর দরজা দেখিয়ে দিয়ে, আপনার গায়ের পরিচ্ছদ খুলে ফেলে আমায় ইশারা কোরে ডাকলেন, আমি তাঁর ইঙ্গীতের অভিপ্রায় বুঝতে পাল্লেম—"আমি তাঁর বেশ কোরে তাঁর স্থানে বসি, তিনি আমার পরিচ্ছদ পরে আমার স্থানে বসেন," এই তাঁর মনের কথা—এই ফিকির কোল্লে আমার উদ্ধারের পথ হবে।

আমি বল্লেম, "তবে আপনার দশা কি হবে?" ঐ কথা শুনে বুকের উপর দুটি হাত বেঁধে, ঘাড় উচু করে আকাশের দিকে মুখ কোল্লেন। তার পরে একটি অঙ্গুলী দিয়ে শূন্য অক্ষিকোটর, শূন্য বদনকোটর দেখিয়ে

দিলেন। তার তাৎপর্য্য এই, "আর তাঁর বেঁচে সুখ কি? জীবন ভারের স্বরূপ হয়েছে, এখন মৃত্যু হলেই বাঁচেন।"

যিনি আমার নিকটে বসে, তিনি আমার পিতা নন, নাই হোন, তাই বলে যে আমার ঘাড়ের বোঝা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে, আমার অদৃষ্টের ভোগাভোগ তাঁকে ভোগ কোত্তে দিয়ে আমি চুপে চুপে সরে পড়ব,—পা'লয়ে প্রস্থান কোর্‌ব, তা পার্‌ব না, সে কাজ আমা হতে হবে না, আমি তত নরাধম, তত কাপুরুষ নই। আমি বল্লেম, "না, তা হবে না, আপনার বোঝা পরের মাথায় রেখে জেলখানা থেকে বেঁচে এসেছি,—এ কথা যেন কারও মুখে শুনতে না হয়, যেমন আছি, এমনিই থাক্‌ব, এইখানেই মর্‌ব।"

ঐ কথা শুনে সেই দীনহীন অনাথা সাহুল্লা খাঁ গোঁ গোঁ কোরে আরো কাতরাতে লাগলেন, আমার পায়ের উপর পড়ে হাঁটু জড়িয়ে ধোল্লেন। শেষে গায় থেকে চাপকানটা খুলে আঙ্গুল দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর সেই অস্ফুট নীরব প্রার্থনা আমি কানেও স্থান দিলেম না, আমি তা শুনেও শুন্‌লেম না, তাঁর কথা-মত চোল্‌তে কোন মতেই রাজি হোলেম না। আমায় অবাধ্য দেখে অভাগা সাহুল্লা একে-বারে শোকে গা ঢেলে দিলেন, তাঁর যাতনা আরো বাড়্‌ল, মাথামুড় কুটে খুনোখুনি হোতে লাগ্‌লেন। শেষে আকার-ইঙ্গিতে বোল্লেন, "আমি যদি তাঁর কথার অবাধ্য হই, তিনি আত্মঘাতী হবেন।"

আমি বোল্লেম, "তবে আপনার প্রাণটিকে বিসর্জ্জন দিতে হবে, সেটা বিবেচনা করুন।"

তিনি মাথা নাড়্‌লেন, "না, তা হবে না," এই ভাবটি বোধ হলো। পুনরায় পায়ের নীচে পড়ে লুট্‌তে লাগ্‌লেন, ইঙ্গিত কোরে বোল্লেন, তাঁর একান্ত ইচ্ছা, আমি পালিয়ে প্রস্থান করি। অগত্যা তাঁর কথামত চোল্‌তে আমি সম্মত হোলেম। সাহুল্লা খাঁ এখন নিরস্ত হোলেন, তার মন সুস্থির হলো। পূর্ব্বদিক্ কেবল ফর্সা হয়ে আসছে। বর্ষাকালের প্রভাত, ঘোর ঘোর ছাড়ায় না। আকাশে কালমেঘ কোরে আছে, চারিদিকে কাকৃডিমে কাকৃডিমে রকম অতি অল্প অল্প মাত্র আলো দেখা যাচ্ছে, মনে কোল্লেম, এ দায় থেকে অনায়াসে পার পাব, এ অন্ধকারে আমাদের চাতুরী প্রকাশ হোতে পার্‌বে না, সে পক্ষে কোন শঙ্কা নেই।

বাস্তবিক আমি কে, কোথায়, কবে, কার ঔরসে, কার গর্ভে জন্মগ্রহণ করি, জন্মে অবধি কোথায় ছিলেম, কি কি কাজ কোরেছি, আমার এই সকল জন্মবৃত্তান্ত—আর যে ব্যক্তিকে আমি অবধারিত মৃত্যুমুখে ছেড়ে যাচ্ছি বোধ হলো, সেই বর্ণচোরা লোকটাই বা কে, তার পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত যে কেহ আমায় বল্‌তে পার্‌বে, আমি তার কেনাবেচার মধ্যে হয়ে থাকব, প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়ে এ উপকারের প্রত্যুপকার কোর্‌ব। আর ত সময় নাই যে, কাঠের লেখনী দিয়ে পুনরায় মেজেতে বর্ণপাত করা হবে, মুখে ত বলবারই ক্ষমতা ছিল না, তার ত কথাই নেই, তবে আমার এ আক্ষেপ, এ উদ্বেগ কি কোরে যাবে? আমি যাঁকে পিতা বোলে ডাক্‌তেম, সেই অনাথ দীন-দরিদ্র লোকটিকে ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হলো না। তিনি প্রত্যুত্তর কোর্‌বেন কি, শুনে কেবল গোঁ গোঁ কোরে গেঙ্গাতে লাগ্‌লেন, তাঁর সেই গেঙ্গানিই প্রত্যুত্তর হলো। সাহুল্লা আমার পিতা না, এখন তাঁর প্রতি স্নেহ নাই যে, তাঁর দুঃখে দুঃখিত হয়ে কাঁদব, কিন্তু তথাচ তাঁর সেই গেঙ্গানি, তাঁর সেই কাতরানি দেখে আমার চক্ষে জল এলো—টস টস কোরে অশ্রু-পাত হোতে লাগ্‌ল।

সাহুল্লার কথা কবার ক্ষমতা নাই যে, আমার প্রশ্নের সদুত্তর কোর্‌বেন। তিনি হাতছানি দিয়ে নিকটে ডাক্‌লেন, আমি তাঁর কাছে ঘেঁসে দাঁড়ালেম। একটি চুণির অঙ্গুরী তিনি আমায় প্রদান কোল্লেন। আমার হাতে সেইটি পোরিয়ে দিয়ে হাতখানি সজোরে চেপে ধোল্লেন, তাৎ-পর্য্য এই—কথা কবার ক্ষমতা থাক্‌লে, তিনি যেন এই কথা বোল্‌তেন "এই আংটীটি যত্ন কোরে রেখো। আমার জিহ্বা নেই বোলে যে কথা আমি তোমায় মুখে বল্লতে পাচ্ছিনে,

এই আংটিটি এক দিন সেই কথা তোমায় অবগত করাবে।"

আমি বোল্লেম, "এই অঙ্গুরী হতেই কি সেই নিগূঢ় কথাটি প্রকাশ পাবে?" তিনি ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। চেহারা দেখে বোধ হল, সাহুল্লা এখন অনেক সচ্ছন্দ হলেন।

আমি সাহুল্লার বেশ কোরে, তাঁর সেই কোণে গিয়ে কেবল বসেছি, এমন সময় জেলের দরজা খুলে গেল। একটি লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে আমার হাত ধোরে টেনে বল্লে, "আয়, বাহিরে আয়, এখন তোরে লোকালয়ে ছেড়ে দিতে কোন আশঙ্কা নেই—এখন চোক নেই যে, লোকের ভাল দেখে টাটাবে, জিবও নেই যে, কারও নামে ঠকামি কোর্‌বি, কি কারও পেটের কথা হাটে বাজারে বলে বলে বেড়াবি।"

আমি হুবহু কানা আর বোবা সাজ্‌লেম, এমনি ভাণ কোত্তে লাগ্‌লেম, যেন সত্য সত্যই আমার জিব নেই। চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, থপ্‌ থপ্‌ কোরে চল্‌ছি, এক একবার হেলে হেলে, টলে টলে পোড়্‌ছি, বেদনায় আর জ্বালায় যেন কোঁ কোঁ গোঁ গোঁ কোচ্ছি, এইরূপ কোঁকাতে কোঁকাতে, গোঙাতে গোঙাতে, আর এক একবার সাধ কোরে টক্কর খেতে খেতে চল্‌তে লাগ্‌লেম। যখন সেই এঁধো গলীতে এসে পড়্‌লেম, তখন নিশ্চিন্ত হলেম, এখন আর সে ভয় নেই, যে ধরা পোড়্‌ব, কি আমার ধূর্ত্তমি তারা বুঝ্‌তে পারবে। আমার পশ্চাতে ঝনাৎ কোরে কবাট পোড়্‌ল শোনা গেল, দুর্ভাগা সাহুল্লার অদৃষ্ট শিলমোহর পড়ে রুদ্ধ হল, তিনি আমার প্রতিনিধি হয়ে আমার ললাটের ভোগাভোগ ভোগ কোত্তে থাক্‌লেন। দরজাটি ধড়াস কোরে পড়্‌ল, শব্দটি খুব সজোরে হল। কিন্তু সে শব্দ যতই উচ্চ হোক, সাহুল্লার গোঙ্‌রানির শব্দ সে শব্দ ছাপিয়ে উঠ্‌ল। সাহুল্লা খাঁ সকল প্রকার ঘৃণিত রিপুর মূর্ত্তিমান্‌ প্রতিমূর্ত্তি, সন্তোষচিত্তের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় ছিল না, চিত্তপ্রসাদ কি পদার্থ, তা তিনি চিন্তেন না, লোভই তাঁর কাল হল, অতি আকাঙ্ক্ষার দোষেই তিনি বিপদ্‌গ্রস্ত হলেন।

আমার পথবাহক কতকগুলি ছোট ছোট ধাপ পার হয়ে, একটা লম্বা ঝুলি-পথ দিয়ে অতি সাবধানে আমায় লয়ে চল্লো, আমি যেন আন্দাজে আন্দাজে চলেছি, চক্ষে যেন কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, প্রতি ধাপেই, প্রতিপদেই থম্‌কে থম্‌কে দাঁড়াচ্ছি, চকে কাপড় বাঁধা ছিল, তাতে কোরে কানার মত চল্‌তে বড় কষ্টও হল না। একবার আমি ধরা পড়ি পড়ি হয়েছিলেম, ঈশ্বরেচ্ছায় সে ধাক্কা কেটে গেল—একবার বিস্মৃতিক্রমে পথবাহকের কোন কথার উত্তর দিয়ে ফেলিছি! কিসে আমারে ঠিক অন্ধের মত দেখাবে, তাতেই মন নিবিষ্ট থাকে, কাণা হওয়া যেমন আবশ্যক, বোবা হওয়াও যে তেমনিই আবশ্যক ছিল, সে কথাটা প্রায় ভুলেই গেছিলেম। তাতেই হোক, আর যাতেই যা হোক, বাস্তবিক এক বার একটা কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ভগবানের ইচ্ছায় সেই সময় এক দিক্‌কার একটা দরজা ঝন্‌ ঝন্‌ কোরে বেজে উঠ্‌ল,দরজাটা কেউ বন্ধ কোল্লে, তার ঝঞ্চনায় আমার গলার আওয়াজ ঢেকে গেল, তাতেই বেঁচে গেলেম, নচেৎ আমাকে ভারি বিপদেই পড়্‌তে হত। ভাব্‌লেম, কি কুকর্ম্মই কোরেছি! ভাগ্যিস্‌ পথবাহক শুনতে পায় নি, তাই রক্ষা। উঃ! মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল! সব শেষে গলীর এক টেরে একটা ছোট চোরা-দরজা খুলে পথদর্শক আমায় বল্লে, "যা, এখন চলে যা, যদি কথা কইতে না পারিস্‌, আকারে ইঙ্গীতে লোক্‌কে জানাস্‌ যে, পাপিষ্ঠদিগকে দারা এইরূপ লাঞ্ছনা করেন।"

এখন তাজা হাওয়া আমার মুখে লাগ্‌তে লাগ্‌ল। পাছে আমি ধরা পড়ি, পাছে পথবাহক আমার কারসাজি বুঝ্‌তে পারে, কি জানি, সে যদি দরজার কাছে দাঁড়িয়েই থাকে, কানারা কিরূপ কোরে চলে, সেই কৌতুক দেখ্‌তে তার যদি ইচ্ছাই হয়ে থাকে, তা হলে ত বড় পেঁচাপেঁচ, সেই ভয়েতে রাস্তায় এসেও কিছু দূর পর্য্যন্ত কানার মত থেমে থেমে, হেলে দুলে চল্‌তে লাগ্‌লেম।

একটু পরেই বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমি বন্দী হয়ে সহরের মধ্যেই ছিলেম, কিন্তু কোন্‌

বাড়ীতে ছিলেম, সেটা আর চেয়ে দেখ্‌লেম না। একটা মোড় ফিরে যেমন সদর-রাস্তায় পড়ব, সে বাড়ীটি অমনি অদৃশ্য হল, আর তার চিহ্নও দেখ্‌তে পেলেম না। যে কাপড় দিয়ে মাথা আর চোক বাঁধা ছিল, টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেম, সালখানা কাঁধের উপর ফেলে তীরের ন্যায় ছুট্‌লেম, একদমে আরঙ্গজেবের ছাউনিতে এসে উপস্থিত। আমার "ন ভূত ন ভবিষ্যত" এই অপূর্ব্ব উদ্ধারের নিমিত্ত জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেম।

দেখ্‌লেম, গত রাত্রের ঝড়ের দৌরাত্ম্যে ছাউনিটি লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, তাঁবুর খোঁটাগুলি ভেঙ্গে গেছে, ঘোড়াগুলো ভয়ে ভড়্‌কে গিয়ে কে কোন্ দিকে ছুটে পালিয়েছে, বাবুরচিখানার তৈজসপত্রগুলি মাঠময় ছড়াছড়ি হয়ে আছে, পুরুষেরা অর্দ্ধ-উলঙ্গ হয়ে ধুমুই কোচ্চে, স্ত্রীলোকেরা তাড়াতাড়ি কোরে সেই সকল নানাস্থানে-ছড়াছড়ি-জিনিসপত্রগুলি কুড়িয়ে এক স্থানে জমা কোচ্চে। এক একবার ঝনাৎ ঝনাৎ কোরে ঘটিবাটীগুলি ফেল্‌ছে, মাঝে মাঝে চোক-মুখ ঘুরিয়ে, মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে পরস্পর ঝগড়া কোচ্চে। আমার নিজের তাঁবুটি কাদায় পোড়ে লিট্‌পিট্‌ হোচ্ছিল, কেউ তা উঠবার চেষ্টাও করে নি, ভিজে চব্‌চবে হয়ে গেছে। ধূর্ত্ত সলিমান আমার একটা সিন্দুকের উপর বোসে পায়ের উপর পা রেখে ভড়র ভড়র কোরে তামাক খাচ্চে আর ধোঁয়া-বৃষ্টি কোচ্চে; মাঝে মাঝে পা নাচাচ্চে আর গুন্ গুন্ কোরে গান গাচ্চে,—"ঝাব্‌লার ঝুল লো কানে দোলালি ধনী।" আমায় দেখে চম্‌কে উঠে বোল্লে, "আল্লার কি কেরদানি আমি মনে কোরেছিলেম, কাল্‌কের ঝড়ে আপনাকে কোন্ দেশে উড়িয়ে নে ফেলেছে।"

আমি বোল্লেম, "আমি যদি উড়েই যেতেম ত যেতেম, তাই বোলে আমার তাঁবুটি কোন কাদায় পড়ে গড়াগড়ি যাবে? তাঁবুটি খাটান হয় নি কেন, তোর নিজের জন্যেও ত দরকার ছিল।"

সলিমান বোল্লে, "হুজুর! সে কথা সত্য, কিন্তু লোকের একটা এমনি আচম্‌কা ত্রাস হয়েছিল, কারও বুদ্ধির ঠিক ছিল না, তাঁবু বোলে কেউ মনেও করে নি।"

আমি বোল্লেম, "আচ্ছা, তখনি যেন মনে ছিল না, এখন ত সকলেই আপনার কানাৎগুলি খাড়া কোরেছে, কেবল আমারই তাঁবুটি পোড়ে আছে, আমি এখানে ছিলেম না, তাই বোলে বুঝি তোরা ত সকলেই ছিলি, সলিমান অপ্রতিভ হলো, আর কথা কাটাকাটি না কোরে লোক যোটাবার জন্যে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি কোত্তে লাগ্‌ল।

খবর ভালই হোক আর মন্দই হোক, বাতাসের আগে দৌড়ে। ছাউনিময় জনরব হয়েছে, দারা আরঙ্গজেবের কোন আমীর কারপরদাজকে ধোরে নিয়ে কয়েদ কোরেছে, কে সে ব্যক্তি, কেউ ঠিক কোত্তে পাল্লে না। আজ প্রাতে অন্য অন্য আমীরেরা যখন রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যান, সেই সঙ্গে নাকি আমিও ছিলেম, তাই আর কেউ স্থির কোরে উঠতে পাল্লে না যে, কার কপাল ভেঙ্গেছে, দারা কাকে কয়েদ কোরেছে। গত রাত্রের ঘটনাগুলি প্রকাশ করা পরামর্শের কাজ নয়, এইটি স্থির কোরে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, এবার অবধি খুব সাবধান খুব সতর্ক হয়ে চল্‌বো, আর যেন ওরূপ প্রতারণাফাঁদে না পড়তে হয়। এবার যেন মা-বাপের পুণ্যপ্রতাপে কোনরূপে বেঁচে গেলেম, আবার যদি কারও দমে পড়ি, তাতে যে নিষ্কৃতি পাব, সে কথা হিসেবের বার। আমার ত যা হোক এক রকম চুকে গেল, দুর্ভাগা সাহ্‌নার নিমিত্তেই মনে বড় কষ্ট হোতে লাগল; হয় ত সে এতক্ষণে মৃতের সামিল হয়েছে, আমার জন্যে যে বিষ প্রস্তুত হয়, সে বিষ হয় ত তাঁরই উদরে পড়েছে; আবার ভাব্‌লেম, তাদের যে ভ্রম হয়েছে, সেটি যদি জান্‌তে পেরে থাকে, তবে আর তাঁকে প্রাণে নষ্ট কর্‌বে না, যে নৃশংস হস্ত উচান হয়েছে, তার উপর না বেঁকে হয় ত তারা ক্ষান্ত হয়ে আপনাদের কোলের দিকেই টেনে নেবে, সেই অনাথ অন্ধকে না মেরে ফেলে তাড়িয়ে লোকালয়-বার কোরে দেব, পূর্ব্বে তাদের ঐ মননই ছিল, গোড়াতেই সেই পরামর্শই স্থির হয়।

সাহুল্লা খাঁ মনে কোরেছিলেন, হয় ত পরিণামে রাজ-সিংহাসন তাঁরই ভোগে হবে। বাগে বাগে তাকে তাকে ফিরতেন, টোপের উপর টোপ, চারের উপর চার ফেলে ফেলে বেড়াতেন। অদৃষ্ট নাই বলেই মাছটি বড়সিতে গাঁথতে পারেন নি, নচেৎ তাঁর যত্নের ত্রুটি ছিল না, সাহুল্লা জানতেন না যে, মনুষ্যের কল-কৌশল, মনুষ্যের বল-বুদ্ধি মনুষ্যের যত্ন কোন কাজেরই নয়, ঈশ্বরের মনে যিটি থাকে, তাই হয়। অবশেষে কোথায় "রাম রাজা, কোথায় রাম বনে।" সাহুল্লার আশা-চাঁদ নৈরাশ্য-মেঘে ঢেকে ফেল্লে, খাঁ বাহাদুর আপনার পাপে জড়িয়ে পোড়্‌লেন।

সাহুল্লা আর যে অধিককাল বাঁচেন, এমন বোধ হয় না। তাঁর পরমায়ু যে শেষ হয়ে এসেছে, কেবল যে এক খেই সূতার উপর ঝুলছে, সেটা অসম্ভব নয়, হলেও হতে পারে। দারা তাঁকে লাঞ্ছনা কোত্তে, কষ্ট দিতে ত্রুটি করেন নি, মনঃক্ষোভ, মনঃপীড়া মনুষ্যের যত পেতে হয়, সাহুল্লা তা পেয়েছেন, পাচ্চেনও। বিশেষতঃ পূর্ব্বকৃত ঘোর দুষ্কর্ম্মগুলি স্মরণ হয়ে তাঁর জীবাত্মা কম্পিত হোচ্চে, সেই পাপত্রাস তাঁর হৃদয়ে শেল প্রহার কোচ্চে, শকুনীর ন্যায় মজ্জা পর্য্যন্ত খুঁড়ে খুঁড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্চে। এতগুলি ঘোর উপসর্গ একত্র যুটেছে, তারা যে পাকচক্র কোরে, তাড়াতে তাড়াতে তাঁরে কবরে নিয়ে ফেল্‌বে, সেটা বিচিত্র নয়।

আমি বড় উদ্বিগ্ন হলেম।—দারা কেন আমার মরণ প্রার্থনা করে? আমি তার কি কোরেছি যে, সে আমার মৃত্যু বাঞ্ছা করে? বড় গুরুবল ছিল, তাই একবার তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেম। পুনরায় পাকচক্র কোরে সে আমারে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা করে, তাতেই যে তার মনোভাব স্পষ্ট জানা যাচ্চে। আগরা পরিত্যাগ কর্‌বার পূর্ব্বেই শুনতে পেলেম, সাহুল্লা খাঁর প্রতি ভয়ানক নির্দ্দয় ব্যবহার হয়েছে বলে সাজাহান মহা কুপিত হয়েছেন, পুত্রের ঐ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরাচরণের কথা শুনে মোগল-রাজের প্রাণ কেঁপে গেছে, মনে মনে মহা আতঙ্ক হয়েছে, ঘৃণা আর রাগে দারার প্রতি তাঁর ভারি হতশ্রদ্ধা জন্মেছে। সম্রাট্ ক্ষমা কোর্‌বেন না, দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দেবেন বলেছেন। সাহুল্লা খাঁ এক জন সম্ভ্রান্ত লোক, রাজকার্য্যে, রাজধর্ম্মে অতিশয় কুশল। তাঁর প্রতি বাদশাহের আন্তরিক শ্রদ্ধা থাক বা নাই থাক, কিন্তু মুখে কখন তাঁর অনাদর কোত্তেন না, বরং ভালবাসাই জানাতেন। উজীরের প্রকৃত অপরাধ কি দারা কেন তাঁরে এরূপ ঘোর শাস্তি দিলেন? রাজকুমার কিসে তাঁরে ঐ নিদারুণ নিষ্ঠুর শাস্তির যোগ্য বিবেচনা কোল্লেন? কোন্ অপরাধে অপরাধী তিনি? কেউই একথার সদুত্তর কোত্তে পাল্লেন না, কেহই তা নিশ্চয় কোরে বল্‌তে পারেন না, কিন্তু আমি এই বিবেচনা কোল্লেম, দারার চোপদার যে দিন আমার বাড়ীতে আমারে ডাক্‌তে যায়, "দারা অবশ্যই নিপাত হবে", সাহুল্লার মুখনিঃসৃত এই কথাগুলি সে শুন্‌তে পেয়েছিল, সেই জন্যেই হোক, কি দারার মনে মনে ভয় ছিল, উজীরের যেরূপ একাধিপত্য, তাঁর যেরূপ একচ্ছত্রা ক্ষমতা, সাজাহানের মৃত্যুর পর তিনি যারে সিংহাসনে বসাবেন, সেই বসতে পাবে। সাহুল্লা আর যাঁকে রাজা করুন আর না করুন, দারাকে ত কখনই রাজতক্তে বসতে দিতেন না। তাই হোক, কি উজীর জোর কোরে, বাহুবলে স্বয়ং বাদশাহ হবেন, আমি তাঁর পালিত-পুত্র, আমায় সিংহাসন দিয়ে দেবেন, এইই হোক, যাতে যা হোক, দারার মনে বড় ভয় হয়েছিল যে, উজীর স্বপদে থাক্‌তে তাঁর অগ্রহ নাই। শেষে যে কথাটি বোল্লেম, সেইটিই কাজের কথা। আমি ত বেশ জান্‌তেম, উজীরের নিতান্ত বাসনা ছিল, রাজ-সিংহাসন তাঁরই হয়, তিনিই একেশ্বর হয়ে একাধিপত্য করেন। বাদশাহ হবার নিমিত্তে তিনি লালায়িত ছিলেন, সেই জন্যে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গে ভাব-প্রণয়ও রাখ্‌তেন। কিন্তু শেষকালে আপনিই রসাতলে তলিয়ে গেলেন, আর তাঁরে উঠ্‌তে হল না, আর যে মাথা উঁচু কোর্‌বেন, সে পথ ঘুচে গেল।

একণে আমি একজন প্রকৃত উদাসীন পথিক, কেবল অদৃষ্ট পরীক্ষা কোরে এ দেশ সে দেশ টো টো কোরে বেড়াব, দেশ পর্য্যটন করাই আমার ব্যবসা হলো। আমি কে, তা

জানিনে!—আপনার কাছে আপনি অপরিচিত!! আমার কেউই নেই, মাতা নেই, পিতা নেই, ভাই নেই, ভগ্নী নেই, আমার কেউই নেই! আমি অনাথ! আমি নির্ব্বান্ধব! একটা নাম পর্য্যন্ত আমার নাই। উদরান্নের যে সংস্থান আছে, তার প্রতি বিশ্বাস নাই,—চাকুরী তালপাতার ছায়া, আজ আছে, কাল নেই, তার ভরসা কি? রাজকৃপারূপ রবির চিরোদয়ের আশা করা যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তা আমি নিজে ভুক্তভোগী হয়ে জানি, ঠিক পথে থেকে, সরল সদ্ব্যবহার কোরেও সে উদয় চিরদিন এক সমান থাকে না, একভাবে যায় না, আমি আপনা দিয়েই তা পরখ কোরেছি। এত অল্পক্ষণের মধ্যেই যে তত অদ্ভুত অদ্ভুত গুপ্ত কথাগুলি বেরিয়ে পড়্‌লো, তাই পোড়ে পোড়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, সেই চিন্তাতেই আজ আমার সমস্ত দিন কেটে গেল। "সাদুল্লা আমার পিতা না," টৌলে টৌলে বেড়াচ্ছি, আর বল্‌চি, "সাদুল্লা আমার পিতা না", যেখানে যেখানে পা ফেল্‌ছি, আমি যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি, পায়ের নীচে মৃত্তিকার উপর লেখা রয়েছে—সাদুল্লা আমার পিতা না, —আমার তখন এইরূপ জ্ঞান হোতে লাগ্‌ল। তবে আমি কে? তবে আমি কে? দিনের মধ্যে অতি কম একশত বার কেবল ঐ কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, কেউ কোথাও নেই' আপনি আপনিই বলি, আর আপনি আপনিই শুনি। তবে আমি কে? একবার মুখে ঐ কথা বলি, একবার আংটীটির দিকে চেয়ে দেখি, এইরূপে যতবার ঐ কথা মুখে বল্লেম, ততবার আংটীটিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম। মনে কোল্লেম, দাতা রসনাভাবে যে কথা আমায় বল্‌তে পারেন না, এই আংটী তাঁর রসনা হয়ে সেই কথাটি আমায় বোলে দেবে। আংটীটির পাথরখানি বহুমূল্যের বটে, কিন্তু বসাবার দোষে সুশ্রী দেখাচ্ছিল না। তার এমন গুণ কিছুই ছিল না, কি তাতে এমন কোন বস্তু নাই যে, দেখে লোকের ভক্তি হয়, কি হাতে কোরে দুদণ্ড চেয়ে চেয়ে দেখে। আমি যারে তারে আংটীটি দেখাতেম, কিন্তু কেউই তা আদর কোরে দেখ্‌ত না। ভাবলেম, তবে যেমন আছে, তেমনিই থাক্। যে বিষয় জান্‌বার নিমিত্তে মন ব্যাকুল হয়েছে, দেখি, যদি কালেক্তে দৈবাৎ কোন দিন তার দ্বারা সেই কথার সন্ধান পাওয়া যায়। এইগুলি ভেবে চিন্তে আমি তাঁবুর মধ্যে গিয়ে বিশ্রাম কোত্তে লাগ্‌লেম। সলিমান আমার ঐ স্বগত চিন্তার অবকাশে তাঁবুটি খাটিয়ে ঠিকঠাক কোরে রেখেছিল।

প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত।

উজীর-পুত্র

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

নবম পরিচ্ছেদ।

আমার ভরাভাতে দাগা দিতে চায়।

পরদিন শুনলেম, দারা বে-আড়া রেগেছেন, রাগে কালমূর্ত্তি হয়ে রাজপুরী তোলপাড় কোচ্চেন। কারণ কি, কেউ ভালরূপ অনুভব কোত্তে পাচ্চে না। আমি কিন্তু সাফ বুঝতে পাল্লেম যে, কেন তিনি তত রেগেছেন।

কাল রাত্রে ঝড়ের সময় আমি কোথায় ছিলেম,. কি কোচ্ছিলেম, আরঙ্গজেব আমায় খুঁটে খুঁটে, একটি একটি কোরে ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন। আমার ত ভারি বিস্ময় জ্ঞান হল যে, এ সকল সন্ধান রাজকুমার কেন জিজ্ঞাসা করেন। যাই হোক, যিনি এক্ষণে আমার একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র আশাভরসার স্থল, তাঁর কাছে ঘোরফেরের কথা বল্‌তে সাহস হলো না, কি আসল কথা চেপে রেখে একটা মনগড়া মিথ্যা বলে যে বুঝিয়ে দেব, সে ভরসাও হল না। যেরূপে যা হয়েছিল, যা যা ঘটেছিল, আমি তাঁরে সকল কথাই ভেঙ্গে বল্লেম, মনে কোন কোর্‌কার রাখ্‌লেম না। সাহুলার দুর্দ্দশার কথা শোন্‌বার সময় আরঙ্গজেবের মনে যেন কষ্ট হতে লাগ্‌ল, এইরূপ অনুমান হল। আমি বিলাপ কোত্তে লাগ্‌লেম, আমার সঙ্গে রাজকুমারও আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেন। সাহুলার সঙ্গে যে নিঃসম্পর্ক হয়েছি, সে কথা রাজ-পুত্রের নিকট আমি প্রকাশ কোল্লেম না, অনেক ভেবে চিন্তে দেখ্‌লেম, প্রকাশ করাতে কোন লাভ নেই।

আরঙ্গজেব ক্ষণেককাল অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবলেন, তার পর আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার সহোদর কেউ আছে ?"

"আমার জানত ত কেউই নেই, পিতার মুখেও কখন শুনি নি যে, আমার সহোদর আছে, তিনি আমায় সে কথা কখন বলেন্ নি। আমি জানি, আমার আর কেহই নেই, কেবল এক পিতাই আছেন, তিনি ভিন্ন আমারে আপনার বলে স্নেহ করে, এমন লোক নাই।" আমি এই উত্তর করিলাম।

রাজকুমার বল্লেন, "সে রাত্রে তোমার পিতা কি তোমায় বলেছেন, তোমার সহোদর কেউ নেই ? ওঃ! হাঁ ত বটে! আমার ভুল হয়েছে, তুমি না বোল্লে, তাঁর জিব ছিঁড়ে নিয়েছে, সাহুলা কথা কইতে পাল্লেন না ?—সেটা মঙ্গল— না, না, তা নয়, তোমার পক্ষে অমঙ্গল বল্‌তে হবে। আহা! কি দুর্ভাগ্য! গরিব বেচারাকে দারা হক্‌নাহক্ বেপরোনাস্তি পীড়ন করেছেন। তুমি না বোল্‌ছ, তোমারেও নষ্ট কর্‌বার তাঁর অভিপ্রায় ছিল ?

"জেলের পাহারাওয়ালারা আমায় ত ঐ কথা বল্লে।" আমি এই উত্তর করিলাম।

"হাঁ, হাঁ! বটে! আমি তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তোমার স্থানে তোমার পিতাকে রেখে তুমি সরে পোড়েছ, মারা যান তিনি যাবেন, তুমি না মরে তিনি মরবেন। কেমন? এই না কথা ?"

আমি কি উত্তর কোরব, তাই ভাবছি, দেখলেম, আরঙ্গজেব তাঁর ঘোরোজ্জ্বল

চক্ষু দুটি স্থির কোরে আমার দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে আছেন। আমি বল্লেম, "আমি নিষ্কৃতি পাই, সেইটিই পিতার মানস, সেইটিই তাঁর বাসনা ছিল। তাঁর শত্রুদের অভিপ্রায় নয় যে, তাঁরে প্রাণে নষ্ট করে, বোবা আর কাণা কোরে লোকালয়ে বিদায় কোরে দেয়, এই তাদের মনন। বিশেষতঃ তারা যখন আমার কিছু কোত্তে পাল্লে না, তখন যে পিতাকে প্রাণে নষ্ট কোরবে, আমার তা বিবেচনা হয় না।"

আরঙ্গজেব বল্লেন, "তা যাই হোক, কিন্তু আমার মনে এই হোচ্চে, তোমার পিতার জন্য তুমি দুঃখিত নও, তাঁর উদ্ধারের নিমিত্ত তোমার মনোযোগ নেই। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারুক, এই তোমার মনের কথা, কেমন, এই ত?"

আমি বোল্লেম, "পিতা যদি বেঁচে ফিরে আসেন, আমি তাতে দুঃখিত হব না, বরং আহ্লাদিত হব, কিন্তু তাঁর আর বেঁচে থাকায় কোন সুখ নেই, জীবন এখন তাঁর পক্ষে অসহ্য ভয়ের স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

আরঙ্গজেব আর দ্বিরুক্তি কোল্লেন না, চুপ কোরে থাকলেন। কিন্তু তাঁর শ্রীমুখে ঈষৎ আড় হাসির ছটা দেখতে পেলেম। সে হাসিটুকুর অগাধ অর্থ। তাই দেখে আমার স্পষ্ট বোধ হল, সাহুল্লা যে আমার পিতা না,সে কথা আরঙ্গজেব ভালরূপ অবগত আছেন, আমিও যে তা স্পষ্ট জানতে পেরেছি, রাজপুত্রের মনে সে সন্দেহও হয়েছে। রাজকুমার বল্লেন, "আচ্ছা, তুমি এখন বিদায় হলে হতে পার, তোমার উপর আমাদের চোক থাকবে। আরঙ্গজেবের দুই গুণ আছে, অবিচলিত মিত্রও হতে পারেন, আবার অবাধ্য শত্রুও হতে পারেন।"

আমি বলিলাম, "হুজুরের বিষদৃষ্টে পোড়ব, কি অকৃপার পাত্র হব, এমন কর্ম্ম কখনই করিব না, কিছুতেই আমার সে প্রবৃত্তি হবে না, আমি তেমন অভাজন নই।"

"সাদক! ঐ কথাই ভাল, কথাগুলি যেন স্মরণ থাকে। তবে এখন তুমি বিদায় হও!"

রাজকুমারকে প্রণাম কোরে আমি আপনার ডেরায় এলেম। তার পরেই হুকুম এলো,আমাদের ডেকানে কুঁচ কোত্তে হবে, আমরা তার উদ্যোগ কোত্তে লাগলেম। দক্ষিণ দেশের শাসনভার আরঙ্গজেবের উপর সমর্পণ করা হয়, সে কথা পুর্ব্বে বলা হয়েছে।

আগরা ত্যাগ কোত্তে হল বলে আমি দুঃখিত হলেম না। দেলজানের সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হল না, তাতেই প্রাণে বড় ব্যথা পেলেম,আমার বুকে যেন শেল বিদ্ধে লাগল। আমার এখন এই দুর্ভাবনা হল,তাঁর খুড়া না জানি,তাঁরে কত যন্ত্রণাই দিচ্চেন,কত লাঞ্ছনাই কোচ্চেন। প্রাণেশ্বরী আমায় যে পত্র লেখেন, সে পত্র তাঁর খুড়ই ত পথে আটক কোরে, খুলে পড়ে দেখে, তাতে কি লেখা ছিল, সে কথা আমি পরম্পর শুনতে পেয়েছি। সেই জন্যে আমি মনে মনে স্থির কোল্লেম, একখানি পত্র লিখে সলিমানের জিম্মে কোরে দিয়ে তারে আগরায় রেখে যাই, সলিমান যেরূপ চতুর, সে অনায়াসে পত্রখানি দেলজানকে পৌঁছে দেবে, কেউ জানতেও পারবে না। পত্রের প্রত্যুত্তর লয়ে সে শেষে ছাউনির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসবে। তবে আর দেরি করা নয়, আগে পত্রখানি লিখি, আর আর কাজ কথা পরে হবে, ভেবে পত্রখানি লিখে সমাপ্ত কোল্লেম।

পাঠক! আপনার স্মরণ থাকতে পারে,যাঁরে আমি পুর্ব্বে পিতা বোলে জানতেম, সেই সাহুল্লা এক দিবস নজফালী খাঁর নাম উল্লেখ করেন। নজফালী আরঙ্গজেবের সচিব, তাঁর কন্যা নূরমহলের সঙ্গে আমার বিবাহ হবার নিমিত্ত সাহুল্লা ভারি ব্যগ্র হন। নজফালী এখানে ছিলেন না বোলেই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করা হয় নি। আজ তিনি এসেছেন শুনে আমি আর দেরি কোল্লেম না, অমনি তাড়াতাড়ি তাঁর ডেরায় চোলে গেলেম। দেখলেম, তাঁবুটি শোভা সৌন্দর্য্যে রাজপুত্রের তাঁবুর চেয়ে ম্লান নয়, প্রায় তুল্যাস্তুল্য। নজফালী বয়সে পঞ্চাশ গত কোরেছেন, দীর্ঘাকার, প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, মরদানা চেহারা, সরফাপ্পি মেজাজ, কাকেও দৃক্‌পাত নেই, তাঁর উপরওয়ালার লোককেও তুচ্ছতাচ্ছল্য করেন। ভারি দাবারব, রাস বড়

ভারি। রাজপুত্রকেও তাঁর কথার উপর কথা কইতে দেন না। তাঁর ঐ সরদারি মেজাজের জন্য দেক্‌সেক্ হোয়ে আরঙ্গজেব কখন কখন রেগে জলে পুড়ে উঠেন। বল-বীর্য্য, সাহসে, কি পরিণাম দৃষ্টিতে নজকালী একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি, তাতেই রাজকুমার সচিবের আস্পর্দ্ধা সয়ে আছেন, আপনার কাজ উদ্ধার করবার জন্যে তাঁকে হাতে রেখেছেন। নজকালীতে আর প্রয়োজন নাই, সে দিন যখন রাজকুমারের হবে, তখন তাঁরে হয় বিদায় দিয়ে দূর কোরে দেবেন, নয় তাঁর মাথাটা কেটে-ছটুক্‌রো কোরবেন।

এই ব্যক্তি, আর সাহুল্লা, এরা নিঃসন্দেহ কোন মৎলবে ফিস্তো, এরা অবশ্যই আপনাদের মধ্যে কোন একটা অন্তরা বন্দোবস্ত করেছিল। উভয়েরই এক চেষ্টা, এক উদ্দেশ্য, হিন্দুস্থানের রাজসিংহাসনের প্রতিই তাদের লক্ষ্য ছিল, আমার ত এই অনুমান হয়। সাহুল্লার চেষ্টা যে, নজকালীকে বঞ্চিত কোরে সমুদায় সাম্রাজ্য তিনি আপনি ভোগ করেন, আবার নজকালীর চেষ্টা যে, সাহুল্লাকে নৈরাশ কোরে রাজসিংহাসন তিনি একলা গ্রাস করেন। সিয়ানায় সিয়ানায় কোলাকুলির ন্যায় মুখে প্রীতি-প্রণয় রেখে এ তারে ফাকি, সে তারে ভোগা দেবার নিমিত্ত পরস্পর দাঁও-পেঁচ খেলে বেড়াতেন, কেহ কারে মনের কথা ভাঙতেন না। কিন্তু সে যাই হোক, এক্ষণে নজফালী আমার কিরূপ খাতির-যত্ন কোর্‌বেন, আমি তা ঠাওরে উঠ্‌তে পাল্লেম না। যখন দরবার কেবল সুরু হয়েছে, সেই সময় কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উপস্থিত হোলেম, কায়দা-মত আদাব তস্‌লিম কোরে আদব বাজালেম। নকীব আমার নাম ডেকে বল্লে। নজকালী দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কোরে কট্‌মট্ কোরে একবার চেয়ে দেখ্‌লেন, আমি যেন তাঁর সুখের কণ্টক হোলেম, সচিব যেন সুখশয্যায় অবস্থান কোরেও অসুখী হোলেন। হাঁ হুঁ কিছুই কোল্লেন না, কেবল একবার চেয়ে দেখে, আবার পূর্ব্বের মত মেজাজ ভারি কোরে দেমাগের উপর চুপ কোরে রইলেন, কিন্তু তখনই একটি পারিষদের কানে কানে কি ফিস্‌ফিস্ কোল্লেন, আমায় নির্জ্জনে ডেকে কথা-বার্ত্তা কইবেন, সেই কথাই বোল্লেন, আমার যেন তখন এই জ্ঞান হল। আমার অনুমান কিন্তু নিষ্ফল হ নি, কেন না, সে ব্যক্তি তখনই এসে আমায় বল্লে, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, দরবার ভেঙ্গে গেলে নজকালী আপনাকে নির্জ্জনে ডে আলাপ কোর্‌বেন।" দরবার শেষ হল গ্রা ক্রমে খালি হয়ে পড়ল, আমাকে ,কয়ে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে আর জনপ্রাণীও ছিল না, কেবল একলা নজফালী বসে আল্‌বোলা টান্‌ছিলেন।

দাম্ভিক সচিব আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বালক! তোমার পিতা কোথায়?" আমি বোল্লেম, "হুজুর! সে দুঃখের কথা কি বল্‌ব, তাঁর দফা শেষ হয়েছে, তিনি জন্মের মত গেছেন।"

"কি! তাঁর কাল হয়েছে?" সচিব হঠাৎ এই কথা বোলে উঠ্‌লেন।

আমি বোল্লেম, "সে কথা আমি বল্‌তে পারি নে, তাঁর চক্ষু বার কোরে লয়েছে, তাঁর জিব গোড়াসুদ্ধ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।"

"কি সর্ব্বনাশ! তবে!"—এই বলে কি বিজির বিজির কোল্লেন, আমি তার কতক শুনতে পেলেম, কতক পেলেম না। দেখ্‌লেম, সচিব সন্তুষ্ট হয়ে অল্প একটু হাস্‌লেন, সে হাসিটুকু কিন্তু মুহূর্ত্তকাল বই স্থায়ী ছিল না। তার পরেই তিনি যে, সেই হোলেন—সেই পূর্ব্বের মত অহঙ্কারপূর্ণ নীরস-নিষ্ঠুর মূর্ত্তি ধারণ কোল্লেন।

সচিব বল্লেন, "যুবা! এখন তুমি কি কচ্চো?"

"সৌভাগ্যক্রমে আরঙ্গজেবের পরিচারক হয়েছি।" আমি এই উত্তর কোল্লেম।

নজফালী বোল্লেন, "বটে! রাজপুত্রের বড় ব্যস্ত স্বভাব, ভাল-মন্দ বিচার না কোরে যারে তারে চাকর রাখেন,—কার সুপারিসে হল?"

"আজ্ঞা, সুপারিস আমার কেউ কোরেন নি, আমি আপনিই এসে রাজকুমারের পা জড়িয়ে ধোল্লেম, তাতেই—"

"থাক্ থাক্, আর বোল্‌তে হবে না। তুমি কি শপথ কোরে প্রতিজ্ঞা কোরেছ, রাজপুত্রের

একান্ত অনুগত হোয়ে থাকবে, অবিশ্বাসের কাজ কোর্‌বে না?" দুর্মুখ নিষ্ঠুর সচিব এই প্রস্তাব কোল্লেন।

আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা, তা কোরেছি।"

"হঁ! বটে! তোমার পিতাও ঐরূপ প্রতিজ্ঞা কোত্তেন, আবার তখনই কিন্তু সে সমস্ত উল্‌টে যেতো। তোমারও বুঝি সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করা।"

"আল্লার দোহাই, আমার সেরূপ নয়।"

"ভাল, সে কথা পরে দেখা যাবে। আচ্ছা, বল দেখি, কোন কথার প্রসঙ্গে তোমার পিতা আমার নাম কোত্তেন, কি কথন কোরেছেন?" সচিব এই কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন।

"আজ্ঞা হাঁ, কোরেছেন বৈকি, আমাকে বলে দিয়েছেন, আমি যেন আপনার কখন অগৌরব না করি, আপনার একটি কন্যা আছে, সে কথাও বলেছেন।"

"তোমার সঙ্গে তার বিবাহ হবে—এই কথা বোলেছেন বুঝি?"—আমি আর ও কথার কোন উত্তর দিলেম না।

সচিব বল্লেন, "আমারও সে মনন ছিল বটে, কিন্তু সাদক! সে সব দিন উল্‌টে গেছে। তুমি আর নূরমহলের বিষয় মনে করো না, তার আশা পরিত্যাগ করো।"

আমি বল্লেম, "আজ্ঞা, এ বিবাহ আমার পক্ষে সৌভাগ্য, তাতে আমার সম্মান বাড়্‌বে। তত উচ্চ গৌরবের সম্পর্ক মনে উদয়ও হলে আমার মাথা যেন আকাশে গিয়ে ঠেকে।" কথাগুলি বল্‌বার সময় জিব জড়িয়ে জড়িয়ে আস্‌ছিল, আমাকে তোতলার মতন তো তো কোত্তে হয়েছিল।

ঐ স্তুতিবাক্যগুলি শুনে নজফালী সন্তুষ্ট হলেন। সাদুল্লা খাঁর সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমি সাদুল্লাকে বরাবর পিতা বলে সম্বোধন কোরে আসচি, তাঁকে পিতা বল্‌বার সময় আমার মনের মধ্যে কিরূপ ভাবের উদয় হয়, সচিব সেইটি অবগত হবার চেষ্টা কোচ্ছিলেন। আর এই একটি তামাসা দেখ্‌লেম, সাদুল্লাকে পিতা বলে উক্তি কর্‌বার সময় কোন একটি গুরুতর কথা নজফালীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে পড়ে হচ্ছিল, তিনি তা জোর কোরে চেপে চেপে রাখছিলেন, একবার বলে নয়, কতবার সে কথাটি তাঁকে চেপে রাখ্‌তে হয়েছিল। আমি কিন্তু তাঁর মনের ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেম, আরঙজেবের ন্যায় সচিবও অবগত ছিলেন যে, "সাদুল্লা আমার পিতা না," তিনি সেই কথাটি বলেন বলেন কোরে বোল্লেন না, আমার ত এই অনুমান হল, তবে তাঁর মনে যদি আর কিছু থাকে ত আছে। সাদুল্লা আমার পিতা না—একথা আমি অবগত আছি কি না, তাই জানিবার জন্যে নজফালী শশব্যস্ত হন। তিনি এত ব্যস্ত কেন? কৌতূহল তৃপ্তির জন্যেই হোক, কি তাঁর মনে অন্য কোন অভিপ্রায়ই থাক, তা আমি বল্‌তে পারিনে, ফলে সাদুল্লা যে আমার পিতা না, সে বিষয় আমি অবগত আছি কি না, সেই সন্ধান জানবার নিমিত্তে নজফালীকে ভারি ব্যগ্র দেখ্‌লেম। সাদুল্লা-ঘটিত কত কথাই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আমি বাজে কথা কয়ে কাটিয়ে দিলেম, আসল কথার ধারেও গেলেম না। আমার মনে মনে স্থির ছিল, "আমি যে জেনেছি, সাদুল্লা আমার পিতা না," সে কথা আমি প্রাণান্তেও প্রকাশ কোর্‌ব না। আমি তখন ভাব্‌লেম, কেন ভাব্‌লেম, তা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু আমি তখন ভাব্‌লেম, এ কথা গোপন রাখ্‌লে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল হবে। আমায় কেউ জিজ্ঞাসা কোল্লে আমি যদি বল্‌তে পাত্তেম, 'অমুক আমার পিতা' তবে বোধ হয়, সাদুল্লা যে আমার কেউ নয়, তাঁর সঙ্গে যে আমার কোন সম্পর্কই নাই, একথা স্পষ্ট স্বীকার কোত্তে আমি সংশয় জ্ঞান কোত্তেম না। আমার জন্মদাতা কে, সে সন্ধান আমি যত দিন না জান্‌তে পার্‌ব, তত দিন শিলমোহর কোরে আমার মুখ বন্ধ রাখ্‌ব—এই প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, আর তত দিন কি কার্য্যেতে, কি কথাতে, এমনি ভাবভক্তি দেখাব যে, দেখে লোকে অনুভব করুক, শাজাহান বাদশাহের প্রিয়পাত্র, সম্প্রতি যিনি উজীরের পদে অভিষিক্ত ছিলেন, সেই সাদুল্লা খাঁ সত্য সত্যই আমার পিতা, সত্য

সত্যই আমি তাঁকে পিতা বলেই জ্ঞান কোরে থাকি। তার পর নজফালী আমায় বিদায় লতে অনুমতি কোল্লেন, আমি উঠে আসবার সময় তাঁকে অতিশয় বিমর্ষ, অতিশয় নিরানন্দ দেখ্‌লেম। কতকগুলি তাঁবু পার হয়ে আপনার আড্ডায় আসচি, সে সকল তাঁবুতে নজফালীর পরিজনেরাই বাস কোত্তেন। আস্‌তে আস্‌তে দেখ্‌লেম, একটি চট্‌পটে চালাক মেয়ে, দেখ্‌তেও দিব্বি সুরূপা স্ত্রী, পর্দা তুলে চুল্‌বুল্‌ কোরে উঁকি মাচ্চে, আর ফিক্‌ ফিক্‌ কোরে হাস্‌চে। একটি লোক—গলার আওয়াজে বোধ হলো, অর্দ্ধ-বয়সী স্ত্রীলোকের বামাস্বর ডেকে বোল্লে, 'নূরমহল! এই দিকে।' আমি অমনি মনে মনে বোলে উঠ্‌লেম, 'নূরমহল, তবে কি ইনিই নজফালীর কন্যা? এঁহারি সঙ্গে কি আমার পরিণয় হবার কথা হয়? ইনি ত পরমাসুন্দরী!' সেই সময় দেলজানকে মনে পড়ে বল্লেম, 'দেলজান! তুমি আমার প্রাণের তুল্য; তোমায় কি আমি বিস্মৃত হতে পারি? কখনই না। আমি যেমন ঘুরে সুমুখে আসব, দেখি না, নূরমহল পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি চলে যাচ্চি,সুন্দরী আমায় এক-দৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু যেমন আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে দেখব, অমনি তিনি সরে আড়ালে গিয়ে অদৃশ্য হোলেন।

আমি ডেরায় এসে দেখি,দেলজানের সহোদর ইউসোফ আমার প্রতীক্ষা কোচ্চেন, তাঁকে দেখে আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হলো।

আমি বল্লেম, "আরে কও ইউসোফ যে! কি মনে কোরে, তুমি যে এখানে? আজ আমি কোন্‌ ঘাটে মুখ ধুয়েছি, ব তে পারিনে।"

ইউসোফ বোল্লেন,"সাদক! আমাকে সহসা এখানে আস্‌তে দেখে তোমার আশ্চর্য্য বোধ হতেই পারে, কিন্তু আমি যে এখানে এসেছি, আমার খুড় বরকন্দাজ খাঁ শুন্‌তে পেলে তেলে-বেগুনে জলে যাবেন, তাঁর সে বে-আড়া রাগ স্মরণ কোত্তেও ভয় হয়। কেন আমি এসেছি, সিটি তুমি মনে ঠাওরে দেখো, দেলজান আমায় পাঠিয়েছেন। এবার আর পত্র লিখ্‌তে তাঁর ভরসা হলো না। দেলজান এখন খুড়োর বাড়ীতেই আছেন। তিনি যে পত্র তোমাকে লেখেন, ঐ পত্র লয়ে পত্রবাহক যেমন বাড়ীর বার হয়েছে, অমনি সে বরকন্দাজ খাঁর চোকে পড়ে গেল। বরকন্দাজ খাঁর মনে অনেক দিন থেকে সন্দেহ জন্মেছে। তিনি তাকে দেখ্‌তে পেয়ে ভারি পীড়াপীড়ি কোত্তে লাগ্‌লেন, তারে বল্লেন, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস্‌, কি কাজে যাচ্ছিস্‌ ব , তোকে তা বল্‌তেই হবে।' সে বেটা ভয়ে জড়সড় হয়ে পত্রখানি বার কোরে দিলে। পত্রের মর্ম্মাবগত হয়ে তোমাকে ফাঁদে ফেল্‌বার নিমিত্ত লোভের ছলনা করা হয়। দারা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করেন, তোমার প্রাণের উপর আঘাত কোর্‌বেন না,খুড়া মশায় তাতেই ভুলে গেলেন। কিন্তু সাদক! তোমার বড় পুণ্য-বল, তাই দারার হাত থেকে বেঁচে এসেছ। দারা অভয়-বাক্য দিয়েছিলেন বটে যে, তোমার প্রাণ নষ্ট কোর্‌বেন না, কিন্তু তাঁর মনে মনে ছিল যে, তোমার মেরে ফেলেন, তুমি কখনই প্রাণ লয়ে ফিরে আস্‌তে পাত্তে না। দারা যে তোমাকে প্রাণে নষ্ট কোত্তেন, তাঁর যে সে অভিপ্রায় ছিল, এ কথা কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর মুখে আমি শুনেছি, বিবেচনা কর, তাঁর মুখে যদি নাই শুন্‌তেম, তথাচ সে কথা বিশ্বাস হতো, কেন না, তুমি পালিয়ে প্রস্থান কোরেছ শুনে দারা একেবারে ক্রোধে কালাগ্নি হলেন, রাগে থর্‌ থর্‌ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর যদি দুষ্ট অভিপ্রায়ই না থাক্‌বে, তবে তুমি পলায়ন কোরেছ শুনে তিনি তত অগ্নি-অবতার হবেন কেন? তাতেই যে বেশ বোঝা যাচ্চে, তাঁর মনে অসৎ অভিপ্রায় ছিল।"

আমি বল্লেম, "তুমি ত আবার সেই লোকেরই চাকুরী কচ্ছো?"

ইউসোফ বল্লেন, "চুপ্‌! চুপ্‌! স্থির হও, আমি তার চাকুরী করি না। আমার খুড় রাগত হন হবেন, আমার যথাসর্ব্বস্ব ক্ষতি হয় হবে, তবু তাঁর চাকরী কোরব না। আমি আর কোন লোকের অনুগত হয়ে—"

আমি অমনি বোল্লেম, "কার, আরঙ্গজেবের?"

"আরঙ্গজেবের না, সুলতান সুজার। তাঁর সঙ্গে আমি বঙ্গে চলেছি।"

আমি বোল্লেম, "আহা! তা কোল্লে কেন? তার চেয়ে আর কোন রকম কল্লে ভাল হতো, সিটি হোলে দুই বন্ধু একত্রে থেকে পাশা-পাশি যুদ্ধ কোত্তে পাত্তেম। এখন তার উলটো হয়ে দাঁড়ালো, এখন হয় ত বিপক্ষের স্বরূপ রণক্ষেত্রে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হবে।"

ইউসোফ বোল্লেন, "শেষে হয় ত তাই ঘটবে। কিন্তু সিটি হোলে আমারই পক্ষে অধিক মন্দ। আমাদেরই যদি তলোয়ারে তলোয়ারে সাক্ষাৎ হয়, তোমাকে আমি পেরে উঠব না, আমার চেয়ে তোমার বল, বিক্রম, তোমার তৎপরতা অনেক শ্রেষ্ঠ, তোমার হাতের সাফাই আমার চেয়ে অনেক ভাল, সে কথা আমি আপনিই স্বীকার কোচ্ছি। আপনার আপনার স্বামীর মঙ্গল হয়, এ প্রার্থনা উভয়েরই বটে, তবে যে তুমি আমাকে বন্ধু বোলে রেয়াত কোর্‌বে, তা কোর্‌বে না। অপরাপর রাজপুত্রের অপেক্ষা সুজার চরিত্রে আমি অধিক সন্তুষ্ট। আপনি আরঙ্গজেব-ভক্ত, কিন্তু দেখো, যেন সাবধানে থাকা হয়, তুমি যে রাজপুত্রের চাকুরী কোত্তে কোমর বেঁধেছ, যে সকল লোক তাঁকে অষ্টপ্রহর ঘেরে থাকে, তাদের যেন বিশ্বাস কোরে চলো না, ফাঁদে পা দিও না, কারও কুকথায়,কুমন্ত্রণায় থেকো না, কারও চাতরে পড়ে কুকাজ করো না, তোমাকে যেন কেউ ফুস্‌লিয়ে, গায় হাত বুলিয়ে আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে নাচিয়ে তোলে না। তারা যদি বলে তোমাকে 'রাজ্য দেব, রাজা কোরব,' তথাচ তুমি রাজপুত্রের বিরুদ্ধে চলো না। আমি সুজার পক্ষ হয়েছি বটে, কিন্তু মনে মনে জানি, সুজা তাদৃশ বলবান্ কি ক্ষমতাবান্ নন। আরঙ্গজেবের সদৃশ বুদ্ধিমান্ কি বলবান্ কেউই নহেন, রাজকিরীট তাঁরই কপালে নৃত্য কচ্ছে, অপরাপর সহোদরদের পরাস্ত কোরে শেষকালে তিনিই রাজতক্তে বস্‌বেন। সাদক! আমার এই বাক্যগুলি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখো, সত্য মিথ্যা শেষে টের পাবে। আরঙ্গজেব মুখে জানিয়ে থাকেন যে, ফকিরের ছেঁড়া টুপী পেলেই তিনি সন্তুষ্ট, ফলে সেটা কাজের কথা নয়, সিংহাসনের প্রতিই তাঁর লোভ।"

আমি বলিলাম,"তুমি যদি তাই মনে নিশ্চয় জেনেছ, তবে আরঙ্গজেবের পক্ষে না হয়ে সুজার পক্ষ হয়েছ কেন?"

ইউসোফ বোল্লেন, "তার কারণ এই, আরঙ্গজেবের চরিত্র দেখে আমার মনে বড় ঘৃণা জন্মেছে, তাঁর উপর আমার শ্রদ্ধা নাই, বিশেষতঃ তিনি যে বিড়াল-তপস্বীর ন্যায় মনে এক ভাব, মুখে আর এক ভাব জানান, তাঁর সেই বিট্‌লেমি আমার সহ্য হয় না, তোমার সঙ্গে যদি পূর্ব্বে দেখা হতো, তুমি যখন এ চাকুরী স্বীকার করনি, তখন যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতো, তবে তোমায় নিষেধ কোত্তেম যে, এমন কুকর্ম্ম করো না, আরঙ্গজেবের পদানত হইও না।"

আমি বোল্লেম, "সে ত হয়ে গেছে, এখন তার চারা কি, এখন সে আক্ষেপ কোল্লে কি হবে। অভাগা সাহুল্লা খাঁর কি দশা হয়েছে, বল্‌তে পার? তাঁর কি কোন খবর রাখ?"

ইউসোফ বল্লেন,"গোড়ায় যে পরামর্শ স্থির হয়, তারা তাই কোরেছে, তাঁকে দুর্গতি আর লাঞ্ছিত কোরে সেই দীনহীন অনাথ অবস্থায় বিদায় কোরে দিয়েছে। তোমার পিতাকে ঐরূপ নিষ্ঠুর পীড়ন কোরেছে বোলে শাজাহান অগ্নি-অবতার হয়েছেন, দারার উপর তাঁর ভারি ক্রোধ জন্মেছে, সেই অনাথকে আপনার কাছে রেখে বাদশাহ লালন-পালন কোচ্ছেন।"

"আহা! বাবা! আপনার কি দুরদৃষ্ট! এ যাত্রা আর যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সে সম্ভাবনা নাই, তার আশাও করি না।" আমি এই কথাগুলি বলিলাম।

ইউসোফ বোল্লেন, "তাঁর জন্যে আমারও ভারি দুঃখ হয়। সাদক! আর সময় নেই, পিঠে চাবুক পোড়্‌ছে, দেরি কোত্তে পারিনে। ভগ্নী যে জন্যে আমায় পাঠিয়েছেন, তা বলি, শুন। তাঁর সেই চিঠি ধরা পড়াতে যে প্রমাদ উপস্থিত হয়, তিনি তাহা শুনে একেবারে মূর্চ্ছাপন্ন হোলেন, সে ত হবারই কথা, তুমিও কোন্ তা

না বুঝ্‌তে পাচ্ছো। আমার খুড়োর শরীরে দয়ামায়া নেই, দেলজানের সর্ব্বদা ত্রাস, কবে তাঁর প্রতি নির্দ্দয় হন। রফিনারাও তাঁর প্রতি পাষাণ হয়েছেন। যেন যমদণ্ড হাতে কোরে আছেন, কেবল শাসাচ্ছেন, আর চোক রাঙ্গাচ্ছেন। এই ত তাঁর অবস্থা। দেলজান স্থির-সঙ্কল্প কোরেছেন, আমার সঙ্গে বঙ্গদেশে যাত্রা কোর্‌বেন।" শুনে আমি শিউরে উঠ্‌লেম। "সাদক! সত্যিই বোল্‌ছি, ঐ কথাই তাঁর স্থির বটে, তিনি যে দিকে যাচ্ছেন, তুমি ঠিক তারি উণ্টদিকে, কি ঠিক তার বিপরীত অভিমুখে গমন কচ্চো। দেলজান যদি বঙ্গে যান, তুমি তবে সুজার পক্ষ হয়ে বঙ্গে যাবে কি না, বল।"

আমি বলিলাম, "ইউসোফ! দেলজানকে আমি প্রাণের সমান ভালবাসি, তাঁর প্রতি আমার বড় স্নেহ, সে সকলই সত্য বটে, কিন্তু তাঁর অপেক্ষাও আমার কথা বড়, অতএব তুমি আর ও কথা মুখে এনো না, আমাকে আর ও প্রবৃত্তি দিও না। যখন এক রাজপুত্রের কাছে শপথ কোরে বলেছি, তাঁর অনুগত হয়ে থাকৃব, তখন আমি প্রাণান্তেও তাঁকে পরিত্যাগ কোত্তে পারব না। তবে যদি তিনি এমন কোন কার্য্য করেন যে, আমার প্রাণের উপর আঘাত পড়ে, সে কথা স্বতন্ত্র। যে স্থলে প্রাণ বাঁচান আবশ্যক, সেখানে কোন কথাই নেই। তদ্ভিন্ন অন্ত কোন ছলনায় আমি রাজপুত্রের আশ্রয় অনাদর কোত্তে পারব না, দেলজান যদি আমায় আদর কোরে পতিত্বে বরণ কোত্তে চান, তথাচ না।"

ইউসোফ বলিলেন, "সাদক! তোমার এ সাধু প্রতিজ্ঞা বটে, এর উপর আর আমার কথা নেই। আচ্ছা, তবে এখন আমি চোল্লেম, হয় ত আরও একবার দেখা-সাক্ষাৎ হবে।"

"তবে এসো ভাই, কিছু মনে করো না। ইউসোফ! দেলজানকে এই কথা বলো, যুদ্ধক্ষেত্রে আমি আরঙ্গজেবের দাস সত্য, কিন্তু তাঁর কাছে আমি প্রেমের দাস।"

"ঢের হয়েছে, আর বল্‌তে হবে না। আরঙ্গজেবের প্রতি তোমার যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি দেখ্‌ছি, দেলজানের প্রতি তোমার যদি সেইরূপ মন, সেইরূপ নিষ্ঠাভাব থাকে, তবে তুমি ভিন্ন যোগ্যপাত্র আর কে আছে যে, তাকে ভ্রাতা বোলে সম্বোধন কোর্‌বো।—তবে আমি চোল্লেম, পরমেশ্বর তোমায় নির্ব্বিঘ্নে রাখুন।" আমি বোল্লেম, "আমারও ভাই ঐ কথা। জগদীশ্বর তোমায় চিরজীবী কোরে স্বচ্ছন্দে রাখুন।" এই শিষ্টাচারের পর আমরা বিদায় হোলেম, এই আমাদের যা দেখা-সাক্ষাৎ হলো, আর যে আমাদের কখন দেখা হবে, এমন বোধ হয় না।

ঢেকানে যাত্রা কোত্তে হবে, তাই পরদিন সকলে একস্থানে সমবেত হওয়া গেছে। এমন সময় মুক্তারের পুত্র ইয়াস্‌মিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সে আরঙ্গজেবের প্রধান শরীররক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েছে। ইয়াস্‌মিনও আমায় দেখ্‌তে পেয়েছে, দেখ্‌তে পেয়েই আস্তে আস্তে আমার নিকটে এলো। সে আমার মুখের দিকে চায়, আমি তার মুখের দিকে চাই, আমরা উভয়েই বিস্মিত হয়ে মুখ চাওয়াচায়ি কোত্তে লাগ্‌লেম। ইয়াস্‌মিন অতি ভক্তির সহিত একটি সেলাম কোরে বোল্লে, "হুজুর! আপনি যে পক্ষ, আমিও সেই পক্ষ, এতে আমি যে কত আনন্দিত হলেম, তা বোলে উঠ্‌তে পারিনে।" আমি বোল্লেম, "ইয়াস্‌মিন! তুমি উচ্চপদ পেয়েছ দেখে আমার বিস্ময় হয়েছে বটে, কিন্তু তোমার যে তত বড় পদ হয়েছে, তাতে আমি মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হয়েছি।"

ইয়াস্‌মিন বল্লে, "হুজুর! কদিনের জন্যেই বা! আমার এ পদ অতি অল্পকালের নিমিত্তে, পথে যেতে যে ক'দিন হয়, সেই ক'দিন মাত্র। ঢেকানে পৌঁছে যখন সৈন্যসংগ্রহ হবে, তখন যে এ পদ থাকে, এমন বোধ হয় না।" আমি বলিলাম, "সে কথা আমি বোল্‌তে পারিনে, তুমি যদি রাজপুত্রকে সন্তুষ্ট কোত্তে পার, তবে কেনই বা না থাকৃবে?"

ইয়াস্‌মিন বলিল, "বল-বীর্য্য-সাহসের ত্রুটি হবে না, যে ভার পেয়েছি, তারও অযত্ন কোর্‌ব না, তাতে তাঁকে যতদূর খুসি কোত্তে পারি, তা কোর্‌ব, কিন্তু আরঙ্গজেব শুধু তা চান না, তাঁর আরো কিছু দরকার—তিনি চান, আমরা

যত ব্যক্তি আছি, সকলকেই এক একখানি তলোয়ার সঙ্গে আন্‌তে হবে, তদ্ভিন্ন এটি ধর্ম, এটি অধর্ম, কি এটি ন্যায়, এটি অন্যায়, এ বিচার কেউ কোত্তে পারবেন না, যখন যেমন আবশ্যক হবে, তখন সকলকেই সেইরূপ চোল্‌তে হবে, কেউ ওজর কোত্তে পারবেন না।"

আমি বোল্লেম, "ইয়াসমিন, তুমি যা বোল্‌ছো, সত্য, আমি তা মানি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ নিয়ম স্বীকার কোরে অনেকেই তাঁর অধীনতা কোত্তে প্রস্তুত আছে।" ইয়াসমিন বোল্লেন, "আরঙ্গজেব যদি মনে কোরে থাকেন আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই, আমি অতি পামর, সেটি তাঁর ভুল। আমি কেবল দুঃখের খাতিরেই, কেবল পেটের জ্বালাতেই তাঁর দাস হয়েছি, কিন্তু তাই বোলে যে আমি অধর্ম্মের দাস হব, তা কখনই হব না।"

আমি বোল্লেম, "ইয়াসমিন, তুমি বেশ কথা বোলেছ, আমিও তাই মনে মনে স্থির কোরে রেখেছি।"

সৈন্যেরা কুচ কোত্তে আরম্ভ কোরেছে, দু'পা এক পা অগ্রসরও হয়েছে, আমাদের আর সময় নাই যে, আরও দুদণ্ড আলাপ করি। বিজয়-যাত্রা কোরে আগরা থেকে দশ ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে পৌঁছিয়ে সন্ধ্যা হলো। সে রাত্রে সেইখানেই তাঁবু ফেলে আড্ডা করা গেল। পথকষ্ট নিবারণের নিমিত্তে ব্যয়ভূষণ কোত্তে ত্রুটি হয় নি, তথাচ বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড হয়ে সমস্ত দিনের পর আমরা যেন ভূত সাজ্‌তেম, চেহারা বদলে যেতো, অতিশয় কদাকার দেখাতো—শুকনো, রোগা, চিক্‌চিকে, পেটে পেট লেগে যেতো, যেন কতকাল খাইনি। তৎকালীন আরঙ্গজেবের লোকজনকে যেমন কুৎসিত কদাকার দেখাত, জঙ্গলী চোয়াড়দেরও তেমন দেখায় না। কষ্ট হতো বোলে যে, কেউ কোন কথা বল্‌বেন, আরঙ্গজেব সে পথ রাখেন নি। কেন না, বর্ষাকালে বিদেশযাত্রার সময় দ্বিগুণ বেতন অবধারিত ছিল। নজফালী খাঁ আরঙ্গজেবের প্রধান মিত্র, আর প্রধান সেনানী, তাঁর কন্যা নূরমহল তাঁর সঙ্গেই ছিলেন, কোন গতিকে ঐ নূরমহলের তাঁবুর ২০ হাত অন্তরে মাত্র আমার ডেরা পড়ে। নজফালী খাঁর তাঁবুর পশ্চাতেই নূরমহলের তাঁবু। যখন আমরা কুঁচে ছিলেম, পথে যেতে যেতে যুবতী পাল্‌কির ঝিলিমিলি তুলে এদিক্‌ সেদিক্‌ উঁকি মেরে উঁকি মেরে দেখ্‌ছিলেন, সেই সময় একবার চোকোচোকি হয়ে আমাদের চারি চক্ষে চাক্ষুষ হয়। তাঁকে দেখে মাটীর দিকে ঝুঁকে, সরস মনোহর ভঙ্গীতে একবার একটা মস্ত লম্বাচৌড় সেলাম কোরেছিলেম, সেই সময় যেন বোধ হলো যুবতী একটু ফিক্‌ কোরে হাস্‌লেন। আমি কিন্তু মনে মনে ভাবলেম, আমার ভ্রম হয়েছে, সুন্দরী হাসেন নি। যদি নিশ্চয় জান্‌তেম যে, যুবতী আমায় দেখে হেসেছেন, অমনই অহঙ্কারে পাঁচ হাত ফুলে উঠ্‌তেম। শুধু আমি বোলেও নয়, একবার বোলেও নয়, যুবতীদের হাসি দেখে কত লোকের কতবার ঐরূপ অসার অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে শেষকালে যা ঘটেছে, পাঠক তাতে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারবেন, আমার সে ভ্রম ভ্রম নয়। বরং আমি এখন এ কথাও বোল্‌তে পারি, নূরমহলের সে হাসি রহিত হয় নি, মুখে লেগেই ছিল, সেটি আমি বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখেছি। অত কথায়ই বা কাজ কি, একটা সামান্য মোটা কথা বোল্লেই সকল সন্দেহ ফুরিয়ে যাবে,—নূরমহল গোপনে গোপনে আমার চাল্‌-চলনগুলির প্রতি নজর রাখ্‌তে লাগ্‌লেন—কোথায় যাই, কোথায় বসি, কোথায় শুই, এই সকলের সন্ধান নিতেন—কানাতের দোরে যেন প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তেন। আমি যে দিকে ফিত্তেম, সেই দিকেই তাঁর মনোহারিণী হাসি চক্ষে দর্শন কোত্তেম।

আজ এই স্থানে আড্‌ডা কোরে দিনরাত অবস্থিতি করা হলো। বৃষ্টি পড়া ক্ষান্ত হয়েছে, এখন রাক্ষসী-বেলা। আমি গ্রামটি প্রদক্ষিণ কোরে একটা পুষ্করিণীর ধারে এলেম। পুষ্করিণীটি প্রকাণ্ড, বর্ষাকাল, কূলে কূলে জল থৈ থৈ কোচ্চে, একদিকে একটি বাঁধা ঘাট, আমি সেই ঘাটে গিয়ে বেস্‌লেম, আর একদিকে একটি

আম্রের বাগান। পক্ষীরা সারি বেঁধে, কাতার দিয়ে উড়ে উড়ে সেই বাগানে গিয়ে জমা হচ্ছে, অনেকগুলি একত্র হয়েছে, কিচির-মিচির কোরে ডাক্‌চে, এক একবার ফুড়ুং ফুড়ুং কোরে উড়ে এ ডাল থেকে সে ডালে যাচ্ছে, একবার গাছের তলায় জমীতে এসে উড়ে পড়্‌ছে, আবার উড়ে গিয়ে ডালে বস্‌ছে। কোনটি ঠোঁটে কোরে আহার লয়ে শিশু শাবকের মুখে তুলে দিচ্ছে, কোনটি বা পক্ষপুটে চঞ্চু ঢেকে নীরব হয়ে রয়েছে। কোনটা ধূলার উপর পড়ে লিটপিট হোচ্চে, যেন স্নান কোচ্চে, আবার উল্‌টি পাল্‌টি পাখা ঝাড়া দিয়ে সেই ধূলো ঝেড়ে ফেল্‌ছে। কোনটা কোনটা ডালের একবার এ পাশে, একবার সে পাশে ঘন ঘন ঠোঁট পুঁচ্‌ছে, যেন আহার কোরে আচমন কোচ্চে। কোনোটা বা আপনার চঞ্চু দিয়ে আর একটার গা চুলকিয়ে দিচ্ছে। হিন্দুরা সিঁড়ির ধাপে বোসে বিড় বিড় কোরে মন্ত্র পড়্‌ছে, আর সায়ংসন্ধ্যা কোচ্চে। স্ত্রীলোকেরা কলসী কাঁকে কোরে ঘরকন্নার কথা বল্‌তে বল্‌তে চলেছে। কেহ বল্‌ছে, 'দিদি! আমার মাথা চুলকোবার অবকাশ নেই, এই কেবল ছটো ভাত মুখে দে, কল্‌সী কাঁকে কোরে অমনি ছুটেছি।' কেহ বলিল, 'ওদের বড় বউয়ের বড় ঠেকার, ভাতার ভালবাসে ব'লে অহঙ্কারে ভাল কোরে কথা কয় না।' কেহ বলিল, 'ভাই! পোড়া যম আমাকে ভুলে গেছে, আমার আর বাঁচবার সাধ নেই. মেয়েটার দশা ঐ হলো, মিন্‌ষে একটা মাগী নিয়ে রাত্রদিন সেখানে পড়ে আছে, ঘর-সংসারের দিকে একবার ফিরেও দেখে না। দিদি! মাগী কি গুণ জানে, মিন্‌ষেকে ভেড়া কোরে রেখেছে!' আর একজন বোল্লে,'যামার যার কি পোড়া কপাল, বউ ছুঁড়ি ছ'পা দিয়ে থেঁত্‌লায়, ছোঁড়া কিছুই বলে না!' কেউ বোল্লে, 'পাপ ঠাকুরঝির জ্বালায় হাড় ভাজা ভাজা হলো, দুদণ্ড বোসে যে কারও সঙ্গে ছটো কথা কব, সে যো নেই, অমনি যেন রায়বাঘিনী এসে পড়ে।' আর একজন বল্লে, "শত্রুর মুখে ছাই দে, যেটের কোলে আমার কামিনী দশ বছরে পোড়েছে, তুমি আর কি কথা বল, এখন কি আর বিয়ে না দিলে ভাল দেখায়? লোকে যে মুখে চুণকালী দেবে।" আর একজন বোল্লে, "ওলো সেজো-বউ! বেলাটা যে গেছে একেবারে, তুই এত বেলা গেলে ঘাস কেন?" সে বোল্লে, "ভাই! সে দুঃখের কথা আর বলো না। আমার কি আর চার্‌টে হাত, চার্‌টে পা, সেই ঝুঁজকোর বেলায় উঠ্‌ব, বাসি পাটগুলি সারব, ঘর নিকোতে, আর উঠান ঝাঁট দিতেই বেলা হয়ে পড়ে, তার পর নাব, ধোব, কুট্‌নো কোট্‌ব, বাট্‌না বাট্‌বো, এর পর রান্নাবাড়া আছে, এই কোত্তে কোত্তেই বেলা থাকে না, বেলা ত আর আমার হাত-ধরা নয়। মিন্‌ষেকে যদি বলি, ছেলেটাকে একটু ধরো, তার জ্বালায় কোন কাজের থ পাইনে,সে অমনি বোলে উঠে, 'আমি কি তোর ছেলে-ধরা ভাতার?' কথা শুনে গায় জ্বর আসে, সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়।" আর একজন বল্লে, "পোড়া সতীনের জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে মলেম, আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে, আর দুবেলা দেখোয়। দিদি! সতীন মাগী তারে কি কোরেছে।" আর একজন বোল্লে, "শামার মা রামার মা! বড় বউকাট্‌কি,বউ ছুঁড়ির সঙ্গে রাতদিন খিটখিট্ ঝিটঝিট্ করে।" শামার মা বোল্লে,"বউটোও ভাল না.অমনি কট্‌কট্ কোরে মুখের উপর জবাব করে,একটু লাজলজ্জা নেই, শাশুড়ীকে একটু মন্নমান কোরে কথা কয় না।" আর একজন বোল্লে, "স্বামীর চোপার জ্বালায় পাড়ায় আর তিষ্ঠান যায় না।"

ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলো, একে একে সকলেই চলে গেল, কেবল আমি আর একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, এই ছুটি মাত্র সেখানে বোসে আছি। স্ত্রীলোকটা আমায় একদৃষ্টে চেয়ে দেখ্‌ছিল, বোধ হলো, সে কোন কথা বোল্‌বে। সে কি বলে, তাই শোন্‌বার নিমিত্তে আমি আগেই তারে ডাক্‌লেম, অনেক পথ চল্‌তে হয়েছে, বৃষ্টিতে বড় কষ্ট দিয়েছে, এই সকল ফাল্‌তু কথা নিয়ে তার সঙ্গে গল্প ফেঁদে দিলেম।

বৃদ্ধা বলিল,"হ্যাঁ, সে কথা সত্যি বটে, কিন্তু আরঙ্গাবাদে পৌঁছিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে, আরো যে কত দিন আমাদের

বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড হতে হয়, তারই বা ঠিকানা কি ?"

"আমাদের—এ কথা বাছা কেন বোল্লে ? তবে কি আপনিও ছাউনির সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন ?" এই কথা আমি বড় বড় কোরে বোল্লেম।

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ, আমিও চলেছি। বড় দূর নয়, আপনার তাঁবুর নিকটেই আমি আছি। আপনি ত আর বুড়ীদের চেয়ে দেখেন না, কেবল ছুঁড়ির উপরেই আপনার চোক, সেটা আমি বেশ জেনেছি। আমি আরো একটি লোককে জানি, তুমি তারে সেলামের উপর সেলাম করো, সে যেন তার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারে না। আমি কিন্তু আপনাকে নিশ্চয়ই বলছি, নজফালীর কন্যা নূরমহলকে সামান্য হেঁজিপেজি মেয়ে জ্ঞান কোর্‌বেন না। যা হোক, ধন্যি তোমার ছাতি! তোমার সাহস, তোমার ভরসা দেখে অবাক্ হয়ে গেছি।"

"হে ভগবান্! তবে কি আমি তাঁর কাছে অপরাধী হয়েছি।" আমার মুখ দিয়ে এই কথা বেরিয়ে পড়্‌ল।

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ, তা হয়েছেন ত বটে, অবশ্যই হয়েছেন, এখন সেধে পেড়ে তাঁকে ঠাণ্ডা কোত্তে হয়।" আমি বোল্লেম, "তবে তুমি আমার হয়ে তাঁকে পাঁচ কথা বুঝিয়ে বলো।"

বৃদ্ধা বলিল, "সাধতে হয়, তুমি আপনি গিয়ে সাধো, আমার গরজ কি ? আমি কারেও সাধতে পারিনে। একবার তোমার কথা তাঁকে গিয়ে বলি, আবার তাঁর কথা তোমায় এসে বলি, এত কি কাট্‌না কাটা দায় পড়েছে ?"

আমি বোল্লেম, "কি বালাই, আমি কি কোরে তাঁকে সাধব ? এ কি একটা কথা! তাও কি কখন হোতে পারে ?" বুড়ী বোল্লে, "তামাম রাত পুকুরের ধারে পোড়ে গড়াগড়ি দিলে, তাতে সাধাপাড়া চলে না, তবে যদি তিনি দেবকন্যার ন্যায় জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে হঠাৎ দেখা দেন, তা হোলে হোতে পারে। তুমি যদি বল, 'আমার অপরাধ হয়েছে, তাঁর পায় ধোত্তে রাজি আছি,' তবে আমি গিয়ে নূরমহলকে ঐ কথা বলি, তা হোলে তোমাকে তিনি ডেকে পাঠাবেন।"

"ডেকে পাঠাবেন! সে কি ? আমার প্রতি তিনি কি এত কৃপা কোর্‌বেন ? আমার যে তত সৌভাগ্য হবে, তা কি কোরে বিশ্বাস কোত্তে পারি ? আমি এই কথা বোল্লেম।

"হুঁ, তা বটে, আপনি সে কথা বোল্‌তে পারেন। নূরমহল আপনাকে কখন দেখেন নি সত্য, কিন্তু আপনার নাম শুনেছেন, একবার তাঁকে বলা হয়, আপনি তাঁর স্বামী হবেন।" বৃদ্ধা এই উত্তর করিল।

"তা যদি হয়, তবে বাছা আমায় সেখানে লয়ে চল, আমি তোমার পায় পড়ি।" বৃদ্ধা বলিল, "আমি তা কি কোরে পারি, কত আঘাবিঘে, কত বাধা-ব্যাঘাত রয়েছে, শেষ ভোগাভোগও কত আছে, শেষে আমার দশাই বা কি হবে, তুমি ছেলেমানুষ, সেগুলি আগে বিবেচনা কোরে দেখ্‌তে হয়।" আমি বলিলাম, "ভয় কি ? কি হবে ? নয় শেষে যা থাকে অদৃষ্টে ঘট্‌বে, তাতে ভয় কি ? আমা হোতে তোমার যে প্রত্যুপকার হবে,—এই ধরো তার প্রথম নমুনা (বৃদ্ধার হস্তে কাঞ্চন-মূল্যের স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিলাম) যদিস্যাৎ"—এই সময় আমার পশ্চাতে বাগান থেকে একটা আকৃতি বেরিয়ে এলো, দেখ্‌তে পেলেম। তাই দেখে বৃদ্ধা একটা ভাণ কোরে সোরে পড়্‌ল, যাবার সময় বোলে গেল, "রাত দুই প্রহরের সময় প্রস্তুত হয়ে থেকো।" সে আর পেছন দিকে ফিরে দেখলে না, অমনি তাড়াতাড়ি চোলে গেল। আমরা মনে করিনি, এ সময় এখানে কেউ আস্‌বে, আমাদের ইচ্ছাও ছিল না যে, কেউ আসে। যাই হোক, ঐ আকৃতিটি হঠাৎ উপস্থিত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে পুষ্করিণীতে নামল, গায়ের সালখানা আরো গোটাসোটা কোরে গায় দিয়ে, জলের কিনারার কাছে শেষ ধাপে গিয়ে বস্‌লো, বোধ হয়, আর কারও আস্‌বার কথা আছে, তারই প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌ল। আমি আর সেখানে অধিকক্ষণ দেরি কোল্লেম না, যেখান থেকে ঐ মানুষটি বেরিয়ে এলো, সেই বাগানের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম, ভাবলেম

এই বেলা আস্তে আস্তে আপনার আড্‌ডায় যাই। পথে হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হলো, বৃষ্টির তোড়ই বা কেমন, যেন কলসীর কাণায় জল ঢাল্‌তে লাগ্‌ল। আমি আর কোন উপায় না দেখে ঐ বাগানের মধ্যে রামকুড়ের মত একখানা মেটে ঘর ছিল, তার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেম। সেখানে গিয়ে দেখি, ঝাঁপ বন্ধ, কিন্তু তেমন শক্ত কোরে বাঁধা ছিল না, জোরে একটা লাথি মাল্লেম, তাতেই ঝাঁপটা খুলে গিয়ে ফাঁক হয়ে পড়্‌ল। ভিতরে প্রবেশ কোল্লেম। দেখ্‌লেম, কোথাও কেউ নেই, ঘরখানি খালি পড়ে আছে, কিন্তু ঘোর অন্ধকার, যেন যমালয়। ভাবলেম, কি জানি, যদি পাশের কোন ঘরে কি এক কোণে বাড়ীওয়ালা ঘুমিয়ে থাকে, সেই জন্যে "ঘরে কে আছ, ঘরে কে আছ," বার কয়েক এই শব্দ কোল্লেম, কারও সাড়া পেলেম না। আমি একটি কোণে গিয়ে বসলেম, ভাব্‌ছি, জলটা একটু ধোরে গেলে বাসায় যাব। এখন যেমন বৃষ্টি, তেমনি ঝড়। বাতাসের আর জলের ঝাপটা লেগে ঘরখানা এক একবার দুল্‌ছে, এক একবার ঘরের মধ্যে হাওয়া গিয়ে হু হু কোত্তে লাগ্‌ল। বাহিরে ক্রমিক সোঁ সোঁ, ভোঁ ভোঁ শব্দ হোচ্ছিল, একবার হুড়ুম্ হুড়ুম্, গুড়ুম্ গুড়ুম্ কোরে মেঘের গর্জ্জন হতে লাগ্‌ল, গাছের ডালগুলো বাতাসের জোরে নুয়ে নুয়ে পোড়ে মড়্ মড়্ কোত্তে লাগ্‌ল। যখন দেখ্‌লেম, আর বৃষ্টি বাতাসের তুফান ক্রমে বেড়ে উঠ্‌ল, ঝড়ের গোঁ গোঁ, জলের তড়্ তড়্ শব্দে চারিদিকে যখন তোলপাড় কো'রে তুল্লে, তখন আমি আস্তে আস্তে উঠে আগড়টি যত পাল্লেম কসে বাঁধলেম, বেঁধে ছেঁদে আবার সেই কোণে গিয়ে বসেছি মাত্র, এমন সময় গলার আওয়াজ শুনতে পেলেম, বাহিরে কারা 'কথা কোচ্ছে। তারা যেই হোক, বৃষ্টিতে আমার ক্লায় দেকশেক হয়েছিল। শেষে তারা দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে। ঘরখানি অন্ধকারে ঘুট্‌ঘুট্ কোচ্ছিল, বাহিরেও ঘোর অন্ধকার, তামায় আকাশ মেঘে ঢেকে ফেলেছে, ঐ ঘর আর বার অন্ধকূল হওয়াতে তারা আর আমাকে দেখ্‌তে পেলে না। এখন কেবল নাক আর মুখ বন্ধ কোরে মড়ার মতন পোড়ে থাক্‌তে পারে আমি যে এখানে আছি, তারা তা টেরও পাবে না। শেষে তাই কোত্তে হলো, মুখ বন্ধ কোল্লেম, নিশ্বাসও আস্তে আস্তে ফেল্‌তে লাগ্‌লেম। কান কিন্তু খোলা ছিল, ছিল ছিল, তাতে আর ভয় কি, কানের সে দোষ নেই যে, বলে দিবে, কি ধরিয়ে দিবে। তারা মনে কোল্লে, এ ঘরে তারাই যে কজন আছে, তা ছাড়া আর কেউ নেই। শেষে তারা চলিত মধ্যবিৎ গলার স্বরে এই সকল আলাপ কোত্তে লাগ্‌ল।

প্রথম স্বর বোল্লে, "কলম্‌বেগ! পাল্‌কীখানা এখনও পৌছালো না, দেরি দেখে আমার মনে বড় ভাবনা হোচ্ছে।"

দ্বিতীয় স্বর, "রুস্তম ভাই! ভয় কি! বৃষ্টি হওয়াতে খাল, বিল, নদী, নালা সব ভেসে গেছে, রাস্তার উপরেও এক হাঁটু জল দাঁড়িয়েছে, তাতেই দেরি হোচ্ছে, তার জন্যে ভয় কি! সে পাখীটি যেমন আমাদের হাতের মধ্যে এসেছে, এখন বক্‌সিসটি সেইরূপ হাতে লাগ্‌লে হয়, তা হোলে বুঝ্‌লেম, একটা কাজ হলো।"

প্রথম স্বর—ছি! ও কি কথা! নজফালীকে কে না জানে? সে কি কখনও কাকেও ফাঁকি দিয়ে থাকে? না দেবো বলে দেয় না? দানাইশক্তি তার বেশ আছে। আবার এ কথাও বলি, সে যা কোত্তে বলে, তা যদি না করা হয়, তবে তার ভয়েতে না কাঁপে, এমন লোক নেই, এমনি তাঁর রাস, এমনি তাঁর দব্‌দবা।

দ্বিতীয় স্বর—আচ্ছা, আচ্ছা, আমাদের সে ভয় কোত্তে হবে না, ঐ শোনো, আমি যেন বেহারাদের গুন্ গুন্ শব্দ শুনতে পাচ্ছি,—না, তা নয়, ও বুঝি বাতাস, গাছে বেধে বেধে যাচ্চে, তাই হুঁ হুঁ, গোঁ গো শব্দ হোচ্ছে, যেন গোঙাচ্ছে।

প্রথম স্বর—"কমল্‌বেগ! এ কুঁড়ে কার? কে থাকে এতে?

দ্বিতীয় স্বর। কেউই না, গ্রামের লোক

এই কুঁড়ের সম্বন্ধে আন্থা আন্থা গল্প করে। তারা বলে, এই ঘরে একটি বুড়ী বাস কত্তো, সে ডাইনী ছিল, জাদুটে। আসটাও জানতো। সে সত্যি ডাইনী ছিল কি না, তাই জানবার জন্যে সকলে তার পরীক্ষা করে, সেই পরীক্ষাতেই সে মারা পড়ে, সেই অবধি কেউ আর এ ঘরের নিকট আসে না।

প্রথম স্বর—কি কোরে পরীক্ষা কোল্লে? সে শাঁকচুনী খুসনী বুড়ীকে নিয়ে তারা কি কোল্লে?

দ্বিতীয় স্বর—পুকুরের পাড়ে এক জন লোক তীর-ধনুক লয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর জনকয়েক লোক ধরাধরি কোরে বুড়ীকে ঐ পুষ্করিণীর জলে চুবিয়ে ধোল্লে। যেমন তারে জলে এনে ফেলেছে, অমনি পাড়ের সেই লোকটি খুব জোরে তীরটি ছুড়ে ওপারে নিয়ে ফেল্লে, তীরটি ছুড়েই সে তার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ুলো, সে সেই তীরটি লয়ে ফিরে এসে দেখলো যে, বুড়ী মরে নি, বেঁচে আছে, তবে সে সত্যি সত্যিই ডান। কিন্তু সেটি ঘটে নি, সে ফিরে এসে দেখে, বুড়ী মোরে জলের উপর ভাসছে, তাই দেখে সকলে ফতোয়া দিলে "সে ডান ছিল না।" অনেকে আবার এ কথাও বলে, সে যদি ডান না হবে, তবে জলের মধ্যে তলিয়ে কি কোরে অনেকক্ষণ বেঁচে ছিল। ডান ভিন্ন অন্য কেউ জলের মধ্যে ডুবে থেকে ততক্ষণ বাঁচে না। বুড়ীকে শেষে গোর দেওয়া হয়। গ্রামের লোক বুড়ীর কুঁড়ের কি তার কবরের নিকট দিয়েও চলে না, সে মুখোই হয় না। দেখো, সাবধান! তোমার ত ভয় হয় নি? বাহবা! বাহবা! রস্তম! তুমি যে পাতার মত থর্থর্ কোরে কাঁপছো!

প্রথম—স্বরনা, না, তা নয়, যেন ঐ দিক্কার কোণে কি নড়ে উঠ্ল শুনলেম, তুমি কি শুনতে পাওনি?

দ্বিতীয়স্বর "হায়, হায়! কি তামাসা! সেই শাঁকচুন্নি বুঝি তোমাকে নিতে আবার বেঁচে উঠ্ল! রস্তম! তোমার কি সাহস! বলিহারি যাই! কি লজ্জা! অনেক দাঙ্গা কোরে বেড়াও, অনেক জাঁক কোরে থাকো, আমি মনে কোত্তেম, তুমি একজন মানবের মত মানুষ, অনেক খুনও—" রস্তম বলিল, "চুপ্ করো ভাই, আল্লার দোহাই, একটু চুপ্ করো, সে সকল কথায় দরকার কি? পাপ তোমারও আছে, আমারও আছে, এর পর সেখানে দু'জনকেই জবাব দিতে হবে। ঐ শুন, পাল্কী আসচে, আমি বেহারাদের গলার শব্দ পেয়েছি, আলোও দেখ্তে পাচ্ছি।"

কলমবেগ—আমাদের এখানে আলোর দরদরকার নেই, দৌড়ে যাও, গিয়ে বল, আলো নিবিয়ে ফেলে।

রস্তম—আচ্ছা, আমি এগিয়ে যাই, তুমি তোমার সালখানা বিছিয়ে একটি বিছানা কোরে রাখো।

কলমবেগ—ছি! বিছানার দরকার কি, পাল্কী শুদ্ধ ঘরের ভিতরে আনা যাবে। এই বেলা দৌড়ে যাও, আলো এসে মুখের উপর পোড়্ছে। দৌড়ে গিয়ে নিবিয়ে দাও!

রস্তম দৌড়ে গেল, কলমবেগ ঘরে বোসেই পক্ষীটির আগমন প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্ল,—এখন সে পক্ষীটি যিনিই হোন্। পালকী এসে পৌঁছিল, অতি কষ্টে সৃষ্টে, আস্তে আস্তে, নিঃশব্দে, ভত অন্ধকারে, ঘরের ভিতরে নিয়ে এলো। আমি যেন শুনতে পেলেম, পাল্কীর মধ্যে অতি অল্প অল্প, একটি একটি দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ হোচ্চে, নিশ্বাসটি কোন স্ত্রীলোকের হৃদয় ভেদ হয়ে বার হোচ্চে তাও বুঝ্তে পাল্লেম। কার অদৃষ্ট পুড়্ল? কে সে সুন্দরী নজফালীর ফাঁদে গেরেপ্তার হোলেন? সেই সন্ধান জানবার জন্যে ভারি ব্যগ্র হোলেম, মনটা ছট্‌ফট্ কোত্তে লাগল। এক্ষণে কারও মুখে কথা নেই, সকলেই নীরব হয়ে আছে, এর মধ্যে কলমবেগ হঠাৎ কথা কোয়ে উঠল, সে বেহারাদের ডেকে বোল্লে, "তোরা পুষ্করিণীতে হাত-পা ধুয়ে ঐ পুষ্করিণীর আড়-পারে যে ধর্ম্মশালা আছে, সেইখানে গিয়ে থাক্. খেতে হয়, রসুই কোরে খা, কাল প্রাতেই বিদায় হয়ে চোলে যাস্।" রস্তম বোল্লে, "চল্, আমি তোদের সঙ্গে যাচ্ছি।" ঐ কথা শুনে বেহারারা চোলে গেল। এই অবসরে কলমবেগ পালকীর ঝিলিমিলি তুলে, সেই

বাঁদী বন্দিনীকে সম্বোধন কোরে বলতে লাগল, "ভয় কি, কোন চিন্তা নেই, কোন কষ্ট হবে না, যখন যা চাই, তখনি তা পাবে, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে, এতেও যদি অসন্তুষ্ট হও, তবে তোমারই দোষ।" সেই যুবতীটি এই বাক্যের কোন জবাব না কোরে কেবল ফুলে ফুলে, ফোস্ ফোস্ কোরে কাঁদতে লাগলেন, মাঝে মাঝে একটি একটি দীর্ঘশ্বাসও ফেলতে লাগ্‌লেন। কলম্‌বেগ বল্‌তে লাগ্‌ল, "সুন্দরি! কিছু মনে করো না ভাই, যে রসীতে পালকির সঙ্গে বাঁধা আছো, সেইটি আরো একটু টেনে কসে বেঁধে দি, যেন খুলে না যায়, তাই কোরে আমি চলে যাই। তোমার একলা থাক্‌তে ইচ্ছা হয়ে থাকে, একলাই থাকো। আমার স্থানান্তরে বরাত আছে, সেখানে একবার না গেলে নয়, আবার দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসচি, আমি যাঁর দাস, তিনি কি বলেন, তাই শুনে আসি।" এই কথা বলে যে রসী দিয়ে যুবতী বাঁধা ছিলেন, তাই একবার নেড়ে চেড়ে দেখে, আরো একটু কসে বেঁধে দিলে, তার পর ঘরের ঝাঁপ্‌টা বন্ধ কোরে সে চলে গেল। খানিক পরে যুবতী শোকের মোহানা খুলে দিলেন। বড় বড় কোরে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, করুণস্বরে বিলাপ কোত্তে লাগ্‌লেন, "হায়! আমার এ পোড়া অদৃষ্টে কত লাঞ্ছনাই আছে! বিধাতা আমাকে কত শাস্তিই কোচ্চেন! আমায় জোর কোরে, টেনে ছিঁড়ে বাড়ী থেকে বার কোরে দিলে, শেষকালে এই চক্রে, এই চাতরে এসে পড়্‌তে হল! ভাই! আঃ ভাই! তুমি কোথায়? আহা! তোমার ভগ্নী দেলজান চির-দুঃখিনী, চির-অনাথিনী হল।" দেলজানের নাম শুনতেই আমি চমকে উঠ্‌লেম, ভয়ে আর বিস্ময়ে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠে আমার মোহ হল। তখন যদি বজ্রাঘাত হয়, তাতে আমার তত ভয়, তত মোহ হতো না। আমি লুকিয়ে ছিলেম, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেম, আস্তে আস্তে এসে পাল্‌কির দরজা খুলে উচ্চনাদে বল্লেম, "দেলজান! আমি তোমার সেই সাদক, তোমার এই দুর্গতি!" আমার গলার আওয়াজ পেয়ে, "অ্যাঁ! সাদক! এই অহ্লাদ-ধ্বনি অতি ক্ষীণ, চাপা স্বরে দেলজানের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে পড়্‌লো, প্রণয়িনী তার পর বল্লেন, "আল্লার কি মহিমা, নিকটেই একটি বন্ধু মিলিয়ে দিলেন।"

আমি বল্লেম, "বন্ধু তুমি পেয়েছ সত্য, সে এমন বন্ধু যে, প্রাণ দিয়েও তোমার উপকার, তোমার উদ্ধার কোর্‌বে। দেলজান! আর সময় নষ্ট করো না, এই বেলা শীঘ্র শীঘ্র পালাও।" এই কথা মুখে বল্‌ছি, আর তলোয়ারের আগা দিয়ে টক্ টক্ কোরে রেসমের বাঁধনগুলি কাট্‌ছি।

দেলজান বল্লেন, "উঃ! এখন আমি যাই কোথায়? আগরায় ফিরে যাবার উপায় কি?" আমি বল্লেম, "তা আমি জানিনে, কিন্তু আর এখানে থাকা উচিত নয়, চলো, তোমারে গ্রামের মধ্যে নিয়ে যাই, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো। পেটেলকে * বলে তোমায় আশ্রয় দিয়ে দেব, কিন্তু সিটি আমাকে বড় সাবধান হয়ে কোত্তে হবে, উঠ উঠ, আর দেরি কোরো না।" ঐ কথা শুনে দেলজান বেরিয়ে এলেন, আমি ঘরের ঝাঁপ খুলে দেখ্‌লেম, বাহিরে জনপ্রাণীও নাই, কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, সব নিস্তব্ধপ্রায়, কেবল গাছ থেকে টপ টপ কোরে ফোটাফোটা বৃষ্টির জল পড়্‌ছে, তারই শব্দ হোচ্ছিল। দেলজান কতক ভয়ে, কতক শীতে থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন, আমার সালখানা তাঁর গায় ঝেঁপে দিলেম, আর তাঁর নিজের সালখানা লয়ে পাকড়ীর মত কোরে তাঁর মাথায় জড়িয়ে দিলেম, আমার মতলবটা এই, লোকে যেন তাঁরে পুরুষ জ্ঞান করে, স্ত্রীলোক বলে চিন্‌তে না পারে। পেটেল যেখানে বাস কত্তো, আমি তা জান্‌তেম, সেইটিই সুখের বিষয় হলো। যে পথ দিয়ে শীঘ্র শীঘ্র তার বাড়ীতে যাওয়া যায়, আমরা সেই পথ ধোরে চল্লেম। পথে যেতে যেতে বল্লেম, "দেলজান!

---

*তৎকালীন গ্রামে গ্রামে একটি কারপরদাজ নিযুক্ত থাকিত, তাহা খাজনা পত্র আদায় করিত, আর ক্ষুদ্র প্রজায় প্রজায় ঝকড়া হলে মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া দিত। ঐ কারপরদাজকে পেটেল কহে।

সকল কি কারথানা? আমার দিব্যি, সব কথা আমায় ভেঙ্গে বল।"

দেলজান বল্লেন, "আমার এখন কথা কবার তাকৎ নেই, তাড়াতাড়ি কোরে চলো, ভয়ে প্রাণ কাঁপচে, পথে এসে আরো দ্বিগুণ ত্রাস হয়েছে, সেখানে পৌঁছে আমি তোমাকে সকল কথা খুলে বলব, এখন একটু চলে চল।" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে মনোময়ী মানিনী দেলজানের চোক দিয়ে ঝর্ ঝর্ কোরে অশ্রুপাত হতে লাগ্‌ল।

দেলজান ভয়ে কেঁপে কেঁপে এক একবার পড়ে যান পড়ে যান হন, আমি অমনি তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরি, একটু বসে, জিরিয়ে, তাঁরে সুস্থ কোরে আবার চলি। একবার নয়, তামাম পথই এইরূপ কোরে চল্‌তে হয়েছিল— একবার ধরি, একবার বসি, একবার জিরুই, এই প্রকারে যো যা কোরে কোন মতে পেটেলের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছন গেল। আমরা যখন পৌঁছিলেম, তখন সে সপরিবারে দরজা বন্ধ কোরে শুয়েছে, সকলেই ঘুমে অঘোর। "আমি ঘরের ভিতর যাব", এই শব্দ কোরে দরজায় ঘা মাত্তে লাগ্‌লেম। সেই গোলমালে পেটেল তখনি জেগে উঠে বল্লে, "কে তুমি এত রাত্রে চেঁচাচেঁচি কোচ্চো?" আমি বল্লেম, "আমি আরঙ্গজেবের ডেরা থেকে এসেছি, দোহাই রাজপুত্রের, আমারে ভিতরে নেও।"

পেটেল বল্লে, "আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আসুন, আমি আপনাদের দাস।" এই অহুনয় কোরে সে দরজা খুলে দিলে, আমরা ঘরের ভিতর গিয়ে বস্‌লেম। দেলজানের এখন নিশ্বাস ফেল্‌বার স্থান হল।

পেটেলকে বোল্লেম, "তোমারে বেশ খুসী কোর্‌ব, কিন্তু একটি কাজ কোত্তে হবে,—এই দণ্ডেই জন কয়েক বেহারা, আর একখানি পাল্‌কি আনিয়ে দিতে হবে, এই যুবাটি আগরায় যাবেন, তারা সেইখানে তাঁকে রেখে আস্‌বে।"

পেটেল বল্লে, "আরে খোদাবন্দ, এ ক্ষুদ্র-গ্রামে এত রাত্রে বেহারা কোথা পাব? তবে একবার চেষ্টা কোরে দেখি। আপনার কখন দরকার?"

"এই রাত্রেই চাই, অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে গ্রাম পার কোরে দিতে হবে। তাঁকে যেন এখানে সূর্য্যোদয় না দেখ্‌তে হয়।"

পেটেল বেহারা ডাক্‌তে গেল। দেলজান এই অবসরে বল্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর খুড়ী রসীনারা ধোকা দিয়ে তাঁরে নবকালীর হস্তে সমর্পণ কোরেছেন। নবকালীর অনেক দিনাবধি চেষ্টা, দেলজানকে তাঁর বিলাস-মহলের পরিবার করে রাখেন। তাঁর বিশ্বাসঘাতিনী খুড়ী দম দিয়ে সহরের বাহিরে একটা বাগানে তাঁরে পাঠিয়ে দেন, সেইখানে একদল বদমাস লোক রেখে দেওয়া হয়, তারা তাঁরে ধরে, পাল্‌কির মধ্যে পুরে, ঐ পাল্‌কির সঙ্গে তাঁরে রসী দিয়ে আচ্ছা কোরে বাঁধলে, যেন কোন প্রকারে পালিয়ে প্রস্থান কোত্তে না পারেন। সেই পাল্‌কিতে তারা তাঁরে এইখানে নিয়ে এসেছে। এই অভাবনীয় বিপদটি না ঘট্‌লে, তার পরদিবস দেলজান তাঁর সহোদর ইউনফের সঙ্গে বাঙ্গালায় যাত্রা কোত্তেন।

দেলজান বল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমি তখন ভাবলেম, আমি ত জন্মের মত গেছি, আর যে কখন এ দায় থেকে মুক্ত হব, তা হবো না, সে আশায় হাত ধুলেম। মুখ শুকিয়ে গেল, একেবারে বুক-ভাঙ্গা হয়ে পড়্‌লেম। তোমার গলার আওয়াজ পেয়ে আমি যেন অকূল সাগরে কূল পেলেম, নৈরাশ্যের স্থানে হঠাৎ আশার সঞ্চার হল, ভয় ঘুচে উল্লাসের উদয় হল, এখন আমার যেন সব স্বপ্ন বোধ হোচ্চে। সাদক! আজ কি আনন্দের দিন! আজ কি সুপ্রভাত! আজ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে আমার হৃদয়ে আনন্দের তুফান হোচ্চে। সাদক! তোমার হাত দাও দেখি, আমি একটু তার উপর মাথা দিয়ে শুই, একে ত ভাবনায় ভাবনায় শরীর শীর্ণ হয়েছে, তার উপর এই আহ্লাদের তরঙ্গ, আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হল। প্রাণ অস্থির হয়েছে, উপর্য্যোপরি আনন্দের বেগ এসে আমাকে আরো শক্তিহীন কোরে ফেলেছে, আমি আর বসতে পারিনে, সাদক! আমাকে ধরো, আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে, ধরাধরি কোরে আমাকে শুইয়ে দাও, আমার হৃদয়

প্রফুল ভাবে অবনত হল। সাদক! তোমার রূপফাঁদে পোড়ে আমি তোমার প্রেমের কাঙ্গালিনী হয়েছি।"

আমি বল্লেম, "দেলজান! বিধাতা কি আমার অদৃষ্টে এত সৌভাগ্য লিখেছেন? কি পুণ্য কোরেছি যে, তার প্রভাবে আমি তোমার প্রেমাস্পদ হব? ভয় হোচ্চে, পাছে আমাকে ক্ষুব্ধ হয়ে শেষে অনুতাপ কোত্তে হয়, পাছে আকাশ-কুসুমের ন্যায়, পাছে স্বপ্নাবলম্বিত সুখের ন্যায় আমার এই অপার আনন্দানুভব মিথ্যা হয়ে পড়ে! অদৃষ্ট! তুমি যেমন আমার প্রতি পূর্ব্বে পূর্ব্বে করুণাশূন্য হয়েছিলে, এক্ষণে আবার সানুকূল হয়ে তেমনি সুখী, তেমনি প্রফুল্লিত কোল্লে। এত দিনের পর আমার গ্রহশান্তি হল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল, অদৃষ্ট প্রসন্ন হল। নজফালী এখন আসমুদ্র ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হোন্, আমার তাতে কোন খেদ নাই। একা দেলজান আমার সাম্রাজ্য, আমি মাত্র সেই বিধুমুখীর হৃদয়-বিহারী হই, তা হলে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পেলেম জ্ঞান করব।" যিনি আমার হৃদয়ের মণি, নয়নের আনন্দ, এক্ষণে সেই চন্দ্রাননী আমার সম্মুখে বসে, সেই স্ফূর্ত্তিতে আমার অন্তঃকরণে আহ্লাদের স্রোত চল্‌তে লাগ্‌ল।

দেলজান বল্লেন, "সাদক! তুমি এখানে কি কোরে উপস্থিত হলে?"

আমি বল্লেম, "ইটি বিধাতার কৌশল, দৈব আজ আমায় কোন গতিকে ঐ কুঁড়ে ঘরে এনে আশ্রয় দিলেন। নজফালীর লোকেরা যে যে কথা বলা-কওয়া কোরেছে, ঐ ঘরে বসে সে সমুদায় আমি শুনেছি। নজফালী আজকাল আমার সরদার, আমি তাঁর তাঁবেদার। আমি যে মধ্যস্থ হয়ে তোমাকে সরিয়ে তফাৎ কোরে দিলেম, সেটি যেন সে স্বপ্নেও না জান্‌তে পারে, সেই যোগাড়টি আগে চাই, সিটি বড় আবশ্যক।"

দেলজান বল্লেন, "সাদক! তক্কে ত তোমার সাবধান হওয়া উচিত, আপনার বাঁচবার পথ ত কোরে রাখা চাই, তুমি নয় এক কাজ করো, আমি থাকি, তুমি আপনার ডেরায় চলে যাও, পেটেলকে বলে যাও, সে আমায় রওনা কোরে দেয়।"

আমি বল্লেম, "না, না, তা হবে না। আমি কি তোমারে পেটেলের ভরসায় রেখে যেতে পারি? তাও কি কখন হয়? তুমি যে একলা আগরায় চল্লে, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পাল্লেম না, তাতেই আমার মনে কত কষ্ট হোচ্চে, আবার তোমারে একলা ফেলে যাব? এও একটা কথা? তা যা হোক, তোমার খুড়ী জিজ্ঞাসা কোল্লে তুমি তাঁরে কি বল্‌বে? তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, এত শীঘ্র কি কোরে ফিরে এলে, তখন তুমি কি জবাব দেবে?"

দেলজান বল্লেন, "আমায় তখন মিথ্যা-কথা বল্‌তে হবে, তা কি কর্‌বো?"

আমি বল্লেম, "তবে তুমি এই কথা বলো, বিস্তর কাঁদাকাটা করাতে, অনেক হাতে পায়ে ধরাতে নজফালী দয়া কোরে আমায় ছেড়ে দিয়েছেন। তোমার ভাই ত তোমায় সঙ্গেই নিতে স্বীকৃত আছেন, তবে ভবিষ্যতে আর কখন রূসীনারার চাতরে পড়্‌তে হবে না। তা ত হলো, কিন্তু প্রাণময়ি! আবার আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ কবে হবে? আর আমাদের ছাড়াছাড়ি না হয়, সেরূপ দেখা-সাক্ষাৎ কত কালে হবে?"

দেলজান বল্লেন, "আহা! সাদক! অদৃষ্টই সব বিষয়ের গোড়া জান্‌বে। আমাদের অদৃষ্টে যে কি আছে, তা কে জানে? বোধ হয়, চিরদিন কিছু এ দুঃসময় থাক্‌বে না, দিন অবশ্যই পাব, তখন আমাদের মিলন হবার কোন বাধা হবে না, তখন কেউই তার প্রতিবাদী হবে না।"

এই সময় পেটেল একখানি পাল্‌কি আর জন কয়েক বেহারা এনে উপস্থিত কোল্লে, তাই দেখে আমরা চুপ কোল্লেম, আর কথাবার্ত্তা চল্লো না। গ্রামের দুজন চৌকিদারকেও আনান হল, তারা হেপাজাতের নিমিত্তে সঙ্গে যাবে। যা যা গোছাবার ছিল, সব ঠিক ঠাক কোরে দেলজান পাল্কিতে উঠ্‌লেন, আমি তাঁর হাতখানি ধোরে বোল্লেম, "দেলজান! তুমি আমার আঁধার ঘরের মাণিক, দেখো, যেন

ভুলো না, আচ্ছা, তবে এখন এসো, মনে রেখো।" মশালচিরা মশাল জেলে নিলে, বেহারারা পাল্‌কি উঠিয়ে "হ্যাগো বিশখা, সে দিবে মথুরা", গুন্ গুন্ কোরে এই গান গাইতে গাইতে চলো। আমার জীবনতারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে দৃষ্টির বার হলেন। পেটেলকে পুরস্কার দেবার কথা ছিল, তাকে যথাশক্তি কিছু বক্‌সিস্ দিয়ে তাড়াতাড়ি আড্ডায় চল্লেম।

পুষ্করিণীর ধারে যে মূর্ত্তিটি দেখেছিলেম, পথের মধ্যে আবার সেই আকৃতিটি দেখ্‌তে পেলেম, সে তখন সেই ঘুঁড়ে ঘরের দিকে যাচ্ছিল, তাতেই মনে কোল্লেম, এ কলমদেগ হবেই, তার সন্দেহ নেই। ভাব্‌লেম, যাচ্চে যাক, গিয়ে দেখ্‌বে যে, পক্ষীটি পিঁজারা ভেঙ্গে পালিয়েছে। তত অন্ধকার, তবু সে আমায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, যদি চিন্‌তে পারে। ভাব্‌লেম, চেনে চিনুক, এত কি তারে ভয়। আমি আপন মনেই চলেছি, একটু পরেই আপনার ডেরায় এসে পৌঁছিলেম, পথে আর একটি প্রাণীও দেখ্‌তে পেলেম না।

নূরমহলের তরফ সেই বৃদ্ধাটির আসবার কথা ছিল, রাত কিন্তু অনেক হয়েছে, আর তার আসবার সময় নেই, সে সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, আমার উচিত ছিল, ডেরা ছেড়ে কোথাও না যাই, কিন্তু দৈব বশত সেটা ঘটে উঠিল না। এত রাত্রে আর তার আশায় থাকা বৃথা, এই ভেবে আমি গিয়ে শয়ন কোল্লেম, এক ঘুমেই রাত্র প্রভাত হলো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে যদি কিছু দেখে থাকি, সে শুদ্ধ দেলজানের বিষয়, তিনি যে ফাঁদে পোড়্‌তে পোড়্‌তে বেঁচে গেছেন, সেই স্বপ্নই অধিক দেখ্‌লেম।

রাতও প্রভাত হ'ল, বৃষ্টিও ধরে গেল, তামাম দিনের জন্যে না হোক, আপাতত কিছু ক্ষণের নিমিত্তে ত ধোরে গেল। উট আর হাতীর উপর আস্বাবিনে লট্‌বহর বোঝাই করা গেল, লোকজন তার উপর সোয়ার হল, আমরা এখন সেখান থেকে রওনা হলেম। পথে যেতে যেতে ভাব্‌লেম, বিদেশে আসাতে আর যত লাভ হোক বা না হোক আমাকে আর আপনার চাতঙ্গও পোক্‌ড়তে হবে না গুচ্ছক, কুমন্ত্রণার মধ্যেও আর থাক্‌তে হবে না, সে সকল দায় থেকে বেঁচে গেলেম, এখন এক প্রকার নির্ঝঞ্ঝাট হলেম। আমাদের উপর হুকুম ছিল, যে যেমন সুবিধা বুঝ্‌বে, যার যেমন ইচ্ছা হবে, সে সেই দিক দিয়ে চোল্‌বে, তার পথাপথ বিচার নাই। আমরা ঠিক সিধে রাস্তায় না গিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পোড়লেম, রাজপথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ ধোরে চোল্লেম। আমি বড় শ্রান্ত হয়েছি, ঢিকুতে ঢিকুতে চোলেছি, ভাব্‌লেম, আমিই সকলের শেষে পোড়েছি, আমার পশ্চাতে আর লোক নাই। একটু পরেই কিন্তু আমার পেছনে চটাচট শব্দ, পটাপট শব্দ হোচ্চে শুন্‌তে পেলেম, ফিরে দেখি, একটি লোক একটা টাট্টুর উপর সোয়ার হয়ে আসচে। জানোয়ারটিকে এক একবার সপাসপ, পটাপট চাবুক মাচ্চে, এক একবার দমাদম পায়ের গুঁত মাচ্চে। টাট্টুটি টঙস্ টঙস্ কোরে টল্‌তে টল্‌তে চোলেছে, একবার পিঠে চাবুক পোড়্‌চে, আর এক পা কোরে এগোচ্চে, আবার দাঁড়াচ্চে, আবার চাবুক-পেটা কোচ্চে, আবার দুপা এগোচ্চে, এইরূপ কোরে চোলেছে। সোয়ারটি এক একবার চটাস চটাস, পটাস পটাস চাবুক মাচ্চে, আর মুখে যা-আসচে, যেদার তত কথা বলে গালা-গালি কোচ্চে, টাট্টুটির মা, মাসি, ভগ্নী, ভাইঝির নাম কোরে কোরে যেন নবমীর খেউর গেয়ে দিচ্চে। খুড়ো খুড়ী, পিসে পিসি পর্য্যন্ত তার যেখানে যত আত্মীয়-কুটুম্ব ছিল, সকলকেই তা বেটে, ভাগাভাগি কোরে নিতে হয়েছিল। সোয়ার যখন আমার ঘোড়ার পাশাপাশি হল, তখন তার খেউড়ের তহবিল খালি হয়ে পড়েছে, আর তাতে মজুত মাল কিছুই ছিল না। সে আমায় দেখে, মাটীর দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে একটা বে-আড়া মস্ত লম্বা সেলাম বাজালে। এ ব্যক্তি নজকালীর পরামাণিক। ভাবলেম, হল ভাল, মস্ত একটা দাঁও হাতে এল, এ ব্যক্তি দ্বারা নজকালীর সব-সন্ধানের কথা সব শুন্‌তে পাব। সেই অভিপ্রায়ে আমি তার সঙ্গে কথা কইতে প্রবৃত্ত হলেম।

আমি বল্লেম, "হুজুরি! তোমার যে ব্যবসা, তা ত আমার জানাই আছে এখন তোমার নামটি কি, বল দেখি?"

"খোদাবন্দ! আমার নাম লুচার।* আমার বাবা চোর ছিলেন, সেই জন্যে তিনি আমার এই নামটি রেখেছেন,। নাম শুন্লেই বংশের পরিচয় জানা যায়, বংশ-মর্য্যাদার অভিমান সকলেই কোরে থাকেন,শুধু আমি বলে নয়।"

আমি মনে মনে বল্লেম, এতে অভিমানের বিষয় কি আছে? "তোমার কি ঐ নামটি ভিন্ন আর কোন নাম নেই?" এই কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম।

"আজ্ঞা আছে বৈ কি, খোদাবন্দ! আমার আরো একটি নাম আছে, আমার বাবা আপনার ব্যবসায়ে ভারি চটপটে, ভারি তুখোড় ছিলেন, সেই জন্যে লোকে তাঁরে 'শালা লুচার' বলে ডাক্তো, কাজে কাজেই আমারও আর একটি নাম "শালা লুচার।"

"তুমি কোন্ ব্যবসার কথা বলছো, চুরি না জেউরী?"

"কেন, দুইই হুজুর! চুরিও ছিল, আবার জেউরীও ছিল। "চল্! তুই বড় দুষ্টু, বড় কুড়ে বড় গতর্খাকী তুই। তোর যেন আঠার মাসে বচ্ছর।" এই কথা বলে সেই দুর্ভাগা টাট্টু-টির উপর পুনরায় চাবুক ঝাঁকুতে আর পায়ের গুতো মাত্তে লাগল। সে গরিবের পিটের হাড়টা বেরিয়ে পড়েছে, ঠিক যেন ঐ বেটার ক্ষুরের মতন ধারাল দেখাচ্ছিল, তার উপর পুরাতন কাঁতলার জিনপোষ বিছান হয়েছে, তাও প্রায় ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। পরা-মানিক বোল্লে, "ধর্ম্মাবতার! আমার বাবা বে-আড়া চালাক ছিলেন, যে কাজে হাত দিতেন, তাতেই বাহবা পেতেন, তাঁর চালাকি দেখে সকলেই তারিফ কত্তো। তাঁর অনেক গল্প আছে,বলেন তো আপনাকে দুচারটে শোনাতে পারি।"

আমি বল্লেম, "তবে কি চুরি আর জেউরী ছাড়া আরো তার ব্যবসা ছিল?"

"খোদাবন্দ! তা ছিল না? ছিল বৈ কি। একটু একটু বেহালা বাজাতে, একটু একটু মাছ ধোত্তে জানতেন, একটু একটু আব-কারীর দোকানও রাখতেন, আবার ঘোড়া তৈয়ারিও কোত্তেন।"

"বোধ হয়, তাও একটু একটু!" আমি এই কথা বল্লেম।

"খোদাবন্দ! ঠিক কথা, একেবারে ঘাঁতে ঘা দিয়ে বলেছেন। যে দিন থেকে সেরীজ-জ্কে ফেলে দেন, সেই দিন অবধি আর কেউ তাঁরে ঘোড়া দিয়ে বিশ্বাস কোত্তো না। সের-জঙ্ সাদুল্লা খাঁর বড় পেয়ারের মাল্, সেটি তাঁর লড়ায়ের ঘোড়া। সাদুল্লা খাঁ আপনার পিতা, না মহাশয়?" আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলেম। লুচর বল্তে লাগ্ল, "হুজুর! আপনি ত কাল্-কের ছেলে, তখন কেবল ছোক্রা সেরীজঙ্কে তয়ার কোরে দেছেন বলে, একদিন বাবা আপনার পিতার কাছে বক্সিস চেত্তে যান। গিয়ে কেবল দোচোকা কাঁপন্ন দালালি কোরে আপনার চালাকি আর বাহাদুরী জানাচ্ছিলেন। খাঁ বাহাদুর বক্সিসের বদলে কেবল কতকগুলি বেধড়ক চোকরাঙ্গানি, আর কতকগুল এলো-পাতাড়ী তাড়া দিয়ে বিদায় কোরে দিলেন। বাবা সেই তাড়া খেয়ে ফ্যা ফ্যা কোত্তে লাগ্-লেন। আমি তখন সেখানে দাঁড়িয়ে, আপনি যদি সে সময় উপস্থিত থাক্তেন, তবে দেখতেন, আপনার মহানুভব পিতার কিরূপ দুরন্ত রাগ, একবার দেখ্লে সে কালান্তক চেহারা আর কখন ভুলতে পাত্তেন না। পরমেশ্বর তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন, সেই দিন থেকে আমার আক্কেল জন্মেছে, তাঁর সেই কুচুক্কে রাগ দেখে আমি নাকে কানে খত দিইছি যে, ঘোড়ার ব্যবসা কখনই কোর্ব্ব না, সে দিকেও যাব না, তার নামও মুখে আন্‌ব না।"

আমি বল্লেম, "তুমি তা ভালই কোরেছ। আচ্ছা, তোমার পিতা কি গুজর কোরে কাটা-লেন?"

"কেন হুজুর! গুজরের অভাব কি? মিথ্যা, আগাগোড়া মিথ্যা বল্লেন। তিনি বল্লেন, বাছা, ঘোড়াটির নালবন্দী কোরে রাস্তায় এনে আস্তে আস্তে চৌলিয়ে নে বেড়াচ্ছি, চৌলতে চৌলতে

* লুচার—বদমাস, বজ্জাত, চোর, বাটপাড়।

হঠাৎ বেহোস হল, কেন বেহোস হল, গোলাম তা বলতে পারে না—যেমন বেহোস হল, অমনি ধড়াস কোরে একটা পাথরের উপর পোড়ল, তাতে গোলামের কসুর কি," হুজুর! সেটা কিন্তু কাজের কথা নয়, সব ঝুটমুট্। যা হয়েছিল, বলছি। নালবাঁধা আদৌ হয় নি, বাবা মদ খেয়ে মাতাল হয়েছিলেন, সেই মাতাল অবস্থায় ঐ ঘোড়াটির উপর সোয়ার হয়ে সহরময় লাফালাফি, ছুটোছুটি কোচ্ছিলেন, লোক্‌কে দেখাচ্ছিলেন যে, দেখ, আমি কেমন পাকা সোয়ার! নাল না বেঁধে ঘোড়া ছুটুতে পারি। এই কোত্তে কোত্তে একটা টক্কর লেগে ঘোড়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।"

আমি বল্লেম, "তার ত ভারি সাহস! সরাসর মিথ্যা বল্‌তে প্রাণে একটু ভয় হল না?"

"কেন ধর্ম্মাবতার, তাতে আর বাহাদুরী কি? সব প্রথমে একবার একটা বড় গোচের মিথ্যা সাজিয়ে সুরু কোরে দিতে হয়, সেই সময় হাত মুখ নেড়ে, দাড়ী-গোঁপ ঝেড়ে, আস্ফালন কোরে ভুলবাজি করা চাই, একবার যদি ভয় ভাঙ্গা হল, তবে আর পায় কে, ক্ষুদ্রগোচের মিথ্যা কথার জন্যে ভাবতে হয় না, সেগুলি স্রোতের ন্যায় আপনা আপনিই হুড় হুড় কোরে বেরিয়ে পড়ে।"

লুচার যা বল্লে, তাতে অনেক সার কথা আছে, আমি তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি ত বাপের উপযুক্ত পুত্র, তার নাম রাখ্‌তে পারবে, কিন্তু তোমার কি কি ব্যবসা আছে, বল দেখি?"

লুচার বল্লে,"আমি নজফালী খাঁকে ক্ষেউরী করি, পোষাক পরাই, গা-হাত-পা দাবি, তাঁর নখগুলি চেঁচে ছুলে দি,—এই কটি কর্ম্ম বাঁধা, নিত্য বরাওদ্দ আছে।"

আমি বল্লেম, "আজ প্রাতে কি সে সকল কাজ সারা হয়েছে?"

"আজ প্রাতে? তোবা! সোবনাল্লা! কার সাধ্য! আমি বরং জঙ্গল থেকে একটা রাগাল বাঘ, কি রোখাল সিঙ্গি ধোরে তার গোঁপ-দাড়ী ওপড়াব, তাও ভাল, তবু নজফালীর কাছে যেতে হেস্মত হয় না, কার সাধ্য আজ সেদিকে ঘেঁসে?"

"বটে! এমন! কেন বল দেখি?"

"কেন হুজুর! কারো যদি মাথা বাঁচাবার ইচ্ছা থাকে, তবে ঠিক এই জন্যে এই ঘটেছে, একথা স্পষ্ট না বলে, একটা আন্দাজে আন্দাজে এঁচে বলা ভাল। কোন একটা গুপ্ত বিষয় লয়ে গোলমাল বেধে গেছে, তাতে তাঁর প্রাণে ঘা পড়েছে, আমার ত এই আন্দাজ।"

"তুমি কি বল্লে, আমি কিছুই বুঝতে পাল্লেম না।"

"বুঝতে পাল্লেন না? আচ্ছা, ফের বলছি, এ কথার মধ্যে একটি বিবি আছেন, বিবিটি পিঞ্জারার বাহিরে সটকে পোড়েছেন।"

"তার মানে কি?"

"খোদাবন্দ! মানে এই, আগরার পরমাসুন্দরী যিনি, তিনি আমার মুনিবের মুটোর মধ্যে এসেছিলেন, ইটি গত রাত্রের কথা—হুজুর এই দেখুন—আমার ঘোড়াটি একটি লম্ফ দিয়ে আপনার ঘোড়ার আগে যাবেই যাবে, এ কথাটি যেমন সত্য, আমার মুনিবও তেমনি মনে কোরেছিলেন, সে রূপসী হাতের মধ্যে আস্‌বেই আসবে, তার সন্দেহ নেই।" এই কথা বলেই পরামাণিক ভায়া ধাঁ কোরে টাটুর পেটে পায়ের এক ধাক্কা মাল্লেন, সেরীজঙ্গকে যেমন তার বাপ ফেলে দিছিল, টাটুটিও সেইরূপ ধুপুল কোরে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। পরামাণিক ঠিক্‌রে গিয়ে কাদায় পোড়ে লিট্ পিট্ হতে লাগলো, লুচারের তামাম দাড়িতে, তামাম গোঁপে কাদায় কাদা হয়ে গেল। সে যখন আবার দাড়ি গোঁপ নেড়ে, মুখ উঁচু কোরে মিট মিট্ কোরে চেয়ে দেখতে লাগল, আমি তার চেহারা দেখে হাসি রাখতে পাল্লেম না, হাস্‌তে হাস্‌তে নাড়ী ব্যথা হল। অনাথা টাটুটি তখনই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাড়ালো, ভাঙ্গা পাখানি নেংচ নেংচ কোরে নাড়তে লাগল,তার দুঃখ দেখে প্রাণে কষ্ট হতে লাগল। লুচার উঠেই ঝড়ের মত হুহু শব্দে একচোট তারে গালাগালি দিয়ে নিলে, তার পর আপনার

গায়ে কোথায় কোন চোট লেগেছে কি না, কি কেটে ছিঁড়ে গেছে কি না, সেইগুলি তদারক কোরে দেখলে, তার টাটুর গা ছড়ে গেছে কি না, হাড় টাড় ভাঙ্গল কি না, তাও নিরীক্ষণ কোরে দেখলে, নিকটে একটা ডোবা ছিল, তার মধ্যে পড়ে গায়ের মাটি কাদাগুলি ধুয়ে ফেলে গোঁপ দাড়িগুলি পরিষ্কার কল্লে, টাটুটিকেও সেই জলে ফেলে ধুয়ে খেয়ে সাফ কোল্লে, কোমরে কুরতাঁর ছিল, তা থেকে একখানা পটি বার কোরে তার হাঁটুতে বসিয়ে কাপড় দিয়ে কসে বেঁধে দিলে। এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে টাটুটি লয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমি দাঁড়িয়েই আছি, নজফালী আর তার পরিবার ঘটিত আরো যদি কোন কথা থাকে, আমাকে ত শুনতে হবে, সেই জন্যে আমি তার সঙ্গ ছাড়লেম না।

লুচার বল্লে, "হুজুর! ঘোড়াটা আমায় ভারি বেক শেক কোরেছে, আমার ইচ্ছা যে, সকলে দেখুক, আমি কেমন পাকা সোয়ার। যখন মনে করি এবার তার পিটের উপর ঠিক খাড়া হয়ে বসে থাক্‌ব, সে লাফাক, নাচুক, ছুটুক, আমি নোড়ব চোড়ব না, কিন্তু ঘোড়াটা এমনি বজ্জাৎ, সে যেন সেই সময় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবেই যাবে, সিটি যেন তার কৌলিক কর্ম্ম, এতে রাগ হয় না মশায়?"

আমি বল্লেম, "একটা সুন্দরী বিবি নিয়ে গোল হয়েছে, সই কথা বলছিলে, ঐ সময় তুমি পড়ে গেলে। সে কথাটা কি?"

লুচার বল্লে, "তা বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল, হাতে হাতে ফলে গেছে, বড় মুখ কোরে মুনিবের কথা বলতে গেছিলেব, তার উপযুক্তই সাজা পেয়েছি। আমায় আর সে কথা মুখে আনতে বলবেন না। কি জানি, আবার একটা বিপদ্ ঘটবার আটক কি?"

আমি বল্লেম, "লুচার! তুমি পণ্ডিত বট, তোমার সাবধানের ত্রুটি নেই, তুমি একটি অগাধ সাবধানী, তুমি যা জানতে, সে সকল আমায় বলা হয়েছে, তাতে আমার ক্ষোভ নেই। তা যা হোক, পরামাণিক! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সেনাপতির নাকি একটি কন্যা আছে?"

"হাঁ, আছে ত বটে, সে বিষয় পরামাণিককে জিজ্ঞাসা কর্‌বার পূর্ব্বেই ত আপনি জানতে পেরেছেন। আপনি সে বিষয়টি চৌচাপটে হাজির জেনেছেন।"

আমি বোল্লেম, "যে একটি পেতনীর মত বুড়ী তাঁর কাছে দিবারাত্র থাকে, সে কে?"

"বুড়ি! বুড়ি! বুড়ি!" লুচার এই বলে বিড় বিড় কোত্তে লাগ্‌লো, যেন কে সে মনে হচ্ছিল না, তাই স্মরণ কোচ্চে।

আমি বল্লেম, "সেই যে কুঁজো অপগণ্ড কদা বুড়ী, তারে কখন তাঁবুর বাইরে, কখন তাঁবুর ভিতরেও দেখ্‌তে পাই।"

লুচার বল্লে "ও হো! ধর্ম্মাবতার! সেই ত্রিবক্র শাকচুন্নির কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চেন? কেন, সে আপনার এই খানাজাত গোলাম, লুচার পরামাণিকের মা।"

আমি শিউরে উঠে বল্লেম, "সে তোমার মা? কই, সে কথা ত কখন বলোনি।"

লুচার বল্লে, "আজ্ঞা না, সে কথা বলিনি সত্য, আমি যে বুক ফুলিয়ে, জাঁক কোরে তার নাম করবো, সে তার যোগ্য নয়, সেই জন্যে চুপ কোরে ছিলেম। আপনার উপরেই ভার দিয়েছিলেম—সে যে আমার মা, তা আপনিই স্থির কোরে লবেন, এইটিই ভেবেছিলেম।"

আমি বল্লেম, "তবে নিঃসন্দেহ তারি অনুরোধে তুমি সেনাপতির বাড়ীর পরামাণিক হয়েছো!" "শুধু তাঁর বাড়ীর কেন, স্বয়ং সেনাপতিরও বটে।" আমার কথার উপর লুচার ঐ কটি কথা বসিয়ে দিলে।

আমি বোল্লেম, "হাঁ হাঁ, বটেই ত, আমার এমন ইচ্ছা না যে, তুমি মান-ছাটা হয়ে, নেড়ামুড় হয়ে থাকো। আচ্ছা, বল দেখি, সেনাপতির কন্যার বয়স কত।"

লুচার বল্লে, "সোবানাল্লা! আমি তা কি জানি, তাঁর বাপ আছে, তাঁরে জিজ্ঞাসা করুন। তা যা হোক, আপনার সঙ্গে যে যাওয়াই ভার হল, ঘোড়াটা পোড়ে গিয়ে অবধি ভাল চোল্‌তে পাচ্চে না। আজ প্রাতে নজফালীকে ক্ষেউরি করা হয় নি, তিনি ঠিকানায় পৌঁছে আমায় যদি ডেকে পাঠান, ডাক্‌বেনি যে, তার সন্দেহ

নেই, তবে ত আমি ঠাঁর মারা গেলেন, তা হলে আমার চাকুরিটি যাবে।” আমি বল্লেম, “অধিক নয়,আর একটু আমার সঙ্গে সঙ্গে চোলে এসো, সম্মুখে ঐ গ্রাম অল্প অল্প দেখা যাচ্চে, ঐ গ্রামে পৌঁছে একটা নূতন টাট্টু খরিদ কোরে দেব, এটা ঐখানে রেখে সেইটে চড়ে যেও। এ টাট্টুর যা সাধ্য, তা কোরেছে, আর সে পেরে ওঠে না।”

“ধর্ম্মাবতার! আমার উপর আপনার সেহাত অনুগ্রহ। এ টাটুটি ছেড়ে দিতে বল্লেন,তা আমি দেবই দেব, আমার তাতে একটুও দুঃখ হবে না। এটা খোঁড়া, চোল্‌তে পারে না, আধ্‌পেটা খেয়ে খেয়ে মড়ার মত হয়ে গেছে, আপনাকে দিব্যি কোরে বোল্‌তে পারি, আধমড়া ঘোড়ার উপর আমার মায়া-দয়া নেই।”

আমি বোল্লেম, “খোঁড়া হওয়া তার দোষ বটে, কিন্তু আধপেটা খোরাকের দোষ আর ঘোড়ার নয়, সেটি তোমারই দোষ!”

পরামাণিক বোল্লে, “আমি যে আমার মড়া টাট্টুর মত পাতলা ছিপছিপে, সে কার দোষ হুজুর? সে কি আমার দোষ? তবে আমাকে রোগার মত দেখায় কেন?”

ও কথার আর কি উত্তর কোরব? শুনে চুপ কোরে রইলেম। পরামাণিক মনে মনে খুসী হল, ভাবলে, এইবার আমি জব্দ হয়েছি, কথার উত্তর দিতে পাল্লেম না। আমরা কথা-বার্ত্তায় গ্রামে পৌঁছিলেম, পরামাণিকের জন্যে একটা টাট্টু ক্রয় করা গেল, সাবেকটিকে ঐ গ্রামে বিদায় কোরে দেওয়া হল, সে গরিব বেচে গেল। এক্ষণে যে লোক-টিকে হস্তগত কোল্লেম, তার দ্বারা সেনা-পতির ঘরের সকল খবরই শুন্‌তে পাব। মুর-মহলের ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে পরামাণিকের মা যে আমার কাছে এসেছিল, এখন সে কথা নুচারকে নির্ভয় হয়ে বল্লেম।

নুচার শুনে বোল্লে, “আপনি তবে যাননি কেন? উপস্থিত কি ত্যাগ কোল্লে আছে?”

আমি বোল্লেম, “যে সময় যাবার কথা ছিল, সে সময় আমি ডেরায় ছিল না।” নুচার বল্লে, “ছি ছি হুজুর! এই রকম কোরে ত যুবতীদের মন রক্ষা কোরবেন। তবেই হয়েছে। আপ-নার কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা আছে, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হয়, কেমন হুজুর! ঠিক ত?”

আমি বোল্লেম, “হাঁ, তা আছে বৈ কি।”

নুচার বল্লে, “তবে কি তাঁরে বিবাহ কর-বার মানস কোরেছেন?”

ঐ কথা শুনে আমি যেন গাছে থেকে পোড়লেম, তারে বল্লেম, “না, তা নাই।”

“তবে তারে মজাবেন, তার পরকাল খাবেন, আপনার সেই মতলব!” নুচার এই কথা বল্লে।

আমি বল্লেম, “তাও না।” নুচার বল্লে,“তবে সেখানে যেতে চাচ্ছেন কেন?”

আমি বল্লেম, “তোর সে সকল কথায় দর-কার কি?”

নুচার ও কথায় কান না দিয়া হঠাৎ বলে উঠল, “আমি গেছি ধর্ম্মাবতার! আমার দফা শেষ হয়েছে! ঐ দেখুন, আপনার নূতন টাট্টুও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল! আপনি যখন খরিদ করেন, তখনি আমি সকল না হোক, প্রায় আধা আধি ঠাওরেছিলেম যে, সাবেক-টার মত এটাও নেংড়া, আপনি কি সেটা লক্ষ্য করেন নি? আঃ! আমার এ দশা, ঘোড়া আর স্ত্রীলোক—এরা ভারি বালাই।” আমি বল্লেম, “তা বটে, কিন্তু যাদের সঙ্গে তোমার জানা-শুনো আছে, তাদেরই পক্ষে সে কথা, তারা নিঃসন্দেহ ভুলে কোথায় পা ফেলতে কোথায় ফেলেছে, কি তারা পা ঠিক রাখতে পারে নি, তাই ঘোড়কে নরদামায় দিয়ে পোড়েছে।”

নুচার বল্লে, “হুজুর! তা যদি বলেন, তবে বড় ঘরের স্ত্রীলোকদেরই পা ঠিক থাকে না, কথায় বলে—“বড় ঘরের বড় কথা”—আমি বল্লেম, “সকল নয়, কোন কোন ঘরে সেইরূপ ঘটে, সে স্থলে আমরা কিন্তু তাদের পশ্চাতে ফেলে চলে যাই, তা ভিন্ন আর কি কোত্তে পারি? তুমি যেন তোমার বুড়ো টাটুটি ফেলে যাচ্চ, সেইরূপ কোরে আমরাও তাদের ফেলে যাই। আর—”

"আর তার চেয়ে আরও একটা বেগড়া সওদা খরিদ করেন।" আমার কথা শেষ না হইতেই ধূর্ত্ত বুড়ার এই উত্তর করিল।

আমি বল্লেম, "আমি দেখছি, স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে তোমার বড় ভাল রায় নয়। নূরমহলের সঙ্গে কারও বিবাহের কথা স্থির হয়েছে কি না, বলতে পার?"

"না, আমি তা জানি নে, তবে আমার এই অনুমান হয়, যদি কারও সঙ্গে লগ্নপত্র হয়ে থাকে, যুবতী তা অনায়াসেই উল্‌টে দেবেন, একবার ভাববেনও না। আপনি স্বচ্ছন্দে গিয়ে বলুন—আমি তোমারে বিবাহ কর্‌ব,—তিনি তাতে রাজি হবেন, পূর্ব্বে যদি কোথাও কথা স্থির হয়ে থাকে ত হয়েছে, তিনি তখনি তা খণ্ডিয়ে দেবেন। আপনি সে ভয় কোরে পেছোবেন না।"

"কে! আমি! আমার সে মনন নেই।" আমি এই উত্তর কোল্লেম।

"আপনি ত মুখে ঐ কথা বল্লেন হুজুর, কিন্তু মনের কথা কে জানে? আমি কারও অন্তরের কথা শুনতে চাইনে, আমার সে স্বভাব নয়। এখন চলুন, তাড়াতাড়ি ছাউনিতে পৌঁছন যাক, সেনাপতির সঙ্গে দেখা কোত্তে হয় হোক্‌, তবে যদি কোন পত্তিকে সেই বিবিটি আবার হাতছাড়া থাকে, তা হলে অনেক বাচোওয়া বটে।"

আমি মনে মনে বল্লেম, "জগদীশ্বর তা না করুন।" তার পরেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেম, সে চার পা তুলে লাফাতে লাফাতে দৌড়ল। পরামাণিক নূতন টাট্টুটির উপর সোয়ার হয়ে পেছনে পেছনে ছুট্‌ল, টাট্টুটি অক্লেশেই আমার ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। কোন বিষয়-কার্য্যের কথা লয়ে রাজকুমারের সঙ্গে নজফালীর ভারি বচসা হয়ে মন ভাঙ্গাভাঙ্গি হয়েছে, ছাউনিতে পৌঁছেই সর্ব্বপ্রথম এই খোস খবর শুনলেম। নজফালী অতিশয় বদমেজাজি, তাই সাহস কোরে কেউ তাঁর নকটে যেতে পাচ্চে না। যেরূপ মনান্তর হয়েছে, সকলেই বল্‌ছে, আর তাঁদের কখন মনের মিল হবে না, যা ভেঙ্গেছে, জন্মের মত ভেঙ্গেছে, আর তা যোড়া লাগ্‌বে না—শুনে বড় খুসী হলেম, মনে মনে মান্‌ছি, পরমেশ্বর যেন তাই করেন, আর যেন তাদের ভাবপ্রণয় না হয়। তার কারণ এই, আমার মনে ভারি সন্দেহ জন্মেছিল, যাতে রাজপুত্রের স্বার্থের অনিষ্ট হয়, নজফালী তলে তলে সেই ফিকির, সেই কৌশল কোচ্ছেন। দ্বিতীয় কারণ এই, তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে, আমার উত্তর উত্তর ভাল হয়, আমার উন্নতির প্রতি তিনি একান্ত প্রতিবাদী ছিলেন, সেটি আমি প্রত্যক্ষ জান্‌তে পেরেছিলেম। তদ্ভিন্ন তিনি যদি কোন সূত্রে সন্ধান পান যে, আমিই মূলীভূত হয়ে দেলজানকে সরিয়ে তফাত কোরে দিয়েছি, তবে আর আমাকে অম্নি ছাড়্‌বেন না, তাঁর কোপে পোড়্‌লে আমার কি না ক্ষতি হবে। লোকের মুখে যে, সে বিষয়ের কাণাঘুস শুনতে পাবেন না, তা ত আমার বিশ্বাস হয় না। সেই বুড়ার সঙ্গে যে কথা ছিল তা রক্ষা কোত্তে পারিনি, সে আজ সন্ধ্যা না হতেই, ঘরে বাতি না জাল্‌তেই জোর কোরে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে বসল। কেন যাইনি, কোথায় গেছিলেম, কি কাজে ছিলেম, সে এই সকল কথা পেড়ে গোলমাল কোত্তে লাগ্‌ল, আমি আবার তারে যত পাল্লেম, নানাপ্রকার কোরে বোঝাতে লাগ্‌লেম, এতে যে দেলজানের সম্বন্ধে লোকে আমাকে সন্দেহ কোর্‌বে না, সে কথার প্রতি বিশ্বাস কি?

বুড়া বোল্লে, "হুজুর! আপনি যে বেঁচে আছেন, তাই দেখে আমি খুসী হলেম, সেই যে তালগাছের মতন দিক্‌সড়িঙ্গে আকৃতিটে কাল সন্ধ্যার সময় আমাদের সুমুখ দিয়ে চলে গেল গেল, আমি মনে কোরেছিলেম, সেই বুঝি জলে চুড়চুড়ি খাইয়ে আপনাকে মেরে ফেলেছে।" আমি বল্লেম, "সত্য না কি, কেন, তুমি তা মনে কোচ্চ কেন?"

"কেন ধর্ম্মাবতার! কাল কি একটা ভারি বিপদ্ ঘট্‌তে পাত্তো না? এমন কি কোন কারণ ছিল না?" আমি বল্লেম, "না, বিপদ্ ঘট্‌বে কেন? আমার বিপদ্ হবে, তুমি তা কিসে বোধ কোচ্চ? স্থানান্তরে বিষয়-কর্ম্মের বরাত ছিল, তাই আমার কথার ব্যতিক্রম

হয়েছে, তাতে বিপদের কথা কেন?" আমি ঢোক গিলতে গিলতে এই উত্তর কোল্লেম।

"হুজুর! একি শাক দিয়ে মাছ ঢাকা? আপনার বেশ রাত-বেড়ান রোগ আছে, এই রকম কোরে না জানি, কত যুবতীকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মেরেছেন, ছি! ঘেন্নায় মরি আর কি।" বুড়ী এই ঠাট্টা কোল্লে।

আমি বল্লেম, "তা নয় বাছা, বারফট্‌কা রোগ আমার নেই।"

বৃদ্ধা বল্লে, "আপনার ধ্যান দেখে আর বাঁচিনে, মাছ খায় না বতনী, পাতে তিনটে খোল্‌সে, কি করে বতনী, না কোণে তিন্‌টে মিন্‌বে, বড় সতী আপনি। "বড় মুখখান কোরে এসেছিলেম, আপনি তারমত বেশ মান রেখেছেন যা হোক্। যোলকলায় পূর্ণ একটি যুবতী আপনাকে ডেকেছিলেন, আপনি তারে আশ্বাস দিয়ে নৈরাশ কোল্লেন, সে যুবতী হয়ে তার এত অপমান! তাও কি পোড়া প্রাণে সয়? আমি বড় নির্ব্বিয়ে, তাই আবার আপনার সঙ্গে কথা কোচ্চি।" আমি বোল্লেম, "তুমি না জেনে না শুনে সুধু সুধু আমার মণি-চোরা বদনাম দিচ্ছো, আমার যেন নষ্টচন্দ্রের কলঙ্ক হল।"

বৃদ্ধা বল্লে, "বেশ হয়েছে, যেমন গায় পড়ে সাধতে এসেছিলেম, তার মত আক্কেল সেলামি পেয়েছি। ঘাটে গেছিল বাঘের মা, দেখে এলো বাঘের পা, সে বল্লে, আমি শুনলেম, মরি-বত্তি ব ঘ দেখ্‌লেম। লাভের মধ্যে আমাদের কেবল কাট্‌না কামাই।"

আমি বোল্লেম, "আমারে বাছা সাধে সাধে তিরস্কার কোচ্চো কেন? আমার মনে কোন পাপ নেই, সত্যই বলছি, কোন কাজের বরাত ছিল, তাই সেখানে গেছিলেম, তুমি—"

বৃদ্ধা অমনি বল্লে, "তা বুঝেছি আসতে যেতে হল বেলা, তোমার কর্ম্মে আমার হেলা! আপনার বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ড সব জান্‌তে পেরিছি, আপনি দিনে ডাকাত কোত্তে পারেন, এখন কাণের জল কাম দিয়ে বেরুলে বাঁচি। বারফট্‌কা রোগে ধোল্লে তার কি কাজ কথার ঠিক্ থাকে? যে থাক, আপনার যে দুর্জ্জয় বরাত ছিল, বোধ হয় একণে তা মিটে গেছে। এখন ত আর কোন ওজর-আপত্তি নেই, তবে আমার সঙ্গে চলুন, আজ আপনাকে যেতেই হবে। আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলেম, "আচ্ছা, চল যাই, মিষ্টি খেতে কার অরুচি?"

বৃদ্ধা বল্লে, "আপনি কি মনে কোরেছেন, যুবতী আপনার হুকুম-মত চোল্‌বেন? তাই আপনি যখন সুবিধা হবে যাবেন, না হয়, না যাবেন? মনে বড় সাধ, চোড়বো বাঘের কাঁধ —হুজুর! সেটি হবে না, মেগের কাছে পেকের বড়াই খাট্‌বে না—আপনাকেই উমেদারি কোত্তে হবে, আপনিই তাঁরে সাধবেন, খোষামদ কর্‌বেন, তবে যদি কোন গতিকে যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ত হলো; না হয়, হলো না। আপনাকে একটি চূড়ান্ত কথা বলি, হুজুর! আপনি সচিব-কন্যার সঙ্গে বেগড়াবেগড়ি কোর্‌বেন না, অপ্রণয় না কোরে, তাঁর সঙ্গে ভাব-প্রণয় রাখ্‌লে আপনি বুদ্ধিমানের মত কাজ কোর্‌বেন।"

আমি বোল্লেম, "আমি যে তাঁর সঙ্গে ভাব-প্রণয় কোর্‌ব, সে অবকাশ আমাকে তিনি দেন কই? মন চায় ধন, দেয় কোন্ জন?"

বৃদ্ধা বলিল, "কেন, অবকাশ ত একবার আপনাকে দেছেন, আপনিই না তার অনাদর কোল্লেন। তার চেয়ে না কি একটা ভারি গুরুতর বরাতের অনুরোধ ছিল, তাই আর এ পরিবের দিকে হেল্লেন না, হেলাশ্রদ্ধা কোরে অগ্রাহ্য কোল্লেন; আপনার শরীরে মায়াও নেই, দয়াও নেই, আপনি কোন্ প্রাণে অমন সুন্দরী যুবতীকে কাঁদালেন বলুন দেখি?"

আমি বোল্লেম, "বাছা! তোমার হাসি-কান্না বোঝা যায় না, ছল কোরে, কি তামাসা কোরে বলছো, কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে।"

বৃদ্ধা বলিল, "আঃ আমার দশা, এখন তামাসা বল্‌বেন বৈ কি, আপনার দিন ত কিনে বসেছেন, মতলব ত হাসিল হয়েছে, তা হলেই হলো। কথায় বলে, আড় নয়ান বাঁকা ভ্রু, সে জন নাটের গুরু। আপনি এতও নাট ভিব্‌রুটী শিখেছেন! হুজুর সেলাম।"—এই বলে বৃদ্ধা চলে গেল, আমি এখন ফাঁপরে পড়্‌লেম,

ভেবেই অস্থির, যে জন্যে সে দিন আমি কথা রক্ষা কোত্তে পারি নি, তার মর্ম্ম কি বৃদ্ধা যথার্থই টের পেয়েছে? না পায় নি, কেবল আন্দাজে আন্দাজে উঠন-চালাকি কোরে গেল? এখন আমার স্পষ্ট অভিসন্ধি এই, নূরমহলের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়, তাঁর প্রতি যে বাহিক ঔদাস্য প্রকাশ করা হয়েছে, একবার দেখা কোরে, তাঁর হাতে পায়ে ধোরে প্রাণপণে চেষ্টা পেয়ে দেখি, যদি অপরাধের মার্জ্জনা হয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

অনাথার দৈব সখা। অসৎকর্ম্মের বিপরীত ফল।

রাত কিঞ্চিৎ অধিক হয়েছে, আমি ঘুমিয়ে ছিলেম, চেঁচাচেঁচিতে জেগে উঠ্‌লেম। গেলেম রে, মলেম রে, মাল্লে রে, সাল্লে রে, নজফালীর তাঁবুর মধ্যে এই ভয়ঙ্কর চীৎকারধ্বনি হোচ্চে শুনতে পেলেম। মনে কোল্লেম, এত রাত্রে তাঁর তাঁবুতে যখন কান্নাহাটির তুফান উঠেছে, তখন হয় ত নজফালী ধরুমার্ বাঁধিয়ে দেছেন—হয় ত সপরিবারকে খানখান কোরে কেটে তামাসা দেখ্‌ছেন। বারবার চীৎকারের উপর চীৎকার কোরে তামাম ছাউনি অস্থির কোরে তুল্‌ছে, তথাচ কেউ একবার বেরিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌লে না যে,কি হোচ্চে,কেন কাঁদ্‌ছে,একটু উঠে গিয়ে যে আরঙ্গজেবের সেনাপতিকে নিষেধ করে, এমন একটি প্রাণীও দেখ্‌লেম না, কেউ নড়লোও না। আমি শুয়ে কান খাড়া কোরে আছি, এমন সময়ে একটি লোক বার থেকে ডেকে বল্লে, "হুজুর! দরজা খুলে দিন, আমি তাঁবুর মধ্যে যাব।" এ ব্যক্তি আর কেউ নয়—পরামানিক লুচার।

পরা। দোহাই আল্লার—আপনি কি কিছু শুনতে পাচ্চেন না? ওদিকে যে কান পাতা যায় না, ভারি রগড় উঠেছে, চীৎকারের ভারি ধুম বেধে গেছে যে।

আমি বোল্লেম, "হাঁ, পাচ্চি বৈ কি। কেন এত কাঁদাকাটা হোচ্চে? কে কাঁদ্‌ছে?"

পরা। আর কে কাঁদবে, আমার মা, সেই হতভাগিনী কাঁদ্‌ছে। তার বুড় আঙ্গুল মোড়া দিয়ে মুচ্‌ড়িয়ে ভাঙ্গ্‌ছে, তাই সে তত চীৎকার কোচ্চে।

আমি বোল্লেম, "লুচার! তোর মাকেই কি তত পীড়ন কোচ্চে? কেন, কি কোরেছে সে?"

পরা। ওঃ! তা কি আপনি জানেন না? সেই যে, সকলের শেষে যে গ্রাম ফেলে এসেছি, ঐ গ্রামে যে রাত্রে সেই বিবিটি লুকিয়ে প্রস্থান করেন, সেই দিন সন্ধ্যার সময় পুকুরের ধারে সে কার সঙ্গে কথা কোচ্ছিল, সেই কথা তাকে বল্‌তে বলে।

ঐ কথা শুনে আমার ভারি দুর্ভাবনা হলো, ভাব্‌লেম, তবে হয় ত আমাকেই লয়ে টানাটানি পোড়্‌বে। বুড়ী যত চীৎকার কোত্তে লাগ্‌ল, আমার প্রাণ চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, বৃদ্ধা যে আমার নাম কোর্‌বে, সে বিষয়ে আমার তিলার্দ্ধও সন্দেহ ছিল না। আমি বোল্লেম, "ভাল, লুচার! তোর মা যে সে রাত্রে ঘাটে বসে কারও সঙ্গে কথা কয়েছিল, এ কথা তারা কেমন করে জান্‌তে পাল্লে।"

পরা। সে অনেক কথা। কলমবেগ একটি আভাঙ্গা কেউটে সাপ, ভারি ধূর্ত্ত, ভারি বজ্জাৎ সে তাকেই আগে সন্দেহ কোরে সেনাপতি রাগপ্রকাশ করেন,কলমবেগ বোল্লে, 'আমি এ বিষয়ের কিছুই জানিনে, তবে আচ্ছা, যে ব্যক্তি সেই বিবিকে ভাগিয়ে দেছে, আর যে প্রকারে সে পালিয়েছে, আমি তা সন্ধান কোরে বার কোরে দেব, যদি না পারি, তখন যা ভাল হয় কোর্‌বেন।' এই কথা বলে সে আপনার ধূর্ত্তমি বুদ্ধি খাটাতে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ বোসে বোসে কি ভাব্‌লে, শেষে তার মনে পড়্‌ল, সেই দিন সন্ধ্যার সময় পুকুরের ধারে আমার মা কার্ সঙ্গে চুপে চুপে ফিস্‌ফাস্ কোরে কথা কোচ্ছিল, কিন্তু কে সে ব্যক্তি, সে তা বল্‌তে পারে না, বল্লে, আমার মাকে মোড়া দিয়ে, মারপিট কোরে সে কথা বার কোরে নেবে। ধর্ম্মাবতার! আমার মা যার নাম কোর্‌বে, জগদীশ্বর যেন তাকে রক্ষা করেন, নচেৎ তার

নিস্তার নেই—হুজুর! ঐ! ঐ শুনুন, মা চীৎকার কোচ্ছে, আর সে কতক্ষণ না বলে থাকৃতে পারে?

আমি বোল্লেম,"কেন,তার স্বামিনী কোথায়? তিনি এসে নিষেধ করেন না কেন? তাঁর উচিত, বুক্ দিয়ে পড়ে গরিব বৃদ্ধাকে রক্ষা করেন। আমার ত আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে যে, কি কোরে সে এতক্ষণ তত যন্ত্রণা সয়ে আছে।" ঐ কথা বলে, কাঁদো কাঁদো হয়ে, মুখ কাঁচোমচো করে, ভাবৃতে লাগ্‌লেম, হয় ত বুড়ী পেটের ছুরী হোয়ে সব কথা বোলে দেবে।

পরা। হুজুর! আমার মাকে চেনেন না, সে মাগী ভারি ধাগী, সে পাহাড়ে হারামজাদা, তার কাছ থেকে যে কথা বার কোরে লয়, সে আমার হরির খুড়। হুজুর! তার প্রাণে একটু ভয় নেই, কার সাধ্য তার পেটের কথা বার কোরে? বেদিনীরে বোলে থাকে, 'আমি এমনি দম লাগাই, ভেল্‌কিতে ভেড়া বানাই,দিনে তারা দেখাই।' আমার মাও একজন সেই দরের লোক, তাতে তার বেশ হাতযশ আছে। সে মনে মনে পাকচক্র কোরে এমনি একটা ফেরেব সাজাচ্ছে যে, তার তুলনা নেই, সে অমূল্য! মার খেতে খেতে শেষে সেই কথাটি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পোড়্‌বে। হুজুর! এ যদি না হয় তো কি বলেছি! কি ফেরেব কোর্‌বে, তার তাক্‌বাক্ পাচ্ছে না, তাতেই দেরি হোচ্ছে। হুজুর! এ যদি না হয়, আমার মুখ দেখবেন না। আমি আমার মার কারসাজী দেখে দেখে হদ্দ হোয়েছি, কি বোল্‌বে, ঠাউরে উঠ্‌তে পাচ্ছে না, তাই এতক্ষণ পোড়ে মার খাচ্ছে, আর হকুপাক কোচ্ছে।

আমার একান্ত ইচ্ছা যে, সেইটিই ঘটে, বৃদ্ধা যেন মিথ্যা কথাই বলে। তার পরেই কান পেতে শুনি, আর সে চেঁচাচেঁচি নেই,বৃদ্ধা আর চীৎকার কোচ্ছে না। তারে বুঝি কবুল কোরিয়ে লয়েছে, তবে আমিই বুঝি নজফালীর ক্রোধের ভাজন হোলেম,আমার এখন সেই ভয় হলো। আমি পরামাণিক্‌কে বোল্লেম, "পরামাণিক! তুমি একবার সেখানে যাও, শুনে এসো দেখি, সে কার নাম কোল্লে? পরামাণিক রাজধূর্ত্ত, সে কি আর সে রাত্রে আমার তাঁবুর মধ্যে মাথা গলায়—সে, যে গেল, সে রাত্রে আর ফিল্লো না। আমি পোড়ে পোড়ে কত কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, কত কি মনে উদয় হোতে লাগ্‌ল,কখন ভয় হোচ্ছে ভাব্‌ছি হয় ত মাগী আমারই নাম কোরেছে, আবার কখন সাহসও হোচ্ছে যদি কোরেই থাকে, তাতেই বা আমার ভয় কি? এইরূপ কখন ভয়, কখন সাহস হোতে হোতে বাকী রাত্‌টুকু কেটে গেল। তার পরদিনও উদয়-অস্ত পর্য্যন্ত ঐ গ্রামে আমাদের থাক্‌তে হোয়েছিল,তাতেই নজফালী তাঁর নিজের বিষয়কার্য্য দেখ্‌বার নিমিত্তে অজস্র অবকাশ পেয়েছিলেন। প্রভাতও হলো, তার সঙ্গে পরামাণিকও দেখা দিলে। ক্ষেউরী কোর্‌বার সময় লুচারের হাত মুখ সমান চল্‌তো। আমি বোল্লেম, "লুচার! খবর কি বল, তোর মা কি কারও নাম কোরেছে?"

পরামাণিক একটু ভেবে, শেষে বোল্লে, "হাঁ, কোরেছে বৈ কি,কিন্তু যারই নাম করুক, আসল ব্যক্তি যিনি, যিনি এ কাজের গুরু, তার নাম সে কখনই কোরে নি, তা আমার নিশ্চয় জানা আছে।"

আমি বোল্লেম, "তবে সে কার নাম কোল্লে?"

পরা। কেন, সে যার নাম কোরেছে, শুনে সকলে অবাক্ হোয়ে গেল। বুড়ী বোল্লে, 'কলমবেগের সহকারী রুস্তমের সঙ্গে কথা কোচ্ছিলেম। আমার মা একটি মস্ত ডাকসাইটে বল্‌লে, সে স্বচ্ছন্দে কোরান ছুঁয়ে শপথ কোরে বোল্লে.'রুস্তম্ আমাকে বোল্লে,আমি এই রাত্রেই বিবিকে সরিয়ে তফাৎ কোরে দেব, তুই এতে মদত্ দিস্, এত টাকা পাবি।' এ কথা অপর কেউ হোলে গ্রাহ্য কত্তো না সত্য, কিন্তু নজফালীর মনে বেশ লেগে গেল। সচিব বড় সন্দিগ্ধচিত্ত, আপনার কারপরদাজকে বিশ্বাস কোত্তেন না—তাঁর সে স্বভাব ছিল না। মা যে যে কথাগুলি বোল্লে, নজফালী সে সমুদয় মেনে নিলে। সেনাপতি আগে মনে কোরেছিলেন—কলম্‌বেগের গাফিলেতেই মেয়ে মানুষটি হাত-ছাড়া

হোয়ে গেছে,কিন্তু মার মুখে শেষে ঐ কথা শুনে তাঁর বেশ বিশ্বাস হলো যে, শুধু গাফিলি নয়, এর মধ্যে তার কারসাজিও আছে, তাতে ক'জেই কলমবেগের অপরাধ সপ্রমাণ হলো। হুজুর! ঐ যে একটু তফাতে পুরান কেল্লা দেখা যাচ্ছে, কলমবেগ আর রুস্তম—ঐ ছুটি তালেবর বজ্জাৎকে ঐ কেল্লায় রওনা কোরে দেওয়া হোয়েছে তাদের দফা কিরূপে নিকেশ কোত্তে হবে, সে হুকুম কেল্লাদার গোপনে গোপনে তখনই পেয়েছে, পেয়েছে যে, তার সন্দেহ নেই, হুজুর! সে ধরা কথা। বেটারা যেমন আমার মাকে ফাঁসাতে গেছিল, এখন তেমনই জব্দ হোয়েছে, এখন বেটারা আপন চরকায় তেল দিক্। উল্‌টে চোরা গৃহস্থ বাঁধে, এ ঠিক তাই হোয়েছে।

আমি বোল্লেম, "পরামাণিক! তোর মা ত চিরকালই ফেরেব আর দাগাবাজির কথা বোলে বেড়ায়, এইবার হয় ত সে সত্য কথাই বোলেছে।"

পরামাণিক। আজ্ঞা, আমি যদি ভিতরের খবর না জান্‌তেম,তবে একদিন সেকথা বোল্লেও বোল্‌তে পাত্তেন। মা এবার যেমন বুদ্ধি খরচ কোরে মিথ্যা ফন্দী বার কোরেছে, এমন তার বয়সে কখন হয় নি—এবার সে টেক্কা দিয়েছে, এমন ফেরেব সাজাতে কেউ পারে না। এক লড়িতে সাত সাপ মারা—এ হুবহু তাই হোয়েছে।

আমি বোল্লেম,"আচ্ছা,যদি রুস্তমের অজ্ঞাতে এ ঘটনা হয়ে থাকে, সে যদি তার কিছুই না জানে, তবে কার সহায় পেয়ে বিবি পালিয়ে গেল? কে তাঁরে ভাগিয়ে দিলে?"

পরামাণিক। কেন, হুজুরই ত তার মূলাধার, আপনিই ত তাঁরে সোরিয়ে দেছেন। হুজুর! আর নাটভিরকুটি কেন? আমি সব জানি।"

আমি ত শুনে অজ্ঞান,তারে বোল্লেম,"কি? আমি! তোর এত বড় কথা! তুই কিঁ সাহসে ও কথা বল্লি? আমি যে তাঁরে তফাৎ কোরে দিইছি, তার প্রমাণ কি?"

আমার কথা না ফুরাতে না ফুরাতে পরামাণিক বোল্লে, "হুজুর! ক্ষান্ত হোন, কাহু ছাড়া কীর্ত্তন নেই, আপনিই ত নাটের গুরু"—এই কথা বোলে লুচার আঙ্গুল দিয়ে নাটার মত কটাচক্ষু ছুটি, আর কুলোর মতন চেহারার কান ছুটি দেখিয়ে দিলে। আমি বোল্লেম,"অবশ্য, তুই যদি কানে শুনে থাকিস, আর চোকে দেখে থাকিস, তবে তোর কথা মানি, তা হলে আর প্রমাণ চাই না, কিন্তু কেমন কোরে দেখ্‌লি, আর কোথায় শুন্‌লি, তা তোকে বল্‌তে হবে।"

পরামাণিক। হুজুর! কেন আর ঠকেন, আমি সকলই জানি, চক্ষে দেখিছি, কানে শুনেছি, কিন্তু দেখুন হুজুর! লুচার কেমন বিশ্বাসী, মার কাছে এ কথার বাষ্পও বলি নি, এ কথা লোয়ে একবার নিশ্বাসও ফেলি নি। তার সঙ্গে একবার দেখাও করি নি যে, দু'দণ্ড বোসে কথাবাৰ্ত্তা কই।

আমি বোল্লেম, "তা ত বুঝ্‌লেম, কিন্তু কি কোরে দেখ্‌লি, আর কি কোরেই বা শুন্‌লি, সে কথা আমায় আগে বল্‌তে হবে। তখন তুই কোথা লুকিয়ে ছিলি?"

পরামাণিক। লুকিয়ে আর কোথা থাকব, আপনার বিছানাতেই ছিলেম। আমি পেটেলের বাড়ীতে শুয়ে আছি, আপনি রাজপুত্রের দোহাই দিয়ে দোর খুলে দে, দোর খুলে দে বোলে ডাকাডাকি কোচ্ছিলেন, সেই চেঁচাচেঁচিতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

আমি বোল্লেম,"আল্লার দিব্যি,যদি ভাঁড়াস, তুই সে রাত্রে পেটেলের বাড়ীতে কেন গেছিলি?"

পরামাণিক। ধর্ম্মাবতার! আমি ভিজে কাপড়ে, আর ভিজে বিছানায় শুতে ভারি নারাজ, আমি তাতে বড় বিরক্ত, যদি ভাল বাড়ী, আর ভাল বিছানা পাই, তা হোলে বেশ আরামে নিদ্রা যাই, কোন কষ্ট হয় না। এ পাড়া ও পাড়া কোরে গ্রামময় দৌড়ে বেড়ালেম, কোনখানেই মনের মতন স্থান মিল্লো না যে, রাতটুকু শুয়ে থাকি, শেষে বালু পেটেলের সঙ্গে পথে দেখা হলো, তার সঙ্গে আমার পুরন আলাপ, তাই তার ঘরে শুয়েছিলেম।"

আমি বোল্লেম, "লুচার! খবরদার! পেটের

কথা যেন পেটেই থাকে, মুখের বার করো না। আমি তোমারে বেশ খুসী কোর্‌ব।"

পরামাণিক। যে আজ্ঞা হুজুর! আপনার কথা কি আমি অমান্য কোত্তে পারি। কিন্তু হুজুর! একটা কথা বোল্‌তে চাই, অনুমতি করেন ত বলি, আমার মাকে যেন বিস্মৃত না হন, দেখুন, কত নির্ঘাৎ পীড়ন তার শরীরের উপর দিয়ে গেছে, তবু সে আপনার নাম করে নি, সুধু সে কেমন চালাকি খেলেছ দেখুন, আপনাকেও বাঁচালে, যারা রক্ষক ছিল, উল্‌টে আবার তাদেরই শাস্তি দিয়ে দিলে।" সে কথা মিথ্যা নয়, এই ভেবে আমি তার হাতে দশ খান মোহর দিলেম, বোল্লেম, "তোর মাকে দিস্, আর বলিস, তার সঙ্গে যেন একবার অবশ্য অবশ্য দেখা হয়।"

পরামাণিক। হুজুর! উতলা হবেন না, এ সকল কাজ তাড়াতাড়ির নয়—মার সঙ্গে দেখা এখন কোন মতেই হতে পারবে না। দিন কয়েক চুপচাপ কোরে থাকুন। সে আগে ধাক্কা সামলাক, শেষে মকায় নে যাবে। কাল যখন ক্ষেউরী কোত্তে যাব,সেই সময় এই মোহরগুলি তাকে দেব। এই কথা বলে ধূর্ত্ত পরামাণিক শির ঝুঁকিয়ে সেলাম কোরে অন্তর্ধ্যান হল।

দুই দিবস অমনি টায় টায় কেটে গেল, তার মধ্যে আর কোন নূতন ঘটনা হয় নি। একে বর্ষাকাল, তাতে আবার অনেক পথ চল্‌তে হোচ্ছে,লোক ভেক্ত বিরক্ত হতে লাগ্‌ল। পথ চলে চলে আর পেরে উঠে না, ক্লান্ত হয়ে পোড়েছে, "এসে এমন ঝকমারিও কোরেছি, এর চেয়ে না আসাই ভাল ছিল, হাঁট্‌তে হাঁটতে নাড়ী ব্যথা হল, পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেল।" ছাউনি শুদ্ধ সকলে এইরূপ গজর্‌গজর কোত্তে লাগ্‌ল। বিশেষতঃ পরামাণিদের মা সকলের চেয়ে জেয়াদা অসুখী হল। একটা ফেরেব ফন্দী ভিন্ন তার পেটের ভাত হজম হয় না। হয় ঠকামি, নয় চুকলি, নয় এখানকার কথা সেখানে, সেখানকার কথা এখানে, এইরূপ একটা না একটা ফেরেকো লয়ে সে থাক্‌তেই চায়, তার দিন ফাঁক যায় না,এ দুদিন কিন্তু সে সকল কিছুই নেই, কেবল নিরবচ্ছিন্ন বসে আছে, এরূপ নিশ্চল, বিশেষতঃ এত দিন সে কোন কালেই ছিল না, সেই দুঃখে লুচারের মা মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছে। যে দিন বুড় আঙ্গুল মোড়া হয়ে তাকে সাজা দেওয়া হয়, তার তিন দিনের দিন বৃদ্ধা না বলে না কোয়ে হঠাৎ আমার কাছে এসে উপস্থিত, আমি তখন আমার আড্‌ডায় বসে আছি, তাতেই বেশ বোধ হল, সে একটা পাকচক্র ভিন্ন থাক্‌তে পারে না। আঙ্গুলটি তখনও বাঁধা আছে, মুখ্‌টি শুকিয়ে তুব্‌ড়িয়ে গেছে, পূর্ব্বে যেমন দেখে-ছিলেম, তার চেয়ে যেন আরো দশ বৎসরের বুড়ী হয়েছে, তার চেহারা দেখে এমনি জ্ঞান হতে লাগ্‌ল। আমি তারে দেখে বল্লেম, "আরে কে ও! এ যে দেখি, মেঘ চাইতে জল! বাছা! খবর কি বল, কেমন আছ এখন?"

"কেমন আছি, এখন সে কথা বল্‌বেই ত! কথায় বলে, আপনার মান আপনি রাখো, কাটাকাণ চুল দিয়ে ঢাকো। আমার তাই হয়েছে—এই দেখো আমার হাল,—এ শুদ্ধ আপনারই জন্যে।" বুড়ী এই উত্তর কোল্লে।

আমি বল্লেম, "না,না, আমার জন্যে কেন? ও তোমার দোকানদারী কথা।"

বৃদ্ধা। কি! আপনার জন্যে না?—বেশ! ভাল বল্লেন!—অবাক কলি পাপে ভরা! আপ-নার দোষ কেউ দেখে না—আপনার ঘোল কেউ টক বলে না—কালে কালে কতই হবে! আঃ আমার পোড়াকপাল—যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর— আপনাকে কি পুকুরের ধারে খুঁজতে যাই নি? তাতেই ত সেই বজ্জাৎ বেটা কলমবেগ আমায় দেখে চিনে ফেল্লে। আমি আপনাকে বল্‌ছি, আঙ্গুল মোড়ার বেজায় যাতনা, আমি বোলে সয়ে ছিলেম, অন্য কেউ হলে কখনই পাত্তো না। একবার একটু কষে মোড়া দিলে বেদনার জ্বালায় সে ধড়ফড় কোরে আপনার নাম বলে ফেল্‌তো।

আমি বল্লেম, "সে কথা মিথ্যা নয়, তুমি কিন্তু আমায় বেশ বাঁচিয়ে দেছো, ধন্যি মেয়ে তুমি বাছা! ধন্যি তোমার বুকের পাটা! তোমার বেশ তারিফ আছে। বকসিসের

হিসাবে কিছু দিইছি, সুচারের হাতে, তুমি তা পেয়েছো বোধ হয়?"

বৃদ্ধা। কই, সে তো আমায় কিছু দেয় নি! আজ তিন দিন তার সঙ্গে আমার দেখা নেই।

আমি বল্লেম,"সে কি! দেখা হয় নি? দশ-খান মোহর তুমি পাও নি? সে তোমায় দেয় নি?"

বৃদ্ধা। আল্লাকরীম! দশখান মোহর! তোবা! যে অবধি জুর ভাঁড় ধোতে শিখেছে, দশকড়া কড়িও কখন হাত তুলে দেয় নি, তা দশ খান মোহর দেবে! আমার ছেলে তাতে বেশ মজবুত, উবুড় হস্ত কাকে বলে, সে তা জানে না, তার আঙুল দিয়ে জল গলে না। হুজুর! আমি তার মা, কিন্তু সে আমারে হাটের হাড়িনী কোরে রেখেছে।

আমি বল্লেম, "কি করবো বাছা! আমি তার হাতে দিয়ে বল্লেম, তোর মাকে দিস, সে বল্লে, 'যে আজ্ঞা, দেব'। তবে তুমি হ্যাকামো কোরে কি সত্য কোরে বোল্‌ছো, তা জানিনে, তোমাদের হাসি-কান্না বোঝা ভার।"

"কি লজ্জা! কি ঘেন্নার কথা! ও মা, আমি কোথা যাব! আমি পেয়ে কি মিথ্যা বল্‌ছি? ধর্ম্মাবতার! আমার যে ঐ ছেলেটি দেখ্‌ছেন, উটি ভারি জোচ্চোর, মিথ্যা কথায় তার নাড়ী কাটা, তার বাপও ঐরূপ ছিল, মিথ্যা না বল্লে তার পেটের ভাত হজম হতো না, বাবাগে ছেলেও কি ঠিক বাপের মত হবে না! সে যেন উগরিয়ে দে গেছে! আহা হোক! সে ঠক বহ্‌লে হয়ে বেঁচে থাক্‌, আল্লা তারে বাঁচিয়ে রাখুন।" বুড়ী এই কাঁদুনি গাইলে।

আমি বল্লেম, "তোমার ছেলে শুধু বহ্‌লে নয়, তার বাপের মতন একটু একটু হাতটানও আছে।"

বৃদ্ধা। হুজুর! বড় একটু একটু নয়, চোরা স্বভাবটা তার বেশ আছে, তার বাপের চেয়ে এক গ্রাম উপরে চলে। টাকা কড়ি দিয়ে তারে বড় বিশ্বাস কোরবেন না। কিন্তু যদি কোন গোপনীয় বিষয় থাকে, সে কথা তাকে বলবেন, তাতে তারে অবিশ্বাস নাই, সে তা প্রাণান্তেও মুখেও বার কোরবে না, কেউ যে দম দিয়ে, কি টাকার লোভ দেখিয়ে তার কাছ থেকে কথা লবেন, সে অনেক দূরের কথা। সুচার আমার তেমন ছেলে নয়, ঝিনুকের মধ্যে যেমন মা মতী থাকে, কেউ জানতে পারে না, সে গোপনীয় কথা সেইরূপ যত্ন কোরে রাখে, কারও জান্‌বার সাধ্য নেই।

আমি বল্লেম, "সে কথা মিথ্যা নয়, আমা-রও তা বিশ্বাস হয়। কিন্তু মোহরের কথাটা একবার তারে জিজ্ঞাসা কোত্তে হবে। সে আমায় ফাঁকি দিয়ে পার পেতে পারবে না।"

বৃদ্ধা। জিজ্ঞাসা কোত্তে চান করুন, কিন্তু তাতে লাভ কি? সে বোল্‌বে, "আমি দিইছি।" আমি যে আপনাকে বল্‌ছি,—ঐ কথা তার মুখে শুনবেন। দূর হোক্ গে, ও কথা যেতে দাও। আপনার কাছে আমি বক্‌সিসের জন্যে আসিনি,—একটা কথা বল্‌ব তাই একবার বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এলেম, বলি যাই, দেখেও আসি আপনি কেমন আছেন। কাল নজফালী খাঁ পাহাড়ের উপর একটা কেল্লা দেখ্‌তে যাবেন, সে দিন আর ফির্‌বেন না, সেইখানেই থাকবেন। কেল্লাটা বড় নিকট নয়, আমাদের কুচের সরেরাস্তা থেকে দশ কোশ দূরে। এই একটি সুযোগ, আপনার অন্তঃকরণ যদি পাষাণের মতন শক্ত না হয়, তবে এই সুযোগে একটি পরমা সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে,—তেমন সুন্দরী কখন চক্ষে দেখো নি,—যতক্ষণ ইচ্ছা হয়,বোসে আমোদ-আহ্লাদ কোর্‌বেন।

আমি বল্লেম, "সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা বাদে খেয়ে দেয়ে প্রস্তুত হয়ে থাক্‌ব।"

বৃদ্ধা। আচ্ছা, ঐ কথাই স্থির, তবে এখন আমি যাই।" এই কথা বলে সে খুস্‌নী বুড়ী চলে গেল।

হয় ত আমার উপর নূরমহলের অন্তঃকরণ চলেছে, তাই যুবতী ব্যগ্র হয়ে বেড়াচ্ছেন কবে একবার দেখা-সাক্ষাৎ হবে। অথবা কি একটা ভারি প্রয়োজনের কথা আছে, যুবতী সেইটি আমায় বোল্‌বেন। পূর্ব্বে যার সঙ্গে তাঁর বিবা-হের কথাবার্ত্তা স্থির হয়, সে সম্বন্ধ নিশ্চয়ই উল্‌টে গেছে, তাই হয় ত সুন্দরী একটি

মনোমত পাত্রের সন্ধানে ফিচ্ছেন,—এইরূপ কত খেয়ালই মনে উদয় হতে লাগ্‌ল। নূরমহল ডেকেছেন, সেখানে কি কৌতুক হয়, দেখ্‌বো—ঐ অসার গৌরবাভিমানের উৎসাহে আর আমোদে প্রফুল্লিত হয়ে, সচিব কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে কোমর বাঁধলেম, কাল সন্ধ্যার পর নিরূপিত সময়ে তাঁর ডেরায় গিয়ে দেখা কর্‌বো। পরদিন যথাকালে আমি কেবল খেয়ে দেয়ে প্রস্তুত হয়ে বসেছি মাত্র, এমন সময় পরামাণিকের মা চুপে চুপে তাঁবুর মধ্যে এসে বল্লে, "হুজুর! আর বিলম্ব কেন? উঠুন, আমার সঙ্গে যাবেন এই বেলা চলুন।"

আমি তার সঙ্গে চল্লেম। বুড়া কানবিসের পর্দ্দা তুলে নূরমহলের ঘরের ভিতর আমায় প্রবেশ করিয়ে দিলে। যুবতী সেই পর্দ্দার আড়ালেই ছিলেন। তাঁর চারু চেহারাখানি ঘোমটায় ঢাকা ছিল, তাত থাকবারই কথা। আমি নিকটে গিয়ে একটি মদন কথার আলাপ কোল্লেম—পূর্ব্বে আমি মনে মনে ঠিক কোরে রেখেছিলেম যে, দেখা কোরেই সর্ব্বপ্রথম এই কথাগুলি বল্‌ব। সুন্দরী তা শুনে বেশ সন্তুষ্ট হলেন বোধ হল। পাশে একখানি চৌকি ছিল, আমায় ইশারা কোরে সেই চৌকিতে বসতে বল্লেন। অনেক পথ চল্‌তে হোচ্ছে, লোকজন আর হেঁটে উঠ্‌তে পারে না, দেকশেক হয়েছে। গরিব বেচারী বুড়ী বড় লাঞ্ছনা পেয়েছে, তাকে বেজায় পীড়ন করা হয়েছে, সে কিন্তু খুব চালাকি খেলেছে, কলমবেগ্‌কে আর রস্তমকে তারি জব্দ কোরেছে—আমাদের এই সকল আলাপ হতে লাগ্‌ল—আমি বোল্লেম,—"সে যদি আমার নাম কত্তো, কত্তো কত্তো, তাতে আমার ভয় কি? সেনাপতিকে বোল্‌তেম, 'আমি যে আপনার বিরুদ্ধে চল্‌বো, এ কথা কখনিই সম্ভব নয়—আপনার বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করি, এত সাহস আমার কখনই হতে পারে না।' এই রকম পাঁচ কথা বলে তাঁকে বুঝিয়ে দিতেম যে, সে কাজ আমা হতে হয় নি।

"আপনি ঘুরে ফিরে ওখানে কি কোত্তে গেছিলেন?" নূরমহল এই কথা আমায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন।

আমি বোল্লেম, "সে শুদ্ধ দৈব ঘটনা। সে বিবিটি কে? তোমার পিতা সে কথা কিছু বোলেছেন?"

নূর। না, তিনি তেমন খোলা মানুষ নন। কিন্তু আমার মনে বড় সন্দেহ হয়েছে, পরামাণিকের মা বিয়ে বলে, তার ছেলে সকল খবরই জানে, কোথা থেকে কি হল, সে সব বল্‌তে পারে। কিন্তু তার কাছ থেকে কথা বার কোরে লওয়া, আর তার কোমর থেকে ক্ষুর ভাঁড় ছিনিয়ে লওয়া সমান কথা, কারও সাধ্য নাই যে, তা পারে। কিন্তু এর মধ্যে কথা আছে—যদি প্রকাশ না করবার বিশেষ হেতু থাকে, তবেই সে কথা, নচেৎ সে সকলকেই সকল কথা বোলে থাকে।

অনেক বিনয় কোরে বলাতে, বিস্তর স্তুতি-মিনতি করাতে নূরমহল মুখের ঘোমটা খুলে বসলেন, আমার দিকে চেয়ে ঈষৎ একটু হাস্‌লেন, যেন মধু ছড়িয়ে দিলেন। তার একখানি হাত কোলের কাছে টেনে এনে অধর দিয়ে চাপ্‌লেম, সুন্দরী ভাল-মন্দ কিছুই বল্লেন না, বরং হাতখানি অমনই এলিয়ে দিলেন, তাঁর বিমল আঁখি দুটি প্রফুল্লরাগে হাস্‌তে লাগ্‌ল। চারুহাসিনীর আকার ইঙ্গীতে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমি যদি তাঁর পীনোন্নত প্রফুল্লিত বিম্বাধরেরও ঐরূপ আতিথ্য কোত্তেম, তাতেও রসময়ী বিরক্ত হতেন না, বরং উল্‌টে আমি তাঁর অতিরিক্ত অনুরাগের ভাজন হতেম।

নূরমহল একটু একটু কোরে ক্রমে লজ্জা ভাঙ্গা হলেন, ক্রমশঃ প্রফুল্লিত হতে লাগ্‌লেন, শেষে মত্ত হয়ে উদার আমোদে মেতে উঠ্‌লেন। তাঁর সেই হাতখানি আমার কোলের উপরেই ছিল, সুন্দরী আর তা সরিয়ে লননি, আমিও সেই হাতখানি দাব্‌ছি আর মনে মনে বল্‌ছি, "আমি যেমন সুখী, আমি যেমন কপালে পুরুষ, তেমন আর কে আছে? সুখের একশেষ কোল্লেম।" এই অবকাশে চারুনয়না একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লেন—ঘরে কেবল আমরাই আছি, আর দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না, বাধা কি প্রতিবন্ধকের

আশঙ্কা কিছুই নেই, নূরমহল ষোড়শী, পরমা সুন্দরী, আমারও যৌবনকাল—তরুণ বয়স, আমরা উভয়েই মদনরাগে মত্ত হলেম,—ঐ উন্মত্ত অবস্থায় বিহ্বল হয়ে মুহূর্ত্তকাল দেলজানের প্রণয় ভুলে গেলেম,—আমি সেই অবকাশে নূরমহলের পাপময় অপবিত্র-প্রেমের গুপ্ত নাগর হলেম। উঃ! আমার মনে একটি দাগ চোড়ে আছে। যে সময় নূরমহলের আমোদকৌতুকের বিলাস-রসে মুগ্ধ হয়ে আমি তার গুপ্তপতি হলেম, আমার ইচ্ছা যে, সেই কালরূপ অপবিত্র সময়টুক বিস্মৃত হই, আমি যেন তা জন্মের মতন ভুলে যাই। এমন দুষ্কর্ম কেন কোল্লেম, তখন আমি সেই অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগ্‌লেম। আমি অতি পামর, অতি ইতর নরাধম, আমি অতি নির্ব্বোধ, আমার কোন জ্ঞান নেই! এমন হাল্‌কামি, এমন ইতরমি কেন কোল্লেম? আমার চরিত্রে খাঁটা পোড়্‌ল, ধিক্ এ জীবনে! আমার কালামুখ করা উচিত—এইরূপ আপনাকে আপনি ধিকার কোত্তে কোত্তে আমার কলঙ্কের ভাগিনী সেই পাপীয়সী নূরমহলের নিকট তাড়াতাড়ি বিদায় হয়ে এক চোঁচা দৌড়ে আপনার ডেরায় এসে উপস্থিত হলেম। ঘরে নফর চাকর ভিন্ন আর কেউ নেই যে, দু'দণ্ড বসে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কব, আমি এসেই সরাসর আপনার কামরায় গিয়ে নিরিবিলি হয়ে শয়ন কোল্লেম বটে, কিন্তু তৃপ্তিমত ঘুম হলো না। এক একবার চোকের পাতা বুজে আসে, অমনি দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠি,—ঘুম ভেঙ্গে ভেঙ্গে জেতে লাগ্‌ল—স্বপ্নে কেবল নূরমহল, আর দেলজানকে দর্শন কোত্তে লাগ্‌লম, এই রকমে সেই অশুভক্ষণে রাতটুক কোন মতে কেটে গেল। আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখ্‌লেম, সুগন্ধবাহী কুসুম-দাম-বিরচিত, নবলতাপল্লব-আচ্ছাদিত একটি অপূর্ব্ব কুঞ্জে দেলজান সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন, তাঁর পায়ের কাছে একটি প্রকাণ্ড সর্প কুণ্ডলাকার হয়ে আছে,—সেই ভীমাকার বিষধর হঠাৎ একবার ফণা বিস্তার কোরে নিদ্রিতের বক্ষঃস্থলে দংশন কর্‌বার উপক্রম কোল্লে, আমি অমনি ছুটে গিয়ে তার সম্মুখে দাঁড়ালেম, সে আমাকে দেখে চক্ষের নিমিষে সর্পরূপ পরিত্যাগ কোরে নূরমহলের মূর্ত্তি ধারণ কোল্লে, আমি দেলজানের পালঙ্কের পাশে যেতে না যেতে ঐ নূরমহল যেন একখানি ছোরা লয়ে আমার প্রাণময়ী দেলজানের বুকে বসিয়ে দিলে, আমি তাঁরে রক্ষা কোত্তে পাল্লেম না। সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সময় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হল, চেয়ে দেখি, লুচার পরামাণিক ক্ষেউরী করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। তারে দেখে বল্লেম, "এ কি! তুই আজ এত সকালে এসেছিস্ কেন?"

পরামাণিক। ক্ষেউরীর সময় অনেকক্ষণ হয়েছে, নিত্য যে সময় এসে থাকি, আজও সেই সময় এসেছি, আমি বড় ঠিক ঠাকের লোক, আমার কাছে সময় ফাঁক যায় না।

আমি বল্লেম, "ঠিক ঠাকের লোক বটে, কিন্তু ক্ষেউরী করবার সময়, টাকা দেবার সময় নয়।"

পরামাণিক। হুজুর কি আজ্ঞা কোল্লেন, বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

আমি বল্লেম, "যদি বুঝতে না পেরে থাকো, তবে নয় পুনরায় বল্‌ছি শুনো, টাকা দেবার বেলায় তোমার কাজ-কথার বড় ঠিক থাকে না, নচেৎ যে বখসিসের টাকা আমি তোমার মাকে দিতে দিইছি, তা তুমি এত দিনে কবে দিয়ে ফেল্‌তে।"

পরামাণিক। আজ্ঞা, আমি ত হুজুরের নিকট পূর্ব্বেই নিবেদন কোরে রেখেছি যে, আমার মাকে বিশ্বাস কোর্‌বেন না, সে যা বলে, তার ষোল কড়াই কাণা, মিথ্যা কথায় তার জন্ম, তথাচ মোহরের কথা সে যা বলেছে, আপনি তা বিশ্বাস কোরেছেন। কি আশ্চর্য্য! মন ভাল না তীর্থ করে, মিছে কাজে ঘুরে মরে। হুজুর! আমার মার মন ভাল না।

আমি বোল্লেম, "হাঁ, আমি তার কথা বিশ্বাস কোরেছি বটে, কিন্তু তোর মাও বলে, তুই বড় মিথ্যাবাদী, ভুলেও সত্যি কথা বলিস্ নে, তোর সব ফাঁকি, সব ফক্কিকার, তুই যে তার নামে ঠকামি কর্‌বি, তোর মা তা আমাকে আগেই বলে রেখেছে, আমার বেশ মনে লোচ্ছে, তুই তারে মোহর কটি দিস নি।"

পরামাণিক। মোহর দিইছি কি না, সেই কথা বল্‌ছেন হুজুর! তোবা! তাই বলুন না। না তা দিইনি, এ ঠিক কথা বটে, যথার্থই আমি তা দিই নি।

আমি বোল্লেম, "তবে মিথ্যা মিথ্যা তার দুর্নাম কোচ্ছিস্ কেন? এবার ত সে দোষী নয়। তোর মা বলে, তুই ক্ষুর ধোত্তে শিখে অবধি কখন একটা পয়সা দিয়েও তারে জিজ্ঞাসা করিস নি।"

"ও খোদা! ও আল্লা, এ কি অধর্ম্ম! সরাসর মুখের উপর মিথ্যা কথা! এ কি বেহায়াপনা! বাবার কাল হওয়াবধি সে এখনও আমার কাছে আট মোহর ধারে, সেই জন্যেই আপনার দেওয়া সেই ক-খান মোহর তারে না দিয়ে আপনার কাছেই রেখে দিইছি, তবে কথা কি না, দু-খান জেয়াদা রেখেছি, ধর্ম্মাবতার! তা সুদে কাটা যাবে,—হুজুর, অল্পই হোক, বিস্তরই হোক, মোট্ কথাটা এই, এর জন্যে এত হাঙ্গাম হুজ্জুত্ কেন?"

আমি বোল্লেম, "বটে! হাটে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ। তোর কাছে রেখে দিলেই বুঝি তোর মার পাওয়া হল? কই, তোর মা তো সে কথার প্রসঙ্গও করে নি। সে বরং আরও কত দুঃখের কান্না কাঁদলে, কত কাঁদোনি গাইলে।"

পরামাণিক। আজ্ঞা না, সে তা বলে নি, আমি দিব্বি কোরে বোল্‌তে পারি, সে যে আমার ধারে, এ কথা সে বলে নি। আমি যে আপনাকে বল্‌ছি, আপনি ঠিক জান্‌বেন, সে মাগি ভারি ধূর্ত্ত, কিন্তু হুজুর! ধর্ম্মের দোরে কবাট নেই, ধর্ম্মের ঢোল আপনি বাজে, সে না বলেছে, আমি বল্‌ছি!

আমি বোল্লেম, "কেন, সে কথা বল্‌তে তার হানি কি ছিল?"

পরামাণিক। খোদাবন্দ! তার লাজও নেই, লজ্জাও নেই, পাক চক্র কোরে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল আমাকেই কাঁদে ফেলবার তার চেষ্টা। সে মুখে বলে, আমি তার মুখ চাওয়া ছেলে, তুমিও যেমন হুজুর! বামণ গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর, যখন চোকের উপর থাকি, তখন তার মুখ চাওয়া ছেলে হই, চোকের আড় হলে আর সে কথা থাকে না—"চোকচোকি যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ।"

আমি বোল্লেম, "সে কি, তুই বই আর তার ছেলে নেই, তবে তুই ও কথা বলিস্ কেন?"

পরামাণিক। হুজুর! ভাগ্য জানি লাভে, আর মানুষ চিনি ভাবে। তার শরীরে দয়াও নেই, মায়াও নেই, তার মুখখানি সর্ব্বস্ব, কেবল বচনে পুড়িয়ে মারে, কথায় তারে কেউ এঁটে উঠতে পারে না। হুজুর! সে মুখে কত কথাই বলে, কিন্তু কাজে মেলে কই? কথা ত বল্লেই হয় না, খোপে টেঁকলে হয়। হুজুর! আমার মা মাগী যমের অরুচি, যেন ঝোড়ো কাক।

আমি এখন ক্ষেউরী হতে বোস্‌লেম, পরামাণিক ক্ষেউরী কোত্তে কোত্তে "আরে আমার মা, আরে আমার মা" বোলে চেঁচাতে লাগ্‌ল। মায়েরও যেমন ধর্ম্মজ্ঞান, ছেলেরও তথৈবচ, বরং ছেলে আরো এক গ্রাম বেড়ে চলে। পরামাণিক তার মার নিন্দামন্দ না করে, আমাকে আর তা শুনতে না হয়, সেই জন্যে অন্য কথা এনে ফেল্লেম, তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেমন লুচার! আজ ছাউনীর খবর কি, বল্‌তে পারো?"

পরমাণিক। আজ্ঞা, ভাল কথা বটে, একটা খবর আছে, সেটা কিন্তু খোস খবর নয়। আহা! যাই হোক, ছেলে মানুষ সে, বোধ হয় মারা পোড়্‌বে না—তা হলেই মঙ্গল।

আমি বল্লেম, "তুই কার কথা বল্‌ছিস? কে সে?"

পরামাণিক। একটি ভদ্র কারপরদাজ—তার নাম ইয়াস্‌মিন, বীরপুরুষ মুক্তারের পুত্র, যে মুক্তার প্রাণ দিলে, তবু তলোয়ার ছাড়্‌লে না।

আমি বল্লেম, "কি! ইয়াস্‌মিন! সে কি? তার কি হয়েছে? তুই আমায় সত্য কোরে বল্।"

পরামাণিক। কেন ধর্ম্মাবতার! যারা বালক, তারা বালকই থাকে, তারা কখন বিবেচনা কোরে চলে না, শেষে কি ঘটবে, তা ভাবে না, হঠাৎ পীরিতে পোড়ে যায়, আবার দৈখুন, যারে পাবে না, তারি জন্যে আকিঞ্চন

করে, আপনি দশজন যুবার মধ্যে নয়জনকে ঐরূপ পাবেন। আমি নিজে যে তা ভুগে জানি, আমি একবার—"

আমি বল্লেম, "তোর সে বাহাদুরী পরে শোনা যাবে, যে কথা হোচ্ছে, এখন তাই চলুক।"

পরামাণিক। তার পর, হুজুর! ঐ ইয়াস্‌মিন পথে যেতে যেতে ফতেমা নামে অন্তঃপুরের একটি বিবিকে কেমন কোরে দেখ্‌তে পেয়েছিল। আপনি ত জানেনই—স্ত্রীলোকেরা যে হাতীর উপর সোয়ার হন, তার নিকটে যে যায়, তার মৃত্যু ধরাই রয়েছে—সে মারা পোড়্‌বেই পোড়্‌বে! কাল যখন পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় যে হাওদায় ফতেমা বিবি ছিলেন, ইয়াস্‌মিন ঘোড়্‌সোয়ার হয়ে তার এত নিকট দিয়ে চল্লেন যে, মাহুত তাই দেখে তাঁকে পিস্তল ছুঁড়ে গুলী কোল্লে—সে তা না কোরে করে কি? তার উপর যে ধর্ম্মতঃ ভার রয়েছে, তাকে যে তা কোত্তেই হয়। ইয়াস্‌মিন সেই গুলী খেয়ে অমনি ঘেঁটিভেঙ্গে নীচে পোড়ে গেলেন। সুখের মধ্যে হল, তিনি যখন পোড়ে যান, সেই সময় হাওয়াদার বিবিরা খিলখিল কোরে হেসে উঠেছিলেন, সেই শব্দ হয় ত তার কানে গিছিল—যা হোক, আশার অর্দ্ধেক ফল তো হল! তারপর বিলাসিনীরা হাস্‌তে হাস্‌তে আমোদ কোত্তে কোত্তে আপনাদের আড্‌ডায় চলে গেলেন। হুজুর! সেই ইয়াস্‌মিনের কথাই বল্‌ছিলেম্‌, একটুখানি ছোঁড়া, তার অখটা দেখুন, বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চায়,—"আসল ঘরে মুশল নেই, ঢেঁকশেলে চাঁদোয়া।" আমি বল্লেম, "পরামাণিক! শীঘ্র শীঘ্র সেরে নেও, দুর্ভাগা বালকটিকে দেখ্‌তে যাব, মর্ম্মস্থানে গুলীটে না লেগে থাকে ত ভাল—মারাত্মক না হইলেই হল।"

পরমাণিক। বিস্তর রক্তপাত হয়েছে, কিন্তু হাকিম বলেছেন, ভয়ের সম্ভাবনা কিছুই নেই।

আমি বল্লেম, "গুলী কোথায় লেগেছে?"

পরমাণিক। হয় ঘাড়ে, নয় কাঁধে, এই বোধ হয়।

আমি বল্লেম, "সে গুলী কি শরীরে আছে?"

পরামাণিক। বার কোরে ফেলা হয়েছে, কিন্তু প্রায় আধসের মাংস কাট্‌তে হয়েছিল, তবে বার হয়। তত মাংস না কাট্‌লে হাকিমের সেই গাব্‌দো আঙ্গুল ঢ়ুক্‌বে কেন?

আমি পরামাণিককে বিদায় কোরে দিয়ে ইয়াসমিনকে দেখ্‌তে দৌড়িলেম—গিয়ে দেখি, ইয়াস্‌মিন বেদনায় কোঁ কোঁ কোচ্ছে, কিন্তু সুরাহা বটে, বেঁচে উঠ্‌লেও উঠ্‌তে পারে।

আমি বল্লেম, "বালক! এমন কুকর্ম্ম আর না করো, তারই শিক্ষা পেলে,—যে হাতীতে জেনেনা সোয়ারী থাকে, তার নিকটে আর কখনই যেও না।"

ইয়াস্‌মিন। আমি যেমন দুঃসাহসের কাজ কোত্তে গেছিলেম,তার মত ফল বেশ পেয়েছি। আমার প্রাণ যায়,লোকে তাতে দুঃখিত না হয়ে কেবল শ্লেষ আর উপহাস কোচ্ছে।

আমি বল্লেম, "এ সংবাদ বুঝি রাজপুত্র এখনও পান্‌ নি?"

ইয়াস্‌মিন। কি জানি, তিনি যদি শুনে থাকেন, তাই তাঁর সুমুখে কেমন কোরে যাব ভয় হচ্ছে—বরং মাহুতের হাতে মৃত্যু ভাল ছিল, রাজপুত্রের সে চোকরাঙ্গানি দেখে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। আমি বল্লেম, "না, না, সে ভয় কেন কোচ্ছো? এটা যে বড় গুরুতর অপরাধ হয়েছে, তা তিনি না বিবেচনা কোত্তে পারেন,কি যদি গুরুতর বলেই মনে করেন,তাতেই বা ভয় কি? তবে কথা এই, কোন সময় একটা বাহাদুরীর কাজ কোরে তোমাকে নাম কিন্‌তে হবে, তা হলে তোমার অপরাধ যত বড়ই হোক্‌, রাজকুমার তা ভুলে যাবেন।"—এই কথা বলে বল্লেম, "তবে এখন আমি চোল্লেম,আরও একদিন এসে দেখে যাব। সেই দিন তোমার জন্য একখান সুপারিস চিঠি আন্‌বো।" ইয়াস্‌মিন বোল্লে,"হাকিম বলেছেন, যেখানে আছি,এইখানে আরও দু'দিন থেকে আরোগ্য হতে হবে, আমাকে কিন্তু আবার ছাউনীর সঙ্গে সঙ্গে না গেলেও নয়।" আমি যে কাছে থেকে সেবাশুশ্রূষা কোত্তে পার্‌ব

না, তার জন্যে ভারি দুঃখ হতে লাগ্‌ল। ছুটী চেলে নক্ফালো যে ছুটী দেবেন,তা দেবেন না, তিনি সে মেজাজের লোক নন। ইয়াসমিনকে বোল্লেম, "আমি হাকিমের সঙ্গে দেখা কোরে যাতে কোন কষ্ট না হয়, তার বন্দোবস্ত আগে কোরে, তবে এখান থেকে কচ্ কোর্‌বো।"

আমি ওখান থেকে বিদায় হয়ে ফিরে আড্-ডায় যাচ্ছি, পথে ইয়াস্‌মিনের কথা স্মরণ হয়ে মনে মনে খেদ কোত্তে লাগলেম যে,হায়! ইয়া-সমিনের যে দশা হয়েছে, আমারও কেন সেই দশা হলো না? আমি যখন নূরমহলের ঘরে প্রবেশ কোত্তে যাই, তখন যদি কোন অনুকূল খোজা বুকে গুলী মেরে আমাকে ফেরাতো, তবে ত আর তার ঘরে প্রবেশ কোত্তে পাত্তেম না—সে যে আমার পক্ষে উত্তমই হতো। এখন মনে যে কষ্ট হচ্ছে,তা হলে ত আর এ কষ্ট ভোগ কোত্তে হতো না—নূরমহল আমায় বোলে ছোলে তার ফাঁদে এনে ফেলেছেন, উদ্ধার হতে পারি কি না, বল্‌তে পারিনে। এখন "শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি?" আমার যেন 'শিয়ালের সমুদ্র পার হওয়া' হয়েছে—আমি যদি কুকাজ বিবেচনা কোরে ঘৃণায় নূরমহলের ঘরে যাতায়ত না করি, যুবতী তবে আন্তরিক চেটে যাবেন, আমি তাঁর বিষনয়নে পোড়্‌ব, আমার যাতে অনিষ্ট হয়,নূরমহল তার চেষ্টা কোর্‌বেন। আর তা না হয়ে আমি যদি সেই পাপময় অপবিত্র প্রণয় বজায় রেখে তাঁর কাছে গতিবিধি করি, তা হলে একদিন না একদিন ধরা পোড়তে হবে, পাপকর্ম্ম ছাপা থাকিবার নয়, আপনি ঢোল বাজিয়ে বেবে, ধরা পোড়লেই প্রাণটি হারাব, নিশ্চয়ই মারা পোড়ব, তার সন্দেহ নেই—তাও যদি না হয় যদি ধরাই না পোড়ি, মারাই না যাই, তা হলেও যে আমি সেই ইতর গুপ্তপ্রণয়ে প্রফুল্লিত হয়ে তাঁর সঙ্গে ক্রমিক বিলাস-বিহার কর্‌বো,—তা পার্‌ব না—কেন না, একে ত কুমারী-গমনে পাপ, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই, বিশেষতঃ একবার যে কুকাজ কোরেছি, তাতেই লজ্জায় আর ঘৃণায় মুখ তুল্‌তে পাচ্ছিনে, মনের অসুখ যে কত, তা বলে উঠ্‌তে পারিনে, বুকের মধ্যে যেন বজ্রাঘাত হোচ্ছে, তার উপর আবার দেল-জানের প্রণয় স্মরণ হলে আমার কোনো আমোদেই ভাল লাগ্‌বে না, সব উদাস জ্ঞান হবে, তখন আমার মনের ভাব ছাপা থাক্‌বে না, প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বে, তবে নূরমহল যে আশা কোরেছেন, আমি তার সঙ্গে প্রাণ খুলে আমোদ আহ্লাদ কোর্‌ব, সিটি ঘটে উঠ্‌বে না, সে আশায় তাঁকে নৈরাশ হতে হবে, প্রণয়িনী দেলজানকে মনে পোড়্‌লে আমার মনের যেরূপ আনন্দ, সেরূপ স্ফূর্ত্তি কখনই থাক্‌বে না। আকাশে ফাঁদ পাত্‌লে কি বনের পাখী ধরা দেয়? নূরমহলের উচিত,এখন শান্তমূর্ত্তি হন—আপনার মান আপনার ঠাঁই—তা হলে তাঁর মান থাক্‌বে, অতি বাড়াবাড়ি ভাল না, অতি শব্দই কিছু নয়। এত বয়স হয়েছে, তথাচ পাপকর্ম্মের নিমিত্ত আমাকে কখন দুঃখিত হয়ে অনুতাপ কোত্তে হয় নি, এই আমার প্রথম দুষ্কর্ম্ম, এই কেবল প্রথম লজ্জায় মুখ চোক আমার কালী হয়ে গেছে, সে কালী আর যাবার নয়, জন্মের মত দাগ হয়ে রইল। লজ্জা কালাগ্নি হয়ে আমায় দগ্ধ কোচ্ছে, আমি যেন দাবানলে দাহন হোচ্ছি—এই কেবল প্রথম বন্ধু-বান্ধবের মুখের দিকে চেয়ে কথা কইতে আমার লজ্জা হোচ্ছে, এই কেবল প্রথম আমি মুখ তুলে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি চেয়ে দেখ্‌তে কুণ্ঠিত হোচ্ছি। আমি আর পূর্ব্বের মত কারও সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করি না,না প্রফুল্লিত হয়ে আমোদ-প্রমোদ করে বেড়াই? তাও করি না, আমার সে সকল ভাব উল্‌টে গেছে, আমার স্বভাব এখন আর এক প্রকার হয়ে পোড়েছে, লজ্জায় আর ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হয়ে, নির্জ্জনে বসে কেবল কত কি ভাব্‌তেম, তামাম দিন এইরূপ দীনাব-স্থায় কাটাতেম, সন্ধ্যা হলে অর্থাৎ যখন লোকা-লয় অন্ধকারে অবগুণ্ঠিত হতো, সেই সময় অনাথার ন্যায় একাকী এখানে সেখানে টো টো কোরে বেড়াতেম, আমার যেন বোবার স্বপ্নের ন্যায় হল,মনের কথা কাকেও বল্‌তে পাত্তেম না, কেবল মনে মনে গুমরে মোত্তেম। এক একবার ইচ্ছা হত যে, ছুটে দেলজানের কাছে যাই, সুলতান সুজার চাকরিতে নাম লিখিয়ে তাঁর

পরিচারক হই, পাছে লোকে বিশ্বাসঘাতক বোলে অপবাদ করে, সেই কালভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে সে সঙ্কল্প আবার পরিত্যাগ কোত্তেম। একবার নয়, এমন কি, হাজারও বার মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোরেম, নূরমহলের ত্রিসীমানায় যাব না, তার মুখও দর্শন কোর্‌ব না, তার ছায়াও মাড়াব না। এক্ষণে তার নাম মনে হলে ঘৃণায় গা ঘিন ঘিন কত্তো। একবার নয়, কত শত বার মাথামুড় কুটে খুনো খুনি হয়েছি, কতবার আপনাকে ধিক্কার দিয়ে বলেছি, আমি অতি অবোধ, আমার অতি হীনবুদ্ধি, তাই নূরমহলের ছলনা-চক্রে বেধে জড়িয়ে পোড়লেম, আমি বুদ্ধির দোষে আপনিই মজ্‌লেম।

নজফালী কেল্লাদর্শন কোরে ফিরে এসে একটা দিন অবধারিত কোরে হুকুম দিলেন যে, অমুক দিন কুচ কোত্তে হবে। বৃষ্টির বিরাম ছিল না, যেন মুষলধারায় জল ঢাল্‌তে লাগ্‌ল। আমরা আজ অধিক পথ চল্‌তে পাল্লেম না, কতক পথ চলেই আড্‌ডা লতে হল। একটি সহরের নিকট ছাউনি কোল্লেম, সহরটা বড়, বহু লোকের সমাগম। কাম্‌বিসের তাঁবুগুলি ভিজে চব্‌চবে হয়েছে, তার মধ্যে না বাস কোরে এক রাত্রের নিমিত্ত সহরে বাসা লইবার অনুমতি পাওয়া গেল। যারা ছোলা, মটর, গম ইত্যাদির কারবার করে, তাদের একটি ঘরে বাসা কোল্লেম, মনে মনে মহা সন্তুষ্ট যে, আজকার রাত্রের মত বেঁচে গেলেম, নূরমহলের তাঁবু অনেক দূরে আছে, সে আমায় খুঁজে পাবে না। কোন কার্য্যান্তরে যাবার মনন কোরে যেমন ঘরে থেকে বার হয়েছি, দেখি না, কুলটা নূরমহলের কুটনী পরামাণিকের মা সেই বাড়ীতে ঢুক্‌ছে। বুড়ী আমায় দেখে স্পষ্ট চোক ঠেরে ইশ্যারা কোল্লে, তার সেই শুক্‌নো তোব্‌ড়ান রুগ্ন চেহারা আহ্লাদের ছটায় যেন ঝলক মাত্তে লাগ্‌ল। আমায় দেখে বল্লে, "ধর্ম্মাবতার! আপনি বেশ স্থানটুকু প্রেয়েছেন, এখানে খাবার শোবার অপ্রতুল নেই, তা এখানে অনেক আছে, আপনি বেশ কপালে পুরুষ।" আমি ও কথার কোন উত্তর না কোরে তুই জাহান্নবে যা, তোর কুট্‌নীপনার মুখে আগুন—এইরূপ গজর গজর কোত্তে কোত্তে আর সেই সর্ব্বনাশী শাকচুর্ণীকে গালাগালি দিতে দিতে আপনার কর্ম্মে গেলেম।

আরঙ্গজেব আর নজফালীতে বিবাদ হয়ে যে, মন-ভারাভারি হয়, সে কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে, তাঁদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হয়ে সে অকৌশল মিটে গেছে, আর সে মনোমালিন্য নেই, এখন সাবেক মত ভাবপ্রণয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষণে নজফালীরও মেজাজ বেশ নরম, তিনি মাঝে যেরূপ কড়া, যেরূপ গরম হয়ে উঠেছিলেন, এক্ষণে আর সেরূপ ভাব নেই, খুব স্থির শান্ত হয়ে আছেন—তবে দেলজান যে হাতে থেকে ফস্কে গেছে, তাতেই মনটা কতক ভার ভার আছে, তাঁর মত স্বভাবের ব্যক্তি সে শোকে একেবারে ঝেড়ে ফেল্‌তে পারেন না, তা পারবার সাধ্য কি? আমি মনে মনে জগদীশ্বরকে ডাক্‌তে লাগ্‌লেম, হে কৃপাময়! আমার দশাটা হবে কি? নজফালী যদি সন্ধান পান যে, আমিই কৌশল কোরে দেলজানকে সে রাত্রে সোরিয়ে তফাত কোরে দিইছি, আবার আমিই তাঁর কন্যাকে ফুস্‌লিয়ে কুপথগামিনী কোরেছি, তা হলে সচিব বাঘের মতন পোড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে ছিঁড়ে খাবেন। আমি বুঝি লাভে মূলে হাভাত হোলেম। সে কথা সচিবের জান্‌তে কতই বা বিলম্ব হবে? ক-দিন তিনি না শুনে থাক্‌বেন? পরামাণিক আর পরামাণিকের মার যেরূপ চরিত্র তারা তাঁকে সে কথা না বলে কতকাল চুপ কোরে থাক্‌বে? হা পরমেশ্বর! শুক্‌নো কাটে ব্রহ্মশাপ কেন? এক্ষণে তাদেরই হাতে আমার জীবন—আমার জীবনের সূত্র তাদের হাতের উপর ঝুল্‌ছে, তারা তা হাতে কোরে ধোরে আছে। সিয়ানা ঠেক্‌লে বাপকেও বলে না, সেয়ানা ঘুঘু ফাঁদে পা দেয় না,—আমি কিন্তু যে দুটি কর্ম্ম কোরেছি, তার একটির ত পরামাণিক প্রত্যক্ষ সাক্ষী, সে তা স্বচক্ষে দেখেছে, পরামাণিকের মা সহায় হয়ে যে ঘোর দুষ্কর্ম্মে জোড়িয়েছে, অর্থাৎ সেই রাক্ষসী বুড়ী মধ্যবর্ত্তিনী হয়ে যে লজ্জার বরণডালী আমার মাথায় তুলে দেছে, তার আর অন্য প্রমাণ চাই না, ঐ বুড়ীই সাক্ষ

হয়ে প্রমাণ করিয়ে দেবে। শতের কথায় সতী ভোলে, সে যদি আমার নামে দশ কথা লাগায় ভাজায়, নজকালো তা বিশ্বাস কোর্‌বেন, তবেই আমাকে কালও হেগে মোর্ত্তে হবে। যদি বুড়ী তার আপনার বাঁচোয়ার নিমিত্ত সে কথার উচ্চবাচ্য না করে, সেই ভরসা আছে। তথাচ হলে কি হয়, যে দুই অসার ব্যক্তির হাতে পোড়েছি, তাদের বিশ্বাস কি? তাদের মুখে একখান, পেটে একখান,—হাতেই ধরো, আর পায়েই ধরো, তারা শিকলি কাটা টিয়ে, পোষ মানাবার নয়।—এই সকল দুর্ভাবনায় এক লহমাও মনে সুখ ছিল না, আমি অতিশয় ম্লান, অতিশয় ম্রিয়মাণ হলেম, সে ভাব কিছুতেই নিবারণ কোত্তে পাল্লেম না।

আপনার কাজ সেরে সন্ধ্যার পরেই দোকানে ফিরে গেলেম। একে পথের ক্লেশ, তায় মনের অসুখ, সকাল সকাল শয়ন কোল্লেম, ভাবলেম, একটু ঘুম হলে শরীরের তত কষ্ট থাকবে না, অন্তঃকরণও অনেক সুস্থির হবে। কিন্তু ললাটের লেখা কে খণ্ডাতে পারে? কপাল যখন মন্দ হয়, স্বর্গে গেলেও সুখ হয় না—গত রাত্রের সেই ভয়ানক কালস্বপ্ন পুনরায় এসে দেখা দিলে—সেই সরস-কোমল-মূর্ত্তি দেলজান, সেই কালসর্প, সেই কুলটা রাক্ষসী নূরমহল—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেই সকল দর্শন কোত্তে লাগলেম, আমি মনের ব্যগ্রতায় ব্যাকুল হয়ে যেমন সেই নিরুদ্বিগ্ন নিরীহ দেলজানকে রক্ষা কোত্তে যাব, এমন সময় চৈতন্য হল। চক্ষু মেলে চেয়ে দেখি, পালঙ্কের পাশে স্ত্রীলোকের মত একটি আকৃতি দাঁড়িয়ে! "ভাল! ভাল! বেশ! সাদক বেশ অকাতরে সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন! যে তার জন্যে সর্ব্বত্যাগী হয়ে লজ্জাভয়ে জলাঞ্জলি দিয়েছে, সাদক তারে স্বপ্নে দেখ্‌ছেন না, তার স্বপ্নে দেখ্‌বার অন্য লোক আছে।" এই কথার শব্দ পেয়ে বুঝ্‌তে পাল্লেম—নূরমহল দাঁড়িয়ে,—এ তাঁরই কণ্ঠস্বর।

আমি অমনি চোক মুছ্‌তে মুছ্‌তে বলে উঠ্‌লেম, "হাঁ, তোমাকেও দেখ্‌ছিলাম বৈ কি। উঃ! কি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন! কও! তুমি এত রাত্রে কোথা' থেকে? এখানে কেমন কোরে এলে? তোমার প্রাণে কি ভয় নেই?"

নূরমহল। না, তা নেই। সাদক! আমি যেমন মজেছি, এত দূর যে মজ্‌তে পারে, সে না পারে কি? সে গভীর রাত্রে একাকিনী ঘরে থেকে বেরিয়ে, এ রাস্তা, সে রাস্তা, এ গলী, সে গলী ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারে, সবে এখানে আজ নূতন এসেছে, পথ-ঘাট কিছুই জানা নাই, সব অপরিচিত; তথাচ তার প্রাণে ভয় হয় নি! বিদেশী দোশমন চেহারার লোকের হাতে পোড়ে সে অপমানিতা হোতে পাত্তো, সে ভয়ও সে করে নি! সে যারে ভালবেসেছে, তার কাছে যাবে বলেই সে এত কষ্ট করেছে—তার জন্যেই সে কুল-লজ্জা কুল-কলঙ্কের পসরা আপনি মাথায় কোরে নিয়েছে। আমি যে এত দুঃখ পেয়ে, এত ক্লেশ কোরে এখানে এলেম, তার দক্ষিণে তার সমাদর কি এই হলো!—কেবল একবার মুখের দিকে চেয়ে দেখে অবাক্ হয়ে রইলে! মনে একটু আহ্লাদও হল না! কি আশ্চর্য্য! কোথায় আমায় দেখে প্রফুল্লিত হয়ে আমোদে গলে যাবে, আমার আদর-গৌরব কোরবে, মান বাড়াবে, তার কিছুই না! প্রণয় কোরে প্রথম যে মনোরাগ দেখালে, তোমার সে প্রেমরাগ, সে মনোরাগ এখন কোথায় গেল? প্রথম যে মনের, যে প্রণয়ের মুখপাত দেখিয়ে আমার মন ভুলালে, প্রাণ ছোলে নিলে, তোমার সে মন, সে প্রণয় কোথায় এখন? সে অনুরাগের ছটা, সে সকল আসক্তির কথা কি মনে নাই? এখন কি প্রাণে বড় ভয় হল? তাই একবার ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লে না? এত তাচ্ছল্য! এত ঔদাস্য! কি বেহায়া তুমি! আমাকে লজ্জার তরঙ্গে ভাসিয়ে দিয়ে তফাতে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখ্‌তে চাও! তুমি ভারি শঠ, ভারি লম্পট, নচেৎ কে কোথা অবলা কুলবালাকে এমন কোরে মজিয়ে শেষে তুফানে ভাসিয়ে দেয়? ভেবে দেখো, তোমারই আশাক্রমে আমি কুলের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, তুমি তা জেনে শুনেও আমার সঙ্গে ছলনা কোচ্চো! ধিক্ তোমায়! তোমার প্রণয়েও

দিক্। শঠের প্রীতি ক্ষুরের ধার,যো পেলে কেউ নয় কার।”

আমি কথা কইতে গেলেম,নূরমহল আমায় নিষেধ কোরে বল্লেন, “কথা আমি ঢের জানি, তার অভাব নেই,কিন্তু তুমি কি নির্লজ্জ বেহায়া কাপুরুষ! কি ইতর বিধর্ম্মী তুমি! হা আল্লা! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল?—এই পামরের হাতে পোড়ে কুলটা হলেম! এই নরাধমের জন্যে আমার কুল গেল! মান গেল! লজ্জা গেল! ধর্ম্ম নষ্ট হল! আমার কি লাঞ্ছনাই না হল! এই কুলাঙ্গারের কুহকে পোড়ে আমার পিতৃকুলে ঝাঁটা পড়ল! পিতৃনামে কলঙ্ক হল! পিতৃগৌরবে দাগ চোড়্‌ল!” আমি বল্লেম,“এটি তোমার বড় ভ্রম, আমি দিব্যি কোরে বল্‌ছি, তোমার প্রতি আমার বেশ মন আছে, আমি তা প্রমাণও কোরে দিতে পারি।”

নূরমহল।“তোমার ও সব দাগাবাজির কথা —তোমার ভালবাসার আর কেউ আছে,ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তুমি তার নাম করো। আমি যেন তোমার খেলেনা পুতুল, কুচে নাকি অনেক দিন কাটাতে হবে, তাই আমারে লয়ে পথে রাস-লীলা কোর্‌বে মনে কোরেছ, আমি না হলে আর কাকে লয়ে আমোদ প্রমোদ চোল্‌বে? এমন আকোড়ে আমোদ আর কোথা পাবে? আমার সঙ্গে তুমি যেরূপ কুব্যবহার কোল্লে, এর জন্যে তোমাকে বিলক্ষণ ভুগ্‌তে হবে— আমি তোমাকে আচ্ছা শিক্ষা দেব, সিটি কিন্তু বড় ভয়ানক হয়ে উঠ্‌বে, এ কথা যেন স্মরণ থাকে।”

আমি ভারি অপ্রতিভ হলেম, মুখ দিয়ে আর কথা সরে না, শেষে কুঁথে কুঁথে, চিঁচিঁ কোত্তে কোত্তে বোল্লেম,“সুন্দরি! তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চো না, তোমার ভ্রম হোয়েছে।”

নূরমহল। আচ্ছা, আমি যে তোমার প্রণয়িনী,তার প্রমাণ কি? মাথার উপর খোদা আছেন, মহম্মদ্ আছেন, দ্বাদশ ইমাম্ আছেন, তাঁদের নাম লয়ে, আর পৃথিবীতে যত ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ আছেন, তাঁদেরও নাম উচ্চারণ কোরে তুমি দিব্যি কোরে বল যে, দেলজান তোমার মন চুরি করেনি, সে তোমার চিত্তচোর নয়, তুমি তোমার মন-প্রাণ নূরমহলকে সমর্পণ কোরেছো, দেলজানকে কোরো নি, আর আরঙ্গাবাদে পৌঁছে তুমি আমারে বিবাহ কোর্‌বে—এইগুলি শপথ কোরে বল, তবে তোমার কথায় বিশ্বাস যাই।

বরং দুমুখো ধারাল তলোয়ার একখানা অনায়াসে গিলে ফেল্‌তে পারি, তথাচ এরূপ পণ-প্রতিজ্ঞা কোত্তে পারি নে, যাতে সে প্রতিজ্ঞা না কোত্তে হয়, পাকচক্র কোরে তারই কৌশল কোত্তে লাগ্‌লেম। আমি বল্লেম, “নূরমহল! তুমি ভেবে দেখো,কিরে দিব্যি কর-বার প্রয়োজন কি? ভদ্রলোকে কে কোথায় প্রতিজ্ঞা কোরে থাকে? তাদের কথাই প্রতিজ্ঞা, আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হয় না?” ঐ চাতুরীর কথা শুনে নূরমহল আরও দ্বিগুণ রেগে গেলেন। সালখানা ভাল কোরে ঝেঁপে ঝুঁপে গায় দিয়ে যখন ঠমক কোরে দাঁড়ালেন, কালনাগিনীর ন্যায় তাঁর সেই ভয়ানক উগ্রমূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোরে আমার প্রাণ কেঁপে গেল। নূরমহল বল্লেন, “তবে তুমি শপথ কোর্‌বে না? আচ্ছা, না করো, নাই নাই, এর পর কিন্তু মহা প্রমাদ হবে, আমার জাতক্রোধ তোমার মনে থাকে যেন, বাস্তবিক সেটি ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াবে।”

আমি তাঁরে নিরস্ত কর্‌বার জন্যে বোঝাতে গেলেম, কিন্তু নূরমহল আর দাঁড়ালেন না, ঐ কথাগুলি বলেই অমনি চোটপায় প্রস্থান কোল্লেন। তার পর অবশিষ্ট রাতটুকু আমি যে কিরূপে কাটালেম, পাঠক বন্ধু তা অক্লেশেই অনুভব কোত্তে পার্‌বেন—সেই ঘোর ভয়ঙ্কর কালস্বপ্নটি, আর সেই সঙ্গে তার অনুরূপ ফলটি মনে উদয় হয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, প্রাণ উড়ে গেল, কণ্ঠ শুষ্ক হল, ঘন ঘন মোহ যেতে লাগ্‌লেম—কি হবে! সর্ব্বনাশ হল, দেলজানের প্রাণ লয়েই টানাটানি পোড়্‌ল, আমার বুদ্ধির দোষেই, শুধু তাও নয়—আমি আমার দোষ ঢাকৃতে চাইনে—আমার মনে মনে দুষ্টমিইও ছিল,— সেই দুষ্টবুদ্ধির দোষেই নিরপরাধিনী দেলজান প্রাণে মারা পোড়্‌লেন, হয় ত তাঁরে দারুণ

যন্ত্রণা দিয়ে অপহত্যা কোর্‌বে! হায়! আমি ত বড় পামর! এমন কুবুদ্ধি আমার কেন হল! এমন কুকর্ম্ম কেন কোল্লেম? আমার অদৃষ্টে এত নিগ্রহও ছিল! এই বলে আত্মভৎর্সনা কোত্তে লাগ্‌লেম,—আর বড় বড় কোরে বল্‌তে লাগ্‌লেম,"নূরমহল! অধম, পামর আমি ত হয়েইছি, যে কাজ কোরেছি, তাতে তুমি আমার প্রতি কোপ কোত্তে পারো, আমি যথার্থই তোমার করালকোপের উপযুক্ত পাত্র হয়েছি, কিন্তু এখন তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষে, কেবল আমার উপরই সেই কালরূপ ঘোর আক্রোশস্পৃহা পরিতৃপ্তি করো—কেবল আমাকে নিগ্রহ কোরেই তুমি ক্ষান্ত হও—আমার দেলজানের উপর কোন প্রকার অত্যাহিত না হয়, আমার প্রার্থনা—আমাকে তুমি ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করো, কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করো, কিম্বা তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপ শাস্তি দাও, কিন্তু সে নিরপরাধিনীকে কিছু বলো না, অনাথা দেলজানের প্রাণের উপর হস্তারক হইও না, তারে তুমি ক্ষমা করো, তার পবিত্র শোণিতে তোমার কোমল হস্ত কলঙ্কিত করো না; কিন্তু কারে বল্‌ছি? কে তা শুন্‌ছে? যারে বল্‌বো, সে এখানে উপস্থিত নেই, সে অনেকক্ষণ চলে গেছে। তবে এখন সেই দেবপুরুষ বিধিকর্ত্তা বিধাতাকে উদ্দেশে ডেকে বোল্লেম, "হে বিধে! নূরমহলের সেই ঘোর দুর্দ্দান্ত কালদণ্ড কেবল যেন আমার মস্তকোপরেই পতিত হয়।"

পরদিবস প্রাতে আমরা কুচ কর্‌বার উদ্‌যোগ কোচ্চি, দেখি না, সলিমান এসে উপস্থিত। তাকে সহসা দেখ্‌তে পেয়ে আমি চম্‌কে উঠ্‌লেম। দেলজানের নামে পত্র দিয়ে তারে আগরায় রেখে এসেছিলেম, আজ সে ফিরে এসেছে। এখানে অনেকেই কান খাড়া কোরে আছে, বিশেষতঃ পরামাণিক লুচার মস্ত দুটো কান লয়ে এখানে সেখানে এক একবার উঁকি মাচ্চে, দেখ্‌তে পাচ্ছি। সে কি বলে, কে কি করে, সেই সকল বিষয় শুনে আর দেখে বেড়াচ্চে। তাই দেখে সলিমানকে শিখিয়ে দিলেম, "তুই সকলের পেছনে থাকিস, আমি কোন আছিলায় তোর কাছে এসে যা শুনতে হয় শুনবো।"

তার পর অবসর পেয়েই সলিমানের কাছে এসে শুন্‌লেম, সে দেলজানের হাতে পত্র দিতে পারেনি, অনেক চেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু সে যোগাযোগ হয়ে উঠেনি, শেষে সে শুন্‌লে, বিবি সেখানে নেই, নিরুদ্দেশ হয়েছেন, কোথায় গেলেন, কি, কি হলেন, সে কথা কেউ কিছু বল্‌তে পারে না, তাই কাজে কাজেই তাকে ফিরে আস্‌তে হয়েছে। আমি বল্লেম,"তবে সে পত্র কই? দাও, ছিঁড়ে ফেলে দি।" সলিমান একবার জেবে হাত দেয়, একবার পাগ্‌ড়ি খুলে দেখে, একবার এদিকে হাতড়ায়, একবার সে দিকে তল্লাস করে, কখন চাপকান ঝাড়ে, কখন বুকের মধ্যে হাত দেয়,—অনেক খুঁজে দেখ্‌লে, পত্রখানি পাওয়া গেল না, সুতরাং তাকে শেষে বল্‌তে হল, "চিঠিখানি কেমন কোরে খোয়া গেছে।" আমি তারে কতকটা তিরস্কার কোল্লেম যে, এতো গাফিলি তোর! তাই কোরেই ক্ষান্ত হলেম,—পত্রের বিষয় আর মনেও কোল্লেম না—ভাব্‌লেম, না পাওয়া গেল, নাই নাই, তাতে আর হবে কি?

সলিমানের মুখে শুন্‌লেম, ইয়াসমিন অনেক সেরে উঠেছেন. শুনে সন্তুষ্ট হলেম। ঐ কথা বলে সলিমান বল্লে, "আজ প্রাতে দুখানা সোয়ারি আগ্‌রা মুখো যেতে দেখেছি, হজুর! সে কার সোয়ারি? পালকীর সঙ্গে যে দুটি সোয়ার চলেছে, তারা এই চাউনির লোক, আমার বোধ হল,তারা যেন হেপাজাতের জন্যে চলেছে।" আমি শিউরে উঠে বল্লেম,"কি! দুটি স্ত্রীলোক যাচ্ছে?"

সলিমান। আজ্ঞা, তা আমি জানিনে—হজুর! ঐ দেখুন, একটি লোক এই দিকে আসচে, কোথায় কি হোচ্চে, কে কি বোল্‌ছে, সেই সন্ধান কোড়ে বেড়ানই ওর কর্ম্ম বোধ হয়, আমাদের কি কথা হোচ্চে, তাই শুনতে দৌড়েছে।

পাঠক! আপনি বুঝ্‌তেই পেরেছেন যে, কে আসচে—আমাদের লুচার পরামাণিক। যে

টাটু আমি তারে কিনে দি, সে সেই টাটুর উপর সোয়ার হয়ে আছে। একটা সামান্য বাহানা কোরে আমাদের দলে এসে জুট্‌ল।

আমি বোল্লেম "লুচার! আজ প্রাতে দুটি স্ত্রীলোক ছাউনি থেকে চলে গেছে, তারা কে বল্‌তে পারো?"

পরামাণিক। একজন আমার মা—সেই বুড়ী, তার জন্যে আমাকে সাধুবাদ দি, আর একজন নূরমহল, আমার মার স্বামিনী, সেজন্যে অপর কোন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দি।" শেষের কথাগুলি বলে লুচার আড়ে আড়ে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

আমি বল্লেম, "ছাউনি ছেড়ে তারা কোথায় গেল?"

পরামাণিক। কেন? যাবার কি যায়গা নেই? আমার বোধ হয়, তারা জাহান্নামে গেল। হুজুর! আপনি কেন উতলা হোচ্ছেন? আপনার কি কিছু ক্ষতি হলো?

আমি বল্লেম, "না, তা নয়, তাই জিজ্ঞাসা কোচ্ছি, তারা কোথায় গেল? এত পথ পরিশ্রম কোরে এসে শেষে আবার আগরায় ফিরে গেল কেন? বিশেষ দরকার ত কিছুই দেখ্‌তে পাইনে।"

পরামাণিক আর কোন কথা বল্লে না, চুপ কোরে রইল। আমি মনে কোল্লেম, সলিমানকে দেখে সে সাবধান হয়েছে, তাই চুপ কোরে আছে। সলিমানকে বল্লেম, "সলিমান! একটু এগিয়ে দেখো দেখি, জিনিস পত্র লয়ে উটগুলো এসে পৌঁছিল কি না?" সলিমানও চলে গেল, পরামাণিকও মুখ খুলে দিল। সে বল্লে, "আমার মার, আর তার স্বামিনীর অভিপ্রায় আপনি বুঝ্‌তে পারেন নি—তারা একটি মতলব হাসিল কোরেছে, কিন্তু আর একটি বাকী আছে, সেটি এখনও সিদ্ধ কোরে তুল্‌তে পারেনি,—এদিকে যা যোগাড় কর্‌বার, তা কোরে, এখন তারা ওদিকে রওনা হয়েছে।"

আমি বল্লেম, "তাদের কোন্ মনস্কামনাটি পূর্ণ হল?"

পরামাণিক। কেন ধর্ম্মাবতার! সে কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? আমি কদাচ কারও পেটের কথা মুখের বার্ করিনে, তবে কথা এই—এ বিষয়ের যা জানি, আমি আপনি তা সন্ধান কোরে বার কোরেছি, না কেউ আমায় তা বলেছে, না আমি কারও মুখে তা শুনেছি, তাই সে কথা প্রকাশ কোল্লেও কোত্তে পারি, তবে বাকী রহিল—আমার ইচ্ছা—সে স্বতন্ত্র কথা,—ইচ্ছা হয় বোল্‌বো, না হয়, না বোল্‌বো, তার জন্যে আমাকে কেউ পেয়াদা দিতে পারেন না—হাঁ, তবে আমাকে যদি কেউ বলে, 'লুচার! তোমায় একটি বিশেষ গোপনীয় কথা বল্‌বো, কিন্তু তোমাকে দিব্য কোত্তে হবে, সে কথা যেন আর কাকেও না বলো, খবরদার, অন্য কেউ যেন তা না শোনে।' আমি যদি দিব্যি কোরে বলি যে, না, সে কথা কাকেও বল্‌বো না, তবে সে বিষয় আমি প্রাণান্তেও মুখে আন্‌ব না, আমাকে যদি কেউ কেটে ফেলে, তবু সে কথা আমি কাকেও বল্‌ব না,—কিন্তু এস্থলে সে হিসেব নয়—আমি কিছু এমন কথা কাকেও বলিনি যে, সে বিষয় কাকেও বল্‌ব না, তবে তা বল্‌তে হান্ কি আছে? ধর্ম্মাবতার! সেই বৃদ্ধা বাঘিনী, আর সেই নবীনা শাঁকচুন্নি এখান থেকে চলে গেছে, তাদের বিষয় আমি যা জানি, আপনাকে সব বল্‌ছি, শুনুন। তারা যে রুস্তমের হাত এড়িয়েছে—তাতেই তারা একটি মতলব হাসিল কোরেছে।

আমি বল্লেম, "কেন, রুস্তম কি কোরেছে? কিসে তার হাত থেকে বেঁচে গেল? ও কথার মানে কি, বুঝ্‌তে পাল্লেম না।"

পরামাণিক। ধর্ম্মাবতার! ঐ ত কথা! রুস্তম মাইনের চাকরও নয়, কি ঘোট্‌পাট্ কর্‌বার জন্যে তারে ঠিকে কোরেও রাখা হয়নি। রুস্তম যুবা পুরুষ, মস্ত ঘরাণা লোকের ছেলে, শাজাহান বাদশাহের কোপে পোড়ে তারা এখন ফতুর হয়ে গেছে, আজ খায় এমন সমস্থান নাই। সেই অছিলায় আরঙ্গজেব তাঁরে হস্তগত কোরে নজফালীর মুন্সী কোরে দেয়েছেন। রুস্তম এখন সুখে সচ্ছন্দে আছেন। রুস্তম লেখাপড়ায় আচ্ছা মজবুত, চালাক চতুরও বেশ, দেখ্‌তেও খুব সুপুরুষ। শ্রীমান্

হয়েই ত তার কপাল পুড়েছে। দেখ্‌তে শুন্‌তেও যেমন, বয়সও অল্প,—নবীন নধর জোয়ান। নূরমহল চিরকালই ঐসকল পুরু-ষের বড় গোঁড়া, ঐ প্রকার সুচেহারার পুরুষ সে দেখ্‌তে বড় ভালবাসে—তার স্বভাবই ঐ—তার পর যা বল্‌ছিলেম—রস্তমের শ্রীকা-ন্তিকের মত শ্রীছাঁদ দেখে নূরমহলের চোক টাটিয়ে উঠ্‌ল, সচিব-কন্যা তারে বরাবর এক-নজরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, আমার মা সেই সর্ব্বনাশী ভান— এ সকল কর্ম্মে ভারি পটু, সেই তারে সঙ্গে কোরে নূরমহলের খাস কাম-রায় লয়ে যায়। দুদিন পাঁচ দিন যাতায়াত কোরে রস্তমের ক্রমিক বুক বেড়ে গেল, শেষে সময় নেই, অসময় নেই, যখন তখন তাঁর ঘরে গতিবিধি কোত্তে লাগ্‌ল। এক দিন অসাবধান হোয়ে নূরমহলের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি কোরে শুয়ে আছে, এমন সময় কলমবেগ গিয়ে ধোরে ফেল্লে।

আমি বল্লেম, "নাপিত! তুমি বল্লে বটে কিন্তু কথাগুলি অসম্ভব জ্ঞান হোচ্চে, কলমবেগ কি কোরে অন্তঃপুরে প্রবেশ কোল্লে?"

পরামাণিক। ওঃ, বটে বটে! আমার বল্‌তে একটু ত্রুটি হয়েছে,—এ ঘটনাটি একটা বাগানে হয়, নজকালী মাঝে মাঝে সেই বাগানে যেতেন, দুদিন দশদিন সেখানে বাসও কোত্তেন। বাগানে গিয়ে শীকারের আমোদ কোরে বেড়াতেন। একদিন রস্তম বোল্লে, 'আজ আমি শীকার কোত্তে সঙ্গে যাব না, তার চেয়ে অন্য কোন আমোদ লয়ে বাগানে থাক্‌ব।' কলমবেগ সেনাপতির একজন অনুগত ব্যক্তি, অন্নদাস বল্লেই হয়, খায় দায় থাকে, আর ফাই ফরমাস খাটে, সে ঐ কথা শুনে তার মনে কিছু সন্দেহ হল, সেও সে দিন শীকারে গেল না। কলমবেগ সেই চুপে চুপে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ কোরে যে কাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কোল্লে, তাতে আর তার মনে কোন সন্দেহ রইল না, সে বুঝ্‌তে পাল্লে যে, সেনাপতির কন্যার মহলে রস্তম এই পদে দাঁড়িয়েছেন। নূরমহল কলম-বেগ্‌কে দেখ্‌তে পেয়ে কতক ভয়ে, কতক রাগে চীৎকার শব্দে চেঁচাত্তে লাগ্‌লেন। আমি সেই সময় ডেরার পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বুড়ী আমারে দেখে কত ছল, কত বাহানা কোত্তে লাগ্‌ল, অর্থাৎ কোন মতে তাঁবুর কাছে না যাই, তফাতে তফাতে থাকি, এইটি তার মানস। তার কথার আভাসে বুঝ্‌তে পাল্লেম, এর মধ্যে একটা কোন ভারি কাণ্ড আছেই আছে, আমি আরো ডেরা ঘেঁসে ঘেঁসে বেড়াতে লাগ্‌-লেম। নূরমহল আর রস্তম বল্‌ছে, 'তুমি একথা প্রকাশ করো না, তোমাকে এত টাকা দেব, তুমি যদি কারেও বল, তোমার এ দিব্যি সে দিব্যি—'আবার কলমবেগ বল্‌ছিল, 'না, আমি কাকেও বল্‌বো না, আমি দিব্যি কোচ্চি, এ কথা প্রকাশ হবে না, কিন্তু আমাকে এত টাকা দিতে হবে, তা না দিলে প্রকাশ কোরে দেবো—'এইরূপ উভয় পক্ষে টাকা দেবার নেবার, আর কিরে দিব্যির কথা হোচ্ছিল, আমি বার থেকে সব শুন্‌তে পেলেম। এ সকল কথা শুনে কি ঘটেছে, তা কি আর বুঝ্‌তে বাকী থাকে? 'ওঃ হো, তবে এই খেলাই বটে'—মনে মনে ঐ কথা বলে আমি গুড়ি গুড়ি সেখান থেকে সোরে পোড়্‌লেম, যা জান্‌লেম, যা শুন্‌লেম, মনে মনেই রইল, কারও কাছে সে কথার প্রসঙ্গও কোল্লেম না।

আমি বল্লেম, "আহা! এ কথা আমায় দুদিন আগে কেন বল্লে না?"

পরামাণিক। কেন ধর্ম্মাবতার! আমি আপনাকে সে কথা বল্‌তেম, তবে আপনি না বল্লেন, 'আমি নূরমহলকে বিবাহও কোত্তে চাইনে, না তার এককালে মাথের খেয়ে দিতে চাই, তাও চাইনে।' তাই না আমি চুপ কোরে ছিলেম। তৎকালীন আগরার সেই বিবিটি পালিয়ে যান, আমার মাকে ধোরে অনেক মার-পিট করাতে সে শেষে রস্তমের নাম করে। পূর্ব্বে নূরমহল তার সঙ্গে গোড়েপিটে ঠিক কোরে রেখেছিল যে, 'তুই রস্তমের নাম করিস, কিন্তু হঠাৎ না,—অনেক ধস্তাধস্তি কোল্লে তবে তুই তার নাম করিস্।' আমার মা, আর তার স্বামিনী নূরমহল—এরা দুটি ধূর্ত্তের বাদশা, তারা জান্ত যে, রস্তমের নাম কোল্লেই কলমবেগ সেই সঙ্গে জোড়িয়ে

পোড়বে। কলমবেগ টাকা চেতো, না দিলে ভয় দেখাতো যে, নুরমহলের অসৎ চরিত্রের কথা সেনাপতির কাণে তুলে দেবে। তাদের মনে মনে সেই রাগ ছিল, কলমবেগকে কিসে জব্দ কোর্বে, তারা শুদ্ধ সেই তাগ্ বাগ্ দেখে বেড়াচ্ছিল, সেই সঙ্গে যে রুস্তমকেও গেঁথে ফেল্বে, সেটাও তাদের মতলব ছিল। পীরিত বাসি হোলে তেমন আমোদ হয় না—ইদানীং রুস্তমের প্রতি নুরমহলের অরুচি জন্মেছিল। ধর্ম্মাবতার, আপনি ত সকল কথা শুনলেন, আপনার বড় জোরের কপালই, তাই নুরমহলের হাত থেকে বেঁচে গেছেন, সে অনেক পাক চক্র কোরেছিল, কিন্তু আপনাকে বাগাতে পারে নি—তাই বল্‌ছিলেম যে, তাদের একটা মতলব সিদ্ধ হয় নি, আপনি খুব সাবধান, খুব চতুর, তাই রুস্তমের মত বোকা মাছ হয়ে বড়সিতে ধরা পড়েন নি—এখন শুনে খুসী হলেন তো?

পরামাণিক ত তত বড় ধূর্ত্ত, না জান্ত এমন সন্ধানই ছিল না, কিন্তু আমার কথা হয় সে জান্ত না, কি জেনে জানাত যে, সে তা জানে না। যাই হোক, যদি কেউ এক লহমার নিমিত্তেও আমার মনে থেকে সেই পাপ-কথাটি ভুলিয়ে দিতে পাত্তো, আমি তারে একটি রাজ্য দিয়েও সন্তুষ্ট হোতেম না। পরামাণিকের ঐ সকল কথা শুনে মৌন হয়ে রইলেম, আর কোন উত্তর প্রত্যুত্তর না কোরে নিঃশব্দে পথ চলেই আমাদের ডেরা পোড়্‌ল। ছাউনিতে গিয়ে শুনলেম, নজফালী ইয়াস্‌মিনকে আগে ডেকে পাঠান, তার আস্‌তে বিলম্ব দেখে আমাকে ডেকেছেন। আমি গিয়ে বাইরের ঘরে প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি, তার পর সেনাপতি ডেকে পাঠালেন। আমায় বল্লেন, "সাদক! এই পুলিন্দাটি অমুক কেল্লাদারের হাতে তোমাকে স্বয়ং গিয়ে দিতে হবে, এতে বড় জরুরি খবর আছে, আগে মনে কোরেছিলেম, ইয়াস্‌মিনকে পাঠাব, তাকে ডেকেও পাঠান হয়, শুনলেম, সে আজও আপনার কর্ম্মে বসে নি, তাই তুমি ভিন্ন আর কারও হাতে এ কাগজগুলি বিশ্বাস কোরে দিতে পারি নে। কাল প্রাতেই তোমাকে রওনা হতে হবে, সঙ্গে এক কাফেলা সোয়ার যাবে, সন্ধ্যা না হতেই জবাব লয়ে ফিরে আস্‌তে চাও।" "যে আজ্ঞা" বলে পুলিন্দাটি হাতে কোরে নলেম। পুলিন্দাটি কিংখাপে মোড়া, যে ডুরীতে বাঁধা ছিল, তার উপর একটি বৃহৎ শিলমোহর রয়েছে, তাতে নজফালীর এই উপাধি লেখা ছিল, "দুর্জ্জয় প্রতাপবান্ মহামহান্ নজফালী খাঁ বাহাদুর।" আরঙ্গজেব পথে উঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা রাজড়া আর তাদের কেল্লাদার, জায়গিরদার, এই সকল লোকের সঙ্গে ভাবপ্রণয় কোত্তে কোত্তে চলেছেন, সে খবর আমি আগরূপ জন্‌তেম, সেই জন্যে এ কিসের পুলিন্দা, কি, বৃত্তান্ত, সে বিষয় খেয়াল না কোরে তাড়াতাড়ি সোয়ার হলেম, সঙ্গে ২৫ জন সোয়ার ছিল, আর ইয়াকুব নামে একটি নীচের পায়ার কারপরদাজ আমার সঙ্গে চলেন। ইয়াকুবের সঙ্গে আমার পূর্ব্বে হতে প্রীতপ্রণয় ছিল। পাছে অসম্মান হয়, এই জন্যে সোয়ারেরা পাশাপাশি হয়ে, গা ঘেঁসে ঘেঁসে যেতে লাগ্‌ল, তাই দেখে রাজধর্ম্মানুষঙ্গিক কোন কথাবার্ত্তা কহিতে, কি যে যে ব্যক্তি রাজকীয় শঠতাচক্রে লিপ্ত আছেন, তাঁদের নাম কোত্তে আমাদের সাহস হল না, ভয় হল, কি জানি, যদি তারা শুনতে পায়। একটি আড্‌ডায় পৌঁছে স্নানাহার কোরে বিশ্রাম কোল্লেম, তার পর ইয়াকুব মুখ খুলে দিলেন—তিনি বল্লেন, "মহাশয়! রাজপুত্রের অভিপ্রায়টা কি বল্‌তে পারেন? সম্প্রতি যে রাজত্ব পেয়েছেন, তাতেই কি তিনি সন্তুষ্ট হয়ে শান্তভাবে থাক্‌বেন? না, তাঁর ঐ শান্তমূর্ত্তি কেবল ছলনার প্রবাহ?"

আমি বল্লেম, "প্রতারণা যে, তার সন্দেহ নেই, আমার বোধ হয়, সে কথা সকলেই জেনেছে, কিন্তু রাজপুত্রের কোন কথা লয়ে আমাদের আন্দোলন করবার আবশ্যক নেই, শেষ বিপদ ঘট্‌লেও ঘট্‌তে পারে।"

ইয়াকুব। আপনি ঠিক কথা বলেছেন—আমার কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে—নজফালীর কন্যা যে, ছাউনি থেকে চলে গেল, কেন? কি অভিপ্রায়ে গেল?

আমি বল্লেম, "তাদের কথন কি অভিপ্রায় হয়, তারা কখন কি করে, তা আমি কি কোরে জান্‌ব? আমার সাধ্য কি যে, তা জানি, তবে আমি এইমাত্র বল্‌তে পারি, তারা ফিরে গিয়ে ভাল কোরেছে, তারা যে সঙ্গে এসেছিল, সেইটিই আমার আশ্চর্য্য বোধ হোচ্ছে—তাদের না আসাই উচিত ছিল।"

ইয়াকুব। এতদূর সঙ্গে কোরে এনে, নজফালী যে পুনরায় তাদের ফিরে যেতে বল্লেন, আমার মনে সেইটিই বড় সন্দেহ হোচ্ছে।

বর্ষারম্ভ হয়ে অবধি আজ কেবল প্রথম সূর্য্যের মুখ দেখা গেল, রৌদ্রের এত তেজ, যেন অগ্নিবৃষ্টি হোচ্ছে জ্ঞান হোতে লাগ্‌ল, গ্রীষ্ম অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। একে পাষাণফাটা রৌদ্র, তায় আবার কাল ভালরূপ নিদ্রা হয় নি, তামাম রাত ছট্‌ফট্ কোরেছি, আমি আর চল্‌তে না পেরে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পৌঁছে আড্‌ডা কোল্লেম, ভাব্‌লেম, এখানে একটু আরাম কোরে ঠাণ্ডা হতে পারে শরীর অনেক সুস্থ হবে। কিন্তু সিটি আমার বেজ্‌বার ভুল, যেমন শীত, তেমনি কম্প, আবার তেমনি উত্তাপ হয়ে ভারি জ্বর হল, কেল্লা পর্য্যন্ত পৌঁছি, এমন শক্তি নাই, ভারি কাবু হয়ে পোড়্‌লেম। পিপাসায় ছাতি ফেটে যেতে লাগ্‌ল, তৃষ্ণা পুরে জল খেতে পারি নে, পেটে এক ধার জল তলায় না, অমনি বমি হয়ে পড়ে, থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিলেম, রৌদ্রে যেন বাঘ দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। শিরঃপীড়ায় অস্থির হলেম—এই উৎপাতে পোড়ে ইয়াকুবকে ডাক্‌লেম। পুলিন্দাটি তার হাতে দিয়ে বল্লেম, "তুমি এই পুলিন্দাটি লয়ে কেল্লাদারকে পৌঁছে দাও, শীঘ্র যাও, বিলম্ব করো না, কেবল দুজন মাত্র সোয়ার আমার কাছে থাক্‌বে, বাকী তোমার সঙ্গে যাবে।" ইয়াকুব এই সম্মানের ভারটি পেয়ে সৌভাগ্য মান্‌লেন, এ কর্ম্মটি তাঁর শ্লাঘার বিষয়—তিনি তখনিই রওনা হয়ে গেলেন। সলিমান সঙ্গেই ছিলো, সে প্রাণপণে সেবাশুশ্রূষা কোত্তে লাগ্‌ল। অনেক কষ্টে একখানি পুরাতন পাল্‌কি, আর জন কয়েক বেহারা এনে উপস্থিত কোল্লে। তারা সাবধান হোয়ে, অতি ধীরে ধীরে আমাকে ছাউনির দিকে লয়ে চল্লো। ছাউনির এ দিকে ১২ ক্রোশ তফাতে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে একজন বিচক্ষণ হাকিম ছিলেন, ইয়াকুবের ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমি সেই স্থানেই থাক্‌ব স্থির কোল্লেম। পাল্‌কির ঝাঁকানিতে ভারি কষ্ট হল আমার অবস্থা আরো মন্দ হয়ে পোড়্‌ল। গ্রামে পৌঁছে হাকিম দেখে বল্লেন, আমি নিদান শঙ্কটাপন্ন, মুহুর্মুহু ঔষধ পত্র আর সেবা-শুশ্রূষার আবশ্যক। আমার তখন জ্ঞান চৈতন্য নেই, কখন দন্ত কড়মড় কোচ্ছি, কখন জিব বার কোচ্ছি, কখন সোরে সোরে পাস্তলায় এসে পোড়্‌ছি, আর জল দে, জল দে কোচ্ছি। কখন দেবচক্ষু কোরে চোক ছুটো কপালে তুল্‌ছি, কখন বা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি, আর ক্রমাগত প্রলাপ বল্‌ছি, ঐ প্রলাপের মুখে কেবল দেলজান আর নূরমহলের নাম কোচ্ছি, সে সময় তারাই আমার অন্তর গ্রাস কোরে রেখেছিল। মাঝে মাঝে অভিভূত হোচ্ছি, আর ঘন ঘন মোহ যাচ্ছি। হাকিম দেখে শুনে অবাক্, তিনি বল্লেন, "এ কি আশ্চর্য্য!" ইয়াকুবের সোয়ারেরা যে দিন ফিরে এলো, তখন আমার জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু আচ্ছন্ন হোয়ে আছি। আমি বল্লেম, "ইয়াকুবকে একবার আমার কাছে আস্‌তে বল।" তারা বল্লে, "কেল্লাদার তাঁকে কয়েদ কোরে রেখেছে।" কেল্লাদার সোয়ারের হাতে পুলিন্দার জবাবও লিখে পাঠায়নি—"ইয়াকুবকে কয়েদ কোরেছে," ঐ কথা শুনে যেমন না বিদ্যুৎ চম্‌কে, তেমনি যেন আমার মনে নিগূঢ় স্মৃতিসন্ধিটি দপ্ কোরে জ্বলে উঠল—আমি বল্লেম, "ওঃ! বোঝা গেছে, ভারি কারসাজি খেলেছে! নজফালী আমাকে প্রতারণা কোরেছে, তার অভিপ্রায় ছিল, আমাকে কয়েদ করে, দৈবাৎ অসুস্থ হয়ে পোড়্‌লেম, তাই বেঁচে গেছি, দুর্ভাগ্য ইয়াকুবকে আমার ভোগাভোগ ভুগ্‌তে হল। মনে মনে অনেক আঁচাআঁচি কোরে শেষ এই স্থির কোল্লেম, রাজসংক্রান্ত চিঠি পাঠান কেবল একটা অছিলামাত্র, ফলে সেটা সর্ব্বৈব মিথ্যা—আসল কথা এই, কেল্লাদারকে একটা হুকুম লিখে পাঠান

হয় যে, এই পত্রবাহককে ধোরে কয়েদ রাখবে, পত্রবাহক আর কে? সে তো আমিই! তবে যে জন্যে আমি পত্র লয়ে যাই নি, সে কথা ত বলাই হয়েছে। ঐ বিষয় মনে মনে আন্দোলন কোত্তে কোত্তে হঠাৎ মনে উদয় হল, হয় ত আমাকে খুন কোরে ফেলবারই হুকুম দিছিল - সর্ব্বাঙ্গ অমনি শিউরে উঠ্‌ল, ভাব্‌লেম, তবে ইয়াকুবের অদৃষ্টে কি প্রমাদই ঘটেছে না জানি, সে ত কিছুই জানে না, কোন খবরই রাখে না, একে তো আমি পীড়িত, না শরীরই ভাল আছে, না মনই সুস্থ হয়েছে, তার উপর আবার এই ঘোর অসুখ উপস্থিত, আমি মৃতপ্রায় হলেম। অনেক ভেবে চিন্তে লেখ্‌বার সরঞ্জাম আনতে বোল্লেম, কেল্লাদারকে আনুপূর্ব্বিক সব বৃত্তান্ত খুলে লিখে দিলেম যে, এই এই কারণে আমি আপনি না গিয়ে ইয়াকুবের হাতে দিয়ে ঐ পুলিন্দা পাঠান হয়েছে, আর বিস্তর বিনয় কোরে বল্লেম, যে পর্য্যন্ত নজফালীর নিকট তিনি দ্বিতীয় হুকুম না পান, সে পর্য্যন্ত তাঁর বন্দী ইয়াকুবের উপর কোন অত্যাহিত না করেন। এই কথা কটি লিখ্‌তে লিখ্‌তে আমার সর্ব্বশরীর ঘুরে লাগ্‌ল, অমনি তাকিয়ার উপর মাথা রেখে শুয়ে পোড়্‌লেম, তখন এমনি জ্ঞান হল যে, এইবার বুঝি মলেম, আর বাঁচ্‌লেম না, তখনও আমি এত ক্ষীণ, এত দুর্ব্বল। শেষে যো যা কোরে আঁচড়ে পাঁচড়ে কোন রকমে পত্রখানি সমাপ্ত কোল্লেম, চিঠিখানি একটি সোয়ারের হাতে দিয়ে তখনি রওনা কোরে দিলেম। জ্বর হওয়াবধি আমার কাছে যে দুজন সোয়ার অষ্ট প্রহর হাজির থাকৃত, তাদেরই একজনকে পাঠালেম, তারে বল্লেম, "দৌড়ে যা, শীঘ্র শীঘ্র জবাব লয়ে আয়, বকসিস পাবি।" মুখের কথা বল্‌তে না বল্‌তে সে পত্র লয়ে তখনি দৌড়ল। একে জ্বরের কষ্ট, তার উপর আবার ইয়াকুবের জন্যে দুর্ভাবনা, পত্র রওনা কোরে দিয়েই আমার মোহ হলো, মূর্চ্ছিত হয়ে পোড়্‌লেম, যদিও বা একটু পরে সে অবস্থা কেটে গেল, কিন্তু আবার জ্বর, আবার উন্মাদের মতন বিহ্বল বল্‌তে লাগ্‌লেম, হাকিম এসে সলিমানকে তিরস্কার কোত্তে লাগ্‌লেন যে, কেন সে লেখ্‌বার সরঞ্জাম এনে দিলে, কেন সে নিষেধ না কোল্লে, শেষে তিনি আফিম-ঘটিত ঔষধ ব্যবস্থা কোল্লেন, তাতে আরো উল্‌টে শ্রী হয়ে দাঁড়াল— শরীর গরম হয়ে গেল, ঘুম হল না, প্রকৃত উন্মাদের ন্যায় প্রায় তামাম রাত ছুটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি কোত্তে লাগ্‌লেম, আমাকে ধোরে নিরস্ত কোরে রাখ্‌তে অনেক লোকের দরকার হয়েছিল। হাত বাগড়া বাগড়ি আর লাফালাফি দাপাদাপি কোত্তে কোত্তে শেষে ক্লান্ত হয়ে পোড়লেম, ক্রমে ক্রমে নির্জ্জীবপ্রায় হয়ে অবশেষে নিদ্রায় অভিভূত হোলেম, নিদ্রা থেকে উঠেই জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেমন, সোয়ার ফিরে এয়েছে কি?" সলিমান বল্লে, "আজ্ঞা এসেছে।" ডেকে পাঠাতেই সে এসে হাজির হল, আমার পত্রখানি তার হাতে আছে দেখ্‌তে পেলেম, কেল্লাদার তা গ্রহন করেন নি। আমি একটি নিশ্বাস ফেলে বল্লেম, "আহা! ইয়াকুবের কি দুর্ভাগ্য!" সোয়ারকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ইয়াকুবের কোন কথা সেখানে শুনতে পেয়েছো কি?"

"কেল্লার সদর ফটকে যে সোয়ার থাকে, সে বল্লে যে, তিনি—"এই পর্য্যন্ত বলেই সোয়ার চুপ কোল্লে।

আমি অমনি বলে উঠ্‌লেম, "কি বল্‌তে চাস, বল, আর আমার যন্ত্রণা বাড়াস্‌নে।"

সোয়ার। আজ্ঞা, তাঁরে খুন কোরেছে।

ঐ কথা শুনে চীৎকার শব্দ কোরে বোল্লেম, "কি! তারে খুন কোরেছে! তবে তারা ডাকাত! তারা খুনে! অতি নিষ্ঠুর তারা! তাদের শরীরে দয়ামায়া নেই। রাজপুত্রকে এ বিষয় জানাতে হবে, তোরা তয়ের হ, আজিই তাঁর ছাউনিতে চোলে যাব, পীড়িত আছি আছি, তথাচ আজ সেখানে যেতেই হবে, কুমার বাহাদুরকে এ কথা না বলে জলগ্রহণ কোর্‌ব না। তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে মুক্তকণ্ঠে বলব, ধর্ম্ম-অবতার, বিচার কোত্তে হবে—আ! ইয়াকুব! আ! ইয়াকুব! তোমার কি দুর্ভাগ্য! এরূপ দুর্জ্জয় প্রতারণা-ফাঁদে পোড়ে তুমি যে মারা যাবে, এ কথা কেউ স্বপ্নেও জান্‌ত না।"

হাকিম বিস্তর বোঝাতে লাগ্‌ল যে, "আর দুদিন-

কাল থেকে যাও, তা হলে সুন্দররূপে আরোগ্য হতে পারবে, নচেৎ এখনও ভয় আছে—পুনরায় পীড়িত হোলেও হতে পারো, তখন কিন্তু আরও ভয়ানক হবে।" তাঁর কথা শুন্‌লেম না। ভাব্‌লেম, কপাল ঠুকে ত বেরিয়ে পড়ি, তার পর যা থাকে অদৃষ্টে হবে, বিপদ্‌ সম্পদ্‌ সকলই বিধাতার হাত। এই ভেবে কোমর বাঁধ্‌লেম, আমায় ধরাধরি কোরে পাল্‌কিতে তুলে দিলে, সোয়ারেরা সঙ্গেসঙ্গে চল্লো।—সূর্য্য উদয় না হতে না হতে ছাউনিতে পৌঁছিলেম। পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াই, এমন শক্তি নেই, শরীর টোলে টোলে পোড়্‌ছে, বেহারাদের বোল্লেম, "তোরা আমায় ধরাধরি কোরে রাজপুত্রের তাঁবুর মধ্যে নিয়ে চল্‌।" তখন অসময়; বিস্তর অনুনয় বিনয় কোত্তে কোত্তে পাহারাওয়ালারা আমায় ভিতরে যেতে অনুমতি কোল্লে। চোক মুখ বসে গেছে, যেন মড়ার মতন হয়ে গেছি, শরীর পাকপেয়ে, গেছে, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পোড়েছে, অস্থিচর্ম্ম সার হয়েছে, এত দুর্ব্বল যে, কথা কহিতে পাচ্ছি নে, কেবল চিঁ চিঁ কোচ্চি। রাজপুত্র আমার সেই বেশ্রী চেহারা দেখে চমকে উঠ্‌লেন। আমি হামাগুড়ি দিতে দিতে তাঁর পায়ের উপর গিয়ে পোড়্‌লেম, পোষাকের দামান চুম্বন কোরে অসীম বীরপরাক্রম রাজকুমারকে বল্লেম, "কুমার বাহাদুর! আমি বিচার চাই। যাঁর অপার প্রসাদ-বলে আপনি জীবনধারণ কোচ্চেন, যাঁর অপরিমেয় কৃপা, অলক্ষিত করুণা, আর অসাধারণ দয়ার আধার হয়ে সর্ব্বপ্রকার কুশল প্রত্যাশা করেন, সেই করুণানিধান জগৎপাতার দোহাই, আপনি বিচার করুন।"

রাজকুমার বল্লেন, "আমরা তোমাকে অনুমতি কোচ্ছি, তোমার কি নালিশ আছে, বল।"

"খুন!! খুন!! হক না হক খুন!! অতি নিষ্ঠুর, অতি ঘৃণের খুন!!" আমি মরেসুটে এই কটি কথা চেঁচিয়ে বোলে সেই পরিশ্রমে নির্জ্জীবপ্রায় হলেম। রাজপুত্র চম্‌কে গেলেন, বল্লেন, "আরো যদি কোন কথা থাকে, বল।" নজফালীর উপর হত্যাপবাদের দাবি দিয়ে তার প্রতারণার বৃত্তান্ত আদ্যপূর্ব্বিক সব বল্লেম, রাজকুমার শুনে অতিশয় দুঃখিত হয়ে বল্লেন, "আমার দোহাই, নজফালী স্বীয় ক্ষমতার সীমা অতিক্রম কোরেছে। তা যা হোক, সাদক! তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—নজফালী তোমার প্রাণবধ কোত্তে উদ্যত হয়েছে কেন?"

আমি বল্লেম, "কুমার বাহাদুর! আমি তা বল্‌তে পারিনে, তবে আমার অপরাধের মধ্যে এই, আমি সরকারের নিতান্ত অনুগত, অষ্টপ্রহর আমার কর্ম্মে হাজির থাকি, ধর্ম্মাবতার! তা ছাড়া আর ত কোন ত্রুটি দেখিনে।"

আরঙ্গজেব বল্লেন, "তুমি বেলা দুই প্রহরের সময় হাজির থেকো, নজফালী কেন এমন কুকাজ কোল্লেন, তাঁকে এ কথার জবাব কোত্তে হবে, তোমাকে নিশ্চয়ই বোল্‌ছি, তাঁকে এ কথার জবাব কোত্তেই হবে। আমি অনুমতি কোচ্ছি, এখন তুমি বিদায় হও।"

আমি পুনরায় রাজকুমারের বস্ত্রের কিনারা ধোরে চুম্বন কোরে বিদায় হোলেম, ফিরে আসবার সময় বুকের উপর হাত বেঁধে নৃপকুমারের প্রতি অগাধ ভক্তি প্রদর্শন কোল্লেম।

নজফালী মনে কোরেছিলেন, আমি তাঁর কৌশলনির্ম্মিত মৃত্যুফাঁদে ধরা পোড়েছি, আমায় এখন দেখতে পেয়ে তাঁর চক্ষুস্থির হল, বল-বুদ্ধি সব ঘুরে গেল, ভাবলেন, একি ব্যাপার! এ আবার কোথা থেকে এসে উপস্থিত হল! কি কোরেই বা বেঁচে এলো! রাজপুত্র সাহঙ্কারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "নজফালী, তুমি এমন কুকর্ম্ম কেন কোল্লে? তোমাকে জবাবদিহি কোত্তে হবে।" দাম্ভিক নজফালী রাজপুত্রের মুখে ঐ কথা শুনে ক্ষণেককাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, শেষে বল্লে, "বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে প্রাণবধ কি উচিত দণ্ড নয়?"

রাজপুত্র বল্লেন, "আচ্ছা, আমি তোমার ও কথা মান্‌লেম, কিন্তু প্রথমতঃ সে বিশ্বাসঘাতী কি না, তার প্রমাণ আমি চাই। দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পরোয়ানায় আমার দস্তখতের প্রয়োজন, সে বিষয় তুমি ঔদাস্য কোরেছ. কিন্তু নজফালী! আমি তোমায় অবধারিত বল্‌ছি, কেল্লাদার যদি ইরাক্কদের প্রাণসংহার কোরে থাকে,

তবে তার নিস্তার নেই, তুমি হুকুম দিয়েছ বলে এ অপরাধ থেকে সে অব্যাহতি পাবে না।"

নজকালী বল্লেন, "আমি যে হুকুম দিইছি, তারই বা প্রমাণ কি? কেল্লাদার কিছু আপনার এলাকার মধ্যে নয়, সে সম্রাটের অধীন, অথবা আপনার রাজভ্রাতা দারার অধীন বল্লেও বলা যায়, সে সমানই কথা।"

নজকালীর মুখে ঐ সগর্ব্ব বাক্যোক্তি শুনে আরঙ্গজেবের সর্ব্বশরীরে যেন দাবানল জ্বেলে দিলে। রাজকুমার ক্রোধে যেরূপ ভয়ঙ্কর কাল-মূর্ত্তি হলেন, আমার সাধ্য কি যে, সে করাল আকৃতির প্রতিরূপ চিত্র কোরে পাঠকের কৌতূহল তৃপ্তি করি—রাগে তাঁর দাড়ি পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌ল, মুখাবয়বে কত প্রকারই বিকটভঙ্গীর উদয়াস্ত দেখ্‌তে পেলেম। দাঁতে দাঁতে কড়্‌মড় শব্দ হতে লাগ্‌ল, বক্ষঃস্থল ফুলে ফুলে উচু হয়ে হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে ঝলকে ঝলকে যেন অগ্নি নির্গত হতে লাগ্‌ল, ঠোঁট্ দুটি থর্ থর্ কোরে কাঁপতে লাগ্‌ল। নজকালীর এখন জ্ঞান হল যে, তাঁর সীমা অতিক্রম করা ভাল কাজ হয় নি, তিনি দেখ্‌লেন, একটি মহাপ্রলয় নিকটাগত, তাই দেখে ভয়ে কোঁকড় হয়ে পোড়্‌লেন, মুখ-চক সেহাই হয়ে গেল। আরঙ্গজেব সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়ে বল্লেন, "কি! সে আমার অধিকারের বার? সে আমার অধীন নয়? দোহাই আল্লার, এত আস্পর্দ্ধা, এত অহঙ্কার বরদাস্ত করা যায় না। আচ্ছা, কোন্ ব্যক্তি বলে, কেল্লাদার আমার এলাকার মধ্যে নয়? কে সে ব্যক্তি? তারে দেখিয়ে দাও। নজকালী! আমি দেখছি, তুমিই তার কালের স্বরূপ হলে, তুমিই তার মাথা খেয়ে দিলে, আমি প্রতিজ্ঞা কোচ্ছি, কেল্লাদার যদি বালক ইয়াকুবকে সম্পূর্ণপ্রাণে হাজির না করে, তবে আমি তার শির না লয়ে কখনই ক্ষান্ত হব না, তার মস্তক ছেদ না কোরে কখনই নিশ্চিন্ত থাক্‌ব না। রে মদগর্ব্বিত দাম্ভিক! শোন্, আমি তোরে সৎকথাই বলছি, তোর আপনার মস্তকের উপরেও দৃষ্টি রাখিস্, তুই মনে কোরেছিস্, তোর ও মাথা কাঁধের উপর শক্ত হয়ে বসে আছে, তা বাবার নয়, সে তোর ভ্রম, ফলে তা নয়।" নজকালী উত্তর কোর্‌বেন, তারই উপক্রম কোরেছেন, আরঙ্গজেব তাই দেখে বলতে লাগ্‌লেন, "চুপ, চুপ, যে জবান আমাকে বারবার বিরক্ত, বারবার অসন্তুষ্ট কোরেছে, ফের যদি তুই কথা কস্, তবে আর তাকে পুনরায় বিরক্ত কোত্তে দেবো না। আল্লাকরীম! তুই কি জানিস্‌নে—আমি কে?"

নজকালী দেখ্‌লেন, এখন কথা কইতে গেলে ধাষ্টমি করা হয়, তাতে প্রাণ যাবার সম্ভাবনা। তা না কোরে বুকের উপর হাত বেঁধে বল্লেন, "জাঁহাপনা।" আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করুন। আমি মনে কোরেছিলেম যেখানে হুজুরের জীবন শঙ্কটাপন্ন, এমন স্থলে আমার ততদূর ক্ষমতা জারি করবার অধিকার আছে, তাতেই আমি স্বাধীন হয়ে চলেছি, দোহাই ধর্ম্মাবতার! তা ভিন্ন আমার অন্য কোন মতলব ছিল না।"

আরঙ্গজেব বল্লেন, "আমার জীবনের কি আশঙ্কা, তা শুনতে চাই। সাদকের বিরুদ্ধে কোন কথা থাকে ত বল। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, তার প্রাণের উপরই তোমার লক্ষ্য।"

নজকালী। ধর্ম্মাবতার! আমাদের কুচ কর্‌বার পূর্ব্বে এই সাদক সকলকে ছাপিয়ে ছাপিয়ে সুলতান সুজার লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কোরেছে, আগরার অনেকের সঙ্গে গোপনে গোপনে চিঠিপত্রও লেখা লেখি হয়, সে সকল লোক যে আপনার মিত্র নয়, শত্রু,—সে তা বেশ অবগত আছে। সম্প্রতি একটা চক্র কোরেছে, আমার একজন ইতর চাকর, তার জন্ম কর্ম্মের ঠিকানা নেই, সেই নাকি তার যোজকতা কোচ্ছে শুনলেম, তার নাম লুচার। প্রতিদিন যখন কুচ আরম্ভ হয়, ঐ ব্যক্তি পিট্-পিট্ কোরে চোলে, সকলের পেছনে থাকে, সাদক তার সঙ্গে শেষে গিয়ে যোটে—দুই জনে একত্র হয়ে আপনাদের মতলব পাকায়, ফৌজেরা তার কিছুই জানে না। হুজুরের বিরুদ্ধে যে ঘোর আততায়ীর চক্র হয়েছে, লুচার একজন তার কারিন্দা, আমার অভিপ্রায় ছিল, সোয়ারেরা কেল্লাদারের জবাব লয়ে ফিরে আসলে, ঐ লুচারকে জবরদস্তি মার্-

পিট কোরে তার কাছ থেকে যেরূপ যা হয়েছে, সেই সকল কথা বার কোরে লয়ে, আর তাদের সেই রাজদ্রোহিতা সমূলে উচ্ছেদ কোরে দিয়ে, সেই সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক হুজুরের নিকট লিখে পেশ কোরেম।

আমার প্রতিবাদী এই পর্য্যন্ত বলে চুপ্ কোল্লেন। কতক মিথ্যা, কতক সত্যের সূত্র দিয়ে এরূপ অপূর্ব্ব কৌশলের অপবাদ প্রস্তুত কোত্তে আমি জন্মেও কখন শুনিনি! আমি একজন চাকরকে ধোরে দাঁড়িয়ে আছি, রাজকুমার আমার দিকে ফিরে চেয়ে দেখ্তে লাগ্লেন, আমি একটু এগিয়ে গিয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বল্তে লাগলেম — "ধর্ম্মাবতার! আপনি আমার প্রভু, আর রাজাও বটেন, আপনি যা শুনলেন, সর্ব্বৈব মিথ্যা, পরমেশ্বর মাথার উপর আছেন, যদি মিথ্যা বলি —আমার কোন দোষ নাই, আমি নিরীহ নিরপরাধী, কি কথায়, কি কার্য্যে, কি মননে আমি কখন হুজুরের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করি নি। তেমন অকৃতজ্ঞ,—অকৃতজ্ঞ কেন, তেমন উন্মাদ আমি কখনই নই—মনে করুন, আমি একজন সামান্য ক্ষুদ্রপ্রাণী, আমি যে রাজবিরুদ্ধে একটা চক্র কোরে সুসিদ্ধ কোরে তুলব, তার সম্ভাবনা কি? ধর্ম্মাবতার! একটা পিঁপড়ে কি কখন সিংহের অনিষ্ট কোত্তে পারে? তাও কি সম্ভব হয়? তবে আমি যে অতি অকিঞ্চিৎকর সামান্য প্রাণী হয়ে হুজুরের বিরুদ্ধে চক্র কোর্ব, এ কথা কি কখন বিশ্বাস হয়? আমার প্রাণে কি ভয় নেই? আমি আমার প্রতিবাদীকে বল্তে চাই যে, তিনি লুচারকে হাজির করুন, সে যদি—" নজফালী একটু ব্যঙ্গভাবে মুচ্কে হেসে বল্লেন, "হাঁ হাঁ, জানি জানি।" রাজকুমার বোল্লেন, "তারে এখনই হাজির করো।"

নজফালীর বড় ইচ্ছা ছিল না যে, লুচার হাজির হয়, কিন্তু রাজকুমারও নাছোড় হলেন, কোন ওজর-আপত্তি শুনলেন না, তাঁর প্রতিজ্ঞা যে, তারে হাজির কোর্বেন। লুচার পরামানিক অষ্টমীর পাঁটার মত কাঁপ্তে কাঁপ্তে উপস্থিত হল। আঙ্গুলমোড়া দিয়ে তারে অত্যন্ত যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল, সেই জন্যে তার একখানি হাত কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। লুচার আমার দিকে চেয়ে ইশারায় জিজ্ঞাসা কোল্লে, 'সংবাদ কি?' অর্থাৎ আমি কি বলেছি, তাই যেন শুনতে চায়।

রাজকুমার বোল্লেন, "ওরে বুড়াকা বাচ্ছা! শোন্, সাদক রাজদ্রোহিতার কাজ কোরেছে, তুই তার কি জানিস্ বল, আমি তোরে এই হুকুম কোচ্ছি।" লুচার বল্লে, "হুজুর! গোলাম তার কিছুই জানে না।"

নজফালী বল্লে, "তবে পথে যেতে যেতে, সর্ব্বদা একত্র হয়ে কথাবার্ত্তা কইতিস্ কেন?"

পরামাণিক। ধর্ম্মাবতার? সে সাদকের ইচ্ছা, আমি একজন সামান্য দুঃখী লোক, তাঁর গোলাম বল্লেই হয়, তিনি আলাপ কোত্তে চাইলে আমি কি বলব, 'না, আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না?'

"তোদের কি কথা হতো?"

"হুজুর! অন্য বিষয় নয়, কেবল আমার বুড়া মায়ের কথা বল্তেম।" আরঙ্গজেব বোল্লেন, "ছো! তুই কি মনে কোরেছিস্, তোর ঐ কথা আমরা বিশ্বাস করবো?"

"আল্লার দোহাই, হুজুর! আমি সত্য কথাই বোলেছি—আমরা কেবল স্ত্রীলোকদের কথা, আর তাদের ধূর্ত্তমির বিষয় লয়েই হাস্যপরিহাস কোত্তেম।"

নজফালী মেঘের ন্যায় গর্জ্জিয়ে বল্লেন, "বজ্জাৎ! পাজী! আচ্ছা, কোন্ স্ত্রীলোকের কথা বলাবলি কোত্তিস্, আর তারা কি ধূর্ত্তমি কোরেছে?—তা বল্।"

পরামাণিক একটু চুপ কোরে থেকে, শেষে বল্লে, "ধর্ম্মাবতার! আপনি যদি বল্তে বলেন ত বলি। আমি কিছু খত লিখে দিই নি যে, সে কথা গোপন রাখ্ব। যা জানি, আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি, কারও মুখে শুনি নি।"

রাজপুত্র বল্লেন, "আচ্ছা, কি বল্তে চাস বল।"

পাঠক বন্ধু! আপনি বল্লে প্রত্যয় যাবেন না, লুচারের মুখ দিয়ে যে সকল কথা প্রকাশ হল, শুনে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। রাজপুত্র আর স্বয়ং নজফালী— এই দুজনের সম্মুখে অম্লান-

বদনে নূরমহলের অসতীত্বপনার বিষয় আদ্যো-
পান্ত সমুদায় যেন স্রোতের ন্যায় বলে চল্লো, মুখে একটুও আট্‌কাল না, তদ্ভিন্ন রুস্তম আর কলমবেগের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে তার মাকে সহায় কোরে নূরমহল যে শঠতার চক্র করে, সে সকল কথাও প্রকাশ কোরে দিলে. শেষে বল্লে, "ধর্ম্মাবতার! সাদকের সঙ্গে এই সকল বিষয়ের কথাবার্ত্তা হতো। ছাউনির স্ত্রীলোকের সঙ্গে তিনি যে কোন সংস্রব রাখ্‌তেন না, সেই জন্যে আমি তাঁকে কত প্রশংসা কোত্তেম।"

নজফালী রেগে লাল হয়ে দুই চক্ষু কপালে তুলে বল্লেন, "তবে রে বজ্জাৎ! হারামজাদা! আমার কন্যার যে দুর্নাম করে, তারে আমি এই শাস্তি করি।"—এই বলে ছুটে গিয়ে, দুই হাত দিয়ে নুচারের টুঁটি চেবে ধোল্লেন, চেপে মেরে ফেলেন আর কি! যাই প্রহরীরা পোড়ে ছাড়িয়ে দিলে, তাই রক্ষা পেলে, তারা অনেক কষ্ট পেয়ে, বিস্তর টানা-ছেড়া কোরে নজফালীকে তফাৎ কোরে দিলে।

রাজপুত্র বল্লেন, "নজফালী! আমার সম্মুখে তোমার এ প্রকার ধাষ্টামি করা ভাল কাজ হয় নি, এত প্রশ্রয় চক্ষে দেখে সহ্য কথন করা যায় না। ও ব্যক্তি তোমার মানত সাক্ষী, ও যা বল্‌বে, ওর মুখ দিয়ে যে কথা বার হবে, তোমাকে তা মেনে লতে হবে—এখন আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর করো—সাদক যে বিশ্বাসঘাতক, সে যে অবিশ্বাসের কাজ কোরেছে, একথা তুমি কি তোমার কন্যার মুখে শুনো নি? তুমি যে বল্‌ছো, সাদক রাজদ্রোহের চক্র কোরেছে, এ খবর তুমি কোথায় পেলে? তোমার কন্যাই না তোমাকে বলেছে?"

নজফালী বল্লেন, "আচ্ছা মান্‌লেম, আমার কন্যাই যেন বলেছে, কি সে কথা যে সত্য, মিথ্যা নয়, তার প্রতি সন্দেহ নেই, কেন না, কন্যার চাকরাণীও ত ঐ কথা বল্‌ছে।"

রাজকুমার বল্লেন, "তোমার যদি সন্দেহ না থাকে নাই, কিন্তু আমার মনে বিস্তর সন্দেহ আছে, তবে সুজার কারপরদাজের সঙ্গে গোপনে গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করা আর আগরায় পত্র-চালাচলি করা, এই দুইটি অপবাদ থেকে সাদক যদি মুক্ত হতে পারে, আমি তারে একেবারে অব্যাহতি দেবো।"

আমি নির্ভয় হয়ে বল্লেম, "এক লহমার জন্যে ইউসোফের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় বটে, কিন্তু আমি তখন জান্‌তেম না যে, সে কার পক্ষ, আমার সঙ্গে তার বান্ধবতা আছে, তাই বিদায়ের দেখা কোত্তে এসেছিলেন, আগরায়ই হোক্, কি স্থানান্তরে হোক, আমি কথন কারেও চিঠিপত্র লিখে থাকি নে, সে কথা আমি অস্বীকার কোচ্ছি।" নজফালী বল্লেন, "আমাদের প্রথম কুচের পর যে গ্রামে ডেরা পড়ে, সেই গ্রাম থেকে কোন্ ব্যক্তিকে পালকি কোরে চুপে চুপে আগরায় রওয়ানা কোরে দাও, তখন রাত্র অনেক, সকলে খেয়ে দেয়ে শুয়েছে—তুমি এ কথাও অস্বীকার করো বোধ হয়?"

আমি নজফালীর প্রতি কট্‌মট্‌ কোরে চেয়ে বল্লেম, "ধর্ম্মাবতার! সে ব্যক্তিকে এখানে কে এনেছিল? আপনি কি আনেন্ নি?" নজফালী বল্লেন, "না, আমি আনি নি।" আমি বল্লেম, "তবে যারা আপনার নাম কোরেছে, তাদেরই দোষ।" রাজপুত্রকে সম্বোধন কোরে বোল্লেম, "হুজুর, আপনি আমার মুনিব, আর রাজা; আপনার সম্মুখে মিথ্যা বল্লে আমার পরকাল নষ্ট হবে। যে কথা আমার পরিবারের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই, সে কথা আমি প্রকাশ কোত্তে চাই না, তবে হুজুরের কানে নাকি তুলে দেছে,—আমার তাঁবে বদমাস লোক আছে, আমি তাদের নিশীথ রাত্রে চুপে চুপে সরিয়ে তফাত কোরে দিইছি, এই জন্যে আমাকে আদ্যোপান্ত সকল কথা ভেঙ্গে বলতে হয়েছে, তা হলে হুজুর বুঝতে পারবেন যে, কাকে পাঠিয়েছি, কে সে ব্যক্তি। ধর্ম্মাবতার! সে একটি স্ত্রীলোক, আমার বন্ধু ইউসোফের ভগ্নী, কোন ব্যক্তি তারে ধোরে বেঁধে, জোর জবরদস্তি কোরে এখানে এনেছিলেন, যিনি তারে এই নিগ্রহ করেন, তাঁর নাম করা আমার উচিত নয়, যে লোক তারে এখানে লয়ে আসে, তাদেরই মুখে তাঁর নাম শুনেছি,

আমিই সহায় হয়ে ঐ রাত্রে সেই স্ত্রীলোকটিকে পুনরায় আগরায় পাঠিয়ে দি, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি এখন নির্ব্বিঘ্নে সেখানে পৌঁছিয়েছেন। ধর্ম্মাবতার! এ ছাড়া আরো কিছু নিবেদন কোচ্ছি, অবধান করুন, আমি যে বিশ্বাসঘাতী নই, আমার যে সে অভিপ্রায়ই নয়, তাতে তা সপ্রমাণ হবে। আপনার রাজভ্রাতা সুলতান সুজার পক্ষ গ্রহণ কোত্তে ইউসোফ আমায় বিস্তর অনুরোধ করেন, আমি তাঁর ভগ্নীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী,আমার বন্ধু তা জানেন, ইউসোফ সেই প্রলোভ দেখিয়ে বল্লেন,তুমি যদি সুলতান সুজার পক্ষ হও, তবে আমি আর ভগ্নী দেল-জান, আমরা রাত্রদিন তোমার কাছে হাজির থাকবো। আমি বল্লেম, আমি যখন একবার শপথ কোরে প্রতিজ্ঞা কোরেছি যে,আরঙ্গজেবের উপাসনা কোর্ব, তাঁর অনুগত হয়ে থাকবো, তখন তুমি সহস্র অনুরোধ কোল্লেও সে পক্ষ পরিত্যাগ কোত্তে পার্বো না।"রাজপুত্রের মনে আর কোন সংশয় রইল না,আমি যা বল্লেম,শুনে খুসী হলেন,আমারে সম্পূর্ণ রেহাই দিয়ে বল্লেন, "এর কোন অপরাধ নাই, আমি একে খালাস দিলেম।"

নজফালী সগর্ব্বস্বরে বল্লেন,"হজুর! তবে আমাকেও অনুমতি করুন, আমিও যাই।" রাজপুত্র বল্লেন, "হাঁ, আমি অনুমতি কোচ্ছি, তুমিও যাও, কিন্তু না ডেকে পাঠালে তুমি আর আমার সুমুখে এসো না।"

এ বড় শক্ত চোট, তার অদৃষ্টে যে এত অপমান ছিল, পাপাত্মা দাম্ভিক নজফালী তা স্বপ্নেও জান্‌তে পারে নি—কেউই মনে করেনি যে, এতো পর্য্যন্ত হবে। সচিব স্পষ্টই বুঝতে পাল্লেন, তার উপর রাজপুত্রের আর সেরূপ শ্রদ্ধা যত্ন নেই—তিনি এখন বিষ-শূন্য সর্প হয়ে পোড়েছেন। তদ্ভিন্ন তিনি দেখ্‌-লেন, লোকে তাঁকে স্বর্গভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় জ্ঞান কোচ্ছে, এই পতনেই অধঃপতন, আর তাঁকে উর্দ্ধে উঠ্‌তে হবে না।

কেল্লাদারের কাছে পরোয়ানা গেল যে, ইয়াকুবকে হাজির করে। সোয়ার [ফিরে এসে কি বলে,সেই কথা শোনবার জন্যে অপেক্ষা কোচ্ছি, এমন সময় পরামাণিক লুচার এসে উপস্থিত। রাজপুত্রের দরবারে তাকে যেরূপ শুক্‌নো মড়ার মতন দেখেছিলেম,এখন তার সে চেহারা নেই, এখন তারে বেশ সজীব প্রফুল্লিত দেখ্‌-লেম।

আমি বল্লেম, "লুচার! দোহাই আল্লার,যদি মিথ্যা বলিস! নূরমহলের ধূর্ত্তামিগুলি রাজ-পুত্রের কাছে তুই কি সাহসে বল্লি? বিশেষতঃ তার বাপ তখন সেখানে দাঁড়িয়ে, তোর ভরসা তো হল? তুই যে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গ্‌লি, তোর প্রাণে কি একটু ভয় হলো না?"

লুচার বল্লে,"হাঁ, সেটা বড় দুঃসাহসের কাজ কোরেছি বটে, কিন্তু সে আমায় যে নিগ্রহ কোরেছে, তাতেই আমার ভারি রাগ হয়। তথাচ ওরূপ কোরে দশজনের সুমুখে—বিশেষতঃ রাজদরবারে তার কন্যার গুণাগুণ বল্‌তে আমার সাহস হতো না,কিন্তু রাজপুত্রের মুখের চেহারা দেখে আমার ঠিক বোধ হল যে, নজফালীর গৌরব-সূর্য্য পাটে বসে বসে হয়েছে, আমার সে অনুমান কিন্তু মিথ্যা নয়, আমি যা এঁচেছিলেম, তাই হল, আর আমাদের ভয় কোরে চোল্‌তে হবে না, আর তাঁকে কাকেও বিরক্ত কোত্তে হবে না—এ কথা ঠিক জান্‌-বেন; বেটাকে হাতে না মেরে ভাতে মেরেছি. হাতী হাঁড়োলে পোড়েছে, দর্পহারী ভগবান্ তার দর্পচূর্ণ কোরেছেন।"

আমি বল্লেম,"কেন! তার মানে কি? তুমি যে হেসেই গা পাতলা কোল্লে।"

পরামাণিক। নজফালী কাল প্রাতে আগ-রায় যাবেন, নফর-চাকরকে তয়ের হয়ে থাক্‌তে হুকুম দিয়েছেন। আর কথায় কাজ কি, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—কালই জানা যাবে। বেটা মাথার লক্ষ্মী পা দিয়ে ঠেলে ফেল্লে!

"তবে সেনানায়ক কে হবে?"

পরামাণিক। আমি তা কি জানি, এবার ত আপনি কত্তে মত্তে বেঁচে গেলেন, ভাগিস জর হয়েছিল, তাই রক্ষা। ঐ জরই আপনার প্রাণদাতা।

আমি বোল্লেম,"সে কথা মিথ্যা নয়। সে যা হোক, ইয়াকুবের জন্যে মনে বড় কষ্ট হোচ্ছে।

আ! ইয়াকুব! তুমি সেই কাল নিষাদের হস্তে প্রাণটি হারিয়েছ! পৃথিবীর যাবতীয় কেল্লাদারেদের খুন কোরে ফেল্লে এ দুরূহ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। লুচার! তুমি দেখে এসো দেখি, সোয়ার কেল্লা থেকে ফিরে এলো কি না?”

পরামাণিক চোলে গেলো. আমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা কোল্লেম, কিন্তু ঘুম হলো না। সন্ধ্যার সময় ইয়াকুবকে সঙ্গে কোরে লুচার এসে উপস্থিত। ইয়াকুবকে দেখে আমি আহ্লাদে উঠে বস্‌লেম, বল্লেম, “ইয়াকুব! আল্লার দিব্বি, তোমাকে দেখে আমি যে কত খুসী হলেম, তা মুখে বলে উঠ্‌তে পারিনে, ভেবেছিলেম, আমিই বুঝি তোমার মৃত্যুর অজ্ঞাত মূলাধার হলেম, আমার মনে সেই আশঙ্কা বড় হোচ্ছিল—তুমি কেমন কোরে বেঁচে গেলে?”

ইয়াকুব বল্লেন, “সাদেক! তুমি যদি অমন কোরে বুক দিয়ে না পোড়্‌তে, তবে যে আমার অদৃষ্টে কি ঘট্‌তো, তা বল্‌তে পারিনে। আপনার সেই পুলিন্দা কেল্লাদারের হাতে দিতেই, কেল্লাদার চিঠি পোড়ে তার নিকটে যে সকল লোক ছিল, তাদের কি ইশারা কোরে বল্লে, তার পর দেখি, আমি কয়েদ হয়েছি। কেল্লাদার শেষে আমায় পত্রখানি দেখালে, তাতে এই কথা লেখা ছিল—‘নজফালীর দ্বিতীয় হুকুম পর্য্যন্ত এ ব্যক্তিকে ধোরে কয়েদ রেখো।’ আমি কেল্লাদারকে পুনঃ পুনঃ বল্লেম, যারে কয়েদ কোর্‌বে, আমি সে ব্যক্তি নই, আপনি পীড়িত হয়ে পথে থেকে ফিরে ছাউনিতে গেছেন, সে কথা তারে বল্লেম। ঐ কথা শুনে সে আমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কোত্তে লাগ্‌ল, কিন্তু কয়েদের অবস্থায় রাখ্‌লে, রাজপুত্রের পরোয়ানা পেয়ে শেষে ছেড়ে দিলে।”

আমি বল্লেম, “আমরা তোমার নামে খরচ লিখে বসে ছিলেম, আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, তা আর মনে করেনি, আমি একখানা চিঠি লিখে কেল্লাদারের কাছে পাঠিয়েছিলেম, সোয়ার সে চিঠি তার হাতে দিতে পারে নি, সে কিন্তু ফিরে এসে বল্লে, তোমারে খুন কোরে ফেলেছে—কি দুঃখ!”

ইয়াকুব বল্লেন, “সেটা কাজের কথা নয়, চক্ষেই দেখ্‌তে পাচ্চেন, এখন তবে মনটা সুস্থির করুন।” এই কথা বলে ইয়াকুব চলে গেলেন, আমি এখন নির্ভাবনায় অকাতরে নিদ্রা যেতে লাগ্‌লেম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বাড়াভাতে ছাই পোড়্‌ল।

পরামাণিকের কথা সত্য হল, সে ঠিক খবরই বোলেছিল। নজফালী ছাউনী পরিত্যাগ কোরে, আরঙ্গজেবকে পরিত্যাগ কোরে, তাঁর সুবর্ণময় আশাভরসা পরিত্যাগ কোরে আগরায় চোলে গেলেন। যদি সুবিধা হয়ে উঠে, রাজপুত্র দারার অধীনে একটা ভাল পদ দেখে শুনে লবেন—এই কথা ত লোকে বলাবলি কোচ্চে, এখন তাঁর মনে যাই থাক্। সেলাবত খাঁ একজন প্রাচীন প্রবীণ যোদ্ধা, কিন্তু মন্ত্রীর কার্য্যে তাদৃশ পারদর্শী নন, রাজপুত্রের যে অল্প-বিস্তর সৈন্য আছে, এই ব্যক্তি তাদের নায়ক হলেন, তাঁরে ঐ পদে অভিষেক করাতে ছোট বড় সকলেই সন্তুষ্ট হল। নজফালী খাঁকে বিদায় কোরে দিয়ে রাজপুত্র এখন হাত-পা ছড়িয়ে নিশ্বাস ফেলে বাচ্‌লেন। রাজপুত্রের সন্ধানে যদি একটি ভাল লোক না থাকৃত, তবে নজফালীর সঙ্গে বিবাদ কোত্তে কখনই তাঁর সাহস হত না। যাঁর কথা উল্লেখ কোচ্চি, এ ব্যক্তি কি তেজ-বুদ্ধিতে, কি বীরমহিমায় নজফালীর অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ এ ব্যক্তি যেরূপ অসমসাহসী, তাতে কোরে রাজপুত্রের অনেক প্রত্যাশা যে, তাঁর দ্বারা বিস্তর উপকার সাধন হবে। এঁহার নাম জেমলা, গোলকন্দার রাজসভাসদের একজন প্রসিদ্ধ আমীর, রাজপুত্রের সঙ্গে অনেকদিন অবধি গোপনে চিঠিপত্র লেখালেখি চোলেছে।

গোলকন্দা, বিসিয়াপুর, বঙ্গদেশ, আর বরনিও উপদ্বীপ, এই চারিটি প্রদেশে হীরার খান আছে। হীরক উৎপত্তির চারিটি মাত্র আকর, তার মধ্যে দুটি খনি বা সুড়ঙ্গ, আর দুটি নদী।

রাওলখণ্ডের আকর, পেনায়ের আকর, বঙ্গদেশের মধ্যে সোলেমপুরের আকর, আর বরনিও উপদ্বীপের সুখদার আকর—এই চারিটি আকরস্থান হতে সকল প্রকার হীরার আমদানী হয়। শেষোল্লিখিত আকরটিকে খনি বল্লেও হয়, নদী বল্লেও হয়।

আরঙ্গাবাদে পৌঁছে আরঙ্গজেব ১২ হাজার ফৌজের বন্দবস্ত কোরে ঠিক ঠাক হয়ে রইলেন। আমীর একখানি পত্র লিখে পাঠালেন, ঐ পত্র পেয়ে আমাদের উপর হুকুম হলো যে, এই মুহূর্ত্তেই গোলকন্দায় কুচ কোত্তে হবে। আমরা সকলেই রওনা হলেম। জেমলার আদ্যন্ত বৃত্তান্ত এর পর বাহুল্যরূপে কীর্ত্তন করা যাবে, আপাততঃ এইমাত্র বলছি, পারসীকুলে তাঁর জন্ম, এ ব্যক্তির পরিচয় না জানে, এমন লোকই নেই, হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্রে সকলেই তাঁর নাম শ্রুত আছে। আমীর ঘরানার সন্তান ছিলেন না বটে, বুদ্ধিবিচক্ষণতায় তাঁর সমযোগ্য ব্যক্তি তৎকালীন কেহই ছিল না। তাঁর যেরূপ বুদ্ধির তেজ, তদতিরিক্ত তেজবুদ্ধি মনুষ্যের হয় না। প্রকৃত যোদ্ধার যে সকল লক্ষণ থাকা আবশ্যক, তাঁতে সে সকলই বিদ্যমান ছিল। এতদ্ভিন্ন আমীর দুর্জ্জয় কর্ম্মকুশল ছিলেন। তাঁর বৈভবের উপমা ছিল না। তিনি একটি বৃহৎ ঐশ্বর্য্যবান্ রাজ্যের রাজমন্ত্রী ছিলেন বটে, কিন্তু শুদ্ধ তাই বলে যে তিনি তত অপরিমিত ধনের অধীশ্বর হন, তা নয়, তাঁর আরও অনেক প্রকার উপার্জ্জনের পথ ছিল। পৃথিবীর মধ্যে এমন সহর, কি কারকারবারের স্থান ছিল না যে, সেখানে আমীর জেমলার কুঠী নাই। হীরার খনিগুলি পরের নাম কোরে আপনি জমা কোরে লতেন, এই সকল সূত্রে আমীর অল্পদিনের মধ্যে ফেঁপে উঠ্‌লেন। অতুল বৈভবের প্রভাবে তাঁর এত প্রাদুর্ভাব, আর এত ক্ষমতা হয় যে, তাই দেখে গোলকন্দার অধিপতির হিংসা জন্মিল। বাদশাহ মুখে কিছুই বোলতেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সকলের অলক্ষ্যে আমীরের ছিদ্রানুসন্ধান কোত্তে লাগ্‌লেন, একটা ছল পেলে হয় ত তাঁরে প্রাণে নষ্টই কোত্তেন, নয় রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দূর কোরেই দিতেন।

কিছুদিন এই ভাবে যায়, এক দিন বাদশাহ জান্‌তে পাল্লেন যে, জেমলা চক্র কোরে রাণীমহলে আধিপত্য কর্‌বার চেষ্টা পাচ্ছে। সে দিন আর ক্রোধ সম্বরণ কোত্তে না পেরে, সেই তেজীয়ান্ অপরাধীর অসমক্ষে গর্জ্জন কোরে বোলতে লাগ্‌লেন, "তারে জাহান্নাবে দেবো, তার সর্ব্বনাশ কোরবো, তার এত শাস্তি কোরবো, লোকের যেন চিরকাল তা স্মরণ থাকে, তার এত বড় আস্পর্দ্ধা, নেমকহারাম! বজ্জাৎ।" জেমলা রপ্তে রপ্তে বাদশাহের ক্রোধের কথা শুনতে পেলেন, সকলে ভয় দেখালে যে, বাদশাহ প্রতিজ্ঞা কোরেছেন, আপনাকে ঝাড়ে বংশে নির্ম্মূল কোর্‌বেন। ঐ কথা শুনে আমীর রাজপুত্র আরঙ্গজেবকে এক পত্র লেখেন। ইয়াকুব তৎকালীন রাজপুত্রের মির মুনসী হয়েছেন, তিনি আমারে সেই পত্রখানি দেখালেন, তাতে এই লেখা ছিলঃ—

"আমা কর্ত্তৃক গোলকন্দ রাজার যে অপরিমিত উপকার হয়েছে, এ জগতীতলে সে বিষয় সকলেই অবগত আছেন। তার পরিবর্ত্তে কি পুরস্কার পাইলাম? না, পরিবার সুদ্ধ আমাকে জাহান্নাবে দেবেন, রাজা এক্ষণে সেই চক্র করিতেছেন! তিনি মনন করিয়াছেন, আমাকে সপরিবারে সংহার করিবেন। অতএব আপনি যদি কৃপা কোরে আশ্রয় প্রদান করেন, আমি আপনার চিহ্নিত শরণাগত হয়ে থাকিব —আমি আপনার শরণ লইলাম। আপনি আমাকে কৃপাদান করিবেন স্থির জানিয়া, সেই ভাবি উপকারের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বেই একটি কৌশলের প্রসঙ্গ করিতেছি, ঐ কৌশলের প্রভাবে আপনি সহজেই গোলকন্দের অধীশ্বরকে ধৃত আর তাঁর রাজ্য অধিকার করিতে সক্ষম হইবেন। উত্তম সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য ৪।৫ হাজার সংগ্রহ পূর্ব্বক দিনরাত কুচ করিয়া গোলকন্দায় আসিবেন, এখানে পৌঁছিতে ১৪ দিনের অধিক বিলম্ব হইবে না। কিন্তু সাবধান! কেহ যেন আপনার অভিপ্রায় জানিতে না পারে।

এই জনরব করিয়া দেবেন যে, গোলকন্দার রাজার সঙ্গে সন্ধি কর্‌বার বিশেষ প্রয়োজন

হইয়াছে, তাই শাজাহান বাদশাহ উকীল পাঠাইয়াছেন, তাঁরই সমভিব্যাহারে এই সকল সোয়ার চলিয়াছে। দাবীরের *দ্বারা প্রথম সংবাদ রাজ-সমীপে পৌঁছিয়া থাকে, দাবীর আমার পরমাত্মীয়, তার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস কোরে চলিয়া থাকি। তবে বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র শীঘ্র রওনা হইবেন। রাজা বাগ্ নগরেই সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন, আপনি যাহাতে ঐ বাগ্ নগরের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন, আমি তার বন্দবস্ত করিব অঙ্গীকার করিতেছি। আমার তদ্‌বিরে এখানকার লোকে এই মাত্র জান্‌বে যে, আপনি শাজাহান বাদশাহের তরফ একজন উকীল মাত্র, এ ভিন্ন তাদের মনে অন্য কোন প্রকার সন্দেহ জন্মিতে দেবো না। রাজা যৎকালীন অগ্রসর হইয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, সেই সময় তাঁহাকে ধৃত করিয়া কয়েদ করিবেন, তার পর তাঁকে মারুন, আর রাখুন, সে আপনার ইচ্ছা, আপনার যেমন বিবেচনা হয়, তাই কোর্‌বেন। এতদ্ব্যাপারে যে ব্যয় হইবে, আমি নিজ হইতে সরবরাহ করিব।"

আমীর জেমলার উপদেশ অনুসারে আমরা দিনরাত কুচ কোরে যখন এত নিকটে এসে পৌঁছিলেম যে, সেখান থেকে বাগ নগর অল্প অল্প দেখা যায়, সেই সময় গোলকন্দার রাজ-বাড়ীতে একটি নিষ্ঠুর রক্তপাতের অভিনয় হোয়ে কেবল মাত্র শেষ হোয়ে গেছে, ঐ শোণিতময় অনর্থপাতের পূর্ব্বে কতকগুলি ঘটনা উপস্থিত হয়, সেই ঘটনাগুলি বর্ণনা কোরে জেমলার আর গোলকন্দ রাজার রীতি-চরিত্র এবং স্বভাব ব্যক্ত হোয়ে পোড়্‌বে। আমাদের সঙ্গে একটি পদস্থ কর্ম্মচারী ফৌজের সরদার হোয়ে আসেন, তাঁর মুখে নিম্নের চুম্বক ইতিহাসটি অবগত হোয়ে আমি তা নির্ভয়ে এই গল্পের মধ্যে প্রবিষ্ট কোরিয়ে দিলেম। আমার বন্ধু বিস্তর ক্লেশ, বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার কোরে এই উপাখ্যানের সমুদায় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন। উপাখ্যানটি অনেকগুলি শোকাবহ বিষাদপূর্ণ ঘটনায় পরিপূর্ণ।

পারস্থানের অন্তর্গত ইস্পাহানের নিকটে আর্‌দিস্থান নামে একটি ক্ষুদ্র সহর আছে, ঐ সহরে ভদ্রকুলে জন্ম একটি বৃদ্ধের বাস ছিল। তিনি শেষ দশায় বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ কোরে নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘরে বসে কেবল বিশ্রাম কোত্তেন। ঐ মহাপুরুষের এক স্ত্রী, আর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম জেমলা, কনিষ্ঠের নাম মালেক। জেমলা যখন অতি বালক, কেবল অল্প অল্প জ্ঞানের উদ্রেক হোয়েছে, তখনাবধি তিনি চতুর বুদ্ধির আর রাগত স্বভাবের পরিচয় দিতে সুরু কোল্লেন। জেমলা যত বড় হোয়ে যৌবনাবস্থায় পৌঁছিতে লাগ্‌লেন, ততই তাঁর রাগ, ততই তাঁর অবাধ্যতা বাড়্‌তে লাগ্‌লো, আর ততই তিনি উন্মার্গগামী হোয়ে উঠ্‌লেন। যখন ১৬বৎসর বয়স, তখন তিনি অত্যন্ত অবাধ্য, অত্যন্ত শঠ, অত্যন্ত ফিচেল, আর অত্যন্ত কর্ণশূর হোলেন। কেহ যে তাঁরে দমন, কি শাসন কোর্‌বেন, তা পাত্তেন না, জেমলার সে অপমান বরদাস্ত হতো না, তিনি কারও কথার বাধ্য ছিলেন না। পিতামাতারা যা বোল্‌তেন, তিনি তা কানেও ঠাঁই দিতেন না। বন্ধু-বান্ধব, কি বয়স্যদের গ্রাহ্যই কোত্তেন না, তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ কোরে দূর ছাই বলে তাড়িয়ে দিতেন, কখন কখন তুচ্ছ-তাচ্ছল্য কোরে তাদের প্রতি উপহাস কোত্তেন। এদিকে মালেকের স্বভাব ঠিক তার উল্টা হোয়ে উঠ্‌ল। তিনি যেমন নম্র, তেমনি সদয়চিত্ত ছিলেন, কিন্তু বীরের মত সাহসী হলেন। জেমলার বুদ্ধিপ্রভাবের সঙ্গে তুলনা কোল্লে মালেকের বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতা অন্ধকারে চাপা পড়ে, তথাচ সে সময় কি কোরাণের ব্যুৎপত্তিতে, কি অন্য অন্য শাস্ত্রদর্শনে মালেকের ন্যায় পণ্ডিত অতি অল্প লোকই ছিলেন। মালেক পিতামাতার যথেষ্ট গৌরব কোত্তেন, তাঁদের অনুগতও ছিলেন, বৃদ্ধ গুরুজনের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করা উচিত, মালেক তার ত্রুটি কোত্তেন না। জেমলা কিন্তু মালেকের সঙ্গে অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার কোত্তেন। কনিষ্ঠকে নিগ্রহ কর্‌বার অবকাশ পেলে তাঁর মনে ভারি আনন্দ হতো। বোধ হয়, মালেকের পিতৃভক্তি ছিল বলেই তাঁর প্রতি

* সহর মুন্সী।

জেমলার তাদৃশ মনের ভাব হোয়ে দাঁড়ায়। বাল্যকাল হতে ঐরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার চোলে আসাতে সহোদরদের মধ্যে পরস্পর কারও প্রতি কারও স্নেহ-মমতা জন্মে নি। তাঁদের মনের মিল কখনই ছিল না। জেমলা যে বিশ্বজয়ী বুদ্ধিমান্, সেটা তিনি মনে মনে বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলেন, কবে এক-বার শুভ অবসর পেয়ে সেই তীব্র বুদ্ধিকে সার্থসম্পাদনে পরিণত কোর্‌বেন, এখন সেই জন্যে তিনি ভারি উতলা হোতে লাগ্‌লেন। তাঁর পিতা যখন তাঁকে বোঝা-তেন, "তুমি স্থির শান্ত হোয়ে ঘরে থাকো, আমার ত শেষকাল উপস্থিত, কখন আছি, কখন নাই, সেই অবস্থায় দাঁড়িয়েছি, আমার মৃত্যুর পর তোমার বৃদ্ধ মাতা যতদিন বেঁচে থাক্‌বেন, তোমাকেই প্রতিপালন কোর্ত্তে হবে।" ঐ কথা শুনে জেমলা কেবল এইমাত্র বল্‌তেন, "যে বীর, কমলা তাকেই কৃপা করেন।" ঐ তাঁর বোলিই ছিল, যার তার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে ঐ কথাই বোল্‌তেন। অস্থির পুত্রকে নিবৃত্ত করবার নিমিত্ত নিরীহ বৃদ্ধ পিতা তাঁর বিবাহের প্রস্তাব কোল্লেন। বৃদ্ধ বোল্লেন, "অমুক আমার বাল্য-কালের বন্ধু, তাঁর একটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে, সে বাপের অনেক অর্থও পাবে, তারই সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব।" বৃদ্ধ মনে কোল্লেন, যদি বিবাহের কথা শুনে পুত্র স্থির শান্ত হোয়ে ঘরে থাকে।

জেমাল দুরন্ত অবাধ্য, তিনি সে কথায় ভুল-তেন না, তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব কোল্লে তলোয়ারখানি দেখিয়ে বল্‌তেন, "আমার বিবাহের প্রয়োজন নেই, ইনিই আমার গৃহিণী, ইহাঁরই কৃপায় আমি রাজসিংহাসন অধিকার কোর্‌বো মানস কোরেছি।"

যুবার পিতা মনে কোল্লেন, পুত্র উন্মাদ হোয়েছে, তাঁর দুর্বুদ্ধির নিমিত্ত তামাম দিন তাঁরে ধমক ঠামক দিয়ে ভর্ৎসনা কোল্লেন, শেষে বোল্লেন, "আবার কাল সকালে অবশ্যই তোমাকে সৎপরামর্শের কথা বোলে বোঝাতে হবে।"

বৃদ্ধের উপদেশ আর না শুনতে হয়, তাই জেমলা প্রভাত না হোতেই, কারেও না বোলে না কোয়ে অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হোলেন। যাতে একটা মস্ত নাম-খ্যাতি হোয়ে দেশ-বিদেশে অদ্বি-তীয়রূপে পরিচিত হন, যুবা তারই অনুসন্ধান কোরে ফিত্তে লাগ্‌লেন, শেষে দেখলেন, পরা-স্থানের মধ্যে তলোয়ারের কোন আদর গৌরব নেই, তাই একজন জহরীর সহিত পথে সাক্ষাৎ হোয়ে তার সঙ্গে গোলকন্দায় চোলে গেলেন। জেমলার বুদ্ধির প্রভাব দেখে জহরী তারে কার-বার সম্পর্কীয় দেওয়ানী পদে নিযুক্ত কোর্ত্তে চাইলেন। জেমলা আপাততঃ সে কর্ম্ম স্বীকার কোল্লেন বটে, কিন্তু মনে মনে মহা বিরক্ত হোলেন, তত উচ্চ চাকরীতে তাঁর ঘৃণাই ছিল। জেমলা কিন্তু তখন এই বিবেচনা কোল্লেন যে, উপস্থিত এই পদ হোতেই তিনি উচ্চ পদে আরূঢ় হবেন—তিনি যে এর পর বড় লোক হবেন, তারি সোপান হল। তাঁর এ বিবেচনা অযথার্থ হয়নি।

জেমলার মাতা শোকে আচ্ছন্ন হোয়ে হাহাকার কোর্ত্তে লাগ্‌লেন, পুত্র হঠাৎ চোলে গেল, হয় ত কোন্ দিন সে প্রাণটি হারাবে, জননীর মনে আশঙ্কা হোতে লাগ্‌লো। বৃদ্ধা সর্ব্বদাই বোল্‌তেন, "জেমলা নিশ্চয়ই মারা পোড়্‌বে।" বৃদ্ধ স্বামী তাঁরে এই কথা বোলে অনেক বোঝাতে লাগ্‌লেন, "তুমি শোক করো কেন? জেমলা ভূমিষ্ঠ হোলে আচার্য্যেরা গণনা কোরে যে কথা বোলেছেন, তাই কেন এখন মনে করো না? সে যেমন কপালে পুরুষ হবে, এমন কেউ কখন হয় না, তার অদৃষ্টে বিধাতা এত সুখ, এত সম্পদ্ লিখে রেখেছেন যে, লোক শুনে সে কথায় বিশ্বাস যাবে না।" বৃদ্ধের প্রবোধ দানের কোন ফল হলো না, তিনি যত বোঝাতে লাগ্‌লেন, জেমলার মাতা সে সকল কথা কর্ণেও স্থান দিলেন না, কেবল মাথা নেড়ে না না কোরে বোল্লেন, "ওগো, না, আমার জেমলা কোথায় বিদেশে মারা পোড়্‌বে, সে যে দুরন্ত, কবে কোন্ গোঁয়ারের হাতে পোড়ে প্রাণটি হারাবে।" এই কথা বোলে বুকে করাঘাত কোরে রোদন কোর্ত্তে লাগ্‌লেন। তার কারণ এই, জেমলার তত

দোষ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর মায়ের প্রিয়পুত্র ছিলেন। জেমলার অদৃষ্টের বিষয় আচার্য্যেরা শুভ গণনা করেন বটে, কিন্তু মালেকের বিষয় সেরূপ নয়, তাঁর অদৃষ্ট আর জেমলার অদৃষ্ট বিস্তর বিভিন্ন। মালেকের অদৃষ্টের বিষয় আচার্য্যেরা এই কথা বোলে গেছেন যে, মালেক জন্মিয়া অবধি কষ্ট পাবেন। তাঁর অদৃষ্টে বিধাতা কেবল দুঃখ, বিপদ্ আর বিড়ম্বনা লিখে রেখেছেন, তার পর তাঁর অকালমৃত্যু হবে, মানুষের কি ক্ষমতা যে পূর্ব্বাহ্নে সাবধান হোয়ে সে অকল্যাণ ঘটনা নিবারণ করে?

মালেক যত বড় হোতে লাগ্‌লেন, তাঁর কোমল স্বভাব আর নম্র প্রকৃতি দিন দিন আরও অমৃতবৎ হোতে লাগ্‌ল। বৃদ্ধ পিতা মাতা সন্তানের সেই চারু চরিত্র দর্শন কোরে মায়ায় মুগ্ধ হোলেন। মালেকের ভদ্রাভদ্র সম্বন্ধে তাঁদের অন্তঃকরণে যে একটি মহা আশঙ্কা ছিল, স্নেহের অনুরোধে সেটি তাঁরা একেবারে বিস্মৃত হোয়ে গেলেন, অর্থাৎ আচার্য্যেরা লক্ষণালক্ষণ বিচার কোরে মালেকের সম্বন্ধে যে ঘোর ভয়ঙ্কর কথাগুলি ব্যক্ত করেন, সে কথাগুলি তাঁদের মনে আর উদয় হতো না, এক্ষণে কেবল জেমলার নিমিত্তেই তাঁরা ভাবিত হোলেন। তাঁরা জান্‌তে পাল্লেন না যে, পুত্র কোথায় গেলেন? কি তাঁর অভিপ্রায়? কোথায় কি কোচ্ছেন, কি কেমন আছেন, সে সকল বিষয় জেমলা কখন তাঁদের লিখে জানাতেন না, তাতেই তাঁরা আরও কাতর হোলেন। শেষে এমনি হলো, কেউ যেন তাঁদের অন্তঃকরণ ছুরী দিয়ে ছেদ কোত্তে লাগ্‌ল।

জেমলা যে একবার হিন্দুস্থানের রঙ্গভূমিতে দর্শন দেন, এ মানস তাঁর অনেক দিনাবধি ছিল। গোলকন্দায় পৌঁছে এত যত্ন আর পরিশ্রম কোরে আপনার কর্ম্মালয়ে কাজকর্ম্ম কোত্তে লাগ্‌লেন যে, তাই দেখে তাঁর জহরী মুনিব ভারি সন্তুষ্ট হোলেন—জেমলার উপর তাঁর ভারি অনুগ্রহ হলো—জহরী কিন্তু স্বপ্নেও জান্‌তে পরেননি যে, তাঁর চতুর দেওয়ান ডাকাতি কোরে তাঁর সর্ব্বস্ব লুটে নিচ্ছেন, আর তাঁর তুল্যাহতুল্য বৈভব তিনি আপনি সঞ্চয় কোচ্ছেন।

এই সময় সম্রাট্ শাজাহান হিন্দুস্থানের ছত্রদণ্ডধর। তাঁর চার পুত্র ভারত-রাজ্যের রাজসিংহাসন পাবার মানসে গোপনে নানাপ্রকার উপায় কল্পনা কোচ্ছিলেন, কিন্তু কেউ কারও কাছে আপনার গতি-প্রবৃত্তি প্রকাশ কোত্তেন না। তৎকালীন গোলকন্দ রাজ্য একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন অধিকার; সে সময় কমলার সাক্ষাৎ আবির্ভাব হোয়ে সে প্রদেশের প্রজাদের সুখ-সম্পদের গরিমা গগন স্পর্শ করে। গোলকন্দারাজ্যে অনেকগুলি সতেজ ফলশালিনী রত্নের খনি আছে, সেই সকল খনি হোতেই অপরিমিত অর্থের আমদানি হতো। সে দেশের লোকেরা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ কোরে দিবা-রাত্র কেবল খনির কাজেই ব্যস্ত থাকত। জহরী মহাজনেরা সে সকল খনি ইজারা লয়ে ধামার মাপে হীরা মেপে লইত। অভিনব দেওয়ান জেমলার চক্ষে এই ব্যাপারটি অতি মনোহর বোধ হলো, তিনি মনে মনে স্থির কোল্লেন যে, কিছু কিছু রত্ন তাঁরও হস্তগত হওয়া আবশ্যক, তাঁর সে অভিলাষ শেষে ভালরূপে সফলও হয়। হীরার ব্যবসা ভিন্ন জেমলা পশম প্রভৃতি অন্য অন্য বিশকিম্মতি দ্রব্যেরও কারবার আরম্ভ কোল্লেন, এমন কি, তিন বৎসরের মধ্যে অতুল বৈভবের অধিকারী হলেন। অবশেষে তাঁর জহরী মুনিবকে পরিত্যাগ কোরে অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে একমালিতে খনির ইজারা লইলেন। এই কারবারে জেমলা আশার অতিরিক্ত ফেঁপে উঠ্‌লেন, তিনি এক্ষণে একজন মস্ত নামজাদা ধনবান্ হোয়ে পোড়্‌লেন। যত অর্থের আমদানি হোতে লাগ্‌ল, সেই সঙ্গে তাঁর বাসনাও বাড়্‌তে লাগ্‌ল, এক্ষণে তাঁর প্রবৃত্তি হলো যে, গোলকন্দার অধীশ্বর কুতুবের রাজদরবারে প্রবেশ করেন। কুতুব মহা সাহসী, মহা তেজস্বী, আর অতিশয় কর্ম্মচতুর, তাঁর স্বভাব অতি তীক্ষ্ণ ছিল, হঠাৎ রাগ উপস্থিত হতো। কয়েক বৎসর অবধি গোলকন্দ রাজ্যে রাজত্ব কোচ্ছিলেন। এ ব্যক্তি যখন সে অভিলাষ

কোরেছেন, তাই নাকি পূর্ণ হয়ে এসেছে, কখন কোন বাসনা নাকি অপূর্ণ থাকে নি, তাই তাঁকে লোকবিরুদ্ধ নিষ্ঠুরতা অপরাধে কখন অপবাদগ্রস্ত হোতে হয় নি, বরং প্রজারা তাঁর অতিশয় গৌরব, অতিশয় অনুরাগ কত্তো। পূর্ব্ব-স্ত্রীর সহবাসে গোলকন্দ রাজের একটি পুত্র জন্মে, তাঁর নাম ওর মাজ, বয়ঃক্রম ২০ বৎসরের মধ্যে, কুতুব রাজকুমারকে এত স্নেহ কোত্তেন যে, এক লহমা না দেখে থাক্‌তে পাত্তেন না। বাস্তবিক রাজকুমার রাজপুরীর অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। কুতবরাজ সম্প্রতি একটি পরমাসুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করেন, তাঁর প্রতি অতিশয় সদয় ছিলেন, আর তাঁরে বেশ যত্নও কোত্তেন। কুতব অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন,সদ্‌গুণের বিস্তর সমাদর, বিস্তর অনুরাগ কোত্তেন। যারা পরিশ্রম কোরে দিনপাত কত্তো, রাজা তাদের শ্রমের পুরস্কার কোত্তেনই কোত্তেন, দুঃখীদের শ্রমজল কখন বৃথা নষ্ট হতে দিতেন না। জেমলা এই সকল সুযোগ পেয়ে কুতুবের নিকট পরিচিত হলেন। তাঁর নাকি অতুল ঐশ্বর্য্যের শব্দ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছিল, তাই গোলকন্দরাজ তাঁরে খাজাঞ্চির পদে অভিষিক্ত কোরে আমীর উপাধি প্রদান কোল্লেন, এক্ষণে সকলকেই তাঁর কাছে যোড়হাত কোরে থাক্‌তে হলো।

জেমলার রাজকীয় ক্ষমতা দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌ল, তার পরামর্শ ভিন্ন রক্ষা-নিষ্পত্তি আদি কোন প্রকার রাজকর্ম্মের অনুষ্ঠান হোতে পাত্তো না। যুবার বীর-পরাক্রমেরও অগৌরব হয় নি, কুতুবরাজ তাঁর শৌর্য্যগুণের বিস্তর সমাদর কোত্তেন। কোথাও একটি লড়াই উপস্থিত হলে লস্করদের মধ্যে যদি নিঃশঙ্ক দুঃসাহসী সেনানীর আবশ্যক হত, তবে আমীর জেমলাকে তাদের সরদার কোরে পাঠাতেন, বোল্‌তেন, "আমীর! তুমিই নায়ক হোয়ে যাও।"জেমলাও কিন্তু যতবার সেনাপতি হোয়ে গেছেন, ততবারই জয়ী হোয়ে ফিরেছেন, একটিবারও তাঁকে বিমুখ হোয়ে ফিরে হয় নি। জেমলা শত্রু জয় কোরে যখন রাজধানীতে ফিরে আসতেন, রাজা তাঁর গুণকীর্ত্তন কোরে বিস্তর সমাদর কোত্তেন, আর বহু মুল্যের মণিময় পুরস্কার কোরে তাঁর মান বাড়াতেন। আমীর জেমলা যখন এই প্রকার অবস্থায় পৌঁছিলেন, যখন এতদূর পর্য্যন্ত তাঁর মান-সম্ভ্রমের, পদের, ঐশ্বর্য্যের গৌরব হোয়ে উঠ্‌ল,তখন তিনি একখানি চিঠি পাঠায়ে তাঁর পিতাকে জানালেন যে, তিনি এক্ষণে অতুল অর্থের অধিকারী হোয়েছেন, রাজদরবারে তাঁরই বিস্তর আধিপত্য হোয়ে দাঁড়িয়েছে, রাজা তাঁররই পরামর্শমতে চলেন, তদ্ভিন্ন বিস্তর দাস-দাসী, অনুচর-পারিষদ তাঁরে শোভা কোরে আছে। বৃদ্ধ পিতা মাতা ঐ পত্র পেয়ে যার পর নাই মহা আনন্দিত হোলেন, তা ত হবারই কথা। তাঁরা প্রত্যুত্তরে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে লিখে পাঠালেন যে, উত্তর উত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি হোয়ে তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুন। তা ছাড়া অনেক হিত-উপদেশের কথাও লিখে পাঠালেন, পাপমতি জেমলা সেগুলি অগ্রাহ্য কোরে এক পাশে ফেলে রাখ্‌লেন।

জেমলার ঐ পত্র পেয়ে তার সহোদর মালেক দিন দিন দুঃখিত আর ম্লান হতে লাগ্‌লেন। বৃদ্ধ পিতা মাতা পুত্রের ঐরূপ বিমর্ষ ভাব দেখে অতিশয় কাতর হলেন। এক দিন এ কথায় সে কথায় তাঁর বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, মালেক খেদ কোরে বোল্লেন, "হায়! আমার ন্যায় হতভাগ্য কে আছে, আমি দুঃখিত হব না ত কে হবে? আমি কি আমার পরমায়ু কেবল বসে বসে অনর্থক নষ্ট কোচ্ছিনে? এত বয়স হোয়েছে, আমায় কেউ জান্‌লে না, চিন্‌লে না। দেখুন, আমার সহোদর কেমন ধনলাভ মানলাভ কোচ্ছেন। আমাকে অনুমতি করুন, আমিও একবার বিদেশে গিয়ে ঐরূপ লাভের উপায় দেখি, আমি যোড়হাত কোরে মিনতি কোচ্ছি, আপনারা বাধা দেবেন না, আমায় নিষেধ কোর্‌বেন না, আমার নিতান্ত বাসনা হোয়েছে, একবার বিদেশে গিয়ে অর্থ সঞ্চয় করি। আমি যে কিছু দেখ্‌বো না, জান্‌বো না, কি কোন উপায় চেষ্টা কোর্‌বো না, চিরকালই মূর্খ হোয়ে ঘরে বোসে থাক্‌বো, আপনাদের কিছু এমন

ইচ্ছা কখনই নয়, তবে একবার বিদেশে যেতে অনুমতি না করেন কেন?"

স্নেহাসক্ত বৃদ্ধ পিতা বল্লেন, "বাবা! তুমি যে দেশ বিদেশ পর্য্যটন কোর্‌বে, তাতে লাভ কি হবে?"

যুবা বল্লেন, "অনেক দেখ্‌লে শুন্‌লে জ্ঞান জন্মাবে, নূতন নূতন বিষয় দর্শন কোরে নূতন নূতন রসের স্বাদ গ্রহণ কর্‌বো। পণ্ডিত মাত্রেই ত এই কথা বোলে থাকেন যে, দেশ পর্য্যটন করাই জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রধান উপায়। যার তলোয়ার আছে, সে যদি সে তলোয়ার ব্যবহার না কোরে চিরকালই তুলে রাখে, তবে তার সে তলোয়ার রেখে কি লাভ? তলোয়ারধারীর যে পরাক্রম আছে, কিসে তা সপ্রমাণ হবে? বৃক্ষ যদি সচল হতো, ইচ্ছামত যেখানে সেখানে চোলে বেড়াতে পাত্তো, তবে তার কি দরকার ছিল যে, ঠাকুরদের ভয় কোর্‌বে? অতএব আমি এই দণ্ডেই বিদেশ-যাত্রা কোর্‌বো—আপনি অনুমতি করুন। আমিও সেই গোলকন্দায় যাব, সেখানে সহোদরের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হোয়েছে, তাঁর আধিপত্যের প্রভাবে আমার পদ, গৌরব, বৈভব আদি সকলই হবে তার সন্দেহ নেই।"

বৃদ্ধ পিতা বল্লেন, "মালেক! বাবা! আমার কথা অবহেলা কোরো না—দেশভ্রমণের অনেক দোষ—বিস্তর পর্য্যটন কোত্তে হয়, ভাব্‌তে ভাব্‌তে শরীর পাক পেয়ে যায়, বিষাদে আর হতাশে প্রাণ শুকিয়ে যায়, নৈরাশ্যে ভেসে বেড়াতে হয়, জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ, বিড়ম্বনা দেশভ্রমণের অঙ্গ, সেগুলির হাত থেকে বাঁচ্‌বার উপায় নাই। তদ্ভিন্ন পদে পদে ত্যক্ত বিরক্ত হোয়ে অসুখী হোতে হয়—এই সকল দেশভ্রমণের ফল,—হাজারের মধ্যে কদাচিৎ এক আধ জনের ভাল হয়। জেমলার অতুল বৈভব হোয়েছে সত্য, কিন্তু তুমি মনে কোরে দেখ, তার জন্মের সময় আচার্য্যেরা পূর্ব্বেই সে কথা বোলে রেখেছেন, কিন্তু তোমার অদৃষ্ট সেরূপ নয়,—তোমার বিষয়ে তাঁরা স্বতন্ত্র কথা বোলে গেছেন।"

মালেক ঐ কথা শুনে ব্যস্ত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বাবা! আচার্য্যেরা আমার অদৃষ্টের বিষয় কি বোলেছেন? আমার তা শুন্‌তে বড় ইচ্ছা হয়েছে।"

"তাঁরা গুণে এই কথা বোলেছেন, তুমি দুঃখী হবে, অনেক কষ্ট পাবে, বিস্তর বিড়ম্বনা ভোগ কোর্‌বে, আর অকালে তোমার পতন হবে। অতএব তুমি যে আমাদের স্নেহ-পাশ ছিন্ন কোরে বিদেশ-গমনের বাসনা কোচ্চো, সে কথা শুনে আমাদের আত্মা-পুরুষ শুকিয়ে গেছে, শোকে অভিভূত হোচ্ছি, তুমি আমাদের অন্ধের নড়ি, কৃপণের ধন, তোমারে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা কি প্রাণ ধোরে ঘরে থাক্‌তে পার্‌বো?"

মালেক বোল্লেন "আমার অদৃষ্টে যদি দুঃখই আছে, তবে ঘরে থাক্‌লে কি কোরে তা নিবারণ হবে? আমি ত আপনাদের এ ভাব বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি নে। আমায় যদি জিজ্ঞাসা করেন, আচার্য্যের গণনায় প্রতি আমার কিন্তু শ্রদ্ধা নাই, বিশেষতঃ তাঁরা যখন আমার সহোদরের বিষয় শুভ গণনা কোরেছেন, তখন আমার সম্বন্ধে বিপরীত ব্যবস্থা কোরবেনই ত, সে ত অবধারিত কথা।"

বৃদ্ধ পিতা সচিন্তিত হোয়ে বোল্লেন, "বাবা! তুমি বিবেচনা কোরে দেখো, তোমার সহোদরের বিষয় পণ্ডিতেরা গণনা কোরে যে যে কথা বোলেছেন, একটি একটি কোরে তার সকল গুলি সপ্রমাণ হোচ্ছে, তাদের সে কথা গুলি যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে, পরমেশ্বর করুন, তোমার সম্বন্ধে যেন সেরূপ না হয়।"

মালেকের মাতা এ যাবৎকাল বুকে করাঘাত কোরে কেবল হাহাকার কোচ্ছিলেন, যুবা তা স্বচক্ষে দেখেও আপনার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কোল্লেন না। বৃদ্ধ দেখ্‌লেন যে, মালেকের সঙ্গে আর তর্ক করা বৃথা, যুবা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হোয়েছেন, কারও কথাতে কর্ণপাত কোর্‌বেন না, তখন নিরুপায় হোয়ে অতি কষ্টে পুত্রকে বিদেশগমনের অনুমতি কোল্লেন। মালেক এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই দুজন সহচর সঙ্গে কোরে হিন্দুস্থানের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দর্শন দিলেন। যুবা

মনে কোত্তেন,ঐ প্রদেশে একটি ফলোন্মুখ বৃহৎ শস্যক্ষেত্র তাঁর জন্যে কেউ যেন প্রস্তুত কোরে রেখেছে, তিনি সেখানে উপস্থিত হোয়ে সেই সকল শস্য-শস্ত কেটে নিয়ে গৃহজাত কোর্‌বেন।

মালেক যখন বিদেশ গমন করেন, তার পূর্ব্বে মনে মনে স্থির কোরেছিলেন যে,বিদেশে গিয়ে সাবধান হোয়ে চোল্‌বেন, সত্য পথে থাক্‌বেন, সদ্ব্যবহার কোর্‌বেন, কারও সঙ্গে অন্যায় আচরণ কোর্‌বেন না। মালেকের প্রকৃতি অতি কোমল ছিল, সকলের কাছে নম্র হোয়ে চোল্‌তেন, আর সকলকে প্রিয় কথা কইতেন, তাঁর ঐ নরম প্রকৃতির গুণেই কেউ তাঁর মন্দ চেষ্টা কত্তো না,বরং সকবেই তাঁকে স্নেহ আদর কোত্তো। মালেকের ঐ স্বভাব-মাধুরী ইষ্ট-কবচের ন্যায় অনেক অনিষ্টপাতের অবরোধ হোয়ে তাঁকে রক্ষা কোরে নে বেড়াতো। যুবা দেখ্‌তেও বেশ সুপুরুষ ছিলেন। শরীরের গড়ন সুডৌল, দিব্যি দীর্ঘছাঁদ চেহারা,মুখকান্তি অতি মনোহর। মালেক যেখানে যেতেন, তাঁর ঐ চারু চেহারা অনুরোধপত্র হোয়ে সকলের সঙ্গে পরিচিত কোরিয়ে দিতো, আর সেই অনুরোধে লোকে তাঁর সমাদরও কত্তো। মালেক যে দিন যাত্রা কোরে গৃহের বার হলেন,সেই দিন একটি সরায়েতে কতকগুলি মোসাফেরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তারা কেউ কাশ্মীরে, কেউ কাবুলে চোলছে, তাই শুনে যুবার মনে ভারি আনন্দ হলো। মালেকের সঙ্গে অনেক পাথেয় ছিল, সেই সাহসে তাদের দলে অনায়াসে মিশে গেলেন। যুবা ধীরে ধীরে তাঁর অভিবাসনার মন্দিরাভিমুখে চোলেছেন, সেখানে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব আছে, আমরা এই অবসরে তাঁর সহোদর আমীর জেমলার প্রতি একবার নেত্রপাত ক রি।

জেমলা কমলার বরপুত্র হোয়ে একাল পর্য্যন্ত রাজকৃপারূপ সূর্য্যের কোমলউত্তাপে রৌদ্র পোয়াচ্ছিলেন, আর রাশি রাশি অর্থ গৃহজাত কোরে আপনার মালখানা ক্রমিক ফাঁপিয়ে তুলছিলেন। কিন্তু পরমস্থ ব্যক্তির যে শত্রু নেই, এমন কে কোথায় দেখেছে? জেমলার আকার প্রকার দেখে বিপক্ষেরা আঁচাআঁচি কোত্তে লাগ্‌লো যে, আমীরের রাজসিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য, কিন্তু তাঁর প্রতি মহারাজ কুতুবের অগাধ অনুগ্রহ ছিল,তাই কারয়ে সাধ্য হয় নি যে, স্পষ্ট হোয়ে গোলকন্দ রাজের কাছে তাঁর নিন্দা মন্দের কথা বলেন,অনেকের কিন্তু মনে মনে ছিল, একবার পতনে পেলেই তাঁরে চেপে ধোর্‌বেন। কাশ্মীরের অধীশ্বর কুতুবরাজকে আহ্বান কোরে পাঠালেন যে, গ্রীষ্মের ক মাস তাঁর সেখানে আমোদ আহ্লাদ করেন। কাশ্মীর অতি মনোহর দেশ। মহারাজ কুতুব জেমলার উপর রাজ্যের ভার দিয়ে অমাত্যবর্গ সঙ্গে লয়ে কাশ্মীরে চোলে গেলেন, সেখানে কিন্তু অতি অল্পকাল-মাত্র বাস কোরে বিদায় হোলেন। ফিরে আস্‌বার সময় পীরপঞ্জাল পর্ব্বতের কাছে পৌঁছে কুতুবের বাসনা হলো যে, সেখানকার প্রসিদ্ধ খ্যাত্যাপন্ন পরমহংসের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন, ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশে সেই মহাপুরুষের আশ্রম-কুটীর। রাজা একজন অমাত্যকে আদেশ কোরে বোল্লেন, “তুমি গিয়ে সেই যোগিবরকে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ করো যে, মহারাজ কুতুব আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছেন।” এই কথা বোলে স্বহস্তে একখানি পত্র লিখ্‌তে বস্‌লেন। পত্রখানি অমাত্যের হাতে দিয়ে তাপসবরকে তাহা প্রদান কোত্তে অনুমতি কোল্লেন। পারিষদেরা রাজার অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পাল্লেন। তাঁরা মনে কোল্লেন, শ্রীমান্ নিঃসন্দেহ রাজ্যের শুভাশুভের বিষয় যোগিবরকে জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন। এইটি স্থির জেনে অমাত্যেরা বিবেচনা কোল্লেন, তবে এই উপযুক্ত সময়, এই অবকাশে জেমলার অতি-বাসনার বিষয় রাজাকে অবগত করিয়ে তাঁর চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘুচিয়ে দেবেন। একজন ওমরাও পত্রখানি স্বয়ং বহন কোত্তে প্রস্তুত হোলেন। তিনি মনে কোল্লেন, যোগিবরকে নিদেন অর্থ কবুল কোরেও রাজাকে চৈতন্য কোরিয়ে দিতে বোল্‌বেন। একজন বিদেশীর হাতে তাঁর আসন্ন বিপদ, এই কথা গণনা কোরে বল্‌তে তাঁরে অনুরোধ কোর্‌বেন। এই মন্ত্রণার পর ওমরাও পত্র লয়ে চোলে গেলেন। উদাসীনের আশ্রমে প্রবেশ করবার

সময় অমাত্যের অতিশয় ত্রাস হলো, তিনি তখন কত কি ভাবতে লাগলেন। লোকে যোগিরাজকে বাড়িয়ে বৃহৎ কোরে তুলেছে, পত্রবাহক পরম্পরা শুনেছেন, উদাসীন অতি অদ্ভুত, অতি ভয়ানক ব্যক্তি, তাঁর মায়া কেউ বুঝতে পারে না, তিনি যেরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয়া দেখান, লোকের বুদ্ধিবিবেচনা তার কাছে পরাস্ত হয়। এতাদৃশ অলৌকিক ব্যক্তি তাঁর কথায় মনোযোগ কোর্‌বেন কি না, সামান্য মর্ত্ত্যলোকের ন্যায় তিনি অর্থের প্রয়াসী কি না—এই সকল তর্ক মনে উপস্থিত হোয়ে আমত্য অনেক চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন, ভাব্‌লেন, এ কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে গেলে অদৃষ্টে কি ঘটে, বলা যায় না। অনেক ভেবে চিন্তে কুটীরের দরজায় টোকা মাল্লেন, দরজাটি তখন বন্ধ ছিল, কারও উত্তর পেলেন না, পুনরায় ঠুক্‌ঠুক্ কোরে ঘা মাত্তে লাগলেন, এইবার কাঁচ কোঁচ শব্দ কোরে দ্বারটি আস্তে আস্তে খুলে গেল, তার পরক্ষণেই সেই গিরিবাসী পরমহংস অমাত্যের সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। যোগীর আকৃতি দেখেই তাঁর প্রাণ উড়ে গেল, প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় আড়ষ্ট হোয়ে রইলেন, শেষে অনেক কষ্টে সন্ন্যাসীর স্তব কোল্লেন, কিন্তু কি কথাগুলি বোল্লেন, তা শোনা গেল না, ঠোঁট দুটি নড়্‌ছিল, তাই কেবল দেখা গেল। যোগীর বয়ঃক্রম অনেক হোয়েছে—অতি বৃদ্ধ দশা, দীর্ঘকায়, সাহকার গম্ভীর মূর্ত্তি, দাড়িটি নিরেট স্থূল, শ্বেতবর্ণ, আলু-থালু হোয়ে নাভি পর্য্যন্ত ঝুলে পোড়েছে। চেহারাখানিতে অসভ্য চোয়াড়ের মতন নিষ্ঠুরতার আভাস আছে, আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লে বোধ হয়, যোগী অতি নির্দ্দয়, স্কন্ধে পশুচর্ম্ম, কোমরে চর্ম্মদলের কোমরবন্ধ, তাতে একখানি লোহা পেশকবচ বাঁধা রয়েছে, সেখানি ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ কোচ্ছিল, দরজাটা খুলে যেতেই সূর্য্যের তেজ তার উপর পড়াতে অমাত্যের চক্ষের উপর সেখানি আরো চক্‌মক্ চক্‌মক্ কোত্তে লাগ্‌ল, তাই দেখে তাঁর দ্বিগুণ ভয় হলো। অমাত্য আক্ষেপ কোত্তে লাগলেন যে, কি কুকর্ম্মই কোরেছেন, কেন তিনি একলা এখানে মত্তে এলেন? এ দুঃসাহস কেন কোল্লেন? এ ব্যক্তি অজ্ঞাত পুরুষ, তার মনে কি আছে, কে বলতে পারে? যোগীর অনেক বয়স হয়েছে সত্য, কিন্তু চক্ষু দুটি যুবার ন্যায়, সেইরূপ দীর্ঘায়ত, সেইরূপ জলদগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, আর সেইরূপ তীক্ষ্ণ, দেখ্‌লে বোধ হয় যেন, মনুষ্যের অন্তর ভেদ কোরে কোথায় কি আছে, তাই নিরীক্ষণ কোচ্ছে। যোগীর সেই বিরাট্ মূর্ত্তি দর্শন কোরে ভয়ে অমাত্যের মুখ শুকিয়ে গেল, কণ্ঠ নীরস হলো, জিহ্বা আড়ষ্ট হোয়ে রইল। না তাঁর মুখ দিয়ে বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না, সেই প্রলম্বাকার ভীম আকৃতির অন্তঃকরণভেদী তীক্ষ্ণ চক্ষে একবার সাহস কোরে চেয়ে দেখ্‌তে পাল্লেন। যোগীবর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হোলেন, ভাব্‌লেন, যদি কোন প্রয়োজনই নেই, তবে কেন মিথ্যা মিথ্যা গোলমাল কোরে তাঁরে বিরক্ত কোল্লে। কুটীরের দ্বারে একখানি বৃহৎ চৌরস চেটাল পাথরের উপর কতকগুলি মেটে পাত্রে জল রাখা ছিল, সন্ন্যাসী সেই জল দেখিয়ে দিয়ে বোল্লেন, "ঐ জল আছে, খেয়ে চোলে যাও।" ঐ কটি কথা যোগীরাজের মুখ দিয়ে যখন বার হলো, তাঁর গলার গম্ভীর স্বরের প্রতিধ্বনিতে গিরি-চূড়া, গিরি-কন্দর, আর গিরি-তল যেন গুমরিতে লাগ্‌ল, বোধ হলো যেন, ঘন ঘন মেঘ নিনাদের গভীর শব্দ হোচ্ছে। গোলকজনাথ যে পত্র পাঠান, অমাত্যের তা স্মরণ ছিল না, এক্ষণে মনে হোয়ে, জামার ভিতর থেকে পত্রখানি বার কোরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে যোগীবরের হাতে দিলেন, আর যে কারচবের থলীর ভিতর পত্রখানি ছিল, তাতে একটি রাজমোহর ঝুলছিল, পত্রখানি হাতে দিয়ে সেই মোহরটি দেখালেন। মোহরটি যেমন বড়, তেমনি ভারি, সন্ন্যাসী তাই দেখে চমকে উঠ্‌লেন, কুটীরের দরজাটি আর একটু ফাঁক কোরে বোল্লেন, "এই ঘরের মধ্যে এসে বসো, কিন্তু কথা কইও না।"

উদাসীন রাজপত্র পাঠ কোত্তে লাগ্‌লেন, অমাত্য বসে আছেন, মনে মনে ভাব্‌ছেন, কি বোলে তাঁর সঙ্গে আলাপারম্ভ কোর্‌বেন। সন্ন্যাসীর যেরূপ রুক্ষমূর্ত্তি, যেরূপ নিষ্ঠুর মূর্ত্তি, তাঁর

সঙ্গে কথা কইতেই ভয় হয়। অমাত্যের অনেক ছল-কৌশল জানা ছিল, রাজকীয় চক্রের কপট মায়া, ভণ্ড চাতুরী বিস্তর অভ্যাস কোরেছিলেন, কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে, তাঁতে এমনি কিছু অনির্ব্বচনীয় ভয়ের পদার্থ আছে যে, তাঁর মূর্ত্তি দেখ্‌লে মুখ খুলতে সাহস হয় না, আতঙ্ক উপস্থিত হয়। অমাত্যের যদি রাজ্যপদের প্রতি লক্ষ্যও থাকৃত, তথাচ তিনি সাহস কোরে সে কথা, কি তৎসম্বন্ধে অন্য কোন কথা তাঁর কাছে উত্থাপন কত্তে তাঁর ভরসা হতো না, বাস্তবিক অমাত্যের কিছু সে অভিপ্রায় ছিল না, তিনি এক রাজার কর্ম্মচারী মাত্র,সেই ভাবে থেকে দেখ্‌লেন, উদাসীন পত্র পাঠ কোচ্ছেন, তাই দেখে সেখান থেকে প্রস্থান করবার উদ্‌যোগ কোল্লেন। মোহন্তের পত্র পড়া শেষ হোলে, পত্রখানি ভাঁজ কোরে বোল্লেন, "আচ্ছা, তাঁরে আসতে বলো, যেন নিঃশব্দে আসেন, কোন প্রকার গোলমাল না হয়,—এই কথা বোলো।" অমাত্য আর কোন কথার অপেক্ষা না কোরে একবারে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালেন, যোগীবরকে কতকগুলি মোহর নজর দিয়ে, সেখান থেকে প্রস্থান কোল্লেন, যোগীবর সেগুলি গ্রহণ কোল্লেন। কতদূর চোলে এসে অমাত্য মনে মনে ভাব্‌তে লাগলেন, উদাসীন যখন এ মোহরগুলি গ্রহণ কোরেছেন, তখন আরও কিছু মোহরের লোভ দেখালে হয় ত তাঁর অভিপ্রায়ে সম্মত হোতে পারেন, তিনি আপনা আপনি বোল্লেন, 'আমি ত বড় নির্ব্বোধ, কেন মিথ্যা মিথ্যা ভয় কোচ্ছি? সন্দেহ কর্‌বারি বা আবশ্যক কি? আবার ফিরে যাই, যে অভিপ্রায় কোরে এসিছি, সে কথা গিয়ে তাঁরে বলি। অমাত্যবর তাই কোল্লেন, খানিক পথ এসে আবার ঠুক্‌ঠুক্ কোরে দরজায় ঘা মারতে লাগ্‌লেন, দরজাটি হুড়মুড় কোরে তখনি খুলে গেল, কিন্তু এ কি ভয়ানক ব্যাপার! দরজাটা খুলে যেতেই দেখেন, সেই ভয়ঙ্কর পেশকবচখানি তাঁর চক্ষের উপর দীপ্তি কোচ্ছে, পূর্ব্বে সেখানি যোগীর কোমরে ছিল, এবার তা নয়, দক্ষিণ হস্তে ধোরে উঁচিয়ে রেখেছেন, রাগেতে সন্ন্যাসীর চোক মুখ দিয়ে অগ্নির হলকা বেরুচ্চে, বোধ হলো, তাঁকে পুনরায় বিরক্ত কোরেছেন বোলে তিনি তত অগ্নি-অবতার হোয়েছেন। অমাত্য ভয়ে কোঁকর হোয়ে মাটীর দিকে ঝুঁকে একটি সেলাম কোরে, গলা কাঁপাতে কাঁপাতে বোল্লেন, "ভগবন্! মহারাজের মানস যে, অদ্ভুত ভবিষ্যৎ কথা আপনি ব্যক্ত করেন, তাঁর রাজত্ব চিরস্থায়ী হয়ে কুশলে থাকবে কি না, সেই কথা তিনি আপনার মুখে শুনতে বাসনা করেন।" "আচ্ছা, তবে তাঁরে আস্‌তে বলো, তিনি এখানে এলে সে কথা বলবো।" এই কথা বোলেই যোগিবর অমাত্যের মুখের উপরেই সজোরে দরজাটি বন্ধ কোল্লেন। এই সময় একটা বে-আড়া দম্‌কা হাওয়া উঠে গাছগুলো দোলাতে লাগ্‌ল, তার পর যেমন ঝড়,তেমনি বৃষ্টি আরম্ভ হলো। দুর্ভাগ্য অমাত্য ভিজে চাপুর-চুপুর হোয়ে রাজ ছাউনিতে উপস্থিত হোলেন, তাঁরে দেখে তাবতেরই বিস্ময় জ্ঞান হলো,তাঁরা সকলে একবাক্যে বোলে উঠ্‌লেন, "কই! এখানে তো বৃষ্টির নাম-গন্ধও নেই, এদিকে বিন্দুপাতও হয় নি।" সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাতের কি ফল হলো, তাই শোন্‌বার নিমিত্ত ওমরাওরা মহা আগ্রহ হয়ে অমাত্যবরকে ঘেরে দাঁড়ালেন,কিন্তু অমাত্যবর আতঙ্কে আর পথকষ্টে এত অবসন্ন হয়েছিলেন যে, তাঁর কথা কবার শক্তি ছিল না, তিনি বোল্লেন, "আপনারা এখন যান, আমার ভারি কষ্ট হয়েছে, একটু সুস্থ হোতে দিন, তার পর সকল কথা শুনতে পাবেন, আপাততঃ আমাকে ধোরে লয়ে আমার তাঁবুর মধ্যে রেখে এসো, আমার চল্‌বার শক্তি নাই।"

দৈববিপাকে ওমরাওরা শ্রবণস্পৃহা তৃপ্তি কোত্তে পাল্লেন না, কেন না, সেই দুর্ভাগ্য অমাত্যের এমনি সাংঘাতিক জ্বর হলো যে, সেই রাত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়—মৃত্যুকালীন ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হয়েছিল। ছাউনি শুদ্ধ লোক মনে কোল্লে, সন্ন্যাসী কি গুণ কোরে অমাত্যকে মেরে ফেলেছে, তাই ওমরাওরা একপরামর্শী হয়ে রাজাকে বিস্তর বিনয় কোরে বোল্লেন, তিনি

যেন যোগীর আশ্রম-কুটীরের ত্রিসীমানায়ও না যান, বরং অন্য পথ দিয়ে গোলকন্দায় ফিরে যাবেন, তথাচ যেন পীরপঙ্কালের পথে গমন না করেন। কুতুব কিন্তু সে কথায় সঙ্কুচিত হলেন না, তিনি প্রতিজ্ঞা কোল্লেন যে, পরমহংসের সঙ্গে একবার দেখা-সাক্ষাৎ কোর্‌বেনই কোর্‌বেন, তাতে তাঁর অদৃষ্টে যে বিড়ম্বনাই ঘটুক। সকলে নিষেধ কোত্তে লাগ্‌ল, রাজা কিন্তু কারও কথা না শুনে, পরদিন হাতীর উপর সোয়ার হোয়ে মহা সমারোহে সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোল্লেন। এর পূর্ব্বে তিনি লোকের মুখে শুনেছেন, তাপসবর কোন প্রকার গোলমাল ভালবাসেন না, লোকের কলরব শুন্‌লে ভারি বিরক্ত হন, তাতেই কুতুব শক্ত হুকুম দিলেন যে, "খবরদার! কেউ যেন কথা না কয়, স্থির নিঃশব্দের প্রতি সকলেরই যেন লক্ষ্য থাকে।" রাজা গভীর নীরব আড়ম্বরে সদল সহিত উদাসীনের কুটীরের পার্শ্বে উপস্থিত হোলেন। যোগিবর বাইরে এসে ঈষৎ একটু মস্তক নত কোরে কুতুবের সম্ভাষণ কোল্লেন, কুতুবও অল্প শির হুয়িয়ে যোগীর সমাদর কোল্লেন। তাই দেখে সকলের আশ্চর্য্য জ্ঞান হলো। যোগী কেবল রাজাকেই আহ্বান কোরে কুটীরের অভ্যন্তরে লয়ে গেলেন। সন্ন্যাসীর বিকট অসভ্য চেহারা দেখে অনেকের ইচ্ছা ছিলনা যে, রাজা কুটীরমধ্যে প্রবেশ করেন, কুতুব অমাত্যদের মুখভঙ্গী দেখে তাঁদের মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরেছিলেন, তাঁর মনে কিন্তু কোন শঙ্কা হয় নি, তাই তিনি নির্ভয়ে মোহন্তের সঙ্গে নির্জ্জনে চোলে গেলেন।

রাজা বোল্লেন, "ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও ত্রিকালদর্শী। আমার রাজ্যের চরম দশা কি হবে, সেইটিই আমি জান্‌তে বাসনা করি—আমার সিংহাসন অমাত্যদের রাজভক্তির গুণে স্থির অচল হোয়ে আছে, না তাদের বিশ্বাসঘাতী কৃতঘ্নতায় টলমল কোচ্ছে—শীঘ্র পতন হবার সম্ভাবনা? আপনি কৃপা কোরে আমার এই সন্দেহটি দূর করুন।"

যোগী তাঁর ক্ষীণমূর্ত্তি উন্নত কোরে বোল্লেন,
"নর-রক্তে সিক্ত হবে কুতুবের অসি,
হবে না করিতে রাজা সিংহাসনে বসি।"

কুতুব ঐ কটি কথা ভিন্ন সেই অরণ্যবাসী তপস্বীর মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বার কোত্তে পাল্লেন না, যে আশা কোরে সন্ন্যাসীর নিকট গমন করেন, তা সফল না হওয়াতে রাজা বিরক্ত হোয়ে উঠে চোলে এলেন। তপস্বী যে তাঁর প্রস্তাবের স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে কেবল ঘোরফেরের কথা বোলে তাঁরে বিদায় কোরে দেছেন, সে কথা কুতুব অমাত্যদের কাছে প্রকাশ কোল্লেন না, মনে মনে চেপে রাখ্‌লেন। রাজার কেবল কষ্ট পাওয়াই সার হলো, লাভ কিছুই হলো না। তিনি যখন ফিরে এসে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ কোত্তে যান, সেই সময় দেখ্‌লেন, উদাসীনের কুটীরটি পূর্ব্বে যেরূপ বিবেচনা কোরেছিলেন, সেরূপ নয়, তার চেয়ে আরও অনেক লম্বা। নৃপাল বিস্মিত হোয়ে সেই কথাটি পারিষদ্‌গণকে যেমন বল্‌বার উপক্রম কোরেছেন, এমন সময় একটি অপূর্ব্ব পদার্থ দর্শন কোরে চিত্রপুত্তলের ন্যায় সেই স্থানে অবাক্ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কেউ যেন শলা দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় কোরে তাঁরে সেই স্থানে পুতে রাখ্‌লে। সন্ন্যাসীর আশ্রম-কুটীরের এক পার্শ্বে একটি ছোট গোবদা জান্‌লা ছিল, সেই জান্‌লার কপাট হুবাল আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে একটি যুবতীর মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল ছটা নৃপতির চক্ষের উপর দপ্ কোরে জ্বলে উঠ্‌ল, জান্‌লাটি তখনই আবার পূর্ব্বের ন্যায় রুদ্ধ হলো। রাজা সেরূপ মুখকমলের প্রফুল্ল রাগ পূর্ব্বে কখন অবলোকন করেন নি, সে ছুটি নয়ন-জ্যোতির এত তেজ যে, মর্ত্ত্যলোকে তা সহ্য কোত্তে পারে না। রাজার চক্ষু ছুটি সেই অবরুদ্ধ জান্‌লার দিকে অবিচল হোয়ে রইল, তিনি মনে কোল্লেন, হয় ত সেই প্রাণ-প্রফুল্লকর চন্দ্রবদনখানি আর একবার দেখ্‌তে পাবেন, কিন্তু কি পরিতাপ! সে জান্‌লাটি চিরকালের জন্যে বন্ধ হোয়েছে, আর কখন তা মুক্ত হবে না। সে নব মুকুলিত প্রফুল্ল মুখের পরিবর্ত্তে একণে কেবল পূর্ব্বের

মত চতুর্দ্দিকে ঘোর ভয়ঙ্কর জ-শূন্য উদাস তরঙ্গ দেখ্‌তে পাল্‌লেন। কুতুবরা॰ চমৎকৃত কোরে এই কটি কথা বোল্লেন, "উদাসীন কারে এখানে বন্দী কোরে রেখেছেন? এ স্ত্রীরত্নটি কে? মানবী না অপ্‌সরা?" অমাত্যেরা শুনে বিস্মিত হোলেন যে, রাজা আপনি আপনি কি বোল্‌ছেন? কিন্তু তাঁরা ও কথার কোন উত্তর কোল্লেন না, রাজা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "চুপ্‌ কোরে রইলে যে, তোমরা কি কেউ দেখ্‌তে পাও নি? ইন্দ্রপুর থেকে একটি অপ্‌সরা এসে ঐ জান্‌লাটি একবার উদ্‌ঘাটন কোরেছেন।" অমাত্যেরা বোল্লেন, "ঐ রামকুড়ের মধ্যে অপ্‌সরাতুল্য রমণী—এ অতি অসম্ভব কথা—এ কথা কখনই সঙ্গত হোতে পারে না।"

রাজা বোল্লেন, "আমি যে বোল্‌ছি—যথার্থই একটি ষোড়শী স্ত্রী,—এই চক্ষু দুটি তার বিকসিত মুখপদ্ম দর্শন কোরেছে, মুখখানির প্রভা এত উজ্জ্বল যে, তার তেজে আমি অন্ধ হোয়ে গেছি, শুধু অন্ধ নয়, তার প্রতি একবার দৃষ্টি কোরে আমার চক্ষু দুটি পুড়ে ভস্ম হোয়ে গেছে। যে একদৃষ্টে মাধ্যাহ্নিক সূর্য্যের দিকে চেয়ে থাকে, আমি ঠিক তারই মতন হোয়েছি, যেমন দিক্‌ভ্রান্ত পথিকেরা, কি যেমন ব্যগ্রোন্নত জ্যোতির্ব্বেত্তারা একটি জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রের ঈষৎদীপ্তি কতক্ষণে আর একবার দর্শন কোর্‌বেন, সেই জন্যে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হন, আমারও অবিকল তাঁদেরই দশা হোয়েছে, কতক্ষণে আর একবার সেই বদনকান্তির উজ্জ্বল ছবি নিরীক্ষণ কোর্‌ব, তার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হোয়েছে, তোমরা এতে কি পরামর্শ দাও?" নিকটেই একটি নিমবৃক্ষ ছিল, সেটি বহুকালের, আর বহু দূর-প্রসারিত, অমাত্যেরা অনুমতি লয়ে ঐ নিমবৃক্ষের ছায়ায় বোসে কিং-কর্ত্তব্য পরামর্শ কোত্তে বস্‌লেন। কুতুব হাতীর পাশে দাঁড়িয়ে সেই অবরুদ্ধ গবাক্ষের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। পারিষদ্‌গণের মনে ভারি সন্দেহ হলো যে, রাজার বুদ্ধির ব্যতিক্রম জন্মেছে—পাপযোগী তাঁরে ক্ষিপ্ত কোরে তুলেছে, সে কি মায়া জানে, তারই প্রভাবে আমাদের রাজ-স্বামীর মতিচ্ছন্ন হোয়েছে, যোগী জাদু কোরে তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি হরণ কোরে লয়েছে, এক্ষণে পরামর্শ কি? কি করা কর্ত্তব্য? যোগীর মায়া থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কি? অমাত্যদের মধ্যে এক ব্যক্তি বোল্লেন, "ভাই! এক যুক্তি আছে—পাঁচ রকম বোলে কোয়ে রাজাকে বোঝান যাক যে, এ সকল মায়ার খেলা, মায়াতে অভিভূত হোয়ে কেবল ভ্রম দেখ্‌ছেন।" আর এক ব্যক্তি বোল্লেন, "তা নয়, তার চেয়ে আর এক পরামর্শ আছে—রাজ্যসংক্রান্ত তর্ক উঠিয়ে বাদানুবাদ আরম্ভ কোরে দেওয়া যাক।" তৃতীয় ব্যক্তি বোল্লেন, "তার চেয়ে আর এক কাজ কোল্লে ভাল হয়—বাদশাহের মন যাতে প্রফুল্লিত হয়, সেইরূপ একটা খোসগল্প আরম্ভ কোরে দিলে ভাল হয় না? তা হোলে হয় ত সেই আমোদে মেতে যোগীর কুটীরের বিষয় বিস্মৃত হবেন, শেষে ক্রমে তাঁর নষ্ট-জ্ঞান উদ্ধার কোত্তে পার্‌বেন—যেমন ছিলেন, আবার তেমনই হবেন।" ওমরাওদের মধ্যে একজন প্রবীণ বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি বোল্লেন, "ভাই রে! তোমরা যে পরামর্শের কথা বোল্‌ছো, সে সকলি ভাল বটে, তার উপর আর কথা নেই সত্য, কিন্তু কি কোরেই বা তাঁরে হাতীর উপর বসান যায়? আর এখান থেকে তাঁকে তফাৎ করা যায়ই বা কি কোরে? তার উপায় কি ঠাউরেছো?" এক ব্যক্তি ঐ কথা শুনে বোল্লেন, "চলুন, সকলে গিয়ে রাজাকে বলি, মহারাজ! এখন চলুন, এর পর কোন সময় সেই মনোরমা যুবতীকে বিলাস-গৃহে পৌঁছে দেবো, প্রতিজ্ঞা কোচ্ছি, রাজধানীতে পৌঁছে রাজকার্য্যের ঝঞ্ঝটের মধ্যে একবার প্রবেশ কোল্লে এ ভ্রম তাঁর কখনই থাক্‌বে না, সেটি আপনি স্থিরই জান্‌বেন, রাজা দুর্ভাগ্যক্রমে যে কুহকে পোড়ে জ্ঞানশূন্য হোয়েছেন, তখন আর তাঁর সে মায়াবুদ্ধি থাক্‌বে না, সে ভাব একেবারে উল্টে যাবে।" সকলেই এই মতে মত দিলেন। রাজার যে বুদ্ধির ভ্রম হোয়েছে, তিনি যে কেবল মায়া দেখ্‌ছেন, এ কথা স্পষ্ট বোল্লে কুতুব যদি বিশ্বাস না করেন, কি প্রত্যয় না যান, তখন তাঁরা ঐ উপায় অবলম্বন কোর্‌বেন, এই পরামর্শ স্থির হলো। ওমরাওরা এই মন্ত্রণা স্থির

কোরে মতিহীন রাজার কাছে উপস্থিত হোলেন। একটি একটি কোরে সকল ওমরাওরা তিন তিনবার মৃত্তিকার উপর শির নত কোরে উচ্চনাদে বোল্লেন,—"হজরত! আদাব!" কুতুব বোল্লেন, "তোমাদের কি পরামর্শ স্থির হলো, আমায় বল,তাই শোনবার নিমিত্তে ভারি ব্যস্ত হোয়েছি—বলো, তোমাদের কি পরামর্শ স্থির হলো।" ওমরাওদের মধ্যে কারুরি ইচ্ছা না যে, আগে কথা কন, সকলেই নীরব হোয়ে রইলেন। কারও মুখে বাক্য নাই, চতুর্দ্দিকে যেন উদাসের তরঙ্গ খেলতে লাগ্‌ল। রাজা বোল্লেন, "কি! তোমরা কি কিছুই স্থির কোত্তে পারো নি? তোরা এই মুখে রাজমন্ত্রী বোলিয়ে বেড়াস! তোদের কি লজ্জা নাই? আপনা আপনি ঘৃণা হয় না? নাদান মূর্খ! হায়! এ সময় যদি আমীর জেমলা সঙ্গে থাকত!" জেমলার নাম শুনতেই সেই প্রাচীন ওমরাও, যাঁর কথা পূর্ব্বে বলা হোয়েছে, মহারাগত হোয়ে সব প্রথম কথা কোয়ে সকলের নির্ব্বাকব্রত ভঙ্গ কোল্লেন, তিনি বোল্লেন, "হজরত! গোলাম যোড়হাত কোচ্চে, হজুর শান্ত হোন, নিবেদন কোচ্চি, অবধান করুন, আমরা স্থিরসিদ্ধান্ত কোরেছি, হজুরের মতিভ্রান্তি হয়েছে, বুদ্ধির প্রমাদ জন্মেছে, আপনি সকলি আকাশ-কুসুম দেখ্‌ছেন, হজুর যেরূপ রূপলাবণ্যের কথা বোল্‌ছেন, সেরূপ চারু মোহিনী যোগীর কুটীরমধ্যে বিদ্যমান নাই।"

বৃদ্ধের মুখে ঐ কথা শুনে কুতুব ক্রোধে কালাবতার হোলেন, তলোয়ারখানি কোমর থেকে বার কোরে বোল্লেন, "তুই যদি বৃদ্ধ না হোতিস্, তোর চুল যদি শ্বেতবর্ণ না হতো তবে এই তলোয়ার বুকে—" এই সময় সেই ফকিরের বিকট গোল চেহারা গবাক্ষের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে পোড়েছে, রাজা দেখ্‌তে পেলেন, তিনি এ পর্য্যন্ত সেই জানলার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন, তাই দেখেই যোগীর কথাগুলি কুতুবের স্মরণপথে উপস্থিত হলো। তিনি তখন সেই খুনোদ্যত তলোয়ারখানি গেলাপের মধ্যে ঢেকে পুনরায় কোমরে বেঁধে রাখলেন, তার পরক্ষণেই যোগীর মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হলো। কুতুব কিন্তু সেই জানলার দিকেই চেয়ে ছিলেন, তাঁর ভারি বিস্ময় জন্মল যে, সেই এক গবাক্ষের পথে পরস্পর ঘোর বিসংবাদী দুইপ্রকার চেহারা দেখতে পেলেন!

ওমরাওদের মধ্যে এক ব্যক্তি একপদ অগ্রবর্ত্তী হয়ে বোল্লেন,"হজুর! প্রাচীন ওমরাওর কথা শুনে রাজ-হৃদয়ে ক্রোধানল জ্বালবেন না,আপনার অন্তর যেন নিরাশে গ্রাস না করে, শৈলসুন্দরীর বিষয়ে নিরুৎসাহ হবেন না, তাঁর প্রতি যে রাজকৃপা হয়েছে, সেটি তাঁর শ্লাঘার বিষয়। এরপর কোন কৌশল কোরে সেই পঙ্কজনয়নাকে রাজ-অন্তঃপুরে উপস্থিত করা যাবে। সম্প্রতি রাজধানীতে গমন কোল্লে ভাল হয় না? সেখানে পৌঁছে জনেক দুজন বিশ্বস্ত লোকের উপর ঐ কর্ম্মের ভার দিয়ে কুটীর আশ্রমে পাঠান যাবে, তা হোলে কারুর মনে কোন সন্দেহ হোতে পারবে না, কেউ জানতে পারবে না যে, আমাদের অভিপ্রায় কি?" কুতুব শুনে বোল্লেন,"তুমি বিজ্ঞের মত কথা বোলেছো, তবে চলো, এখন আমরা প্রস্থান করি।" রাজহস্তী হুকুম আমল করবার চিরপরিচিত সঙ্কেতকথা শুনে হাঁটু পেতে নৃপালকে পিঠের উপর বসালে, কুতুব মহা ধুমধামের সহিত শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেন, পারিষদেরা বাদশাহকে কৌতুকী করবার নিমিত্ত নানা প্রকার বেল্লীক গল্প সুরু কোরে দিলেন, কুতুবের কানে কিন্তু তার এক কথাও প্রবেশ করেনি, তিনি আপনার ধ্যানেই ভোর হোয়েছিলেন। সন্ধ্যে ছাউনিতে পৌঁছিলে রাজার সম্মানার্থে তোপধ্বনি হলো, অনেকক্ষণ ধোরে ক্রমিক বন্দুকের আওয়াজ হোতে লাগ্‌ল। রাজসভার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী যাঁরা কুতুবের সমভিব্যাহারে এসেছিলেন, তদ্ভিন্ন ৬০০০ লস্কর তাঁর সঙ্গে ছিল।

রাজার আর দুদিন বিলম্ব সইল না—ছাউনিতে এসেই স্থির কোল্লেন, একটি হাতী সুসজ্জিত কোরে জনকয়েক লোক সঙ্গে দিয়ে পীরপঞ্জাল পর্ব্বতের উপর পাঠান হোক, ঐ লোকের হাতে বাদশাহ স্বয়ং উদাসীনের নামে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখে দিলেন যে,

সেই পত্র পাবামাত্রেই যোগিবর গলকন্দার রাজ ছাউনিতে উপস্থিত হন, যে হেতু, রাজার একান্ত বাসনা যে, তিনি তাঁরে সৎপরামর্শ আর সৎ উপদেশ প্রদান কোরে চরিতার্থ করেন। পীরপকাল পর্ব্বত গলকন্দ-রাজ্যের অন্তর্গত নয়, সুতরাং রাজব্যবস্থা অনুসারে যোগিরাজের উপর কুতুব হঠাৎ কোন হুকুমজারী কোত্তে পারেন না, না তাঁর উপর বল প্রকাশ কোত্তে পারেন, তাও পারেন না। বিশেষতঃ যোগিরাজের সাধু চরিত্রের গুণে অত্যন্ত পবিত্র-খ্যাতি আছে, প্রতিবেশী রাজারা তাঁরে অভয় আশ্রয় দিয়ে নিকটে রেখেছেন, কুতুব কি ঈদৃশ ব্যক্তির প্রতি জবরদস্তি কোত্তে সাহস করেন? তবে যে স্থলে বল প্রকাশ করবার ক্ষমতা হলো না, সে স্থলে চাতুরীর আশ্রয় লওয়াই আবশ্যক হলো। পরমহংসকে একবার দরবারে এনে আটক কোত্তে পাল্লে হয়, তার পর গূঢ় পুরুষ নিযুক্ত কোরে তাঁর কুটীর অভিমুখে পাঠান হবে, তাদের এই কথা শিখিয়ে দেওয়া যাবে যে, তারা যেন সেই গিরিসুন্দরীকে চুপে চুপে ধোরে লয়ে গলকন্দার রাজধানী সেই বাগ্‌নগরে নিয়ে উপস্থিত করে। সেখানে যুবতীর সমাদরের নিমিত্ত বিলাস-মন্দিরের মধ্যে স্থান প্রস্তুত কোরে রাখা হবে। কুতুবের দরবারেতে এই পরামর্শ স্থির হলো। এদিকে যোগিবর রাজদর্শনে বেরুলেন, বাদশাহসদৃশ ব্যক্তি তাঁর পরামর্শের প্রার্থী হোয়ে অনেক স্তুতি-মিনতি কোরে লিখে পাঠিয়েছেন, সেই আহ্লাদেই হোক্, কি বাদশাহ কেন ডেকেছেন, এত কি তাঁর প্রয়োজন হোয়েছে, যাই না কেন, একবার দেখেই আসি ব্যাপারটা কি? এই কৌতূহল-তৃপ্তির জন্যই হোক—তা যে জন্যই হোক, ফলে যোগিরাজ পত্র পেয়েই হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ কোরে ছাউনিতে চোলে গেলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে যেমন তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ কোর্‌বেন, অমনি তোপধ্বনি হলো, ঐ তোপের দুটি অর্থ—যোগীর সম্মান করাও হলো, আবার প্রাণিদিগকে সঙ্কেত কোরে বোলে দেওয়াও হলো যে, "তোমরা এই শুভ অবসরে সেই গিরিদেশে যাত্রা কর।"

একখানি ডুলি কাপড় দিয়ে ঘেরে কতকগুলি মুস্কমুস্ক বণ্ডা বেহারার ঘাড়ে দিয়ে সেই গিরিশিখরে পাঠান হলো, তাদের সঙ্গে তিনজন গুপ্ত পুরুষ গেল, তাদের কাটখোট্টার মত গোঁয়ারে গোঁয়ারে চেহারা, তাই দেখেই হোক, কি যে কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্যে তারা নিযুক্ত হোয়েছে, তাতে তারা বিখ্যাত কৃতকর্ম্মা—সেই জন্যেই হোক, ফলে তাদের বেছে বেছে এ কাজের উপযুক্ত দেখে পাঠান হোয়েছিল। যত শীঘ্র পাল্লে, অনুচরেরা যোগীর আশ্রমে উপনীত হলো। কুটীরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌বার সময় কোন প্রকার ধুমধাম কি গোলমাল না কোরে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে ভিতরে চোলে গেল। মুহূর্ত্তকাল এদিক্ সেদিক্ তল্লাস কোরে একটা স্থূল গোব্‌দা দরজা দেখতে পেলে, দরজাটি হাত দিয়ে ঠেলাতে খুলে গিয়ে একটি চতুষ্কোণ কামরা বেরিয়ে পোড়ল তার মধ্যে প্রবেশ কোরে দেখে, একটি ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি শুয়ে আছে, অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে—ইনিই গোলকন্দারাজের মন চুরি কোরেছেন। অনুচরদের জ্ঞান হলো, যেন একটি পরী শুয়ে আছে, তারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যুবতীর চারুছবি দর্শন কোরে চক্ষের সার্থকতা কোত্তে লাগ্‌ল, দেখ্‌লে, সুন্দরীর ম্লানবদনখানি জ্যোতিঃপ্রফুল্লিত করপল্লবের উপর আশ্রয় কোরে রয়েছে, মন্দ মন্দ বেগে নিশ্বাস পোড়ছে, আরক্তিম অধর বেড়ে মৃদু মৃদু হাসি নৃত্য কোচ্ছে, অনুচরেরা ত পার্ব্বতীয় চোয়াড়, স্বভাবতঃ অতি নিষ্ঠুর, কিন্তু তাদেরও হৃদয় তত কঠিন নয় যে, সেই নিরুৎকণ্ঠ নিরীহ স্ত্রীলোকটির আনন্দময় পবিত্র বিরাম ভঙ্গ করে। যুবতীর কোমল নিদ্রার বিঘ্ন জন্মাতে তাদের সাহস হলো না, তারা একটু সোরে তফাতে গিয়ে সুন্দরীর নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা কোত্তে লাগ্‌ল। একটু পরে যুবতী পাশ-মোড়া দিয়ে জাগ্‌লেন, অমনি রাজপুরুষেরা ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লো, সুন্দরী তাই দেখে তাড়াতাড়ি একখানি আলম্বিত রক্তবর্ণের ঘোম্‌টায় মুখখানি ঢেকে হতাশ হোয়ে ঘোর চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন। অনুচরদের মধ্যে

এক ব্যক্তি বোল্লে, "বিবি! ভয় কি? আমরা তোমার অনিষ্ট কোত্তে আসিনি, তুমি আঁস্তা-কুড়ের মতন একটা কুস্থানে বাস কোচ্ছো, তাই এখান থেকে উঠিয়ে তোমার উপযুক্ত একটি মনোহর শোভাময় রাজাট্টালিকায় লয়ে যাব—আমরা সেই জন্যে এসেছি।" এই কথা বোলে সে ব্যক্তি তার খাটাশুণ্ড হাত দিয়ে যুবতীর মধুর লাবণ্যময়ী শরীর বেড় দিয়ে রাখ্‌লে, তাই দেখে সুন্দরী চকিত হোয়ে পুনর্ব্বার ঘোর চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন - এ চীৎকার পূর্ব্বাপেক্ষা আরও হৃদয়ভেদী। এই সময় আর একজন দুরাত্মা অগ্রসর হলো, এখন দুজনে ধরাধরি কোরে চারু বালাকে কুটীরের বাইরে লয়ে এলো, সুন্দরী তাদের হাতের উপর মোহ গিয়ে অজ্ঞান হোলেন। কত আছ্‌ড়া আছড়ি, চেঁচাচেঁচি কোত্তে লাগ্‌লেন, দুর্জ্জনেরা তা গ্রাহ্যও কোল্লে না, তাঁর চেঁচানি কাত্‌রাণি তারা কানেও ঠাঁই দিলে না। একটু দূরে পর্ব্বতের ঢালুতে ডুলিখানা রেখে এসেছিল, তাড়াতাড়ি সেই ডুলির কাছে লয়ে চল্লো, তারা তখন মনে কোল্লে, "আর ভয় কারে? মাল হাতের মধ্যে এসেছে।" এই সময় তিনজন সোয়ার সেই হতভাগিনী যুবতীর হৃদয়-বিদারক চীৎকারধ্বনি শুন্‌তে পেয়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হলো। তারা তখনি ঘোড়া থেকে নেবেই তলোয়ার খুলে দাঁড়াল, চোয়াড় বদ্‌মাসেদের ডেকে বোল্লে, "স্ত্রীলোকটিকে ছেড়ে দে।" দুরাত্মারা ঐ কথা শুনে তারাও তলোয়ার লয়ে দাঁড়া'ল, গোলকন্দ-রাজার দোহাই দিয়ে সেই হঠাৎ উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে বল্লে, "তোরা কে? এখান থেকে চোলে যা, দূর হ, নচেৎ এই গোঁয়ারতামির জন্যে প্রাণটি এইখানে রেখে যেতে হবে।" এদিকে "আমাকে রক্ষা কর গো! আমাকে বাঁচাও গো! তোমরা দয়া কোরে ডাকাতদের হাত থেকে আমাকে পরিত্রাণ কর গো! এরা আমার ধর্ম্ম খেতে, আমার জাত খেতে বোসেছে," এইরূপ বিলাপ কোরে গিরিসুন্দরী রোদন কোত্তে লাগ্‌লেন। আগন্তুক ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে সকলের আগে দাঁড়াইয়াছিল, সে চেঁচিয়ে বোল্লে, "আমার এই বাহুর যদি বিক্রম থাকে, আর আমার এই পারসী তলোয়ারের যদি জোর থাকে, তুমি যেই হও, তোমাকে আমরা রক্ষা কোর্ব।" বদমাসদের প্রতি চেয়ে, "ওরে নরাধম পাপিষ্ঠ! আয়! এগিয়ে আয়! দেখি, তোর হিন্দুস্থানের তলোয়ারের কত বিক্রম।" রাজানুচরেরা তখন বেহারাদের হস্তে যুবতীকে সমর্পণ কোরে যুদ্ধ আরম্ভ কোল্লে। বেহারাদের মধ্যে কারুরই অস্ত্র ছিল না।

তিনজন হিন্দুস্থানী মোরিয়ার মতন উন্মত্ত হোয়ে লড়াই কোত্তে সুরু কোল্লে। পারসী তিনজন প্রশান্ত-মূর্ত্তিতে, ধীরসুস্থিরচিত্তে, অতি সাবধান হোয়ে আঘাত-নিবারণে প্রবৃত্ত হলো। পারসীরা প্রথমতঃ হিন্দুস্থানীদের প্রতি প্রতি-প্রহার কর্‌বার প্রয়াস না কোরে কেবল আপনাদের শরীর বাঁচিয়ে শত্রুপক্ষের তলোয়ারের চোট্‌ নিস্ফল কোত্তে লাগল, এই কৌশল উপলক্ষে পারসীরা এত চতুরতা প্রকাশ কোল্লে যে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন পক্ষেই এক ফোঁটা রক্তপাত হোতে পারেনি। ধূর্ত্ত পারসীদের বেশ জানা ছিল যে, প্রথম উদ্যমে মত্ত না হোয়ে আপনা বাঁচিয়ে চোল্লে রণোন্মত্ত হিন্দুস্থানীরা শীঘ্র অবসন্ন হোয়ে পোড়বে, তখন তাদের বল-শক্তিও থাক্‌বে না যে, স্থির হোয়ে অধিকক্ষণ লড়াই কোরবে, শেষে সেইটিই সত্য হলো—হিন্দুস্থানীদের স্থূল পীবর তলোয়ারের সতেজ প্রবল প্রহার অপ্রমত্ত পারসীরা সুপরীক্ষিত অস্ত্র দ্বারা অনায়াসে নিবারণ কোত্তে লাগল। হিন্দুস্থানী শত্রুপক্ষেরা বেতালা ভীমরব কোরে যত আস্ফালন করে, পারসী বীরপুরুষেরা কেবল মুচ্‌কে মুচকে হেসে উপহাস কোরে উড়িয়ে দেয়। হয় গিরিদেশে ঘন ঘন ঝড়-বৃষ্টি হয়ে থাকে, এইরূপ নিয়ম চিরকালই চোলে আসচে, নয় যোগিবর যে কথা প্রচার কোরে দেছেন, তাই সত্য হবে, অর্থাৎ এই গিরিদেশে অতিরিক্ত চেঁচাচেঁচি বা সোরসার হোলে ঝড়বৃষ্টি সেদিন হবেই হবে, সে স্থির কথা, অন্যথা হবার নয়। এই দুই কথার মধ্যে কোন্ কথা সত্য, আমরা পাঠক মহাশয়ের উপর ভার দিলেম, তিনি তা স্থির কোরে

লবেন। ফলে ঐ করাসী আর হিন্দুস্থানীতে যে ঘোর লড়াই উপস্থিত হয়, তার অবসান হবার অনেক পূর্ব্বে যে ঘোরতর ঘটা কোরে বৃষ্টি আর ঝড়ের তুফান আরম্ভ হয়েছিল, সে কথা মিথ্যা নয়—ঘোর প্রবাহে বৃষ্টিপাত হোতে লাগল, আবার তেমনি বেগে ঝড়ের স্রোত চল্‌তে লাগল। এক একটা দমকা বাতাস এসে হুঁ হুঁ গোঁ গোঁ শব্দে গিরিজাত বৃক্ষ-লতা ভেঙ্গে ছিঁড়ে একচাল কোরে ফেলে, গিরিদেশ ছিন্নভিন্ন হোয়ে গেল। পাহাড়তল ভিজে পেছল হলো। হিন্দুস্থানীদের ভারি অসুবিধা হোয়ে পোড়্‌ল, তারা আপন আপন পা ঠিক রাখ্‌তে পাচ্ছিল না, সোরে সোরে যেতে লাগ্‌ল। পারসীরা উচ্চস্থানে ছিল, সেটি তাদের পক্ষে মঙ্গল হয়ে দাঁড়াল। হিন্দুস্থানীদের বল-বিক্রম ক্রমে ক্ষীণ হোয়ে আস্‌তে লাগল, ক্রমে তারা ক্লান্ত হয়ে পোড়্‌ল, স্থির হোয়ে যুদ্ধ করা তাদের পক্ষে ভার হোয়ে উঠ্‌ল, ক্রমে তাদের লম্ফ-ঝম্প বিকট দম্ভ ফুরিয়ে আস্‌তে লাগল। এ যুদ্ধে শেষে যে ফল দাঁড়াবে, বেহারারা পূর্ব্বে তা বুঝ্‌তে পেরে, সেই যুবতীকে ধোরে লয়ে পাহাড়ের নীচে চোলে গেল। পারসীরা এক্ষণে ভারি ব্যতিব্যস্ত হোয়ে পোড়ল, সেই হুর্ভাগা পঙ্কজ-নয়নার হৃদয়-ঘাতী চীৎকারধ্বনিতে তাদের কর্ণ বধির হোতে লাগ্‌ল,কিন্তু কি করে,বিপক্ষদের ছেড়েও বেহারাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে পারে না। কিন্তু পারসীরা দেখ্‌লে,হিন্দুস্থানীদের বল-বীর্য্য ফুরিয়ে এসেছে, একজন ত মৃত্তকায় পোড়ে রক্তের তরঙ্গে গড়াগড়ি দিচ্চে, এক্ষণে আর সংখ্যাতেও সমান নেই, বাকী দুজন হিন্দুস্থানী তিনজন পারসীর সঙ্গে সমকক্ষ হোয়ে কতক্ষণ যুঝ্‌তে পারবে? তারাও ক্রমে ক্ষীণ হোয়ে পোড়্‌ল পারসী যুবারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে লয়ে, হাতে পায়ে বেঁধে ফেলে, বেঁধেই ডুলীর পেছনে পেছনে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ল, বেহারারা তখন একটি অতলস্পর্শ গহ্বরের ধারে ডুলী-খানি রেখে বোসে আছে, দেখ্‌লে যে, পারসী তিনজন হন হন কোরে তাদের দিকে চোলে আসছে, তাই দেখে তারা মরিবস্তি কোরে চেঁচিয়ে বোল্লে, "আমাদের ছেড়ে দাও, প্রাণে মেরো না, নচেৎ দোহাই ঈশ্বরের, ডুলী-সুদ্ধ বিবিকে নীচে ফেলে দেবো।" এই কথা বোলেই তারা যেন ডুলী সমেত বিবিকে গহ্বরের ভিতর ফেলে দেয়, এইরূপ ভঙ্গী কোরে দাঁড়াল, তাই দেখে পারসীরা শপথ পূর্ব্বক দয়া কিরে দিব্যি কোরে বল্লে, "না, আমরা তোদের প্রাণবধ কোর্‌ব না, ভয় নেই, তোরা ডুলী রেখে চোলে যা।" তার পরক্ষণেই সেই স্ত্রী লোকটি তাদের পায়ের উপর এসে পোড়্‌লেন, তাঁরা যে সময়মত উপস্থিত হোয়ে এই ভুবন বিখ্যাত মহৎ উপকার কোল্লেন, তার জন্য যুবতী ধন্যবাদের উপর ধন্যবাদ কোরে তাঁদের আপ্যা'বত কোত্তে লাগ্‌লেন। এর পূর্ব্বে নাকি অবগুণ্ঠনটি তাড়াতাড়ি অসাবধান পূর্ব্বক মুখের উপর ঝেঁপে দেওয়া হয়, তাই সুন্দরী যখন উঠে দাঁড়ালেন, ঘোমটাটি খোসে পোড়ে গিয়ে একটি যেন পরীর মূর্ত্তি বেরিয়ে পোড়্‌ল, সে চন্দ্রবদনের নির্ম্মল কান্তি একবার দর্শন কোল্লে, আর তা কুদাচ বিস্মৃত হওয়া যায় না।

কুতুবরাজের অনুচরদের হাত থেকে যিনি সেই গিরিসুন্দরীকে মুক্ত কোল্লেন, তিনি কে? কার কাছে সেই রমণীরত্নটি পরিত্রাণরূপ ঋণে আবদ্ধ হোলেন, এ কথা পাঠক মহোদয় আমাদের জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন সেটা খুব সম্ভাবনা বটে। সে দুঃসাহসী পুরুষ অন্য কেউ নয়, তিনি বীরমূর্ত্তি মালেক, এক্ষণে দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন, সঙ্গে দুজন সহচর, কাশ্মীর হোয়ে গোলকন্দায় চোলেছেন। সেই গিরিবাসিনী পদ্মিনীর কুসুম-কান্তির চারুছটা, আর তার কোকিলকণ্ঠ-নিন্দিত অমিয় কণ্ঠস্বর মালেকের অন্তঃকরণে মুহূর্ত্তেকের মধ্যে প্রণয়ানল প্রজ্বলিত কোরে দিলে। যুবা সুন্দরীকে প্রিয়সম্বোধন কোরে সস্নেহ-বচনে বোল্লেন, "রমণীরত্ন! বিধাতাই আমাদের সাধুবাদের ভাজন, তিনিই আপনার বিপৎকালে আমাদিগকে এই স্থানে উপস্থিত করেছেন।" রমণীরত্ন! আমি আপনাকে বিনয় কোরে বোল্‌ছি, আপনার কি অনুমতি হয়, আজ্ঞা করুন, আপনি যেখানে বোল্‌বেন, সেই-খানে লয়ে যাব।" রমণী তদুত্তরে বোল্লেন, "হে

মহাপুরুষ! আপনি দেবতুল্য মহাত্মা, যোগীর আশ্রম-কুটীর পর্য্যন্তই আমার বাসনা, সেই কুটীর থেকেই চোয়াড়েরা আমায় টেনে ছিঁড়ে হিঁছড়ে বার কোরেছে, আমায় সেইখানেই পৌঁছে দিন। আর যে পর্য্যন্ত সেই যোগিবর আপনার আশ্রমে ফিরে না আসেন, যে পর্য্যন্ত আপনি প্রহরী হোয়ে আমায় পরিরক্ষণ করুন।" মালেক বোল্লেন, "তা অবশ্য কোর্‌বো, তবে আপনি ডুলীর মধ্যে প্রবেশ করুন—আমি আপনাকে রক্ষা কোর্‌বো, কোন ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত হোয়ে থাকুন।" বেহারারা সেই ডুলী লয়ে পর্ব্বতের উপর উঠ্‌ল, সেই অমিয়-কমল কুমারী কুটীরে পৌঁছে আপনার পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র কক্ষে প্রবেশ কোল্লেন, মালেক আর তার সহচর দুজন কুটীরের বাইরে চৌকী দিতে লাগ্‌লেন।

রাজানুচরদের মধ্যে যে ব্যক্তি ধরাশায়ী হোয়েছিল, তাকে আর পুনরায় গাত্রোত্থান কোত্তে হলো না, বাকী দুজন অস্ত্রাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হোয়ে, বিশেষত অতিরিক্ত রক্ত-পাত হওয়ায় নির্জ্জীবপ্রায় হয়ে, মাটীতে পোড়ে কেবল গোঁ গোঁ শব্দে গোঙাতে লাগ্‌ল. মালেক তাদের ক্ষতগুলি ধুয়ে পরিষ্কার কোরে বেঁধে দিলেন, নিকট থেকে জল এনে দিলেন, তারা তা পান কোল্লে, শেষে বৃক্ষের শীতল ছায়াতলে পত্রের শয্যা কোরে, তার উপর তাদের শুইয়ে রাখ্‌লেন। মালেকের এখন আহ্লাদ হলো যে, তিনি জন্মভূমি আর্‌দিস্থান পরিত্যাগ কোরে এসে, এই একটি মহা উপকার কোরে জন্ম সার্থক কোল্লেন। যুবা মনে মনে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমি যদি সেই লোক-অপরিচিত অপ্রসিদ্ধ দেশে জীবন শেষ কোরে মৃত্তিকায় বিলুপ্ত হোতেম, তবে এ অনাথাকে কখনই উদ্ধার কোত্তে পাত্তেম না, তবে কখনই সেই ভুবনমোহিনীর কান্তিরূপ সূর্য্য আমার উপর বিমল জ্যোতি বিকাশ কোত্তে পাত্তো না। আমাকে ভাগ্যবান্ পুরুষ বোল্‌তে হবে, আমার যদি তাবৎ আয়াস, তাবৎ যত্ন এইরূপে সফল হয়, তবে যে কি শুভক্ষণেই আমি হিন্দুস্থানে প্রবেশ কোরেছিলেম, তা একমুখে বোলে উঠতে পারিনে, কি বোলে যে সে মঙ্গলময় শুভ সময়ের স্তবস্তুতি কোর্‌বো, তাও বল্‌তে পারিনে।"

এই ঘটনাটি হোয়ে অবধি মালেকের মনে দৃঢ়প্রত্যয় হলো যে, তাঁর জন্মের সময় আচার্য্যেরা যাহা গণনা করেন, সে সকলি মিথ্যা, তাঁদের নিতান্ত ভ্রান্তি হোয়েছিল। "আমার ভাবি সুখ-সম্পদের গ্রহদেবী এই সামান্য বন্য কুটীরের মধ্যে বাস কোচ্চেন, এই জনশূন্য উদাস স্থান নিবিড় মেঘ হোয়ে দেবীকে ঘোর কৃষ্ণ আবরণে ঢেকে রেখেছে, এক্ষণে যত্ন কোরে তাঁকে মেঘ-নির্মুক্ত করাই আমার কার্য্য।" এই কথাগুলি মালেক বড় বড় কারে বোল্লেন, তার পর ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, "কে সে অজ্ঞাত বর্ণচোরা যোগী? কে সে ব্যক্তি? কে এমন অমূল্য নিধিকে, এমন নির্ম্মল পবিত্র রত্নকে ছাপিয়ে রেখেছে? কারও চক্ষুর্গোচর হতে দিচ্চে না?"

সন্ধ্যার কৃষ্ণছায়া স্তূপাকার হোয়ে সত্বরে চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হলো, অচল গভীর কুজ্‌ঝ-টিকায় গিরিপুর পরিব্যাপ্ত হলো। বায়ু-প্রবাহ অনুচ্চ সন্ সন্ শব্দে, মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হোচ্চে, রাত্রবাসের নিমিত্ত বিহঙ্গ পারসীরা ঐ স্থানে অবস্থিতি কোল্লেন, তাঁদের মস্তক উপর বৃক্ষ-শাখা, বৃক্ষপল্লবের অল্প অল্প মর্ মর্ শব্দ হোচ্চে। মালেক লেঙ্গা তলোয়ার ঝুলিয়ে কুটীরদ্বারে প্রহরিতা কোচ্চেন, তাঁর একজন সহচর আহতদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আর একজন সহচর কুটীরের পশ্চাৎদিকে টৌলিয়ে বেড়াচ্চে, একবার সে মুড় থেকে এ মুড়য় আস্‌চে, আবার এ মুড় থেকে সে মুড়য় যাচ্চে। চন্দ্রমা মাঝে মাঝে আপনার শ্বেতকান্তি-পরা-জিত হিন্দুস্থানীদের মুখমণ্ডলের উপর পূর্ণবর্ষণ কোচ্চেন, তারা তৎকালীন বৃক্ষের গাত্র ঠেস দিয়ে অর্দ্ধশায়ী হোয়ে আছে, হকের আর ললা-টের বিকটদর্শন ক্ষতগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্চে। এর মধ্যে হঠাৎ একবার একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ সঞ্চালিত হোয়ে রজনীনাথের রজতছটা ঢেকে ফেল্লে, আবার সমুদয় গিরিদেশ অভেদ্য গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন হলো, আবার সে মেঘখানি সোরে গিয়ে প্রকৃতির সহাস্য মূর্ত্তি প্রস্ফুটিত হোতে লাগ্‌ল। হস্ত-পদাদি সমুদয় শরীর

শীতে যেন জল হোয়ে যাচ্চে, তার উপর কোয়াশার ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে পারসী প্রহরী-দের সর্ব্বাঙ্গ অবশ হোচ্ছে। কতক্ষণে রাত্র শেষ হোয়ে প্রভাত-সূর্য্যের কোমল উত্তাপে শরীর উত্তপ্ত কোর্‌বে, তারা কেবল সেই চিন্তা কোত্তে লাগ্‌ল। মধ্যে মধ্যে একবার একটা হাওয়া উঠে, মেঘগুলি ছিন্ন-ভিন্ন হোয়ে চারদিকে ছোড়িয়ে পোড়ছে, বড় বড় বৃক্ষের শাখা ও পত্রদলের মধ্য দিয়ে শশধরের ধবল কান্তি অতি প্রসন্নভাবে দেখা যেতে লাগ্‌ল। এক্ষণে রাত্র দ্বিপ্রহর। মালেক দেখ্‌লেন, একটি আকৃতি অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে পার্ব্বতীয় পথ দিয়ে কুটীর অভিমুখে আসচে, যে ব্যক্তি আঘাতী ব্যক্তিদের নিকটে দাঁড়িয়েছিল. সে ব্যক্তিও ঐ আকৃতিটি দেখ্‌তে পেলে,সে দেখেই "আল্লা! হো আল্লা!" এই বোলে চীৎকার ক্যোরে উঠ্‌ল, চীৎকার কোরেই ভয়ে নিস্তব্ধ হলো। মালেক সাহসিক ছিলেন বটে,কিন্তু উপ-দেবতার ভয় কোত্তেন, সে কুসংস্কার থেকে তিনি বিমুক্ত ছিলেন না। মালেক আকৃতিটির ধীর গম্ভীর চলন দেখে একবার মাত্র মনে কোল্লেন, "এ আকৃতিটি হয় ত লোকান্তর হতে আগমন কোচ্চে, এ দেহের নিবাস এ মর্ত্ত্যলোকে নয়।" চন্দ্রমার শ্বেতকান্তি মালেকের তলোয়ারের উপর পোড়েছে, তলোয়ারখানা ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ কোচ্চে. তাই দেখে আকৃতিটির গতি খানিক-ক্ষণ স্থগিত হলো, এগিয়ে আস্‌চিল, থমকিয়ে দাঁড়াল, একটু দাঁড়িয়ে আবার তখনি কিন্তু অগ্রসর হোতে লাগ্‌ল। প্রহরী মালেক তাই দেখে আস্ফালন কোরে উচ্চরবে বোল্লেন, "কে তুমি এদিকে আস্‌চো?" তদুত্তরে সেই দেহটি বোল্লে, "কে এ কথা জিজ্ঞাসা করে?" যেরূপ ঘোর গভীর শব্দে ও কথাগুলি নিনাদিত হলো, তাতে অমানুষেরই কণ্ঠস্বরের ন্যায় জ্ঞান হতে লাগল, মালেক ভীত হোলেন, হঠাৎ পুনরুত্তর না দিয়ে, একটু সন্দিহান হোয়ে ভাব্‌তে লাগ-লেন, কিন্তু তার পরেই সাহসের উপর নির্ভর কোরে চেঁচিয়ে বোল্লেন."আমি দুর্ব্বলের রক্ষক, শত্রুপীড়িত ব্যক্তির আশ্রয়দাতা এবং দীন-দুঃখীদিগের বান্ধব। যিনি এই কুটীরের স্বামী, তাঁকেই কেবল আমার এই পদের ভার সমর্পণ কোরব।"

দেহটি বল্লে, "তবে এক্ষণে তুমি সমর্পণ কর, কুটীরস্বামী তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে।" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে মূর্ত্তিটি এগিয়ে এসে এই উক্তি কোল্লেন, "এই শম্বুকের মধ্যে যে রত্ন ছিল, তারে টেনে ছিঁড়ে বার কোরে নিয়ে গেছে, এখন কেবল শ্রী নষ্ট ন্যায় অনাথ হোয়ে আধারটি পোড়ে আছে, তবে আর তোমরা কেন বৃথা চৌকী দিচ্ছো?"

মালেক বোল্লেন, "হে পূজ্যপাদ যোগিবর! আপনি যার ভয় কোচ্চেন, সেটি ঘটে নি, রত্নটি সাজীর মধ্যেই আছে, হয় না হয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে স্বচক্ষে দর্শন করুন, তখন বিশ্বাস হবে।"

"তুমি আশ্চর্য্য কথা বোল্‌ছো! এই কুটীর মধ্যে সে রত্নটি নির্ব্বিঘ্নে আছে? হে মহাভাবর যুবা! এই বৃদ্ধ তোমায় আশীর্ব্বাদ কোচ্ছে, গ্রহণ করুন,আপনি কে, আমায় বলুন? আপ-নার কথাগুলিতে যেন গৌরব মাখা, তাতে যেন মহত্ব ভরা রয়েছে, আপনার কার্য্যই আপনার মহৎ আশয় সপ্রমাণ কোচ্চে, আমায় শীঘ্র বলুন, আপনি কে? আপনি যদি তাকে বিপদ্ থেকে উদ্ধার কোরে থাকেন, আমি আপনাকে আর কি দিবে সন্তুষ্ট কোর্‌ব, একমাত্র আশীর্ব্বাদ আমার সম্বল, গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা কোর্‌ব, তাঁর প্রসাদ-বলে আপনার মঙ্গল হবে, তিনি আপনার মঙ্গল কোর্‌বেন।"

যোগিবরের অনুপস্থিতে যা যা ঘোটেছিল, মালেক তাঁকে অবগত করালেন। বৃদ্ধ মালে-কের দুটি হাত ধোরে নীরবে রোদন কোত্তে লাগলেন। বীর-অবতার পারসীদের যেরূপ দুর্দ্দান্ত পরাক্রম, আর যেরূপে তাঁরা কুকুরের দুশ্চেষ্টা থেকে সুন্দরীকে রক্ষা কোরেছেন, সে সকল বৃত্তান্তও যোগিবর সেই রমণীরত্নের বাচ-নিক অবগত হোলেন। যোগিরাজ মালে-ককে বোল্‌তে লাগলেন, "রাজ-ছাউনিতে উপস্থিত হোলে যে তাঁবুতে বাদশাহ ছিলেন, সেইখানে আমায় লয়ে গেল, রাজা আমার

যেরূপ সমাদর কোল্লেন, তা তিনি না কোল্লেই পাত্তেন; সেরূপ গৌরব করবার কোন আবশ্যক ছিল না। তাঁবুর মধ্যে গিয়ে শুন্‌লেম, রাজা পীড়িত,শুনে আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হলো। তখন সাক্ষাৎ না হোয়ে এক ঘণ্টা পরে দেখা হবে এই কথা আমায় বোলে পাঠালেন, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়, পুনরায় সেখানে উপস্থিত হোলেম, রাজা ফের সেই অসুখের ওজর কোর দেখা কোল্লেন না, অমাত্যেরা বোল্লে, আর এক ঘণ্টা পরে দেখা হবে। আমি আবার সেই সময় রাজ তাঁবুতে গিয়ে উপস্থিত হোলেম,এবার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোল্লেম,শেষে শুন্‌লেম,শ্রীমানের সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ হবে না, কাল হবে। আমার মনে তখন দারুণ সন্দেহ হল, ভাব্‌লেম, আর কিছু নয়, এদের মনে মনে কি একটা ভারি দুরভিসন্ধি আছে. ভিতরে ভিতরে কি একটা অগাধ দুরবগাহ চক্র কোরেছে, সেই সময় মনে পোড়্‌ল, আমার স্নেহের হার সেই নবীন বালাকে একাকিনী পর্ব্বত-কুটীরে ফেলে এসেছি—এই কথাটি আমার অন্তঃকরণের মধ্যে যেন দপ কোরে জ্বলে উঠ্‌ল, কি আমার মন যেন ডেকে বোল্লে, আমি সেই মুহূর্ত্তে ছাউনি পরিত্যাগ কোরে পদব্রজে রওনা হোলেম। যখন গিরিশিখরে পৌছিলেম, তখন রাত্র দ্বিপ্রহর, অত্যন্ত ক্লান্ত হোয়েছি, প্রায় নির্জ্জীব হোয়ে পোড়েছি, চেয়ে দেখি, কুটীরের নিকটে আপনারা দাঁড়িয়ে, লেঙ্গ তলোয়ারের উপর চন্দ্রাতপ পতিত হোয়ে চক্‌মক্ চক্‌মক্ কোচ্ছে, যেন নৃত্য কোরে বেড়াচ্ছে, যে দুরূহ ভয় কোচ্ছিলেম, সেই ভয় তখন আরও পরিপক্ক হলো, শেষে যে প্রকারে সে ভ্রান্তির অবসান হোয়ে মহা আনন্দিত হোলেম, তা ত অবগতই আছেন।"

পরদিবস মালেক সেখান থেকে চোলে যাবার উদ্‌যোগ কোল্লেন, বিদায়ের পূর্ব্বে যোগিবরকে বিনয় কোরে বোল্লেন, "বালা অতি দুর্ভয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এক্ষণে তিনি শারীরিক কেমন আছেন, এই কথাটি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে স্বয়ং জিজ্ঞাসা কোত্তে বাসনা করি।"তাপসবর প্রথমতঃ সন্দেহ কোরে ইতস্ততঃ বিবেচনা কোত্তে লাগ্‌লেন, শেষে বোল্লেন,"তাঁরে এইখানেই লয়ে আসি, তিনিও তাঁর মুক্তিদাতাকে সাধুবাদ কর্‌বার জন্যে ব্যগ্র হোয়েছেন।" এই কথা বোলে যোগী উঠে গেলেন, একটু পরেই যুবতীকে সঙ্গে কোরে ফিরে এলেন। বালা দীর্ঘায়ত শ্বেত ঘোমটায় আপাদ-মস্তক ঢাকিয়াছেন, মালেকের একান্ত বাসনা যে, সুন্দরী ঘোমটা উন্মোচন করেন। যে কমল-নেত্রের উজ্জ্বল প্রভা অবগুণ্ঠনের মধ্যে ঢাকা রয়েছে, যে বিনোদ-আঁখি একবার মালেক স্বচক্ষে দর্শন কোরেছেন, যে অমিয় বদনকান্তি এক্ষণে দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র মহামূল্যের মস্‌লিন বস্ত্রে আচ্ছাদিত, যে ইন্দুবদন একবার তিনি নিজ চক্ষে অবলোকন কোরেছেন, এক্ষণে মালেকের একান্ত ইচ্ছা, সেই সরল কোমল জ্যোতি পুনরায় তাঁর উপর বিকশিত হয়। যোগিরাজ মালেকের দেহ-মহিমার প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, মালেক অতি কাতর হোয়ে জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন, "কেমন,যুবতীর ত কোন অসুখ হয় নি? শরীরগতিকে স্বচ্ছন্দে আছেন ত?" যে সকল দুরাত্মা দুঃসাহসী হোয়ে সুন্দরীর কোমল হৃদয় ভয়ে আকম্পিত কোরেছিল,মালেক তাদের যৎপরোনাস্তি অভিসম্পাত কোত্তে লাগ্‌লেন, যুবতী মালেককে সাধুবাদ কোল্লেন। সুন্দরীর পবিত্র কণ্ঠস্বর অমিয় সৌরভে পরিপূর্ণ, একবার শুন্‌লে কস্মিন্‌কালেও কেউ বিস্মৃত হোতে পারেন না। যুবতী এক্ষণে বিদায় হোয়ে গাত্রোত্থান কোল্লেন।

প্রেমানন্দে মগ্ন সেই যুবা চেঁচিয়ে বোল্লেন, "কোথায় যাও, একটু বোসো, এই যা দেখা হলো. আর কি আমাদের সাক্ষাৎ হবে না? আর কি এ নির্জ্জন দেশ দর্শন কোত্তে আস্‌তে পাবো না? আর কি তোমার অমিয় কণ্ঠস্বর শোন্‌বার জন্যে এ নির্জ্জন গিরিদেশ দর্শন কোর্‌ব না? হে রমণীরত্ন! আমাকে বনবাস দেবেন না, আমার উপর বিচ্ছেদ দণ্ডের ব্যবস্থা কোর্‌বেন না, তা যদি করেন, যে ক-দিন বেঁচে থাক্‌ব, কেবল দীনহীন অনাথের ন্যায় পথে

পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে, সে কষ্ট কি, তা মুখে বোলে উঠ্‌তে পারিনে।"

যুবতী বোল্লেন,"হে বীরপ্রধান পারসীবর! আপনার অগ্রে যে যোগিরাজ বসে আছেন, ঐ মহাপুরুষের আদেশানুসারে আমি চোলে থাকি, তাঁর আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, তাঁকেই আপনার প্রার্থনা অবগত করান, পরমেশ্বর করুন, আপনার মনোবাঞ্ছা সফল হোক্।" তার পর সুন্দরী অতি মৃদুস্বরে অধর কম্পিত কোরে বল্লেন, "তবে এক্ষণে বিদায় হোলেম।" ঐ কথা বোলে যুবতী উঠে চোলে গেলেন। মালেক কিছু জিজ্ঞাসার তৃষ্ণায় যোগীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। যোগী মস্তক কম্পিত কোরে বোল্লেন, "না।" যুবা বোল্লেন, "কি! আর কি আমি এ কুটীর দর্শন কোত্তে পাব না? মনের প্রত্যয়ের নিমিত্ত আমার ইচ্ছা যে, স্বয়ং এসে দেখে যাই, যুবতী নির্ব্বিঘ্নে আছেন কি না,তাই জেনে যাই, আপনি কি আমায় সে সুখে বঞ্চিত কোত্তে চান?"

যোগী বল্লেন, "ইচ্ছা হয়, আস্‌বেন, কিন্তু একলা আস্‌বেন, আর আস্‌বার সময় গোলমাল কোর্‌বেন না, চুপে চুপে আস্‌বেন, আবার এ কথাও বোল্‌ছি,এ স্থানে আপনি আগমন কোর্‌বেন না। আচ্ছা, তবে এক্ষণে আসুন, আমি চোল্লেম।" যুবা বোল্লেন, "এ আহত ব্যক্তিদের দশা কি হবে? এদের ত একটা কিনারা করা চাই।" যোগী তাদের হস্ত-পদের বাঁধন খুলে দিয়ে পর্ব্বততল দেখিয়ে দিয়ে বোল্লেন, "দূর হ কালামুখো, কালামুখ কর্, আর কখন এ পথে আসিস্‌নে।"

রাজপারিষদেরা যে দিবস বাগনগরে পৌঁছিলেন, মালেক তার পরদিন গোলকন্দার রাজধানীতে উপনীত হোলেন। জেমলার অনুসন্ধান করায় লোকের মুখে শুনলেন, তাঁর সহোদর বিস্তর সৈন্য সঙ্গে কোরে কর্ণাটে যুদ্ধযাত্রা কোরেছেন, কতদিনে ফির্‌বেন, তার নিশ্চয় নেই। মালেক ঐ খবর পেয়ে অতিশয় ক্ষুব্ধ হোলেন। বাদশাহ যে কদিন রাজধানীতে ছিলেন না, জেমলা যেন মাহেন্দ্রক্ষণ পেয়ে বসেছিলেন, আমীর সেই অবসরে অনেক অর্থ হস্তগত করেন, তাঁর ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার ত পরিপূর্ণ ই ছিল, তার উপর আরও বিপুল বৈভব গোলাজাত কোল্লেন। জেমলার অশান্ত স্বভাবের নিমিত্ত, বিশেষতঃ তাঁর অসৎ প্রকৃতির জন্যে একবার কিন্তু তাঁর প্রাণ লয়ে টানাটানি পড়ে, সেই দিন অবধি রাজার মনে থেকে একেবারে জন্মের মত দূর হোয়েছেন, তাঁর প্রতি নৃপালের যে শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, সে সকল আমূলে উৎসন্ন হয়েছে। জেমলা এক দিন পাকে প্রকারে যুবতী মহিষীকে দেখ্‌তে পেয়ে নানা প্রকার অসৎ কল্পনা কোত্তে লাগ্‌লেন, যাতে রাজসীমন্তিনীর সঙ্গে একবার অন্তঃপুরের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তার কৌশল কোত্তে লাগ্‌লেন, ঐ অভিপ্রায়ে জেমলা অন্তঃপুররক্ষক খোজা প্রধানের সঙ্গে দেখা কোরে ভাবপ্রণয় কোল্লেন। খোজা আমীরের চাতুরীতে মুগ্ধ হয়ে, একখানি পত্র রাজ্ঞীর হস্তে প্রদান কোল্লে। পত্রখানি কতকগুলি উন্মাদ, অসঙ্গত, প্রমাদবাক্যে পরিপূর্ণ ছিল, রাজপত্নীর প্রতি তিনি যে অনুরাগান্ধ হোয়েছেন, শুদ্ধ সেই মর্ম্মই তাতে প্রকাশ। পত্র-সমাপ্তির সময় জেমলা অতি কাতর হয়ে বিস্তর স্তুতিমিনতি কোরে লিখেছেন যে, একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎহোলে চরিতার্থ হবেন। খোজা একখানি অনুকূল উত্তর আমীরের হাতে দিয়ে বোল্লে, "আজ রাত্র দুই প্রহরের সময় বিলাসমন্দিরের পার্শ্বস্থিত প্রমোদ-উদ্যানে রাজ্ঞী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবেন।" মুখের কথা বার কোত্তেই বেগম তখনি তাঁর প্রস্তাবে সম্মতা হোলেন,এতে কারমন না আমোদে মেতে উঠে? জেমলা ঐ প্রত্যুত্তর পেয়ে আহ্লাদে ফুলে উঠ্‌লেন। আমীর এক দুই কোরে কেবল সময় গুনতে লাগ্‌লেন, কুড়ে সময়ও যেন আরও কুড়ে হয়ে পোড়্‌ল,যেয়েও যায় না। দুই প্রহর বেজেও বাজে না। কতক্ষণ ছট্‌ফট্ কোত্তে কোত্তে সেই মধুর সময় উপস্থিত হলো, পূর্ব্বোক্ত খোজা প্রধান আমীরকে সঙ্গে কোরে সেই বাগানে লয়ে গেল। আমীর মনে কোল্লেন, তিনি যেন দেখ্‌তে পাচ্চেন, মহিষী স্বয়ং তাঁর দিকে চোলে আসচেন, শশধরের উজ্জ্বল শ্বেতজ্যোতিতে রাত্র প্রফুল্লিত, সুতরাং তাঁর যে ভ্রম হবে,

তত প্রফুল্লিত শ্বেত আলোতে আমীর যে রাজ্ঞীকে চিন্‌তে পার্‌বেন না, সে কথা কথাই নয়, তথাচ একবার খোজাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, খোজা ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বল্লে, "হাঁ, বেগমই বটেন।" ঐ কথা বোলে সে চোলে গেল। একটি স্থান অনেক কমলা বৃক্ষে সুশোভিত,পুষ্পের স্নিগ্ধ সৌরভে স্থানটি আমোদিত হয়ে আছে, সেই পুষ্পকুঞ্জে নায়কনায়িকার পরস্পর সন্দর্শন হলো। জেমলা রমণীর হাত ধোরে আপনার পাশে এনে আহ্লাদে ঢোলে ঢোলে পোড়ে বড় বড় কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আ! আমার হৃদয়েশ্বরি! আমার মনোময়ী প্রতিমা! এই মুহূর্ত্তকালের সুখের নিমিত্ত আমি কতই লালায়িত ছিলেম।" তাঁর সহচরী রমণী, "চুপ, চুপ, আস্তে আস্তে" এই কথা বোলে পায় পায় এগিয়ে গেলেন। জেমলা বাতুলের ন্যায় বিড় বিড় কোরে কত কি অসম্বদ্ধ অর্থহীন এলোমেলো কথা বলতে বলতে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেন। রমণী তাঁর যথেষ্ট খাতির-যত্ন কোরেছেন, সেই সাহসে ফুলে উঠে জেমলা প্রণয়িনীর অধর আরক্তরাগে রঞ্জিত জ্ঞান কোরে প্রেমরাগের চিহ্নে অঙ্কিত কোত্তে গেলেন, যেমন তাঁর অধরে অধর চেপেছেন, অমনি "তোবা তোবা" বলে তড়াক কোরে লাফিয়ে পাঁচ হাত পেছিয়ে পোড়লেন, কামিনী অমনি হি হি কোরে ঘোর বিকট শব্দে হেসে উঠ্‌ল, আমীরের হৃৎকম্প উপস্থিত, আতঙ্কে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গেটাসোটা হয়ে রইলেন। জেমলা নব যুবতী বেগমের মুখে মুখ না দিয়ে, যৌবন-তরঙ্গের অমিয়-মাধুর্য্য-সৌরভের আঘ্রাণে লোমাঞ্চিত না হোয়ে, অস্তদন্তহীন একটি অষ্টবক্র বৃদ্ধা কাফ্‌রী রমণীর শুক্‌নো তোব্‌ড়ান ফোগ্‌লা গালে মুখ দিয়েছেন, তার মুখের পচা ভাপ্‌সা গন্ধে নাড়ী পর্য্যন্ত বমি হোয়ে উঠে পড়ে। আমীরের আর ক্ষোভের সীমা নেই, একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বোসে পোড়লেন। কাফ্‌রী রূপসী ঠাট্‌ ঠমক কোরে, হেসে হেসে, দুলে দুলে, কত রঙ্গ-ভঙ্গ কোত্তে লাগ্‌ল, হেসে হেসে, ঢলে ঢলে পোড়্‌তে পোড়্‌তে কলাবনের মধ্যে দিয়ে প্রস্থান কোল্লে।

এক্ষণে জেমলার অবস্থা অতিশয় অসুখের হোয়ে দাঁড়াল, বিলাস-উদ্যানের খোজার হাতে অপমানিত হতে হবে। যে দরজা দিয়ে বাগানে এসেছিলেন, আমীর ফিরে গিয়ে আস্তে আস্তে সেই দ্বারের কাছে উপস্থিত হোলেন, কিন্তু দরজাটি বন্ধ আছে দেখ্‌লেন। এক্ষণে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা একমাত্র পরিত্রাণের ভরসা রইল, তাতে কিন্তু আমীর অপারগ হলেন না। দেওয়াল টোপ্‌কিয়ে চোলে গেলেন, বাগানের ভিতর থেকে কেউ তাঁরে দেখ্‌তে পেলে না, সকলের অলক্ষ্যে প্রস্থান কোল্লেন। কিন্তু যেমন দেওয়াল পার হোয়ে ওপাশে পোড়ে নেমে যাবেন, সেই সময় একজন প্রহরী তাঁরে গুলী কোল্লে, সে প্রাচীরের বাইরে চৌকী দিচ্ছিল, গুলীটে তাঁর বাহুমূলে লেগে ঘেঁসড়ে গেল, মাংস ভেদ কোরে ভিতরে প্রবেশ কোত্তে পারে নি, স্থানটি ছোড়ে যাওয়াতে বিস্তর রক্তপাত হয়, আর ভারি টন্ টন্ ঝন্ ঝন্ কোত্তে লাগ্‌ল, জেমলা তা ভ্রূক্ষেপও না কোরে তাড়াতাড়ি নেমে পোড়্‌লেন। তাঁর সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময় চন্দ্রমণ্ডল মেঘে আচ্ছাদিত কোল্লে, চারিদিকে অন্ধকার হলো, জেমলা ঐ সুযোগে আস্তে আস্তে সোরে পোড়্‌লেন, প্রহরী যে পুনরায় গুলী কোর্‌বে, সে অবকাশ সে পেলে না, বন্দুকে বারুদ গাদ্‌তে গাদ্‌তে চম্পট কোল্লেন। আমীরের মনে ভারি আশঙ্কা হতে লাগ্‌ল, এই ত কলির সন্ধ্যা—অমঙ্গল ঘটনার এই কেবল শুরু হল, এখনো অনেক বাকী। বেগম অবশ্যই এ কুৎস কথা বাদশাহকে অবগত কোর্‌বেন, রাজা অবশ্যই তাঁরে অধঃপাতে দেবেন। মান, সম্ভ্রম, দম্ভ, আস্ফালন—এ সকল বিষয়ের ত কথাই নাই, সে সকল চিরকালের মত বিদায় দিতে হবে, আমীরের প্রাণ পর্য্যন্ত লয়ে টানাটানি বেধে যাবে।

জেমলা শুন্‌লেন, বাদশাহ ফিরে আসছেন, রাজধানী থেকে দুদিনের পথ তফাতে আছেন। আমীর ঐ সংবাদ শুনতে পেয়ে যেখানে যত ফৌজ ছিল, একত্র জমা কোরে বল্লেন, "আমাকে একবার স্থানান্তরে না গেলে নয়, বিশেষ প্রয়োজন হোয়েছে।"—এই আরোপিত

কথা বোলে, স্বয়ং সেনাপতি হোয়ে কর্ণাটাভিমুখে চোলে গেলেন। গোলকন্দনাথের অনেক দিনাবধি বাসনা ছিল যে, কর্ণাটে একবার রণযাত্রা করেন, এইবার ফিরে এসে সেই অভিপ্রায় সফল কোর্ত্তেন মনন কোরেছিলেন। বাদশাহ রাজধানীতে পৌঁছিলে পর রাজ-অমাত্যেরা জেমলার নামে চুকলি কোরে তাঁর কান ভারি কোর্ত্তে লাগ্‌লেন, তাঁরা বোল্লেন, "এ কি অন্যায়! জেমলা না বোলে, না কোয়ে, রাজার অনুমতি না লয়ে হঠাৎ রাজধানী ছেড়ে চোলে গেছে।" এই ব্যাপারের মর্ম্মার্থ তাঁরা এইরূপ ভাবে ব্যাখ্যা কোর্ত্তে লাগ্‌লেন যে, বাদশাহের মন ক্রমিক বিগ্‌ড়ে উঠ্‌ল, অবশেষে তাঁর অন্তঃকরণে দারুণ সংশয় উপস্থিত হলো, এর পূর্ব্বে আমীরের বিরুদ্ধে তাঁর মনের ভাব এরূপ কখনই হয় নি। বাদশাহ মনে মনে সঙ্কল্প কোল্লেন যে, ঐ ভয়ানক ধূর্ত্ত ব্যক্তির হস্ত হতে আপনাকে মুক্ত কোর্‌বেন, কিন্তু সে কথা তখন কারও নিকট প্রকাশ কোল্লেন না। তার পর বেগম যখন জেমলার দুষ্টাভিপ্রায়পূর্ণ ঘৃণিত পত্রখানি বাদশাহের নিকট উপস্থিত কোল্লেন, গোলকন্দ-রাজ তখন আর ধৈর্য্য সংবরণ কোর্ত্তে পাল্লেন না, বাদশাহ সদর হোয়ে সকলের সাক্ষাতে জেমলার উপর মহাকোপ প্রকাশ কোর্ত্তে লাগ্‌লেন, প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, বিশ্বাসঘাতককে সমুচিত প্রতিফল দেবনই দেবেন। রাজপারিষদেরা ঐ কথা শুনে সকলেই উল্লাসিত হোলেন, আমীর অহঙ্কার কোরে তাঁদের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোর্ত্তেন, সে অপমান তাঁরা বহুকাল সয়ে ছিলেন, এক্ষণে সময় বুঝে মস্তক উন্নত কোল্লেন।

রাজসভায় কি ঘোঁট হোচ্ছিল, মালেক তার কোন খবরই রাখ্‌তেন না, তাঁর সহোদরের যে আসন্ন বিপদ, তাও তিনি জান্‌তেন না। জেমলা কতদিনে রাজধানীতে ফিরে আসবেন, তিনি নিশ্চিন্ত হোয়ে কেবল তাই ভাব্‌ছিলেন। আমীর ফিরে এলে তাঁর প্রচুর ক্ষমতা-বলে একটা বড় পদের চাকুরী পাবেন, তাতে তাঁর মানসম্ভ্রমও হবে, দশটাকা রোজগারও কোর্ত্তে পারবেন, মালেক সেই আশ্বাসে মুগ্ধ হোয়ে কায়ক্লেশে দিনপাত কোচ্ছিলেন। সহোদরের সহায়তায় তাঁর যে কপাল ফিরে যাবে, সে বিষয়ে তাঁর মনে একটুও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মালেক জান্‌তেন না যে, "তিনিও ফকির হলেন, দেশেও অকাল হলো।" জেমলা কতদিনে ফিরবেন, তার নিশ্চয় নেই, মালেক তাই দেখে সহোদরকে একখানি চিঠি পাঠালেন, তাতে অনেক স্তুতিমিনতি কোরে লিখ্‌লেন, রাজদরবারে একটু বিষয়-কর্ম্ম হয়, এই তাঁর প্রার্থনা। জেমলা ঐ পত্রের এই উত্তর লিখে পাঠালেন, "আমি তোমার উপকার কোর্ত্তে পার্‌বো না, তবে আমি যেমন মুন্‌সী ছিলেম, তুমিও সেইরূপ মুনসী হও। সওদাগর আবাসের নিকট গিয়ে ক্রোড়পত্র দেখালে তিনি তোমাকে কর্ম্ম দেবেন।" এই অপ্রত্যাশিত পত্র পেয়ে মালেক অতিশয় ক্ষোভ কোর্ত্তে লাগ্‌লেন, পত্রখানি ছিঁড়ে ফেল্‌তে উদ্যত, এমন সময় "পুনশ্চ পাঠ" তাঁর চক্ষে পোড়্‌ল, তাতে এই কথা লেখা ছিল, "তুমি যদি জ্ঞানবান্ হও, তবে তুমি যে আমার ভাই, এ কথা যেন রাজদরবারে প্রকাশ না হয়—আমার অনেক শত্রু আছে ইতি।" মালেকের পক্ষে এ সকল কথার মর্ম্ম অতিশয় দুরবগাহ হলো, কিন্তু তথাচ তিনি এই মনে কোল্লেন, তাঁর সহোদর চুপ্‌কে যে কটি কথা লিখেছেন, সেই কথামত চলাই শ্রেয়, এই ভেবে জেমলার মিত্র সেই পারসী সওদাগর আবাসের কাছে চোলে গেলেন। সওদাগর সেই পত্র পেয়ে মালেকের নিকট প্রতিশ্রুত হোলেন যে, তাঁরে রাওলখণ্ডের হীরার খনির মুন্সী কোরে দেবেন, সে স্থান রাজধানী থেকে তিন দিনের পথ। এ কার্য্যে মালেক অতি অপটু, কেবল নবপ্রত্যমাত্র, কাজকর্ম্মের সন্ধান কিছুই জানেন না, তাতেই পারসী সওদাগর বোল্লেন, "কোন একটা প্রয়োজনের নিমিত্তে আপাততঃ আমাকে রাজধানীতে কতক দিন থাক্‌তে হোয়েছে, এক মাস পরে আমি তোমায় সঙ্গে কোরে কারবারের স্থানে লোয়ে যাব, তার পর কাজ আরম্ভ হবে।" মালেক আজ ১৫ দিবস বাগ্‌নগরে এসেছেন, আর এক মাসকাল তাঁকে নিরর্থক বোসে থাক্‌তে হবে, তাই

ভেবে স্থির কোল্লেন যে, এই অবকাশে পীর-পঞ্জাল পর্ব্বতোপরে সেই কুটীর দর্শন কোরে আসবেন, সেখানে যেতে যোগীর ত অনুমতিই আছে। মালেক এক্ষণে সেই গিরিদেশে রওনা হোলেন। সেখানে পৌঁছে দেখেন, সে কুটীরও নেই, যোগীও নেই, ঘরখানা ভেঙ্গে চুরে গেছে, সেই ভগ্নাবস্থায় পোড়ে রয়েছে। চতুর্দ্দিক উদাস অরণ্যময় ঘোর নির্জ্জন, নীরব নিস্তব্ধের ভয়ঙ্কর হিল্লোলে দিক সকল অনাথা হয়ে আছে, যোগিবরের, কি গিরিসুন্দরীর কোন নিদর্শনই নেই, তাই দেখে যুবার মনে অতিশয় ত্রাস হলো।

মালেক আশাভঙ্গ হয়ে ভারি কাতর হলেন, মনঃক্ষোভে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগল, বুকে করাঘাত কোত্তে লাগলেন, উন্মাদের ন্যায় গায়ের বস্ত্রগুলি ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোল্লেন, শোকে উন্মনা হয়ে ঘন ঘন বিষাদ-নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগলেন। সেখানে কে আছে যে, তাঁর রোদন শুনবে? কেবল প্রতিধ্বনিই তাঁর বিলাপের প্রত্যুত্তর দিতে লাগ্‌ল। অবশেষে শিখর থেকে নামলেন, কিন্তু অতিশয় বিমর্ষ, অতিশয় বিষণ্ণ! যোগী এখানকার বাস উঠিয়ে চোলে গেছেন, মালেককে দয়া কোরে একবার জানানও হয় নি যে, তাঁদের মনে মনে এই অভিপ্রায় ছিল। যোগিবরের এই অকৃতজ্ঞতা স্মরণ কোরে মালেকের অন্তঃকরণে ঈষৎ রাগের উদ্রেক হলো। শেষে কিন্তু বিবেচনা কোরে দেখলেন, তাঁকে অবগত করান সহজ ব্যাপার ছিল না, তাতে অনেক সময় নষ্ট কোত্তে হতো, হয় ত সেই জন্যেই যোগী তাঁকে পূর্ব্বাহ্নে জ্ঞাত করাতে পারেন নি। এক্ষণে ক্রোধ গিয়ে আত্মতিরস্কার কোত্তে লাগলেন, যুবা বল্‌তে লাগ্‌লেন, যোগীর কোন অপরাধ নেই, আমর'ই দোষ, কেন আমি এত দিন নিশ্চিন্ত ছিলেম? দুদিন পূর্ব্বে আসাই উচিত ছিল, তা হলে এ মনঃক্ষোভ পেতে হতো না, সেই অজ্ঞাত মহাপুরুষ না জানি কোথায়, কোন্ দিকে চোলে গেলেন। সেই রমণীরত্নের প্রতি তাঁর এত যত্ন, এত স্নেহই বা কেন? কি নিমিত্তে তিনি তাঁকে চক্ষের উপর রেখেছেন?

যোগিবর যে অকস্মাৎ চিরকালের আশ্রম পরিত্যাগ কোরে যাবেন, ইটি মনের অগোচর, কেন তিনি এমন কর্ম্ম কোল্লেন? আমাদের স্পষ্ট অনুভব এই হচ্ছে, হয় ত তিনি ভেবেছেন যে, এখানে থাকলে তাঁর নিস্তার নাই, পূর্ব্বাপেক্ষা আরো দুরবগাহ চক্রে পোড়ে অধিক অত্যাচার ভোগ কোত্তে হবে, কি হয় ত তাঁকে সেই স্নেহের পাত্রী অমূল্যরত্নে চিরকালের নিমিত্ত বঞ্চিত হতে হবে—এই সকল ভয় কোরেই যোগী নিঃসন্দেহ স্থানান্তরে চোলে গেছেন, এক্ষণে যে তিনি কোথায় গেলেন, কোথায় গিয়ে আশ্রম কোল্লেন, মালেক তার কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেন না।

এই সকল চিন্তা কোত্তে কোত্তে মালেক ধীরে ধীরে ও পায় পায় রাজধানীতে চোলেছেন, মনে মনে সঙ্কল্প কোল্লেন, যে রমণীকুসুমটির প্রণয়-সৌরভে তাঁর হৃদয় প্রফুল্লিত হয়েছে, তিনি যেখানেই বাস করুন, অনুসন্ধান কোরে তাঁর বাসস্থান বার কর্‌বার চেষ্টা কোর্‌বেন, সে বিষয়ে সাধ্য-মত ত্রুটি কোর্‌বেন না।

গোলকন্দের বাদশাহ আহত ব্যক্তিদের প্রমুখাৎ শুন্‌লেন, তারা যে কর্ম্মের ভার লয়ে গেছিল, তা নির্ব্বাহ কোত্তে পারেনি, বাদশাহ ঐ কথা শুনে দুর্দ্দম্য ক্রোধে অধীর হোয়ে পোড়্‌লেন, রাগে যেন ফেটে যেতে লাগ্‌লেন, কয়েক দিবস কেউ ভরসা কোরে তাঁর সুমুখে যেতে পারেন নি। রাজা প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, পার্শ্বচরেরা যদি তাদের দেখিয়ে দিতে কি ধোরিয়ে দিতে পারে, বিস্তর অর্থ দিয়ে তাদের পরিশ্রমের পুরস্কার কোর্‌বেন। বাদশাহ এর পূর্ব্বেই সেই পীরপঞ্জাল পাহাড়ের উপর সন্ধান জানতে এক চর পাঠিয়ে দেন, সে ব্যক্তি কত-দিনে ফিরে আসবে, সেই জন্যে গোলকন্দনাথ ভারি উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন, সে কিন্তু ফিরে এসে বোল্লে, কুটীর আশ্রম সমভূম হোয়ে পাহাড়ের সঙ্গে একঢাল হোয়ে গেছে, এক্ষণে যোগীর আশ্রমের চিহ্নও নেই—যোগী নিরুদ্দেশ। ঐ সংবাদ কর্ণগোচর কোরে বাগ্-নগরপতি পুনর্ব্বার ক্রোধে অগ্নি-অবতার হোলেন, গন্ধকের আগ্নেয়-পর্ব্বতের ন্যায় তাঁর চোক মুখ দিয়ে রাশি রাশি অগ্নির হল্‌কা

নির্গত হতে লাগ্‌ল। সেই ক্রোধের মুখে যাঁহারা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সকলকেই বোল্লেন, "যে ব্যক্তি সেই পারসীদের ধরিয়ে দিতে পারবে, তিনি তাকে প্রচুর অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট কোরবেন।"

মালেক নিরর্থক পরিশ্রম কোরে যোগিরাজের অজ্ঞাত নিবাসের অনুসন্ধান কোত্তে লাগ্‌লেন—কোন সুরাহা কোত্তে পাল্লেন না। শেষে শুন্‌লেন, বাদশাহ প্রতিজ্ঞা কোরেছেন, যারা সেই গিরিসুন্দরীকে রক্ষা কোরে রাজার অপকার কোরেছে, তাদের দুরন্ত শাস্তি দিয়ে তাঁর ক্রোধের প্রতিকার কোরবেন। ঐ খবর পেয়ে মালেক বিবেচনা কোল্লেন, কিঞ্চিৎ সতর্ক হোয়ে চলা আবশ্যক, সঙ্গে যে দুই সহচর ছিল, তাদের পরিস্থানে রওনা কোরে দিলেন, তাদের সঙ্গে পিতামাতার নামে একখানা পত্রও লিখে দিলেন। যাবার সময় বারবার সাবধান কোরে বোল্লেন যে, "যত দিন গোলকন্দার রাজ্য পার হোয়ে অন্যের রাজ্যে না পড়ো, ততদিন নিজ বেশ পরিত্যাগ কোরে ছদ্মবেশে গমন করিও, নতুবা বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।" এই সকল উপদেশ দিয়ে তাদের বিদায় কোরে দিলেন। সঙ্গীরা বিদায় হোয়ে গেলে, মালেক সহরের একটি নির্জ্জন প্রান্তে বাসা কোল্লেন, পারস্থানের টুপীর পরিবর্ত্তে হিন্দুস্থানের পাগ্‌ড়ী ব্যবহার কোত্তে লাগ্‌লেন, কি পোষাক, কি আকার-প্রকার, মালেক সব পরিবর্ত্তন কোরে নূতন মূর্ত্তি ধারণ কোল্লেন, এমন কি, যুবা নিঃসন্দেহ হোলেন যে, কেউই অনুসন্ধান কোরে তাঁরে ধোত্তে পারবে না।

এক মাস অতীত হল, সওদাগর আবাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেন, সওদাগর মালেককে সঙ্গে কোরে রাওলখণ্ডের খনিতে চোলে গেলেন, সেখানে পৌঁছিতে পথে তিন দিবস বাস কোত্তে হোয়েছিল। দুটি বৃহৎ বৃহৎ বিরাট-আকার পর্ব্বতের মধ্যস্থলে একটি অপূর্ব্ব মনোহর গহ্বরে সেই খনিটি অবস্থিতি কত্তো, ঐ পর্ব্বতের প্রস্তরময় পার্শ্ব দিয়ে শত শত শ্বেতবর্ণের নির্ঝর মধুর ঝর ঝর শব্দে প্রবাহিত, ঐ ঝরিণীগুলি অনেকগুলি স্রোত হোয়ে, এঁকে বেঁকে, ঘুরে ফিরে, পাক দিয়ে পাক দিয়ে একটি ক্ষুদ্র নদীর সঙ্গে মিলেছে। রাওলখণ্ডের খনি অনেক দূর পর্য্যন্ত ভেদ কোরে অতি গভীর তলে প্রবেশ কোরেছে, অনেকেই মনে কোত্তেন, ইহার রত্নভাণ্ডার নিঃশেষিত হোয়ে গেছে, একণে কেবল শূন্যগহ্বর পোড়ে আছে, কিন্তু আবাস সওদাগর স্থানটির লক্ষণ নিরীক্ষণ কোরে একটি চিহ্ন পেয়েছিলেন, তাতেই তিনি আশ্বাসিত হোয়ে ঐ খনিটি ইজারা কোরে লয়েন। যে সকল খনি প্রচুর রত্নে পরিপূর্ণ, সে সকলের নিমিত্ত যত টাকা রাজসরকারে দিতে হয়, এ খনির সঙ্গে সেরূপ বন্দোবস্ত ছিল না, তার চার হিস্যার এক হিস্যা বই আবাসকে দিতে হয়নি। সুড়ঙ্গের কাজে খনকেরা দিবা রাত্র নিযুক্ত থাকত, তারা খনির দেওয়ান আর মুনসীর অধীনে থেকে তাঁদের হুকুম মত চোল্‌ত। মুনসী আর দেওয়ানের উপর এই ভার ছিল যে, অধীন অধীন লোকেরা কর্ম্ম-কাজ করে কি না, তাই তাঁরা তদারক কোরবেন, আর যে যে শিরায় রত্ন থাক্‌বার সম্ভাবনা, সেই শিরাগুলি খনকেদের দেখিয়ে দেখিয়ে দেবেন। আবাস আর নূতন যুবা সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ কোরে চোলে যেতে যেতে সওদাগর মালেককে বিবিধ প্রকার স্তর দেখাতে লাগ্‌লেন,—কোথা থেকেই বা কাজ সুরু কোত্তে হয়, আর কি লক্ষণ দেখেই বা কাজে প্রবর্ত্ত হতে হয়, সে সমুদয় সন্ধান তাঁকে বলতে লাগ্‌লেন। যুবা একাগ্রচিত্তে প্রভুর উপদেশগুলি শুন্‌লেন, শুনে বল্লেন, "এ খনিতে আর কিছু নাই, যা ছিল, নিঃশেষিত হোয়ে গেছে, তবে যদি কিছু থাকে, সে সকল রত্নের শিরা অনেক অনুসন্ধান কোরে বার কোত্তে হবে, তার জন্যে চেষ্টা কি যত্নের ত্রুটী কোরবেন না, সাধ্যমত পরিশ্রম কোরে দেখবেন, যদি কিছু অদৃষ্টে ফলে ত ফলবে।" খনকেরা এ পর্য্যন্ত একটাও রত্নশিরার সন্ধান কোত্তে পারে নি, তাই সওদাগর দুঃখিত হোয়ে অনুতাপ কোত্তে লাগ্‌লেন যে, কেন তিনি এ অলাভের কার্য্যে হস্তক্ষেপ কোল্লেন, আবাস খেদ কোত্তে লাগ্‌লেন বটে, কিন্তু একাকালীন

নিরুৎসাহী হন নি, একেবারে যে কিছু লাভ হবে না, সওদাগর সে বিবেচনা করেন নি। আবাস লোকজনের উপর হুকুম দিলেন, তারা কর্ম্ম-কাজ যেরূপ কোচ্ছে, সেইরূপ কোর্‌বে, কিন্তু মালেকের আজ্ঞানুবর্ত্তী হোয়ে চোল্‌বে, আর তাদের এত অজস্র পুরস্কার কোত্তে স্বীকার কোল্লেন যে, সেই উৎসাহে কুঠারের আর হাতুড়ীর শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যেতে লাগ্‌ল। নিকটেই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, ঐ গ্রামে মালেক অবস্থিতি কোরে খনির কাজ-কর্ম্ম দেখ্‌বেন শুনবেন, এই কথা স্থির হল। এ বন্দোবস্ত মালেকের পক্ষে সকল রকমেই মঙ্গল। বাগ্‌নগর সহরে তাঁকে আর যেতে হবে না, সে আবশ্যক ফুরিয়ে গেল, সেখানে রাজার তরফ গোয়েন্দা অবশ্যই তাঁর অনুসন্ধান কোরে ফিচ্ছে, সুতরাং সেখানে যেতে হোলে তাঁর মনের স্বস্তি হত না। এই সকল বিলিব্যবস্থা স্থির কোরে আবাস সওদাগর রাজধানীতে চোলে গেলেন, যাবার সময় বোলে গেলেন, যদি কোন রত্ন-শিরার সন্ধান সুলুক বেরিয়ে পড়ে, খাউড়ে যারা তাঁকে যেন তখনি সংবাদ পাঠান হয়। একদিন লোকজনেরা খাটাখাটু-নির পর যার যে স্থানে চোলে গেছে, মালেক একটি মসাল লয়ে রত্নের খনির মধ্যে প্রবেশ কোরে চারিদিকে নিরীক্ষণ কোরে দেখে বেড়াচ্ছেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বহু দূর পর্য্যন্ত নীচে চোলে গেছেন। একবার সামলাতে না পেরে পা হোড়্‌কে পোড়ে গেলেন, হাতের আলোটি নিবে গেল, চারিদিকে ঘোর অন্ধকারময় হল। মালেক যখন উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর বোধ হল, মুখের উপর যেন আলোর আভা পোড়্‌ছে, তিনি অমনি চমকে উঠে বিস্মিত হোয়ে ভাবতে লাগলেন—এ আলো কোথা থেকে এল, এগোবেন, কি পেছোবেন কিছু স্থির কোত্তে না পেরে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই সময় কতকগুলি অল্প অল্প আলোর রেখা সুড়ঙ্গের নিম্নতল থেকে বার হোচ্ছে দেখ্‌তে পেলেন, এ আলো তত চপলা নয়। মালেক অনন্যমনা হোয়ে সেই দিকে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, তিনি মনে কোল্লেন, আর কিছু নয়, কোন দস্যু অপহরণ কোত্তে এসেছিল, সেই বুঝি নীচে চাপা পোড়েছে, এই ভেবে এগিয়ে যাবার মনন কোল্লেন। আলোটি এখন সোরে গেল, মুহূর্ত্ত-কালের জন্যে চাপা পোড়ে অদৃশ্য হল, যেন একটা ছায়া মধ্যবর্ত্তী হোয়ে ঢেকে ফেল্লে, আবার কিন্তু তখনি পূর্ব্ববৎ স্থির অচঞ্চল ক্ষীণ রেখায় দেখা দিলে। মালেক দুখানি হাতে সুমুকের দিকে লম্বা কোরে ছড়িয়ে দিয়ে, অতি সাবধান হোয়ে, আস্তে আস্তে, পা টিপে টিপে নীচের দিকে চোলে যেতে লাগ্‌লেন, যেতে যেতে একটা পাথরের দেওয়াল হাতে ঠেক্‌ল, ঐ খানে তাঁর গতিরোধ হল, আর এগোতে পাল্লেন না, হাতখানি দেওয়ালের গায় সংলগ্ন আছে। হঠাৎ সেই আলোটি নিস্প্রভ হল, যেন ঘোর অন্ধকারে চাপা পোড়ল। মালেক এক্ষণে তাঁর হাত দুখানি সেই পাথরের দেও-য়াল থেকে উঠিয়ে নিলেন, উঠিয়ে লতেই হঠাৎ সেই আলোর ছটা এসে তাঁর চক্ষের উপর পোড়্‌ল, এবার সে আলোটি এত নিকটে যে, তার পশ্চাতে একটা আকৃতির ছায়া আছে দেখতে পেলেন, আলোর ছটাটি পূর্ব্বে যে জন্যে অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়েছিল, মালেক এখন তার মর্ম্ম বুঝতে পাল্লেন। মালেকের সম্মুখে যে প্রস্তরের প্রাচীর, তাতে ছিদ্র ছিল, দুখানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বেলে পাথর উপরোপরি হোয়ে থাকায় তাতেই মধ্যে ফাঁক থাকে, সেই রন্ধ্র দিয়ে ঐ আলোর রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মালেক আন্দাজে আন্দাজে যেমন সেই ফাঁদের মুখটি হাত দিয়ে ঢাকলেন, অমনি সেই আলোটি চাপা পোড়্‌ল, আর অমনি চারিদিক নিবিড় অন্ধকার-ময় হলো। যুবা এক্ষণে নিঃসন্দেহ হোলেন যে, এই প্রাচীরের বাইরের দিকে পর্ব্বতের গহ্বর কি অজ্ঞাত কুটীর আছে, সেখানে কেউ বাস কোচ্ছে। অতি স্থিরচিত্ত হয়ে সেই দেওয়া-লের ফাকের মুখে কান পেতে থাক্‌লেন, একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ আর মনুষ্যের কণ্ঠ-স্বর শুনতে পেলেন, মালেক যে তা শুনেছেন, তাঁর মনে সেটি নিশ্চয়ই বিশ্বাস হলো। তার পর সেই আলোটি হয় কেউ সেখানথেকে তফাৎ

কোরে,নয় কেউ কিছু চাপা দিয়ে ঢেকে রাখলে, এক্ষণে শ্মশানভূমির সদৃশ সুড়ঙ্গটি নিবিড় অন্ধকারে গভীর উদাস মূর্ত্তি হয়ে নিস্তব্ধ হলো, খানিকক্ষণ পরে সেই ছিদ্র দিয়ে পুনর্ব্বার আলোক-চ্ছটা দেখা যেতে লাগলো, মালেক তাঁর তৃষ্ণাতুর চক্ষু দুটি সেই আলোর দিকে স্থির কোরে রাখলেন। একটু পরেই সর্ব্বলোকমোহিনী পরম রমণীয় মাধুরী সেই গিরিসুন্দরী তাঁর দৃষ্টিপথে এসে বোসলেন, তাঁরে দেখে মালেক অনুরাগ মোহে অভিভূত হোলেন,তাঁর তৎকালিক বিস্ময়ের কূল-কিনারা ছিল না। রমণী একখানি হাতের উপর মাথা রেখে একটু কাত হোয়ে আছেন, কুসুমদলনিন্দিত অমল মুখখানি অতি ম্লান,চিন্তায় বিবর্ণ,চুলগুলি আলুথালু হয়ে ঘাড়ের চারিপাশে ছোড়িয়ে পোড়েছে, গলায় শুক্তি মুক্তার হার, একখানি বহুমূল্যের শ্বেতবর্ণের ওড়্না ঝেঁপে দিয়ে যুবতী কোমলাঙ্গ ঢেকে রেখেছেন,ঐ ওড়্নার মধ্য দিয়ে অল্প অল্প আভরণের ছটা দেখা যাচ্ছিল। মালেক নিস্তব্ধ,জ্ঞানশূন্য, মুখে কথা নেই,অবাক হয়ে সেই জ্যোতিঃপ্রবাহিণী চারু-মাধুরীর প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, চক্ষের পলক ছিল না, তিনি যে রত্নের উদ্দেশে এই সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ কোরেছেন, সে সামান্য রত্নের পরিবর্ত্তে একটি অমূল্য রত্ন লাভ কোল্লেন,—যে রত্ন লাভের জন্যে যুবা লালায়িত ছিলেন, এ সেই অমূল্য রত্ন।

বিস্ময়াভিভূত অথচ প্রফুল্লচিত্ত মালেক মনে মনে চিন্তা কোচ্চেন, তিনি যে এখানে উপস্থিত আছেন, এ কথা তাঁর প্রণয়িনীকে কি কোরে অবগত করাবেন—এই সময় কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন,সে স্বর তাঁর ভ্রম হবার বিষয় নয়, স্বরটি বোল্লে, "লীলা! তোমাকে এখানে রেখে কাল আমাকে যেতেই হবে, সাবধান, কদাচ ঘরের বাইরে যেও না, আমি আবার শীঘ্র ফিরে আসছি।" যুবতী বোল্লেন,"হায়! আমার *** *" মালেক যুবতীর অমিয় কণ্ঠস্বরের কোমল মাধুরীতে মুগ্ধ হয়ে সুন্দরী "আমার" পর আর কি কথা বোল্লেন, তিনি তা শুনতে পেলেন না। যোগিবর যুবতীর বাক্যের যে উত্তর দিলেন, মালেক কিন্তু তা স্পষ্টাভিধানে বুঝতে পাল্লেন, যোগী বোল্লেন,"লীলা! আমি তোমাকে বিনয় কোরে বোল্‌ছি, আমার এই কথাটি রেখো, তুমি আর সে পারসী মহাত্মাকে মনে কোরো না,তিনি কখনই তোমার হতে পার্‌বেন না,তবে তাঁর অন্বেষণ কোত্তে আমাকে কেন অনুরোধ কোচ্চো?আচ্ছা,তবে কিন্তু তোমার অনুরোধের জন্যে নয়, তাঁর নিজের মহদ্‌গুণের নিমিত্তেই সে মহাপুরুষ কোথায় অবস্থিতি কোচ্চেন, তার সন্ধান কোর্‌বো, বিশেষতঃ এক্ষণে তাঁর জীবন সঙ্কটাপন্ন, সে জন্যেও আমাকে একবার তল্লাস কোরে দেখা উচিত।" ঐ কথা শুনে সুন্দরী হাত দুখানি এমনি ভঙ্গীতে রাখ্‌লেন,যেন একমন একচিত্তে গুরুদেবের ধ্যান কোত্তে বস্‌লেন, দুটি তেজঃস্ফূর্ত্তি-উজ্জ্বল বিকশিত চক্ষু ঊর্দ্ধে উঠিয়ে রাখ্‌লেন, লোহিত-রাগ-রঞ্জিত বিনোদ ওষ্ঠদুটি ঘন ঘন নাড়্‌তে লাগ্‌লেন। বড় বড় কোরে কি উচ্চারণ কোত্তে লাগ্‌লেন, মালেক মনে কোল্লেন, "তবে বুঝি আমার নিস্তারের নিমিত্ত পরাৎপর জগদীশ্বরকে ডাক্‌ছেন যুবতীর প্রতি আমার অন্তঃকরণ যেরূপ, যুবতীরও মন আমার প্রতি সেইরূপ; আমাদের পরস্পরের সমান অনুরাগ।" মালেক ডেকে বোল্‌তে যাচ্ছিলেন, "সুন্দরি! ভাবনা কি? এই দেখো, আমি নিকটেই আছি।" এমন সময় বিবেচনা কোরে দেখ্‌লেন যে, এ সময় কেউ কোথাও নেই, প্রণয়িনী একাকিনী আছেন, এখন কারও গলার আওয়াজ শুনে পাছে আতঙ্কে মোহ যান, সেই ভয় কোরে ক্ষান্ত হোলেন। যোগিরাজ যুবতীকে ছোট ছোট কোরে কি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, মালেক তাঁর কথাপরম্পরা শুনতে পেলেন না, সুতরাং যে কথার পর যে কথা হল, তা তিনি বেছে লতে অক্ষম হলেন। যোগী বল্লেন, "লীলা, সে সময় উপস্থিত, তা জানি—এখন—বজ্রের সমান শক্ত,—বিপদ্ হাতের মাথায়, আমি ত দুর্ব্বল দেখ্‌ছো, তথাচ সে দুরাত্মা ভয়ে কাঁপ্‌ছে। তখন কেবল আমার স্নেহরূপ পুষ্পটির অবলম্বনের নিমিত্ত—বিশ্রামের জন্যে।" লীলা ঐ কথা শুনে উঠে দাঁড়ালেন, বাতীটি হাতে কোরে লয়ে একদিকে চোলে গেলেন। ঘরটি তামসীর ঘোর কৃষ্ণ-

ছায়ায় আচ্ছন্ন হল, মালেক আস্তে আস্তে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে বাইরে এলেন, ভাব্তে লাগ্-লেন, যোগীর সেই ঘোর অনাথ নিবাসে কি কোরে প্রবেশ কোর্বেন, তার উপায় কি? কি কোরে তার সন্ধান পাবেন? তাঁর কমলময়ী লীলার স্নেহানুরাগ জন্মেছে, সেটি নিশ্চয়ই জন্মেছে,তার কোন সন্দেহ নেই। মালেকের আনন্দের স্থল কুল ছিল না, তাঁর নিজের ঘোর বিপদ্ উপস্থিত,তা একবার মনেও কল্লেন না. কি সেই বৃদ্ধ ফকিরের মুখে যে সকল নৈরাশপূর্ণ নিরুৎসাহের কথা শুন্লেন, তার প্রতিও একবার খেয়াল কোল্লেন না, লীলা যে তাঁর প্রতি অনুরাগিনী হয়েছেন, কেবল সেই আনন্দেই বিভোর হোলেন। সেই রমণীকুসুমটি তাঁর অন্তঃকরণে প্রফুল্ল-রাগে বিকশিত হয়ে রইল। যুবতীর মধুর মোহিনীমূর্ত্তিটি তাঁর হৃদয়মধ্যে ডুবে থাক্ল, স্বপ্নে এক একবার ভেসে ভেসে উঠ্তে লাগ্ল। নিদ্রা থেকে উঠে মালেক প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, ধরণীগর্ভস্থিত যোগিরাজের সেই নির্জ্জন প্রদে-শের দ্বারপথ অনুসন্ধান কোরে বার কোর্-বেন।

প্রভাতচ্ছটায় পূর্ব্বাম্বর লোহিত-রাগে আরক্ত হবার অনেক পূর্ব্বে মালেক নিদ্রা থেকে গাত্রো-খান কোরে সেই রত্নাকরের সন্নিকট অরণ্যময় পর্ব্বত গহ্বরের অনুসন্ধানে বেরুলেন। বন, বিটপী, খাড়ি, খাল, জঙ্গল, নদী, নালা, গহ্বর আদি কোরে যেখানে যত গুপ্তস্থান, কি অজ্ঞাত-বাস ছিল, সব পাতি পাতি কোরে উল্টে পাল্টে খুঁজ্তে লাগ্লেন। একবার সুড়ঙ্গের পথ ধোরে নিরীক্ষণ কোত্তে কোত্তে গেলেন, আবার সে পথ পরিত্যাগ কোরে যে ক্ষুদ্র নির্ঝ-রিণীটি অমলস্বচ্ছ বারি নদীগর্ভে প্রবাহিত কোচ্ছিল, সেই নির্ঝরের জলপ্রবাহ লক্ষ্যকোরে চোল্লেন, নদীর উভয় কূল অন্বেষণ কোত্তে লাগ্-লেন, একবার একটি পর্ব্বতের উপর আরোহণ করেন, সেখানে কোন সন্ধান না পেয়ে নেবে এসে আর একটি শিখরে গিয়ে উঠেন, এই রূপ নিষ্ফল অন্বেষণ কোরে কোরে অতি ক্লান্ত হোয়ে পোড়লেন—নির্জীববৎ অবসন্ন হোলেন,—শেষকালে অতি বিমর্ষ হোয়ে ক্ষুণ্ণমনে মৃত্তিকার উপর বোসে পোড়্লেন। এদিকে সুড়ঙ্গে যাবারও সময় হয়ে এসেছে, জন মজুরেরা পথ চেয়ে আছে, তিনি কতক্ষণে সেখানে যাবেন, তাই ভাব্ছে। মালেক আর অপেক্ষা কোত্তে পাল্লেন না, উঠে চোলে গেলেন। যেমন সুড়ঙ্গের দ্বারে প্রবেশ কোর্বেন, হঠাৎ একটা উপায় মনে পোড়্ল, এক টুক্রো কাগচে গুটি কয়েক কথা লিখে সুড়ঙ্গ খোঁড়বার জন্যে মজুরদের হাতে যে লোহার বাড়ী থাকে, ঐ বাড়ী দিয়ে সেই চিঠী-খানি ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ঠেলে দিতে পারে, অবশ্যই লীলার চক্ষে পোড়্বে, সেই কমলাক্ষী যে তাঁর কুটীরেই আছেন, তার সন্দেহ নেই, তবে পত্রখানি তিনি অবশ্যই পাবেন। এই কৌশল স্থির কোরে, মালেক তখনি বাসা থেকে এই কটি কথা লিখে আন্লেন।—

"রমণীকুলের অমিয়মাধুরি! সহস্রপ্রাণীর মঙ্গলকামনা অপেক্ষাও আমার কাছে তুমি দুর্ম্মূল্য, তোমার কায়িক কুশল, আর তোমার বাসস্থান অজ্ঞাত থাকায় অনাথার ন্যায় পথে পথে ভেসে বেড়াচ্ছি। দৈব অদৃষ্ট আমাকে এস্থানে লয়ে এসেছে, এখন বলো দেখি—আমি কি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাবো না? যে আপনার সৌভাগ্যবলে গিরিশিরের উপর তোমার অমল চন্দ্রাননের কোমল কান্তি স্বচক্ষে দর্শন কোরেছে. সে অনাথ পারসীকে তুমি বিস্মৃত হওনি ত? যে তোমার সঙ্গে কথা কোচ্চে, এ সেই নিরস-হৃদয় অনাথা পারসী, এ সেই ব্যক্তি, যে তোমার গুপ্তবাসের প্রবেশ-পথ জান্বার জন্যে অনর্থক পরিশ্রম কোরেছে, সেই গুপ্ত-কুটীরে তার প্রাণের সমান প্রাণপ্রতিমা এক্ষণে অবস্থিতি কোচ্ছেন। আমার আকিঞ্চন অবহেলা-কোরে নৈরাশদণ্ড কোরো না। এক্ষণে তোমার কাছে এই ভিক্ষা কোচ্ছি—তোমার নব আবাসের পথটি আমায় দেখিয়ে দাও,আমি স্বয়ং উপস্থিত হোয়ে, আমার সমগ্র প্রাণ, আর সমুদায় অন্তঃকরণ তোমার অগ্রে ধোরে দেবো। তোমার অমল মধুর মূর্ত্তি অহরহ আমার নয়নের উপর বিদ্যমান রয়েছে। আমি যে তোমার

প্রত্যুত্তরের জন্যে অধৈর্য্য হোয়ে অপেক্ষা কোচ্ছি, সে কথা কি বলবার আবশ্যক আছে? মুখে কোন কথা বোলো না, তোমার একান্ত ভক্ত, একান্ত অনুরাগী, আর একান্ত শরণাপন্ন মালেককে একখানি পত্র লিখে পাঠিও।"

পত্রখানি সমাপ্ত কোরে মালেক খনিতে ফিরে এলেন। সেই মিত্রবৎ অনুকূল ছিদ্রটি অনুসন্ধান কোরে একখানি লোহার শিক দ্বারা তার মধ্যে ঐ পত্রখানি প্রবিষ্ট কোরে দিলেন। কৌশলটি সফল হল কি না, তা জানতে খানিকক্ষণ বিলম্ব কোত্তে হল, একটু পরে অনুভব কোল্লেন লোহার বাড়ীগাছটি যেন অল্প অল্প কাঁপছে, তার পরক্ষণেই একটি ধাক্কা দিয়ে কেউ যেন তাঁর দিকে সেই বাড়ী গাছটা ঠেলে ফেলে দিলে। মালেক শিক গাছটি কোলের দিকে টেনে নিলেন, তার আগায় একখানি পত্র বাঁধা আছে দেখে ভারি আনন্দিত হয়ে পত্রখানি হাতে কোরে লয়ে বাসায় চোলে গেলেন। সেখানে গিয়ে খুলে এই কথাগুলি পোড়লেন।

"মহাত্মবর পারসী পুরুষ!

আমি আপনাকে বিস্মৃত হোয়েছি, এ কথা বোল্লে মিথ্যাবাদিনী হব, আমায় কিন্তু আর মনে কোর্‌বেন না, আপনার সমূহ বিপদ উপস্থিত, পালিয়ে নিজ দেশে প্রস্থান করুন, যাবার সময় লীলার মঙ্গল-বাসনা সঙ্গে কোরে লবেন। আপনি এখানে আসতে পারেন কি না, সে কথা যোগিরাজ বিবেচনা কোরে বোল্‌বেন, আমি কিন্তু জানি, যোগিবরের ইচ্ছা আছে আপনার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন, কোন একটা আসন্ন বিপদে আপনাকে সতর্ক কোরে দেবেন এই তাঁর অভিপ্রায়। যে পর্ব্বতটি সকলের অপেক্ষা উচ্চ, তার পার্শ্বে একটি ভগ্ন মসজিদ আছে, সূর্য্যদেব পাটে বোসলে সেই স্থানে গমন কোর্‌বেন, যে আপনার মিত্র, তাঁর সঙ্গে ঐ স্থানে সাক্ষাৎ হবে। দেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন, আপনার সৌভাগ্য বৃক্ষ ফলবান্ হোক, ইতি।

লীলা।"

মালেক এই অমূল্য ক্ষুদ্র পত্রখানি পেয়ে এক একবার অধর দিয়ে চাপতে লাগলেন, আর বড় বড় কোরে বোলতে লাগলেন, "কি আনন্দ! আমাদের আরও একবার দেখা-সাক্ষাৎ হবে। লীলা! এবার দেখা হোলে আর আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না, তোমাকে যে ঘোর অজ্ঞাত অন্ধকারে ঘেরে রেখেছে, সে অন্ধকার থেকে এইবার মুক্ত কোর্‌বো, আমরা একত্রে বাস কোরে একত্রে দেহলীলা সম্বরণ কোর্‌বো।"

সূর্য্যদেবও পশ্চিম সাগরে নিমগ্ন হলেন, নব-অনুরাগীও তাঁর প্রাণেশ্বরীর কথামত সেই ভগ্ন-মন্দিরে চোলে গেলেন, সেখানে বোসে যোগীর আগমনের প্রতীক্ষা কোত্তে লাগলেন। এক ঘণ্টা, দুঘণ্টা, এইরূপ কতঘণ্টাই গত হল, তথাচ যোগীর দর্শন নাই, মালেকের ব্যাকুলচিত্ত যে সুস্থির হবে, তার কোন লক্ষণই দেখলেন না। যুবা বোসেই আছেন, রাত্র দুই প্রহর অতীত হল, তথাচ যোগীর উদ্দেশ নেই। কিন্তু এই সময় মালেক মন্দ মন্দ সতর্ক পদশব্দ শুনতে পেলেন, কারা যেন ঐ ভগ্ন বাটীর দিকে আগমন কোচ্ছে। প্রেতভূমির ন্যায় স্থানটি তামসীর ঘোর কৃষ্ণ আবরণে ঘনাবৃত, চতুর্দ্দিকে ঘোর নিস্তব্ধের তরঙ্গ, একটি শব্দ মাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে বিকটদর্শন পেচকেরা অমঙ্গলসূচক ভীষণ কর্কশরব,আবার শেয়ালেরা দুরন্ত ভয়ানক হুয়া হুয়া শব্দ কোরে রজনীর গভীর,নীরব,স্থির শান্তির বিঘ্ন জন্মাচ্ছে, মালেক স্থিরকর্ণে পায়ের শব্দ শুনতে লাগলেন। শব্দ যত নিকট হতে লাগল,যুবা আগ্ বাড়িয়ে অভ্যর্থনা কোর্‌বেন, এই অভিপ্রায় কোরে কেবল মাত্র উঠে দাঁড়িয়েছেন, কি দুপা একপা চোলেওছেন, এমন সময় দুটি কণ্ঠস্বরের ঝঙ্কার তাঁর কর্ণে প্রবেশ কোল্লে, অমনি ফিরলেন, আস্তে আস্তে নিঃশব্দে পেছিয়ে এসে ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। দুটি লোক মন্দিরের দরজার কাছে এসে থমকিয়ে দাঁড়াল, মালেক তাদের উত্তর-প্রত্যুত্তর একটি একটি কোরে স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

প্রথম স্বর বোল্লে, "আমি দিব্যি কোরে বোলতে পারি সে এই পাহাড়ের উপর উঠেছে।"

দ্বিতীয় স্বর। তুমি কি নিশ্চয় জান, এ সেই ব্যক্তি?

প্র, স্বর। নিশ্চয়ই জানি, তার সন্দেহ নেই, বড় আশ্চর্য্য, সে এর মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হল, এসো, আমরা এইখানে বোসে থাকি, সে পারসী যেন ফাঁকি দিয়ে না পালাতে পারে। তুমি কিন্তু বোলেছো, যোগীর কুটীরের চিহ্নও নেই, সে কথা সত্যি নাকি?

দ্বি, স্বর। তা না ত কি, একেবারে সমভূম হয়ে জমির সঙ্গে মিশে গেছে, কিন্তু সে যে সেই স্ত্রীলোকটি লয়ে কোথা চলে গেল, সে কথা কেউই বোল্‌তে পারে না।

প্রথম সঙ্গী বল্লে, "অতো ব্যস্ত হচ্চো কেন? দুদিন অপেক্ষা কর্‌রো না, সে আমাদের হাত থেকে কদাচ বাঁচ্‌তে পার্‌বে না।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বোল্লে, "সে যদি আমাদের হাতে এসে পড়ে, তবে তাদের রাজধানীতে ধোরে লয়ে যাব—প্রাণে মার্‌ব না—এ কথাটি ভুলো না ভাই, মনে থাকে যেন, তবে তোমার পেশকবচ তুলে রাখো, তাতে আর দরকার নেই, বাহুবলের উপর নির্ভর কোত্তে হবে।"

প্রথম ব্যক্তি। হাঁ! হাঁ! তা বৈ কি! তার ভারি সাহস, গায় সামর্থ্যও বেশ আছে, মনে করো, যদি জোরে তারে পেরেই না উঠা যায়।

দ্বি, ব্যক্তি। চুপ্‌ চুপ্‌! কে আসচে না? ও বাতাস গাছে বেধে শব্দ হোচ্চে। ঐ দেখো, চন্দ্রোদয় হবার বড় বিলম্ব নেই, চলো, আমরা যাই, আর এখানে থাকা নয়। দোস্ত! কাল রাত্রে কিন্তু আবার আস্‌তে হবে, একটু সকাল কোরে আস্‌ব, তাদের পাহাড়ের উপর উঠ্‌বার পূর্ব্বেই যেন আস্‌তে পারি, তা হলে নিশ্চয়ই ধোত্তে পার্‌ব, তবে এখন যাওয়া যাক, কাল সূর্য্যও অস্তে যাবে, সে পারসীও আমাদের হাতে বন্দী হবে।

ঐ দুটি লোক এখন চোলে গেল, মালেকের অন্তঃকরণ সুস্থির হলো, দুর্ভাবনা থেকে অনেক অংশে পরিত্রাণ পেলেন, তাদের ভয়ে এপর্য্যন্ত ভাল কোরে নিশ্বাস ফেল্‌তে পারেন নি। মালেক কিন্তু ঐ স্থানেই থাক্‌লেন, যে হেতু যোগী এখনও এলে আস্‌তে পারেন, যে যে কথাগুলি শুনেছেন, সেইগুলি তাঁকে জ্ঞাত করাবার নিমিত্ত ভারি ব্যস্ত হোলেন, তিনি যেন প্রহরী হোয়ে সেইখানে বোসে রইলেন। ব্রহ্ম-মুহূর্ত্ত উপস্থিত, পক্ষীরা স্বরলহরী তুলে মঙ্গল-আরতি কোত্তে লাগ্‌ল—প্রভাত হল, প্রভাত হল-বোলে চতুর্দ্দিক্‌ ঘোষণা কোরে দিলে। মালেক নির্ভরসা হোয়ে প্রস্থানের উদ্যোগ কোচ্ছেন—এমন সময় একটি আকৃতি স্পষ্ট দর্শন কোল্লেন, দেখ্‌লেন, সেই অজ্ঞাত পুরুষ মন্দ মন্দ পাদসঞ্চারে পর্ব্বতারোহণ কোচ্ছেন। উদাসীন মালেককে দেখ্‌তে পেয়ে চম্‌কে গেলেন। মালেক অতি ভক্তির সহিত একটি প্রণাম কোল্লেন, তাই দেখে যোগীর মনে প্রত্যয় হলো, কোন মিত্রবর দাঁড়িয়ে আছেন, যোগী তাঁকে দেখে বোল্লেন, "যুবা! তুমি মহাত্মা বটে, কিন্তু বড় অসমসাহসী, আমি কি তোমারে ক্ষান্ত হতে পরামর্শ দিই নি?" মালেক বোল্লেন, "আপনি দিয়েছেন সত্য, কিন্তু এ পর্য্যন্ত যখন এসেছি, আমায় একবার আপনার কুটীর দর্শন কোত্তে অনুমতি করুন—সেখানে পূর্ব্বেই দৈবাধীন আমার পদচিহ্ন পোড়েছে।" যোগী ইশারা কোরে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে বোল্লেন। সেই ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ কোরে, ঘরের মেঝের এক কোণ থেকে একখানা চৌকোণা পাথর উঠালেন, সেখানা সেই মেঝেরই পাথর, তার নীচে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের সিঁড়ি চোলে গেছে, তাঁরা উভয়েই সেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নাম্‌লেন। খানিক দূর চোলে গিয়ে একটি সুপ্রশস্ত অথচ জনা অন্ধকারময় বাড়ীতে উপস্থিত হোলেন। বাড়ীটির চারি দিক পাথ-রের দেওয়াল, অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্থুল প্রস্তর-স্তম্ভের উপরি গৃহটি অবলম্বন কোরে আছে। স্তম্ভগুলি সুন্দর, মার্জ্জিত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পর্ব্বতের উদর থেকে কেটে কুঁদে বার করা হোয়েছে। সুমুখে একখানা পাথরের পাটাসন পোড়ে ছিল, যোগী মালেককে সেইখানি দেখিয়ে দিয়ে বস্‌তে বোল্লেন, আপনিও তার একপাশে বোস্‌লেন। মালেক যেরূপে এই অজ্ঞাত-বাসের সন্ধান পেয়েছিলেন, সে কথা যোগিবরকে বোল্লেন, আর যেখানে গেলে আশ্রমপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোতে পার্‌বে, সে সন্ধান যে জীনা তাঁকে ইঙ্গিৎ কয়েন, সে কথাও তাঁকে

অবগত করালেন। যোগী গম্ভীর হোয়ে শুনছেন, সেই ভগ্নমন্দিরের নিকট দুই জন লোক যে সকল কথা বলাবলি কোচ্ছিল, সে সমুদয় বৃত্তান্ত মালেক যোগিরাজকে শোনাতে লাগলেন। যোগী শুনে বোল্লেন, "তবে আর এ নির্জ্জন স্থান নিরুদ্বিগ্নের হলো না, পুত্র! অনেক বিপদ্ বাঁচিয়ে চোল্‌তে হবে—তোমার জীবনের উপর, আর আমার এই অনাথা কন্যাটির সতীত্ব-ধর্ম্মের উপর রাজার কোপ-দৃষ্টি পোড়েছে, তুমি নিরর্থক শরীর ঢেকে ঢেকে ছদ্মবেশে বেড়াচ্ছো, তাতে কোন ফলোদয় না হোতে পারে, আমিও এই রত্নটি সেরে সেরে নে বেড়াচ্ছি, আমারও সেটি বৃথা চেষ্টা। এক্ষণে প্রস্থান করাই তোমার পক্ষে মঙ্গল, পালিয়ে বাঁচলেও বাঁচতে পারো, সেই এক মাত্র প্রাণরক্ষার উপায় আছে, তবে আর কালবিলম্ব করো না।" মালেক বোল্লেন, "ভগবন্! একটা কথা বলি, শুনুন, লীলার অপমান বড় হলো, না আমার প্রাণ বড় হলো? তাঁর মানের উপর যখন এতো প্রমাদাড়ম্বর, তখন আমার প্রাণ থাকে ভাল, যায় ভাল—সেজন্যে ভাবনা কি? আমি তা মনেও কোরি না—না মহাশয়, তা হবে না, আমি কোথাও যাব না—আমাকে এই স্থানে থাকতে অনুমতি করুন, লীলার মান, লীলার ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত যদি শত শত লোকের প্রাণবধ কোত্তে হয়—কোর্‌বো, পূজ্যপাদ যোগীর লীলাকে আমি স্নেহ কোরে থাকি, তাঁর উপাসনাও কোরে থাকি, বালাকে আমার হস্তে প্রদান করুন, তাঁরে লয়ে দেশে চোলে যাই, আমার পিতামাতা অর্থের অহঙ্কার করেন না সত্য, কিন্তু বংশ গৌরবের অভিমান কোরে থাকেন, তাঁরা মহাত্মা, দেশের তাবৎ লোকেই তাঁদের অনুরাগ করেন, তাঁরা তাঁদের ভালও বাসেন।" যোগী বল্লেন, "পারসীবর! লীলা যে তোমার প্রণয়ের অনুরাগিণী, সে বিষয় আমার সুন্দররূপে জানা আছে, তোমার বীর-মহিমার জন্য আমি যে তোমারে স্নেহ আর প্রশংসা কোরে থাকি, সে কথাও সত্য, কিন্তু লীলা রাজকন্যা, একটি রাজপুত্রের হস্তে তাঁকে ন্যস্ত কোর্‌বো, এ মানস আমার অনেক দিনাবধি আছে।"

মালেক শুনে চমকে উঠে বোল্লেন—"কি বোল্লেন ভগবন্! লীলা রাজকন্যা?" যোগী বল্লেন, "পুত্র! তাই বটে, আমি তাঁর আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বোল্‌ছি, আপনি শ্রবণ করুন। আজ ষোল বৎসর গত হলো, কুতুব মিত্রতার তাবৎ সৌহার্দ্দ-বন্ধন ছিন্ন কোরে—আর প্রতিজ্ঞাপর হোয়ে যে সন্ধি করেন, সে সন্ধিবন্ধনের নিয়ম, আর অভিপ্রায় সকল উল্লঙ্ঘন কোরে তাঁর পরমাত্মীয় আর মিত্র বিসিয়াপুরের বাদশাহের প্রতিকূলে লড়াই সুরু কোল্লেন। আমি এককালে বিসিয়াপুরের অধীশ্বর ছিলেম, দুর্ভাগ্য মুস্‌কর আমার একমাত্র পুত্র, তাঁর উপর রাজ্যভার সমর্পণ কোরে, নিজে সংসার-অনুরাগে অনাসক্ত হয়ে অরণ্যবাস আশ্রয় কোল্লেম। মুস্‌করের প্রণয়িনী একটি কন্যা প্রসব করেন। কন্যা দেখে সকলে বল্‌ত, সে তার মাতার ন্যায় পরমাসুন্দরী হবে। এই সময় একটা জনরব হওয়ায় লোকের মনে ভারি আতঙ্ক উপস্থিত হলো—জনরব এই যে, কুতুব বিস্তর সৈন্য লয়ে রাজধানীর অভিমুখে আগমন কোচ্ছেন, আমি তৎকালীন রাজপুরে বাস কোত্তেম না, কুতুবের দুর্ব্যবহারের কথা যেরূপ শুনেছি, তাই তোমারে অবগত করাচ্ছি। আমার পুত্র বেশ বুদ্ধিমান্ আর চতুর ছিলেন, তাঁর বীরত্বের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল, তিনি এরূপ প্রণালীতে রাজ্যশাসন কোত্তেন যে, প্রজারা তাঁরে ভয়ও কোত্তো অথচ আবার তাঁর বিস্তর অনুরাগও কত্তো, ভয় মিত্রতা দুইই রক্ষা কোরে রাজধর্ম্ম প্রতিপালন কোত্তেন, বাস্তবিক আমার পুত্র যাবতীয় প্রকার অতি স্নেহের পাত্র হয়েছিলেন। শত্রু আগমনের জনরব শুনে পুত্রবর সৈন্য সমবেত কোরে যুদ্ধ কর্‌বার মানসে কতক পথ অগ্রসর হোলেন, এর পূর্ব্বে মুস্‌কর উকীল দ্বারা কুতুবকে জিজ্ঞাসা কোরে পাঠান যে, কেন তিনি শত্রু-বেশে হঠাৎ তাঁর রাজ্যে দর্শন দিলেন, সেই কথা শুনতে চান। উকীলকে কুতুব যৎপরোনাস্তি অপমান করেন, তাকে সেখান থেকে পালিয়ে আস্‌তে হয়েছিল, নচেৎ তার প্রাণ রক্ষা হোতো না। আমার পুত্রের যে সকল সৈন্য ছিল, তারা সাহসে কি পরাক্রমে ন্যূন ছিল

না, তাদের রাজভক্তিও বেশ ছিল—প্রাণপণে যুদ্ধ কোত্তো। কিন্তু লোকবল অধিক ছিল না—তৎকালীন আরো এক স্থানে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেটা নিকটে নয়, একটু দূরে, সেই যুদ্ধেতে বেছে বেছে যত প্রবীণ বিচক্ষণ যোদ্ধাদের পাঠান যায়,তাতেই আমাদের লস্করেরা অচিরাৎ দলভঙ্গ হোয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পোড়লো। কুতুবের জয় হল,সেটা আর আশ্চর্য্য কি ? লোক-বল কম হলে জয়ের সম্ভাবনা কোথা ? আমার বীরপুত্র সে দিবসের সৌভাগ্য-স্রোত নিজাভিমুখে প্রবাহিত করবার নিমিত্তে মরিয়ার ন্যায় উন্মত্ত হন, মনে কোল্লেন, যদি কোন গতিকে সে দিনকার জয়-প্রবাহ আপনার কোলের দিকে ফেরাতে পারেন এই ভেবে পুত্রবর বীরমদে মত্ত হোয়ে মহা আস্ফালন কোরে শত্রুদলের উপর ঘোর আক্রমণ কোল্লেন, সেই তাঁর শেষবিক্রম, সেইবার তিনি নিজ বিরাট পরাক্রমের কালগ্রাসে কবলিত হোলেন। এই মর্ম্মভেদী সংবাদ রাজধানীতে কেউ যেন উড়িয়ে নে গেল। আমার প্রিয়পুত্রের সহধর্ম্মিণী কুতুবের নিদারুণ দৌরাত্ম্যের ভয়ে তাড়াতাড়ি শিশুসন্তানটিকে কোলে লোয়ে এক জন বিশ্বস্ত সহচরীর সঙ্গে বিলাস-উদ্যানের মধ্য দিয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোল্লেন। বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত কিছুই মানলেন না, তামাম রাত চোলতে লাগলেন, ভয়ে আর আতঙ্কে অন্তঃকরণ ধড়াস ধড়াস কোত্তে লাগল, কিন্তু এত কষ্টেও সন্তানটিকে বুকের উপর রেখে জাপটে ধোরেছিলেন। বধূমাতা যখন আমার নির্জ্জন আশ্রমে পৌঁছিলেন, তখন তিনি পথশ্রান্তে অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পোড়েছেন। পূর্ব্বে যাঁরে একান্ত বন্ধু আর সহায় জ্ঞান কোত্তেম, ঐ বধূমাতার মুখেই সেই বান্ধবের বিশ্বাস-অপহরণের বৃত্তান্ত অবগত হোলেম।

কুতুবের অভিপ্রায় স্পষ্টই জানা গেল,আমাদের বংশ ঝাড়ে মূলে নির্ম্মূল না কোরে তিনি ক্ষান্ত হবেন না। লোকেরা আমার আশ্রম জানতো, তাতেই ভয় হল, হয় ত কুতুব একদল সশস্ত্র হির্দ্দিয় দুরাত্মা বদ্‌মাস পাঠায়ে আমাদের ধোরেনিয়ে কয়েদ কোরবে,কি মেরেই ফেলবে। হতভাগিনী বধূমাতা একটু বিশ্রাম কোরে শরীরে একটু বল সামর্থ্য হলে কুটীরে অগ্নি দিয়ে অপগণ্ড শিশুটি, তার মাতা, আর মাতার সহচরীকে সঙ্গে কোরে কাশ্মীরে চোলে গেলেম। সে দেশের রাজার সঙ্গে কুতুবের চিরমনান্তর, তাই মনে কোল্লেম, তাঁর কাছে গেলে আশ্রয় পাবো, সে দেশে তিন বৎসর বাস করি। লীলা যখন দুগ্ধপোষ্য বালিকা,তার মাতা জ্বর-বিকারে দেহত্যাগ কোল্লেন। বধূমাতার মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁর সহচরীটিও আমাদের পরিত্যাগ কোরে চোলে গেল, সে আর কত কাল ঘর-সংসার ছেড়ে পথে পথে ভেসে বেড়াবে ? ইদানীং সে ব্যক্তি আশ্রম-বাসে বিরক্ত হোয়েছিল। অবশেষে একমাত্র আমি মধুরহাসিনী পৌত্রীর রক্ষক হোলেম, প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, ঐ নিরীহ অনাথা মাতৃহীন শিশুটিকে আপনার কাছে রেখে-সাবধানে লালন পালন কোরব; এখনো পর্য্যন্ত ত সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোরে আসছি।"

মালেক জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "দেব ! আপনি কাশ্মীর পরিত্যাগ কোল্লেন কেন ?" যোগী বলতে লাগলেন, "সে দেশের প্রাচীন রাজাটি অতি ভদ্র ছিলেন, তাঁর পরলোক হওয়ায় তাঁর পুত্র তখন অতি যুবা—রাজা হোলেন। এ ব্যক্তি অতি দুর্দ্দান্ত, আর ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান-বিবর্জ্জিত। কুমার রাজা হোয়েই গোলকন্দের অধীশ্বর কুতুবরাজের সঙ্গে আত্মীয়তা কোল্লেন। ঐ কথা শুনে সেই মুহূর্ত্তেই সে রাজপাট পরিত্যাগ কোরে পীরপঞ্জাল পর্ব্বত চূড়ার উপর কুটীর বেঁধে বাস কোত্তে লাগলেম, তা তোমার বেশ স্মরণই আছে। সেখানে নিষ্পাপ পবিত্র-শরীরে অতি শুচি হয়ে বাস কোত্তেম, অতি দুষ্কর কঠোর ব্রত অবলম্বন কোরে কালযাপন কোত্তে লাগলেম, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রভাবেই আমি সেখানে নির্ভয়ে আর নির্ব্বিঘ্নে ছিলেম। নির্ম্মল সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আর কঠোর অরণ্যবাসই আমার সকল বিপদ্ থেকে রক্ষা কোত্তে লাগল। কখন কখন দুই একটি পথিক পথশ্রান্তিতে কাতর হয়ে আশ্রমে উপস্থিত হত। আমার কাছে চাইতে না হয় অথচ তাদের কষ্টও দূর হয়,এই

জন্যে কুটীরের সম্মুখে পাত্রপূর্ণ জল রেখে দিতেম, তাতে পথিকদেরও সুবিধা হতো, আমাকেও বারবার বিরক্ত হতে হতো না,—তারা ঐ জল পান কোরে যার যে স্থানে চোলে যেতো। আমার বোধ হয়, কুতুব এ সময় মনে কোচ্চেন, আমি নাই—আমার মৃত্যু হয়েছে, তার কারণ এই যে, দাসীটি যখন আমাদিগকে ছেড়ে গেল, যাবার সময় সে কিরে-দিবিব কোরে শপথ করে যে, রাজধানী পৌঁছে এই জনরব কোরে দেবে,—আমার আর লীলার পঞ্চত্ব হয়েছে। মনুষ্যের মধ্যে তুমিই জান্‌তে পেরেছো যে, আমরা মরি নি, বেঁচে আছি। এখানে থাক্‌লে আমাদের পরিত্রাণ নাই, সেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্চে। আমাকে সকলেই মান্য করে, কেউ ভরসা কোরে আমার গায় হাত তুল্‌তে পার্‌বে না, সেটা আমার বেশ জানা আছে, কিন্তু লীলার জন্যেই আমার দুর্ভাবনা, তার অদৃষ্ট মনে কোরে প্রাণ কেঁপে কেঁপে উঠে।"

মালেক বোল্লেন, "ভগবন্! আপনি বোল্লেন, কোন রাজপুত্রকে লীলা সম্প্রদান কোর্‌বেন, কিন্তু পাত্র স্থির হয়েছে কি? আপনি ত কারও কাছে বাগ্‌দত্তা হন নি?" তাপস বোল্লেন, "তবে শোনো বলি। রাজকুমার মিরজা লীলার স্বামী হবেন,—তাঁকেই আমি মোনোনীত কোরেছি। ঐ মিরজা পিতাপিতামহের উত্তরাধিকারী হোয়ে বিসিয়াপুরের সিংহাসনের স্বত্ব প্রাপ্ত হবেন। কুতুবকে সে রাজ্য অধিককাল ভোগ কোত্তে হবে না। বিসিয়াপুরের রাজ্যের উপর কাবুলের রাজবংশের স্বত্বাধিকার জন্মেছে, ঐ রাজবংশকে সজ্জনেরা অনুরাগ আর দুর্জ্জনেরা ভয় করেন। এই পরিণয়-সূত্রে আমার পৌত্রী বিসিয়াপুরের সিংহাসনের ভাগিনী হবেন, বাস্তবিকও সে সিংহাসন তাঁর নিজেরই সম্পত্তি। বিসিয়াপুরের রাজা, যিনি এক্ষণে কাবুলে অবস্থিতি কোচ্চেন, আপনাকে তাদৃশ বলবান্ জ্ঞান করেন না, তাই বিনা সহায়ে কুতুবের উপর চড়াও হোতে ভয় কোচ্চেন। সম্প্রতি ডেকানের নবাব আরঙ্গজেবের সঙ্গে কথা চালাচালি কোচ্চেন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হোয়ে দুর্জ্জন কুতুবকে অপদস্থ কোরে সিংহাসন হস্তগত করবার চেষ্টায় আছেন। সেই কার্য্যটি নিষ্পন্ন হয়ে গেলে আপদের শান্তি হবে, তখন আর বিসিয়াপুর রাজ্য কুতুব কর্ত্তৃক অধঃপাত হবার আশঙ্কা থাক্‌বে না। সেই সময় কোমলাঙ্গী লীলার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিবাহ দেবেন স্বীকৃত হোয়েছেন। এই কারণে আমি তোমাকে নিষেধ কোচ্ছি যে, এখানে বারংবার যাতায়াত করো না, আর এই নিমিত্তেই পীরপঞ্জাল পাহাড় থেকে উঠে আস্‌বার পূর্ব্বে আমি তোমাকে সে কথা অবগত করি নি।"

মালেক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যোগিরাজকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "গুরো! কুতুবের কু-অভিপ্রায় জেনেও কেন আপনি লীলাকে রাজান্তঃপুরের এত নিকটে এনে রেখেছেন?" যোগী বল্লেন, "আর স্থান কোথায় যে, যাবো? ভেবেছিলেম, এই স্থানে এলেই রক্ষা পাবো, এইটিই নিস্তারের মন্দির। দিনও সংক্ষেপ হয়ে এসেছে, আর কোথায় যাব, যে কদিন বাস কোত্তে হয়, এইখানেই থাক্‌ব—এই মনস্থ কোরেই এসেছিলেম, মনে কোরেছিলেম, গোয়েন্দারা এ স্থান খুঁজে পাবে না, তারা সন্ধান কোরে কোরে হয়রান হোয়ে শেষে বিরক্ত হোয়ে ক্ষান্ত দেবে। আপাততঃ আমি বিসিয়াপুরে যাবো, তারই উদ্যোগ কোচ্চি। কিন্তু কোথায় কোথায় আমার গতিবিধি, কোন্ সময় কোন্ দিকে যাতায়াত করি, তাই নাকি গোয়েন্দারা চৌকি দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্চে, কোথায় আমার পদচিহ্ন পড়ে, তা পর্য্যন্তও নাকি খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্চে, তাই নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করা বড় দুষ্কর হোয়ে উঠবে, আমার মন যেন ডেকে বোলচে, আমাকে বিপদে পোড়্‌তে হবে, পালিয়ে বাঁচতে পার্‌বো না।"

মালেক আপনার বাহু প্রদর্শন কোরে বোল্লেন, "এ বাহু থাক্‌তে আপনাকে বিপদে পোড়তে দেবো না, আমাকে সঙ্গে লবেন, আপনি আমার উপর নির্ভর কোরে থাক্‌বেন।"

যোগিবর বোল্লেন, "পুত্র! পাষণ্ড কুতুব

তোমারও অনুসন্ধান কোচ্ছেন, সেটা একবার মনে করো, তুমি শীঘ্র স্বদেশে চোলে যাও, কালবিলম্ব কোরো না, আমাদের অদৃষ্টে যা থাকে ঘটবে, তুমি তার জন্যে চিন্তা করো না, দেশে পৌঁছিলেই তুমি নিষ্কণ্টক হবে।"

মালেক বোল্লেন, "না, তা হবে না, লীলাই যদি সঙ্গে না গেলেন, তবে মৃত্যুই মঙ্গল। আমি আপনার হাতে ধোরে বিনয় কোরে বোল্‌ছি, একবার লীলার কাছে আমায় লয়ে চলুন, আমাদের অদৃষ্টের ফলাফল তাঁর নিজমুখে শুনতে বাসনা করি।"

তাপসবর বোল্লেন, "বালক! আমি জানি, লীলার প্রতি তোমার বেশ প্রণয়-অনুরাগ জন্মেছে। কিন্তু পূর্ব্বে মিরজাকে বাগ্‌দান কোরেছি, এক্ষণে যদি সে কথা খণ্ডিয়ে দি, তা হলে আমি আর লীলা বিসিয়াপুরের রাজক্রোধে পতিত হবো, তাতে আমাদের আহ্লাদময় সুখস্বপ্নরূপ বিমল পদ্মটি শুকিয়ে মলিন হবে।"

মালেক বোল্লেন,"তবে আমাকে বিসিয়াপুর পর্য্যন্ত সঙ্গে যেতে অনুমতি করুন, যিনি আমার প্রাণের সঙ্গে একত্রে গাঁথা আছেন, তাঁকে চক্ষের উপর রেখে সতর্ক হোয়ে সাবধানে লয়ে যাবো।"

যোগী বোল্লেন, "পুত্র! তবে তোমার যেমন ইচ্ছা হয় করো, রাত্র প্রভাত না হতেই আমরা প্রস্থান কোর্‌বো, যে হেতু আমায় ধর্‌বার নিমিত্ত চারিদিকে পাহারা বোসেছে। তুমি তবে আজ এখানে থাকো, ইচ্ছা হয়ে থাকে ত আমাদের সঙ্গে যেও।"

তার পর বৃদ্ধ দুঃখিত-চিত্ত মালেককে সঙ্গে কোরে তাঁর প্রণয়িনীর কাছে উপস্থিত কোল্লেন, লীলা সে সময় অবগুণ্ঠনে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে বোসেছিলেন, মালেক বিস্তর স্তুতি-মিনতি কোরে অনেক কষ্টের পর ঘোমটাটি মোচন করালেন। প্রণয়ী প্রণয়িনী আপনাদের নির্দ্দয় অকরুণ অদৃষ্টের জন্যে কেবল রোদন কোরেই অবশিষ্ট দিনমানটুক অবসান কোল্লেন। যোগিবর রাজকুমার মিরজার সঙ্গে লীলার পাণিবন্ধনের যে ব্যবস্থা স্থির কোরেছেন, তাতেই ঘোর মনস্তাপ পেয়ে যুবক যুবতী অতিশয় আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেন।

মালেক নিশ্চল, সরল, উদার স্বভাব, ছলনা জান্‌তেন না, মনে কোন দুষ্ট অভিপ্রায়ও ছিল না, কিন্তু তাঁর প্রণয়রাগ দুরন্ত প্রবল, তাই মনোবেগ সম্বরণ কোত্তে না পেরে অকুণ্ঠিত হোয়ে নির্ভয়চিত্তে লীলাকে পরামর্শ দিলেন যে, পথে উঠে পিতামহকে পরিত্যাগ কোরে তাঁর সঙ্গে পারস্থানে চোলে যান। ঐ কথা শুনে লীলার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌ল, অতি অভিমানিনী হোয়ে সক্রোধে ঘোমটা ঝেঁপে দিয়ে চারু চন্দ্রানন ঢেকে নীরব হোয়ে মুখ ফিরিয়ে বস্‌লেন। দুর্দ্দান্ত প্রণয়রাগের ওজর কোরে মালেক আপনার দোষ কাটাবার চেষ্টা কোর্‌বেন, এমন সময় যোগীকে প্রবেশ কোত্তে দেখে তাঁর রসনা নিশ্চল হলো। উদাসীন বোল্লেন, "প্রথম কোশেক দুকোশ হেঁটে যেতে হবে, তাই লীলার বিশ্রাম দরকার হোচ্ছে, যে অল্প বেলাটুক আছে, সেটুক তাঁকে ঘুমুতে দিন।" লীলাকে বোল্লেন, "তুমি প্রস্তুত হোয়ে থেকো, ডাকবামাত্রই উঠে এসো।" যুবতী তাই শুনে সকাল সকাল শয়ন কোল্লেন। ঐ পাতাল-গৃহের সব টেরে একটি কামরা ছিল, যোগী মালেককে সঙ্গে কোরে সেই ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেন। রাত্রশেষে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উদাসীন মালেককে আর লীলাকে ডেকে উঠালেন, তাঁরা পিত্তি-রক্ষার মত যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কোরে নিলেন, সকলে যাত্রা কোরে পাতাল-বাস থেকে বার হয়ে লোকালয়ের বায়ু আঘ্রাণ কোত্তে কোত্তে চোল্লেন। যোগী অতিম্লান,অতি বিষণ্ণ,থেকে থেকে চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌ছিলেন, মাঝে মাঝে ফ্যল্‌ফ্যলো-চকো হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন, কি একটা বিপদ্ এসে ঘাড়ে পোড়্‌বে, কি পড়ে পড়ে হোয়েছে, তিনি যেন সেই ভয় কোচ্ছিলেন। পাহাড় থেকে নেমে আস্তে আস্তে চোলে যাচ্ছেন, এমন সময় পাঁচহাতিয়ার বাঁধা একদল লোক এসে চক্ষের নিমিষে তাঁদের ঘেরে ফেল্লে, মালেক তাই দেখে তখনই তলোয়ার খোল্লেন, মরিয়ে হোয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ভয়ে যুদ্ধ কোত্তে

লাগলেন। বিপক্ষেরা দলে ভারি ছিল, তাতেই পরাস্ত হোয়ে শেষে তাঁকে ধরা দিতে হলো। শত্রুপক্ষেরা তখনি তাঁকে নিরস্ত্র কোরে বেঁধে ফেল্লে। লীলা তাঁর পূজ্যপাদ অভিভাবককে জোড়িয়ে ধোরে রইলেন, আর নিরবচ্ছিন্ন করুণস্বরে কাতরাতে লাগ্‌লেন, "তোরা দয়া কোরে ছেড়ে দে।" এই কথা বোলে চেঁচাতেও লাগ্‌লেন। তাঁর সে সকাতর চীৎকারধ্বনি কে শোনে? কেউ তা কানেও ঠাঁই দিলে না। সেই কমনীয় কুসুম-কান্তির বিমল প্রতিমাখানি পাষণ্ডেরা হিড় হিড় কোরে টেনে একটি ঝোপের কাছে নিয়ে গেল, তাঁকে লয়ে যাবার নিমিত্ত সেখানে একখানি ডুলী রাখা ছিল। মালেক ঐ নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখে রাগে ফুল্‌তে লাগ্‌লেন, যোগী দেখে শুনে উন্মাদের ন্যায় হোলেন, দেবরাজ যেমন ভীমগর্জ্জন কোরে জলদগণের তাড়না করেন, যোগিবর সেইরূপ ঘোর বজ্রপাত শব্দে অভিসম্পাতের উপর অভিসম্পাত কোত্তে লা্‌গেলন, আবার কখন বা বদ্‌মাস্‌দের হাতে পায়ে ধোরে সাধ্য-সাধনাও কোচ্ছিলেন, যদি তারা কৃপাকটাক্ষ কোরে তাঁর স্নেহের হার, অন্ধের নিধি, সেই চারু বালাকে অব্যাহতি দেয়। দুরাত্মা পাষণ্ড নরহন্তারা কি কারও ভয়-প্রদর্শনে ভয় পায়? না কারও করুণাপূর্ণ কাতর উক্তিতে তাদের অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হয়? দুর্জ্জন পাপিষ্ঠেরা স্তুতি-মিনতির প্রতি একবার দৃক্‌পাতও কোল্লে না, তাঁর বজ্রনির্ঘোষতুল্য অভিসম্পাতের প্রতি ভ্রুক্ষেপও না কোরে লীলাকে লয়ে প্রস্থান কোল্লে,সেই ডুলীর মধ্যে বালাকে বসিয়ে তাড়াতাড়ি দোয়ে পোড়্‌লো। মালেককে একটা ঘোড়ার উপর সোয়ার কোরিয়ে পাহারা দিয়ে লয়ে চল্লো,মালেক তাঁর অশ্রুমুখী লীলার পাশাপাশি হয়েই চোল্লেন। লীলা মালেকের নাম ধোরে ফোঁস ফোঁস করে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, আর মধ্যে মধ্যে সেই পারসীর আর যোগিবরের নাম কোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌ছিলেন, "ওগো তোমরা আমাকে বাঁচাও, আমার জাত-কুল রক্ষা করো।"তাই শুনে পারসী যুবার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিদাহ হতে লাগ্‌ল, লীলার হতাশ উক্তিগুলি তাঁরে যেন দগ্ধে দগ্ধে ভাজা ভাজা কোত্তে লাগ্‌ল,তাঁর কালক্রোধ হৃদয় কেউ যেন মুচ্‌ড়ে ভেঙ্গে ফেল্‌তে লাগ্‌ল। যোগিবর শোক-বিষাদে স্তম্ভিত হোয়ে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সঙ্গে চোল্লেন, আর মধ্যে মধ্যে অস্ফুট গম্ভীর-স্বরে "গোলকন্দ-রাজা অধঃপাতে যাক্, তার সর্ব্বনাশ হোক্, জগদীশ্বর তারে যেন জলন্ত অনলে দগ্ধ কোরে মারেন।" এই অভিসম্পাত কোচ্ছিলেন, অনেক পথ পর্য্যন্ত তাঁকে ঐরূপ অভিসম্পাত কোত্তে শোনা গেছিলো—যে পর্য্যন্ত বন্দী আর বন্দিনী একটা ক্ষুদ্র গ্রামে না পৌঁছেছিলেন, সে পর্য্যন্ত যোগীর অভিশাপ কথক কথক শোনা যাচ্ছিলো, ঐ ক্ষুদ্রগ্রামে নূতন একদল বেহারা অপেক্ষা কোচ্ছিল—বেহারার ডাক বোসেছিল। মালেক আর তাঁর প্রিয়তমা লীলা বাগনগরের দিকে চোলেছেন, আমরা তাঁদের পথে বিদায় কোরে দিয়ে কুতুবরাজের পার্শ্বচরেরা যে সূত্র ধোরে শীকার দুটি হস্তগত কোত্তে সক্ষম হয়েছিল, আর সে সূত্রের সন্ধান তারা যেরূপে জান্‌তে পেরেছিল, পাঠক বন্ধুকে সেই অপূর্ব্ব বৃত্তান্তটি অবগত করাবো।

লীলাকে পীরপঞ্জাল পর্ব্বতের কুটীর থেকে অপহরণ কোরে আন্‌বার মানসে যে কয়েকজন বেহারা ক্রয় কোরে পাঠান হয়,তারই একজন বেহারা হীরকের সওদাগর আবাসের কাছে চাকর হয়, রাওয়েলখণ্ডেই তার বাস ছিল সে ব্যক্তি নূতন মুন্সীকে দেখেই তখন চিন্‌তে পাল্লে যে, এ ব্যক্তি সেই পারসী বীরপুরুষ, আর এই ব্যক্তিই রাজার অনুচরদের পরাস্ত করে। বেহারা পূর্ব্বে শুনেছিল, যে ব্যক্তি ঐ পারসীকে ধরিয়ে দেবে, কি যে ব্যক্তি এমন সন্ধান বোল্‌তে পার্‌বে যে, অনায়াসেই সে ধরা পড়ে, সে বিস্তর পারিতোষিক পাবে। বেহারা সেই আশ্বাসে কৃতসঙ্কল্প হল যে, পুরস্কারের সমুদয় অর্থটি সে আপনিই উদরসাৎ কোর্‌বে, তাই সে অপ্রকাশ হয়ে মালেককে চোকাচোকি নজরের উপর রাখ্‌তে লাগ্‌ল। মালেক কখন কোথায় যাতায়াত করেন, কখন্ কার সঙ্গে কথা কন,

কখন কি করেন—এই সকল সন্ধান কোরে ফিরে লাগ্‌ল। এক দিন দেখ্‌লে, যুবা একটি আলো লয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে একলা চোলেছেন, সেই পাপিষ্ঠ বেটা তাই দেখে নিঃশব্দে তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লো, সে ভাব্‌লে, মালেক যখন একলা যাচ্চেন, অবশ্য কোন মতলব আছে, তাঁর মতলবটা জান্‌তে হবে। মালেক যখন পোড়ে গিয়ে হাতের আলোটি নিবিয়ে ফেল্লেন, ঐ বজ্জাত ধূর্ত্ত নরাধম বেহারা হাত কয়েক মাত্র তফাৎ ছিল। সুরঙ্গের চরম সীমার একদেশ থেকে যে আলোর ছটা প্রকাশ পায়, তাই দেখে মালেকও যেমন বিস্মিত হন, তেমনি ঐ পামর বেটাও তাঁর ন্যায় চমৎকৃত হয়। বেহারা কিন্তু তখনি বুঝ্‌তে পাল্লে, সেই গিরি-সুন্দরী এখানে অপ্রকাশভাবে আছেন, মালেকের তত রাত্রে এখানে আস্‌বার কারণই সেই। পর-দিবস সে শুন্‌লে, নিঃসন্দিগ্ধ মালেক লোহার শিক চাচ্চেন, আর সেই শিক লয়ে সুড়ঙ্গের সেই টেরের দিকে চোলে গেলেন, তাও সে দেখ্‌লে, সে তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়েই ছিল, খুব যত্নপূর্ব্বক দেখ্‌ছিল, তিনি শিক লয়ে কি করেন। সে দেখ্‌লে, মালেক আস্‌বার সময় একখানি চিঠি জেবের মধ্যে গুঁজে রাখ্‌লেন, তার পরেই একেবারে সিধে বাড়ী চোলে গেলেন। বেহারা যা-ঠাওরেছিল, তাই ভাল-রূপ সপ্রমাণ কর্‌বার জন্যে ঐ ব্যক্তি সুড়ঙ্গের প্রান্তভাগে সেই প্রস্তরময় প্রাচীরের কাছে চোলে গেল, হাতে একগাছ লোহার শিক ছিল, শিকগাছটি সেই ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে, বাড়ীগাছটি পুনরায় টেনে বার কোরে দেখে যে, তার অগ্রভাগে রেসমের সূত্রে এক-খানি পত্র বাঁধা রয়েছে, তাই দেখে সে আনন্দে নেচে উঠ্‌ল, ভারি পুলকিত হল। বেহারা লেখা-পড়া জান্‌ত না, কি লেখা আছে, কি বুঝ্‌বে? তাই সেই চিঠিখানি লয়ে সুড়ঙ্গের প্রধান তত্ত্বাবধারক যিনি, তাঁর কাছে চোলে গেল, তিনি তখন রাজধানীতে ছিলেন। প্রধান অধ্যক্ষ অত্যন্ত আগ্রহ হয়ে পত্রখানি পোড়্‌লেন, তাতে এই কটি কথা লেখা ছিল।—

"আর অধিক কথা আমার কাছে শুনতে চাচ্ছেন কেন? যোগীর কি অভিপ্রায়, তা আমি অবগত নই। আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, আর অতি অল্পকাল মাত্র আমরা এখানে আছি, দুই এক দিবসের মধ্যেই এস্থান ত্যাগ কর্‌বো, আর যেন এখানে আস্‌তে না হয়। আমি যে সময় আপনাকে বলে দিয়েছি, সেই সময় যোগীর সঙ্গে পর্ব্বতের উপর সাক্ষাৎ হোতে পার্‌বে, তাঁর মুখেই সকল কথা শুন্‌তে পাবেন। আমাদের আর একবার দেখা সাক্ষাৎ হোলে আহ্লাদিত হই। লীলা।"

এই সন্ধানের বিষয় রাজাকে তখনি সংবাদ করা হোলো। রাজা বল্লেন, তাঁর চরেরা যদি সেই গিরি সুন্দরীকে, আর সেই পারসীকে তাঁর কাছে ধোরে আন্‌তে পারে, তিনি তাদের অপরিমিত অর্থ পুরস্কার কোর্‌বেন। দুজন লোক অলক্ষ্য হয়ে মালেকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রইল। সেই দুটি লোকই তাঁর পেছনে পেছনে গিয়ে, পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য কোরে সেই ভগ্ন মস্‌জিদ পর্য্যন্ত যায়, সেখানে গিয়ে কিন্তু তাঁরে তারা দেখ্‌তে পেলে না। তথাচ লীলার ঐ পত্রের উপর নির্ভর কোরে একদল বদমাস এমনি স্থানে ওৎ কোরে রেখে দেওয়া হয়েছিল যে, কালে ভদ্রে কখন যদি সেই যোগী আর সেই যুবতী পর্ব্বত-বাস পরিত্যাগ করেন, যদি কখন এস্থান থেকে উঠে অন্য স্থানে চোলে যান, সেই সময় তারা নিশ্চয়ই সেই সকল লোকের হাতে গেরেপ্তার হবেন, সেটি কেউই খণ্ডাতে পার্‌বে না। কত উত্তম কৌশলে সেই গেরেপ্তারি কার্য্যটি তারা সিদ্ধ কোরেছে, পূর্ব্বে সে কথা বলাই হয়েছে।

রাজধানীতে পৌঁছে মালেকের হাতে পায়ে জিঞ্জির দিয়ে রাজার সুমুকে হাজির কোরে দিলে। এদিকে তাপিত হৃদয়া লীলাকে বিলাস-মন্দিরে পাঠিয়ে দেওয়া হল, তাঁর বাসের নিমিত্ত ঘর-দ্বার সুসজ্জিত কোরে রাখা হোয়েছিল। রাজা মালেককে দেখে বোল্লেন, "ওরে বিট্‌লে বজ্জাত! তুই বেটা কে? তোর এত সাহস যে, আমার হুকুমের বহির্ভূত কাজ করিস্?" আমার সঙ্গে আড়া-আড়ি কোরে আমার ইচ্ছার ব্যাঘাত জন্মস্?"

মালেক বোল্লেন, "আমি চিরকাল যা, আজও তাই, আমি অত্যাচার পীড়িত অনাথা ব্যক্তিদের রক্ষা কর্‌বার জন্যে জীবন গ্রহণ কোরেছি।"

রাজা। বেটার ভারি অহঙ্কার, একে আমার সামনে থেকে তফাৎ কর্, সেই পাতাল-পুরের অন্ধকূপে লয়ে যা, বেটার যেমন দম্ভ, বিচার কোরে তার উপযুক্ত শাস্তি দেবো। যা, আমার সুমুখ থেকে লয়ে যা।" এইবোলে চেঁচিয়ে সভাতল তোলপাড় কোত্তে লাগ্‌লেন।

অনুগত দাসেরা মালেককে যেন উড়িয়ে লয়ে ছল্লো, মাটীর ভিতর একটি ঘরে তাঁরে কয়েদ কোরে রাখ্‌লে, ঘরটির মধ্যে এমনি অন্ধকার, আর তার মেজেটি এমনি জলা-স্যাঁত-স্যাঁতে যে, তার মধ্যে মাথা দিতেই মালেকের সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে কেঁপে উঠ্‌ল। যুবার ত ঐ অবস্থা হল, রাজা এখন অন্দরে চোলে গেলেন, সেখানে বিধুমুখী লীলা বোসে করুণস্বরে রোদন কোচ্ছিলেন, আর বচনাতীত শোক-বিষাদে অভিভূতা হোয়ে করে কর নিপীড়ন কোচ্ছিলেন। রাজা মনে কোল্লেন, নম্র—নত হোয়ে কথা-বার্ত্তা কইলে, দুটো স্নেহ প্রকাশ কোল্লে, দুদিন আদর আহ্লাদ কোল্লে লীলাকে বশ কোত্তে পার্‌বেন, শেষে সুন্দরী আপনা হতেই আমার মন্দিরে থাকৃতে ভালবাস্‌বেন, এই ভেবে বাগনগরপতি সেই শোকার্ত্তা হৃদয়দগ্ধা কামিনীর নিকট উপস্থিত হোয়ে বোল্লেন, "যুবতীরত্ন! তুমি কেঁদো না, শোক-উচ্ছলিত ক্ষারময় অশ্রু দ্বারা তোমার উজ্জ্বল নয়নের বিমল জ্যোতি কেন মলিন কোচ্ছো? সুন্দরি! এই দেখো, একটি মহা বলবান্ রাজা পদানত হোয়ে তোমার অগ্রে যোড়হাত কোরে দাঁড়িয়ে আছে, সে তোমায় এত স্নেহ করে, তোমার জন্যে সে এত উন্মত্ত যে, তার রত্নময় উজ্জ্বল সিংহাসনের অর্দ্ধাংশ প্রদান কোত্তে প্রস্তুত হোয়েছে। পুরোহিত কৃতাঞ্জলি হোয়ে দ্বারে অপেক্ষা কোচ্ছেন, তোমার অনুমতি হোলেই আজন্মের মত চির-অভেদ্য বন্ধন দ্বারা আমাদের পরস্পর আবদ্ধ কোর্‌বেন। এক্ষণে তোমার প্রদীপ্তিমান্ চারু নয়নের অশ্রু মোচন করো, আর একটিবার সেই প্রফুল্ল-বিকশিত বিনোদ আঁখির কোমল-ছটা চক্ষে দর্শন কোর্‌বো।"

অশ্রুমুখী লীলা ফুল্‌তে ফুল্‌তে, ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে কেবল এই কথা বোল্লেন, "আমাকে আমার বৃদ্ধ অভিভাবকের কাছে পাঠিয়ে দিন, আর যাঁকে ধোরে কয়েদ কোরেছেন, সেই মহাত্মা বন্দীকে মুক্ত কোরে দিন।"

রাজা বোল্লেন, "কে? তাই বটে! সেই বজ্জাতের জন্যে অনুরোধ কোচ্ছো? তবে তার মৃত্যু ধরাই রয়েছে, আল্লার দিব্বি।"

কোমলাঙ্গী লীলা ঐ কথা শুনে হাহাকার শব্দে চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন, অতি দীন দুঃখিনীর ন্যায় কাতর হোয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেই দুর্জ্জন নিঠুরের দুখানি পা জোড়িয়ে ধোরে "ওগো, তারে প্রাণে মেরো না, ওগো তারে ছেড়ে দাও, দোহাই তোমার, তুমি তার প্রাণের উপর হন্তারক হইও না।" সুন্দরী এই বোলে অতি কাতরস্বরে চেঁচাতে লাগ্‌লেন। রাজা বোল্লেন, "আচ্ছা, তুমি যদি আমার হও, তবে তারে ছেড়ে দেবো, তোমার উপরেই সেই পারসী বালকের শুভাশুভ অদৃষ্টে নির্ভর কোচ্ছে।"

হৃদয়-তাপিতা লীলা বোল্লেন, "এক্ষণে শোকে-সন্তাপে অন্তঃকরণ দগ্ধ হোচ্ছে, এ তাপিত অবস্থায় আমি কি তত গুরুতর প্রস্তাবের সদুত্তর কোত্তে পরি? তবে আপনি এমন অনুচিত প্রস্তাব কেন কোচ্ছেন। বিশেষতঃ আপনার লোকজনেরা যে ভয় প্রদর্শন কোরেছে, সে আতঙ্ক আমার এখনও দূর হয় নি, তাই প্রার্থনা যে, আপনি অনুগ্রহ কোরে কিছু দিনের অবকাশ দিন, আগে বিবেচনা কোরে দেখি, শেষে সে কথার চূড়ান্ত জবাব দেবো।"

রাজা বোল্লেন, "সেই কথাই ভাল, আজ থেকে তোমাকে এক মাসের অবকাশ দেওয়া গেল, আচ্ছা দেখ্‌বো, ঐ মেয়াদ গত হলে তুমি কেমন কোরে আমার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করো।" লীলা বোল্লেন, "তবে মালেক মারা পোড়্‌বে না? তাঁর প্রাণের কোন আশঙ্কা নেই?" কুতুব বোল্লেন, "আপাততঃ সে মারা যাচ্ছে না বটে,

কন্তু যে মেয়াদের কথা হল, ঐ মেয়াদ গত হলে তুমি যদি প্রতিকূল কি অপ্রীতিকর জবাব দাও, তবে তুমিই তার প্রাণঘাতিনী হবে, তোমা হতেই শিলমোহর পোড়ে তার অদৃষ্টের দ্বার অবরুদ্ধ হবে।” এই কথা বোলে রাজা হুকুম দিয়ে দিলেন, “লীলার যেন অগৌরব না হয়, সকলেই যেন তাঁর সম্মান সমাদর করে, আর তিনি স্বয়ং যখন ইচ্ছা কোর্‌বেন, তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে আস্‌বেন।”

এক্ষণে যোগিবরের আর কোন আশা নেই, পদে পদে কেবল বিপদেরই আশঙ্কা কোচ্ছেন, কি করেন, নিরুপায় দেখে আস্তে আস্তে বাগ্‌-নগরের দিকে চোলে গেলেন। সেখানে পৌঁছে লীলার আর মালেকের অদৃষ্টে যা ঘটেছে শুন্‌লেন, রাজার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌বার জন্যে লালায়িত হয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন, কিন্তু তাঁর সে বাসনা সিদ্ধ হল না, গোলকন্দনাথের কাছে তাঁর কথা উপস্থিত করাতে তিনি তা ঘৃণা কোরে কানেও শুন্‌লেন না। যে যোগীর কথা উত্থাপন কোরেছিল, তারে পর্য্যন্ত সম্মুখ থেকে তাড়িয়ে দিলেন, অবশেষে বৃদ্ধ যোগীকে বাস্তবিক রাজপুরী থেকে বার কোরে দেওয়া হলো। রাজান্তঃপুর সম্বন্ধে একটা তুচ্ছ কথা হোলেও অন্দরে সহরময় গোল হয়ে পড়ে। যোগী জনরবে শুন্‌লেন যে, রাজার প্রস্তাবের চরম উত্তর দেবার জন্যে লীলা এক মাসের অবসর চেয়ে লয়েছেন, শুনে বড় আনন্দিত হোলেন। এক মাসকাল গত হবার পূর্ব্বে গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হয়ে অনেক কারখানা উল্‌টে যেতে পারে, অনেক বিষয়ের পরিবর্ত্তন হতে পারে—আবার অনেক হওয়া বিষয়ও নয়, আর না হওয়া বিষয়ও উপস্থিত হতে পারে। যোগী বিবেচনা কোল্লেন, তবে এই ত সুসময়, এই সুযোগে বিসিয়াপুরের রাজাকে একবার অনুরোধ করি, তাঁদের যে চির অভিসন্ধি আছে, এই সময় সিটি পাকাপাকি কোরে তোলা যাক। দুঃখবিষাদপীড়িত তাপসবর রওনা হয়ে বিসিয়াপুরে চোলে গেলেন, তাঁর মনে মনে ভরসা ছিল যে, ফিরে এসে সর্ব্বদমনকারী মহা বলবান্‌ সৈন্য সঙ্গে লয়ে বাগনগরে প্রবেশ কোর্‌বেন, গোলকন্দ রাজ দেখে কেঁপে যাবেন, তাঁর সিংহাসনের আমূল পর্য্যন্ত লোড়ে উঠ্‌বে, রাজ্য রক্ষার নিমিত্তে ত্রাহি ত্রাহি কোর্‌বেন।

রজনীও প্রভাত হয়, আর হতভাগা মালেক মনে করেন, হয় ত আজ আমার মৃত্যুর পরোয়ানা উপস্থিত হবে, যুবা এইরূপ নিত্যই প্রাণের আশঙ্কা কোত্তে লাগ্‌লেন। এক দিন গত হলো, দুই দিন গত হল, তথাচ মালেক বেঁচে আছেন, নিত্যই এইরূপ দেখছেন, একদিন যাচ্ছে, আর আসচে, কিন্তু তথাচ মালেক জীবিত আছেন, কেউ তাঁরে জিজ্ঞাসাও করে না। যুবার মনে সাহস হলো, তিনি এক্ষণে পালাবার যোগাযোগ চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন। জেমশার সাহায্যে কোন গতিকে তাঁর উপকার হতে পার্‌বে, এ আশা তাঁর মন থেকে এখনও যায় নি, মালেক সেই আশা ধোরেই সাংসের উপর আছেন, তবে তিনি যে ঘোর সঙ্কটে পোড়েছেন, এ খবর আমীরকে কি কোরে পাঠান যায়, তাই ভেবেই উৎকণ্ঠিত হোতে লাগ্‌লেন। যুবার সঙ্গে কিছু অর্থ ছিল, জেলদারোগাকে ঘুস কবুল কোরে লেখ্‌বার সরঞ্জাম আর একটা আলো আনালেন, মালেক এখন কালী কমল লয়ে লিখ্‌তে বোসলেন। পারস্যস্থান থেকে রওনা হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা হয়েছে, একটি একটি কোরে খুঁটে খুঁটে সে সমুদায় বৃত্তান্তটি লিখ্‌লেন। প্রকারান্তরে ইশারা কোরে এ কথাও জানালেন যে, গোলকন্দরাজের অধঃপতন হবার বেশ সম্ভাবনা হোয়েছে, একদল বলবান্‌ সৈন্য তাঁর অধিকার আক্রমণ কর্‌বার উদ্‌যোগ কোচ্ছে, কিন্তু কোন্‌ দিক থেকে এ উদ্‌যোগ হোচ্ছে, কুতুব তা স্বপ্নেও জানেন না। দারোগাকে ঘুষ দিলেই কাজ পাওয়া যায় জেনে মালেক আরো কিছু মোহর কবুল কোরে, বিস্তর হাতে পায় ধোরে বোল্লেন যে, তিনি অনুগ্রহ কোরে এই পত্রখানি আমীর যেখানে আছেন, সেইখানে রওনা কোরে দেন, বিলম্ব না হয়। দারোগাও স্বীকৃত হলেন, এ উপকার তিনি অবশ্যই কোর্‌বেন। কিন্তু কি পরিতাপ! ঐ স্পষ্ট বাহ্য স্বীকারের অন্তঃরালে একটি

বিশ্বাসঘাতকের কালমূর্ত্তি লুকিয়ে ছিল, মালেক তার কোন খবরই রাখতেন না।

প্রথমতঃ যৎকালীন লেখবার উপকরণ চাওয়া হয়, দারোগা তখনই সে কথা রাজাকে অবগত করান। রাজা শুনে হুকুম দিলেন যে, কাগজ কলম দিয়ে মালেকের প্রার্থনা পূর্ণ করা হয়, আর বোল্লেন, বন্দী যা কিছু লেখে, তিনি যেন তা দেখতে পান,পত্রখানি তাঁর হাতে যেন সমর্পণ করা হয়। কুতুব চিঠি পোড়ে যখন জানতে পাল্লেন, মালেক আমীরের সহোদর,তাঁর অতিশয় বিস্ময় জ্ঞান হলো। লীলার কাছে যে অবসরকাল স্বীকার করেছেন, তাঁর মেয়াদ এখনও পূর্ণ হয়নি, তথাচ রাজার অর্দ্ধাঙ্গিনীর অধিক প্রবৃত্তি হল যে, সে প্রতিশ্রুত অন্যথা কোরে মালেকের প্রাণ বধ কোত্তে তখনি হুকুম দেন। পত্রের মর্ম্ম অমাত্যগণের কাছে অপ্রকাশ রাখলেন, রাজার মনে এই ভয় হলো, বন্দী আমীরের সহোদর, এ কথা শুনলে মালেকের প্রাণদণ্ড করবার নিমিত্তে তারা তাঁকে সর্ব্বদা পীড়াপীড়ি কোরবে, শেষে হয় ত তাদের অনুরোধ এড়াতে পারবেন না। কুতুব যে বন্দীর প্রাণ নষ্ট কোত্তে আগ্রহ ছিলেন না, তার কারণ এই, মালেকের প্রাণ রক্ষা হোলে লীলা তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হোলেও হোতে পারেন। পূর্ব্বে আমীরের উপর কুতুবের রাগ-দ্বেষ-ঘৃণা ছিল বটে, কিন্তু তত বাড়াবাড়ি নয়, সম্প্রতি জেমলার প্রতি তাঁর আক্রোশ ভারি বেড়ে উঠছে.অতিশয় প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে অসম দুঃসাহসী আমীর জেমলা গোলকন্দ রাজার নাম কোরে রাজসেনা লয়ে কর্ণাটের যেখানে যত মন্দির,মসজিদ,আর বড় বড় সমৃদ্ধিমান্ সহর, নগর ছিল, লুটে ছারখার কোচ্ছেন। রাজধানীতে পুনরাগমন কোল্লে তাঁর অদৃষ্টে যা ধরা রয়েছে.সিটি তিনি পূর্ব্বেই জানতে পেরেছিলেন, তাই জেনেই দিনে ডাকাতের ন্যায় লোচোকো লুট-তরাজ কোরে হীরে মুক্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার বিশকিম্মতি রত্নের চক্ষুদান দিচ্ছিলেন। আমীরের কি ক্ষতি,গোলকন্দের রাজাই দেশাবচ্ছিন্ন লোকের শাপের স্বরূপ হোলেন,আমীরের অপরাধে তিনি বিস্তর রাজারাজড়ার শত্রু হয়ে পোড়লেন। কুতুবের মনে এই ভয় হলো, জেমলা যে সকল দেশ লুট কোচ্চে উজাড় উদাস কোচ্ছেন, সেই সকল দেশের রাজারা এ অপকারের প্রতিশোধ না দিয়ে ক্ষান্ত হবেন না, হয় ত তাঁরা সকলে একবাক্য কোরে প্রতিকারের চেষ্টা কোরবেন। পাছে তাঁরা সৈন্যবল লয়ে হঠাৎ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন, এই ভয়ে কুতুব রণ সজ্জায় প্রস্তুত হোতে লাগলেন, যদি তেমন তেমন দেখেন ত সম্মুখীন হোয়ে যুদ্ধ কোরবেন। "একদল সৈন্য তাঁকে আক্রমণ কোত্তে আসচে, আর যে দিক দিয়ে আসচে, কুতুব স্বপ্নেও জানেন না যে, সেদিকে ভয়ের সন্দেহ আছে।" মালেকের চিঠিতে আকার ভঙ্গীতে এই যে একটু ইশারা আছে, তাতেই কুতুব দুর্ভাবনায় অস্থির হোলেন, বিষম ফাঁপরে পোড়লেন, ভারি উদ্বিগ্নে রইলেন, সন্দিগ্ধ-চিন্তা তাঁরে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুল্লে। তাঁর মনে স্পষ্ট বিশ্বাস হলো যে,ঐ সহোদর দুই ব্যক্তি এক যুড়ী বিশ্বাসঘাতী প্রতারক, তাই তিনি মনে মনে স্থির-সঙ্কল্প কোল্লেন যে, নিশ্চয়ই বন্দীর প্রাণ সংহার কোরবেন, কমলনেত্রা লীলা তার প্রস্তাবে সম্মত হোন আর নাই হোন, তার জন্যে মালেকের মৃত্যু রক্ষা হবে না।

বিধাতার কি অপূর্ব্ব খেলা! যৎকালীন মালেক বিপুল আনন্দে পুলকিত হোয়ে মুক্তির প্রত্যাশা কোচ্ছিলেন, কপাল-গুণে সেই সময় উদ্ধারের যাবৎ সম্ভাবনা, প্রাণরক্ষার যাবৎ আশা একেবারে উচ্ছিন্ন হোয়ে গেল। আর তিন দিবস গত হোলেই মাস পূর্ণ হয়। লীলা দেখলেন, মেয়াদ ত ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু নিকটানুকূল্যের কোন চিহ্নই নেই, তাই দেখে চারুদর্শনা মনে মনে ছটফট কোত্তে লাগলেন, তাঁর যেন মরণ-যন্ত্রণা উপস্থিত হলো। সুন্দরীর মনে বিশ্বাস ছিল, যোগী যদি বেঁচে থাকেন, তাঁ হোতে যত্নের ত্রুটি হবে না, চেষ্টা পেতে, কষ্ট লতে, পরিশ্রম কোত্তে যোগী কিছুতেই পরাঙ্মুখ হবেন না, তাঁর উদ্ধারের নিমিত্ত তাপসবর কোন উপায় বাকী রাখবেন না। যোগী যে বিসিয়াপুরের সঙ্গে মিলে একটা চক্রান্ত কোরবেন, সে খবরও লীলা না জানতেন তা নয়!

যুবতী এক্ষণে এই আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেন যে,কেন তিনি গোলকন্দ-রাজের প্রস্তাব মীমাংসার জন্তে আরো অধিক সময়ের প্রার্থনা কোল্লেন না ? সেই দুঃখে ক্ষুব্ধ হয়ে আরো ম্রিয়মাণা হ'তে লাগলেন, অধিক মেয়াদ চাইলে অবশ্যই পেতেন। মালেকের যে ঘোর দুর্গতি উপস্থিত, এক একবার তাই মনে পোড়ে তাঁর অন্তঃকরণ কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, যুবাকে বাঁচাবার নিমিত্ত যুবতী মনে মনে কুতুবের প্রস্তাবে সম্মত হতে আধা-আধির অধিক রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব অন্তরে উদয় হলে আতঙ্কে আর ঘৃণায় তাঁর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌তো।

একদিন ঘটনাক্রমে রাজা লীলার মন্দিরে হঠাৎ উপস্থিত হোলেন। ঐ গৃহে স্নানের জল গরমের নিমিত্ত একটি দুর্জ্জয় তামার কটাহ ছিল। * রাজা যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন, লীলা শশব্যস্ত হোয়ে তাড়াতাড়ি সেই কটাহের কাছ থেকে সোরে এলেন, কুতুব তাই দেখে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হোলেন, তাঁর প্রবেশের সময় সুন্দরী ঢাকিনী দিয়ে ডেকের মুখটি বন্ধ কোচ্ছিলেন, ঐ ঢাক্‌নীটি অতিবৃহৎ, দুর্জ্জয় স্থূল, ইস্প্রিঙের দ্বারা চাপা থাক্‌ত। লীলা রাজাকে দেখে স্পষ্ট অপ্রস্তুতের ন্যায় তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যস্থলে আপনার স্থানে বোস্‌তে যাচ্ছিলেন। যুবতীর এই বিসদৃশ অনিয়ম ব্যবহার যেন চক্ষে দেখেন নি,কি দেখেও যেন সে দিকে মনোযোগ করেন নি, কুতুব এইরূপ ভাণ কোরে যুবতীর পাশে গিয়ে বোস্‌লেন, আর নানা বিষয়ের কথা-বার্ত্তা কোরে তাঁরে অন্যমনস্ক কোল্লেন। বিলাস-গৃহের পার্শ্বে একটি উদ্যান থাক্‌বার নিয়ম আছে, রাজা বোল্লেন, "সুন্দরি! চলো, একবার ঐ বাগানে গিয়ে বেড়াই।" লীলা বোল্লেন, "চলুন মহারাজ!" তাঁরা দুজনে ঘরের বার হোলেন, কুতুব যা চক্ষে দেখেছেন, তাতে তাঁর মনে অতিশয় সংশয় আর ক্রোধ জন্মে, সে ভাবটি কিন্তু অতি কষ্টে চেপে রেখেছিলেন, নৃপতি মনে কোল্লেন, আর কিছু নয়, ধূর্ত্ত লীলার অবশ্যই গুপ্ত নাগর আছে, তাকেই ঐ ডেকের মধ্যে ঢেকে চাপা দিয়ে রেখেছে। সেই পাপিষ্ঠ অপরাধীকে, সে যেই হোক, সমুচিত শাস্তি দেবার নিমিত্ত গোলকন্দ-নাথ মনে মনে মন্ত্রণা কোরে একটা ঘোর কালান্তক নিষ্ঠুর দণ্ড অবধারিত কোল্লেন। তার পর লহমা কয়েকের নিমিত্ত লীলাকে একাকিনী রেখে বাহিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন রে, মালেক কয়েদখানায় বেশ হেঁপাজাতে আছে ত?" "আজ্ঞা, খুব হেঁপাজাতেই আছে," জেলদারোগা এই উত্তর কোল্লে। তার পর কয়েকটি আবশ্যক আবশ্যক হুকুম জারি কোরে সরদার খোজাকে ডেকে বোল্লেন, "এক ঘণ্টার মধ্যে পারশী বন্দীর মাথা কেটে অন্দরে পাঠায়ে দাও, আমি সেইখানেই উপস্থিত থাক্‌বো।"

সরদার খোজা "যে আজ্ঞা বোলে" শির নত কোরে স্বামীর আদেশ পালন কোত্তে চোলে গেল, কুতুবরাজ ভিতরে গিয়ে লীলার পাশে বোস্‌লেন,যুবতীকে একলা ফেলে গেয়েছিলেন বোলে বিস্তর কাতর হয়ে ক্ষমা চাইলেন, বোল্লেন, "আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাই একবার বাহিরে গেয়েছিলেম, তার জন্মে কিছু মনে করো না সুন্দরি।" এক ঘণ্টা, কি কিছু অধিককাল এদিক সেদিক বেড়িয়ে রাজা তাঁর প্রিয়তমা সঙ্গিনীকে বোল্লেন,"তবে চলো, এখন ঘরে গিয়ে বসা যাক।" ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে কুতুব বোল্লেন, "রমণীরত্ন! তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্চে, তুমি আজ ঔদাস্য কোরে স্নান করো নাই, মনে কোল্লেম, তবে বুঝি, চাকরাণীদের অমনোযোগেই তোমার স্নান হয় নি, তাই তোমার সঙ্গে বাগানে প্রবেশ কোরেই হুকুম দিয়েছি, শীঘ্র জল গরম হয়ে যেন প্রস্তুত থাকে, বেড়িয়ে চেড়িয়ে এসে স্নান কোল্লে শরীর-মন বেশ সুস্থ হয়, এখন এসো, জল গরম হয়েছে কি না দেখি গে।"

*বিলাস-গৃহে নিত্য স্নানের প্রথা ছিল, সেটি অখণ্ডিত নিয়ম। ঐগৃহের দুর্জ্জয় বৃহদাকারের তাম্র-ডেকগুলি এমনি কৌশলে প্রস্তুত হইত যে, নল দ্বারা জলস্রোত চালিত হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত, নিম্নতলের একটি ঘরে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া ঐ জল উত্তপ্ত করা হইত, সুতরাং জল গরম করিবার নিমিত্ত চাকরকে বিলাস-মন্দিরে প্রবেশ করিবার আবশ্যক হইত না।

ঐ কথা শুনে লীলা ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপতে কাঁপ্তে মূর্চ্ছিতা হয়ে ঘরের মেজের উপর পোড়ে গেলেন, রাজা যেন তাঁর দিকে চেয়ে দেখেন নি, এইরূপ কাচ কেচে, কে তাঁর ক্রোধের ভাজন হলো, তাই স্থির জান্বার জন্যে মহা হৃষ্টচিত্ত হয়ে ডেকের ঢাক্নী তুলে ফেল্লেন। কার এমন কলমের তেজ যে, এ সময় কুতুবের হৃৎকম্প বর্ণনা করে! তিনি ডালা তুলে দেখেন যে, তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র ওর-মাজের নবীন দেহ শব হয়ে ডেকের মধ্যে অবস্থিতি কোচ্চে!!!

আবার ঠিক সেই সময়েই দুজন খোজা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বোল্লে, "মালেক পারসী পালিয়ে প্রস্থান কোরেছে।" লীলা শুনে হাততালি দিয়ে উঠ্লেন, ভাবলেন, জগদীশ্বরের কৃপায় একটি ত দুর্জ্জনের গ্রাস থেকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা কোল্লে। খোজারা যা বোল্লে, কুতুব কি তা শুনতে পেয়েছিলেন? সে সময় সম্মুখস্থিত সেই ভয়ঙ্কর ঘোর শোক-মূর্ত্তির উপর তাঁর মন আর চক্ষু অবনত হয়েছিল, রাজার তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য, সেটি কিন্তু তাঁর নিষ্ঠুর আদেশের প্রত্যক্ষ ফল। খোজা দুজন এগিয়ে বিকট ভয়ের স্বরে "ওরমাজ! ওরমাজ!" কোরে চেঁচিয়ে উঠ্ল, তারা সেই ঘোর বিকটাকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন কোরে, আতঙ্কে গোটোসোটো হয়ে থর্ থর্ কাঁপ্তে লাগ্ল। পুত্রের নাম রাজার কর্ণে প্রবেশ করায় মোহপ্রাপ্ত অবস্থা গিয়ে তাঁর চৈতন্য হলো,তখন তিনি শ্রাবণ-ধারার ন্যায় অশ্রুপাত কোত্তে কোত্তে, ফুলে ফুলে, ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগ্লেন। মাথা থেকে টুপিটা টেনে ফেলে দিয়ে, পুত্রের মৃত শরীরের উপর ঝাঁপ দিয়ে পোড়্লেন, আর "ওরমাজ ওরমাজ" কোরে চেঁচিয়ে ডাক্তে লাগ্লেন। এখন কালাগ্নি ক্রোধের পরিবর্ত্তে শোক-সিন্ধুর তরঙ্গ উথলিয়ে উঠ্ল। লীলার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, লীলা সেই হৃদয়ত্রাস ঘোররূপ ভয়ঙ্কর অভিনয় দর্শন কোরে অবশাঙ্গ হয়েছেন। যুবতী মেজের উপর হাঁটু অবনত কোরে কৃতা-ঞ্জলি হয়ে আছেন, ব্যাকুল হয়ে অবসর প্রতীক্ষা কোচ্চেন, যে গতিকে রাজপুত্রের এই অকালমৃত্যু উপস্থিত, অবসর পেলেই যুবতী তদ্বৃত্তান্ত রাজাকে অবগত করাবেন, এই তাঁর অভিপ্রায়।

লীলাকে কথা কবার উপক্রম দে কুতুব ভয়ঙ্কর বিকট মুখ কোরে চীৎকারশব্দে বোল্লেন, "চুপ! চুপ! তুই দেবনারী-বেশধারিণী ভয়ঙ্কর রাক্ষসী!" পুত্রের মৃতশরীরের দিকে অঙ্গুলী হেলিয়ে "ঐ দেখ, পিশাচিনী! ঐ দেখ্, এ তোরই কর্ম্ম! তারই শোধ এই নে, এই নে।" এই কথা বল্তে বল্তে যুবতীর সুকুমার হৃদয়ে উপরোপরি দুবার ছোরা বসিয়ে দিলেন, তার পরেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন, গিরি-সুন্দরীর রুধির-প্লাবিত কোমল অঙ্গের দিকে একবার চেয়েও দেখ্লেন না।

খোজারা রক্তের স্রোত অবরোধ করবার নিমিত্ত নিরর্থক পরিশ্রম কোত্তে লাগ্ল, হত-ভাগিনীর মর্ম্মস্থল কালান্তক নিষ্ঠুর প্রহারে ছিন্ন হয়ে গেছে, সে রুধির-তরঙ্গ অপ্রবাহিত হবার নয়। লীলার অন্তিমকাল উপস্থিত, মৃত্যুর চরম-কালে প্রাণবায়ু যেরূপ বুকের মধ্যে ধুক্ ধুক্ কোরে নড়ে, সেইরূপ লীলার মহাপ্রাণী তখনও পর্য্যন্ত বুকের মধ্যে এক একবার নড়ে নড়ে উঠ্ছিল। এদিকে লোকজনেরা এগো রে, আয় রে, দেখ্ রে, ধর্ রে, এই প্রকার চীৎকার কোরে অন্তঃপুরের মধ্যে মহা কোলাহল কোত্তে লাগ্ল, তাদের চেঁচাচেচি হাঁকাহাঁকির গণ্ডগোলে রাজভবনে হুলস্থুল ব্যাপারের মহা তুফান উঠ্ল। এই নিষ্ঠুর রক্তাভিনয় দর্শন কোরে কি নির্দ্দয় পাষণ্ড, কি সাংসারিক মায়া-শূন্য উদাসীন, সকলেরই চক্ষে অশ্রুপাত হতে লাগ্ল, নিরপরাধিনী লীলাকে বাঁচাবার নিমিত্ত সকলেই অশেষমতে যত্ন পেতে লাগ্ল. কিন্তু তাঁর সে কালের ঘা, সে কাল রক্তস্রোত আর বন্ধ হলো না! হায়! যুবতীর চক্ষু দুটি ক্রমে বুজে এলো, ওষ্ঠ দুটি কেঁপে কেঁপে অস্পষ্ট বিড়্-বিড়্ শব্দে কি বোল্তে লাগ্ল, কেউ তা বুঝ্তে পাল্লে না, সে অস্ফুটধ্বনি কারও শ্রুতি-গোচর হলো না, তার পর একটি গভীর অন্তিম দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ কোরে সরলা চারুবালা

সংসার-মায়া বিসর্জ্জন কোল্লেন। তাঁর সে জীবনের না কোন ফলই হলো, না কোন সুখই ছিল।

পূর্ব্বগত নিদারুণ বিষাদ-ঘটনাগুলি যেরূপে আর যে জন্যে ঘটেছে, একণে সেই বৃত্তান্তগুলি বর্ণপাত কোত্তে প্রবৃত্ত হলেম।

যে দিন এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার অভিনয় হয়, লীলা উদাসমনে বোসে কত চিন্তা কোচ্ছিলেন, "হায়! উপায় কি? দুর্ভাগ্য মালেককে কি কোরে বাঁচাবো? কি গতিকে তার প্রাণরক্ষা হবে? উদ্ধারের কোন পথ দেখিনে, সময় ত স্রোতের ন্যায় চোলেছে, রাজার সঙ্গে যে কথা হয়, তিনি যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছেন, তার মেয়াদ ত শেষ হয়ে এসেছে, আজও উদ্ধারের কোন লক্ষণ দেখা যায় না, তার কোন সূচনাই নাই—"এমন সময় একজন খোজা চোরের মত চুপে চুপে এসে বোল্লে, "বেগম সাহেব! রাজকুমার অতি কাতর হয়ে বোল্লেন, যদি অনুমতি হয়, তবে একবার এসে সাক্ষাৎ করেন।" খোদ রাজা ভিন্ন তাঁর ঘরে অপর কেউ প্রবেশ কোল্লে যে বিপদ্ ঘোট্‌বে, লীলা তা জান্‌তেন্; তাই যুবতী খোজাকে ইশারায় বারণ কোরে বোল্লেন, "তুই এখান থেকে চোলে যা।" খোজা বোল্লে, "রাজপুত্র সেই গিরিবাসী যোগীর কি সংবাদ বোল্‌বেন্, আপনি কি তা শুন্‌তে বাসনা করেন না?" যোগীর নাম শুনে অগ্নিস্ফূলিঙ্গের ন্যায় লীলার নেত্রকোণ থেকে আহ্লাদের ছটা নির্গত হতে লাগ্‌ল, আশার উৎসাহে তাঁর নির্ম্মল নিঃসন্দিগ্ধ অকপট চিত্ত নৃত্য কোত্তে লাগ্‌ল, যুবতী খোজাকে বোল্লেন, "আচ্ছা, তবে রাজকুমার আস্‌তে পারেন।" ঐ অনুমতি পেয়ে সে যে আজ্ঞা বোলে প্রস্থান কোল্লে। লীলার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি, তাঁর ভুবনবিজয়ী ভঙ্গী ওরমাজ পূর্ব্বে একবার অবলোকন কোরেছেন। রাজপুত্র বেশ বুঝেছিলেন যে, যুবতী সহজে তাঁকে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ কোত্তে দিবেন না, তাই তাঁকে বঞ্চনা কর্‌বার মানসে এই কপট ছলনা কোল্লেন যে, তিনি আর্য্য যোগিবরের সংবাদবাহক হোয়ে এসেছেন! যুবরাজ যুবতীকে বঞ্চনা কোত্তে গিয়ে শেষে আপনিই প্রাণে বঞ্চিত হোলেন। রাজকুমার লীলার পালঙ্কের উপর কেবলমাত্র বসেছেন, কি বস্‌তে পেরেছেন কি না সন্দেহ, এমন সময় রাজা আস্‌ছেন, তাঁর পায়ের শব্দ শোনা গেল। লীলা ভয়ে চকিত হয়ে ডেকে দেখিয়ে দিয়ে বোল্লেন, "রাজপুত্র! ঐ কেবল একমাত্র পালাবার স্থান আছে।" তখন কিন্তু ডেকের আধাআধি জলে পূর্ণ ছিল; কুমার পিতৃ-কোপের ভয়ে সে বিবেচনা না কোরে, তাড়াতাড়ি তার মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, লীলা অমনি শশব্যস্ত হয়ে ঢাক্‌নীটা ফেলে দিয়ে ডেকের মুখটি বন্ধ কোরে দিলেন, ঢাকনীটা স্প্রিঙের মুখে পড়ে তার জোরে এঁটে বসে গেল, রাজপুত্রকে যেন কারাগারে পূরে চাবী দিয়ে রাখা হলো, অদৃষ্ট শেষে ফতয়া দিলে, আর পরিত্রাণ নাই, সেইখানেই তাঁর চিরকবর হবে। সরলস্বভাবা লীলা চাতুরী কি শঠতা-বিদ্যায় দীক্ষিত ছিলেন না, তিনি শীঘ্র শীঘ্র ডেকের মুখ বন্ধ কোরে, চট্‌পটে হয়ে আপনার স্থানে গিয়ে যে বোস্‌বেন, তা পাল্লেন না, সে চাতুরী তিনি জান্‌তেন না। চালাকী কোরে ঢেকে নেওয়া ত অনেক দূরের কথা, বরং রাজাকে দেখে যুবতী ভয়ে হতভম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাতেই তাঁর মনের ভাব আরও প্রকাশ হয়ে পোড়্‌ল, রাজার মনে ভারি সন্দেহ জন্মিল, সে বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

কুতুব পুত্রের অকাল-মৃত্যু-শোকে আচ্ছন্ন হয়ে রোদন কোচ্ছেন, এমন সময় খবর হলো যে, শাজাহান বাদশাহের উকীল, যাঁর অনেক দিন থেকে আস্‌বার কথা ছিল, এসে পৌঁছেছেন, ডেকান হয়ে ফিরে যাচ্চেন, সঙ্গে বিস্তর সৈন্য, সহর থেকে এক ক্রোশ দূরে একটি বাগানের কাছে ছাউনি কোরে আছেন, সেইখানে আপনার গমনের প্রতীক্ষা কোচ্ছেন। গোলকন্দরাজের বাসনা যে, কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থেকে বিলাস-গৃহের শোকাবহ দুর্ঘটনাটি বিস্মৃত হন, তাই ঐ সংবাদ পেয়ে লোকজনকে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হোতে হুকুম দিলেন। কুতুব খুব ধুমধামের সহিত রাজ-উকীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পারেন, সেইরূপ আড়ম্বর হতে লাগ্‌ল।

লোক-জনেরা সারি সারি কাতার দিয়ে মহা-সমারোহ কোরে চলেছে, খোদ কুতুব তাঁর হাতীর উপর সোয়ার হয়েছেন। কানো দিকে ডঙ্কা পিট্‌ছে, কোন দিকে ভেরী বাজ্‌ছে, এক দিকে নিশান উড়্‌ছে, নকীব ফুকার্‌তে ফুকা-র্‌তে আগে আগে চোলেছে, কেল্লার ভিতর থেকে তোপের উপর তোপধ্বনি হতে লাগ্‌ল। লোকজনের কোলাহলে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, কলরবের ঝঙ্কারে কারও কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। এত ধুমধামের মধ্যেও কুতুবের অন্তঃকরণের ভিতর একটি শব্দ হোচ্ছিল, সে একটি অতি অতুচ্ছ অকিঞ্চিৎ-কর ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তার অতিশয় পরাক্রম, বাইরে যে, রৈ রৈ, হৈ হৈ শব্দে কোলাহলের মহাতরঙ্গ উঠ্‌ছিল, তাতে কিন্তু সে সামান্য ক্ষুদ্র স্বরটিকে ঢাক্‌তে পারেনি, কুতুব সে স্বরটি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন। ঐ শব্দটি নিষ্ঠুর নরহন্তা খুনে বোলে কুতুবকে বিকট তিরস্কার কোচ্ছিল, আর সেই কথা প্রতিপন্ন কর্‌বার নিমিত্ত তাঁর স্নেহের আধার, প্রাণা-ধিক প্রিয় পুত্রের শব এবং নিরীহ নিরপরাধিনী লীলার মৃতদেহ তাঁর চক্ষের উপর ধোরে দিচ্ছিল। একণে কুতুবের ত তত ঐশ্বর্য্য-অহ-ঙ্কারের আড়ম্বর, তত অতুল বৈভবের সমারোহ, তথাচ সেই সকল শোভা, গৌরব-গরিমার শত মধ্যস্থলে যোগীর সেই অপূর্ব্ব ভবিষ্যদ্বাণীটি হঠাৎ-তাঁর মনে উদয় হলো, কে যেন তাঁকে ডেকে সে কথাগুলি স্মরণ কোরে দিলে—কুতুবের অসি নর-রক্তে কলঙ্কিত হয়েছে,—এই কথা স্মরণ হয়ে গোলকন্দপতি মনে মনে বলে উঠ্‌লেন, "যোগী যে বিপদের ভয় দেখিয়েছিলেন, সে কথা খাট্‌লো কই, তাঁর ভবিষ্যদ্বাক্য ত সফল হলো না, এখন সে বিপদ্ কোথায়? বরং তিনি যে কথা বোলেছিলেন, তার উল্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে, শাজা-হানের প্রতিনিধিকে সসমাদরে আহ্বান কোত্তে চোলেছি, সেই সম্রাট্ শাজাহান স্বয়ং কি আমাকে রাজ্যেশ্বর বোলে স্বীকার কোচ্ছেন না? তবে যোগীর প্রদর্শিত ভয়ের কোন অর্থ নাই, সেটি নিরর্থক বৃথা ভয়। রাজারা কখন ভয় করেন না, ভয় কোত্তে ভীরু কাপুরুষেরাই করে।"

রাজ-প্রতিনিধির ছাউনির নিকট সেই বাগানে পৌঁছে কুতুব হাতী থেকে নাম্‌লেন, প্রতিনিধিকে আগবাড়ার জন্যে অগ্রসর হবার উদ্‌যোগ কোচ্ছেন, এমন সময় একজন অমাত্য রাজার কানে ফিস্ ফিস্ কোরে বোল্লেন, "তোমার আসন্ন বিপদ্, জীবন লয়ে পলাও, ঘোর বিপদ্, এ ব্যক্তি প্রতিনিধি নয়, খোদ আরঙ্গজেব, এই বেলা সোরে পড়ো, নতুবা জন্মের মত যাবে।" কুতুব ঐ কথা শুনে তদ্দণ্ডে সোয়ার হয়ে মরিবত্তি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে দৌলাতাবা-দের কেল্লার দিকে চোলে গেলেন। এ দিকে আরঙ্গজেবকে নিষ্কণ্টক কোরে রেখে গেলেন, তিনি তাঁর সহর লুটে, রাজপুরী লুটে ছারখার কোত্তে লাগ্‌লেন। সম্রাট্-তনয় লুটতরাজ কোরে সহর উজাড় কোল্লেন। উজাড় আর উচ্ছিন্নের তরঙ্গ সহরময় যেন নৃত্য কোরে ফিত্তে লাগল, এমুড় সেমুড় পর্য্যন্ত উচ্ছেদ আর ধ্বংসের একটানা সমান স্রোত চোলে গেল। সেই দিনাবধি বাগনগরের অস্মরণীয় পতনের দিন বোলে তারিখবন্দি হলো। আরঙ্গজেব যে এখানে হঠাৎ উপস্থিত হবেন, কেউ কখন স্বপ্নেও চিন্তা করেনি, তিনি বিনা আহ্বানে সকলের অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ বাগনগরে কেন আগমন কোল্লেন? সে কথা আমরা পরে বোল্‌ছি। তদ্ভিন্ন মরণাচক্রের চাতরে পোড়ে গোলকন্দ-রাজ কেন শত্রুহস্তে প্রায় ধরা পোড়েছিলেন, সে বৃত্তান্তও বিশেষ কোরে ব্যক্ত কোর্‌বো।

পলাতক রাজা ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগলেন, কতক দূর গিয়ে অশ্বটি শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পোড়্‌ল, আর সে চোল্‌তে পারে না, তবু তিনি না-ছোড় হয়ে মরিমরি করে চালাতে লাগলেন। শেষে যখন দেখলেন, আর তার চল্‌-বার ক্ষমতা নাই, দম্ ফেটে প্রাণ বায় যায় হয়েছে, হস্তপদ অবশপ্রায় হয়ে এসেছে, তখন তারে ছেড়ে দিয়ে নীচে নাম্‌লেন। এখন সন্ধ্যা হয়েছে, রাশি রাশি কৃষ্ণছায়া মণ্ডলাকার হয়ে তাঁর চতু-র্দ্দিকে স্তূপাকার হতে লাগল, কুতুব অজ্ঞাত

অশ্বটি পরিত্যাগ কোরে পদব্রজে চোল্লেন, চোল্‌তে চোল্‌তে একটি পর্ব্বত-গুহার নিকট উপস্থিত হোলেন, গুহাটি দুটি উচ্চ উচ্চ নিরেট স্থূল পর্ব্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত, একটি মাত্র লোক চোল্‌তে পারে, এমনি একটি ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত পথ সেখানে আছে পায়ের চিহ্নে বোধ হল, কেউ এইমাত্র সেই পথ দিয়ে চোলে গেছে, কুতুবরাজ ঐ পথ বেয়ে তাড়াতাড়ি চোলেছেন, যেতে যেতে দেখলেন, সেই গিরি-যোগীর ক্ষীণ কৃশমূর্ত্তি সম্মুখে দাঁড়িয়ে। রাজা মনে জান্‌ছেন, নিজে ঘোর অপরাধী, তার উপর আবার রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছেন, উদাসীনের মুখের দিকে চাইতে তাঁর সাহস হলো না। যোগী কিন্তু তাঁর প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে থেকে তাঁর পাপান্তঃকরণের ঘোর দুশ্চিন্তা সকল অধ্যয়ন কোচ্ছিলেন, রাজার কিন্তু এমন ভরসা হলো না যে, যোগীর অন্তর্ভেদক চক্ষু দুটির দিকে একবার চেয়ে দেখেন। একজন ধাউড়ে দৌলতাবাদে যাচ্ছিল, বাগনগরে যে যে কাণ্ড ঘটেছে, তার মুখে যোগী সব শুনেছেন। তাপসবর পূর্ব্বে কেবল কর্ণে শুনেছিলেন, তাঁর লীলা নাই, এক্ষণে চক্ষে দেখলেন, তাঁকে যে হত্যা কোরেছে, সে সম্মুখে দাঁড়িয়ে। যোগী এখন ভাবতে লাগলেন, রাজার সহিত কিরূপ ব্যবহার কোর্‌বেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ কোর্‌বেন, না সে দুরাত্মাকে পথের মধ্যে দাঁড় কোরিয়ে রাখবেন। যদি দাঁড় করিয়ে রাখেন, শত্রুদল পোড়ে তাঁকে ধোরে লয়ে যাবে, তারা তাঁকে ধর্‌বার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করে আস্‌ছিল। শেষে কথা কওয়াই স্থির কোরে অতি মৃদু-মন্দ গম্ভীর-স্বরে তাঁর সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা উল্লেখ কোরে যোগী রাজাকে বোল্লেন, "রে পাষণ্ড নরাধম পামর! তোর অসি নররক্তে কলঙ্কিত হয়েছে! হাঁ! হয়েছে সত্য, আমি তা জান্‌তে পেরেছি। রে পাপিষ্ঠ দুরাত্মা, সে রক্ত পর্ব্বতের স্রোত অপেক্ষাও অতি পবিত্র, অতি নির্ম্মল। আমি কে দাঁড়িয়ে, চিনেছিস্? তুই আমাকে চিন্‌তে পারিসনে? মরকদ্‌কে মনে পড়ে? তারই পিতা তোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে, আর যে অবলাকে তুই নিষ্ঠুর-প্রাণে নির্দ্দয় হত্যা কোরেছিস, সে মরকদের কন্যা। রে রুধিরপিশাচ! এখন ত শুনে সন্তুষ্ট হোলি! এতেও যদি তোর শোণিত-তৃষ্ণার তৃপ্তি না হয়ে থাকে, এই দেখ্, এই প্রাচীন জরা-জীর্ণ শুষ্ক বুক তোকে পেতে দিচ্ছি, তুই ছুরী মেরে মর্ম্মভেদ কর্। কই! তোর ছোরা কোথায়? বার কর্! তাতে এখনও লীলার রক্তের বাষ্প উদ্ভাবিত হো'চ্ছে, বুকে বসিয়ে দে, ভেদ কোরে বিদার কর্! যে ক্ষণে তুই তারে লম্পট-চোক্ষে দেখ্‌লি, তার পূর্ব্বে সে এই অন্তরমধ্যে স্নেহে পালিত হোচ্ছিল। আয়, আমি তোরে ডাক্‌ছি, আমার এই মর্ম্ম-পীড়িত ব্যথিত হৃদয়ে তুই ছুরী মার্! কি! তোর কি সাহস হচ্ছে না? তুই কি এখন কাপুরুষ হয়ে পোড়েছিস্?" ঐ কথা বোল্‌তে বোল্‌তে বৃদ্ধ উদাসীনের আকুঞ্চিত লোল গণ্ড বেয়ে অশ্রুজল স্রোতের ন্যায় গোড়িয়ে পোড়তে লাগ্‌ল। "লীলা! আঃ লীলা! তুমি নির্দ্দয় হত্যা হয়েছো, পাষণ্ড নাকি তোমায় খুন কোরেছে! এ কথা কি বিশ্বাস হয়? কার্ এমন নির্দ্দয় কঠিন প্রাণ যে, সুকোমল কুসুম-দলের ন্যায় তোমার ললিত অঙ্গে অস্ত্রপ্রহার কোরে? রে পাপিষ্ঠ নরাধম! এখনও বল্, সত্যই কি লীলা প্রাণত্যাগ কোরেছে? সেই দুটি মধুর সহাস্য প্রফুল্লিত নেত্র মুদিত হয়ে কি নির্জ্জীব হয়েছে? না, আমি যা শুনেছি, সকলি মিথ্যা? না আমি স্বপ্নে শুন্‌লেম? কি হয়েছে বল্।" এই কথা বোলে যোগী সক্রোধে সেই দুরাচারের হাত ধোল্লেন, আর বোল্লেন, "তুই এই কথাটি বল্ যে, 'সে বেঁচে আছে, তোমার অঙ্কের ধন, সেই কমলময়ী লীলা মরে নি,' তা হোলে এ বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদের পাত্র হবি।"

কুতুব নিস্তব্ধ, স্তম্ভিতের ন্যায় নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর ছোরাখানি কাজ শেষ কোরেছে, সেটা তিনি মনে জান্‌তে পেরেছিলেন।

যোগী কুতুবের ভাব-গতিক দেখে চীৎকার করে উঠ্‌লেন, বোল্লেন, "তবে সত্য সত্যই আমার অদৃষ্টে আগুন লেগেছে, যা শুনেছি, সকলিই সত্য। রে দুর্জ্জন! তোর পুত্রকেও যমালয়ে পাঠায়েছিস্, তাকেও মেরে ফেলেছিস,

তাকে তুই বাঁচাতে পারিলিনি? মালেক, সেই পারসী মহাপুরুষ, সেও কি তোর কাল-কোপে পোড়ে প্রাণত্যাগ কোরেছে? উঃ! কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর!!"

কুতুব বোল্লেন, "পথ ছেড়ে দাও, আমি যাই, রাত্রি হয়ে এলো।" যোগী বোল্লেন, "কি! রাত্রি! কুতুব কি রাতকে ভয় করে? হায়! তবে কতই কালরূপা অনন্ত ঘোর রজনী তোর মুখ অপেক্ষা কোরে আছে। ওরে পাষণ্ড, দেখ, তোর রাজ্য গেছে, এখন তাই স্মরণ কোরে হায় হায় কর্, তোর মনে সুখও নেই, ইহকালের মতন সে সুখধ্বংস হয়েছে, এখন বোসে বোসে সেই খেদ কর্। জগদীশ্বর যাবৎ তোর জ্ঞান হরণ না করেন, এখনও কিন্তু তুই সজ্ঞানে আছিস, এখনও তোরে বোল্‌ছি, তুই সেই পরাৎপর পরমগুরুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর্।"

"রে অভাজন পথিক! তুই চলে যা, তোর মহত্বে নমস্কার, শত্রু-হাত থেকে পালিয়ে বাঁচ, কিন্তু তুই তোর নিজের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারবি না। রাত্রের ভয় করিস্ না, রাত্র যদি মহাঘোর, মহা অন্ধকারও হয়, তথাচ সে তোর মত নিষ্ঠুর কাল-মৃত্যুর জন্ম দিতে কখনই পারবে না, তুই তবে প্রাতঃকালের ভয় করিস্, তবে এখন এখান থেকে দূর হ।" পথটি এত অপ্রশস্ত যে, কুতুবরাজ পাশ কাটিয়ে চোলে যেতে, যোগীর গায় গা ঠেকাঠেকি হল, যোগী অমনি মনে মনে কেঁপে উঠলেন।

কুতুবের প্রাদুর্ভাব অঙ্কুর থাকলে, জেমলার অদৃষ্টে যা ঘটতো, তা তিনি জানতে পেরে-ছিলেন, তাই আমীর আরঙ্গজেবকে এক পত্র লেখেন, সেই পত্র পেয়ে রাজপুত্র বাগনগরে আগমন করেন। সে পত্রে যা লেখা ছিল, সাদক! তুমি তা শুনিইছো। আরঙ্গজেবের কুতুবকে কায়দা কোত্তে পাল্লেন না বটে, কিন্তু তিনি তাঁর নগর আর রাজপুরী লুঠ কোল্লেন। এখান থেকে বিপুল অর্থ সংগ্রহ কোরে, দৌলা-তাবাদ অবরোধ কোরবেন মনন কোরে, সেই অভিমুখে চোল্লেন। কুতুব এখন সেইখানেই আশ্রয় লয়েছেন। আমার বন্ধু যখন ঐ ঘোর শোকাবহ বিষাদপূর্ণ উপাখ্যানটি এই পর্য্যন্ত বোলে শেষ কোল্লেন, সেই সময় আমার উপর রাজ-হুকুম হল যে, আমার লস্করের মধ্যে গিয়ে সমাবেশ হই। শাজাহান বাদশাহ আরঙ্গ-জেবকে নিষেধ কোরে পাঠায়েছেন, তিনি যেন কুতুবের উপর আর উৎপাত না করেন, অবশ্য অবশ্য আপনার রাজ্যে ফিরে যান। আমার বন্ধুকে বিস্তর স্তুতি-মিনতি কোরে বোল্লেম, তিনি যেন এই মর্ম্মান্তিক করুণাজনক দুর্ঘটনার শেষ কথাগুলি আমাকে অবগত করান, সেই রুধির-পিশাচ কুতুবের পরিণামে কিরূপ ফল হল, মালেকের অদৃষ্টেই বা কি পরি-ণাম লেখা ছিল, সেই সকল বৃত্তান্ত অবগত হবার জন্যে ভারি ব্যগ্র হয়েছিলেম, বন্ধু আমার কথায় স্বীকৃত হয়ে বোল্লেন, "আচ্ছা, তোমার বাসনা নিষ্ফল হবে না।" ঐ কথা তাঁর মুখে শুনে বিদায় হয়ে প্রস্থান কোল্লেম।

অতি অল্প দিন পরেই বন্ধু নিম্নের কাহিনীটি লিখে পাঠালেন। "আরঙ্গজেব চোলে এলে, কুতুব নিষ্কণ্টক হলেন, তিনি এখন নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। দৌলতাবাদের কেল্লা পরিত্যাগ কোরে তাঁর বাগনগর সহরে উপস্থিত হোলেন। পূর্ব্বে কমলার কৃপাদৃষ্টি থাকায় ঐ সহর ভারি জমকাল, ভারি বোল্‌বোলাও ছিল, বাগনগরপতি সম্প্রতি এসে দেখেন, সহর উদাস হয়ে গেছে, পূর্ব্বের মত ধুমধাম কি জাঁক-জমক কিছুই নেই। সে শ্রী নেই, সে আকার নেই, সে গোল্‌জার নেই তদ্ভিন্ন সকলি গোলমাল, সকলি বিশৃঙ্খল, শ্রীভ্রষ্টের তাবৎ লক্ষণ বিরাজ-মান দেখ্‌লেন। রাজ-অমাত্যেরা তাঁর সম্মান সমাদর কোল্লেন না, তাঁদের মধ্যে একে একে সকলেরি চেষ্টা যে, স্বয়ং রাজত্ব করেন, তাতেই প্রজারা কেউ কারও পক্ষ হওয়ায়, স্বার্থ বিরোধ হয়ে পরস্পর মহা বিবাদ চোলেছে। যারা অতি সামান্য অন্ত্যজ চাকর ছিল, তারাও পর্য্যন্ত কুতু-বকে তুচ্ছতাচ্ছল্য কোরে, অপমানের কথা কইতে লাগ্‌ল। এই সকল কাণ্ডকারখানা দেখে শুনে, মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হোয়ে, রাজ্যের প্রতি কুতুবের ভারি বিতৃষ্ণা—ভারি ঘৃণা জন্মিল, শেষে বিসিয়াপুরের রাজাকে অনেক সাধ্যসাধনা

কোত্তে লাগ্‌লেন যে, গোলকন্দরাজ্য তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত করেন। গোলকন্দরাজ্য অবশেষে দিল্লীর করাধীন হয়।

বিলাস-মন্দিরের সেই ভয়ঙ্কর বিকট অভিনয় মনে হয়ে, কুতুব দিন দিন শুষ্ক হোতে লাগ্‌লেন, অস্থিচর্ম্ম শীর্ণ হয়ে মৃতের ন্যায় হয়ে পোড়্‌লেন। পূর্ব্বে যে যে দুষ্কর্ম্ম কোরেছেন, এক্ষণে সেইগুলি মনে উদয় হয়ে পরকালের ভয়ে কম্পিত হোতে লাগ্‌লেন, তাঁর সেই পাপাত্মা পামর স্মৃতি শকুনি হয়ে তাঁর অন্তর খুঁড়ে খুঁড়ে খেতে লাগ্‌ল, দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় বুদ্ধির ব্যতিক্রম হয়ে পোড়্‌লো, ইদানীং বালকের ন্যায় চরিত্র হল, কাজে, কথায় অতিশয় বালকতা প্রকাশ পেতে লাগ্‌ল, শেষে সে বালভাব গিয়ে ক্রমে উন্মাদ হয়ে উঠ্‌লেন, ঐ উন্মাদ অবস্থায় তাঁর প্রাণত্যাগ হলো। সরকারি বাজারের মধ্যে কুতুবের কাল হয়, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে দুঃখিত হয়ে কেউ একবার আহা উহু কোরেও খেদ প্রকাশ করে নি। তাঁর মৃত দেহ পোড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগল, কেউ সে দিকে ফিরেও দেখ্‌লে না, শেষে বাজারের মেথরেরা ঐ শব ঘাড়ে কোরে সহরের বাহিরে একটা ভাগাড়ে এনে ফেলে দিলে। শ্যাল আর কুকুরে তার এক এক অঙ্গ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগ্‌ল। এইরূপে কুতুবের নীচ নিকৃষ্ট অধম দেহটি সমুদয় খেয়ে শেষ কোরে দিলে, দেহটি কেবল নীচ অপকৃষ্ট পশুর উদর-তৃপ্তির জন্যেই সযত্নে পালিত হয়েছিল। হায়! কি ভয়ানক ঘৃণিত পরিণাম!!

কুতুবের দরবারে একটি লোক জেমলার পরম বন্ধু ছিল, তিনি আমখাসের দাবীর, অর্থাৎ আমখাসের দরবারে চিঠিপত্র পড়্‌বার ভার তাঁর উপর ছিল। কুতুবের পতনের নিমিত্ত আমীর জেমলা যখন আরঙ্গজেবের সঙ্গে পত্র চালাচালি করেন, সেই সময় গোলকন্দার রাজদরবারে সেই একমাত্র মিত্রের সহায়তা আমীরকে অবলম্বন কোত্তে হয়েছিল। দাবীরের উপর কুতুবের ভারি বিশ্বাস ছিল, তাই বাদশাহ এক দিন কথায় কথায় প্রকাশ করেন যে, মালেক আমার জেমলার সহোদর। দাবীর সেই কথা শুনে প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, কোন গতিকে মালেকের প্রাণ রক্ষা কোর্‌বেন। এ উপকার কোরে তাঁর অদৃষ্টে কি ঘোট্‌বে, দাবীর সে ভয় কোল্লেন না, ভাব্‌লেন, জাল-প্রতিনিধির পৌঁছন-সংবাদ যেমন চারিদিকে প্রচার হয়ে পোড়্‌বে, সেই শুভ অবসরে তিনি বাগনগর পরিত্যাগ কোরে এক দিকে চোলে যাবেন। সেই মর্ম্মান্তিক শেষ দিবসের যে সময় কুতুব বিলাস-গৃহে প্রবেশ করেন, তার পূর্ব্বে গোলকন্দনাথ দাবীরকে লয়ে রাজকার্য্য কোচ্ছিলেন, বিস্তর কাগজ-পত্রে রাজার সহী মোহরের প্রয়োজন ছিল। দাবীর সেই সুযোগে জেলখানার দারোগার উপর একখানা পরোয়ানা লিখে অন্য অন্য কাগজের সঙ্গে গোলেমালে রাজার দস্তখত কোরিয়ে লন, তাতে এই লেখা ছিল, 'এই পরোয়ানা পাবামাত্র কয়েদী মালেক্‌কে মুক্ত করিবা।' কুতুব তখন ভারি ব্যস্ত, শীঘ্র শীঘ্র হাতের কাজ নিকাশ কোরে তাঁর প্রাণপ্রতিমা লীলাকে দেখ্‌তে যাবেন, তাই দাবীর কাগজপত্র সুমুকে যেমন ধোরে দিতে লাগ্‌লেন, তিনি অমনি দস্তখত কোত্তে লাগ্‌লেন, তাতে কি লেখা ছিল, সাপ কি ব্যাঙ, কুতুব আর তা চোক্‌ দিয়ে দেখেন নি। কাগজপত্র সহী কোরে রাজা যেমন চোলে গেলেন, দাবীর সেই অবকাশে মালেকের রেহায়ের পরোওয়ানা দারোগার উপর জারী কোল্লেন। রাজার সহী মোহর দারোগার বেশ জানা ছিল, পরোয়ানা যেমন পৌঁছিল, অমনি জেলখানার দরজা খুলে মালেককে বার কোরে দেওয়া হলো। দাবীর তৎকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি মালেকের কানে কানে বোল্লেন, 'পালাও, পালাও, আর এক তিলও এখানে থেকো না, পালাও।' মালেক তাতেই বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেন যে, এ ব্যক্তির কৌশলেই তিনি এ যাত্রা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পাল্লেন।

তার পরক্ষণেই দাবীর নিজে এক ঘোড়ার উপর সোয়ার হয়ে তাড়াতাড়ি আরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোলে গেলেন, রাজপুত্র তখন বাগনগরের নিকটানিকট এসেছেন,

সে খবর দারীরকে কেউ চুপে চুপে বোলে যায়।

সেই বিলাস-বাগানে বেড়াতে বেড়াতে কুতুব যখন খোজাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, 'কেমন রে, মালেক ত জেলখানায় বেশ হেঁপা-জাতে আছে?' খোজা সায় দিয়ে বোল্লে, 'আজ্ঞা, এই দেখে আস্‌চি, সে বেশ হেঁপাজাতে আছে।' সহোদরের সহায়তায় এই ফল হল যে, মালেক প্রাণ লয়ে পালাতে পাল্লেন, নচেৎ রুধিরাসক্ত দুর্দ্দম গোলকন্দ-রাজের কাল-কোপে পোড়ে তিনি যে এ যাত্রা বেঁচে যাবেন, সেটি অভাবনীয়। মালেককে অবশ্যই রাজার মূর্ত্তিমান্ ক্রোধাগ্রে আত্মজীবনের বলিদান দিতে হতো।

দুর্ভাগ্য মালেক একটু পরেই শুন্‌লেন, তাঁর প্রাণসখা প্রিয়তমা লীলার ভয়ঙ্কর মৃত্যু হয়েছে। ঐ নিদারুণ হৃদয়ঘাতী কথা শুনে লোকালয় থেকে ছুটে বেরিয়ে একটা ঘোর নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, সেখানে মনুষ্যের গতায়াত প্রায় ছিল না। সেই মনুষ্যাগম্য দুর্গম কাননমধ্যে প্রবেশ কোরে করুণা-পূর্ণ কাতরস্বরে রোদন কোত্তে লাগ্‌-লেন, শেষে অনাহারে অতি ক্লিষ্ট হয়ে সে স্থান থেকে উঠে বরাবর চোলে যাচ্ছেন, কোথায় কি কোন্ দিকে যাচ্ছেন, সে জ্ঞান নাই, যে দিকে তাঁর হৃদয়ভেদী শোকানুতপ্ত অন্তঃকরণ লয়ে যাচ্ছে, তিনি সেই দিকে চোলেছেন। যেতে যেতে হঠাৎ একটা মনুষ্যের মৃতদেহ তাঁর চক্ষে পোড়ে গেল,থম্‌কে দাঁড়িয়ে সেইটি নিরী-ক্ষণ কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন ;—দেখেন, তাঁর হৃদয়ের হার, প্রিয়তমা লীলার পিতামহ পূজ্য-বর গিরিযোগীর মৃত শরীর পোড়ে আছে! শব-টির কবর দেবার নিমিত্ত একটি গোর খুড়লেন, সেই সময় তাঁর গণ্ড বেয়ে অশ্রুবারি স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হোতে লাগ্‌ল, আর উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ কোত্তে কোত্তে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, 'হা আল্লা! এই যোগিবরের জীবাত্মা যেন তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রামের স্থান পায়, এইবার যেন তাঁর যাতায়াতের অবসান হয়, এই জন্ম যেন তাঁর শেষ জন্ম হয়,আর যেন তাঁর কণ্ঠের হার লীলার শোকে তাঁকে দগ্ধ হোতে হয় না, যোগিরাজ যেন সংসারের তাবৎ দুঃখ থেকে চিরমুক্তি পান'।

আমার বন্ধু আরো এই সকল কথা লিখে পাঠান, "দুর্ভাগা মালেক যখন লীলার শোকে অনাথার ন্যায় পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়ান, সেই সময় আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু কোথায় হয়, সেটি স্মরণ হোচ্চে না, ঐ মালে-কের মুখেই গিরিবাসি-যোগীর মৃত্যুর কথা শ্রবণ করি। উন্মাদপ্রায় হতবুদ্ধি পারসী যুবার নিকট বিদায় হয়ে আমি আপনার কার্য্যে চোলে গেলেম, তার পর যে তিনি কোথায় গেলেন, কি, হোলেন, সে সকল বিষয় আমি কিছুই অবগত নই। বোধ হয়, এক্ষণে মাতৃ-ভূমিই তাঁর আশার লক্ষ্যস্থল, আল্লা তাঁর সহায় হয়ে স্বচ্ছন্দে যেন গৃহে পৌছে দেন, এই আমার একান্ত প্রার্থনা।" আমি বন্ধুকে শত ধন্যবাদ দিয়ে এক পত্র লিখ্‌লেম যে,তাঁর উদার কৃপায় মালেকের জীবন-রক্ষার আর গিরিবাসী যোগীর মৃত্যুর সংবাদ অবগত হোলেম, তাঁর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হোলে মহা আনন্দিত হবো —ইত্যাদি লিখে পত্র সমাপ্ত কোল্লেম।

গোলকন্দার লুট আমরা হিস্যামত ভাগ কোরে লয়ে আমেদাবাদে অবস্থিতি কোত্তে লাগ্‌লেম ; সেই স্থানে আমীর জেমলা আরঙ্গ-জেবের সঙ্গে মিলিত হবেন।

দ্বিতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত।

উজীর পুত্র।

তৃতীয় পর্ব্ব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"মন্দ চিন্তিলে মন্দ হয়, মন্দের ভাল কখন নয়।"

বিসিয়াপুরের অন্তর্গত অনেকগুলি দুর্লঙ্ঘ্য দেশ আছে, তার মধ্যে বেদোরও একটি সেইরূপ দৃঢ়াবদ্ধ দুর্ভেদ্য দেশ। আরঙ্গজেব বাগ্‌নগরের আশা অভিসন্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়ে ঐ বেদোর চড়াও কোল্লেন। এখানে অপরিমিত অর্থ হস্তসাৎ কোরে আমীর জেম্‌লাকে সঙ্গে লয়ে দৌলাতাবাদে ফিরে এলেন। উত্তরকালে যাতে তাঁদের পরাক্রম বিস্তার হয়, দৌলাতাবাদে বসে সেই সকল মতলব বার করেন, আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্‌সা কাঁদেন। দুজনে বেশ প্রীতি-প্রণয়েতেও থাকেন। এখনো পর্য্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে কোন দিকে যুদ্ধবিগ্রহ বেধে উঠেনি, তাই আমীর জেম্‌লা মনে মনে যুক্তি কোল্লেন যে, এই অবকাশে শাজাহানের সঙ্গে আনুরক্তি কোরে রাখা আবশ্যক। আমীরের কৌশলে সম্রাট্ পত্রের উপর পত্র লিখে জেম্‌লাকে তাঁর দরবারে আহ্বান কোত্তে লাগ্‌লেন, আমীর শেষে বিবেচনা কোল্লেম যে, দিল্লীর দরবারে একবার তাঁর যাওয়াই শ্রেয়ঃ। সম্রাট্‌কে উপহার দিবার নিমিত্ত অতি উজ্জ্বলদর্শন বহুমূল্যের রত্ন বিস্তর সঙ্গে নিলেন। আমীরের অভিসন্ধি এই যে, শাজাহানকে নজর দ্বারা বশীভূত কোরে, তাঁরে বোলে কোয়ে প্রবৃত্তি দিয়ে বিসিয়াপুরের রাজা, গলকন্দের রাজা, আর পর্ত্তুগীস জাতি এই তিনের বিরুদ্ধে সমর-ঘোষণা করিয়ে দেন। জেম্‌লার সদৃশ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির শরীর-রক্ষার নিমিত্ত বিস্তর লোক যে সঙ্গে যাবে, সেটা বড় বিচিত্র নয়, তবে আশ্চর্য্য এই যে, সেই সকল দলবলের উপর সরদারি পদ দেবার নিমিত্ত আমীর বেছে বেছে আমাকেই মনোনীত কোল্লেন, শুধু তাও নয়, আরও ছুটি সরদার বাহাল কর্‌বার ভার আমার উপরেই অর্পণ করা হলো, তদ্ভিন্ন আমার বিবেচনায় যাহা ভাল, কি আবশ্যক বোধ হবে, সেইরূপ বন্দোবস্ত কর্‌বার অনুমতি পেলেম। আমীর আমায় ডেকে বোল্লেন, "সাদক! বেদোর চড়াও করবার সময় তোমার সাহস উৎসাহ আর তৎপরতার প্রতি বেশ লক্ষ্য কোরেছি। আগ্‌রায় যাবার সময় যে লস্কর সঙ্গে যাবে, রাজকুমারের অনুমতি লয়ে তোমাকে তাদের সরদার কোরে দেবো, আর সম্রাটকে উপহার দেবার নিমিত্ত যে সকল রত্ন সঙ্গে নেবো, সে সমুদয় তোমারই জিম্মে থাক্‌বে, তবে যাহাদের উপর তোমার বিশ্বাস আছে, সেই সকল ব্যক্তিকে বাহাল কোরে তোমার অধীন সরদারি পদে নিযুক্ত করো। আমি কিন্তু তুমি বই আর কাউকে জানিও না, চিনিও না, তোমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বো, রত্নগুলি যেন নির্ব্বিঘ্নে আগরার দরবারে পৌঁছে।" এই প্রদত্ত সম্মানে প্রফুল্লিত হোয়ে এত বিস্ময়স্তব্ধ হোলেম যে, আমার আর কৃতজ্ঞতা জানাবার ক্ষমতা রহিল না, কি বোলে যে উপকার স্বীকার কোরে স্তবস্তুতি কোত্তে হয়, আমি যেন সে সময় সে সকল কথা বিস্মৃত হোয়ে গেলেম, তাই আর স্তুতিবাদ না কোরে এইমাত্র বোল্লেম, "যদি রাজপুত্র আরঙ্গজেব

অনুমতি করেন, তবে আপনার দেয় সম্মান এই দণ্ডেই গ্রহণ কোত্তে প্রস্তুত আছি।" জেমণা বোল্লেন, "তার জন্তে ভাবনা কি? আরঙ্গজেব ক্ষুণ্ণ হন, আমি তার জবাব কোরবো, সে ভার আমার উপর, তুমি কিন্তু তত্রের তাকাদা কোরে প্রস্তুত হয়ে থাকো। কেন না, আর তিন দিন মাত্র মধ্যে আছে, তার পরেই আমাকে যাত্রা কোত্তে হবে।" আরঙ্গজেবের সম্মতি প্রদান করবার পর আমার মিত্রদ্বয় ইয়াসমিন আর ইয়াকুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম, আমার সৌভাগ্যের কথা তাঁহাদিগকে অবগত কোরিয়ে পথরক্ষক সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ কোত্তে অনুরোধ কোল্লেম। ঐ সংবাদ শুনে উভয় বন্ধু এত আহ্লাদিত হোলেন যে, তার সীমা করা যায় না, বিশেষতঃ ইয়াসমিন আরও অতিরিক্ত পুলকিত হোলেন, যেহেতু স্নেহময়ী মাতাকে দেখ্‌বার নিমিত্ত তাঁহার অন্তঃকরণ লালায়িত হোচ্ছিল। আমরা কথায় বার্ত্তায় আছি, এমন সময় রাজকুমার ডেকে পাঠালেন। বান্ধব-সংসর্গ ছেড়ে ত্রস্ত হোয়ে চোলে গেলেম, তাঁদের যে আমি বিস্মৃত হয়নি, তাই দুদণ্ড বোসে যে দুটো শুবস্তুতির কথা শুনবো, তা পাল্লেম না, জোর তলব, আমাকে তখনি উঠ্‌তে হলো। সসম্ভ্রমে কুমারের সম্মুখে উপস্থিত হোলেম। আরঙ্গজেব বোল্লেন, "সাদক! আমীর জেমলা আমার পিতার দরবারে চোলে-ছেন, তাঁর সমভিব্যাহারে তোমাকেও যেতে অনু-মতি কোরেছি সত্য, তা যাই হোক, গুটিকয়েক কথা কিন্তু তোমায় বোল্‌তে চাই, সে কথাগুলি যেন খোদিত অক্ষরের ন্যায় তোমার অন্তঃকরণে অঙ্কিত হোয়ে থাকে। তুমি আমারি কারপর-দাজ, আর আমার বেশ বিশ্বাসও আছে যে, তুমি একজন বিশ্বস্ত পাত্র।" আমি উত্তর দান কোরবো মনে কোচ্ছি, রাজপুত্র নিষেধ কোরে বোল্লেন, "যা বলি, মনোযোগ কোরে শোনো, আমীরের এ দেখাসাক্ষাৎ আমার মনোগত নয়, আমি তা আদৌ ভাল বিবেচনা কোচ্ছি না, হয় ত সে তলে তলে কোনো চক্র কোরে থাকবে, আমি কিন্তু তা ঠিক বল্‌তে পারিনে, আমার সহোদর দারা অতি শঠ আর খল, তার ভরসায় নিশ্চিন্ত থাক্‌তেও সাহস হয় না, এস্থলে তুমিই আমার চক্ষু, তুমিই আমার ভরসা, আমি তোমার মুখ চেয়েই থাক্‌বো। কেউ যদি কোন কুচক্র কোরে আমার কি আমার স্বার্থের অনিষ্ট কর্‌বার চেষ্টা পায়, তুমি যদি তা জান্‌তে পারো, কি তোমার মনে যদি সে সন্দেহও হয়, সকল কাজ-কর্ম্ম ফেলে আগে আমায় সে বিষয় লিখে পাঠাবে। একথা যদি স্বীকার করো, তবে তোমায় আমীরের সঙ্গে পাঠাতে সম্মত আছি।" আমি প্রতিশ্রুত হোয়ে বোল্লেম, আমি তাঁর প্রয়োজন বিস্মৃত হবো না, আর আবশ্যক-মত সংবাদ পাঠাতেও আলস্য কোর্‌বো না। তখন রাজকুমার সন্তুষ্ট হোয়ে আমায় বিদায় হতে অনুমতি কোল্লেন। আমার মাসিক বেতন ২৫০০ টাকা অবধারিত হলো, আমার দুই বন্ধু ইয়াসমিন আর ইয়াকুবের ১২০০ কোরে ২৪০০ স্থির হলো, তবে অর্থ সম্বন্ধে কারও আক্ষেপ করবার কারণ ছিল না। সন্ধ্যার পর ৮০০ শত হাতিয়ারবন্ধ সোয়ার আমাদের সঙ্গে থাক্‌বে, তারা অষ্ট-প্রহর দুটি মালের হাতী ঘেরে চোল্‌বে, তার একটার উপর সোনা আর রূপো বোঝাই, আর একটি বাদশাহের নজরের নিমিত্ত রত্নাদিতে পরিপূর্ণ। আবশ্যকমত সকল আয়োজনই প্রস্তুত, আমিও রওনা হই হই হয়েছি, এমন সময় হতভাগ্য লুচার পরামাণিক অত্যন্ত কাতর হয়ে আমায় সাধ্যসাধনা কোত্তে লাগ্‌ল, সলিমানও তার হোয়ে অনেক বোল্লে,—আমার অনু-মতি পেলে সে আমার সঙ্গে যাবে, এই তার প্রার্থনা—আমি তাতে সম্মত হোলেম। একটু পরেই দেখি, পরামাণিক টাট্টুর উপর সোয়ার হোয়ে হাত-পা ছুড়ে আহ্লাদের নৃত্য কোচ্চে, দেখ্‌লেম, আমারই সেই দেওয়া টাট্টুটি, দেখে বড় সন্তুষ্ট হোলেম যে, তাকে সে যত্ন কোরে রেখেছে। আমীর জেমলার সদৃশ পরিপাটীর ব্যক্তি হিন্দুস্থান জন্মেও কখন দর্শন করেনি, আমি এ পর্য্যন্ত যত মোগল পুরুষ দেখেছি, আমী-রের তুল্য দীর্ঘাকার কেউই নয়, ফলিতার্থ তিনি একটি অদ্বিতীয় অদ্ভুত ব্যক্তি। যদিও দুঃখীর

ঘরে তাঁর জন্ম সত্য, কিন্তু চালচলন্টা নবাবজাদার মত ছিল, তাঁর দীর্ঘায়ত কৃষ্ণোজ্জ্বল চক্ষুদুটিতে চতুরতা নৃত্য কোত্তো,আমীর যখন অনুগ্রহ কোরে কারুও সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতেন, সেই সময় মুহূর্ত্তমাত্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত কোরে তার চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য কোত্তেন। সেই দৃষ্টিপাতের সঙ্গে তাঁর অহঙ্কার-মূর্ত্তি ব্যক্ত হত, তখন চেহারা দেখে জ্ঞান হত, সে যেন তাঁর গ্রাহ্য যোগ্য নয়, আমীরের সেই স্পর্দ্ধা-মূর্ত্তি দর্শন কোরে তার অন্তঃকরণে কালভয় প্রহার কোত্তো। আমীর জেমলা দাতার একশেষ ছিলেন, অনুগত আশ্রিত লোকজনকে এত প্রশ্রয় দিতেন যে, যাবতীয় লস্করেরা আর ছাউনির অনাহূত অনুচরেরা তাঁকে প্রাণের সমান ভালবাস্‌তো। অন্যের ত কথাই নেই, আমীর যৎকালীন গলকন্দায় একচ্ছত্রা আধিপত্য করেন, সেখানকার ওমরাওরা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ্টা ছিলেনও সত্য, আর তাঁর বিপক্ষে একজোট্টা হয়েছিলেনও সত্য, কিন্তু তথাচ কিন্তু রাজকীয় বিষয়বুদ্ধিতে, কি ভব্যতায় আদর অভ্যর্থনায়, কি অপ্রতিহত বীরসাহসে আমীর জেমলা যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সে বিষয় তাঁদের স্বমুখে স্বীকার কোত্তে হয়েছিল।

এ দিকে বাণিজ্য বিষয়ে মহাজনেরা এক বাক্যে তাঁর দক্ষতার, কারকারবারে তাঁদের সঙ্গে তাঁর স্পষ্ট পরিষ্কার সরল ব্যবহারের এবং তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত স্বভাবের বিস্তর অনুরাগ কোত্তো। আমার বাহাল হবার তিন দিবস পরে আমীর বাহাদুর অতি প্রত্যূষে তাঁর অঙ্গারসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ রণাশ্বের উপর সোয়ার হলেন, অশ্বটি অনেক যুদ্ধেতে জেমলার অকৃত্রিম বিশ্বস্ত মিত্র, কান্দাহার রাজ্যের অতি সুপ্রসিদ্ধ অশ্ববংশে তার জন্ম,তদপেক্ষা রূপবান্ মহান্ অশ্ব পৃথিবীতে কখন পাদস্পর্শ করেনি। অশ্বটি যেন আপনার গুণ-গৌরব মনে মনে অবগত ছিল, তাই সে অগ্নিবৎ সরাগ-দৃষ্টিতে তার আসপাশের ঘোড়াগুলির প্রতি একবার চেয়ে দেখ্‌লে, তার পরেই হুঁ হুঁ শব্দচ্ছলে অর্দ্ধস্ফুটিত আনন্দনাদ কোরে উঠ্‌ল, বোধ হলো যেন, তার মহানুভব প্রভুকে নমস্কার পূর্ব্বক স্বাগত আহ্বান কোরে। জেমলা পেয়ার কোরে অশ্বটিকে কখন "বা বা", কখন "বন্ধু সিকন্দর" বোলে ডাক্‌তেন, তাই আমীর তার চিক্কণ গরদানার উপর সাদরে দুই চার থাবড়া মেরে "বাবা বাবা" বোলে রেকাবে পা দিয়ে যখন চড়বার উদ্‌যোগ কোল্লেন, সেই সময় অশ্বটির এত আহ্লাদ হলো যে, সে তার অর্দ্ধসংযত স্বর পঞ্চমে তুলে চীৎকারশব্দে নিনাদ কোত্তে লাগ্‌ল। আমীরের মস্তকে সবুজবর্ণ মসলিনের পাগ্‌ড়ী, পাগ্‌ড়ীর সম্মুখে অনেকগুলি বেশ কিম্মতি পাথর অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গোঁজা পাচ্ছিল, কটিবন্ধনটিও সবুজ বর্ণের, ঐ কোমর-পটির উপর পেশ কবজের মুট্‌ বেরিয়ে আছে দেখা যাচ্ছিল, হীরা চুনী পান্না প্রভৃতি বিস্তর ভাল ভাল দামি পাথর তাতেও বসান ছিল, সেইগুলি সূর্য্যের আভায় ঝকমক্ ঝকমক্ কোচ্ছিল। তাঁর তেজঃপরিচিত, গুণপরীক্ষিত তলোয়ারখানি পাশে ঝুলছিল। খাসা মকমলের খাপ, খাপের উপর হাতীর দাঁতের কারীগুরী, তা ছাড়া মিশ্‌কালজলের অক্ষরে কোরাণের কতকগুলি কবিতা আর পদ লেখা রয়েছে। কিংকাপের পাজামা ঝক্‌মক্ কোচ্ছিল, হীরা চুনী পান্নার চুমকিদার লপেটা জুতো, তার অগ্রভাগ বক্র হয়ে প্রায় গোড়মুড়তে এসে ঠেকেছে। আমাদের কুচ করবার পূর্ব্বে আমীর একবার দৃষ্টিপাত কোরে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, দেখে শুনে সব বিষয়ে মহা সন্তুষ্ট হোলেন। চোনা চোনা ৮০০ বলবান সোয়ার আমীরকে ঘেরে রইল, আমি তাদের সরদার হোয়ে চোলেছি, আমাদের ঘোড়াগুলি নাচ্‌তে নাচ্‌তে, তড়াক তড়াক কোরে লাফাতে লাফাতে চল্লো। সূর্য্যের আভায় অস্ত্রগুলি চক্‌মক্ চক্‌মক্ কোত্তে লাগ্‌ল। হুকুম দেবামাত্রেই সমুদয় দলবল সার বেঁধে কাতার দিয়ে রাস্তা যুড়ে চোল্লো। ক্রমাগত চোলে প্রথম উত্তীর্ণস্থানে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলে। ইয়াস্‌মিন আর ইয়াকুব পালামত মালখানা

পাহারা দিতে লাগল, আমি নিয়ত জেমলার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেম, সেই সুযোগে আমীরের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও চোল্‌তে লাগ্‌ল। একদিন অঙ্গুরীটি একটু দেখতে পেয়ে বোল্লেন, "বাঃ, বেশ আংটি, কেমন আংটি দেও দেখি দেখি।" আমি হাত থেকে আংটিটি খুল্লেম, রীতিপদ্ধতি অনুসারে আমীর পাছে মনে করেন আমি তাঁরে নজর দেবার যত্ন পাচ্ছি, তাই যে গতিকে সেটি হস্তগত হয়, সে বৃত্তান্ত বোলে তাঁকে এই কথা বোল্লেম, "দেখুন ধর্ম্মাবতার! আমি কে, এই আংটিটি ভিন্ন সে বিষয় অবগত হবার অন্য কোন উপায় নাই। এই আংটি উপলক্ষে যদি কখন সেই মর্ম্মকথাটি প্রকাশ হয়, ঐ প্রত্যাশা কোরে একে যত্ন কোরে রেখেছি; নচেৎ সে কথা জানবার আর কোন পথ নেই।"

জেমলা বোল্লেন "এর পূর্ব্বে হয় এই আংটিটি, নয় ঠিক এর জুড়ি একটি আংটি আমি কোথাও দেখিছি।"

আমি বোল্লেম, "হজুর! কোথায় দেখেছেন, স্মরণ হয় কি?"

জেমলা বোল্লেন, "হাঁ, হয় বৈকি, আমি যদি ভ্রান্ত না হয়ে থাকি, তবে বোধ হয় নজকালীর হাতে হুবহু এই রকম একটা আংটি দেখেছি, তার চেহারা আর এর চেহারা ঠিক একই রকম।"

আমি অমনি শিউরে উঠে বোল্লেম, "নজকালী খাঁ!"

জেমলা বোল্লেন, "হাঁ, নজকালী খাঁ, তুমি চম্‌কে উঠলে কেন? তার নাম শুনে তোমার বিস্ময় হবার কারণ কি?"

আমি বোল্লেম, "বাস্তবিক সে কথা আমি বোলতে পাচ্ছিনে হুজুর! কেন যে আমি শিউরে উঠ্‌লেম, তা বুঝতে পাচ্ছিনি, তবে আংটিটি তিনি কোথায়, কি প্রকারে হস্তগত কোল্লেন, তাই মনে কোরে যদি শিউরে উঠে থাকি ত উঠেছি। এই আংটিটির পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত অবগত হোতে পাল্লে আমার বংশ আর জন্মের নির্ণয় হয়, সেই জন্যে এটি কার আংটি, প্রথম কার হাতে থাকে, সেই সকল সন্ধান জানবার বড় অভিলাষ হয়, আংটিটী আমার জন্মবৃত্তান্তের স্মরণদাতা বোলেই আমার মনে ঐ অভিলাষ সজাগ কোরে দিয়েছে, তা দিতেই পারে, বিচিত্র নয়।"

জেমলা বোল্লেন, "তারই বা ভাবনা কি? আগরাতে নজকালীর সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হবেই হবে, তখন তাঁর মুখে আবশ্যক মত সকল কথাই শুন্‌তে পাবে"।

আমি বল্লেম, "আমার সে অদৃষ্ট নয়, তিনি আমার প্রতি সদয় নন।" এই আক্ষেপ কোরে আমাদের ছাউনিতে যে যে কারখানা হয়ে গেছে, সে সমুদয় আনুপূর্ব্বিক আমীরকে অবগত করালেম। পরামাণিকের দুঃসাহসের কথা শুনে জেমলা হেসেই খুন, বোল্লেন, "সে কি সাহসে নজকালীর মুখের উপর নুরমহলের নষ্টামি-চক্রের কথা অম্লানবদনে বোল্লে? শেষে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, নুরমহল ছাউনি থেকে চোলে গেলে পর তাঁর কোনো সংবাদ পেয়েছি কি না? নজকালীর কি অভিপ্রায়, তা আমি জানি কি না?

আমি "না" বোলে উভয় প্রশ্নের উত্তর কোল্লেম।

এক্ষণে আর কোন কথাবার্ত্তা নেই, আমরা একটি পার্ব্বতীয় কন্দরের ভিতর দিয়ে চলেছি, পথটি অতি সঙ্কীর্ণ, আমাদের ডাইনে বায়ে উভয় পার্শ্বে পার্ব্বতীয় প্রাচীর, কন্দরের পথটি এত অপ্রশস্ত যে, তা উত্তীর্ণ হতে হস্তীগুলির অতিশয় কষ্ট হয়, তবু ত পিঠে কোন বোঝা বা কোনো প্রকার ভার ছিল না, সেগুলি পূর্ব্বেই নাবিয়ে নেওয়া হয়। বোঝা নামিয়ে দিয়ে, হেপাজাতের নিমিত্ত লোকজন যত ছিল, তাদেরও নাবিয়ে দিয়ে তবে হাতীগুলিকে সেই ক্ষুদ্র গলি পথে লয়ে যাওয়া হয়। আর দুই দিবসমাত্র কুচ্ কোল্লে আগ্‌রায় পৌঁছিতে পারি। চোল্‌তে চোল্‌তে তামাম দিন অবসান কোরে দিবসের শেষ ভাগে আমরা সেই পার্ব্বতীয় গলীপথে প্রবেশ কোল্লেম, তখন সূর্য্যদেব অস্তাচল অবলম্বন কোরেছেন। আমাদের চতুর্দ্দিকে রজনীর

ঘোরমূর্ত্তি ঘনবেগে প্রগাঢ় হোচ্ছিল। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই ব্যগ্র যে, কতক্ষণে আপনাদের আড্ডায় পৌঁছিব, এমন সময় একটা উচ্চ ভগ্নপর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর থেকে বন্দুকের দেওড় বাড়্ ঝাড়্তে সুরু কোল্লে. সেই শব্দ শুনে আমাদের অন্য ভাবনা উপস্থিত হলো। বিস্তর অশ্ব, বিস্তর সৈন্য পথ অবরুদ্ধ কোরে মৃত্যু-শয্যায় শয়ন কোল্লে। একদল পদাতিক হাতে বন্দুক, রক্তধরার উপর পোল্তে ধোরে যেন বাড়্ ঝাড়ে আর বিলম্ব নাই, এইরূপ ভঙ্গীতে আমাদের উপর চড়াও হবে বোলে সেই ঝুলিপথ বেয়ে আস্ছিল, আর উচ্চস্বরে ডেকে বোল্ছিল যে,আমরা ধরা দিয়ে তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করি। তাই দেখে আমীর জেমলা অশ্বের পিঠে পায়ের ধাক্কা মেরে "তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো," এই কথা মাত্র বল্বার অবকাশ পেয়েছিলেন, তার পরেই অশ্বটি যেন উড়ে চল্লো,সে তার মুনিবের সাঙ্কেতিক কথাটি ভালরূপ অবগত ছিল। আমীর অমনি তলোয়ার বার কোরে বীর-বিক্রমে বিপক্ষের উপর ঘোর আক্রমণ কোল্লেন, সম্মুখে যে পোড়্তে লাগ্ল, কেটে টুক্রো কোত্তে লাগ্লেন, যে কেহ বাধা, বিঘ্ন, ব্যাঘাত, বা বিপক্ষতা কোত্তে এলো, তাদের মেরে কেটে একাকার কোল্লেন। শত্রুপক্ষেরা নাকি সম্মুখে থেকে বাড়-ঝাড়্তে-ছিলো,তাই আমাদের বিস্তর হত আর বিস্তর সাংঘাতিক আহত হলো। কিন্তু দোশমনেরা পুনশ্চ যে বারুদ গেদে বাড়্ ঝাড়বেন, সে অবকাশ পেলে না,তার পূর্ব্বেই আমীর চড়াও হোয়ে একটি একটি কোরে তাবতের মাথা কেটে ফেল্লেন, জনপ্রাণীও বেঁচে যেতে পারেনি। কিন্তু তথনো পর্য্যন্ত মাথার উপর থেকে প্রাণ-সাংঘাতিক ঘোর অগ্নি-তরঙ্গের তুফান হোচ্ছিল। আমাদের অশ্বগুলি পথশূন্য সেই দুর্গম ভগ্ন পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর কোন প্রকারেই আরোহণ কোত্তে পাল্লে না। আমীর জেমলা অন্য কোন উপায় না দেখে আমাদের সকলকেই ঘোড়া থেকে নাব্তে হুকুম দিয়ে বোল্লেন, "এক এক ব্যক্তিকে দুই দুই ঘোড়া ধোরে নীচে থাক্তে হবে, তা হলে বাকী অর্দ্ধেক লোক তলোয়ার হাতে পাহাড়ের উপর উঠে বিপক্ষের প্রতি চড়াও কোত্তে পারবে। আমরা হামাগুড়ি দিয়ে আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে পাহাড়ের উপর উঠ্লেম, জেমলাও স্বয়ং সরদার হোয়ে আমাদের আগে আগে চোল্লেন। কিন্তু দোশমনেরা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষা কোল্লে না, তারা ইতস্ততভাবে গুটি কয়েক লক্ষ্যশূন্য গুলি ছুড়ে, পার্ব্বতীয় ছাগপালের ন্যায় পালিয়ে প্রস্থান কোল্লে,যে যে দিকে সুবিধা দেখ্লে,সে সেই-দিকে ছুট্ল, সব ছত্রভঙ্গ হোয়ে পোড়্ল। জেমলা সেই বন্ধুরময় পর্ব্বতশৃঙ্গের ধারে দাড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে সেই দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র পথটি দেখ্তে লাগ্লেন, শেষে ডেকে বোল্লেন, "কেমন, রাজকোষ ত নির্ব্বিঘ্নে আছে, তার ত কোনো অনিষ্ট হয়নি?" "হুজুর! তা রক্ষা হোয়েছে, কিন্তু ইয়াকুব মারা পোড়েছেন।" আমাদের দলের একটি লোক এই উত্তর কোল্লে।

"কি! মারা পোড়েছে?" আমি এই কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম।

সেই লোকটি বোল্লে, "তার নিয়তিই ঐ, অদৃষ্টে মৃত্যু আছে, কে কি কোত্তে পারে?"

জেমলা বোল্লেন,"সে বীর যুবা, তার মৃত শরীর এই দণ্ডেই এই খোলা ময়দানের মধ্যে নিয়ে এসো।" আমাদের পক্ষের কত লোক মারা পড়ে, অন্ধকার বোলে তার নিরূপণ হলো না, বিশেষতঃ সে সময় নিরূপণ কর্বার প্রতি আমাদের মনোযোগও ছিল না। কে আমাদের পথাবরোধক হয়ে এই অনর্থ-পাত উপস্থিত কোল্লে, আমরা কেবল সেই বিষয়েরই চিন্তা কোচ্ছিলেম, তাতেই আমাদের মন আচ্ছন্ন ছিল। কেন না, তারা সকলেই রাজপুত আর পাঠান, তারা যে সামান্য ডাকাতের মতন নয়, কি তারা যে সামান্য ডাকাতের অপেক্ষা উচ্চ পদের লোক, সেটা স্পষ্ট দেখা গেছিল। এদিকার গোলমাল মিটে গেলে আমরা রাজতহবিলের দিকে দৃষ্টি-পাত কোল্লেম, দেখলেম হস্তীগুলি গুলী দ্বারা

আহত হয়েছে বটে, কিন্তু মর্ম্মান্তিক নয়, তথাচ শাস্ত্রজ্বালায় অস্থির হোয়ে ক্ষিপ্তের প্রায় ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছিল, আর কি ঘোড়া, কি মানুষ, সুমুখে যে পোড়্ছিল, তাকেই দন্তাঘাত কোচ্ছিল, যারা গুলী খেয়ে নীচে পোড়ে গেছিল, তাদের ত পায়ের নীচে ফেলে দোলে চোটকিয়ে নাড়ী বার কোরে দিলে, তবে কেউ কেউ যে কেমন কোরে সে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তা বোল্তে পারিনে, সিটি অতি অদ্ভুত দৈবাশ্চর্য্য! আমাদের লোকজন ক্লান্তিবশতঃ অতিশয় অবসন্ন হোয়ে পড়েছে। মালের সিন্দুকগুলি মাথায় কি ঘাড়ে করা দূরে থাকুক, তাদের এমন শক্তি ছিল না যে,ধরাধরি কোরে হাতীর উপর উঠিয়ে দেয়। জেম্লা কিন্তু হুকুম দিয়েছিলেন যে, লোকজনেরা সেগুলি ঘাড়ে কোরে বোয়ে নিয়ে যায়, কেন না', তৎকালীন হস্তীগুলি এত অবাধ্য হোয়ে পড়ে যে, কোন মতেই বশীভূত হোচ্ছিল না, তারা হোয়ের মত হোয়ে সেই গলী-পথের মধ্যে ঘুরে ঘুরে, ছুটে ছুটে, বেড়াচ্ছিল, কার সাধ্য নিকটে যায়? সিন্দুকগুলি যদি কষ্টে শ্রেষ্টে উঠাতেও পাত্তো, তাতেও কোন ফল দেখ্তো না, যে হেতু পাগ্লা হাতীগুলি পথ বন্ধ কোরে আগ্লে ছিল, তাদের নিকট দিয়ে চোলে যেতে কারও সাহস হতো না। হতভাগ্য ইয়াকুব বিবেচনার মত কাজ কোত্তে পারেন্ নি, তহবিলের সিন্দুকগুলি সকলের পেছনে না রেখে, তাঁর উচিত ছিল, খুব যত্নপূর্ব্বক চেষ্টা পেয়ে সেগুলি আগে আগে লয়ে যান। জেমলা এই বিভ্রাটে পোড়ে হুকুম দিলেন, বাকী রাতটুকু সকলকে এইস্থানেই অবস্থিতি কোত্তে হবে, প্রভাত উদয় না হলে কোন কার্য্যই হবে না। হতভাগ্য ইয়াকুবের মৃতদেহ মালের সিন্দুকের উপর রেখে সেগুলি একটি চতুষ্কোণ গর্ত্তের মধ্যস্থলে রক্ষা করা হলো, হেপাজাতের নিমিত্ত খন পাহারা নিযুক্ত হলো। মাহতেরা মত্তহস্তীগুলিকে তুষে তেবে বশীভূত কর্ব্বার চেষ্টা কোত্তে লাগ্ল; আর যদি বোলে কোয়ে প্রবোধ দিয়ে সেই কুকাণ্ডস্থান থেকে সোরিয়ে তফাতে লোয়ে যেতে পারে, তারও ফিকির দেখ্তে লাগ্ল, তাদের সেই তাক্বাক্ কোত্তেই বাকী রাতটুকু কেটে গেলো। মাহতেরা উনন তয়ের কোরে আগুন জেলে আপনাদের কাজে বোসে গেল, হাতীদের জন্যে যা পাক কোরে, তাতে ঘি, ময়দা, আর মেঠাই মিশিয়ে আচ্ছা কোরে ঠেসে মাখ্লে, তার পর সহিসদের ডেকে হস্তীগুলির নিকটে যেতে বোল্লে, সহিসেরা "কেয়সা বাবা! আবিত ঠাণ্ডা হোয়া বাবা! জো হোনেয়া সো হোগেয়া, কুছ খেয়াল মত করো, তোমারা ওয়াস্তে খানা পাকায়া গেয়া, খুব মিঠা খানা বাবা, আবি চলো মেরা বেটা, কুছ আন্দেসা মত করো, চলো, বাবা চলো," এইরূপ স্তব-স্তুতি কোত্তে কোত্তে অতি সতর্ক হয়ে দুই এক পা কোরে আস্তে আস্তে নিকটে গেল। সুবুদ্ধি চতুর জানোয়ারগুলিও সহিসদের মিষ্ট সম্ভাষণে বাধ্য হয়ে পোড়্ল। গরম গরম রুটীর আর গরম গরম ভাতের আঘ্রাণ লয়ে আপনার আপনার শুঁড়গুলি লম্বা কোরে বাড়িয়ে দিলে, বাড়িয়ে দিয়ে এইরূপ ভাবে দাঁড়ালে যে, সকলের আগে যে হাতীটি দাঁড়িয়ে, মাহতেরা যেন একটি ময়দার লুটি তার মুখের মধ্যে ফেলে দিতে পারে। সে সেই লুটিটি পেয়ে আড়ে আড়ে গিলে ফেল্লে। তার পরেই দেখা গেল, পেছন থেকে আর একটি হাতী শুঁড়টি সর্পফণার ন্যায় বিস্তার কোরে প্রথম হাতীর পিঠের উপর দিয়ে বাড়িয়ে দিচ্চে। এইরূপে উভয় হস্তীই এক পা দুপা কোরে সহিসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্তে লাগ্ল, শেষে ক্রমে ক্রমে গলীটি পার হয়ে ফাঁকা যায়গায় এসে পোড়ল, এক্ষণে সাবেক দস্তুরমত পায়ে জিঞ্জির দিয়ে, বেশ পরিতোষ পূর্ব্বক তাদের জঠরানল শান্ত কোরে, ক্ষতের শুশ্রূষা হতে লাগল। এদিকে আমীর জেমলা তামাম রাত্রের মধ্যে একবার চক্ষু মুদিত করেন নি, যেমন প্রভাত-ছটা প্রকাশ হলো, অমনি তিনি গাত্রোত্থান কোরে দুর্ভাগা ইয়াকুবের শব যে স্থানে ছিলো, সেইখানে চোলে

গেলেন। গুলী দ্বারা শরীরটি স্থানে স্থানে ভেদ হয়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছিল। কবরের নিমিত্ত একটি গোর খোঁড়বার হুকুম হলো, সরদার বাহাদুর ইয়াকুবের মৃত শরীরের উপর ঝুঁকে পোড়ে যখন এই কথাগুলি বোল্লেন, "বীর যুবা! তোমার অল্প আয়ুরূপ সূর্য্য অস্তাচলাবলম্বিত হইয়াছে, আর কখনই পুনঃপ্রকাশ হইবে না," সেই সময় আমীরের চক্ষুর কোণে একবিন্দু অশ্রুপাত দৃষ্ট হলো। ইয়াকুবের দেহটি যখন মৃত্তিকাগর্ভে সমর্পণ করা হয়, তৎকালীন কারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি ছিল না, সকলেই স্থির, গম্ভীর প্রশান্ত এবং নিঃশব্দ। এই ক্ষুদ্র যুদ্ধেতে অপর অপর যে সকল বীর ভ্রাতারা ধরাশায়ী হয়েছিলেন, তাঁদের জন্যেও ঐ প্রকার বিষাদপূর্ণ দুঃখময় অন্ত্যেষ্টি সংস্কার সম্পাদন কোত্তে হয়েছিল; আমাদের পক্ষের প্রায় ১৪০ ব্যক্তি হত এবং ২০০ ব্যক্তি আহত হয়, আহত ব্যক্তিদিগের আর অশ্বারোহণে ক্ষমতা ছিল না। দেখ্‌লেম, শত্রুপক্ষের ২০০ ব্যক্তি আমাদের অগ্রে মৃত্যুশয্যা কোরে আছে। হায়! রণমত্ততার উত্তাপ শীতল হইবার পর এই মৃত্যুদর্শন মনে চিন্তা করিলে কতই অসুখ জ্ঞান হয়! এ রুধিরপাতের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য ত—লুঠ্ আর ডাকাতি!!! কে কোল্লে, বাণিকার কে? সে বিষয় এখনও সন্দেহের স্থল, সে কথা এখনও অপ্রকাশ আছে, জেমলা কিন্তু শপথ কোরে দিব্যি কোল্লেন যে, তিনি অচিরাৎ সে সন্দেহ ভঞ্জন কোরবেন, আর প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, যে ব্যক্তির অসৎপরামর্শে এই নীচ অধম কাপুরুষবৎ আক্রমণের উৎসাহ পেয়েছে; তাকে সমুচিত শাস্তি দিয়ে হিংসার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান কোর্‌বেন।

বহু লোকের বাসস্থান একটি সুপ্রশস্ত গণ্ডগ্রামে পৌছে জেমলা গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন ঐ গ্রাম দিয়ে একদল হাতিয়ার-বাঁধা লোক চোলে গেছিল কিনা? আর ঐ গ্রামের নিকটে কোন সরদার বাহাদুর অবস্থিতি কোরেছিলেন কি না? গ্রামবাসীরা বোল্লে, যে দিন আমাদের সঙ্গে সংগ্রাম সাক্ষাৎ হয়, তার পূর্ব্ব দিন একদল অস্ত্রধারীকে গ্রামের নিকট দিয়ে চোলে যেতে দেখেছে, কিন্তু তারা কার্ লোক, আর কোথা থেকেই বা এসেছে, গ্রামবাসীরা তার কোনো খবরই রাখেনা, বোল্লে, "আমরা সে বিষয়ের কিছুই অবগত নই।" গত দিবসের যুদ্ধের প্রসঙ্গে নানা কথাবার্ত্তায় আছি, বিশেষতঃ এমন কর্ম্ম কে কোল্লে, এর বাণিকার কে, আন্দাজে আন্দাজে কত লোকের উপরই সন্দেহ কচ্ছি, সে সন্দেহ কিন্তু শুদ্ধ আনুমানিক, এমন সময় পরামাণিক লুচ র আমার সঙ্গে কোন কথা কইবার প্রার্থনা কোল্লে, আমি তখন আমীরের সঙ্গে একত্রে বোসে আহতদিগের সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত কোচ্ছিলেম, পুনর্ব্বার কুচ কোত্তে হবে, তার কি চাই না চাই, তারও তদারক কোচ্ছিলেম, সেইগুলি শেষ কোরেই উঠে চোলে এলেম, ভাবলেম, যাই, জিজ্ঞাসা করিগে, পরামাণিক কি গুরুতর বিষয়ের কথা আমায় বোল্‌তে চায়। পরামাণিক বোল্লে, "হুজুর! নাদান গরিববেচারাকে মাপ কোর্‌বেন। কাল্‌কের লড়ায়ের বিষয়ে আমি যা আন্দাজে আন্দাজে সন্দেহ কোরেছি, সে সন্দেহ শেষে নিঃসন্দেহ হোয়ে দাঁড়াতে পারে।"

আমি বোল্লেম, "তুই তার কি জানিস্?"

পরামাণিক বোল্লে, "হুজুর! সে কথা নয়, মানুষ মাত্রেই মূর্খ, কেউ কোন বিষয় নিশ্চয় কোরে বল্‌তে পারে না, তবে এক আছে—আন্দাজ। সকল লোকেই আন্দাজে আন্দাজে বলে, আমার আন্দাজ এই, নজফালী খাঁই এ উপদ্রবের মূলীভূত, সেই ব্যক্তিই এই অনর্থপাতের জড়, গত রাত্রে তিনিই বিপক্ষদলের সরদার হয়ে এসেছিলেন।"

আমি বোল্লেম, "আহা! এ কথা যদি সত্য হয়, তবে খবরটুকুর অনেক মূল্য হোয়ে দাঁড়াবে, তুই সে কথা কি কোরে জানতে পাল্লি? কি সুরাথ পেয়েছিস্ যে, এরূপ অনুমান কোচ্ছিস?"

পরামাণিক। হুজুর! সে কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? আমি তার অস্তরঙ্গ সকলকেই জানি, আমার কাছে কারও মুখ কি দাড়ি ছাপা নাই, যারা মারা পোড়েছে, আজ প্রাতে তাদের মধ্যে একটি ব্যক্তিকে দেখেই চিনতে পেরেছি, আমি যদি তার দাড়ি কখন স্পর্শও না কোত্তেম,তবু বোল্‌তে পাত্তেম যে, এ সেই ব্যক্তি, তার বিশেষ কারণ আছে।"

আমি বোল্লেম, "তুই কার্ কথা বোল্‌ছিস্?"

নূচার বোল্লে,"তার নাম গজব উদ্দীন, সে ব্যক্তি নজফালীর চাকর ছিল,আর সদাসর্ব্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিত্তো, একলহমাও ছাড়াছাড়ি হতো না.ঐ ব্যক্তিই আমার বুড় আঙ্গুল মোড়া দিয়ে মুচ্‌ড়িয়ে ভেঙ্গে দিছিল।"

আমি বোল্লেম, "তাই হবে হোতেও পারে, কিন্তু সে যদি সম্প্রতি আর কাহারও চাকর হোয়ে থাকে, নজফালীর চাকুরী সে যদি পরিত্যাগ কোরেই গিয়ে থাকে?"

পরামাণিক বোল্লে, "আমিও সে কথা বোল্‌তে পাত্তেম, কিন্তু আর একটি কথা আছে, তাতেই আমার ধ্রুব বিশ্বাস হোয়েছে যে, ও ব্যক্তি যখন মৃত্যুশয্যা করে, তৎকালীন নজফালী তার নিকটে অবশ্যই ছিলেন, অথবা বোধ হয় তিনি তারে টেনে হিঁচড়িয়ে তফাতে লয়ে যেতে চেষ্টা কোরেছিলেম, তার কারণ এই যে.ঐ ব্যক্তির অতি পার্শ্বেই এই চুনীর আংটিটি অযত্নে পোড়ে ছিল, এক্ষণে আমি তা কুড়িয়ে এনেছি। আমি যখন তখন নজফালীর হাতে এই আংটিটি দেখ্‌তে পেয়েছি. আংটিটি পেয়ে আমার আরও এই বিস্ময় হলো যে, হুজুরও ঠিক এইরূপ একটি আংটি পোরে থাকেন" ঐ কথা বোলে পরামানিক আংটিটি বার কোরে দিলে। আমি যত্নপূর্ব্বক আংটিটি বার বার উল্টে পাল্টে বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেম, বুঝ্‌লেম, আমীর আমাকে যে আংটির কথা বোলেছিলেন, এ সেই আংটি, আমারই যুড়ী আংটি ঠিক্ তারই প্রতিরূপ। আমি তৎক্ষণাৎ আমীরের কাছে চোলে গেলেম, আংটিটি তাঁর সুমুখে রেখে বোল্লেম, এটি পরামাণিক সন্ধান কোরে বার কোরেছে, আর সে ব্যক্তি এই এই কথা বলে। জেমলা বোল্লেন, "পরামাণিক ঠিক কথাই বোলেছে, আমার মনেও সে কথা বেশ ধোরেছে। আমার বেশ স্মরণ হোচ্চে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নজফালীর হাতে যে আংটি দেখেছিলেম, এ সেই আংটি। একবার গলকন্দার রাজদরবারে মগলরাজ উকিল পাঠান, নজফালী তাঁরই শরীররক্ষার নিমিত্ত সমভিব্যাহারী সৈন্যের সেনাপতি হোয়ে যান।"

নজফালী কার্ কারপরদাজ, এক্ষণে সেই বিষয়ই নির্ণয় করা, আর এ অতিপাত তিনি কেন কোল্লেন, তার কৈফিয়ত তলব করা—এই দুটি কর্ম্ম আমাদের মুলতুবী রইল। আমীর বোল্লেন, "সাদক! আংটিটি এখন তোমার কাছে রেখে দাও,কিন্তু দেখো,আমি চাহিবামাত্র যেন পেতে পারি, পরামাণিককে কিছু বক্সিস দিয়ে দাও, আর তাকে বোলে দাও,আপাততঃ সে যেন একথা মুখে না আনে, বিষয় বিশেষে ন্যাকার মত হাবা বোবা হওয়া ভাল, তাতে কাজ উদ্ধার হয়, সকল কথা জানি, সেরূপ ভাব সকল সময়ে দেখান উচিত নয়।" আমি এক্ষণে বিদায় হোয়ে নূচারকে ঐ কথা বোলে সতর্ক কোরে দিলেম, পরামাণিক বোল্লে "সে কি হুজুর! যদি সেটি গুহ্য কথা হয়, তবে আমি ভিন্ন আর কে সে কথা গোপন রাখ্‌বে? গোপন রাখ্‌তে আমার মত আর কে পারে? হুজুর! সে ভয় কোর্‌বেন না।" আগরায় পৌঁছে জেমলা মুক্তকণ্ঠে কটুস্বরে অভিযোগ কোত্তে লাগ্‌লেন যে, পথে তাঁর উপর অতি অতিপাত হোয়েছে, তাতে কোরে মিথ্যা মিথ্যা কেবল অতকগুলি বীর পুরুষেরই প্রাণনাশ হলো। আমীর বোল্লেন,যে এ কাজ কোরেছে, আর যার পরামর্শে হয়েছে, তার নাম যে পর্য্যন্ত না শুনতে পাবেন, বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাবেন না। শাজাহান বোল্লেন.তিনি সে ঘটনার কিছুই অবগত নহেন, পূর্ব্বে কখন সে কথা কানেও শুনেননি। দারা ও ঐরূপ

বোল্লেন, কিন্তু রাজকুমার স্বমুখে ব্যক্ত কোল্লেন যে,নজফালী,তাঁর চাকর,আর অনেক গুলি লস্করও তাঁর তাঁবে আছে, দারা আরও ঐই কথা বোল্লেন, ঐ সকল লোকবল লয়ে এরূপ দুষ্কর্ম্ম কোত্তে তার যদি সাহস হোয়ে থাকে সে রাজধানীতে ফিরে এলেই তার মাথা কেটে আমীরের কাছে পাঠাবেন। এ সকল কথা প্রশংসার যোগ্য বটে এবং কাজেও তা সত্য হোলে হোতে' পারে, কিন্তু আমীর শুনে সন্তুষ্ট হোলেন না। আমীর কোন শ্রদ্ধেয় সূত্রে শুনতে পেয়েছিলেন যে, সমুদয় কাণ্ড দারার অনুমতি লয়েই করা হয়েছে। নজফালী পরামর্শ দেন,রাজকুমার তাতে স্বাক্ষর করেন, বরং এ কথাও বোলে দেওয়া হয় যে,নজফালী যদি অপদস্থ হয়, তবে আর যেন সে কদাচ আগরায় ফিরে না আইসে, এ কথা সে যেন বিস্মৃত না হয়। বীর-প্রভাব নজফালীর মনে বেশ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অবশ্যই জয়ী হবেন, পরাস্ত কথনই হবেন না, তাই সচিব সাহস কোরে আমাদের উপর আক্রমণ কোরেছিলেন, শেষকালে অপদস্থ হোয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোল্লেন, কোথায় গেলেন, কেউ জানতে পারে না।

যদিও রাজপুত্র দারা ধর্ম্মত বোল্লেন যে, তিনি সে বিষয়ের কিছুই জানতেন না, কিন্তু আমীর তাঁর সে কথায় পরিতৃপ্ত না হোয়ে এই জেদ কোত্তে লাগ্‌লেন যে, একদল সৈন্য পলাতকের অনুসন্ধানে পাঠান হয়, দারা তাতে সম্মত হোলেন। তিনি যে নজফালী সংক্রান্ত অত্যাচারে লিপ্ত আছেন, সে কথা তাঁর গোপন রাখবার ইচ্ছা ছিল, তাই আমীরের অধীনে ১২০০ লস্কর নিযুক্ত কোরে দেওয়া হলো। তাঁর মনে যেন কোন ছলনা চাতুরী নাই, সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ কর্‌বার জন্যে জেমলার সঙ্গে এই কথা স্থির হলো যে, ঐ সকল সৈন্য আমীরের নিজ সরদারগণের অধীনে থেকে আদেশ পালন কোরবে। দারা যৎকালীন আমীরের এ বন্দোবস্তেও স্বীকৃত হোলেন, তিনি তখন ইটি মনে ভাবেন নি যে, যে সাদককে তিনি একবার অতি নিষ্ঠুরপ্রাণে খুন কোত্তে চেষ্টা কোরেছিলেন, সেই সাদকের উপরেই ঐ সরদারি পদ প্রদান করা হবে।

জেম্‌লা বোল্লেন,"সাদক! তোমার নির্ভয় অন্তঃকরণ,—উদ্‌যোগ, চেষ্টা, উৎসাহ,—এ সকল গুণও তোমাতে ভালরূপ আছে, তাতে কোরে আমার মনে বেশ সাহস হোচ্চে যে, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। সে পামর নরাধম এখনও অধিক দূর যেতে পারেনি যে, ফাকি দিয়ে আমাদের হাত থেকে বেঁচে যাবে, আমি আগ্‌রায় থেকে শাজাহানের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়-কার্য্যের কথা কোয়ে আপনার কাজ নির্ব্বাহ করি, তুমি রাজকুমার দারার প্রদত্ত ১২০০ ফৌজ লয়ে নজফালীর অনুসন্ধানে চোলে যাও। যে পর্য্যন্ত সে নরাধমের সন্ধান না পাও, তোমাকে দেশময় তন্ন তন্ন কোরে খুঁজে বেড়াতে হবে। আমি বাদশাহের কাছ থেকে কেল্লাদার এবং ঠাকুরদের নামে ফারমান বার কোরে দেবো স্বয়ং দারার কাছ থেকেও প্রবেশানুমতি-পত্র এনে দেবো, তদ্ভিন্ন তাঁর চিঠিও দেবো, দারার তাঁবে যেখানে যত লোক আছে, তারা তোমার সহায় হোয়ে সেই পলাতককে গেরেপ্তার কর্‌বার চেষ্টা কোর্‌বে, তবে যাও, সব আয়োজন করোগে, যদি ইষ্টসিদ্ধ হয়, বিস্তার পুরস্কার পাবে।"

যে নির্দ্দিষ্ট ভার লয়ে আমার এখানে আসা হয়, তৎসম্বন্ধে এপক্ষে আমার একটি ওজর ছিল, অর্থাৎ আগ্‌রায় অনুপস্থিত থাকলে দারা আর আমীর জেম্‌লা,—ঐ দুই ব্যক্তির মন্ত্রণাচক্র অবগত হোয়ে আরঙ্গজেবকে সংবাদ কোত্তে পারব না। কিন্তু জেম্‌লার প্রতি দারার যেরূপ মনের ভাব দেখ্‌লেম, তাতে কোরে যে তাঁদের পরস্পর প্রণয় হবে, সে আকার, সে সম্ভবনা নেই, তবে সে ভয় কর্‌বার কারণ দেখি না, তাই প্রয়োজনমত ফার্‌মান আর প্রবেশানুমতি পত্র হস্তগত কোরেই শত্রু অনুসরণে বহির্গত হোলেম। ইস্তক প্রায় লাগাত লক্ষ্ণৌ তামাম-দিন কুচ কোরে শেষে জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসায় জান্‌লেম, নজফালী পালিয়ে অ ার

সহরে প্রস্থান কোরেছে। অম্বীর জয়পুরের রাজধানী। আমি ত ভারি বিপদ দেখলেম, নজফালী যদি জয়পুরাধিপতির আশ্রয় লোয়ে থাকে, তবে তারে গেরেপ্তার করা দুঃসাধ্য। জয়পুরের রাজন্যগণের সঙ্গে দিল্লী-সম্রাটগণের কখন অপ্রণয় নাই, চিরকালই সদ্ভাব আছে সত্য, কিন্তু তাঁরা নাম মাত্র অধীন, বাস্তবিক তাঁরা প্রকৃত স্বাধীন পদে থেকে আপনাদের একাধিপত্য রক্ষা কোরে আস্‌ছেন। এক্ষণে যদি শাজাহান বাদ্‌শাহের প্রতি রাজার ভালরূপ অনুরাগই থাকে, কিন্তু ঠাকুরদের মন সেরূপ নয়, রাজা আবার চিরকালই সেই ঠাকুরদের বশতাপন্ন। ঐ সকল ঠাকুরদের মধ্যে সকলেরি গড়বন্দি কেল্লা আছে, কেল্লাগুলি অতি দুর্গম, ঘন নিবিড় বেষ্টনে অবরুদ্ধ, তার মধ্যে প্রবেশ করাই দুষ্কর, প্রায় সর্ব্বদাই আপনাদের মধ্যে পরস্পর লড়াই ঝগড়া চোল্‌ছে, দস্যু, ডাকাত, লুটেরা,—এই সকল বদমা্‌য়েস দল লয়ে নিকটবর্ত্তী রাজ্যের উপর অনর্থপাত করা হয়। ঐ সকল ঘরাও উৎপাতের উপর যখন ভিন্ন দেশস্থ বিদেশীয় শত্রুপক্ষেরা এসে আক্রমণ কোত্তে লাগল, তখন সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য একেবারে অরাজক হয়ে পোড়ল, তখন কে কারে মারে কাটে, কে কার্ তা কেড়ে লয়, কে কারে তাড়িয়ে দেয়, তার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, সকলি গোলমাল অব্যবস্থা হোয়ে সমুদয় দেশ লণ্ডভণ্ড হোয়ে পোড়ল। জয়পুরবাসী রাজপুতদিগের নির্ভয় অন্তঃকরণ। বল, বীর্য্য, সাহসে তাদের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না, যতক্ষণ জয়ী না হবে, কদাচ রণে ভঙ্গ দিয়ে, বিমুখ হোয়ে ফিরে আসবে না, তাই আমাকে আট্ ঘাট বেঁধে সাবধান হোয়ে চোল্‌তে হয়েছিলো। যে সকল রাজা রাজোয়াড়ের প্রসাদ দত্ত জায়গীর বা নায়েবরাজচাকুরাণের মধ্যে তারা বসতি করে, তাঁদের সঙ্গে স্পষ্ট অকৌশল করা উচিত বিবেচনা কোল্লেম না, বিশেষতঃ যে সকল মোগলসৈন্য আমার অধীন হোয়ে এসেছে, তাদের মনোগত ভাব কিছুই অবগত নই, দুরবস্থা হোলে তারা যে আমাকে পরিত্যাগ কোরে চোলে যাবে না, সে সন্দেহ থেকে এককালীন নির্মুক্ত হতে পাল্লেম না, ভাবলেম, হয় ত দারা গোপনে গোপনে তাদের শিখিয়ে কি হুকুম দিয়ে দিয়েছে যে, তোরা অবসর বুঝে দিল্লীতে চোলে আসবি। সেই পার্ব্বতীয় সঙ্কীর্ণপথে যারা আমাদের গতিরোধ কোরে বিপক্ষতা করে, তাদের মধ্যে অনেকেই রজপুত, সেটি বাস্তবিক সত্য কথা— আবার জনরবে শোনা গেল নজফালী পালিয়ে অম্বীর সহরে বাস কোচ্চেন—এই সকল ঘটনা দেখে শুনে আমার মনে সন্দেহ হলো যে, হয় ত সে ব্যক্তি প্রধান প্রধান ঠাকুরদের সঙ্গে আনুরক্তি কোরেছে, আমাদের সঙ্গে বিস্তর অর্থ ছিল, হয় ত সেই প্রলোভ দেখিয়ে তাদের শুদ্ধ লয়ে আমাদের উপর আক্রমণ কোর্‌বে। শেষে বিবেচনা কোল্লেম, অম্বীর সহরের দুর্গে উপস্থিত হোয়ে রাজার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করা অতি আবশ্যক। সেখানে কিন্তু রিক্তহস্তে দেখা কোল্লে কোন ফল হবে না। দিল্লীর রাজধানী থেকে উপযুক্ত নজর না লয়ে রাজার কাছে মুখ দেখানই উচিত নয়। এখানে এসে এর তার মুখে শুনে যে সন্ধান পেয়েছি, সেই মর্ম্মে এক চিঠি লিখে সোয়ারের ডাকে তখনি আমীর জেম্‌লার কাছে রওনা কোরে দিলেম, আমীর শুনে সে বিষয়ের কি হুকুম দেন, সে কথাও জিজ্ঞাসা কোরে পাঠালেম। নজফালীকে গেরেপ্তার কর্‌বার জন্যে আমীর তার সঙ্গে কতকগুলি বিশকিম্মতি হিরে চুনী পান্না পাঠিয়েছেন, তদ্ভিন্ন রাজকুমার দারাও তাঁর পিতা শাজাহানের নাম কোরে খানকয়েক অতি সুন্দর সুন্দর জমকাল শাল আর একপ্রস্ত শিরোপা পাঠায়ে দিয়েছেন। জেম্‌লা আমার নামে এক পত্র পাঠিয়েছেন, তাতে লিখেছেন, "আর কালবিলম্ব কোরো না, একেবারে সরাসর জয়পুরে চোলে যাও, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে নজরগুলি তাঁর সুমুখে ধোরে দেবে।" নজরের সম্পত্তিগুলি রাজার যে কদাচ অগ্রাহ্য হবে না, সে কথা আমীর অবধারিত কোরে

লিখেদেয়েছেন। পত্রপেয়েই তখনি রওনা হোলেম ঠাকুরদের অনেকগুলি দৃঢ়বেষ্টন দুর্গম গড় পার হোয়ে চোলতে হয়েছিল। প্রতি ফটকেই আমাদের যেতে নিষেধ কোরে আটক কোত্তে লাগল, আর প্রতিবারই আমরা কে, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় চোলেছি আমাদের অভিপ্রায় কি, এই সকল আত্ম-পরিচয় দিতে হয়েছিল, নচেৎ ছেড়ে দেবার হুকুম ছিল না, কিন্তু সে সকল নিদেশ দিতে আমাদের কোনো কষ্ট হলো না—আমরা তা অনায়াসেই দিতে পাল্লেম। আমরা একটি কৃষিহীন অনাদৃত—দীন বসতি—উদাস রাজ্যের মধ্য দিয়ে চোলেছি, চারিদিকে বালুকাময় প্রান্তর ধু ধু কোচ্চে, কেবল মধ্যে মধ্যে কাটাবন আর ঝোড় ঝোপের জঙ্গল দেখা যাচ্ছিল, সেইগুলি ভিন্ন সে স্থানে আর কিছুই ছিল না যে, সেই একার্ণব উদাস মূর্ত্তির বাধা জন্মায়। মধ্যে মধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় উত্তপ্ত হাওয়া উঠে, ঘূর্ণবাতাস হোয়ে রাশি রাশি বালী উড়ে অন্ধকার কোত্তে লাগ্‌ল, আমরা সেই সময় আরও অন্ধ হোয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লেম, আমাদের সুমুখে শস্যশালিনী মনোহর দেশ আছে, কি নাই, একবার চক্ষু মেলে যে চেয়ে দেখ্‌বো, সে উপায় ছিল না।

জয়পুরের নিকটে পৌছে, একজন সোয়ার দ্বারা প্রার্থনা কোরে পাঠালেম যে, রাজার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়। সোয়ার এসে বোল্লে, আজ মঙ্গলবার, অতিভদ্রাদিন; আগত কল্য রাজা প্রাচীন দুর্গের অন্তর্বর্ত্তী অতি নির্জ্জন স্থানে গমন কোরে সেখানে জপ-তপ হোমাদি পাপনাশক যাগকর্ম্ম করা হবে, অতাবপক্ষে দশদিন তাঁকে সেখানে বাস কোত্তে হবে, সুতরাং এর মধ্যে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোতে পারবে না। রাজার সঙ্গে নজকালী যে আত্মীয়তা কোরেছেন, ঐ কথা শুনে সেটা বেশ মনে ধারণা হলো, তার প্রমাণের নিমিত্ত অপর কোনো সন্ধান জান্‌বার আবশ্যক হলো না। দশদিবস যাগকর্ম্ম! সে কদিন আমাকে গড়ের ফটকে বোসে, আপনার পায় আপনি তেল দিয়ে শ্রান্তি দূর কোত্তে হবে! নজকালী যদি অম্বীর সহরে থাকে, আর তার যদি পালাবার মনন হোয়ে থাকে, তা হলে ঐ দশদিবসের অবসরে সে আমার উদ্দেশ্য বিফল কোত্তে সমর্থ হবে, তবে সে পালিয়ে রক্ষা পাবে, আমরা পশ্চাৎ তাড়া কোরে গিয়েও তারে ধর্ত্তে পারবো না। এই নিরুপায় দেখে, অনেক তর্ক-বিতর্ক, বিস্তর অর্থাপত্তি এবং তার সঙ্গে অল্প অল্প মিষ্ট অনুযোগ কোরে রাজাকে একখানি পত্র লিখে পাঠালেম। যে অভিপ্রায়ে আমার এখানে আসা হয়েছে, তার কোন প্রসঙ্গ কোল্লেম না, কিন্তু এই কথা লিখে দিলেম যে, 'যে কার্য্যের ভার লয়ে আমার এখানে আসা হোয়েছে, তাতে বিলম্ব করা চলে না, বিশেষতঃ শাজাহান বাদশাহের দরবার থেকে যাঁরা দৌত্যকর্ম্মের ভার লয়ে আসেন, তাঁরা কখন হাজির থেকে উমেদারি কোরে সাক্ষাৎ করেন না, সে রীতি কোন কালেই নাই, তবে তাঁদের আহ্বানের নিমিত্ত উদ্‌যোগ আদি কোত্তে যে কয়দিবস বিলম্ব হওয়া আবশ্যক, তা হয়ে থাকে'। এই সকল ন্যায়সঙ্গত তেজগর্ভ হেতুবাদ দর্শানেতে কার্য্যসিদ্ধ হলো। হোমযাগের দশদিবস শেষ হতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে, কিন্তু তত্রাপি রাজা হুকুম দিয়ে দিলেন যে, আগত কল্য তাঁর দরবারে আমার আহ্বান হবে। অম্বীর সহরের রাজপুরী যথার্থই মহা গৌরবের স্থান, ঐশ্বর্য্য ভূষিত মনোহর শোভায় প্রফুল্লিত, তুলনা কোত্তে গেলে দিল্লীর শোভা সৌন্দর্য্য তার কাছে অতি যৎসামান্য। রাজপুরীর প্রথমদ্বার একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখন পর্য্যন্তও ততদূর পঁহুছিতে পারিনি, এর মধ্যেই এত খাল, বিল, গোরস্থান, ভগ্নবাটী, গিরিপর্ব্বত, বালুকা রাস্তা আর উদ্যান দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোল্লেম, যে, তার সংখ্যা হয় না। মনে কোল্লেম রাজবাটীতে পঁহুছিতে আজকার দিন অবসান হবে। ঝোপ, ঝোড়, জঙ্গল, নিবিড় কণ্টক বন, বিপিন, কানন, অরণ্য, কুঞ্জ, প্রান্তর এবং মধ্যে মধ্যে গণ্ডশৈলের মধ্যে দিয়ে

চোল্লেম, চোল্‌তে চল্‌তে একটি পথে এসে পোড়লেম, তার ডাইনে বাঁয়ে দুই পাশে পাহাড়,সেই পথ ধোরে সহরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। সহরটি মন্দিরে মন্দিরে খচিত দেখে বোধ হল, এ স্থানে কেবল যোগী আর গোসাঞীরাই বাস করে, তাদের অতি বিভীষিকা মূর্ত্তি, দিবা রাত্র কেবল ছাই-ভস্ম মেখে আর ন্যেংটো হোয়ে থাকে, কাপড়্ পরে না, মাথায় লম্বা লম্বা জটা, জোড়িয়ে খোপার মতন কোরে গেরো দিয়ে বেঁধে রেখেছে, মুখে ভস্মের লেপ দিয়ে তার উপর চিত্র কোরেছে, দেখলেম দেবালয়ের সুমুখে, অথবা যে সকল ভগ্নাবশেষ বাটী উদাসপ্রায় পোড়ে রয়েছে, সন্ন্যাসীরা তার চতুষ্পার্শে চক্র কোরে বোসে আছে। আমরা এখন পর্যান্তও পাহাড়ের সুমুখ দিয়ে ঘুরে ঘুরে, এঁকে বেঁকে চোলেছি, ভাস্কর কার্য্যের খোদকারি করা তিনটি বৃহৎ নগরদ্বার ক্রমে ক্রমে পার হোয়ে চোল্লেম, শেষ দ্বারটি অতিক্রম কোরেই আমার যেন বোধ হলো, রাজপ্রাসাদের সম্মুখে যে একটি বৃহৎ চক থাকে, সেই চকে এসে পোড়্‌লেম, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, ইমারতগুলি কেবল আস্তাবল, আর বারবাটীর্‌ ঘরদ্বার। এই চতুঃশালার মধ্য দিয়ে আমাদের লয়ে চল্লো, যেতে যেতে সুমুখে একটি বেশ রকরকে জমকাল কটক দেখ্‌তে পেলেম, এই কটক রাজবাটীর মধ্যবর্ত্তী উঠানে এনে আমাদের উপস্থিত কোল্লে, তার পরেই দেখি, একটি প্রকাণ্ড দরবার-দালানে এসে উপস্থিত হয়েছি, দালানের সম্মুখে একটি উদ্যান, উদ্যানের মধ্যস্থলে অতি রমণীয় একটি ফোয়ারা বিরাজ কোচ্চে। আগ্‌রাতে শাজাহান বাদশাহের রাজপুরীর মধ্যে বাস কোরে কিছুকাল সুখভোগ কোরেছিলেম, এই ফোয়ারা দেখে সেই সুখময় আনন্দের দিন আমার মনে জাগ্রত হোয়ে উঠ্‌লো। একটা মিথ্যা বাহানা কোরে রাজা আজ সাধারণ দরবার ঘরে বোস্‌লেন না। একটা ক্ষুদ্র গলিপথ দিয়ে ছোট ছোট ঘর, দালান, আর বাড়ীর ভিতর দিয়ে আমাদের লয়ে চল্লো,তার স্থানে স্থানে বারাণ্ডা বার্ করা, ঐ বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে ছাত, চাতাল, বাড়ী, বাগান, ফোয়ারা দেখা যেতে লাগল, তামাম পথ সুগন্ধি পুষ্প-সৌরভে প্রফুল্লিত হতে হতে চোল্লেম। এর পূর্ব্বে এমন কোনো স্থান আমার দেখা ছিল না যে, অম্বীর সহরের সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে। সহরটি দীর্ঘে প্রস্থে যেমন বিস্তার, তেমনি আবার উপযুক্ত স্থানে অবস্থাপিত। তার ভাস্কর-কার্য্যের কোমলতা প্রকাশতা আদি গুণ, তার শিল্পনৈপুণ্যের চাতুর্য্য, শ্বেত-প্রস্তরের প্রস্রবণ, আর মনোহর উদ্যান—এই সকল দর্শন কোরে জ্ঞান হলো যেন, স্বর্গে এসেছি। মহম্মদ তাঁর একান্ত ভক্ত শিষ্যদিগকে যে বৈকুণ্ঠবাসের আশ্বাস কোরেছেন, আমার অনুমান হলো, আমি যেন সেই বৈকুণ্ঠধামেই উপস্থিত হোয়েছি।

রাজা বিস্তর শিষ্টাচার পূর্ব্বক আমার সমাদর কোল্লেন বটে, কিন্তু অন্তঃকরণের সহিত নয়, তাঁর সে শিষ্টাচারে অমায়িক আত্মীয়তার আভাস ছিল না।

রাজা মকমলের গদীর উপর বোসে ছিলেন, আমি তাঁর ডাইনে বোস্‌লেম,নজরের সম্পত্তিগুলি তখনি উপস্থিত করে দিলেম। সেগুলি খুলে দেখাবার পূর্ব্বে রাজা ব্যস্ত হোয়ে বার বার জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন, আমি কি নিমিত্তে এসেছি? আমার অভিপ্রায় কি? নজফালী আমাদের উপর যেরূপ আক্রমণ কোরেছিলেন, সেই কথা বোলে মনোদুখের বিষয় অবগত করালেম, আরও এই কথা বোল্লেম আমীর জেম্‌লা প্রতিজ্ঞা কোরেছেন, নজফালীকে ধৃত না কোরে ক্ষান্ত হবেন না। রাজা বোল্লেন, প্রথমত তাঁর জিজ্ঞাস্য এই, নজফালী খাঁই যে চড়াও কোরেছে,তার প্রমাণ কি? গজবউদ্দীনের মৃত শরীরের পার্শে যে আংটি পাওয়া যায়, সেই আংটি বার কোরে বোল্লেম, ঐ গজবউদ্দীন নজফালীর পরম মিত্র, তারা সদাসর্ব্বদা একস্থানেই বাস কত্তো। রাজা বোল্লেন, তা হলোই বা, নজফালী দারার কারপরদাজ, সে যদি একাজ কোরে থাকে,দারার অনুমতি

লয়েই কোরেছে। আমি বোল্লেম, "রাজা সে কথা অস্বীকার কোরেছেন,রাজকুমার বোলেছেন, তিনি তার কিছুই জানেন্ না, নজরুলীকে সাজা দিতে প্রস্তুত আছেন, তাকে ধৃত কর্‌বার জন্ম সঙ্গে লস্করও দিয়েছেন।" রাজা একটু মুচ্‌কে হেসে বোল্লেন, "দারার স্বভাবই ঐ, যখন দেখ্‌লেন যে, একতিয়ারের বার হোয়ে পোড়েছে, আর হাত বাড়িয়ে পাবার যো নাই, তখন তাকে ধৃত কোত্তে সৈন্ত প্রদান করেন।" আমি বোল্লেম, "এখনও সে ক্ষমতার বার হয় নি, আমরা সন্ধান পেয়েছি, সে এই চতুঃসীমার প্রাচীরের মধ্যেই আছে।"

রাজমন্ত্রী, রাজ-অমাত্য,রাজপরিবার এবং রাজার অপর অপর কারপরদাজে ঘরটি পরিপূর্ণ ছিল, রাজা তাঁদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন হে, এমন লোক কেউ এখানে আছে, তোমরা বোল্‌তে পার?" ঐ কথা শুনে তাঁরা প্রত্যেকে বুকের উপর কোণাকোণি হাত বেঁধে বোল্লেন, "আজ্ঞা আমরা সে বিষয়ের কোন খবরই জানিনে।" আমি বোল্লেম,"আমীর জেম্‌লা একজন প্রধান ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি, তিনি পরম মিত্রও হোতে পারেন, আবার নিষ্ঠুর শত্রুও হোতে পারেন, তাঁর মনোগত অভিপ্রায় এই যে, মহারাজের সঙ্গে আত্মীয়তা কোল্লে মহারাজ হতে তাঁর উপকার হবে, তাঁর প্রার্থনা যে, এইগুলি আপনি গ্রহণ করেন। ঐ কথা বোলে নজরগুলি সুমুখে ধোরে দিলেম।

গলকন্দার খনিজাত একখানি দুষ্প্রাপ্য হীরে হাতে কোরে লয়ে যেমন তার প্রতি দৃষ্টিপাত কোরেছেন, রাজা অমনি হঠাৎ "ও মহাদেও!" এই শব্দ কোরে বোল্লেন, "কি চমৎকার রত্ন! কি চমৎকারই আভা বেরিয়েছে!" আমি বোল্লেম, "এসকল ত অতি সামান্ত, আমীরের কাছে এর অপেক্ষা আরও চমৎকার চমৎকার রত্ন আছে, আপনাকে তা দিতেও পারেন,তাঁর সঙ্গে যদি আপনার প্রণয় হয়, দেবেনই তার সন্দেহ নেই।" রাজা তাঁর মন্ত্রী আমীর খাঁকে সঙ্গে কোরে পরামর্শ কোত্তে উঠে গেলেন, একটু পরেই ভিতরের একটি কামরায় আমায় ডেকে পাঠালেন। রাজা বোল্লেন, "বাস্তবিক কথা এই যে, নজরুলীকে আশ্রয় দিছিলেম সত্য, আমাদের নিয়মই এই, কেউ শরণাপন্ন হতে চাইলে আমরা তাকে বিমুখ করিনে, কিন্তু শরণাপন্ন ব্যক্তিকে এমন আশ্বাসও করিনে যে, যদি কখন কোনো গুরুতর মাঙ্গমান ব্যক্তি তারে হাজির কোরে দিতে বলেন, আমরা তখন অস্বীকৃত হোয়ে বোল্‌বো যে,সে ব্যক্তি আমাদের আশ্রয়ের মধ্যে নাই। সে ব্যক্তি এসে শরণাপন্ন হল, আমরা তারে আশ্রয় দিলেম। আবার আপনি এসেছেন শুনে সে স্থানান্তরে যেতে চাইলে,আমরা বোল্লেম "আচ্ছা যাও।" সে এক্ষণে এস্থানে নাই, এখান থেকে চোলে গিয়েছে, আপনাতে আর তাতে কেবল একরাত্রের অগ্রপশ্চাৎ, আপনি তাড়াতাড়ি কোরে গেলে তাকে ধোত্তে পার্‌বেন। আমীরের কাছে একজন লোক পাঠায়ে তাঁকে এই কথা লিখে জানাব যে, তাঁর প্রদত্ত অমূল্য রত্ন পেয়ে চরিতার্থ হয়েছি। আমাকে যেন তিনি বন্ধু জ্ঞান করেন,—এ কথাও বোলে পাঠাব—এক্ষণে আপনি বিদায় হোতে পারেন।"

রাজা যেরূপ অকপটভাবে, উদারমনে এই কথাগুলি বোল্লেন, তাতে স্থির বোধ হলো, তিনি যা বলেছেন, সত্যই বলেছেন, কাল্পনিকতা করেন্ নি। আমি বোল্লেম, "মহারাজা আমায় চরিতার্থ কোল্লেন, আমি ভারি বাধিত হোলেম।" শেষে আমির খাঁয়ের হস্তে এক যোড়া সাল গ্রহণ কোরে, রাজার কাছে এবং রাজার মনোহর রমণীয় অট্টালিকার কাছে বিদায় হোয়ে প্রস্থান কোল্লেম।

ফিরে যখন আস্তাবলের উঠান পর্য্যন্ত এসেছি, দেখলেম,একটি পুরুষকে হাতে পায়ে বেঁধে, মুখে চকে কাপড় ঝেঁপে দিয়ে লয়ে যাচ্ছে, যে লয়ে যাচ্ছিল, সে আমাকে বোল্লে, নিকটে কালীর মন্দির আছে, সেই করালবদনীর তুষ্টির নিমিত্ত এই ব্যক্তিকে বলিদান দিতে হবে, দেবীর রুধির-পানে বিতৃষ্ণা নাই,

না তাঁর রুধির-তৃষ্ণা কখন তৃপ্ত হয়, তাও হয় না।” এই কথা বোলে বোল্লে, “আপনার যদি বলি দেখবার ইচ্ছা হয়ে থাকে ত সঙ্গে আসুন, এখনি শিরচ্ছেদন হবে দেখতে পাবেন, ব্রাহ্মণেরা সব আয়োজন কোরে বোসে আছেন, আপনাকে অধিক বিলম্ব কোত্তে হবে না।” এরূপ ঘোর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর অভিনয় মনুষ্যের কখন প্রিয়দর্শন হোতে পারে না, আমি তার মুখে ঐ নির্দ্দয় বাক্য শুনে থর থর কোরে কাঁপতে লাগলেম, আল্লা না করুন আমায় তা দেখতে হয়। তারে বোল্লেম, “তুমি শীঘ্র শীঘ্র চোলে যাও, আমার সময় নাই যে গিয়ে দেখি।”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

“যত হাসি তত কান্না।”

আমি তখনি আজমিরে রওনা হোলেম, মনে কোল্লেম, সেই পথেই নজফালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, সেইখানেই তাকে ধোর্‌বো। আবার ভাবলেম, হয় ত সে অম্বীর সহরেই লুকিয়ে আছে, তা যদি হয়, তবে এত পথ দৌড়াদৌড়ি করা [কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, কোনো ফলই হবে না। কিন্তু রাজার ভাব-ভক্তি অকপট দেখেছি,খোলাসা কথাই বোলে-ছেন বোধ হয়। পূর্ব্বে আমার শোনা ছিল, যে এসে শরণ-লয়, রাজপুত্রেরা তারে আশ্রয় দেন। কিন্তু যদি জান্‌তে পারে যে, শরণা-গতকে হাজির কোরে দেবার জন্য অনেক পেড়াপেড়ি কোর্‌বে, তবে তারে গোপনে গোপনে সোরিয়ে তফাত কোরে দেয়, এই নিমিত্ত রাজা যা বোল্লেন, সে কথা বিশ্বাস-যোগ্য হলেও হোতে পারে। আমরা ধাওয়া-ধাব্‌রি চোলে গিয়ে একেবারে মৌজাবাদে উপস্থিত হোলেম। সহরটি বড়, অনেক লোকের বাস, সেইখানে পৌঁছে সে দিন ছাউনি কোরেরইলেম। এই স্থানে জৈন-দের অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। হিন্দু-স্থানের এই প্রদেশে জিনোপাসকের সংখ্যা বিস্তর।* লোকজনকে ডাকিয়ে বোল্লেম, যে ব্যক্তির উদ্দেশে আসা হোয়েছে, তারা যেন তার অনুসন্ধান করে, আমিও স্বয়ং জৈন মহাজনদের কাছে সন্ধান জান্‌তে গেলেম। মহাজনেরা বড় সাবধানী,তাদের কাছে কোনো সন্ধানই পেলেম না। এক ব্যক্তি ছাগ-মেষাদি পশু-বিক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, সে কিন্তু বোল্লে, “একটি লোককে, আকারে বোধ হল, বড় লোকই হবেন, পঞ্চাশ জন সোয়ার সঙ্গে কোরে গতরাত্রে এই সহর হোয়ে আজ-মীরের রাস্তা ধোরে চলে যেতে দেখিছি।” এই খবরে যথেষ্ট প্রমাণ হল যে, সে ব্যক্তি আজমীর অভিমুখে চোলেছে। এক্ষণে আমার লোকজন, ঘোড়া, উঠ, হাতী প্রভৃতি খেয়ে দেয়ে আরাম কোরে তাজা হোয়ে বোসেছে, আমি তাদের কুচ কর্‌বার হুকুম দিয়ে সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় হারসুলীতে পৌঁছিলেম। যে সকল দেশ পরিক্রম কোরে এ স্থানে আস্‌তে হয়েছিল, সে সকল দেশ জয়পুর অপেক্ষা বড় ইতর-বিশেষ নয়। হারসুলীতে পৌঁছিয়েও ঐ কথা শুনলেম,—ভদ্র আড়ার একজন লোক, সঙ্গে পঞ্চাশজন অনুচর,এখান থেকে চোলে গেছে। আমরা কিন্তু পথ চোলে চোলে নির্জীববৎ হোয়ে পোড়েছি। আজ-কার রাত্রে অবসাদ দূর কোরে কাল প্রাতে ভিন্ন তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ে যেতে পারব না। যে ব্যক্তি আমাদের আগে আগে চোলেছে, সে যদি নজফালীই হবে, তবে পথে কখন আলস্য করে মৃদু-মন্দ-গতিতে চোল্‌তো না, কেন না, বন্দরসুন্দরী নামে একটি স্থানে পৌঁছে তাঁর কথা শুনতে পেলেম, তিনি

---

* বুদ্ধদেবের উপাসককে জৈন কহে, তাহাদের প্রতি হিন্দুরা জাতঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু গঙ্গাদেবীর পূজা এবং বারাণসী ধাম পুণ্যধাম বলিয়া স্বীকার, হিন্দুরাও করিয়া থাকেন, জৈনরাও করেন। এই দুই বিষয়েতে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর ঐক্য আছে। জিনমতাবলম্বীর দল তাদৃশ পুষ্ট নহে, তদ্ভিন্ন তাহাদের আপনাদের মধ্যে আবার দুই সম্প্রদায় হইয়া পরস্পর বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে।

এতাবৎকাল আমাদের আগে আগেই চোলে-ছেন, কিন্তু অধিক দূর নয়, যৎকিঞ্চিৎ মাত্র অগ্রে আছেন, তাই ভাবলেম, সে যদি নজফালীই হবে, তবে তাড়াতাড়ি হন্‌হন্ কোরে না চলে যাচ্ছি যাব, হোচ্ছে হবে. এরূপ গয়ংগচ্ছ কোরে পথে বিলম্ব কোরবে কেন? পথে তাড়াতাড়ি কোরে চোল্‌বার জন্তে না সে আপনিই যত্নবান্ হয়েছিল, না তার লোকজনকেই যত্নবান্ হতে দিছিল। হারসুলিতে এসে দেখলেম, দেশের মূর্ত্তি নূতন আকার ধারণ কোরেছে, এ স্থানে বড় বড় বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হল, সেগুলি কিন্তু তাদৃশ সতেজ সবল নয়,আর সে সকল প্রায়ই কণ্টকবৃক্ষের জাতি। আমরা ক্রমিক একসারি ছোট ছোট বালুকাপাহাড়ের উপর দিয়ে চোলে কৃষ্ণগড়ে এসে উপস্থিত হলেম। কৃষ্ণসিংহ নামে এক রাজা সে দেশের অধিপতি, তাঁর অতি শান্তপ্রকৃতি। তিনি নির্ঝঞ্ঝাটে থাক্‌তে ভালবাসেন এবং জয়পুরস্থ ঠাকুরদের কোনো বিবাদের মধ্যে লিপ্ত থাকেন না। একটি পাহাড়ের উপর তাঁর দুর্গ অবস্থিতি করে। রাজপুরীর অট্টালিকাগুলি দেখতে অতি অসভ্য, একটি মনোহর পুষ্করিনীর মধ্য থেকে গেঁথে তোলা হয়েছে, পুরীর পশ্চাতে কতকগুলি অসমতল ছোট ছোট পাহাড় আছে। আমরা যে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধোত্তে চোলেছি, বোধ হয় নজফালী সে বিষয় জান্‌তে পেরেছিল, কারণ কৃষ্ণসিংহের রাজপুরীর মধ্যে সে আশ্রয় লতে চেষ্টা পেয়েছিল। সে রাজাটি অতি বিজ্ঞ, তাই তারে আশ্রয় দিতে স্বীকার করেন নি, ভাবলেন,কি জানি, আশ্রয় দিলে পাছে প্রতিবেশী ঠাকুরদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পোড়তে হয়। নজফালী ফটক থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্‌যোগ কোচ্ছে, এমন সময় আমরা সেখানে পৌছিলেম, পৌছেই তখনি তারে ধেরে ফেল্লেম। সে ব্যক্তি যদি ধরা না দিয়ে আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কত্তো, সেটি তার উন্মাদক্ষেত্রের কার্য্য হত। কিন্তু তা না কোরে নজফালী সহজেই আমার বন্দী হল, কেবল ধরা দেবার সময় অসভ্য গোঁয়ারের মত মগরামি কোরে এক রকম চটা চটা বিরক্তিভাব প্রকাশ করে, আমি না কি তার স্বভাব ভালরূপ অবগত ছিলেম, তাই তার বিরক্তি-মূর্ত্তি দেখে আশ্চর্য্য বোধ হলো না। নজফালী মনে কোরেছিল, আমি আরঙ্গজেবের সঙ্গে ডেকানেই আছি, তাই আমাকে দেখতে পেয়ে তার বিস্ময় জ্ঞান হলো, সে কিন্তু কোন কথাবার্ত্তা না কোরে মনে মনে রাগরাগভাব আর বাহ্যিক বিরক্তি-আভাসের মুখ চোক কোরে চুপ কোরে রইল। তারসঙ্গে আমার যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন সে কি ছিল, আর এক্ষণে বা কি হয়েছে। এক্ষণকার ক্ষমতাহীন অসমর্থ অবস্থা চিন্তা কোত্তে কোত্তে এক একবার দুই চক্ষু রক্তিমবর্ণ কোরে, কখন বা ভ্রূ ভ্রূকুটি কোরে কত প্রকারই মুখভঙ্গ কোত্তে লাগলো, মাঝে মাঝে দুই চক্ষু পাকিয়ে, কপাল আকুঞ্চিত কোরে ঠোঁট মুখ নাড়তে লাগলো। এক্ষণে আমার অবস্থার অনেক প্রভেদ, তথাচ এ অবস্থায় নজফালী আমার নিকট যেরূপ খাতির-যত্নের আশা কোত্তে পারেন, আমি তার ত্রুটি কোল্লেম না। তার ঘোড়া আর তলোয়ার ফিরিয়ে দিয়ে বোল্লেম, "ঘোড়ার উপর সোয়ার হও, আর তলোয়ার কোমরে বাঁধো!!" তবে কি, আমার লস্করেরা লেঙ্গা তলোয়ার ঝুলিয়ে তাঁকে ঘেরে লয়ে চোল্লো। নজফালীর লোকজনদেরও কড়াকড় পাহারা দিয়ে লয়ে চোল্লেম। অজমীর সহরে পৌছিলে পর আমার অভীষ্ট-সিদ্ধি হবার কথা শুনে রাজা বিস্তর আহ্লাদ প্রকাশ কোল্লেন। জয়পুরনাথের তখন অবকাশ হোয়েছে, তাঁর সে যাগ-কর্ম্ম শেষ হোয়ে গেছে, তাই আজ নাচতামাসা দেখবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ কোরে পাঠালেন। রাজা বিশেষ সমাদর পূর্ব্বক আমার খাতির-যত্ন কোল্লেন। তিনি আমার সঙ্গে "তুমি আমার বেটা" বোলে কথা কইতে লাগলেন, আর আমার হাত ধোরে তাঁর ডাইনে বোসিয়ে বোল্লেন,"আজ আমার বড় সৌভাগ্য, তোমাকে লয়ে আমোদ

আহ্লাদ কোত্তে পারবো, এখানে আজ নাচ-তামাসা হবে, এক তয়ফা নাচনেওয়ালী আগরাথেকে এসেছে,তাদের মধ্যে একজন না কি অতি মিষ্ট গাইতে পারে, আর তার নাচবার ভঙ্গীও না কি অতি মনোহর, অনেকে বোলছে,তেমন আর দেখতে পাওয়া যায় না। তুমি স্বচক্ষে দেখে বিচার কোত্তে পারবে।” নাচনেওয়ালীদের ডাকিয়ে আনা হলো, তারা এগিয়ে গালচে পর্য্যন্ত এসে শির ঝুঁকিয়ে রাজাকে সেলাম কোল্লে। সেই সময় যে ব্যক্তি সকলের অগ্রে দাঁড়িয়ে, সে যখন রাজাকে দণ্ডবৎ কোরে মস্তক উত্থান কোল্লে, মুখ দেখে আমি তাকে চিনতে পাল্লেম। ইনি নূরমহল!—আমার বন্দী নজকালীর কন্যা! যারা সংসারাশ্রমের সেই একমাত্র ঘৃণিত এবং পরিবর্জ্জিত দলের স্বরূপ, সেই ইতরের ইতর, তস্য ইতর দলে নূরমহল নিমগ্ন হোয়েছে দেখে আমার বিস্ময়জ্ঞান হলো, মনে মনে তার ভাগ্য নিন্দা কোরে আক্ষেপও কোত্তে লাগলেম, নূরমহল কিন্তু মুখের ভঙ্গী দেখে আমার সেই বিস্ময়মিশ্রিত মনস্তাপ লক্ষ্য কোত্তে পাল্লে। যুবতী আমায় দেখে লজ্জিতা হলো। পূর্ব্বে কখন সে এরূপ লজ্জার বাধ্য নাই হোক্, এক্ষণে কিন্তু লজ্জা ঘোমাবরণ হোয়ে তার চারুমূর্ত্তি আচ্ছন্ন কোল্লে। তার আর মনোমোহিত মধুরস্বরে গান কোরে, কি অনুপম মনোহর ভঙ্গীতে নৃত্য কোরে সভাসদের মনোরঞ্জন করা হলো না। মিষ্ট গাওয়া দূরে থাক, যুবতীর গলার আওয়াজ মোটা মোড়া হয়ে পড়লো, আর এত অস্পষ্ট যে, কি গাচ্ছিল, কেউ তা বুঝতেই পাচ্ছিল না। পায়ে যেন শক্তি ছিল না, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পোড়তে লাগল। যখন প্রণালী-শুদ্ধ সামান্য ভঙ্গীর নৃত্য কোত্তে পাল্লে না, তখন নূতন নূতন রসের হাবভাব দেখিয়ে রকম রকম মোহনভঙ্গীর নাচ কি কোরে হোতে পারে? সেরূপ বিলাস-রসের ভাব সে সময় মনে উদয় হবে কেন? পেছনে একটা বুড়ো তবলা বাজাচ্ছিল, ধুতিমুণ্ডরের মত তার চেহারা, নূরমহল গাইতে গাইতে গান ভুলে, সুর ভুলে যেতে লাগল, সে তেড়ুয়া অমনি পিঠে চপেটাঘাত কোত্তে লাগল। নাচতামাসা শেষ হোয়ে বিদায় হয়ে গেলে নূরমহলের অদৃষ্টে যাহা আছে, এই দুরাত্মার ধাটাগুণ্ড চেহারা দেখেই সেটি বুঝতে আর বাকী রইল না। রাজা স্পষ্ট নৈরাশ হোলেন, তাই হস্তান্দোলন কোরে বাদ্য রহিত করবার সঙ্কেত কোল্লেন। রাজপ্রাসাদের এক কোণে একটি কামরা চিহ্নিত ছিল, নাচনেওয়ালীরা উঠে সেইখানে চোলে গেল, তারা চোলে গেলে পর বালক সঙ্গে একদল পুরুষ উপস্থিত হলো। তারা ভাঁড়ের মত রকম রকম ঢঙ্গে রো-বেতরো পোষাক পোরেছে। কেউ সিংহ, কেউ ভল্লুক সেজেছে। ছোট ছোট বালকেরা বানর সেজে সেই সিংহভল্লুকের পিঠের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে পোড়তে লাগল, আর মুখ খিচিয়ে কিচির মিচির কোরে শব্দ কোত্তে লাগলো—যেন হুবহু বানর, ঠিক সেইরূপ নকল কোত্তে লাগল। রাজা দেখে খিল খিল কোরে হাসতে লাগলেন। রাজাকে হাসতে দেখে আমরা যে সকলেই তাঁর দেখাদেখি হাসব, সেটা সম্ভাবনা বটে, পাঠক তা মনে কোল্লেও কোত্তে পারেন। কিন্তু নূরমহল আর নূরমহলের দুর্গতাবস্থা আমার মনকে একেবারে গ্রাস কোরে রেখেছিল, সেই চিন্তায় এত মগ্ন ছিলেম যে, রাজাকে হাসতে দেখে সকলে যখন আমোদে প্রফুল্লিত হোয়ে হো হো শব্দে হাস্যরব কোত্তে লাগল, সেই সঙ্গে আমিও হাসলেম বটে, কিন্তু আমার সে হাসি পশুর মতন দেঁতোন হাসি হল, ভাল তেজ কোরে হাসতে পাল্লেম না, কেবল মুখ সিঁটকে দাঁতগুলি বার কোল্লেম মাত্র। ভাঁড়েরা বিদায় হয়ে গেল, দুটি মল্লযোদ্ধা অগ্রসর হোয়ে তলোয়ারে তলোয়ারে লড়াই কোত্তে লাগল। তারা ক্রমে অগ্নি-অবতার হোয়ে ঘোর প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ কোল্লে, উভয়েই রাজপুত, উভয়েরি বজ্রদেহ, তলোয়ার-বিদ্যায় উভয়েই সমান নিপুণ। তারা যেরূপ চক্ষের নিমিষে তলোয়ারের প্রহার নিবারণ কোরে

আপনার আপনার দক্ষতা আর তৎপরতার পরিচয় দিতে লাগল, আমরা দেখে অবাক্ হোলেম, বাস্তবিক অস্ত্রক্রীড়ার ঐ অঙ্গটি অতি অদ্ভুত, সে সকল চোট্ যে বেগে আর যে তেজে এসে পড়তে লাগল, তলোয়ারে তলোয়ারে নিবারণ না হোয়ে যদি গায়ে এসে লাগত, যে সঙ্গে লাগত, সে অঙ্গ তখনি ওয়ার হোয়ে যেতো। যদি দুজনের একজন দৈব-বিপাকে এক আধবার সামলাতে না পারে, তবে তার মৃত্যু ধরাই রয়েছে, কার সাধ্য রক্ষা করে? তাই মনে কোরে আমার মনে মনে ভয় হতে লাগল, এক একবার শি[illegible] শিউরে উঠতে লাগলেম। সেটি কিন্তু তখন ঘোটে থাকে না। মালেরা কৌতুকারম্ভে আপন আপন তলোয়ার শূন্যের উপর এমনি খেলায়, আর এমনি পেঁচপাঁচ দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নে বেড়ায়, দেখে বোধ হয়, তারা যেন আপনারা সখ কোরে আমোদ কোচ্চে, কি যেন আপনাদের আমোদেই উন্মত্ত। খেল্‌তে খেল্‌তে একটু একটু কোরে শরীর গরম হতে লাগল, তখনও কিন্তু তাহাদের মূর্ত্তি প্রশান্ত, স্নিগ্ধ এবং নম্র। ক্রমে সে সাম্যভাব অদৃশ্য হোয়ে উগ্রভাব উপস্থিত, আবার ক্রমে ক্রমে সে উগ্রভাব গিয়ে উগ্রা-বতার হতে লাগল, অবশেষে জ্ঞান-চৈতন্য-রহিত হয়ে ঘোর উন্মত্ত হয়ে উঠল, তখন পরিণামে কি হবে, সে বিবেচনা রইল না, তারা তখন অগ্নিমূর্ত্তি হোয়ে বিরাট অব-তারের ন্যায় যুঝতে লাগল। এই সময় একটি ভীমমূর্ত্তি, তালজঙ্ঘা বোল্লেই হয়, তার মস্তক প্রায় কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকেছে, প্রকাণ্ড জালীর উপ আরূঢ় হোয়ে ঐ দুই বীর-যোদ্ধার মধ্যস্থলে এসে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে "বস, বহুত হুয়া, আবি মকুফ করো", এই কথা বোলে তাদের ক্ষান্ত কোল্লে। এই ব্যক্তি ঐ দুইটি মল্লযোদ্ধার গুরু, তারা সেই বিরাট অদ্ভুতাবতার পুরুষকে দেখে মাটিতে উবুড় হয়ে পোড়ে অষ্টাঙ্গে প্রণাম কোল্লে, আর আপনার আপনার তলোয়ার তার অগ্রে ধরে দিলে। সে ব্যক্তি তলোয়ার দুখানি হাতে কোরে লয়ে, "সামীল সামীল" বোলে সামীল বামনকে ডাকলে, সামীল বামনের কাঠ-খোট্টার মত পেঁটে শরীরটি, পিঠে একটি কুঁজ, মাথাটা বে-আড়া বড়, যেন একটি ছোট খাটো গম্বেজ, দেহটি অষ্টবক্র, তামাম গা লোমে ভরে গেছে, সেই খর্ব্বাবতার এগিয়ে এসে তলোয়ার দুখানি হাতে কোরে নিলে, ঐ তলোয়ার লয়ে সে নানা প্রকার ফাক্‌রা ফাকামি কোত্তে কোত্তে চোলে গেল, তারে দেখে রাজার ভারি আমোদ হলো, ভাঁড়ের তামাসা এই পর্য্যন্ত হোয়ে শেষ হলো। নর্ত্ত-কীদের দ্বিতীয়বার আহ্বান হলো, এবার কিন্তু নূরমহল তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিল না, রাজা তার কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সে পীড়িত আছে, আস্‌তে পারবে না, হুজুর মাপ কোর্‌-বেন," এই উত্তর কোরে কাটিয়ে দিলে। মান্যবর আমীর খাঁ বোল্লেন, "যেরূপ চক্ষের ভাবভঙ্গী দেখিছি, পরস্পরের আঁখির ভাষা যদি পোড়তে পেরে থাকি, তবে বোধ হয়, আমাদের আমীর ফেম্‌লার পূজনীয় প্রতি-নিধি ঐ প্রধানা নাচনেওয়ালীর বিষয় কতক কতক পূর্ব্বে অবগত আছেন, তবে যদি আমার ভ্রম হোয়ে থাকে ত বোল্‌তে পারি নে।"

আমি বোল্লেম, "সে কথা মিথ্যা নয়, আপনি সত্য কথাই বোলেছেন।"

সভ্যতা আর ভদ্রতার অনুরোধে আমীর খাঁ আর বেশী কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে পাল্লেন না, তাই তিনি ঐ পর্য্যন্ত বোলেই চুপ কোরে রইলেন।

মজলিস্ যখন বরখাস্ত হলো, তখন রাত্রি অনেক হোয়েছে, রাজা হুকুম দিলে, রাজ-প্রাসাদের মধ্যেই আমার জন্যে একটা শোবার ঘর প্রস্তুত কোরে রেখেছিলেন, আমি উঠে সেই ঘরে চোলে গেলেম। কিন্তু শয়ন করবার পূর্ব্বে বন্দীকে একবার দেখে এলেম। চক্রের মধ্যে প্রবেশ কোত্তে, ফটকের ডাইনে একটা ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ কামরা, নজরকালী সেই কামরার মধ্যে বন্দী ছিল। যারা পাহারা দিচ্ছিল, তারা বল্লে, যেখানকার যা, সব ঠিক আছে, তার জন্যে চিন্তা কোর্‌বেন না। ঐ কথা শুনে

আমি আমার কামরায় গিয়ে শয়ন করেলেম; নিদ্রার আবেশ হোয়ে চোখ কেবল বুজে আসছে, এই সময় অকস্মাৎ মুখের উপর একটা আলো দেখতে পেলেম, অমনি চমকে ধড়মোড়িয়ে উঠে বোসলেম, দেখি না কটি স্ত্রীলোক, তার হাতে একটা প্রদীপ, খাটের পায়ার কাছে বোসে আছে, আলম্বিত ঘোমটায় পা পর্য্যন্ত ঢাকা, সে যখন ঘোমটা সোরিয়ে মুখ বার কোল্লে, ঐ প্রদীপের আলোতে দেখলেম, নূরমহল বোসে আছে। আমি তারে দেখে "সোবাহাল্লা" বোলে চেঁচিয়ে উঠে বোল্লেম, "কে? নূরমহল না কি?"

নূরমহল বোল্লে, "হাঁ, আমিই বটে, আমি কিন্তু তোমার কাছে বৃথা কথা কাটাকাটি কোত্তে, কি শুধু শুধু সময় কাটাতে আসিনি, আমার আসা সে জন্তে নয়। সাদক! আমি শপথ কোরে প্রতিজ্ঞা কোরেছি, আমি তোমাকে প্রতিফল দেবো, তুমি কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা অন্যথা করাতে পারো, তোমার হাতে সে ক্ষমতা আছে।"

আমি বোল্লেম, "কেমন কোরে?"

সে বোল্লে, "পিতাকে যদি অব্যাহতি দাও।"

আমি বোল্লেম, "কি পাপ! তবে তুমি সে কথা শুনেছো!" নূরমহল বোল্লে, "আমি সকলি জানি, কিন্তু প্রথমবার যখন আসরে নামলেম, তখন কিছুই জানতেম না, তার পর ফিরে গিয়ে সব কথা শুনলেম। এক্ষণে পিতাকে নিষ্কৃতি দিবার নিমিত্তে তোমার কাছে আসা হয়েছে। নজফালী আগরায় ফিরে গিয়ে আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তা হোলে কি হয়, তথাচ তিনি আমার পিতা, আমি তাঁর সন্তান, তাঁর জন্তে তোমার কাছে আমি অনুরোধ কোর্‌বো, দশ কথা কোয়ে লড়াইঝকড়া কোর্‌বো, সেটি সন্তানের ধর্ম্ম, করা উচিত। সাদক! তাঁকে তুমি ছেড়ে দাও, তা হলে আর কখন উপযাচিকা হোয়ে তোমাকে বিরক্ত কোত্তে আসব না। তুমি যদি আমার এই উপকারটি করো, তা হোলে দেলজান তোমারি হবে।" আমি বোল্লেম, "তোমাকে আর প্রলোভ দেখিয়ে প্রবৃত্তি দিতে হবে না, আমার উপর যে ধর্ম্মতঃ ভার আছে, তার অন্যথা কখনই কোরে পার্‌ব না, তোমার জন্তে মনে দুঃখ হোচ্চে, সত্য, কিন্তু তাই বোলে যে তাঁরে খালাস দেবো, তা কদাচ হবে না।"

নূরমহল বোল্লে, "চুপ কর, নিরস্ত হও, ও সকল কথা মুখে এনো না। শুনে আমি পাগল হয়ে যাব। সাদক, শুধু কথায় কিছু হয় না, কার্য্যে দেখাও।"

আমি বোল্লেম, "তুমি বলছো, তোমার পিতাকে যদি খালাস দি, তবে আমার দেলজান হবে, আঃ হতভাগ্য কামিনী! তারে দেওয়া আর না দেওয়া তোমার কি ক্ষমতা আছে? তুমি কেমন কোরে সে বিষয়ের কর্ত্রী হোলে? তোমার কথা আমি মানিও না, তোমাকে আমি ভয়ও করি না। যে পর্য্যন্ত আগরায় না পৌঁছি, তোমার পিতাকে কড়াক্কড় কোরে নজরবন্দী কয়েদ রাখবো।"

"আমার কথা তোমার বিশ্বাস হোচ্চে না? আচ্ছা, তবে আমার সঙ্গে এসো, তখন তুমি নিঃসন্দেহ হবে।"

"আচ্ছা, চলো যাই।" মুখে এই কথা বোলে মনে মনে বোলে উঠলেম, "হা করুণাময় আল্লা, সকলই তোমার ইচ্ছা। দেলজান যে এ ব্যক্তির হস্তগত হবে, তাও কি কখন বিশ্বাস হয়? যদি যথার্থই সেইটি ঘোটে থাকে, তবে তারে উদ্ধার না কোরে নিশ্চিন্ত হবো না।"

নূরমহল অনেকগুলি ছোট ছোট সিঁড়ি পার হোয়ে নীচে লয়ে এলো। এ গলি দিয়ে, সে গলি দিয়ে অনেক পথ ঘুরে একটা লোহার ফটকের কাছে উপস্থিত হোলেম। নূরমহল দরজার গায় তিনবার ঠক্ ঠক কোরে ঘা মাল্লে, একটি লোক এসে দরজাটি খুলে দিলে, তার মত চেহারার লোক পূর্ব্বে কখন দেখিনি; নূরমহল তার হাতে একখান মোহর দিলে, তাতেই অনুমান কোল্লেম, সে ব্যক্তি রাজ-

বাটী-সংক্রান্ত কোন লোক হবে। আমরা এক্ষণে ভিতরে প্রবেশ কোল্লেম, এই গুপ্ত-দ্বারটি দিয়ে কালীদেবীর মন্দিরের সুমুখে সেই চতুষ্কোণ উঠানে এসে উপস্থিত কোল্লে। উঠানটি আস্তাবোলের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত। স্থানটি দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লেম। মনে কোল্লেম, রুধির-পিশাচী সেই করাল-দেবীর তৃপ্তির নিমিত্ত সম্প্রতি এই স্থানে নরবলি হোয়ে গেছে। আস্তাবলের উঠান পার হোয়ে দ্বিতীয় সদর ফটকে উপনীত হোলম। তার পর সেই ক্ষুদ্র পাহাড়টি প্রদক্ষিণ কোরে জয়পুরের প্রাচীন সহরে দর্শন দিলেম। নূরমহল কতকগুলি গলি, গলির গলি, তস্য গলি পার হোয়ে একটা জীর্ণ ভগ্ন পোড়ো বাড়ীর সুমুখে এসে দাঁড়াল, ঐ বাড়ীর দরজাটি অতি বৃহৎ, প্রকাণ্ড, স্থূল এবং সর্ব্বাঙ্গে লোহার কীল বসান, দেখে বোধ হলো, ঐ দরজাই বাড়ীটির বলশক্তি-সামর্থ্য। নূরমহল একখান পাথর লয়ে সেই দরজায় আঘাত কোত্তেই তখনি ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হোয়ে দুবাল কবাট ফাঁক হোয়ে পোড়ল, একজন বৃদ্ধ দরোয়ান বেরিয়ে এলো, যুবতী সঙ্কেত-কথায় তাকে কি বোল্লে, তার পর সাক্ষাৎ যমালয়ের ন্যায় একটি ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন চাকর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু আন্দাজে আন্দাজে বোধ হলো, সেটি অতি ভয়ানক কুস্থান। এই সময় সেই বিরাট দরজাটি পুনরায় গোঁ গাঁ শব্দ কোত্তে লাগলো, শুনতে পেলেম, দরজাটি অবরুদ্ধ হলো, ভিতরদিক থেকে চাবী পড়্‌লো, তারও ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ শুন্‌লেম, আমি এক্ষণে বন্দী হোয়ে নূরমহলের কৃপার তলে পোড়্‌লেম। দেলজানের জন্যে চিত্ত এত ব্যাকুল যে, নিজের বিপদ্ একবার স্বপ্নেও চিন্তা কল্লেম না। নূরমহল কতগুলি ছোট ছোট ধাপ দিয়ে আমায় লয়ে চল্লো, একটা লম্বা গলি, রাস্তার বাঁয়ে একটা কামরা, সেইখানে এসে একটু দাঁড়িয়ে দরজার কাছে কান পেতে একমনে কি শুনতে লাগল। একটু পরেই আর একটা কামরা থাকা মেরে তার দরজা খুলে দিয়ে আমাকে ভিতরে প্রবেশ কোত্তে বোল্লে। এক্ষণে ঘোর অন্ধকার, চারিদিক্ কালো মিশমিশ কোচ্ছে, সেখানে আর কেহই নাই, আমি একা, দরজাটি কিন্তু খোলা আছে, নূরমহল সেখান থেকে চোলে গেছে। ঘরটি মাটীর দেওয়ালে ঘেরা, আমি ঐ অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে সোরে গিয়ে সেই দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় একটি আলো এসে চোকের উপর পোড়ল, আলোটি ঐ দেওয়ালের ফাটা মুখ দিয়ে নির্গত হোচ্ছিল। কি অদ্ভুত কাণ্ডই চক্ষে দর্শন কোল্লেম! সেই ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, পাশের কামরায় কি স্ত্রী, কি পুরুষ তয়ফাওয়ালীদের সংক্রান্ত তাবৎ লোক হাত-পা ছোড়িয়ে সটান পোড়ে আছে, তবলা পাকোয়াজ প্রভৃতি বাজাবার সমুদয় আস্‌বাব ঘরের এক কোণে ছড়াছড়ি কোরে ফেলে রেখেছে, তা ছাড়া একটা পুরাণ পা-জামা, ঘুঙুর, রসুয়ের আস্‌বাব, গোটাকয়েক মদের বোতল সেই কোণে ধরা রয়েছে। বোতলগুলি খালি বোধ হলো, যারা সেইগুলি খালি কোরেছে, মাতোয়ালা হোয়ে সেইখানে পোড়ে আছে। এই সকল কারখানা দেখে শুনে মনে মনে দারুণ ভয় হতে লাগ্‌ল। কিন্তু যে জন্যে এ সকল অপেক্ষাও মহাকালতরে অন্তঃকরণ কেঁপে উঠ্‌ল, সে শুদ্ধ একটি মূর্ত্তি দর্শন কোরে,—দেওয়ালের উল্‌টা পিঠে ছিদ্রের মুখেই একখানি সামান্য কৌচ পোড়ে আছে, নূরমহল ঐ কৌচের উপর উবুড় হোয়ে পোড়ে সেই মূর্ত্তিটির উপর ঝুঁকে রয়েছে, অনেক টানাটানি করাতে মূর্ত্তিটা মাথা উঁচু কোরে বিছানার উপর উঠে বোস্‌ল। পাঠক! সে আকৃতিটি আর কেউ নয়, আমার প্রাণময়ী দেলজান। তার অবয়ব চিন্‌তে পেরে আমার শোণিত পর্য্যন্ত শুষ্ক হয়ে গেল, দেলজান তখন ফুলে ফুলে ফোঁস ফোঁস শব্দে রোদন কোচ্ছিলেন। নূরমহল জান্‌তে পেরেছিল যে, আমি সেই ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌ছি, সে তাই দেলজানের দিকে অঙ্গুলি হেলিয়ে বা পা দিয়ে গুতো মাচ্ছিল, আমি মনে কোল্লেম, কতকগুলি কাণ-

ক্কের উপরেই লাথি মাচ্ছে, শেষে দেখি, সে কাপড় নয়, একটা বুড়ী, সে যখন আধা ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে, চোক মুছতে মুছতে উঠে বোস্‌লো, দেখি না, সে পরামাণিকের মা। তার পর নূরমহল সে ঘর থেকে বেরিয়ে আমি যে কামরায় ছিলেম, সেইখানে এসে বোল্লে, "এখন তোমার বিশ্বাস হয়েছে ত?" আমি বিকটস্বরে বোল্লেম, "হয়েছে! কিন্তু তোমার ক্রোধের ভাজনকে এই দণ্ডেই মুক্ত কোরে দিতে হবে।" নূরমহল বোল্লে, "এখন পথে এসো, আমিও তোমায় ঐ প্রস্তাব কোরেছিলেম, আমার পিতাকে কারামুক্ত করো, তোমার দেলজান মুক্তি পাবে।"

আমি বল্লেম, "আমার যদি নিজের বিষয় হতো, তা হলে তোমার কথা রক্ষা কোর্‌তে পাত্তেম, বাস্তবিক তা নয়, তোমার পিতা আমার বন্দীও নন, আমার আসামীও নন, তিনি আমীর জেমলার কয়েদী আসামী, সেই জন্যেই আমি তাঁরে ছেড়ে দিতে পারি না, তত নরাধম নই যে"—নূরমহল কথায় বাধা দিয়ে বোল্লে, "আচ্ছা, ঐ কথাই ভাল, তবে দেলজান যে ভাবে আছে, ঐ ভাবেই থাক্‌, তুমি তাতে রাজি আছ তো? যার নামে তোমার মুখে লাল পড়ে, যে নাম আহোরাত্র তোমার জপমালা, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যারে তুমি স্বপ্নে দেখো, সে এখন আমাদের নাচ্‌নেওয়ালী, তা ছাড়া"—আমি অমনি বোলে উঠলেম, "চুপ করো, মুখ সাম্‌লিয়ে কথা কইও, আল্লার দিব্বি, তা কখনই হোতে দেবো না, তুমি এই দণ্ডেই তারে আমার কাছে এনে দাও, নচেৎ যে কজন বাতাল তোমার সঙ্গে আছে, তারা সকলেই আমার তলোয়ারের কোপে পোড়্‌বে।" নূরমহল ঐ কথা শুনে উপহাস ভাবে হা হা কোরে হেসে বোল্লে, "আচ্ছা, তবে যাও, তাই কর গে, দুরন্ত ব্যক্তিদের কচু কাটা কোরে উদ্ধার করো। কিন্তু নায়ক! তাতে তোমার লাভ কি হবে? এ প্রাচীরঘেরা বাড়ী থেকে বেঁচে যাবে কি করে? নায়ক! একটু প্রবীণ হও, বুদ্ধিজের মত কথা কও, আমি যে প্রস্তাব কোরেছি, তাতে তুমি রাজি হও।"

"তা কখনই হবে না—"এই কথা বোলে নূরমহলকে ঠেলে ফেলে দৌড়িলেম, ভাবলেম, যে ঘরে দেলজান আছে, তেড়ে, জোর কোরে প্রবেশ কর্‌বো, এই সময় নূরমহল মিহি টানা সুরে একবার শিশ দিলে, তার পর দেখি না, যে ঘরটিতে সকলে ঘুমিয়েছিল, সবলে রুদ্ধ হলো, আমি সেই অন্ধকার গলিতে একলা দাঁড়িয়ে, নূরমহল খল খল কোরে হাস্‌ছে, তারি শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তখন আমার চৈতন্য হলো, এখনও বিবেচনা কর্‌বার সময় আছে, আপাততঃ কি কৌশল অবলম্বন করা উচিত, তাই ঠাওরাতে লাগ্‌লেম।

আমি বোল্লেম, "নূরমহল! তোমার মনে যা আছে করো, আমায় কিন্তু রাজপুরীতে ফিরে যেতে অনুমতি দাও।" অনুমান হলো, নূরমহলের ইচ্ছা ছিল না যে, আমার ও কথায় সম্মত হয়, পুনরায় বোল্লেম, "আমায় ছেড়ে দাও, আমি চোলে যাই, আমার খাতিরেও যদি না দাও, তোমার পিতার অনুরোধেও ত আমাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমি আগ্রায় উপস্থিত থাক্‌লে তার প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে পার্‌বো, কিন্তু সেখানে উপস্থিত না থাক্‌লে তিনি নিশ্চয়ই মারা পোড়্‌বেন, তাঁকে ছেড়ে দেবার ক্ষমতা নাই যে, ছেড়ে দেব, সুতরাং আমি তা পার্‌বোও না, তবে বোলে কয়ে তাঁর প্রাণরক্ষা কোরে দিতে পার্‌বো।" এই কথা বলাতে নূরমহলের মন নরম হলো, সে আমাকে সঙ্গে কোরে সেই প্রকাণ্ড ফটকের কাছে লয়ে গেল, তখনও একবার নূরমহল বোল্লে, তার কথায় যদি সম্মত হই, তবে দেলজানকে খালাস কোরে দিতে প্রস্তুত আছে। আমি বোল্লেম, "না, না, তা কখনই হবে না। পাপীয়সী! তোমারই জিৎ! সে যখন তোমার হাতে পোড়েছে, তখন আর নরাবি প্রার্থনা নাই, তুমি যে তারে রক্ষা কোর্‌বে, সে আশা সে যেন না করে।" নূরমহল পুনরুক্তি কোল্লে না, দরোয়ানকে ফটক খুলে দিতে বোল্লে, তার পর অঙ্গুলী

দ্বারা দরজা দেখিয়ে দিয়ে বোল্লে, "মৃত্যু ত বরং ভাল, তার অপেক্ষাও দেলজানের অদৃষ্টে অধিক কষ্ট আছে, সেটি তুমি স্মরণ রেখো। নির্দ্দয় পুরুষ! তুমি বিদায় হও, তুমি দেলজান লাভের উপযুক্ত পাত্র নও, তুমি কেবল আত্ম-কুশল-চিন্তাতেই সুপটু, তোমার হৃদয়ে প্রণয়-রাগ সতেজ হয় না'।" নূরমহল যখন ঐ প্রকার নিন্দা-মন্দ কোরে ভৎর্সনা করে, তখন যে আমার অন্তঃকরণের মধ্যে কি কষ্ট হোচ্ছিল, সে তার কিছুই অবগত ছিল না। তদ্ভিন্ন আমি যে দেলজানের উদ্ধারের নিমিত্ত মনে মনে কত প্রকার মতলব কোচ্ছিলেম, তার ত কথাই নাই, সে কিন্তু তা স্বপ্নেও কখন মনে করেনি। নূরমহলের নিকট বিদায় হোয়ে সরাসর রাজবাটী না গিয়ে, গড়িমসি কোরে ঐখানেই ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেম। যে পর্য্যন্ত প্রভাতরাগের কনকচ্ছটায় পূর্ব্ব-দিক্ প্রফুল্লিত না হোয়েছিল, সে পর্য্যন্ত সেই ভগ্ন-বাড়ীর দিকেই চক্ষু দুটি নিয়োজিত ছিল। পাছে নূরমহল কি তার সঙ্গীদের মধ্যে কেউ আমায় দেখ্‌তে পায়, সেই ভয়ে পাশের একটা বাড়ীতে প্রবেশ কোরে তার উপরে গিয়ে লুকিয়ে থাক্‌লেম। বাড়ীটি নির্ব্বাসপুরী, কেউ তাতে বাস কোত্তো না। আমার প্রাণপ্রতিমা দেলজান যে কারাগারে বন্দী আছেন, সেখান থেকে বড় দূর নয়,—হাত কয়েক মাত্র তফাত। ভাবলেম, মুজ্‌রা-ওয়ালীদের আর তাদের লোকজনের গতি-প্রবৃত্তি এইখানে বোসেই দেখতে পাবো, পরদিন প্রাতে তারা জয়পুর থেকে চোলে যায় কি না, জানতে পারবো। যদি যায়, কোন্ পথ ধোরবে, তাও স্থির কোত্তে পারবো। আমার মানস এই যে, তারা যেমন বাড়ীর বাহির হবে, আমিও অমনি পেছনে পেছনে ছুটবো। সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বেই সেই পুরাতন ভগ্নবাড়ীর সদর-ফটক যে-খুলে গেল এইরূপ অনুভব হলো। তার পরেই একখানি বহলীগাড়ী বেরিয়ে গেল দেখ্‌তে পেলেম, তাতে বেশ খাসা একযুড়ী বয়েল যোতা ছিল। গাড়ীর পরদাগুলি খুব কোসে টেনে বেঁধে দিয়েছে, গাড়ীখানি নিঃশব্দে আস্তে আস্তে বেরিয়ে চোলে গেল। তার পরেই সেই এক রকমেরই আর একখানি গাড়ী বেরিয়ে গেল দেখলেম, তার পরেই মুজরাওয়ালীদের লোকজনেরা বেতো টাট্টু ঘোড়ার উপর সোয়ার হয়ে চোলে গেলো, সকলের শেষে পরামাণিকের মা একটি টাট্টুর উপর সোয়ার হয়ে টংওস টংওস কোরে চোলেছে। তারা বানক্রোটীর রাস্তা ধোরে চল্লো, তাতেই বোধ হলো, আজমীর তাদের লক্ষ্যস্থল। দেখলেম, যখন দৃষ্টির বার হলো, তখন তাড়াতাড়ি কোরে রাজবাটীর আস্তা-বল-বাড়ীতে গেলেম। আমার লোকজনেরা সেইখানেই ছিল, তখন বার জন মাত্র সোয়ার ঘুম থেকে উঠছে, ঐ বার জন সোয়ার লয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেম,—বানক্রোটীর অভি-মুখে দৌড়িলেম, এক ক্রোশ চোলে গিয়ে তয়ফাওয়ালীদের দেখতে পেলেম, তারা আস্তে আস্তে চিকুতে চিকুতে সটান এক-সমান চোলেছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে তারা আগে থাক্‌তেই জান্‌তে পেরেছে যে, আমরা পশ্চাতে পশ্চাতে আস্‌ছি। নূরমহল গাড়ীর পরদা উঠিয়ে দেখ্‌ছিল, আমি তার চেহারা দেখতে পেলেম। সোয়ারদের গাড়ী ঘেরে ফেল্‌তে হুকুম দিলেম। সেই সময় গাড়ীর ভিতর থেকে একটি মর্ম্মভেদী বিকট চীৎকারধ্বনি আমার কানে প্রবেশ কোল্লে। নূরমহল তখন গাড়ী থেকে লাফিয়ে পোড়ে তার একটি সঙ্গীর ঘোড়ার উপর আঁচ্‌ড়ে পাঁচড়ে উঠে বসল। সেই সঙ্গীটি আমাদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে পূর্ব্বেই ঘোড়া থেকে নেমে পোড়েছিল। নূরমহল জিনের উপর আচ্ছা কোরে এটে বোসে, সে যে তার রাগ-দ্বেষ চরিতার্থ কোরে আমায় জব্দ কোরেছে, সেইরূপ দুষ্ট অহঙ্কারের ভঙ্গীতে আমার দিকে একটি চরম দৃষ্টিপাত কোরে, মরিবত্তি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে সন্ সন্ কোরে তীরের ন্যায় ছুটলো। আমি গাড়ীর নিকট এসে পর-দাটি তুল্লেম। —আহা! পরদাটি তুলে কি দর্শনই কোল্লেম!! রক্তের ঢেউ খেল্‌ছে,

দেলজান সেই রক্তস্রোতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন, মৃত্যু-অস্ত্রখানি বুকের ভিতর পর্য্যন্ত প্রবেশ কোরে কাজলার ন্যায় এঁটে বোসেছে! আমি যখন সেই শোণিতাক্ত নিষ্ঠুর অস্ত্রখানি টেনে তুল্লেম, তার জামাম গায় দেলজানের প্রাণাধার রুধির-বাষ্পের ভাপ উঠছিল। তাই দেখে শোকে উন্মত্ত হয়ে, "হায়! কি সর্ব্বনাশ হলো! হায় কি সর্ব্বনাশ হলো!" এই বোলে হাহাকার কোত্তে লাগলেম। কখন বা মর্ম্মান্তিক অন্তর্যাতনায় শ্বাসাবরুদ্ধ হয়ে গোঁ গোঁ শব্দে গোঙরাতে লাগলেম: হায় হায়! এ,কি ঘোরনিষ্ঠুর কারখানা! দেখে প্রাণ ফেটে যেতে লাগল, নূরমহল যথার্থই প্রতিশোধ দিয়েছে! "হা—দেলজান! এ অভাগার প্রতি একবার চেয়ে দেখো!—কোথায় তোমার উদ্ধার কর্‌বো,—না আমি তোমার কালের স্বরূপ হোলেম!! দেলজান! তোমার সাদকের প্রতি একবার চক্ষু মেলে চেয়ে দেখো!" এক্ষণে তাঁর আসন্ন-মৃত্যু উপস্থিত, পূর্ণ ঘোর আবিল চক্ষু ফিরিয়ে অতি আস্তে আস্তে বোধ হয় না হয়, এইরূপ মৃদুভাবে দেলজান আমার একখানি হাত চেপে কথা কবার চেষ্টা কোল্লেন। এই সময় তাঁর জীবনের আরক্তময় স্রোত সেই ভয়ঙ্কর ক্ষতমুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে সবেগে নির্গত হোতে লাগল, আমরা সাধ্যমত বন্ধ কর্‌বার চেষ্টা কোত্তে লাগলেম, কিন্তু কোনমতেই বাগ মান্‌লে না, সে রক্তস্রোত রহিত হলো না, আমাদের তাবৎ চেষ্টা বিফল হলো! হায়! সে চক্ষু দুটি এক সময় মনোহর উজ্জ্বল রাগে প্রফুল্লিত ছিল, তাতে এক্ষণে মৃত্যু-লক্ষণ স্পষ্ট লক্ষিত হোতে লাগল, মুখকান্তি শ্রীহীন হয়ে বিবর্ণ হলো। বাঁচবার আর কোন আশা নাই। মাথা ঠিক রাখতে পাচ্ছিলেন না, ঝুঁকে ঝুঁকে নীচের দিকে পোড়্‌ছিল, আমি শিয়রে বোসে হাত দিয়ে ধোরে রাখলেম, শোকে অধীর হয়ে চক্ষের জলে দেলজানের মুখমণ্ডল অভিষিক্ত কোত্তে লাগলেম! দেলজান আর নড়েন চড়েন না, ডাক্‌লেও উত্তর দেন না! জ্ঞান হলো, তাহাতে অবশিষ্ট যা কিছু বলশক্তি ছিল, চরমে একবার ঝেঁকে উঠবেন বোলে তাঁর প্রস্থানোন্মুখ মহাপ্রাণী সেইগুলি যেন একত্রে জমা কোচ্ছিল,—দেলজান অন্তিম সময়ে কেঁপে উঁচু হয়ে উঠে আমার কোলের উপর এসে পোড়্‌লেন!—চেয়ে দেখি, জীবাত্মা প্রস্থান কোরেছে!'! মৃতদেহের বোঝা কোলে কোরে কতক্ষণ পর্য্যন্ত যে অজ্ঞান অচেতন হয়ে থাক্‌তে হতো, সে কথা এক্ষণে কে বোল্‌তে পারে? আমার সোয়ারেরা কিন্তু এসে বোল্লে, "বেলা অনেক হয়েছে. বন্দী সেই রাজপুরীতেই আছে।" ঐ কথা শুনে আমার চৈতন্য হলো। আমি অঙ্গুলি দ্বারা দেলজানকে দেখিয়ে দিয়ে বোল্লেম, "বন্দীর মেয়ের এই কাজ! তোমরা দেখো!!"

তারা সকলে একস্বরে বোলে উঠল, "তার সে মেয়ে খুনে!!" আমি বল্লেম, "তাই-ই বটে, আ! হতভাগিনী দেলজান! আ! আমি অভাগা সাদক! আমিই তোমায় খুন কোরেছি! আমিই তোমার কালের স্বরূপ হয়েছি!—নূরমহল! ধিক্ তোরে! ধিক্ ধিক্, শতবার ধিক্ তোরে!! পাপীয়সী! তোর সঙ্গে যদি কখন আমার আলাপ-পরিচয় না হতো, তবে কি এ কাজ হয়? এক্ষণে এ অনুতাপ করায় কি ফল; হায়! সে কাজ অনেকক্ষণ নিকেশ হয়ে গেছে!!!"

তরফাওয়ালীদের দুই জন লোক, তারা বাজিয়ে, এ পর্য্যন্ত ঐখানেই ছিল। তাদের আরে কোনো অভিপ্রায় ছিল কি না, বোল্‌তে পারি নে, তবে গাড়ীখানার আর বয়েল দুটির অনুরোধে তারা সেখানে থাকে। শোকাশ্রুপাত কি দুঃখাশ্রুপাত কারে বলে, তারা তা জানে না, এই স্বভাবের লোক তারা।—কিন্তু দেলজানের মৃত্যু দেখে তারা পর্য্যন্তও দুঃখ কোত্তে লাগল; আর বোল্লে, "আপনি যা বোল্‌বেন, আমরা তা কোত্তে প্রস্তুত আছি।" আমি গাড়ীখানি চাইলেম, ঐ গাড়ীতে কোরে দেলজানের মৃতদেহ অন্তঃপুরে পৌঁছে দেবে। বিবেচনা কোল্লেম,

সেই স্থানেই তাঁর বিষাদাবহ চরম সংস্কার নিষ্পন্ন করা হবে।—তাতে তারা স্বীকৃত হলো। দেলজান জীবদ্দশায় যে সকল পর্দার অন্তর্বর্ত্তিনী হয়ে থাক্‌তেন, এক্ষণে সেই সকল পরদা তাঁর শবদেহের আবরণ হলো।—যে বাহনমধ্যে হাস্য-কৌতুকের উল্লাস কোলাহল দিবারাত্রি শ্রুতিগোচর হতো, সেই বাহন আজ তাঁর মৃতদেহ বহন কর্‌বার দোলা হলো! হা আল্লা! এ সকল ঘটনা কি সত্য? না কেবল ভয়াবহ স্বপ্ন মাত্র? পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে স্বপ্নটি আমি প্রতি নিয়তই দর্শন কোত্তেম, সেইটি এক্ষণে স্মরণ হোয়ে বোল্লেম, আহা, নূরমহল সেই কাল-সর্প, সব প্রথম আমার প্রাণময়ীর পায়ের কাছে কুণ্ডলাকার হোয়ে শুয়েছিল, তার পর সে মনুষ্যের রূপ ধোরে তার নিরপরাধিনী ক্রোধপাত্রীর বুকে ছুরী প্রহার কোল্লে, আমার সেই স্বপ্নটি প্রত্যক্ষ সফল হলো। এক্ষণে আমি জ্ঞানশূন্য হোয়ে মুহুর্মুহুঃ মোহ যেতে লাগ্‌লেম, উন্মাদ-প্রলাপ দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, বাক্যের জড়তা হোয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, বাতুলের ন্যায় অসঙ্গত, অসম্বদ্ধ কথা বোল্‌তে লাগ্‌লেম, বড় বড় ঘর্ম্মবিন্দু কপাল বেয়ে গোড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল, মনে কোল্লেম, অশ্রুপাত কোরে শোকপ্রবাহের মোহানা মুক্ত কোরে দেই, চক্ষে কিন্তু জল এলো না, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হলো না। শোক, দুঃখ, লজ্জা, সন্তাপের একটি ভয়ানক অগ্নিশিখা হয়ে, আমার অন্তঃকরণ ধূ ধূ কোরে জল্‌তে লাগ্‌ল। গায়ের বস্ত্রগুলি ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোল্লেম, শ্বাস প্রায় অবরুদ্ধ হোয়ে এলো, নিশ্বাস ফেল্‌তে পাচ্ছিলেম না, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেম, প্রাণ আইঢাই কোত্তে লাগল, এত সামর্থ্যহীন হোলেম যে, ঘোড়ার উপর স্থির থাকা ভার হলো, পুনঃ পুনঃ পোড়ে যাবার উপক্রম হতে লাগল। লোকজনেরা আমার ঐ শোকতপ্ত উন্মত্ত অবস্থা দেখে ধরাধরি কোরে, আস্তে আস্তে ঘোড়া থেকে নামিয়ে রাস্তার উপর বসালে, জন কয়েক জল আন্‌তে দৌড়িল, জল আবার নিকটে ছিল না, অনেক কষ্ট কোরে আন্‌তে হয়েছিল, এক নিশ্বাসেই এক লোটা পবিত্র জল উদরস্থ কোল্লেম। শরীরের ভিতর জলে যাচ্ছিল, মনে কোল্লেম, তৃষ্ণা দূর হলে অন্তর্দ্দাহের কতক প্রশ-কার হবে, তা কিন্তু হলো না, অনন্ত বিস্মৃতি-রূপ বারি ভিন্ন সে মর্ম্মান্তিক জ্বালা আর কোন জলে নিবারণ হবার নয়। জ্বালার চোটে ছুটে গাড়ীর কাছে গিয়ে পরদাগুলি ফাঁত ফাঁত কোরে ছিঁড়ে ফেলে একেবারে দেলজানের মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে পোড়-লেম। এই সময় অশ্রুবারি আমার সহায় হোয়ে দর্শন দিলে, মুহূর্ত্তকাল জ্ঞান হলো, যেন দেলজান মরেন নাই, বেঁচে আছেন, কিন্তু অস্ত্রাঘাতের ভয়ানক বিকট মূর্ত্তি দর্শন কোরে আমার সে ভ্রম তখনি দূর হলো। দেখলেম, ঘায়ের মুখ ফাঁক হোয়ে পোড়েছে, যেন হাঁ কোরে চেয়ে আছে, তার উপর থানা থানা রক্তও জোমে জমাট হয়ে রয়েছে, তাই দেখে ঘোর ভয়াবহ প্রকৃতাবস্থা স্মৃতিপথে উপস্থিত হলো। এক্ষণে সেই অসহ্য শোক-সন্তাপের পরিবর্ত্তে ঘোর ক্রোধের বশবর্ত্তী হোলেম, প্রতিফলদানের প্রতিজ্ঞা কোল্লেম এবং খুনে নূরমহলকে অভিসম্পাতের উপর অভি-সম্পাত কোত্তে লাগলেম। বাস্তবিক প্রকৃত উন্মাদ হোয়ে উঠলেম, মাটীতে ঘন ঘন পদা-ঘাত কোরে মুখে সহস্র সহস্র কিরে-দিব্যি কোত্তে লাগলেম, মাথার পাগড়িটা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো কোল্লেম, রাশি রাশি বালি আর ধুলো মাখিয়ে মস্তকটি ভূষিত কোল্লেম, তৎকালীন দুঃসাহস কোরে যে সুমুখে আস্‌তে লাগল, তাকেই প্রহার কোত্তে লাগ-লেম, আর কেবল কাতরতাপূর্ণ বিলাপ-স্বরে "দেলজান! দেলজান!" বোলে চীৎকার কোত্তে লাগলেম। দুটি কোরে বলদ-যোতা ছোট ছোট গাড়ীতে কতকগুলি রাহাগির ঐ পথ দিয়ে চোলে যাচ্ছিল, আমার লোক-জনেরা বিস্তর অনুনয়-বিনয় কোরে ঐ পথিকদের নিকটে একখানি গাড়ী ধার চাইলে, সেই গাড়ী কোরে তারা আমার

জয়পুরে লয়ে যাবে। তারা তাতে সম্মত হলো। আমার কাছে যে অস্ত্র-শস্ত্র ছিল, সেগুলি খুলে লয়ে হাতে পায়ে বেঁধে তারা আমায় সেই গাড়ীতে তুল্লে, এক্ষণে জয়পুরে লয়ে চাল্লো। সেখানে পৌঁছিলে দেখবার নিমিত্ত বিস্তর লোক আমাদের ঘিরে দাঁড়াল, অসম্ভব ভিড় হলো। তার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বে সেই ভয়ঙ্কর বিপৎপাতের সংবাদ দেশময় ছোড়িয়ে পড়ে, তাই আমাদের দেখবার নিমিত্ত লোকের কৌতূহল জন্মেছিল। রাজার আদেশানুসারে আমায় রাজপুরীর মধ্যে লয়ে গেল, সেখানে আমার সেবা-যত্ন যতদূর কোত্তে হয়, তার ত্রুটি হয় নি। দু'চার ঘণ্টা জিরিয়ে একটু সুস্থ হোয়ে আমার ছিন্ন-ভিন্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সুস্থির কোত্তে সক্ষম হোলেম। আমার প্রিয়তমার মৃতদেহের সংকার কোত্তে অনুমতি কোল্লেম। নূরমহলকে ধৃত করবার জন্ত রাজা সৈন্ত পাঠাতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে নিষেধ কোল্লেম, নিষেধ করবার তাৎপর্য্য এই, যদি সহস্র নূরমহলকে আমার ক্রোধের অগ্নে বলিপ্রদান করা হয়, তথাচ দেলজান পুনঃ প্রাণদান পাবেন না। নূরমহল জীবিত থেকে আপনার সেই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করুক, তার সেই অপ্রসাদ চিত্তের মর্ম্মভেদী ঘোর যন্ত্রণা নিষ্ঠুরার সাংঘাতিক কালদণ্ডের স্বরূপ হবে, তাই আর তার অতিরিক্ত দণ্ডের প্রয়োজন নাই। বরকন্দাজ খাঁর সঙ্গে রাজার বিলক্ষণ আত্মীয়তা ছিল, তাই তিনি হুকুম দিয়ে দিলেন যে, দেলজানের কবর দেবার নিমিত্ত যত টাকা ব্যয় হবে, রাজতহবিলে খরচ পোড়বে। যারে একদিন স্ত্রী বোলে সমাদর কোরে বামে বসাব মানস কোরেছিলেম, সেই দেলজানের আজ কবর হলো! আমি উপস্থিত ছিলেম, দাঁড়িয়ে থেকে স্বচক্ষে তা দর্শন কোল্লেম। দেলজানের সদৃশ সুচারু নব-যুবতীর অদৃষ্টে এই বিড়ম্বনা হলো, তাই দেখে স্ত্রী পুরুষ বালক হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি যাঁরা যাঁরা যুবতীর দেহসংকারের সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সকলেরই অবয়ব দয়া দুঃখ আর করুণার চিহ্ন অঙ্কিত হতে দেখলেম। আমার বেশ স্মরণ হোচ্চে, আমি সেই সময় কবরের কাছে হাঁটু গেড়ে বোসে রাশি রাশি ধুলো মাথায় মাখাতে লাগলেম, মাথাটি খালি, তাতে টুপী ছিল না, আর সে সময় সকলে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল, সকলেরই চক্ষু আমার দিকেই ঝুঁকে ছিল। আমি তখন হাহাকার শব্দে "হা দেলজান! হা দেলজান!" বোলে আর্ত্তনাদ কোত্তে লাগলেম, শোক, দুঃখ, মনস্তাপে সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে, ঝেঁকে ঝেঁকে উঠতে লাগল। যখন কবরক্রিয়া সমাধা হোয়ে আহুতিস্বরূপ শেষ একচাপ মৃত্তিকা দিয়ে আমার প্রিয়তমার অবয়ব ঢেকে ফেল্লে, তাই দেখে আমি মূর্চ্ছিত হোয়ে পোড়লেম। তার পর চৈতন্ত পেয়ে দেখি, আমি রাজপুরীর মধ্যে এসেছি, রাজার পার্শ্বচরেরা আমায় ঘেরে আছে। তখন জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমার সে কয়েদী আসামী কোথায়?" তারা বোল্লে, আমার বাকী লোকজনেরা মনে কোরেছে, হয় ত আমি আগে চোলে গেছি, তাই আসামীকে লয়ে আগরায় রওনা হোয়েছে। ঐ কথা শুনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হলেম, আমার সঙ্গে যে ক'ব্যক্তি ছিল, তাদের বোল্লেম, "আর বিলম্ব করা নয়, এখনই তয়ের হও, এখনই রওনা হোয়ে আগে যারা চোলে গেছে, পথে তাদের ধোত্তে হবে।" রওনা হোয়ে দেখি, কেবল মাত্র ৫০০ লোকের হেপাজাতে কয়েদী আসামীকে জিম্মে কোরে দিয়ে বাকী তাবৎ লোক পশ্চাতে থেকে লিটপিট কোরে চোলেছে। তার তাৎপর্য্য এই বোধ হলো, রাজপুরের একটা উৎসবে যেতে গিয়ে, সকলে মাতওয়ালা হোয়ে জয়পুর সহরময় ছড়িয়ে পোড়েছিল। কতক লোকজনের ঐরূপ উন্মত্ত ভাব দেখে বাকী যে সকল লোক তত উন্মত্ত হয় নি, যে কার্য্যের নিমিত্ত তারা এসেছে, সে জ্ঞান না কি তাদের কতক কতক ছিল, তাই

তারা আমায় জিজ্ঞাসা না কোরে, থোড় হাকিমি কোরে কয়েদী আসামীকে লয়ে চলে এসেছে। তারা এই মনে কোরেছিল, আমি হয় ত অগ্রেই চোলে গেছি, সেটি কিন্তু তাদের মস্ত ভ্রম। বিবেচনা কোল্লেম, একটি ব্যক্তির পাহারার জন্যে ৫০০টি জোয়ান যথেষ্ট, কিন্তু তথাচ মনের উদ্বেগ গেল না; কয়েদী আসামীর হেপাজাতের বিষয়ে ভারি সন্দেহ হোতে লাগল, অতিশয় অসুখী হোলেম। রাজার কাছে বিস্তর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে অনেক স্তব-স্তুতি কোরে তাড়াতাড়ি বিদায় হোলেম, অবশিষ্ট সৈন্যদল সঙ্গে লোয়ে জয়পুর পরিত্যাগ কোরে শীঘ্র শীঘ্রই বেরিয়ে পোড়্লেম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল।"

আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে বরাবর একটানা চোলে যাচ্ছি, যে ৫০০ লস্কর কয়েদী আসামীকে লয়ে পূর্ব্বে রওনা হোয়েছে, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোচ্চে না, তাই মনে বড় ত্রাস হোতে লাগ্‌ল। আমার লোকজনেরা কিন্তু বারম্বার জেদ কোরে বোল্‌তে লাগ্‌ল যে, "কোন ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তারা অপ্রমাদে চোলে যাচ্চে।" আমি কিন্তু নিরুদ্বেগ হোতে পাল্লেম না, আমার মনে আশঙ্কা উপস্থিত হোতে লাগ্‌ল, বন্দীকে একটিবার আপন চক্ষে দেখবার নিমিত্ত লালায়িত হোলেম। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় দূর থেকে নিরীক্ষণ কোরে দেখলেম, কতকগুলি সোয়ার যেন পথ হারিয়ে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি কোচ্চে, জনকয়েক আমাদের দিকে আস্‌ছিল, আস্‌তে আস্‌তে কি ভেবে হঠাৎ একটা চক্র দিয়ে আবার ফিরে চল্লো, আমরা যেন শত্রুপক্ষের লোক, এইরূপ ভাবটি তারা প্রকাশ কোল্লে। একবার একটি সোয়ার এত নিকটে এলো যে, ডাক্‌লে ডাক শোনা যায়, আমার একটি পার্শ্বচর তারে দেখে চিন্‌লে, সে তার আপনার সহোদর ভাই, এ ব্যক্তি বন্দীর সঙ্গে আগে চোলে এসেছে। আমি বোল্লেম, "এরা আমাদেরই লোক দেখ্‌ছি, ওকে বড় কোরে ডাকো দেখি।" সে তাই কোল্লে, চেঁচিয়ে ডাকতে লাগ্‌ল। ঐরূপ ডাকতে সেই পথভ্রান্ত, সভয়-চিত্ত, ব্যাকুলাত্মা সোয়ারটি হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের কাছে এগিয়ে এলো। আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কয়েদী কোথা ?"

"হজুর! সে পালিয়েছে, আমাদের কতক লোক মারা পোড়েছে, কতক আহত হোয়েছে।"

"বেশ হয়েছে! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!! যেমন অহঙ্কার কোরে আমায় ফেলে চোলে এসেছিলি, তার মতন ফল পেয়েছিস। বন্দী কি কোরে পালাল ?"

"তার হজুর! সে দুঃখের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন, একদল মাহীর আচম্‌কা আমাদের উপর এসে পোড়্‌ল, তারা পঙ্গপালের ন্যায় বিস্তর লোক যুটে এসেছিল। কয়েদী মনে জানতো যে, তারা অবশ্যই তারে রক্ষা কোত্তে আস্‌বে, তাই তাদের দেখ্‌তে পেয়ে আসামী ঘোড়া শুদ্ধ তাদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে আপনার নাম বোল্লে। মাহীরেরা সে আওয়াজ পেয়ে হো হো শব্দে আনন্দের করতালি দিতে দিতে নজফালীকে তাদের মধ্যে টেনে নিলে। আমরা চড়াও হোলেম, কিন্তু তাদের তীরের মুখে বিষ মাখান, সন্ধানও অব্যর্থ, আমাদের অনেককে জমীতে শুইয়ে দিলে, বাকী লোকজন ভঙ্গ দিয়ে যে যে দিকে সুবিধা পেলে, ছুটে পালাল, সব ছত্রভঙ্গ হয়ে ছত্রাকার হয়ে পোড়ল। হজুর! চলুন দেখতে পাবেন, অনেকগুলি সোয়ার নিরুপায় হয়ে কতক সদর রাস্তার উপর, কতক এদিকে সেদিকে ছড়াছড়ি হয়ে পোড়ে রোয়েছে, তাদের আর নড়বার ক্ষমতা নাই, তাদের ঘোড়াগুলি চিঁহিঁহিঁ কোত্তে কোত্তে দাপাদাপি কোরে ছুটে বেড়াচ্চে, আর আপনাআপনি কামড়াকামড়ি কোরে ক্ষতবিক্ষত হোচ্চে।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মাহীরেরা কোন্ জাতি, কি প্রকার লোক তারা?"

সোয়ার বোল্লে, "তারা পুরুষানুক্রমে দস্যুর ব্যবসা করে, তাদের এক প্রকার দস্যুর বংশ বোল্লেই হয়। রাজপুতনা রাজ্য বেড়ে যে একশ্রেণী ছোট ছোট পাহাড় বরাবর একটানা চোলে গেছে, সেই পাহাড়ের মধ্যে তাদের বাস। নামমাত্র মুসলমান, বাস্তবিক তাদের কাছে কোন ধর্ম্মেরই সমাদর নেই। ভীল নামে যে বংশ ভারতবর্ষের অন্তম পার্ব্বতীয় দেশে বাস করে, তাদের সঙ্গে মাহীরদের বিস্তর সৌসাদৃশ্য, উভয়েই প্রায় একই বংশ, একই গোত্র। মাহীরেরা এত বলবান্, আর তারা দলে এত পুষ্ট যে, জয়পুরের ঠাকুরেরা তাদের ভয়ে সর্ব্বদা কম্পমান।"

ঐ সকল কথা শুনতে শুনতে মাহীরদের সঙ্গে যেখানে প্রথম দেখাসাক্ষাৎ হয়, সেই স্থানে এসে উপস্থিত হোলেম। দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থলে একটি কন্দর, সেখানে বিস্তর কাঁটাবন, আর বিস্তর জঙ্গল। তত প্রাণীর মৃতদেহ চক্ষে দর্শন কোরে আমার হৃৎকম্প হলো, নিকেশ দিতে হবে ভেবে আরও ত্রাস হতে লাগল। যে লোকের অনুসন্ধানে আমার আসা, তারে প্রকৃত প্রস্তাবে গেরেপ্তার কোরেছিলেম, গেরেপ্তার কোরেও শেষে যে আমার হাত থেকে গোলে বেরিয়ে গেল, সে দুঃখ রাখবার স্থান নাই সত্য, আর তা মনে হোলেও বুক ফেটে যায় সত্য, সে সবই সত্য বটে, তবে কথা এই যে, এই দুর্ঘটনা কিছুদিন পূর্ব্বে হোলে বোধ হয় অতিরিক্ত মর্ম্মান্তিকই হয়ে দাঁড়াত, এক্ষণে কিন্তু ততখানি জ্ঞান কোল্লেম না। তার কারণ আর কিছু নয়, তখন না কি আর একটি বিষয়ের চিন্তা লয়েই মহা ব্যতিব্যস্ত ছিলেম, তাই আর এ চিন্তা মনে স্থান পেলে না। ঘোড়ার উপর সোয়ার হয়ে আছি, চিন্তায় নিমগ্ন, নিশ্চয় জেনেছি যে, আগরায় পৌঁছিলেই কর্ত্তৃপক্ষেরা মহাকুপিত হবেন, তথাচ ভীত হোলেম না। লস্করদের একস্থানে একত্রে জমা কোরে দেখলেম যে, আগরা থেকে যে ১২০০ জোয়ান আমার সঙ্গে আসে, তার মধ্যে কেবলমাত্র ৭৫০ লোক আপাতত পাওয়া যাচ্ছে। পীড়িত আর আহত ব্যক্তিদের নিমিত্ত ডুলী আনিয়ে দেওয়া হলো। প্রথম যে গ্রামে পৌঁছিলেম, সেইখানে তাদের ছেড়ে দিয়ে বন্দীর বিষয় একটি একটি কোরে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগলেম। তাদের বোল্লেম, "তোরা কেউ বোলতে পারিস্, যখন জয়পুরে হয়েদী বন্দী ছিল, তার সে ঘরে কেউ সাক্ষাৎ কোত্তে গিয়েছিল কি না?" এক ব্যক্তি ফিরে-ফিরি কোরে বোল্লে, "না, কাকেও তার কাছে যেতে দেওয়া হয় নি, তবে এক ছুঁড়ী নাচনেওয়ালী বিস্তর হাতে পায় ধোরে বলাতে পাহারাওয়ালা একখানি চিঠি লয়ে বন্দীর হাতে দেয়।" আমি বোল্লেম, "তবে তাই সে মাহীরদের আগমন প্রতীক্ষা কোচ্ছিল। নাচনেওয়ালী আর কেউ নয়, বন্দীর কন্যা নুরমহল, সে তাদের সঙ্গে পূর্ব্বে গোড়ে পিটে ঠিক কোরে রেখেছিল।" লস্করেরা এক্ষণে তাদের ভ্রম বুঝতে পাল্লে, কিন্তু সে বোঝাতে আর ফল কি, বিপদ্ যা হবার, তা হোয়ে চুকেছে। পত্রের ছলনায় নাচনেওয়ালীর সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কইতে দেওয়া, কি আমি তাদের সরদার, আমি যখন সঙ্গে নাই, তখন খোদ হাকিমি কোরে বন্দীকে লোয়ে আগে ভাগে চোলে আসা, তদ্ভিন্ন যত লোক সঙ্গে ছিল, তার অর্দ্ধেক বই বন্দীর হেঁপাজতের নিমিত্ত সঙ্গে না দেওয়া,—এইগুলি অসঙ্গত কাজিল চালাকি করা হোয়েছে। যাই হোক, এক্ষণে কাজটি বড় বিরুদ্ধ হোয়ে দাঁড়িয়েছে, ভারি উদ্বিগ্ন হোলেম, মনের সান্ত্বনা কিছুতেই হোচ্ছিল না, তবে কোঁটা কোঁটা বিন্দুপাতের ন্যায় লস্করদিগের মুখ থেকে মধ্যে মধ্যে যে দুই একটি প্রাঞ্জল বাক্য নিঃসৃত হতে লাগল, তাই শুনে কতক সুস্থ হোলেম। তারা এই কথা বোল্তে লাগল।

প্রথম সোয়ার।—কি করা যায় বল? সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। ভাই! অদৃষ্টই গোড়া জানবে, সকলই অদৃষ্ট।

দ্বিতীয় সোয়ার।—সে কথা সত্য,প্রাক্তনে যে লেখা আছে, তা হবেই। তা থেকে বাঁচবার পথ নেই।

একটি প্রাচীন সোয়ার বোল্লে, "লজ্জা আমাদের খেয়ে ফেল্‌বে, আড়ে আড়ে গ্রাস কোর্‌বে, এক্ষণে লজ্জায় অধোবদন হোয়ে নৈরাশ্যের কোণে মুখ ঢাকতে হবে।"

চতুর্থ সোয়ার বোল্লে, "সে পাহারাওয়ালা পত্র লয়ে বন্দীর হাতে কেন দিলে? এ কুকাজ সে কেন কোল্লে? আমি তার পিতার কবরের উপর থু থু দেবো।"

আর একটি স্বর বোল্লে, "তার বাপের মুখে কেন, তার মুখেই দাও না, সে তো আর বেঁচে নাই।"

আর এক ব্যক্তি বোল্লে, "আহা, গরিব বেচারা! ঐটিই তার অদৃষ্টে লেখা ছিল।" ঐ কথা বল্‌তে সব বিবাদ মিটে গেল, ও কথা লয়ে আর কেউ উচ্চবাচ্য কোল্লে না।

আমার অদৃষ্ট বড় বিরুদ্ধ বোধ হলো, কেন না, যখন যে কর্ম্মে হাত দি, কোথা থেকে একটা অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনা অকস্মাৎ উপস্থিত হোয়ে আমার সঙ্গে বাদাবাদী কোরে আমার গমন-পথে আড় হোয়ে পড়ে। এ বিষম ভুলে যে কি কোরে পার পাবো, এ দায় থেকে কিরূপে যে উদ্ধার হব, তা বোল্‌তে পারিনে। এক্ষণে আগরার প্রাচীরগুলি দেখা যেতে লাগল। আমরা লিটপিট কোরে চোলে সহরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। আমীর শুনে তখনি ডেকে পাঠালেন, আমি ম্লানবদনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম।

আমীর বোল্লেন,"তোমার বন্দীর সম্বন্ধে কত কথাই শুনতে পাচ্ছি, তার তাৎপর্য্য কি? সে না কি পালিয়েছে, মহম্মদের দিব্য, ঠিক কথা বলো।"

আমি বোল্লেম,"হুজুর! দুর্ভাগ্যক্রমে সে খবর খুবই সত্য, আর তার জন্য আপনার অনুগত সাদক যেমন দুঃখিত, তেমন আর কেউই নয়। যা যা ঘোটেছে, সে সকল আদ্যোপান্ত নিবেদন কোত্তে প্রস্তুত আছি।" দেখলেম, আমীর শুন্‌তে অনিচ্ছুক নহেন, তাই নজফালীকে ধোত্তে গিয়ে যে সকল কষ্ট, বিঘ্ন-বাধা ব্যাঘাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে হয়েছিল, সে সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বোল্‌তে সুরু কোল্লেম। আমীরের কিন্তু তত ধৈর্য্য হলো না, তিনি বিরক্ত হোয়ে বোল্লেন, "ছোঃ! তুমি কি এখন হাত পঞ্চাশেক এক গল্প ফেঁদে দিয়ে আমার সঙ্গে কৌতুক কোত্তে বোস্‌লে? কি প্রকারে সে গেরেপ্তার হোয়েছিল, সে কথা আমি শুনতে চাই না, তারে ধোরে আবার ছেড়ে দিলে কেন, সেই কথাই আমায় বলো।"

দেলজানের মৃত্যু উপলক্ষে আমার ভয়, ত্রাস, হৃৎকম্প, কর্ম্মস্থানে উপস্থিত না থাকা, তত লোকের প্রাণ নাশ এবং তদ্ভিন্ন নজফালীর প্রস্থান,—এতগুলি ঘটনা এক এক কোরে পুনরায় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করা আমার পক্ষে কঠিন পাঠ হয়ে উঠল। কিন্তু করি কি, ভারাক্রান্ত ম্লান অন্তঃকরণে আনুপূর্ব্বিক সকল কথাই বোল্‌তে হলো।

আমীর শুনে বোল্লেন, 'রাজপুত্র সে কথা আমায় পূর্ব্বেই বোলে রেখেছেন। তিনি যখন শুন্‌লেন, তাঁর প্রদত্ত কোজগুলি তোমার হস্তে সমর্পণ করা হয়েছে, শুনে বোল্লেন, "তা বেশ হয়েছে, সাদক হতেই কার্য্য উদ্ধার হতে পারবে, তবে যদি কোন মেয়েমানুষ মধ্যবর্ত্তিনী হোয়ে বাধা না দেয়, তা হোলেই মঙ্গল, আর যদিস্যাৎ সেইটিই ঘটে, তবে নিশ্চয় জানবেন, আমাদের আর আগরাতে বন্দী দেখতে হবে না, আর যদি অর্দ্ধেক লোকও প্রাণ লয়ে ফিরে আসে, তাতেও সৌভাগ্য মানা উচিত। যুবা! তোমার ওজর-আপত্তিগুলি আমি প্রামাণ্য কোত্তে পারি না, তোমাকে যে কাজ কোত্তে বোলেছিলেম, তা তুমি কর নি, তোমায় বিশ্বাস কোরে বড় নৈরাশ হতে হোয়েছে, তুমি আমায় বিড়ম্বনা কোরেছো; অতএব তোমায় চাই না, তোমাতে আর প্রয়োজন নাই। রাজপুত্র দারা শুনেছেন, তুমি এসে পৌঁছেছ। তুমি আপনিই বোলেছো, ঐ দারাই তোমায় মেরে ফেল্‌বার নিমিত্ত দুইবার ছলনা-চক্রের

ফাঁদ বিস্তার করেন, তাই একণে তোমার পক্ষে উত্তম পরামর্শ এই যে, আর বিলম্ব না কোরে একেবারে সরাসর ডেকানে চোলে যাও।”

একণে করি কি? লজ্জায় আর দুর্ভাবনায় ত্যক্ত-বিরক্ত হোয়ে ইয়াস্‌মিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। ইয়াসমিন তখন আমীরের শরীর-রক্ষক হোয়ে অবস্থান কোচ্চেন। আমার দুরবস্থার কথা শুনে বিস্তর খেদ, বিস্তর দুঃখ কোত্তে লাগলেন, বিশেষতঃ আমি যখন দেলজানের মৃত্যুসংবাদ বোলে নিজের দুর্গতি আর কষ্টের কথা অবগত ক রলেম, তিনি আর থাক্‌তে না পেরে বাস্তবিক কেঁদে ফেল্লেন, তাঁর দুই চক্ষু বেয়ে ঝর্ ঝর্ কোরে অশ্রুপাত হোতে লাগল। ইয়াস্‌মিন নজফা-লীকে আর তার পাপীয়সী কন্যাকে যৎপরো-নাস্তি গালাগালি দিতে লাগলেন, আর আমাকে আগরা থেকে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান কোত্তে পরামর্শ দিলেন। কেন না, তত পরি-মাণে ভাল ভাল সাহসিক সৈন্য মারা পোড়েছে শুনে দারা ক্রোধে অগ্নি-অবতার হয়েছেন। এইক্ষণে পরামর্শ কোরেছেন, আমীরকে বোলে পাঠাবেন, তিনি আমাকে গেরেপ্তার কোরে তাঁর হাতে যেন সমর্পণ করেন। প্রাণের মায়া, বড় মায়া, তাই ইয়া-সমিনের পরামর্শমতেই আমায় চোল্‌তে হলো। আগরা থেকে চোলে গেলে নিজের প্রাণও রক্ষা হবে, আর আমীরের পক্ষেও এই একটা ওজর হবে যে, আমি এখানে নাই, তাই তিনি হাজির কোরে দিতে পাল্লেন না। সলিমানকে আর লুচার পরামা-নিককে সঙ্গে লোয়ে পুনরায় আমি আগরা পরিত্যাগ কোরে চোল্লেম। এত তাড়াতাড়ি কোরে বেরিয়ে পোড় লেম যে, রাজদরবারে কি মন্ত্রণাচক্র চোলেছে, ইয়াসমিনকে সে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার অবসর হলো না। বাস্তবিক আমি আপনার চিন্তা লয়ে ব্যস্ত ছিলেম, আরঙ্গজেবের কথা একটিবারও স্মরণ হয় নি। একটি উপযুক্ত আড্‌ডায় পৌঁছে ইয়াস্‌মিনের নামে একখানি চিঠি লিখে সলিমানের হাতে দিয়ে আগরায় রওনা কোরে দিলেম, বিস্তর স্তব স্তুতি কোরে লিখে পাঠালেম যে, আমীর জেম্‌লা, দারা আর স্বয়ং বাদশাহ এঁরা একত্রে বোসে যে যে পরামর্শ, যে যে বন্দোবস্ত স্থির কোরেছেন, সেগুলি আমায় লিখে অবগত করান। কেন না, সে সকল বিষয় অনবগত থেকে আরঙ্গজেবের কাছে উপস্থিত হোলে, রাজপুত্র অকৃপা কোরে আমার প্রতি অনাদর প্রকাশ কোর্‌বেন। ইয়াস্‌মিনের লিখিত নিম্নের পত্রখানি লয়ে সলিমান যথাকালে প্রত্যাগত হলো।

“আমার হৃদয়ের বন্ধু ধর্ম্মবর সাদক!

ঈশ্বর-প্রসাদাৎ ইয়াস্‌মিন এই কথাগুলি লিখিতেছেন। সাদকের পত্র সময়মত প্রাপ্ত হইয়াছি। আমীর জেম্‌লা বাদশাহকে ঐশ্বর্য্য-ময় তোকোকান্তির উপহার প্রদান করি-বায় শ্রীমান্ লস্কর সংগ্রহ করিতে অনুমতি করিয়াছেন। আমীর ঐ লস্করের সেনাপতি হইয়া গলকন্দা-জয়ার্থ রণযাত্রা করিবেন। পূর্ব্বে বাদশাহ মনে কোরেছিলেন যে, কতক-গুলি সৈন্য কান্দাহারে পাঠাবেন, কিন্তু আমীর অনেক জেদ কোরে বলাতে সে মত একণে ফিরে গিয়াছে। আমীর এই কথা বুঝিয়ে বলিলেন যে, গলকন্দার হীরকখনির প্রতি অগ্রে দৃষ্টিদান করা আবশ্যক, কান্দাহার পার্ব্বতীয় দেশ, পর্ব্বত লাভ করিয়া কি ইষ্টা-পত্তি হইবে? প্রস্তর অপেক্ষা হীরকের প্রতি অধিক গৌরব এবং অধিক মায়া প্রদর্শন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। ঐরূপ যুক্তি-প্রমাণ কথা বলাতে বাদশাহের মন নরম হইয়া আমীরের অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে। বাদশাহের আরও কোন উদ্দেশ্য ছিল, তাই সম্রাট এই অছিলায় লস্কর সমবেত করিবার অবসর পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দারা অহ-কারে ফুলিয়া দিন দিন ঘোর অবাধ্য হইয়া উঠিতেছেন, একণে তাঁরে ভয় দেখাইয়া শাসন করিতে পারিবেন। তা যাহাই হোক, ফলে একণে আমীর জেম্‌লাকে সরদার করিয়া দাক্ষিণাত্যে ফৌজ পাঠাই বার প্রস্তা-

মর্ম্ম বুঝ হইয়াছে। রাজপুত্র দারা এতদভিসন্ধির বিপক্ষে ছিলেন। বাস্তবিক দাক্ষিণাত্যে ফৌজ পাঠাইলে কেবল তত্ত পরিমাণে সৈন্য প্রদান করিয়া তাঁর ভ্রাতা আরঙ্গজেবের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া বই আর কিছুই নহে। এ মর্ম্মটি কিন্তু দারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দারার বাধা দেওয়াতে কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। তিনি যে সকল আপত্তি করিলেন, বাদশাহের মনে সেগুলি ধারণা হইল না। তথাচ সম্রাটকে বলিয়া কহিয়া আমীরের উপর কতকগুলি কড়ার-নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। প্রথম কড়ার এই যে, এ যুদ্ধেতে আরঙ্গজেব হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে ক্ষান্ত থাকিতে হইবে। আরঙ্গজেব দৌলতাবাদ ভিন্ন অন্যত্রে বাস করিতে পারিবেন না। ঐ দৌলতাবাদে অবস্থানপূর্ব্বক শুদ্ধ দাক্ষিণাত্যের রাজ্যশাসনের ভার লইয়াই তাঁহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে হইবে। লস্করের উপর কোন প্রকার আধিপত্য করিতে পারিবেন না, তারা শুদ্ধ একমাত্র আমীরের অধীন হইয়াই থাকিবে, ঐ আমীর ভিন্ন অপর কেহই তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবেন না। আমীরের পরিবারেরা এক্ষণে কারনাট হইতে আগ্রায় পৌঁছিয়াছে, দারা বলিলেন, আমীরের প্রভুভক্তির জামিনের নিমিত্ত তাঁহার পরিবার শাজাহান বাদশাহের অন্তঃপুরে বন্দীস্বরূপ বাস করিবেন। শেষের নিয়মটিতে আমীর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, যে'হেতু, সেটি তাঁহার পক্ষে অতিশয় অপমানের কথা। বাদশাহ কিন্তু অনেক বুঝাইয়া বলাতে অেমুলা শেষে সে নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন। সম্রাট বারংবার বলিতে লাগিলেন যে, শুদ্ধ পুত্রের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্তেই এই নিয়ম লিখিত হইল, নচেৎ তাঁহার অন্য কোন অভিপ্রায় নাই, বরং আমার যেমন বিদায় হইয়া রওনা হইবেন, তাঁহার পরিবারও অমনই পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিবে।

আপাততঃ এখানকার বিষয়-কার্য্যের এই ত অবস্থা। সৈন্য সমবেত হইলে আমীর সরদার-পদে অভিষিক্ত হইবেন, আর তিনি যখন দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিবেন, আমাকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইবে। তাই আশা আছে যে, তৎকালীন আমার হৃদয়বান্ধব সাদকের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া চরিতার্থ হইব। আর কি লিখিবার আছে যে, লিখিয়া জানাইব. তবে এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে, সাদকের সৌভাগ্যরবি অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া, তাঁহার ছায়া চারাচর পরিব্যাপ্ত হউক।"

এই পত্র পেয়ে ইয়াসমিনকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কোত্তে লাগ্‌লেম, তাঁর কল্যাণে পূর্ব্বোক্ত গুরুতর সংবাদটি আরঙ্গজেবকে বিজ্ঞাত কোত্তে সক্ষম হোলেম। তিনি যে তা শুনে কিরূপ আস্বাদন কোর্‌বেন, সেটি এখনে বিবেচনা কোরে উঠতে পাচ্ছিনে, কেন না, রাজপুত্রের মন্ত্রণা আর অভিসন্ধি অতি অতলস্পর্শ, আমি ততদূর নিমগ্ন হোতে পার্‌বো না। দারার সতর্ক চতুর ধূর্ত্তমি বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমি ত তাঁরে সাধুবাদ না দিয়ে ক্ষান্ত থাক্‌তে পাল্লেম না। আমীর আর তাঁর রাজভ্রাতা আরঙ্গজেবের উপর ততগুলি নিষেধের নিয়ম কড়াক্কড় কোরে লিখে লয়েছেন। বিশ্বাস এবং রাজভক্তির প্রতিভূস্বরূপ আমীরের পুত্র পরিবারকে রাজদ্বারে বন্দী রেখেছেন—এগুলি কম চাতুরী নয়। কিন্তু আরঙ্গজেব আবার তেমনি রাজধূর্ত্ত। তিনি এমনি একটি কৌশলংবার কোর্‌বেন যে,তাতে কোরে ঐ সকল নিষেধার্থক প্রতিবন্ধকগুলি কেটে গিয়ে পথ পরিষ্কার হোয়ে পোড়বে, তখন সেই সমুদয় রাজসৈন্যগুলি আপনার দিকে টেনে আন্‌বেন। যদিও জয়পুর সদর-রাস্তার ধারে নয়, তথাচ সেখানে একবার যাওয়াই স্থির কোল্লেম। ইচ্ছা হলো,একবার রাজার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কোরে আসি, আর সেই উপলক্ষে অপঘাতপ্রাপ্ত দেলজানের কবরও দেখে আস্‌তে পার্‌বো। [রাজা পীড়িত ছিলেন, তাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। বাস্তবিক মর্ম্ম-কথা এই যে, তিনি অনুমানে বুঝ্‌তে পেরেছিলেন,

বন্দী আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে যাওয়াতে আমি অপদস্থ হোয়েছি। কি পূর্ব্বের মতন সঙ্গে কিছু লোকজন ছিল না, তাই হয় ত শুনে মনে কোরেছেন, এবার আর তাঁর জন্যে হীরে মুক্ত আনতে পারিনি তবে আর সাক্ষাৎ কোরে লাভ কি? এ যাত্রা রাজপুরীর মধ্যে স্থান না পেয়ে একটি পান্থালয়ে অবস্থিতি কোল্লেম। পান্থনিবাসটি একটি উদ্যানের মধ্যে অবস্থাপিত। উদ্যানটি ঝোপের মতন ছোট ছোট গাছে আর বড় বড় বৃক্ষে পরিপূর্ণ। অনেকগুলি ফোয়ারাও সেখানে বিরাজ কচ্ছিল, ঐ সকল ফোয়ারার জলে বাগানটি সজীব থাকত। তার মধ্যে একটি ফোয়ারা পান্থশালার সম্মুখেই ক্রীড়া কোচ্ছিল। তৎকালীন সেখানে আমার ন্যায় আরও বিস্তর পথিক সমবেত হোয়েছিল। আমায় একটি কামরা দেখিয়ে দিলে, আমি সমাগত মহাত্মাদের মঙ্গল কামনা কোরে সেই কামরায় গিয়ে বোসলেম। আমি কে, অনেকে এই অনুসন্ধান-কৌতুকী চক্ষু ফিরিয়ে আমায় চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। সলিমান রসুই কোল্লে, আমি গোটাকয়েক ভাত নাকে মুখে দিয়েই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পোড়লেম—আমার প্রিয়তমার সমাধিস্থান দেখতে চোল্লেম। ঐ সমাধির অতি অদূরেই একটি মসজিদ ছিল, সেই মসজিদের পার্শ্বেই একটি বৃদ্ধ পীরের আস্তান। বৃদ্ধ ফকীর কবরের চারিধারে ফুলের গাছ বোসিয়ে স্থানটি সুশোভিত কোরে রেখেছিলেন। তাঁর স্নেহময় কৃপাপূর্ণ হস্তের প্রসাদে গাছগুলি সতেজ হোয়ে উঠেছিল। এই স্থানে আমি আর্ত্তনাদ কোরে শোকস্রোতে অঙ্গ ঢেলে দিলেম, সেই সময় অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ বিস্তার কোরে আমার চতুর্দ্দিক্ আবরণ কোল্লে। আমি ঘাসবনের উপর বোসে ছিলেম, উঠে পুনর্ব্বার সেই বাগানে চোলে গেলেম। গিয়ে দেখি, যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি, যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, আর যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন উপাসনামত আমাদের দেশটিকে আপ্লাবিত কোরে রেখেছে, সেই সকল বিষয় লয়ে আমার সহপথিকেরা বাদবাহুবাদ সুরু কোরে দিয়েছেন। ঐ পান্থগৃহে সকল প্রকার লোকই উপস্থিত ছিলেন, কি জানি, কারও মুখ দিয়ে পাছে কোন অসঙ্গত বা অপ্রিয় কথা বেরিয়ে পড়ে, তা হোলে কেউ না কেউ ক্ষুণ্ণ হোতে পারেন, তাই সকলকেই সতর্ক হয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর কোত্তে হোচ্ছিল। আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোত্তে দেখে একটি বৃদ্ধ মুসলমান সেলাম কোরে বোল্লেন, 'বিদেশী! আমরা হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র লয়ে বিচার কোত্তে বোসেছি. মহাত্মা পয়গম্বর যে শাস্ত্র আমাদের প্রদান কোরেছেন, হিন্দুর শাস্ত্রের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখেছি। দলের মধ্যে যে কজন ইস্‌লামের মতাবলম্বী আছি, আমরা সকলেই ঐক্য হোয়ে এই কথা বোল্‌ছি যে, অপবিত্রতা আর রুধিরপাত এই দুটি অপকৃষ্ট ভিত্তির উপর হিন্দুধর্ম্মের পত্তন হোয়েছে এবং সেই জন্যেই ঐ হিন্দুরা আমাদের অপেক্ষা অতিরিক্ত নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া থাকেন, আর সেই জন্যেই তাঁদের স্ত্রীলোকেরা চির-অনাথিনী হোয়ে দিনপাত কোত্তে বাধ্য হয়। বিশেষতঃ তাদের সম্মুখে স্বামী যদি ইহসংসার পরিত্যাগ করে, তবে ভয়ঙ্কর করাল মৃত্যু-মুখে তাদের প্রাণবিসর্জ্জন কোত্তে হয়, তেমন বিকট কালমৃত্যু আর যে কুত্রাপিও দেখা যায় না, সে কথা হিন্দুরা অস্বীকার কোত্তে পারেন না। কিন্তু কি পরিতাপ, তথাচ তারা বোলে বেড়ায় যে, তারা যতই নিষ্ঠুর হোক, তবু আমরা না কি তাদের অপেক্ষা অতিরিক্ত নিষ্ঠুর—এক্ষণে আপনার কি মত?"

আমি বোল্লেম, "আমি ধর্ম্মান্ধ নই, স্বীয় ধর্ম্মের গৌরব কোরে অন্য ধর্ম্মের দ্বেষ করি না। আমার যেটি দৃঢ় বিশ্বাস, যা স্বচক্ষে দেখেছি, স্বকর্ণে শুনেছি, আর যা স্বয়ং ভোগ কোরেছি, তাই বোলবো,—ইস্‌লামের মতাবলম্বীরা যেরূপ ঘোর পাষণ্ড, হিন্দুদিগের মধ্যে সেরূপ পাষণ্ডতার কথা শ্রবণ করি নাই।"

বৃদ্ধ মুসলমান বোল্লেন, "মুখে বোল্লে ত হয় না, একটা প্রমাণ দেখিয়ে দাও।"

সাহুল্লা খাঁর প্রতি যেরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার হয়, আমি সেই প্রমাণ উদ্ধার কোরে দিয়ে বোল্‌লেম, "তাঁর জিবটি টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, চক্ষু দুটি খুঁড়ে বার কোরে লয়েছে।"

আর একটি মুসলমান বোল্লে, "ঐ একটি-মাত্র প্রমাণ দেখিয়ে সমুদয় মুসলমানকে অপরাধী করা যুক্তিসঙ্গত নয়।"

আমি বোল্লেম, "আহা! রুধিরপিশাচ গলকন্দরাজের যে একটি গল্প শুনেছি, আমি যদি সে গল্পটা বলি, শুনে আপনাদের হৃৎকম্প হবে, গায়ের রক্ত শুষ্ক হোয়ে যাবে।"

পথিকদের মধ্যে কেউ ঢোকে ঢোকে, কেউ চুমুকে চুমুকে কাফি পান কোচ্ছিলেন, কেউ তামাক সেজে নল মুখে দিয়ে ভড়র ভড়র কোরে টান্‌ছিলেন, কিন্তু কারও মুখে কথা নেই, সকলেই নীরব হোয়ে ছিলেন। ঐ কথা শুনে তাঁরা বোলে উঠ্‌লেন, "গল্পটি আমাদের বলুন।"

গলকন্দার বোসে বন্ধুর মুখে যে উপাখ্যানটি শ্রবণ করি, তাই অনুপূর্ব্বিক বর্ণনা কোরে বোল্লেম। শুনে সকলেই বোল্লেন, গল্পটিতে যেরূপ পাষাণবৎ নির্দ্দয়তার প্রমাণ রয়েছে, যে কোন মুসলমান হোক, তা শুনে তাকে লজ্জিত হওয়া উচিত। যে বৃদ্ধ মুসলমানটি প্রথম সম্বোধন কোরে আলাপ করেন, তিনি বোল্লেন, "কুতুব যে নির্দ্দয় ছিল, সে কথা মান্‌লেম, কিন্তু আমাদের শাস্ত্র ত আর তাকে নির্দ্দয় হতে উপদেশ করে নি। শোণিতস্রাবে প্রফুল্লিত হতে হিন্দুদের শাস্ত্রই যে উপদেশ করে। দেবদেবীর তৃপ্তির নিমিত্ত নরবলি প্রদান কোত্তে তাদের বেদেই যে লেখা আছে। ধর্ম্মান্ধ নির্ব্বোধ যাত্রীদিগকে রথচক্রের নীচে ফেলে দিয়ে চূর্ণ করা, বিধবা স্ত্রীলোককে জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করা, সাগরে সন্তান নিক্ষেপ করা ইত্যাদি পাষণ্ড ব্যবহার তাদের শাস্ত্রেই যে বিধি আছে। এতদ্ভিন্ন তাদের আর একটি ভ্রম অতি চমৎকার। সকলেই মনুষ্য, মনুষ্যের স্বভাব প্রকৃতি সকলেতেই এরূপ বিদ্যমান আছে, তথাচ হিন্দুরা ব্রাহ্মণকে স্বয়ং জগদীশ্বর জ্ঞান করে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিও সেইরূপ প্রদর্শন কোরে থাকে। তা যা হোক, সংপ্রতি বারাণসীতে একটি অদ্ভুত ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়ে গেছে, তেমন অপূর্ব্ব ঘটনা পূর্ব্বে কেউ কখন দেখেও নাই, শোনেও নাই। আমি সেই গল্পটি বোল্‌ছি, শুনে বুঝ্‌তে পার্‌বেন, সেটি কিরূপ ভয়ানক নিষ্ঠুরতার নিদর্শন।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সতী।

নিশান-পতাকা উড়্‌ছে, ডঙ্কা পিট্‌ছে, তুরী-ভেরীর হর্ষ প্রফুল্লিত আনন্দ-নিনাদ হোচ্ছে, ঢাক ঢোল জগঝম্পের নিরবচ্ছিন্ন ড়ড়কড় বড়বড় রবে কর্ণ বধির কোচ্ছে। কাঁজ ঘণ্টা মন্দিরে করতাল প্রভৃতির খন্ খন্ ঝন্ ঝন্ শব্দ অনবরত শোনা যাচ্ছে, তার সঙ্গে বহুস্বরের কোলাহল এককালীন নিনাদিত হোয়ে বায়ু-সাগর উন্মত্ত কোরে তুলেছে। চতুর্দ্দিকে ধক্ ধক্ কোরে মশাল জ্বল্‌ছে, আলোয় আলো হোয়ে পোড়েছে, আলোয় চক্ষু ঝল্‌সে যেতে লাগ্‌ল, সে দিকে চাওয়া যাচ্ছিল না। বারাণসীর গলি ঘুজিগুলিও মশালের জ্যোতিতে চক্ চক্ কোত্তে লাগ্‌ল। কি ধনীর অম্বকাল অট্টালিকা, কি দীন-দুঃখীর মলিন-কুটীর, আলোর মূর্ত্তি সর্ব্বত্রেই সমান পরিস্কাররূপে দেখা যাচ্ছিল,—এই সকল আনন্দাড়ম্বর পরিচয় দিয়ে জ্ঞাত করালে যে, বর বিবাহ কোত্তে চোলেছে, তাই এই সমারোহ। এত লোক কার কল্যাণ প্রার্থনা করে? তারা কার মঙ্গলের নিমিত্ত দেবতাদের কাছে স্তবস্তুতি কোচ্ছে? যুবা রঘুনাথ ব্রাহ্মণের জয় হোক, তাঁর বাগ্‌দত্তা স্ত্রী জয়ার জয় হোক—এই শব্দ কোরে এক একবার ঘোর চীৎকার কোরে উঠ্‌ছিল। রঘুনাথ একটি দুগ্ধবর্ণসদৃশ শ্বেত অশ্বের উপর সোয়ার হোয়ে চোলেছেন, অশ্বটির কপাল, গলা, গলার চতুষ্পার্শ্ব ভাল ভাল বিশকিম্মতি রত্নে সাজান, হীরে-মুক্ত-খচিত, উত্তম কারচোব বস্ত্রে মাথাটি ঢাকা, অশ্বটি যেন সেই অহঙ্কারে মধ্যে মধ্যে

ঘাড় নেড়ে গর্ব্ব প্রকাশ কোচ্ছিল। পায়ে নিরেট সোনার মল, সে সেই গৌরবে যেন থমকে থমকে চোল্‌তেছিল। ঈর্ষাভাজন রঘুনাথ হিন্দুস্থান দেশ-প্রসিদ্ধ প্রতাপপুঞ্জ ঐশ্বর্য্যাড়ম্বর বিস্তার কোরে মহা সমারোহে শিউরামের বাটীতে চোলেছেন—শিউরাম তাঁর বাগ্‌দত্তা মনোময়ী পত্নী জয়ার পিতা।

তরুণ বর আলোর উজ্জ্বল কান্তিস্রোতের মধ্য দিয়ে চোলেছেন। তিনি যখন কন্যার বাটীতে এসে পৌঁছিলেন, সেই সময় রেয়ো, ভাট, কাঙ্গালী, নাগা, তম্বিদার প্রভৃতি দঙ্গল বেঁধে তাঁর চারিদিক্ ঘেরে দাঁড়াল। রঘুনাথের জয় হোক, যুবা দীর্ঘ-জীবী হোক্, এই আশীষ-বাক্যের কোলাহল কোরে, লম্বা লম্বা আশীর্ব্বাদের ছড়া কাটাতে লাগ্‌ল। সমারোহ যত বাড়ীর নিকট হোচ্ছিল, জয়ার মন ততই অস্থির হোয়ে উঠ্‌ছিল।

বিবাহ-সমারোহ শিউরামের বাড়ীর সদর দরজা পর্য্যন্ত এসে সেইখানে দাঁড়াল। এই সময় ঘন ঘন হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দের তুফান উঠ্‌ল। রঘুনাথ অশ্ব থেকে নেমে যেমন দরজার উপর পা দিয়েছেন, অতি জিল সুরে তুরী ভেরী প্রভৃতি নানা বাদ্য বাজ্‌তে সুরু হলো। কন্যা সম্প্রদানের নিমিত্ত একটি ঘর সাজিয়ে রাখা হোয়েছিল। নিরীহস্বভাব জয়ার পিতা শিউ-রাম সেই ঘরে আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়ে বোসলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে, আচার্য্য-পুরো-হিতে ঘরটি ভোরে গেল, তারা চারিদিকে ঘেরে বোস্‌ল। ঘরের একদিকে বরের নিমিত্ত হীরা মুক্তা প্রভৃতি নানা উপাদানে বহু মূল্যের দান সাজান রয়েছে, অপর দিকে বরের সমা-দরের যোগ্য সওয়াজিমা জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা হোয়েছে। যুবা অপূর্ব্ব মনোহর ভঙ্গীতে, ধীরে ধীরে, সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। তাঁর আগমনে প্রফুল্লচিত্ত শিউরাম উঠে দাঁড়িয়ে একটি সুদীর্ঘ আশীর্ব্বচন পাঠ কোরে বরকে সাদরে আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। রঘুনাথ অতি শ্রদ্ধার সহিত আশীর্ব্বাদটি গ্রহণ কোল্লেন, তার পর জয়া কোথায় বোসেছেন, তাই ব্যগ্র্ হোয়ে চঞ্চল-নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত কোত্তে লাগ্‌লেন। পাত্রীকে সে সময় দেখ্‌তে না পেয়ে রঘুনাথের মনে মনে ইচ্ছা যে জিজ্ঞাসা করেন, জয়া কোথায়, তারে এখানে দেখ্‌ছিনে কেন, কিন্তু ততদূর পেরে উঠ্‌লেন না। যেমন না মন্ত্র প্রভাবে আবদ্ধ হোয়ে পোড়্‌তে হয়, সেই-রূপ শাস্ত্র উক্ত যারপর যে ব্যবহার, তা তাঁকে কোত্তেই হবে। তাই রঘুনাথ কোনও কথা বার্ত্তা না কোয়ে, একেবারে কুশাসনের উপর গিয়ে বোস্‌লেন। হিন্দুর মতে কুশের আসন অতি পবিত্র। রঘুনাথ আচমন কোরে, একটি ক্ষুদ্র মন্ত্র আবৃত্তি কোল্লেন। আর একখানি কুশাসন লয়ে, "যে আমার শত্রু, তারে যেমন পায়ের নীচে ফেলে মর্দ্দন করি, সেইরূপ এই কুশাসনখানি পায়ের নীচে ফেলে বিদলিত কোচ্ছি" এই কথা বোলে রঘুনাথ যেমন সেই কুশাসনখানি পায়ের তলে রেখেছেন, এমন সময় আত্মগরিমায় অন্ধ মোরোবা ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি সম্মুখে এসে দাঁড়াল। পূর্ব্বে ঐ মোরোবা আপন পুত্রের সঙ্গে জয়ার বিবাহ দিবার প্রার্থনা করেন, কিন্তু শিউরাম তাঁর সে প্রার্থনার গৌরব করেন নি। মোরোবা দুই চক্ষু আরক্ত কোরে, কুটিল ভ্রূক্ষেপের সঙ্গে অধর দংশন কোত্তে লাগ্‌লেন। তাঁর হস্ত দুখানি কোণাকোণি হোয়ে, বুকের উপর ভাঁজ করা ছিল। দ্বেষ-হিংসাজাত-নৃশংস ক্রোধের বিষময় প্রভাবে, তার সর্ব্বশরীর যেন ছটফট্ কোচ্ছিল, যেন বেকা তেড়া হোয়ে মুচ্‌ড়ে পাক দিয়ে, বেঁচে পোড়-ছিল। রঘুনাথ জান্‌তেন, মোরোবা তাঁর পরম শত্রু, যেমন তেমন নয়, তাঁর একটি মহা কাল-শত্রু, অতএব তারে পায়ের নীচে ফেলে, দোলে মোলে জব্দ করা সহজ কথা নয়, সেটি অসাধ্য নীয়। বিশেষতঃ রঘুনাথ নিশ্চয় বুঝ্‌তে পেরে-ছিলেন যে, এ সময় মোরোবার সেখানে উপস্থিত হওয়া ভালোর লক্ষণ নয়, বরং উলটে আরও বিপদ ঘট্‌বারি সম্ভাবনা দেখছিলেন। ভাব্‌লেন, না জানি আজ অদৃষ্টে কি বিড়ম্বনাই আছে! যাই হোক, রঘুনাথ কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে শাস্ত্রকর্ম্মগুলি শেষ কোত্তে লাগ্‌লেন, সেগুলি অল্প নয়, বোক্‌তে বোক্‌তে তাঁর মাথা ঘোরে গেল। রঘুনাথ যখন আচমন করেন,

তাঁর হাত থর থর কোরে কাঁপতে লাগ্‌ল, কেন না, তখনও মোরোবার আকৃতিটি পূর্ব্বের মত সেইখানেই দাঁড়িয়ে, অধিকন্তু চক্ষুদুটি রঘুনাথের উপর স্থির কোরে রেখেছিলেন। যে পর্য্যন্ত যথাশাস্ত্র জয়ার সম্প্রদান না হোয়েছিলো, সে পর্য্যন্ত মোরোবা ঐ স্থানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। একদিকে পুরোহিতেরা মন্ত্র পাঠ কোচ্ছেন, সেই অবসরে যুবক যুবতী পরস্পরের প্রতি সস্নেহ প্রেমানুরাগের দৃষ্টিপাত কোত্তে লাগ্‌লেন। হিন্দুর বিবাহে যাদের সম্বন্ধে ঐ উৎসব, অর্থাৎ যে বর কোনের বিবাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই নিঃস্নেহ উদাসীনতাই দেখা যায়, কিন্তু এ বিবাহে সেরূপ ঔদাস্তানুরাগ দেখা গেল না। এ বিবাহে বর কোনে উভয়েই উভয়ের মনের ভাব বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, আর উভয়ের পরিচয় বেশ অবগত ছিলেন। তার তাৎপর্য্য এই, শিউরাম নাকি রঘুনাথের অভিভাবক ছিলেন, তাই বরের বিষয় কন্যার, আর কন্যার বিষয় বরের এত জানা ছিল, আর সেই হেতু উভয় উভয়ের রীতি-চরিত্র ব্যবহার এত অবগত ছিলেন যে, এতৎ-পরিণয়ে বর কোনের সম্বন্ধে নীরব-ব্রত বা বিরাগ উৎসবের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় নি। শুধু তাও নয়; এ বিবাহে রঘুনাথ পবিত্রমন হোয়ে, ধর্ম্ম সাক্ষী কোরে, অকপটচিত্তে, এক একটি কোরে শাস্ত্রোক্ত সমুদয় বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞার অনুগত হোলেন। শিউ-রাম জয়াকে প্রাণের অধিক স্নেহ কোত্তেন, তাঁর সে স্নেহ অতি অকৃত্রিম এবং ভাগীরথীর নীরসদৃশ অতি নির্ম্মল। কতক সেই পিতৃ-স্নেহের প্রসাদে, কতক মহাত্মা শিউরামের প্রতি রঘুনাথের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের নিমিত্ত এ পরিণয়ে বর কোনের মধ্যে পরস্পরের নীরস নিঃস্বার্থক উদাসভাব দেখা গেল না। জয়া স্নান কোরে পবিত্রা হোলেন, অপর একটি ঘরে হোম, যাগ, অগ্নি-সংস্কারাদি বহুতর শাস্ত্রক্রিয়া সমাপন হলো। তার পর জয়া যখন একখানি উৎকৃষ্ট শুভ্র পট্টবস্ত্র পরিধান কোরে দাঁড়ালেন, তাঁরে দেখে মানবী জ্ঞান হলো না, বোধ হলো, একটি দেবকন্যা যেন স্বর্গ থেকে নেবে দাঁড়া-লেন। হাতের কবজা, অঙ্গুলী, বাহু, কর্ণ আর গলা সোনার এবং ভাল ভাল দামি হীরা মুক্ত চুন্নির সর্ব্ব অলঙ্কারে বিভূষিত। পায়ে বৃহৎ ভারি রূপোর মল। সুগন্ধি কুসুমদামে বিনিয়ে চুলগুলির পাট করা হোয়েছে, দেখে বোধ হলো, কেশর সঙ্গে ফুলগুলি যেন স্তবকে স্তবকে সাজিয়ে রেখেছে। পশ্চাতে খোঁপা, স্বর্ণ-তারে জড়িত, তার মধ্যে মধ্যে হীরের চুমকি বসান। সেগুলি নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় প্রভাপুঞ্জ বিকসিত কোচ্ছিল। এক্ষণে শাস্ত্রমত বিবাহের শেষ অঙ্গটি পূর্ণ হোলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়, সেইটি শেষ হোলেই বিবাহও শেষ হয়। আর কিন্তু তা রহিত হবারও নয়। সেই চরম অঙ্গটি শেষ কর্‌বার নিমিত্ত রঘুনাথ জয়ার হস্ত ধোরে যখন বিবাহের ঘরে লয়ে যান, সেই সময় বালা তাঁর কৃষ্ণোজ্জ্বল চক্ষু দুটি কেবল রঘুনাথের উপরেই স্থির অচঞ্চল কোরে রেখে-ছিলেন। পুরোহিতেরা জয়াকে লয়ে, রঘুনাথকে বেড় দিয়ে, বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ কোত্তে কোত্তে চক্রাকারে ফিত্তে লাগ্‌লেন। ছয় পাক ঘুরে এসে যখন তারা সপ্তম পাক ফির্‌বে, সেই পাক হোলেই সাত পাক হোয়ে বিবাহ সিদ্ধ হবে, সেই সময় জয়ার নবীন কোমলাঙ্গ থর থর কোরে কেঁপে উঠ্‌ল, বালা অমনি তাঁর প্রিয়-তম রঘুনাথের কোলে মূর্চ্ছিতা হোয়ে পোড়্‌-লেন। সভার মধ্যে মহা গোলমাল হোয়ে উঠ্‌ল, সকলেরি ভয়ে হৃৎকম্প হোতে লাগ্‌ল। রঘুনাথও ঠক্‌ ঠক্‌ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। কন্যার পিতা কোনো অজ্ঞাত কারণের আশঙ্কা কোরে চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। রঘুনাথ জয়ার মুখে মূর্চ্ছার হেতু শোন্‌বার জন্যে অনেক চেষ্টা কোল্লেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা নিষ্ফল হলো, জয়ার তখন কথা কবার ক্ষমতা ছিল না, কেবল অঙ্গুলী দিয়ে একটি লোককে দেখিয়ে দিলেন, ঔদাস্য বশতঃ রঘুনাথ এ পর্য্যন্ত তার আকৃতির প্রতি চেয়ে দেখেন্‌ নি। তিনি এক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন যে, খর্ব্বাকার শঙ্কর বামনের কদাকার মূর্ত্তি সম্মুখে দাঁড়িয়ে। শঙ্করকে দেখে স্ত্রীলো-কেরা ভয়ে অপর পথ দিয়ে চোলে যেতো।

স্ত্রীলোকদের ত কথাই নেই, পুরুষেরাও তাঁরে দেখে পাশ কাটিয়ে অন্যদিক দিয়ে প্রস্থান কত্তো। জিজ্ঞাসা কোল্লে কি পুরুষ কি মেয়ে, কেউ বোল্‌তে পাত্তো না যে, কেন তারা সে দৃষ্টতঃ নিরীহ বামনকে অবঘৃণা করে। তা যাই হোক, বিবাহের আসরে শঙ্করের আগমনটি লোকে যে অকল্যাণ জ্ঞান কত্তো, সেটি কিন্তু সত্য কথা। তার সমাগমে হয় বর, নয় কন্যা, যে হয় একজনের আশু মৃত্যু হবেই হবে। তাও যদি না হয়,একটা যে মহা বিপত্তি ঘোট্‌বে, তার আর সন্দেহ নাই,—সকলেরই এই সংস্কার ছিল। জয়ার অবয়বে আতঙ্ক লক্ষিত হবার কারণই সেই। রঘুনাথ সসমাদরে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা কোত্তে লাগ্‌লেন, শিউরাম কত প্রকার কোরে বোঝাতে লাগ্‌লেন, পুরোহিতেরা কতই তিরস্কার ভর্ৎসনা কোত্তে লাগ্‌লেন, কিন্তু জয়ার মন কিছুতেই নিরাতঙ্ক হলো না। বালা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কারও কথাই গ্রাহণ কোল্লেন না। অবশেষে রঘুনাথ আগ্রহ হোয়ে সকাতরে অনেক অনুনয় বিনয় করাতে জয়া কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কোমল কম্পিত-পদ সপ্তম বেষ্টনের উপর রক্ষা কোল্লেন। রঘুনাথ বালার চির-সুখসচ্ছন্দতার নিমিত্ত দেবতাদের কাছে দীর্ঘছন্দে স্তবস্তুতি কোত্তে লাগ্‌লেন, তার একটি কথাও কিন্তু জয়ার কানে প্রবেশ করেনি।

"জয়া! তবে এক্ষণে আমি তোমার পতি হোলেম," এই কথা বোলে রঘুনাথ বামনের দিকে দৃষ্টিপাত কোরে দৃঢ়কণ্ঠস্বরে চেঁচিয়ে বোল্লেন, "কেউ যেন এই পরিণয়-মিলনের ব্যাঘাত জন্মাতে না পারে। যাঁরা আমাদের সুখের প্রার্থনা করেন, তাঁরা এই উদ্বাহ-বন্ধন সপ্রমাণ পূর্ব্বক সবল এবং সদৃঢ় করুন।" তার পর সেইরূপ সতেজস্বরে দর্শকগণের প্রতি চেয়ে বোল্লেন, "আপনারা এক্ষণে আমার পত্নীকে দর্শন কোরে আপনার আপনার গৃহে প্রস্থান করুন।"

শঙ্কর বামন তাঁর আগমনের কল স্বচক্ষে দর্শন কোরে প্রস্থান কোল্লেন, মোরোবা কিন্তু সেইস্থানে দাঁড়িয়ে থেকে রঘুনাথের প্রতি আর একটিবার ভয়ানক ঈর্ষাপূর্ণ কটাক্ষপাত কোল্লেন, ঐ বিকট বক্র-কটাক্ষপাতের সঙ্গে এমনি একটু নিষ্ঠুর, এমনি একটু অবঘৃণার আড়্‌হাসির ছটা বেরোলো যে, তাই দেখে ভয়ে বরের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌তে লগ্‌ল, তাঁর অন্তঃকরণ চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌তে লাগল, কিন্তু কেন যে তাঁর আতঙ্ক হলো, তা তিনি অনুভব কোরে উঠ্‌তে পাল্লেন না। বারাণসীর মধ্যে মোরোবা একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আর অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ। শাস্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা নিয়মের প্রতি তাঁর নিজের যেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল এবং শাস্ত্রমর্য্যাদার কোন প্রকার ত্রুটি হলে তিনি স্বয়ং প্রায়শ্চিত্তাদি কোরে যে সকল কষ্ট স্বীকার কোত্তেন, লোক সকলকেও বলপূর্ব্বক সেই সকল নিয়মে আবদ্ধ কোত্তেন এবং সেইরূপ কষ্টসাধ্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাতেন। এ বিবাহে তাঁর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কন্যা-সম্প্রদানে যে সকল নানাবিধ কূট-কচালে শাস্ত্র-কর্ম্ম আছে, সেগুলি শাস্ত্রমত যথার্থ প্রণালীতে নির্ব্বাহ হলো কি না, তাই তিনি অনুসন্ধান পূর্ব্বক তন্ন তন্ন কোরে দেখ্‌বেন। নিরপরাধিনী জয়া বেদোক্ত সমুদয় শাস্ত্রাচার শাস্ত্রব্যবহারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণরূপে রক্ষা কোল্লেন কি না, সেগুলি তিনি ঈর্ষাকাতর এবং ক্রোধোন্মত্ত-চক্ষে একটি একটি কোরে নিরীক্ষণ কোর্‌বেন। রঘুনাথের সামান্য ত্রুটিগুলিও যে অবহেলা কোর্‌বেন না, সে অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল। ক্রিয়ান্তে সেই সকল ছল-ছুতো ধোরে বিবাহটি যে অসিদ্ধ কোরবেন, সেইটিই তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। বর-কোনে কিন্তু এমনি সুশিক্ষিত হোয়েছিলেন, আর পুরোহিতেরাও এমনি যত্ন-পরিশ্রম কোত্তে লাগ্‌লেন যে, মোরোবা কোন প্রকারেই দোষ ধোত্তে পাল্লেন না, তাঁরা অতি তুচ্ছ তুচ্ছ, অতি সামান্য সামান্য বিষয়গুলিরও যথাশাস্ত্র গৌরব রক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেন। সুতরাং সভা শুদ্ধ সকলেই বোল্লেন, এ বিবাহে কোনো অঙ্গের ত্রুটি হয় নাই, শাস্ত্রে যেমন যেমন বিধি আছে, সব সেইরূপই হয়েছে। তাই কাজে কাজেই মোরোবাকে নৈরাশ হোয়ে ফিরে যেতে হলো। বিবাহ-কার্য্য সমাধা হয়ে গেলে দেশাচারের

রাজগৌরব রাজপরাক্রমানুসারে রঘুনাথ আপনার দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ অশ্বের উপর আরূঢ় হোয়ে প্রফুল্ল চিত্তে গৃহে চোলে গেলেন। তাঁর প্রিয়তমা পিতৃগৃহেই রইলেন। রঘুনাথ প্রতিশ্রুত হোলেন যে, চারদিনের দিন ফিরে এসে জয়াকে সঙ্গে কোরে তাঁর শ্বশুরালয়ে লয়ে যাবেন, ইটি কৌলিক প্রথা, আবহমান এই ব্যবহারই চোলে আসছে। রঘুনাথ যখন বিদায় হয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা কোল্লেন, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আনন্দের কোলাহল হোতে লাগ্‌ল। "জয় হোক, জয় হোক," চতুর্দ্দিকে এই জয়শব্দের তরঙ্গ উথ্‌লে উঠ্‌ল। নাগ্‌রা, ডঙ্কা, জয়ঢাক সশব্দে বেজে উঠ্‌ল, ঝাঁজ ঘণ্টা মন্দিরের ঘন ঘন ঝন্ ঝন্ শব্দে গগনতল পরিপূর্ণ হলো, তুরী ভেরী শানায়ের ভোঁ ভোঁ, পোঁ পোঁ ধ্বনির লহরী খেল্‌তে লাগ্‌ল। রঘুনাথ এই প্রগল্‌ভ আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে গৃহাভিমুখে চোলেছেন।

জয়া আপনার কুটীরে একাকিনী বোসে আছেন। একবার রঘুনাথের চারু কান্তি, একবার শঙ্কর বামনের বিকট কদাকার মূর্ত্তি; তাঁর নয়নোপান্তে পর্য্যায়ক্রমে চিত্রিত হোতে লাগ্‌ল। বালা নিরবচ্ছিন্ন সেই দুটি পরস্পর বিসম্বাদী অবয়ব অনুধ্যান কোত্তে লাগ্‌লেন। জয়া যখন অতি বালিকা, শঙ্কর বামনের নাম কোল্লে তাঁর আতঙ্ক উপস্থিত হতো। বালার জননী মৃত্যুকালীন বারংবার নিষেধ কোরে যান যে, শঙ্কর যে পথ দিয়ে চলে, চারুলোচনা জয়া যেন সে পথে কদাচ যাতায়াত না করে। আরও এই কথা ব্যক্ত করেন যে, তিনি যখন ৭/৮ মাস গর্ভবতী, দৈবাৎ একদিন শঙ্করের গায়ে গা-ঠেকাঠেকি হয়, সেই যে তিনি পীড়িত হোয়ে ঘরে এলেন, আর তাঁকে উঠ্‌তে হলো না, সেই পীড়াতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তৎকালীন বালার মাতা যে সন্তান গর্ব্ভে ধারণ করেছিলেন, সে সন্তানটি যে পৃথিবীর মুখাবলোকন কোত্তে পায় নাই, সে কথা মিথ্যা নয়। অন্তিম দুর্ভাগা মাতা সেই অবধি চিররোগী হোয়ে, বহুকাল শয্যাগত থেকে, তারপর যে তাঁর পঞ্চত্ব হয়, সে কথাও সত্য। যারা অজ্ঞানান্ধ হিন্দু-স্ত্রীগণের ন্যায় তত সন্দিগ্ধচিত্ত নহেন, তাঁরা কিন্তু শঙ্কর বামনকে দেখে ভীত হতেন না। ফলতঃ শঙ্করের অবয়বে এমন কোনো বিভীষিকার লক্ষণ নাই যে, দেখে আতঙ্ক হয়। শঙ্কর মহা শুদ্ধাচারী নিষ্ঠা ব্রাহ্মণ, পূজা আহ্নিকে একান্ত শ্রদ্ধা, ব্রহ্মানুষ্ঠানে অতিশয় রত, অতি কঠোর নিয়মে চলেন, সংসার-আশ্রমের প্রতি একপ্রকার অননুরাগই ছিল এবং নির্জ্জন বাসেই কালযাপন কোত্তেন। যদিও তিনি স্বয়ং অতি কঠোরব্রতী ছিলেন সত্য, কিন্তু কেউ বোল্‌তে পাত্তেন না যে, শঙ্কর কারও প্রতি কোনো প্রকার অত্যাচার কোরেছেন, কি তাঁর নামে কেউ কখন দুর্নাম কোত্তে শুনেছেন, কি এই দুষ্কর্ম্মটি তাঁ হোতে হোয়েছে। এই সকল অনুকূল পরিচয় সত্ত্বেও লোক কিন্তু মনে মনে সন্দেহ কোত্তো যে, শঙ্কর অন্তঃশীলে জাদু, ভেলকী, মায়া আদি তন্ত্র মন্ত্রের অনুষ্ঠান কোরে থাকেন, অথচ কারও ক্ষমতা ছিল না যে, সদর হোয়ে দশজনের সাক্ষাতে তাঁর অপবাদ করে। প্রকাশ্যতঃ সকলেই তাঁর সমাদর গৌরব কত্তো, অসাক্ষাতে কিন্তু কেউ মুখেও তাঁর নাম উচ্চারণ কত্তো না। শঙ্কর উর্দ্ধে তিন হাতের অধিক উচ্চ ছিলেন না, শরীরে কিন্তু বিস্তর সামর্থ্য ছিল। স্কন্ধের পরিসর আর তাঁর শিরাময় বলিষ্ঠ বাহু দেখিলেই বেশ অনুভব হতো যে, শঙ্কর বলবান্ ব্যক্তি। মস্তকটি অতিশয় বৃহৎ, চক্ষুদুটি ঘোর কাল, গোল, আর দুর্দ্দান্ত ভয়ানক, মাল্‌সার মতন চাকলা গাল, চৌকোণা থুৎনি, ঐ থুৎনির উপর কটাবর্ণের ছোট ছোট খাড়াল দাড়ি, ওষ্ঠদুটি বেয়াড়া মোটা, মুখের হা রাঘব বোয়ালের মত অসম্ভব বড়, ঐ মুখ আর ঠোঁট দাড়ি ছাড়িয়ে বেরিয়ে পোড়েছে। মুখাবয়বের তাবদঙ্গুলি একত্র কোল্লে তাঁর দিকে চেয়ে দেখ্‌তে এককালীন প্রবৃত্তি হতো না।

এই অদ্ভুত বিভীষিকা ব্যক্তি পারতপক্ষে গায় জামা দিতেন না, যদি কখন নমাসে ছমাসে দৈবাৎ এক আধবার ব্যবহার কোত্তেন; তাতেও আবার সুমুখ্‌টা খুলে রেখে দিতেন, সেটি তাঁর অখণ্ডিত নিয়ম। সুমুখে খুলে দিয়ে গা দেখা যায় না, সর্ব্বাঙ্গ লোমে ঢাকা, মস্ত পুরু চেটাল বুকের ছাতি বার কোরে রাখ্‌তেন। হাতে

সোনার বালা, বালা হুগাছা যেমন ভারি, তেমনি মোটা, কোমরে সোনার গোট্। তাবৎ লোকেই ভক্তি-শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শঙ্করের সমাদর কত্তো। আকৃতিটি না কি অসঙ্গত কদাকার ছিল, তাঁর সেই অষ্টবক্র কুব্জ-মূর্ত্তি দেখে ব্রাহ্ম-ণেরা একেবারে রাষ্ট্র কোরে দিছিলেন যে, শঙ্কর দেবতাদের চিহ্নিত ব্যক্তি, অন্য কোন লোকই তাঁর তুল্য দেবানুগৃহীত নহে।

ঐ অষ্টবক্র বিকটাকার পুরুষ একটি মন্দি-রের বিনাশাবশিষ্ট নির্জ্জন কুটীরে বাস কোত্তেন। এক সময়ে মাহারাষ্ট্র রাজ্যের মধ্যে ঐ মন্দিরটি অতি পবিত্র স্থান বোলে প্রসিদ্ধ ছিল এবং সেখানে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। এক দিবস দেবীর তৃপ্তির নিমিত্ত নরবলির ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর আড়ম্বর হোচ্ছিল, এমন সময় মন্দিরের চূড়ার উপর ঘোর কড় কড় রবে ভীষণ বজ্রপাত হয়, মন্দিরটি মহা শব্দ কোরে চূর্ণ হোয়ে গেল। পুরোহিত, জল্লাদ, কর্ম্মকার, আর বধের পাত্রটি দেবালয়ের ভগ্নাবশেষের ভিতরে চাপা পোড়্-লেন। সেই অবধি মন্দিরটি পুনরায় নূতন কোরে কেউ নির্ম্মাণ করে নাই. সুতরাং আজও পর্য্যন্ত সেই ভগ্ন অবস্থায়েই পোড়ে আছে এবং তৎকাল অবধি বারাণসীর লোকেরা সেস্থানে সাহস কোরে গমনাগমন কত্তো না। তাতেই শঙ্কর ঐ মন্দিরটি মনোনীত কোরে আপনার বাসস্থান কোরেছিলেন। একে তো শঙ্করের নামে লোকের ত্রাস হতো, তাতে আবার সেই দেবালয়ে বাস করাতে লোকের মনে আরও ভয় হলো। শঙ্কর সেই সংসর্গ-বিরহিত গুপ্ত নিবাসেই অষ্ট-প্রহর কালযাপন কোত্তেন, কদাচিৎ কখন নির্গত হোয়ে বাইরে আসতেন। কিন্তু একটি উপলক্ষে তাঁকে লোকালয়ে আসতেই হতো, —কোনো পতিপ্রাণা নারী যদি সহমৃতা হোতেন, সেই ভয়ঙ্কর নৃশংস উৎসবের সময় শঙ্কর উপস্থিত হোতেনি হোতেন, সিটি তাঁর অখণ্ডিত নিয়ম ছিল, কদাচ অবহেলা কোত্তেন না। সে সময় শঙ্কর সতেজ আহ্লাদে প্রফুল্লিত হোয়ে তাঁর চোক মুখ দিয়ে সজীব তেজস্ফূর্ত্তি-নির্গত হতো। বিশেষতঃ ভাগীরথী-তীরেই না কি তাঁর বাস ছিল, আর সেই স্থানেই না কি সাধ্বী রমণীরা চিতা আরোহণ কোত্তেন; তাই শঙ্করের উপরেই সকল ভার ছিল, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে অধ্যক্ষতা কোত্তেন। চিতা সাজান প্রভৃতি সহমরণের তাবৎ আয়োজন তিনি আপন চক্ষে দেখে তত্ত্বাবধান কোত্তেন।

সতীর সহমরণের সময় শঙ্করের মনে নির-তিশয় আনন্দের আবির্ভাব হতে, তখন তাঁকে স্পষ্ট আমোদ-প্রফুল্লিত দেখা যেতো, আর কেবল সেই সময়েই তাঁর মুখ দিয়ে হাসি বেরোতো, নচেৎ অন্য সময়ে কেউ কখন তাঁকে হাসতে দেখেনি। কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মের কি অদ্ভুত পরাক্রম! সেই নিদারুণ মর্ম্মভেদী, হৃদয়-কম্পকারী উৎসব দর্শন কোরে কৌতুক জ্ঞানে লোকের মনে আনন্দ উচ্ছলিত হয়!!! মহা-পাতকীদের প্রাণদণ্ডের সময়েও শঙ্কর সেই বধ্যভূমিতে কখন কখন উপস্থিত থাকৃতেন। তাঁর আকার প্রকার দেখে বোধ হতো, অপ-রাধীদের আর্ত্তনাদ শুনে মনে মনে সন্তুষ্ট হোতেন। আর শিরশ্ছেদনের পর ধড়টা যখন মাটীতে পোড়ে ছট্ ফট্ কোত্তো, সেই সময় তার বিকট চক্ষু দুটি ঘূর্ণিত কোরে তাকিয়ে তাকিয়ে চেয়ে দেখতেন, তৎকালীন কিন্তু তাঁর মুখে হাসি নাই, কেবল দেখে শুনে আপনার পাতালপুর নিবাসে ফিরে যেতেন। শঙ্করের একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, কিন্তু কিসে যে তাঁর সে ক্ষমতা হলো, সে কথা কেউই বোল্‌তে পারে না। প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা, যারা সন্তানের মাতা হোয়েছেন, তাঁরা ত শঙ্-করকে দেখে ভয়ে পালাতেন, যুবতীরা, কি অল্প-বয়স্ক বালিকারা শঙ্করের নাম কোল্লে পাড়া ছেড়ে প্রস্থান কত্তো। আর বিবাহের উপলক্ষে, সম্প্রদানের সময় দৈবগতিকে যদি কোনের সঙ্গে চোকোচোকি হয়—তবেই সর্ব্বনাশ উপ স্থিত! পাত্রীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো, তবে সে গুণে পোড়ে মনে মনে ঠিক দিতো যে, একটা না একটা বিপদ্ ঘোটবেই ঘোটবে, কি সে মনে কত্তো যে, মনুষ্যের যত প্রকার অকল্যাণ হয়ে থাকে, সে সমুদায় অকল্যাণ তাকে ভোগ কোত্তে হবে। এই তো

শঙ্করের বাজার-সম্ভ্রম। এদিকে মনে করুন, কোনো নারীর পতিবিয়োগ হয়েছে, তার আত্মীয়-স্বজনেরা তারে সাধ্যসাধনা কোচ্চে, ব্রাহ্মণেরা নানা প্রকার ভয় দেখাচ্চে, সে বিধবা কিন্তু কারুরি কথা শুনছে না, সেদিকে কর্ণপাতও কোচ্চে না, সে সতী হবে না, সহমরণ যেতে তার প্রবৃত্তি নাই, সে পতির জলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ কোরবে না, সে বিষয়ে সে খাঁটি হোয়ে বোসে আছে। শিব এসে বোল্লেও তাঁর কথা শুনবে না, কেউই তারে বোঝাতে পাচ্চে না, কারুরি কথা সে গ্রহণ কোচ্চে না। এমন সময় শঙ্কর সেখানে উপস্থিত হোয়ে বোলে পাঠালেন, সতীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কোরবেন। শঙ্করের গলার আওয়াজ শুনেই হোক, কি তিনি কাণে কাণে কোন গুরুমন্ত্রই শুনিয়ে দিন, সেই জন্যে হোক, শঙ্করের সমাগম হোলেই আর সে হতভাগ্য নারীর সংশয় আপত্তি কিছুই থাকত না। সে আর তখন অবাধা হোয়ে সহমরণ যেতে অস্বীকার কত্তো না, ইটি শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যক্ষ ফল, কদাচ তা অন্যথা হবার নয়। তাই ইদানীং শঙ্করকে যেচে সাক্ষাৎ কত্তে হতো না, সে প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে এককালীন উঠে গেছিল। ইদানীং আবশ্যক হলে, ব্রাহ্মণেরা তাঁর বাড়ীতে পোড়ে সাধাসাধি কত্তো, অকরুণ নিষ্ঠুর আত্মীয়েরাও কত প্রকার বিনয় কোরে শঙ্করের স্তবস্তুতি কোত্তো। তদ্ভিন্ন যে সকল ব্যক্তি আত্মস্বার্থের নিমিত্ত সেই হতভাগিনী বিধবা কামিনীর মৃত্যু কামনা কোত্তেন, তাঁরাও তাঁর হাতে পায়ে ধোরে উপাসনা কোরে বোলতেন, একটিবার মাত্র পায়ের ধূল দিয়ে সেই অব্যবস্থিতমনা গঞ্জনাপীড়িতা স্ত্রীলোকটিকে সুপ্রবৃত্তি দিয়ে আসুন, আর তার সতীধর্ম্ম যাতে রক্ষা পায়, তার উপদেশ করুন। শঙ্কর যে তার কানে কি মোহিনীমন্ত্র পোড়তেন, কি গুরুমন্ত্র শোনাতেন, তিনি যে তার সঙ্গে কি তর্ক কোত্তেন, কি কথা বোলে তার প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত কোত্তেন, আর কি কোরেই বা তিনি কার্য্য-সিদ্ধি কোত্তেন, সে গূঢ় তত্ত্ব তিনিই জানতেন, তাঁর সেই অদ্ভুত ক্ষমতার অন্তর-মর্ম্ম অন্য কেউই বুঝে উঠতে পাত্তো না। কি বোলে তিনি ভুলাতেন, সে স্ত্রীলোকটিও সে কথা মুখের বার কোত্তো না, বরং পাছে হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে আরও সাবধান হোয়ে মর্ম্মকথাটি সে গোপন রাখতো। জয়ার সঙ্গে রঘুনাথের পরিণয় সম্বন্ধ নিষ্পন্ন হোয়ে গেলে, তার চতুর্থ দিবসের সায়ংকালে আনন্দপ্রফুল্লিত রঘুনাথ তাঁর সহধর্ম্মিণী প্রমদাকে নিজালয়ে আনবার জন্যে বাড়ী থেকে যাত্রা কোরে বেরিয়েছেন, সঙ্গে একখানি অপূর্ব্ব মনোহর সমুজ্জ্বল পাল্কী, পাল্কীখানি পশ্চাতে পশ্চাতে চোলেছে। পথে এক স্থানে সদর রাস্তার ধারে মোরোবা আর সেই বামন ব্রাহ্মণ মুখোমুখি হোয়ে ফিস্ ফিস্ কোরে কি পরামর্শ কোচ্ছিল, রঘুনাথ দূর থেকে উঁকি মেরে তাদের দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যে তাদের দেখেছেন, তারা তা জানতে পারে নি। পিতাপুত্রে উভয়েই যে বিবাহ-সভায় উপস্থিত ছিলেন, সে কথা ইতিপূর্ব্বে রঘুনাথ বিস্মৃত হোয়ে গেছিলেন, এক্ষণে কিন্তু সেই কুৎসিত কদাকার মূর্ত্তিটির সঙ্গে কুৎসিত কদাকার অন্তঃকরণের একত্র আবির্ভাব স্বচক্ষে দর্শন কোরে রঘুনাথের অন্তর আতঙ্কে কেঁপে উঠল, তাদের দেখে পূর্ব্বের কথা তাঁর স্মরণ হতে লাগল, এক্ষণে মোরোবার তৎকালীনের নীরস নিষ্ঠুর হাসি তাঁর মনে জাগ্রত হোয়ে উঠল, আর যখন তাঁরে বেষ্টন কোরে তাঁর আত্মীয় স্বজন সজীব উল্লাসে উন্মত্ত হোয়ে জয়ধ্বনির উপর জয়ধ্বনি করে বায়ুগ্রাম বিদীর্ণ কোচ্ছিল, সেই সময় তাঁর প্রিয়তমা জয়া যে শঙ্কর বামনের কিম্ভূত বিকট মূর্ত্তি দর্শন কোরে ভয়ে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হন, সে নিষ্ঠুর ছবিও অভিনব হোয়ে তার মনোপটে চিত্রিত হোতে লাগল। রঘুনাথ আনন্দে নিরানন্দ, কত প্রকার অমঙ্গল চিন্তা কোত্তে কোত্তে অতি বিমর্ষ হোয়ে শিউরামের মন্দিরে দর্শন দিলেন। রঘুনাথের ইচ্ছা ছিল যে, মুখখানি হাস্যরসে প্রফুল্লিত কোরে চিত্তোদ্বেগ গোপন করেন, সিটি কিন্তু অনেক চেষ্টা কোরেও পেরে উঠলেন না। রঘুনাথকে দেখে জয়া মনোহর ভঙ্গী কোরে আস্তে আস্তে নিকটে এলেন,

তাঁর বদনকান্তি কোমলোজ্জ্বল রাগে দীপ্তি কোত্তে লাগ্‌ল, তাঁর নয়নোপান্তে প্রফুল্ল জ্যোতি নৃত্য কোত্তে লাগ্‌ল। রঘুনাথ কোনও কথাবার্ত্তা না কোরে প্রণয়িনীকে নিঃশব্দে গৃহের বাহির কোরে, বিস্তার স্বর্গপথের ধ্রুব নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে গভীর-স্বরে বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ কোত্তে লাগ্‌লেন, রঘু-নাথ বড় বড় কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হে পৃথ্বী! হে ত্রিদশালয়! হে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড! আপনারা অচলা হোয়ে চিরদিন একস্থানেই অবস্থান কোচ্ছেন, এই মধুর রমণী যেন তাঁর স্বামীর পরিবারের মধ্যে আপনাদের ন্যায় চির-বিদ্যমানা থাকেন তার পর শুভাশীষ-বাক্যে প্রণয়িনীর মঙ্গল কামনা কোরে গৃহের বাহির হলেন। শিষ্টাচার ও সমাদরপূর্ব্বক পুরবাসিনী-দেরকে নমস্কার কোরে, তাদের শিরে জল প্রদান কোল্লেন, তাই কোরেই শাস্ত্রীয় ক্রিয়া শেষ করা হলো।

স্তাবক, আশীর্ব্বাদক এবং বন্ধু-বান্ধবেরা জয়াকে ঘেরে ছিলেন, বালা অনুপম শোভাময় পাল্কীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, এক্ষণে তিনি রঘুনাথের আলয়ে চোল্লেন। সেখানে আরও অনেক শাস্ত্রক্রিয়া নির্ব্বাহ কোত্তে বাকী আছে। হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করা হলো, রঘুনাথ স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল—ত্রিলোকের পূজা কোল্লেন,—নৈবেদ্যাদি নিবেদন কোল্লেন,—জয়ার কোনো বিঘ্ন না হয়, সুখে সচ্ছন্দে থাকেন, এই উদ্দেশে স্তবস্তুতি কোত্তে লাগ্‌লেন। কিন্তু কি পরিতাপ! যোড়শোপচারে পূজাই করুন, আর আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত স্তবস্তুতিই করুন, দৈবারাধনার কোনো ফল হলো না। নব-বিবাহিত দম্পতী যুগলকে শত্রুদিগের কুটিল মন্ত্রণাচক্র থেকে রক্ষা কোত্তে পাল্লেন না। মোরোবা সুহৃদ্‌ভঙ্গের, বিশ্বাসভঙ্গের, বিসম্বাদের এবং রাগদ্বেষ হিংসার একটি মূর্ত্তিমান্ দানো! যে দিবস শিউরাম তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য কোরে জয়ার সঙ্গে শঙ্করের পরিণয় হবার কথা খণ্ডিয়ে দেন, সেই দিন থেকে জয়ার উপরেই মোরোবার লক্ষ্য, সেই দিন থেকেই নিরীহ বালা তাঁর ভীষণ কোপের পাত্রী হোলেন। একমাস অতীত হলো, প্রতি-দিনই নব-বিবাহিত যুবকযুবতীর প্রফুল্লানন্দের সাক্ষ্য প্রদান কোচ্ছিল, তাঁদের মিলনসুখের ব্যাঘাত জন্মায়, সেরূপ কোনো বিঘ্নই উপস্থিত ছিল না। ভুল ভ্রান্তেও শঙ্করের নাম একবার মুখে আন্‌তেন না।

মোরোবা বারাণসীতে নাই, কয়েক দিবস হলো, তিনি স্থানান্তরে চোলে গেছেন,—সক-লের মুখেই এই কথা শুনতে পাওয়া গেল। রঘুনাথ শুনে মনে মনে মহা আনন্দিত হোলেন। কিন্তু মোরোবা কেন বারাণসীতে নাই? কোথায় গেলেন? কোনো গেলেন? রঘুনাথ স্বপ্নেও তা জানতেন না। একমাস কাল গত হোতে না হোতে চিরদ্বেষী মোরোবা পুনর্ব্বার কাশীধামে দর্শন দিলেন। তাঁর আস্‌বার কিছু দিন পরেই রঘুনাথের কাছে খবর এলো যে, দেওয়ালে তাঁর যে জমিজমা আছে, তা ক্রোক কোরিয়ে বলবন্ত নামে এক ব্যক্তি সরকারে জানিয়েছে যে, সে সকল জায়গাজমি তারই,—তাতে রঘুনাথের কোনও স্বত্ব নাই। সে দাবি করাতে.ইজারাদারের বিচারে সে সকল সম্পত্তি তারই হোয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে একবার সেই দেওয়াল গ্রামে যাওয়া রঘুনাথের নিতান্ত আবশ্যক হলো। রঘুনাথ অতি বিমর্ষ হোয়ে সে কথা প্রণয়িনীকে ভেঙ্গে বোল্লেন। ঐ খবর শুনে বালার পূর্ব্বকার ভয়, আতঙ্ক, সংশয় পুনরায় দর্শন দিলে,—পূর্ব্বাপেক্ষা এবার দ্বিগুণ প্রভাব হোয়ে দর্শন দিলে। জয়া চীৎকার শব্দে কাঁদতে কাঁদতে মনের ভাব ব্যক্ত কোরে বোল্লেন যে, আমাদের এই যা দেখা সাক্ষাৎ হলো, এই দেখাই শেষ দেখা, এ জন্মে আর আমাদের দেখা হবে না!

রঘুনাথ বোল্লেন, "ও কি! এমন অলক্ষণের কথা কেন বলো? দেখা হবে না কেন? দেও-য়াল ত অধিক দূরের পথ নয়।"

জয়া বোল্লেন, "দূর নয় সত্য, আর আমিও তা জানি; কিন্তু তা হোলে কি হয়, তোমার শত্রু যারা, তারা অতি দুর্দ্দান্ত, আর অতিশয় কুচক্রী। নচেৎ তোমার জায়দাদের উপর এ মিথ্যা দাবি কেন উপস্থিত হবে।"

রঘুনাথ বোল্লেন, "তুমি সে জন্ম কোনও ভয়

করো না, যে ব্যক্তি এই দাবি কোরেছে, তাকে আমি জানি, আমার সঙ্গে তার আলাপ আছে, সে কিচেল লোক, আর ভারি মামলাবাজ। পরগণার নায়েবকে স্বরূপ বৃত্তান্তগুলি অবগত করালে সব মিটে যাবে। মিটে গেলেই আমি সেই দণ্ডে সেখান থেকে রওনা হয়ে পুনরায় এই স্নেহ-প্রফুল্লিত বাহুলতার পাশে ফিরে আস্‌বো।"

জয়া কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লেন, "তবে যাও। যাও, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ফিরে না আস্‌বে, আমি অত্যন্ত অসুখে থাক্‌বো, এই কথাটি স্মরণ থাকে যেন।"

রঘুনাথ মনে মনে বহ্বাশা কোচ্ছিলেন যে, বিবাদ মিটিয়ে শীঘ্র ফিরে আসবেন। জয়া কিন্তু কেবল অমঙ্গলই দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর মনের অন্ধকার, তাঁর অন্তঃকরণের দুর্ভাবনা কিছুতেই পরিষ্কার হোচ্ছিল না। এইরূপ অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষ পৃথক্ পৃথক্ হোয়ে পোড়লেন। যে ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে বিবাহ কোত্তে গেছিলেন, রঘুনাথ সেই ঘোড়ার উপর আরূঢ় হোলেন। রেকাবের উপর পা রাখ্‌তেই দুজন অনুচর, তারা রঘুনাথের চিরবিশ্বাসী, পৃথিবী চুম্বন কোরে সম্মুখে এসে দাঁড়াল। প্রণয়িনী জয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখ্‌ছিলেন। অনুচর সঙ্গে রঘুনাথ ঘোড়া ছুটিয়ে চোলেছেন, প্রমদার দর্শনোৎসুক চক্ষু সঙ্গে সঙ্গে চোলেছে। রঘুনাথ একটি বাড়ীর মোড় ছাড়িয়ে বেরিয়ে পোড়্‌লেন, জয়ার আর দৃষ্টি চোল্লো না, সেই কোণটি প্রতিকূল হোয়ে প্রিয়তমার সরাগ স্নেহদৃষ্টি অবরুদ্ধ কোল্লে। রঘুনাথ দৃষ্টির বাহির হোয়ে কতকদূর চোলে গেলেন, জয়া একটি সুদীর্ঘ বিষাদ-নিশ্বাস ফেলে বোল্লেন,—"প্রাণবল্লভকে চক্ষুভরে দেখে নিলেম, জন্মের শোধ দেখে নিলেম, এই শেষ দেখা দেখে নিলেম —আমার মন বোল্‌ছে, এ জন্মে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না, জন্মান্তরে যদি হয়, সে কথা কে বোল্‌তে পারে? এ জন্মে কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।" জয়াকে সান্ত্বনা করবার জন্যে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা নানাপ্রকারে যত্ন কোত্তে লাগ্‌লেন, তাঁরা এই বোলে বুঝাতে লাগ্‌লেন, "মন্দ হবে গোলে ভাব্‌তে নেই, তাতে স্বামীর অকল্যাণ হয়, তুই ভাবিস্‌নে, ভাবলে অকল্যাণ ডেকে আনা হয়, তোর দেখি সকলতাতেই বাড়াবাড়ি, কারও স্বামী কি বিদেশে যায় না?—তোর মত কে এত ভেবে থাকে, কবে কি হবে,—বালাই, তাই বা হবে কেন,—তাই বোলে এখন কাঁদাকাটা করা কি ভাল দেখায়, যদিই কপালে মন্দ ঘটনা থাকে, তা ভেবে কি কোর্‌বে বলো? তোমার ভাই সব অনাছিষ্টি, মনে মনে ভয়ই ছিল, তবে যেতে দিলে কেন? মানা কোল্লেই ত পাত্তে। এখন উঠো, খাও দাও, হেসে খেলে বেড়াও, আমোদ আহ্লাদ করো, আর গুরুদেবকে ডাক, তিনিই তোমার মঙ্গল কোর্‌বেন, তোমার স্বামী শীগ্‌গির ফিরে আসবেন।" জয়া বোল্লেন, "ওগো না, আমার অন্তঃকরণ ডেকে বোল্‌ছে, তিনি আর ফির্‌বেন না, তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।" জয়াকে খাওয়াবার নিমিত্ত মেয়েরা অনেক সাধাসাধি কোত্তে লাগ্‌লেন, বালা কারুরি কথা শুনলেন না, সে দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ কোরে আঁচোল পেতে অমনই শুধু মাটিতে পোড়ে রইলেন।

রঘুনাথ বিদায় হোয়ে গেলে এক সপ্তাহ পরে জয়া একদিন ছাতের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, সন্ধ্যার শীতল বায়ু স্পর্শ কোরে স্নিগ্ধ হোচ্ছিলেন, আর যে রাস্তাটি দেওয়ান গ্রামে চোলে গেছে, সেই রাস্তাটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। সাদা ঘোড়ার উপর সোয়ার একটি লোক আসছিল, জয়া তাকে দূর থেকে দেখতে পেলেন, ঘোড়াটি মাঠের উপর দিয়ে দৌড়ে আস্‌ছিল। ইনি কি তাঁর রঘুনাথ? রঘুনাথ কি এত শীঘ্র ফিরেন? না,—তা হোতে পারে না। লোকটি ক্রমিক এগিয়ে আস্‌ছে, সুমুখে অনেকগুলি বাড়ী, ঐ বাড়ীর আড়ালে সোয়ারটি ঢাকা পোড়্‌লেন, এখন আর তাঁরে দেখা যায় না। সে ব্যক্তি আবার বাড়ীগুলি ছাড়িয়ে এসে পোড়েছে, জয়া আবার তারে দেখ্‌তে পেলেন। লোকটি হন হন কোরে চোলেছে, বাড়ী-মুখই আসছে। পতিপ্রাণা জয়ার দুই চক্ষু দিয়ে আনন্দ-ধারা গোড়িয়ে পোড়তে

লাগ্‌ল। তবে বুঝি রঘুনাথই এলেন,—এই ভেবে স্নেহময়ী বালা প্রাণপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে দৌড়িলেন। নীচে এসে দেখেন, সে পুরুষটি তাঁর স্বামী নয়!! যে দুজন অনুচর সঙ্গে যায়, সে ব্যক্তি তারই একজন। উঠানের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছে, তার এক হাতে একখানি পত্র, আর এক যোড়া খড়ম। ঐ পত্র, খড়ম, আর আগন্তুক ব্যক্তির চেহারা, এরা একত্র হোয়ে মর্ম্মঘাতী স্বরূপ অবস্থা ব্যক্ত কোরে দিলে। জয়া নিস্তব্ধ, আড়ষ্ট, সংজ্ঞাশূন্য, মুখে কথা নেই,—বাক্‌রোধ,—শোকসংবাদবাহকের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, চক্ষে পলক নেই, যেন প্রস্তরমূর্ত্তি দাঁড়িয়ে। এই সময় জয়ার আতঙ্ক-আক্রান্ত সচকিত বিহ্বল মূর্ত্তি দর্শন কোরে মহারাষ্ট্রা কাসীদেরও মন নরম না হোয়ে যেতো না, বালার সেই হৃৎকম্পকারী আতঙ্ক-আহত মূর্ত্তিটি চক্ষে নিরীক্ষণ কোল্লে নিষ্ঠুর কঠোর দর্শন কাসীদের মনে অবশ্যই করুণায় উদয় হতো। বালা এ পর্য্যন্ত সেইরূপ বাক্‌রোধ হোয়েই আছেন। রঘুনাথের মৃত্যুর খবর শুনে অন্তঃপুরের মধ্যে ক্রন্দনের তরঙ্গ উঠেছে, মেয়েরা আর্ত্তনাদ কোরে মহা কোলাহল আরম্ভ কোরেছে। জয়া তাদের বিলাপস্বর শুনতে পেয়েছেন,তাই শুনে বালা শেষে বোলে উঠ্‌লেন, "ঐ শোনো, রঘুনাথ রঘুনাথ বোলে চীৎকার কোচ্ছে, তিনি কোথায়?" সোয়ার বোল্লে, "তিনি নাই! তাঁর পরোলোক হয়েছে!" জয়া"হা হা"কোরে উন্মাদিনীর ন্যায় উচ্চরবে হেসে পরিচারিকার কোলে মূর্চ্ছিতা হোয়ে পোড়্‌লেন, সেই অজ্ঞানাবস্থায় ধরাধরি কোরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। কতক্ষণ পরে চৈতন্য হোয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগ্‌লেন। বিলাপিনীদের হাহাকারধ্বনি বাড়ী ভেদ কোচ্ছিল। জয়া তাদের শোকস্বর একতানমনে শুন্‌তে লাগ্‌লেন। বালার শোক-বিলাপের সেরূপ বাহ্যাড়ম্বর ছিল না, তাঁর সে শোক, নির্ম্মল সরল আস্নেহ হৃদয়ের অতলস্পর্শে গাঢ় নিহিত হোয়েছে। বালা কথা কইতে জান,আর কেবল ফুলে ফুলে,গুম্‌রে গুম্‌রে কান্না এসে—কেউ দুটো সান্ত্বনার কথা বোলে-বালার শোক-প্রবাহের বেগ নিবৃত্তি কর্‌বার চেষ্টাও কোল্লে না। শিউরাম ভিন্ন একটি প্রাণীও তাঁর নিকটে গেল না! বালা কেবল সম্প্রতি শিউরামের বাড়ী ছেড়ে এসেছেন, সবে তরুণ বয়স, যৌবনাঙ্কুর কেবল মাত্র প্রস্ফুটিত হোয়েছে, সেই নিরীহ সরল কন্যার মূর্ত্তি আজ স্বচক্ষে দর্শন কোরে, যে তাঁরে কতো স্নেহ, কত শ্রদ্ধা কত্তো, তার আজ এই দুর্দ্দশা চক্ষে নিরীক্ষণ কোরে, শিউরামের সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হোতে লাগ্‌ল, জ্ঞান-বুদ্ধিরও ভ্রান্তি জন্মিল। সেই কুসুমকান্তি তরুণার ভগ্নাকৃতি, আর যারে পেয়ে প্রফুল্লিত হোয়ে, সংসার-আশ্রমের বহুপ্রকার সুখাশা কোরেছিলেন, সেই সকল সুখ-আশার আশ্রয়-মূর্ত্তি আজ শূন্য-মনে, শূন্য-হৃদয়ে, আর শূন্য দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছে! শিউরাম যে তাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে, আজ সে জ্ঞান কার নাই!! খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত লোকের মনে সন্দেহ হতে লাগ্‌ল যে, জয়া বাতুল হোয়েছে, বালা কিন্তু আত্মীয় স্বজনকে চিনতে লাগ্‌লেন, তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও কইতে লাগ্‌লেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তাঁর স্বামীর কিরূপে মৃত্যো হয়েছে? শিউরাম তাঁকে বুঝিয়ে বোল্লেন যে, দেওয়ালে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে রঘুনাথের সাংঘাতিক জ্বর হয়, চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টা কোরেছিলেন, কিন্তু কোনমতেই বাঁচাতে পাল্লেন না। ঈশ্বরের মনে যা থাকে, তাই ঘটে, মনুষ্যের হাত কি? পূর্ব্বে কত পাপ কোরেছ, তারি ভোগাভোগ ভুগ্‌তে হোয়েছে, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই, ভেবে আর কি কোর্‌বে? দেওয়ালের ইজারাদার মৃত্যু সপ্রথাণ কোরে কাসীদের নামে এক পত্র লিখেছেন, আর তাড়াতাড়ি কোরে রঘুনাথের খড়ম পাঠিয়ে দিয়েছেন। জয়ার মনে এখন বিশ্বাস হলো যে, রঘুনাথ যথার্থই নাই। মোরোবাকে স্মরণ হোয়ে, ঐ ব্যক্তিই রঘুনাথের অকাল-মৃত্যুর মূলীভূত, ঐ ব্যক্তিই কুচক্র কোরে রঘুনাথকে দেওয়ালে পাঠিয়ে দেয়, এক্ষণে বেয়ারাম সেয়ারামের কাল রঘুনাথ যদি বাড়ী ছেড়ে না যেতেন, তবে কখনই মারা পোড়্‌তেন না।

মোরোবার অতিশয় খল স্বভাব, তার শরীরে দয়ামায়া নাই,—জয়া এই প্রকার, এ ছাড়া আরও কত প্রকার চিন্তা কোচ্ছেন, এমন সময় ঘরের দরজাটা ধরাস কোরে খুলে গেল, জয়া মুখ তুলে চেয়ে দেখেন, পাষণ্ড মোরোবা তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে। মোরোবা মৌখিক বিস্তর দুঃখ জানিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, সুখময় আনন্দ-ধামে পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে বালা কখন প্রস্তুত হবেন? মোরোবার পশ্চাতে পশ্চা-তেই পুরোহিতের দল এসে উপস্থিত। এক মাস মাত্র পূর্ব্বে ঐ সকল ব্রাহ্মণেরাই রঘুনাথের সঙ্গে জয়ার পাণিবদ্ধ কোরিয়ে দেয়, এক্ষণে তারাই আবার জয়াকে আত্মঘাতিনী হোতে পেড়াপিড়ি কোত্তে লাগ্‌ল।

পতিহীনা জয়া প্রথমত আত্মীয়বর্গের কথার কৌশল বুঝতে পারেন নি। শেষে যখন বুঝ-লেন, তারা তাঁকে অগ্নিতে পুড়ে মোত্তে পরা-মর্শ দিচ্ছে, বালা তখন আপনার হৃদয় দেখিয়ে দিয়ে বোল্লেন,—এই,—'এইখানে আমার অগ্নিশিখা জলছে, আপনারা আমাকে জীবিত থাকৃতে দিন, তা হলে চিরকালই সেই আগুনে দগ্ধ হোতে পার্‌বো। যে অগ্নি এখন আমাকে দগ্ধ কোচ্চে, তার দুর্দ্দান্ত তেজ, সে তেজ যদি কখন লাঘব হয়, তখন নয় আমায় যা বোল্‌বেন, তা কর্‌বো, কিন্তু এক্ষণে আমি সহ-মরণ যেতে পার্‌বো না, একেবারে ভস্মাবশেষ হওয়া অপেক্ষা আজন্মকাল দগ্ধ হবো মনে কোরেছি, যত দিন বাঁচবো, হৃদয়ের কালাগ্নি আমায় দগ্ধে দগ্ধে পোড়াবে।" বাস্তবিক জয়া অতি অবাধ্য হোয়ে একবেগে হোয়ে বোস্‌-লেন, ব্রাহ্মণদের কোন কথাতেই কর্ণপাত কোল্লেন না। জয়ার প্রতিজ্ঞা যে, কদাচ অনুমৃতা হবেন না। ব্রাহ্মণেরা দেখলেন, তাঁদের কথা রক্ষা হলো না, যুবতী তাঁদের বাসনানুরূপ স্বামীর সমাদর কোত্তে সম্মতা নহেন, তাই বালা ইচ্ছা কোরে তাঁদের ক্রোধা-নল ডেকে নিয়ে এলেন। "তুই যাবি, বোলে তোর পতি আশা কোরে রয়েছে, সে তোর মুখ চেয়ে পথ তাকিয়ে আছে। তুই বড় বোকা। পাপীয়সি! তুই যদি আপনার জেদই বজায় রাখিস, তুই যদি আমাদের কথা অমান্য করিস, তুই যদি হতশ্রদ্ধা কোরে পতির সঙ্গে সহবাস কোত্তে আনন্দধামে না যাস, তবে জন্মান্তরে তোর অদৃষ্টে যে কি দুর্দ্দশাই আছে, তা তখন টের পাবি, লোকান্তরে তোকে যে কি শাস্তি কি দণ্ডই ভোগ কোত্তে হবে, তা তুই সেই সময়ই জান্‌তে পার্‌বি।" এই ভয় প্রদর্শনের পর ব্রাহ্মণেরা জয়ার পরকালের মূর্ত্তিটি কালভয়ে অঙ্কিত কোরে মুখে চিত্রিত কোল্লেন। জয়া শুনে মনে কোল্লেন, হয় ত ব্রাহ্মণেরা যা বোল্লেন, সত্যই হবে। বালার চিত্ত আন্দোলিত হলো, অকরুণ পরকালের ভয়ে অন্তঃকরণ শিউরে উঠ্‌ল। আবার কিন্তু কি ভেবে তাঁর মনে সন্দেহ হোতে লাগ্‌ল। বালা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তমনে সাতপাঁচ চিন্তা কোচ্ছেন, এমন সময় রঘুনাথের ভগ্নী এসে উপ স্থিত। তিনি আত্ম-বিড়ম্বনার অনুকূলে বিচার-বিতর্কের একটি দীর্ঘ সূত্র গেঁথে এনেছিলেন। ভগ্নী বোল্লেন, "লোকটা একেবারে চলালি, আর যে মুখ দেখাবার পথ রাখ্‌লি নে, উঁচু মাথা যে হেঁট হলো। তোমার পিতামহী সতী ছিলেন, তোমার খুড়ীও সতী ছিলেন, তোমা-কেও তাঁদের প্রদর্শিত প্রথামত চোল্‌তে হবে। এই শিশি এনেছি, ধরো, এর মধ্যে যে বস্তু আছে, খেলে কষ্টানুভব থাকে না, শরীর অসাড় হয়। ভেবে দেখো, কত বড় নাম-খ্যাতি থেকে যাবে, আবহমান লোকে তোমার যশ কোর্‌বে, তুমি তাদের চিরস্মরণীয় হবে। আর একান্ত কথার অবাধ্য হোলে পরিণামে অদৃষ্টে যে ভোগাভোগ আছে, সেটাও একবার স্মরণ কোরে দেখো। ব্রাহ্মণেরা পাষাণের ন্যায় অচল এবং অহৃদয়, তাদের প্রাদুর্ভাব তোমার জানাই আছে। কথা না শোনো, নাই শুনবে, তারা কিন্তু তোমায় অল্পে ছাড়বে না। দিব্বি কোরে, শাখা-পল্লব দিয়ে একটি পরিপাটীর কু-কথা রোচে তোমার দুর্নাম কোরে বেড়াবে, কুলে একটা দাগ চোড়িয়ে দেবে, যা এ বংশে কখন হয় নি। এখনই তারা আঁচাআঁচি কোরে বোল্‌ছে, জয়ার অবশ্যই কেউ ভালবাসার আছে, নচেৎ এত ঝুলোঝুলি কোচ্চি, তথাচ সে জেদ ছাড়ছে

না কেন?" জয়া শুনে শিউরে উঠ্‌লেন, "তবে আমি সহমরণ যাবো," অভিমানে তাঁর ঘৃণার এই কথা তাঁর মুখ দিয়ে অৰ্দ্ধোক্তির অধিক বেরিয়ে পোড়েছিল। বালা কিন্তু পুনর্ব্বার গভীর নিমগ্না হোয়ে চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন। কি ভয়ঙ্কর কথা! যার যৌবনকান্তির তরুণাঙ্কুর সবে মাত্র দেখা দিয়েছে, যার দেহশোভার চারুমহিমায় মোহিত হোয়ে কত লোক যাবৎ মনোবৃষ্টি কোরেছে, যাঁর শুভ-বিবাহ কেবল সম্প্রতি মাত্র নিষ্পন্ন হোয়েছে, সে বিবাহে আবার কতই ধুম, তুরী, ভেরী, জয়ঢাক প্রভৃতি নানা প্রকার প্রফুল্লকর বাদ্যের প্রমোদ-কোলাহলে বারাণসীধাম পরিপূর্ণ হোয়েছে, আজ কি না তারে প্রজ্বলিত হুতাশনের মুখে দগ্ধ হোতে বলে! যে জীবনের সঞ্চার হোয়েছে কি না সন্দেহ,আজ কি না সেই নবোদিত জীবন ধ্বংস কোত্তে চায়! ঐ সকল কথা স্মরণ হোয়ে জয়ার প্রকৃতি বিপক্ষ হোয়ে দাঁড়াল। বালা মনে মনে অনুগমনে পরাঙ্মুখ হলেন। ননদের বাক্যগুলি শ্রবণ কোরে নিস্তব্ধ রইলেন, তার কোন কথারই উত্তর দিলেন না। স্ত্রীলোকটি উঠে চোলে গেলো, জয়া আবার পূর্ব্বের মত একাকিনী রোইলেন। এই অবসরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হোয়ে দেবতাদের উদ্দেশে স্তবস্তুতি কোত্তে লাগ্‌লেন। তাঁর যেন মনের পরাক্রম বৃদ্ধি হয়, তিনি যেন কুলাচার্য্য আর ব্রাহ্মণদের কুটিল নিগ্রহ অম্লান চিত্তে সহ্য কোরে পারেন, বালা গুরুদেবের কাছে এই বর প্রার্থনা কোল্লেন। ঘরের দরজাটি আধা আধি খোলা ছিল। নীচের একটি কামরায় অনেকগুলি লোক একত্রে গোলমাল কোচ্ছিল, জয়া তাদের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে মোরোবা রেগে রেগে বড় বড় কোরে কথা কোচ্ছিলেন, তাই যুবতী তাঁর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেন। তারপর একমনে কাণ পেতে থেকে তাঁর পিতার সকরুণ নিবৃত্তি-প্ররোচক স্বর শুনতে পেলেন। শিউরাম যেন সকাতর লালায়িত-স্বরে কাকেও বুঝিয়ে বোল্‌ছিলেন। জয়া শুনলেন, তাঁর পিতা সময় ভিক্ষা কোচ্ছেন, "তারে বিবেচনা কোত্তে সময় দাও," এই কথা বোলছেন। ব্রাহ্মণেরা কিন্তু শিউরামের ব্যাকুলাত্মিক করুণাপূর্ণ প্রার্থনায় অনাদর কোরে "জয়াকে অবশ্যই এই দণ্ডে সহমরণ যেতে হবে," এই ঘোর ব্যবস্থা স্থির কোচ্ছেন, বালাকে বলপূর্ব্বক সহগামিনী করবার নিমিত্ত শিউরাম পাছে পিতৃপ্রভাব প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হন,তাই কুলাচার্য্যেরা তাঁকেও পর্য্যন্ত অভিসম্পাতের উপর অভিসম্পাত কোচ্ছিলেন। জয়া ব্রাহ্মণদিগের মুখ-উগারিত সেই সকল নিদারুণ ক্রোধ-বাক্য শুনে, দরজাটি সংলগ্ন কোরে, বিষন্নমনে পালঙ্কের উপর অবসন্ন হোয়ে পোড়্‌লেন। পিতার লাঞ্ছনা দেখে আত্মরক্ষার প্রতি তাঁর ঔদাস্য জন্মিল। পিতাকে আঁর ব্রহ্মকোপে পোড়্‌তে দেবো না, তাঁর দুর্গতি চক্ষে দেখে সহ্য কোত্তে পারি না, তার চেয়ে বরং আমি অনুগামিনী হবো, পতির সঙ্গে চিতা আরোহণ কোর্‌বো, তাই আমার পক্ষে ভাল,—এইটি স্থির কোরে, সেই কথা বোল্‌তে যেমন দৌড়ে বাহিরে যাবেন, এমন সময় ঘরের দরজাটি খুলে গিয়ে শঙ্কর বামনের বিকট মূর্ত্তি তাঁর সুমুখে উপস্থিত!! তাই দেখে জয়া চীৎকার-শব্দ কোরে মূর্চ্ছিতা হোয়ে পোড়্‌লেন। শঙ্কর সুগম্ভীর স্থূলভগ্নস্বরে বোল্লেন, "জয়া! আমায় দেখে তোমায় সয়ে থাক্‌তে হবে, ভয়ে কাতর হোতে পারবে না, আমি যে কথা তোমায় বোল্‌বো, মনোযোগ কোরে শুনতে হবে। যদি ভয়ঙ্কর বোধ হয়, হোক্, তথাচ তোমায় তা শুনতেই হবে।" এই গৌরচন্দ্রিকার পর ঘরের দরজাটি বন্ধ কোরে জয়ার কানে কানে ফিস্ ফিস্ কোরে শঙ্কর কি বোল্লেন,জয়ার মাথায় যেন ধুলো পোড়ে দিলে। বালা অমনি ঘাড়হেঁট কোরে স্বীকার কোল্লেন। সে গুরুমন্ত্রের এত পরাক্রম যে, কর্ণে প্রবেশ কোত্তে না কোত্তেই যুবতীর মন ফিরে গেল। একণে সহগামিনী হোতে জয়ার আর ওজর-আপত্তি নাই। বামনের সঙ্গে খানিকক্ষণ বোসে কি কথাবার্ত্তা হলো, তার পর শঙ্কর বোল্লেন, "তবে এক্ষণে আমি চোল্লেম।"

ব্রাহ্মণেরা নীচের একটি ঘরে বোসে আছে, বামন এসে শুভ-সংবাদ দিলেন। তারা শুনে একটি চীৎকার শব্দ কোরে সকলেই যুগপৎ

আনন্দ-কোলাহল কোরে উঠ্‌লো। তাদেই প্রকাশ পেলে যে, মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়ায় তারা তাবতেই সন্তুষ্ট হোয়েছে। কর্ত্তৃপক্ষেরা, গৃহিণীরা এবং রঘুনাথের অন্য অন্য স্বসম্পর্কীয় স্ত্রীলোকেরা ঐ কথা শুনে তাড়াতাড়ি উপরে চোলে গিয়ে জয়ার সম্মুখে অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হতে লাগ্‌ল এবং মস্তকাবনত কোরে তাঁর পরিহিত বস্ত্রাঞ্চল বার-ম্বার চুম্বন কোত্তে লাগ্‌ল। জয়া আর মানবী নাই, এক্ষণে দেবনারী হয়েছেন। অন্য পরের ত কথাই নাই, গর্ব্বিত ব্রাহ্মণদেরও তাঁর সম্মুখে মস্তক অবনত কোত্তে হোয়েছিল। দেবীজ্ঞানে পুরোহিতেরা স্তবস্তুতি কোরে জয়ার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কোল্লেন। তৎকালীন রঘুনাথের বাড়ীতে যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, জয়ার দেবীত্বপদ হোয়েছে বোলে সকলেই সেইরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাতে লাগ্‌লেন। ফলে এক্ষণে তাবতেই একবাক্য হোয়ে জয়াকে দেবীপদবীতে বরণ কোল্লেন। ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল কৌশল দ্বারা প্রবৃত্তিদান দিয়ে, অবলাদের অবোধ মন প্রতারিত করে, বঞ্চকেরা ধর্ম্মপ্রবক্তা হয়ে, মনের অনুরূপ পরলোক চিত্রিত কোরে চক্ষের উপর ধোরে দেয়. সেই সাহসে প্রজ্বলিত হোয়ে অনাথা স্বামিহীনা রমণীরা মনের ভীরুতাকে পরাজয় করে। প্রতারকেরা বৈকুণ্ঠবাসের প্রলোভ দেখিয়ে পতিপ্রাণা অভাগিনীদের অন্তঃকরণে সজীব উৎসাহের স্ফূর্ত্তি কোরে দেয়, কুসংস্কারাপন্ন নির্ব্বোধ হতভাগিনীরা সেই সতেজ উৎসাহে উন্মত্তা হোয়ে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করে। তবে কোনো কামিনীকে বোল্‌তে কইতে বা জোরজবরদস্তি কোত্তে হয় না সত্য, তারা আপনারাই ইচ্ছা কোরে পুড়ে মরে, নিবারণ কোল্লেও শুনে না, এ কথা শুন্‌তে বড় অদ্ভুত বটে, কিন্তু তার তাৎপর্য্য আছে। একে তো তারা অবোধ অবলা জাতি, তায় বদ্ধ মূর্খ, মনের পরাক্রম আদৌ নাই, তার উপর ভণ্ড ব্রাহ্মণদের মহা উৎসাহ দেওয়া আছে, পাষণ্ড মায়াবীদের মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হোয়ে অভতুর অবলারা আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে। প্রতারকেরা এমনি কুহক মন্ত্র পড়ায়, শুনে বোধ হয়, পরকালের সুখসম্পদ্‌গুলি এনে যেন হাতে তুলে দিলে, যেন মুখে বোল্লে দিচ্ছে, "এই নেও, ধরো, এ সকল সম্পদ্‌ তোমার নিমিত্তই ধরা রয়েছে।" একে অবোধ, তায় এই বিষম ভেল্‌কী, অবলারা একেবারে বিমোহিত হোয়ে পড়ে। লোকের উপাস্য দেবতা হবে, স্বামীর সঙ্গে একত্রে অনন্ত নিবাসে অক্ষয় আনন্দ ভোগ কোর্‌বে, পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্ত্তি থাক্‌বে, পুণ্যের শ্লোক হয়ে মর্ত্তলোকের চিরপ্রাতঃস্মরণীয় হবে, লোকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজা কোর্‌বে, বর প্রার্থনা কোর্‌বে এবং দেবতাদেরও শ্রদ্ধাস্পদ হবে। প্রথমেই ত এইগুলি মস্ত অভিমানের সম্পদ্‌, তার উপর ব্রাহ্মণেরা পুনঃপুনঃ ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে আশ্বাস কোত্তে থাকে যে, নিত্যধামে স্বামীর সঙ্গে অনন্তসুখের অধিকারিণী হবেনই হবেন। এই সকল প্রবৃত্তিদান পেয়ে অবলারা আহ্লাদে গলে পড়ে, তাদের দুর্ব্বল অন্তঃকরণ আনন্দে নৃত্য কোরে উঠে। অনেকে আবার লোকলজ্জা, লোকগঞ্জনার ভয়েও অনুমৃতা হয়। অনেকে আবার গৃহযন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যেও আত্মঘাতিনী হয়। তা যাই হোক, ব্রাহ্মণেরা এইরূপ নানাপ্রকার ছলনা বিস্তার কোরে আপনাদের আধিপত্য রক্ষা করে এবং তাদের রুধিরপ্লাবিত ধর্ম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ উদ্দীপ্ত কোরিয়ে দেয়। তাতেও তাঁদের প্রয়োজন-তৃষ্ণার শান্তি হয় না। স্বার্থকুশল বঞ্চকেরা শুদ্ধ শাস্ত্রগৌরব রক্ষা কোরেই যে নিবৃত্ত হয়, তা হয় না। তারা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য গাইতেও ত্রুটি করে না, অথচ আবার আপনাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখতেও বিস্মৃত হয় না। সহমরণের সময় সতীর স্বজনের নিকট ব্রাহ্মণেরা বিস্তর অর্থ আত্মসাৎ করে। মায়াবীদের উদরাগ্নির শান্তি হোলে যে সকল আত্মীয়বর্গ সতীকে পরিবেষ্টন কোরে থাকে, তাদের ক্রন্দনের সময় এসে পড়ে, তারা তখন সেই অনাথা দুঃখিনীর বস্ত্র-অলঙ্কার লুঠ্‌তে সুরু কোরে দেয়। সেগুলি গায়ে থেকে খুলে আপনারা ছিন্তে কোরে লয়। একজন ইংরাজ গ্রন্থকার বোলেছিলেন, "এই নিষ্ঠুর ব্যবহার কি চিরকালই

প্রচলিত থাকবে? কোনো ভীমপরাক্রান্ত রাজা দুর্দ্দান্ত হস্ত প্রসারিত কোরে ভ্রমান্ধ কূপে পতিত সেই দুঃখিনী স্ত্রীলোকটিকে প্রজ্বলদগ্নির ভয়ানক শিখামুখ থেকে কি উদ্ধার কোর্‌বেন না? এমন সময় কি কখন হবে না?"*

জয়া অনুমৃতা হবেন, এই কথা প্রচার হোতেই রঘুনাথের বাড়ীতে লোকের আমদানী হোতে লাগল। যোগী, সন্ন্যাসী, গোসাঞী, আর ব্রহ্মচারীতে বাড়ীটি গিস্ গিস্ কোত্তে লাগ্‌ল। ধর্ম্মাভিমানী পবিত্র সাধুরা শীর্ণ, শুষ্ক, রুগ্ন হস্ত প্রসারিত কোরে দিলেন, তাঁদের ভিক্ষা-ঝুলীর মুখ চিরকালই উন্মুক্ত, অবরুদ্ধ হয়ে থাক্‌তে কখনই দেখা যায়না। ঐ চিরমুক্ত ঝুলীর মধ্যে মুটো মুটো চাল, ছোলা, যব প্রভৃতি নানা প্রকার শুষ্ক শস্য পোড়্‌তে লাগ্‌ল। তার পর একদল স্ত্রীলোক এসে উপস্থিত হলো, তাদের হাহাকারের দাপটে গগন কম্পিত হোতে লাগ্‌ল। অর্দ্ধ-উলঙ্গ হোয়ে বুকের উপর গুম্ গুম্ কোরে নিষ্ঠুর কিল আর ঘুসি মাত্তে লাগ্‌ল, রুক্ষোজ্জ্বল প্রলম্ববান কুন্তলগুলি ছিঁড়ে যেন ঝুড় ঝুড় কোরে ফেলে, এইরূপ ভাণ আরম্ভ কোরে দিলে, থেকে থেকে এক একবার "রঘুনাথ! রঘুনাথ!" বোলে চীৎকার কোরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ঐ প্রকার বিলাপ কর্‌বার নিমিত্তেই তাদের ক্রয় কোরে আনা হয়। বামনের বড় উদ্‌যোগী স্বভাব, তাই সৎকার উপলক্ষে যে সকল লোক সদা সর্ব্বদাই কর্ম্ম-কাজ কোরে থাকে, বাস্তবতাব শবর পূর্ব্বাহ্নেই তাদের উপর চিতা প্রস্তুত কর্‌বার অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। মোরোবার মনে ভয় হোচ্ছিল, কি জানি, জয়ার অন্তঃকরণ ফিরে গেলেও যেতে পারে, তাই ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা কোরে লেগে গেলেন, যাতে প্রেতভূমির ব্যাপারটি শীঘ্র শীঘ্র শেষ হয়, তারি তদ্‌বির কোত্তে লাগ্‌লেন। জয়া ছাতের উপর থেকে সেই সকল ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর উদ্‌যোগগুলি দর্শন কোত্তে লাগ্‌লেন। তাঁর এখনকার অবস্থা যথার্থই ভয়াবহ, মনে হোলে হৃৎকম্প হোয়ে শরীর স্তম্ভিত হয়।

মমতামুগ্ধ পিতা শিউরাম যখন একমাত্র কন্যারত্নের সঙ্কল্পের কথা শ্রবণ কোল্লেন, শোকের তাড়নায় আপনার হস্ত আপনি মোচ্‌ড়াতে লাগলেন। যদি মোরোবা আর তার পারিষদেরা বলাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁকে ধোরে না রাখ্‌তো, তবে শিউরাম তখনি ছুটে গিয়ে তাঁর কন্যাকে নিবৃত্ত কোত্তেন। ব্রাহ্মণেরা দল বেঁধে আড় হোয়ে পোড়ল, জয়ার কাছে তাঁকে যেতেই দিলে না। অধিকন্তু অগ্নিমূর্ত্তি হোয়ে বজ্রনাদে কেবল শাপান্ত কোত্তে লাগল, আর মধ্যে মধ্যে চোক-মুখ আরক্ত কোরে শিউরামকে শাসাতেও লাগল। ব্রাহ্মণের অপরাধ এই যে, সাক্ষাৎ কালের স্বরূপ, ঘোর ভয়ানক অগ্নি তে থেকে তাঁর একমাত্র স্নেহাধার দুহিতাকে নিবৃত্ত হোতে অনুরোধ কোর্‌বেন! ব্রাহ্মণদের মুখে ঐ সকল অভিসম্পাত আর ভয় দর্শনের ভৈরব নিনাদ আক্রান্ত হোয়ে ভীরুস্বভাব নিরীহ শিউরামের পায়ে যেন কেউ শৃঙ্খল পোরিয়ে দিলে, কেউ যেন পায়ে বেড়ি দিয়ে সেই স্থানে তাঁকে বেঁধে রেখে দিলে, তাঁর আর উঠে যাবার ক্ষমতা হলো না শিউরামের দুই চক্ষু বেয়ে ধারাসম্পাতের ন্যায় অশ্রু প্রবাহিত হোতে লাগ্‌ল, তাতেই যা কিছু চিত্তসন্তাপের লাঘব হলো, নচেৎ তাঁর শোকসন্তপ্ত দগ্ধ হৃদয়ের উপশান্তি হবার আর কোন পথ ছিল না। শিউরাম তাঁর সর্ব্ব-ধন একমাত্র মধুরহাসিনী অমৃতভাষিণী কন্যারত্নের বিয়োগ চিন্তা কোরে মনঃপীড়ার যাতনায় ছট্‌ ফট্‌ কোচ্ছিলেন, তাঁর সে দুঃসহ দুর্গতি স্বচক্ষে দর্শন কোরে মোরোবার অন্তঃকরণ কোমল হলো না, বরং বৃদ্ধ গরিব ব্রাহ্মণের চক্ষু দিয়ে যতই অশ্রুপাত হতে লাগ্‌ল, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো বোলে মোরোবা ততই আহ্লাদে ফুল্‌তে লাগ্‌লেন এবং তাঁর প্রতিফল দানের পিপাসা ততই লাঘব হোয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

মৃত্যুর বিষাদপূর্ণ বিলাপভেরী বেজে উঠ্‌ল,

---

* হাঁ, সে শুভ সময় বহুকাল হইল আগত হইয়াছে। ইতিহাসবেত্তাদের এক্ষণে কেবল এই কথা লিখিতে হইবে যে, হিন্দুস্থানে সহমরণের প্রথা এককালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে সে কথা না কেহ কর্ণে শুনিতে পায়, না সে ঘটনা কেহ চক্ষে দেখিতে পায়।

জয়ার দরজার উপর গোসায়ের দল শঙ্খধ্বনি কোরে শোকনাদ কোত্তে লাগ্‌ল। কিছু দিন-মাত্র পূর্ব্বে যে অট্টালিকা কুসুমদামে সুসজ্জিত হোয়ে জয়া তার মধ্যে কোনে-বেশে প্রবেশ কোরেছেন, পুরোহিতেরা এক্ষণে সেই সকল অট্টালিকার মধ্য উঠান দিয়ে বালাকে লোয়ে চোল্লেন, সেই সময় বিলাপকারীদের বাঙ্খাড়-স্বরের শোকনাদ জয়া স্বকর্ণে শুনতে লাগ্‌লেন। বিবাহের রাত্রে দুগ্ধবৎ শুভ্র যে মস্‌লিন বস্ত্র-খানি বালা পরিধান কোরেছিলেন, আর পরিণয়-দিবসে যে সকল অলঙ্কার তাঁর সুচারু মনোহর লাবণ্যের গৌরবকান্তি বৃদ্ধি কোরে-ছিল, জয়া আজ সেই বস্ত্র, আর সেই সকল অলঙ্কার পরিধান কোরে চোলেছেন। ব্রাহ্ম-ণেরা ফুল মালা লয়ে তাঁর গলায় ফেলে ফেলে দিতে লাগ্‌ল। সুন্দরী গম, ছোলা, ধান, যব প্রভৃতি শুষ্ক শস্যপূর্ণ একটি সাজী বামকক্ষে রেখে দিলেন। ঐ সাজী থেকে ক্ষুধার্থী ভিক্ষুক-দিগকে মুটো মুটো দান কোত্তে লাগলেন। দক্ষিণ হস্তে মৃত স্বামীর খরম, ঐ খরম বারম্বার বুকের উপর রেখে চেপে চেপে ধোচ্ছিলেন। জয়ার পার্শ্বে রঘুনাথের পুরস্ত্রীগণ, তারা তাঁর পিতৃবশাদের সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরাধরি কোরে চোলেছে। এরাই কিন্তু যথার্থ কাতরস্বরে বিলাপ কোচ্ছিল, আবার এরাই কিন্তু দুঃখিনী জয়ার অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করবার নিমিত্ত ভিড় ঠেলে অগ্রসরও হোচ্ছিল, জয়া তখন নিরলঙ্কার হোয়ে গহনাগুলি দান কোত্তে কোত্তে যাচ্ছিলেন। বালা দেখেই চিন্তে পাল্লেন যে, তাঁর বিবাহের দিবসে যে সকল বাদক বাদ্যকর এসেছিল, আজও তারাই এসেছে, সেই রূপ, সেই অবয়ব, সেই পরি-চ্ছদ, তাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নেই। সে সকল লোক ঠিক্‌ ভাড়াটে, তারা বিবাহের খোস্‌ আমোদের প্রফুল্ল বাদ্যই বাজাক্‌, আর মৃত্যুর শোকাবহ স্বরভঙ্গ গভীর নিনাদই করুক, তাদের মনের বিকার কিছুতেই নাই, না তাতেই তাদের আমোদ জন্মে, না এতেই তাদের দুঃখ হয়! তাদের কাছে পরের শোকা-হলাদ দুইই সমান, অর্থই তাদের পূজ্য, আর অর্থই তাদের উদ্দেশ্য। একান্ত অনুগমনাসক্ত সতীর অগ্রে অগ্রে কতকগুলি অর্দ্ধ-উলঙ্গ সন্ন্যাসী ধুলোর উপর পোড়ে, বুকে হেঁটে দেহের পরিমাণ দিয়ে চিতা পর্য্যন্ত পথ মাপ্‌তে মাপ্‌তে চল্লো। খঞ্জেরা "মাই! ভিক্ষা দে" বোলে ডাক্‌তে লাগ্‌ল। অন্ধেরাও হস্ত বিস্তার কোরে "ভিক্ষা দে, ভিক্ষা দে" বোলে চেঁচাতে লাগ্‌ল। জয়া অমনি মুটো মুটো শুক্‌নো শস্য দান কোত্তে কোত্তে চোল্লেন।

জয়া এক একখানি কোরে গায়ের গহনা-গুলি খুল্‌তে লাগ্‌লেন, ডাইনে বাঁয়ের স্ত্রীলো-কেরা লালসোন্মত্ত হোয়ে অমনি হাতে থেকে কেড়ে কেড়ে নিতে লাগ্‌ল, ভ্রমবশতঃ এক ব্যক্তিকে দুবার দুখানা গহনা দেওয়া হোয়ে-ছিল, তার প্রতিপক্ষ, যে বাঁয়ে ছিল, তাই দেখে ক্রোধে শোকতাপ ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে চীৎকার কোরে মহা গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দিলে, সেই গোলযোগে লোকের চলাই প্রায় রহিত হলো। যেমন না বাঘিনী রাগে, ঐ স্ত্রীলোকটি সেইরূপ ক্রোধ উন্মত্ত হোয়ে তার প্রতি-অভি-লাষীর উপর ঝাঁপিয়ে পোড়ে তার নাক, মুখ, আঁচ্‌ড়িয়ে কামড়িয়ে কালশিরে পাড়িয়ে দিলে, নিষ্ঠুর নখাঘাতে তার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হলো। এক দিকে একদল ক্রোধে কালাগ্নিবৎ হোয়েছে, অপর দিকে একদল চীৎকার কোরে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে, জয়া ঘৃণায় বিরক্ত হোয়ে মত্ত কেশিনীদের সোরিয়ে তফাত কোরে দিয়ে গোল থামাবার চেষ্টা কোচ্ছেন, কিন্তু পেরে উট্‌ছেন না। পথের মধ্যে গণ্ডগোল হওয়ায় সঙ্গে যে সকল পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা ছিলেন, তাঁরা সেই অভি-নয় স্থলে এসে উপস্থিত হোলেন। মোরোবার চেষ্টা যে, ন্যায়মত বিচার হয়, তিনি মীমাংসা কোল্লেন, সতী যারে যা হাতে কোরে দেবেন, সে সম্পত্তি তারই হবে, তাতে আর কেউ দাবি কোত্তে পার্‌বে না। যে না পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছে, মোরোবার ঐ মীমাংসা তাকে সন্তুষ্ট কোত্তে পাল্লে না। সে বোল্লে, এমন অন্যায় কাজ হোতে দেবো কেন; সকলকেই সমান সমান ভাগ কোরে দিতে হবে। তার

প্রতিপক্ষ অতিরিক্ত যে অলঙ্কারখানি পেয়েছিল, আর তার নিজের ভাগ্যে যা পোড়েছিল, ঐ দুইখানি গহনা বার কোরে মিলিয়ে দেখে বোল্লে, "এই দেখো, ও যে গহনা পেয়েছে, তারই বা কি মূল্য, আর আমি যা পেয়েছি, তারই বা কি মূল্য, এখন বিচার কোরে সমান সমান ভাগ কোরে দাও।" ব্রাহ্মণদের ইচ্ছা যে, আপোসে [illegible] হোয়ে মিটমাট হোয়ে যায়, কিন্তু সেটি হোয়ে উঠল না, তাদের সে কথা কেউই শুনলে না। বিলাপীদের মুখে যা আসছিল, তাই বোলে তারা গালাগালি দিতে লাগল, তাদের মুখ দিয়ে যেন গালাগালির স্রোত বোয়ে চোল্লো। এক্ষণে তারা রঘুনাথ আর জয়ার সম্পত্তি ভাগ কোত্তে বসেছে, সেই গুরুতর কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত থাকায় তারা তাঁদের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হোয়ে গেছে। লোকজনেরা পথের মধ্যে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল, ভেরী, তুরী, জয়ঢাক—প্রভৃতি সকল বাদ্যই নীরব, কোন ধুমধামই নেই, পথের মধ্যে যেন নীরব নিস্তব্ধের তরঙ্গ অবস্থিতি কোত্তে লাগল। কেবল মাগিদের গলাবাজি ভিন্ন আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। গোসাঞীরা কিন্তু বুকে হেঁটে হেঁটে ধুলোর উপর হামাগুড়ি দিয়ে চোলে যাচ্ছিলেন, তাঁরা ঠিকানায় পৌঁছে পথের উপর উবুড় হোয়ে পোড়ে আছেন, সাঙ্কেতিক ইঙ্গিত হলে তবে তাঁরা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবেন। জয়া কাতর হোয়ে যোড়হাত কোরে কত স্তবস্তুতি কোত্তে লাগলেন, যদি বিবাদিনীরা তাঁরে পথ ছেড়ে দেয়, তা হোলে তিনি চোলে যান, কিন্তু তাঁর সে অনুনয়-বিনয় কেউ কানেও ঠাঁই দিলে না। মাগীরা হাতমুখ নেড়ে, চোপাবাজি কোরে পথ-ঘাট মাথায় কোরে নিলে, কোঁদল ভূতের জয়জয়কার হলো। অন্ত আকারের আর একটি ভূত এসে ঐ কোঁদল ভূতকে পরজয় করে, তবে সকলে নিরস্ত হয়। বামন ব্রাহ্মণ শঙ্কর এতক্ষণ পর্য্যন্ত অধীর হোয়ে প্রতীক্ষা কোচ্ছিলেন যে, কতক্ষণে সতী দলবল সঙ্গে কোরে সমাগতা হবেন। এক্ষণে বিলম্ব দেখে তিনি স্বয়ং চোলে এসে সাগত হোয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কেন এত দেরি হোচ্চে? এত বিলম্ব হবা'র কারণ কি?" কালাগ্নির ন্যায় শঙ্করের সেই ক্রোধমূর্ত্তি দেখে যারা যারা ঝকড়া কোচ্ছিলো, অমনি চুপ কোরে, কারও মুখে আর বাক্য নেই, তাদের রসনায় যেন কেউ মুনপড়া ছোড়িয়ে দিলে। শঙ্করের উগ্র আকৃতি দর্শন কোরে জয়াও কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন সেই বিকটাকার ব্রাহ্মণ যখন শুনলেন যে, এই এই কারণে বিলম্ব হয়েছে, তখন তিনি মস্তকটা একবার নাড়া দিয়ে, হাতে একগাছা মাথাচেরা লাঠি ছিল, সকলে তারে শঙ্করের কোঁত্‌কা বোলতো, ঐ কোঁতকা গাছটা মাথার উপর উঁচু কোরে, দুই চক্ষু লাল কোরে কটমট্‌ কোরে ঘুরুতে লাগ্‌লেন, তাই দেখে সকলের পেটের পিলে চমকে গেল! শঙ্কর সেই বিকটভঙ্গীতে চোক ঘুরুতে ঘুরুতে গভীর নিনাদে বো'ল্লেন, "মা সকল! তোমাদের বড় দুর্ভাগ্য, কি চাও তোমরা? হয় বলো, কি দরকার তোমাদের, নচেৎ ঈশ্বর—"শঙ্করকে আর অধিক কথা কইতে হলো না, ঐ কটি কথা বোল্‌তেই স্ত্রীলোকগুলি তার পায়ের উপর এসে পোড়ে কেঁদে বোল্‌তে লাগ্‌ল, "শঙ্কর! দোহাই তোমার, দোহাই তোমার, সমান সমান ভাগ হোক্।"

বামন ঐ কথা শুনে একখানি লাল সাল মাটিতে পেতে একটি অঙ্গুলী সেই দিকে হেলিয়ে রাখ্‌লেন,—এ সঙ্কেতের অর্থ সকলেই বুঝ্‌তে পাল্লে। তাই দেখে যে যত গহনা লয়েছিল, সকলে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ কোরে সেই সালের উপর ফেলে দিতে লাগ্‌ল। তার পর শঙ্কর জয়াকে ইসারা কোরে তাঁর বাকী গহনাগুলি দিতে বোল্লেন। শোক-সন্তাপে বিহ্বলা সেই কোমল-হৃদয়া বালা গহনাগুলি তদ্দণ্ডেই মুক্ত কোরে দিলেন। সালখানি রত্নালঙ্কারে পরিপূর্ণ হলো, সেগুলি জয়ারি বিবাহের যৌতুক। অলঙ্কারের হাঙ্গামা শেষ হোলে সেই কিম্ভূতমূর্ত্তি বামন রত্নাকার অম্লানবদনে সালখানার চারটে কোণ একত্র কোরে আচ্ছা কোরে কোসে বেঁধে, একটা গেরো দিয়ে আপনার গোদা কাঁধের উপর ঝুলিয়ে দিলেন। রত্নালঙ্কারগুলি ঐরূপে হস্তগত কোরে গভীর

প্রভুর-ভৃত্যস্বরে লোকসমারোহকে অগ্রসর হতে অনুমতি কোল্লেন। শঙ্করের আদেশ পেয়ে সকলে অগ্রসর হোতে লাগল। বিবাদিনী স্ত্রীলোকেরা কতক লজ্জায়, কতক মনোদুঃখে মুখ চোক ঢেকে, অভিমানে মন ভারি কোরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল্লো, তাদের সে কোঁদল যে হঠাৎ শেষ হবে, বিবাদিনীরা তা স্বপ্নেও মনে করেন নি। কি শঙ্কর যে এরূপ ছলনা কোরে তাদের নৈরাশ কোরবেন, তাও তাদের মনে কখন উদয় হয় নি. বিবাদিনীরা অতি মনমরা হয়ে চোলেছে, মনে মনে অতিশয় ব্যস্ত হতে লাগ্‌ল যে, গহনাগুলি কতক্ষণে ফিরে পাবে। জয়ার অনুগমনের প্রতি তাদের যে যত্ন আর আগ্রহ ছিল, এক্ষণে সে যত্ন, সে আগ্রহ উদাস হোয়ে পোড়্‌ল। বিবাদিনীদের মন নৈরাশে ভগ্নই হোক, আর উৎসাহে প্রফুল্লিতই হোক, তাদের কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চোল্‌তে হোয়েছিল, বোধ হয়, তারা তখন এই মনে কোরেছিল, জয়া অন্তর্দ্ধান হোলে ঐ সকল রত্নালঙ্কার শঙ্কর তাদের মধ্যে বিভাগ কোরে দেবেন। এই প্রবোধবুদ্ধি উদয় হোয়ে পুরস্ত্রীদের মন অনেক সুস্থির হলো। তারা এক্ষণে শোক-সন্তাপের ভান কোরে মুখে হাহাকার কত্তে লাগ্‌ল, ফলে যথার্থ কথা বোল্‌তে গেলে, এই শোক-সমারোহের ব্যাপারে তাদেরই কিন্তু যথার্থ দুঃখিত হতে হয়েছিল।

যেস্থানে স্ত্রীলোকেরা চিতারোহণ করে, সে স্থানের নাম 'কালাক্ষেত।' শঙ্কর দেখ্‌লেন যে, অলঙ্কারগুলিও হস্তগত হল, আবার লোকজনও পূর্ব্বের মত চোলতে আরম্ভ কোল্লে। তাই দেখে তিনি তখনি সেই কালাক্ষেতের দিকে ছুট্‌লেন,সেখানে উপস্থিত হোয়ে কখন কাষ্ঠের উপর ঘৃত ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন, কখন বা ধুনা ছড়িয়ে দিতে লাগ্‌লেন,সকলকে দেখাতে লাগ-লেন যে, এ কাজে তাঁর ভারি যত্ন। সব গুছিয়ে গাছিয়ে প্রস্তুত কোরে শঙ্কর পুনরায় অগ্রসর হয়ে অন্ত্যেষ্টি-সমারোহের লোকজনকে অবগত কোত্তে চোল্লেন। তখনও সেই বহুমূল্যের রত্নের ঝুলিটি তাঁর কাঁধে ঝুল্‌ছিল, মাথা চেরা সেই কৌৎকাটিও ঊর্দ্ধে উঁচিয়ে রেখেছিলেন।

জয়া আস্তে আস্তে সেই মর্ম্মান্তিক সাংঘা-তিক স্থলে উপনীত হোলেন। বামনের কথায় বিশ্বাস কোরে তিনি যে আত্মবিস্মৃত হোয়েছেন, তাই এক একবার আক্ষেপ কোরে অনুতাপ কোত্তে লাগ্‌লেন। আর আর লোক-জনের অপেক্ষা শঙ্করকে অধিক ব্যস্ত দেখে বামনের প্রতি তাঁর ঘৃণা বোধ হোতে লাগ্‌ল এবং আপ-নাকে ধিক্কার দিতে লাগ্‌লেন যে, তার কথায় মুগ্ধ হোয়ে তিনি আত্মজীবনে জলাঞ্জলি দিতে চোলেছেন। চিতা সাজাতে দেখে বালা ভয়ে জড়সড় হোতে লাগ্‌লেন, তখন সেই চিতা-তলে অনল-সংযোগ করা হোয়েছে, আর তখন সেই চিতা-মুখ হতে রাশি রাশি ধূমশিখা স্তম্ভাকারে সমুত্থিত হোচ্ছিল। জয়ার প্রবেশমাত্র অপেক্ষা ছিল, সেইটি হোলেই অগ্নি প্রজ্জলিত হয়ে চতু-র্দ্দিকে অনলক্ষেত্র হোয়ে পোড়্‌ত। চিতানলের করাল মূর্ত্তি দর্শন কোরে জয়ার মনের স্ফূর্ত্তি অপ্রফুল্লিত হলো। সমভিব্যাহারী একজন পুরো-হিত বালার চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য কোত্তে পেরে অগ্রসর হবার জন্ত জয়াকে বিষম পেড়াপীড়ি কোত্তে লাগ্‌লেন, সতীকে বোল্লেন, "এ পর্য্যন্ত এসে আর ফিরে যেতে নাই, তাতে বড় অধর্ম্ম হয়, নিরয়গামী হোতে হয়, মনে তোমার যাই থাক, তুমি আর জীবনের মায়া করো না।" আর ত এক্ষণে উপায় নাই, জয়া বেদোক্ত মন্ত্র-পাঠ কোত্তে কোত্তে কম্পিত-কলেবর হয়ে চিতার পাশে এসে দাঁড়ালেন। চিতার এক পাশে কতকগুলি ধাপ ছিল,জয়া ঐ ধাপ বেয়ে উঠবেন বোলে শঙ্কর সেগুলি পূর্ব্বেই গাঁথিয়ে রেখেছিলেন। শঙ্কর পূর্ব্বাহ্নে ঐ চিতার উপর উঠে ভিতরের দিকে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌তে লাগলেন। যেখানে যেটির দরকার, সেগুলি বিলিব্যবস্থা-মত সাজান হোয়েছে দেখে ভৈরব-নাদে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লেন। এদিকে লোকারণ্য শঙ্করের দেখাদেখি তারাও চীৎকারের উপর চীৎকার কোরে শ্মশানভূমি আকুল কোরে তুল্লে। বামন এই সময় স্কন্ধ থেকে অলঙ্কারের বোঝাটি নামিয়ে ধূম-উত্থিত চিতার মধ্যস্থলে ছুড়ে ফেলে দিলেন, তাই দেখে অর্থলোলুপ পুরবাসী স্ত্রীলোকেরা আশা-অভি-

সন্ধিতে নৈরাশ হলো। এপর্য্যন্ত তারা এই উদ্বেগাগ্নিতে দগ্ধ হোচ্ছিল যে, কতক্ষণে সেই সকল অবগুণ্ঠিত অলঙ্কারগুলি শঙ্কর তাদের মধ্যে বণ্টন কোরে দেবেন। অলঙ্কারগুলি চিতাগর্ভে নিক্ষেপ করবার সময় শঙ্কর দানোর মত দাঁত-মুখ খিচিয়ে বিকট মুখ কোরেছিলেন, তাঁর সেই নীরস মুখের বিকট ভঙ্গী দেখে সকলে অনুভব কোল্লে,শঙ্কর গহনাগুলি অগ্নিতে সমর্পণ কোরে মনে মনে মহা আহ্লাদিত হোয়েছেন। অলঙ্কারগুলি এক প্রকার পুরবাসিনীদের হাত মুচ্‌ড়ে কেড়ে লওয়াই হয়েছিল। তারা এক্ষণে দেখলে যে, সেগুলি একাল-আখেরের মত হাত-ছাড়া হোয়ে গেল, তাই দেখে তারা মৃদুমন্দ অস্ফুট ভগ্নস্বরে গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগল, মনের ক্ষোভে গায়ের বস্ত্রগুলি কাঁৎ কাঁৎ কোরে ছিঁড়তে লাগল, আর এই সময় সন্তাপিনী জয়াকে আশীর্ব্বাদ এবং হিংসুক বামনকে শাপান্ত কোত্তে লাগল, তাদের মর্ম্মান্তিক মনোকষ্টগুলি শঙ্কর অম্লানবদনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, অথচ দুঃখিত কি অস্বচ্ছন্দ-চিত্ত হোলেন না। শঙ্কর এক্ষণে চিতার উপর থেকে নেবে নীচে এলেন, অভাগিনী জয়া ঐ চিতার উপর আরোহণ করবার উদ্‌যোগ কোল্লেন, রঘুনাথের পুরোহিতেরা বিমল-কান্তি কোমল বালার দুখানি হাত ধোরে তুলে দিতে চোল্লেন। সোনার প্রতিমায় অনল-তরঙ্গে ভাসিয়ে দিতে চোল্লেন! অমল তরুণ-প্রভার নবীন-যুবতীকে চিতাশয্যায় শয়ন করাতে চোল্লেন। অন্তঃকরণে দুঃখ নাই, খেদ নাই, ক্ষোভ নাই, অকাতর-হৃদয়ে বালাকে চিতার উপর তুলে দিতে চোল্লেন।। সহস্র সহস্র লোক ঝাঁক বেঁধে এসে দেব-মূর্ত্তি বালার পরিহিত বসনাঞ্চল চুম্বন কোত্তে লাগল, তাদের নিরহঙ্কার উদার শ্রদ্ধার কোমল সমাদর থেকে দেবী- াবির্ভাবা জয়াকে ছাড়িয়ে যাওয়াই ভার হলো. তাদের সেই ভক্তিময় সবিনয় সমারোহ হতে অব্যাহতি পেতে বালাকে অনেক কষ্ট কোত্তে হোয়েছিল, অচলা ভক্তির, বিমল শ্রদ্ধার এমনিই প্রাদুর্ভাব!

জয়া পাছে ভয়ে পেছিয়ে আসেন, তাই করুণাময় ব্রাহ্মণেরা একটা একটা ঠাঙা, কেউ বা একটা একটা লম্বা বাঁশ হাতে কোরে চিতার চারিদিকে ঘেরে দাঁড়িয়ে রইলেন, বালা যদি ঘুণাক্ষরেও অসাহস বা চঞ্চলচিত্তের আভাস প্রকাশ কোত্তেন, তবে ঐ কৃপানিধানেরা নিশ্চয়ই ঐ ঠাঙাগুলিকে মূর্ত্তিমান্ কালদণ্ড কোরে তুল্‌তেন। চিতা বেড় দিয়ে চারিপাশের কাষ্ঠগুলি উপর্য্যুপরি কোরে সাজান ছিল, তাতে আগুন ধোরিয়ে দেওয়া হোয়েছে, দাউ দাউ কোরে জ্বলছে. চারিপাশের জ্বলন্ত কাষ্ঠগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে চিতাগর্ভে পড়বার সময় হোয়েছে। শঙ্কর একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠ লয়ে চারিদিকে ঘুরতে ফিরতে লাগলেন, দর্শকেরা কৌতুকোন্মত্ত হোয়ে সিংহনাদ কোত্তে লাগল। এই সময় জয়া একটি লম্ফ প্রদান কোরে চিতাকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। তাই দেখে খানিকক্ষণ কি ভেবে শঙ্কর সকলের আগে জ্বলন্ত কাষ্ঠ চিতাগর্ভে ঝুপ ঝুপ শব্দে নিক্ষেপ কোত্তে লাগলেন। যারা যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, শঙ্করের দেখাদেখি সকলেই ঐ প্রকার জ্বলন্ত আগুন ফেলে ফেলে দিতে লাগল। বাঁশ কি লাঠী, যার হাতে যা ছিল,চিতার উপর দমাদম মাত্তে লাগল, চিতার আগুনগুলি অমনি বিকটমূর্ত্তি ধোরে দুর্দ্দান্ত প্রজ্বলিত শিখা হোয়ে জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল।

পুরস্ত্রীরা এ পর্য্যন্ত কেবল রত্ন-অলঙ্কারেরই চিন্তা কোচ্ছিল। অলঙ্কারগুলি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া অবধি তারা কেবল ফুলে ফুলে, ফেঁপিয়ে ফেঁপিয়ে কাঁদ্‌তেছিল। জয়াকে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক চিতাকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ হোতে দেখে না তাদের দুঃখই হলো. না তারা বিস্ময়ভাবই প্রকাশ কোল্লে, না তাতে তাদের আহ্লাদই জন্মিল, কেবল অন্যমনস্ক হোয়ে ঔদাস্যভাবে একবার চিতার দিকে চেয়ে দেখলে মাত্র, আবার তারাই কিন্তু সকলের আগে বাড়ীমুখ প্রস্থান কোল্লে। হায়! অর্থের কি অপূর্ব্ব লীলা! সে কতই মায়া দেখায়, অর্থে স্নেহ জন্মিয়ে দেয়, করুণা উদ্দীপ্ত করে, আত্মীয়তা বাড়ায় এবং আনুরক্তি বৃদ্ধি করে; সত্য কথা বোল্‌তে কি, অর্থের হাড়ে যেন ভেল্কী খেলে।

প্রদোষের কৃষ্ণছায়া ক্রমে নিবিড় হোয়ে এলো, চিতাটি এখনও পর্য্যন্ত ধূ ধূ কোরে জ্বলছে, অগ্নির বিরাট তেজোমূর্ত্তি চতুর্দ্দিক চক্রাকার হোয়ে কতকদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হোয়ে পোড়েছে। এই উৎসবোপলক্ষে যাদের ক্রেয়া কোরে আনা হয়েছিল, তারা তাবতেই চিতার নিকটে এসে একত্রে জমা হলো, যার যে কাজ ছিল, শেষ কোরে মধুপানে ঢলাঢলি কোত্তে লাগ্‌ল, এত উন্মত্ত হলো যে, লজ্জা-সম্ভ্রম, অনুরোধ উপরোধ প্রভৃতি সভ্যতা ভদ্রতা তখনি সেখান থেকে ছুটে পালাল, মুখে কাপড় দিয়ে লজ্জায় ছুটে পালা্ল,তাদের যে কাজ,তা শেষ হল,আপাততঃ আর তাঁয়দে ভাণ্ডামি কোরে বুক চাপ্‌ড়াতেও হবে না, মিছামিছি হা-হুতাশ কোরে আর বিলাপ কোত্তেও হবে না, তাই বিলাপিনীরা উল্লাসিত হোয়ে এত মত্ত, এত ভণ্ড, আর এত কলহী হোয়ে উঠ্‌ল যে, বাজাদার শানাইদার প্রভৃতি ইতর লোকেরাও পর্য্যন্ত তাদের কাছে পরাস্ত হোয়ে হার মেনে গেল, তার পর তারা ছত্রভঙ্গ হোয়ে, গোলমাল কোত্তে কোত্তে যে যার বাড়ী প্রস্থান কোল্লে।

যিটি সহমরণ বোলে বিবেচনা হোচ্ছিল, তার সমারোহ এইরূপে পর্য্যাপ্ত হলো। মোরোবা গৃহে ফিরে গেলেন, তাঁর ছলনা চক্র নিরর্থক হলো না, তাই মনে মনে মহা উল্লাসিত। জয়ার হতভাগা পিতা নিদারুণ শোক সন্থাতে দিগন্ধ হোয়ে পথ হারালেন, এবং শোকাশ্রু প্রবাহিত কোত্তে কোত্তে একবার এ পথ একবার সে পথ কোরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। যিনি সন্তানের পিতা হোয়েছেন, তিনিই কেবল শিউরামের মর্ম্মান্তিক অন্তর-যাতনা বুঝ্‌তে পেরেছেন। গরিব ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে বাড়ীতে পৌঁছে, কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ না কোরে, একটি ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ কোরে শুয়ে রইলেন। জয়ার সন্তাপিত পিতা নির্জ্জনে বোসে রোদন করুন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে বোলে মোরোবা আপনার গৃহে বোসে. ফুল্লের-বিন্দ হোয়ে আমোদ আহ্লাদ করুন, পুরবাসী-নীরা স্বর্ণালঙ্কারের মায়ায় রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়ান, আমরা কিন্তু এইক্ষণে তাঁদের পরিত্যাগ কোরে দেওয়াল গ্রামে ফিরে চোল্লেম।

একটি তরুণ যুবতী, মুখখানি অতিশয় অপ্রসন্ন, হাতে একটি ছোটো বোচ্‌কা, বারাণসীর বার-রাস্তা দিয়ে একাকিনী চোলেছেন। চল্‌বার ভঙ্গীতে বোধ হলো, বেশ একটু চকিত হোয়ে চোলেছেন। ইনি কি অন্তঃপুরের কুল-কামিনী? তবে কি কুলাভিমানে কালি দিয়ে গৃহের বার হোয়েছেন? না, তা নয়, তাঁর কুল-লজ্জা, কুলাহঙ্কার আচ্ছাদিত অসন্দিগ্ধ নির্ম্মল ম্লান মূর্ত্তিতে সেরূপ বিষময় বিসদৃশ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল না। অনাঘ্রাত পদ্মের ন্যায়, অস্পৃষ্ট কামিনী কুসুমের ন্যায় যুবতীর জ্যোতি প্রবাহিনী চারু নির্ম্মল নয়নে অভিমানের ছটা দেখা যাচ্ছিল,যেমন উপবনের বায়ুর সঙ্গে পুষ্প-পরিমলের আঘ্রাণ পাওয়া যায়, তেমনি সুন্দরীর মুখভঙ্গীর ছটার সঙ্গে কুলাহঙ্কারের সৌরভ প্রবাহিত হোচ্ছিল। অনাদরে অযত্নে খিন্নমনা হোলে কুলবধূরা অভিমানিনী হোয়ে থাকেন, এ কিন্তু সে অভিমান নয়। কুল-কামিনীদের প্রতি হঠাৎ চেয়ে দেখ্‌লে, তাঁরা ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে লজ্জায় মুখ ঢাকেন, পরপুরুষ দেখেছে বোলে তাঁদের মনে অভিমান জন্মে, এ সেই অভিমান। পাছে কেউ দেখে, কি পাছে কারও সঙ্গে দেখা-হোয়ে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কি তাঁর অপমান কোত্তে উদ্যত হয়, সেই ভয়ে চারুলোচনা এক একবার চকিত ভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন। তবে বুঝি ইনি কুলবধূ হবেন। কোথায় চোলেছেন? বিস্তার আয়ত সংসার-ক্ষেত্র তাঁর সম্মুখে উদার বিস্তৃত রয়েছে, যুবতী কোথায় যাবার অভিপ্রায় কোরেছেন? আর কেনই বা শ্রান্ত-ক্লান্ত হোয়ে একাকিনী চোলেছেন? সুন্দরী অতি বিষন্ন! অতি উৎকণ্ঠিত! অতি ম্লান! থেকে থেকে আতঙ্কে অবসন্না হোচ্ছিলেন, তারই বা কারণ কি? যুবতী কি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চোলেছেন? চক্ষু ছুটি ছল ছল কোচ্ছিল বটে, কিন্তু অশ্রুপাত হোচ্ছিল না। কখন যদি এক আধ বিন্দু অশ্রু চক্ষুকোণে দেখা দিচ্ছে,তা কিন্তু তখনি আবার অদৃশ্য হচ্ছে, যেন অন্তরানলের প্রতাপে বিশুষ্ক হয়ে যাচ্ছে।

কোথায় যাবেন, কোথায় গেলে আশ্রয় পাবেন, পথিক-ললনা সেই অকরুণ নিষ্ঠুর সংশয়ে প্রপীড়িতা হোয়ে অতি বিমর্ষ মনে ভাবতে ভাবতে চোলেছেন, যুবতী মুখ ফিরিয়ে এক একবার উদাস-নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত কোচ্ছিলেন, কিন্তু যে দিকে চেয়ে দেখছিলেন, কেবল স্বজনবর্জ্জিত, করুণাশূন্য অস্নেহের উদার প্রবাহ দেখতে পাচ্ছিলেন! ন পিতা! ন মাতা! ন বান্ধব! আমার বোলে সোহাগ কোরে অনুরাগ-হৃদয়ে স্থান দেয়, এমন আশা-স্বরূপ স্থান কোথায় পাবেন? কে তাঁরে দয়া কোরে স্নেহের আতিথ্যে আহ্বান কোর্‌বে? তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন দান কোরে কে তাঁর তাপিত হৃদয় শীতল কোর্‌বে? এরূপ হৃদয়বান্ আতিথেয় সুন্দরী কোথায় পাবেন? যুবতী নিরুপায়িনী, যুবতী অসহায়িনী, যুবতী অতি দুঃখিনী!! ম্লান হোয়ে, দুঃখিত হোয়ে, কাতর হোয়ে, ভীতা হোয়ে একাকিনী চোলেছেন, ভাবতে ভাবতে চোলেছেন, যেখানেই যান, সবই অপরিচিত নির্ব্বান্ধব পুরী, সকল স্থানেই অসম্ভ্রম আর অপমানের কালভয় মুখ বাড়িয়ে আছে। রাস্তা-ঘাট কিছুই জানা নাই, তাই সুন্দরী সিধে একটানা চোলে যাচ্ছেন, যে দিকে তাঁর সভয়-দুঃখিত অন্তঃকরণ প্রবৃত্তি দিচ্ছে, বালা সেইদিকেই চোলেছেন। চোল্‌তে চোল্‌তে একটি স্থানে পৌঁছে মনে কোল্লেন, রাজপথ ছাড়িয়ে এসে পোড়েছেন, এক্ষণে ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর পথক্লান্তি তাঁরে অবসন্ন কোল্লে, বোচ্‌কাটি বইতে ভার জ্ঞান হোতে লাগ্‌ল, তার উপর আবার অন্তঃকরণের দুর্ভার, তাই সুন্দরী একটি ক্ষুদ্র প্রবাহিণীর ধারে এসে বোস্‌লেন, তীরস্থ বৃক্ষলতা, কুঞ্জ-বন, উপবনগুলি নদীর স্বচ্ছ সলিলে প্রতিবিম্বিত হোয়ে আর সুস্নিগ্ধ প্রভাত-বায়ু মৃদুমন্দ হিল্লোলে প্রবাহিত হোয়ে স্থানটি অতি পবিত্র রমণীয় শোভায় প্রফুল্লিত কোরে রেখেছিল। যুবতী সেখানে অধিকক্ষণ বিশ্রাম কোত্তে পারেন নি, এমন সময় ঘণ্টার ঠন্ ঠন্ শব্দ শুনতে পেলেন। বোধ হলো, কারা বয়েলি গাড়ী কোরে সেই দিকে আসছে। সুন্দরীর ইচ্ছা না যে, তারা তাঁকে দেখতে পায়, তাই তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে চোল্লেন। যারা গাড়ীতে আসছিল, তারা কিন্তু সুমুখে এসে পোড়্‌লো, তাদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম কোরে যে বেরিয়ে পড়েন, তত দ্রুতবেগে সুন্দরী চোল্‌তে পাল্লেন না। গাড়ীখানি পরদা দিয়ে ঢাকা, তার মধ্য থেকে একটি স্ত্রীলোকের স্বর চেঁচিয়ে বোল্লে, "ও ছুঁড়ী, তুই এত ভোরে এ রাস্তায় কেন? হেঁটেই বা চোলেছিস্ কেন? গাড়োয়ান! গাড়ী থামা, গাড়ী থামা, ছুঁড়ীর সঙ্গে দুটো কথা কই।" আরও কতকগুলি স্ত্রীলোকের স্বর ঐ গাড়ীর মধ্য থেকে শোনা যাচ্ছিল, তারা খিল্ খিল্ কোরে হেসে হেসে ঢোলে ঢোলে পোড়্‌ছিল, এরা যে দরের লোক, তাতেই বোধ হলো। একটি মোটা সোটা, খাট্‌মুণ্ডে চেহারার আধা-বয়সী বুড়ী গাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি নেবে যুবতীর কাছে হন্ হন্ কোরে চোলে গেল। যুবতী তারে দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগ্‌লেন। স্ত্রীলোকটি এসেই সুন্দরীর হাতে থেকে বোচ্‌কাটি জোর কোরে কেড়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "এ থলীর মধ্যে কি আছে?"

সুন্দরী বোল্লেন, "গহনা।"

"গহনা? বা, তবে ত বড় মজাই হলো! তুই ছুঁড়ী কোথায় যাচ্ছিস?"

যুবতী বোল্লেন, "বাছা! আমি বড় আটকপালী! পোড়া অদৃষ্ট যেখানে লয়ে যাচ্ছে, সেইখানেই চোলেছি।"

"আটকপালী! ও সব ধ্যান রেখে দে এখন, ছুঁড়ী ন্যাকা, গহনাগুলি কোথা থেকে চুরী কোরে এনেছিস্?"

যুবতী বোল্লেন, "চুরী করি নি, গহনাগুলি আমারই।"

ঐ কথা শুনে হা হা কোরে একগাল হেসে স্ত্রীলোকটা বোল্লে, "ওসব ন্যাকামি এক পাশে রেখে দে, তুই আমাদের সঙ্গে চল্, নির্ব্বিঘ্নে থাকবি, চোরামালের জন্যে আর ভাবতে হবে না।"

যুবতী বোল্লেন, "তোমরা কে?"

স্ত্রীলোকটি বোল্লে, "আমরা কে, শুনতে চাস্? এর পর যারা তোর উপর ঠাকুরাণী

কোর্‌বে, আমরা তারাই, এখন গাড়ীতে চল্ আম্‌রা তোকে বেশ যত্ন কেরে রাখব।"

যুবতী কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যেতে ইতস্তত ভাবতে লাগলেন।

বুড়ী বোল্লে, "কি ভাবছিস্? যাবিনে বুঝি? মন সোচ্ছে না, না?"

যুবতী বোল্লেন, "না, আমি যাব না।"

ঐ কথা শুনে স্ত্রীলোকটি চল্ বোলে পিঠে একটা ধাক্কা মেরে তার সেই জবরদস্তি হুকুম আরও জবরদস্ত কোরে তুল্লে। যুবতী কিন্তু তবু বোল্‌ছেন, "না, আমি যাব না।"

বুড়ী বোল্লে, "হু! যাবি নে? রামা! এ ছুড়ীকে ধোরে গাড়ীতে উঠিয়ে দেতো।"

রামা গাড়োয়ান নেবে এলো, স্ত্রীলোকটি গাড়ীর পরদা তুলে ধোল্লে, রামা গাড়োয়ান যুবতীর সুচারু মধুর কোমল দেহ দুহাত দিয়ে জাপ্‌টে ধোরে গাড়ীর মধ্যে দুটি ছুঁড়ীর প্রায় কোলের কাছে নিয়ে ছেড়ে দিলে। তারা যুবতীকে পেয়ে হো হো শব্দে হাসির হোর্‌রা দিতে দিতে আর মুখে নানা প্রকার নির্লজ্জ কথা বোল্‌তে বোল্‌তে আমোদে গড়িয়ে গড়িয়ে পোড়তে লাগল। তাই দেখে যুবতীকে আর ভাবতে হল না যে, কিরূপ সংসর্গে এসে পোড়েছেন। যুবতী অতি কাতর হয়ে অনুনয়-বিনয় কোত্তে লাগলেন যে, গহনাগুলি ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেয়, তাতেও তাদের অন্তঃকরণে করুণার উদ্রেক না হওয়ায় শেষে পায় ধোরে অনেক কাঁদা-কাঁটা কোত্তে লাগ্‌লেন। তাই দেখে কখন বা সেই ছুঁড়ী দুটো খল্ খল্ কোরে হেসে ঢোলে পোড়তে লাগ্‌ল, কখন বা সেই অর্দ্ধ-বয়সী বৃদ্ধা ভাঙ্গা মোটা সরদারী গলার স্বরে একটা তাড়া দিয়ে, চুপ কোরে থাক বোলে ঠাকুরাণী ফলাতে লাগল। যুবতী যতই সাধাসাধি কোত্তে লাগলেন, ততই ছুঁড়ী দুটো হেসে হেসে আর বুড়ীটা চাক মুখ রাঙিয়ে তাঁর কথার উত্তর দিতে লাগ্‌লো। তারা যুবতীর কোন কথাই না শুনে সেই পথ ধোরে একটানা চোল্লো। এক্ষণে চারিদিকে বেশ পরিষ্কার হোয়ে এসেছে। যুবতীর বোচ্‌কাতে কি আছে, তাই এখন তদন্ত কোরে দেখবার সময় হোয়েছে। খুব কো[illegible] গেরো দিয়ে বোচ্‌কাটি বাঁধা ছিল। বৃদ্ধা অনেক রগড়া-রগড়ি কোরে গেরোটি খুল্লে, খুলে তার মধ্যে বহুমূল্যের ভাল ভাল গহনা বেরিয়ে পড়াতে তার অতিশয় বিস্ময় জ্ঞান হলো। তাই দেখে আমোদ, বিলাসিনীদের মনে এই স্থির বোধ হলো, যুবতী হয় সেগুলি ঘর থেকে চুরি কোরে এনেছে, নয় সে কোনো ধনী লোকের পাল্লায় ছিল, তারি জিনিসগুলি সাত কোরে চুপে চুপে সোরে পোড়েছে। বিশেষতঃ যুবতী কিছু নিজের বিষয়, কি গহনাগুলির সম্বন্ধে কোনো কথা প্রকাশ কোরে বোল্‌তে সাহসী হোলেন না, তাই তাদের সন্দেহ আরও পরিপক্ক হোয়ে দাঁড়াল। যুবতীকে শেষে বলা হলো, ঐ বৃদ্ধা একদল নাচনেওয়ালী, চাকর রেখে মুজরা কোরে থাকে, দেওয়ালে পৌঁছিয়ে তিনিও সেই দলের অন্তর্গত একজন নাচনেওয়ালী হবেন। নাচের কৌশল, আর তার অব্যক্ত ভাবভঙ্গীগুলি সেই দেওয়ালে গিয়ে তাঁকে অভ্যাস কত্তে হবে, তদ্ভিন্ন আজ অবধি বৃদ্ধার অনুচারিণী হোলেন জ্ঞান কোত্তে হবে। যুবতী তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে অনর্থক বাকৃছল, আর নিরর্থক স্তবস্তুতি কোত্তে লাগ্‌লেন, তারা সে কথায় আমলই দিলে না। বৃদ্ধা বোল্লে, একবার মুঠের মধ্যে এসে আবার যে তিনি হাত থেকে গোলে বেরিয়ে যাবেন, তা পার্‌বেন না, তাই যুবতীকে নিরস্ত হয়ে থাক্‌তে পরামর্শ দিলে, আর এই আশ্বাস কোল্লে, সুন্দরী যদি নাচ্‌তে গাইতে শিখ্‌তে পারেন, আর সকল বিষয়ে যদি তার কথার অনুগত হোয়ে চলেন অর্থাৎ যখন যে কাজ কোত্তে বোল্‌বেন, তা কোত্তে যদি স্বীকার করেন, তবে তাঁকে খেতে পোত্তে ক্লেশ দেবেন না, বরং ভালরূপ যত্ন কোরেই রাখ্‌বেন। অনাথা যুবতী কেবল অশ্রুপাত কোরেই বৃদ্ধার কথার প্রত্যুত্তর কোত্তে সমর্থা হোলেন। যুবতী যতবার কপালে করাঘাত কোরে আপনার অদৃষ্টের নিন্দা কোচ্ছিলেন, সেই ছুঁড়ী দুটো ততবার টিট্‌কারী দিয়ে আর সেই বৃদ্ধা ততবার রাগত হোয়ে চুপ চুপ বোলে তার হাহাকারের প্রত্যুত্তর দিতে লাগল।

গাড়ীখান একটি গ্রামে পৌঁছে বিশ্রাম কোল্লে, আরোহীরা নেবে একটি গাছের তলায় রসুই কোত্তে গেল। যুবতী জাত্যভিমানের নিমিত্ত তাদের সঙ্গে একত্রে আহার কল্লেন না, তিনি পৃথক হোয়ে রসুই কোল্লেন। সকলে আহারাদি কোরে ক্রমাগত দুই দিবস চোলে গাড়ী শুরু দেওয়ানে পৌঁছিলো। ঐ গ্রামে সেই বৃদ্ধা আর তার রঙ্গিণীদের বাসস্থান। একটি বৃহৎ অট্টালিকার দরজার সুমুখে গাড়ী-খানা থাম্‌লো। কতকগুলো মড়ার্মতন পাত্‌লা রোগা ছিপছিপে চেহারার মুসলমান ভেড়ুয়া এবং ঐ বৃদ্ধার আরও দুটি তরফাওয়ালী ছুঁড়ী এগিয়ে এসে সকলের খাতির তোয়াজ কোরে বাড়ীর ভিতর লয়ে গেল। বৃদ্ধা যুবতীকে সেই দুটো ছুঁড়ীর কাছে জিম্মে কোরে দিয়ে যেখানে বাড়ীর পুরুষেরা বোসেছিল, সেই ঘরে চোলে গেল। সেখানে যেয়েই সেই গহনার পুঁটলীটি খোরে দিলে। পুরুষেরা গহনাগুলি পেয়ে, এক একখান কোরে সমুদয় উল্টে পাল্টে দেখে, আর কার কত মূল্য, তা স্থির কোরে বৃদ্ধাকে সঙ্গে কোরে লয়ে যুবতী যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরে চোলে গেল। গহনাগুলির পূর্ব্বকার সৌভাগ্যবতী অধিকারিণী সেই যুবতীর কিরূপ রূপ-গুণ, তারা তাই নিরীক্ষণ কোত্তে গেল। সেখানে উপস্থিত হোয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা না কোরে যুবতীকে ধোরে ফিরুতে ঘুরুতে লাগ্‌ল. মধ্যে মধ্যে মোড়া দিয়ে মুচড়িয়ে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ঠাউরে ঠাউরে দেখতে লাগল। একটা অশ্ব বিক্রয় কোত্তে আন্‌লে লোকে যেমন জানোয়ারটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দোষ গুণ তন্নতন্ন কোরে দেখে, তারাও যুবতীকে লোয়ে ঠিক সেইরূপ পরীক্ষা কোত্তে লাগল। যুবতীর হস্ত-পদের সৌন্দর্য্য-মাধুরী অতি পরিপাটী বোলে সকলেই স্বীকার কোল্লে, তাঁর শরীরের দীর্ঘতা, বিশেষতঃ তাঁর তরুণ যৌবন, আর তাঁর দেহের উজ্জ্বল-গৌরবর্ণ দেখে তারা অতিশয় প্রশংসা কোত্তে লাগল, বৃদ্ধাকে সকলে বাহবা দিতে লাগ্‌ল, সে যে এরূপ উৎকৃষ্ট শীকার হস্তগত কোরেছে, তাই সে সহস্র সহস্র প্রশংসার অধিকারিণী হোয়েছে, বৃদ্ধাও অমনি আহ্লাদে চুরচুরে হোতে লাগ্‌ল। যুবতীকে খুব আঁটা আঁটি কোরে নজরের উপর রেখে দিলে, আর বিলম্ব না কোরে তখনি তখনি তাঁর হাতে খড়ি দিয়ে নৃত্যশিক্ষা সুরু করিয়ে দিলে। যুবতী শেষে জান্‌তে পাল্লেন, যারা তার রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লে, তারা ঐ দলের বাজকর, সঙ্গতেরা নব ছাত্রীর মনোবেদনার দিকে দৃষ্টিপাত না কোরে, সুর মেলাবার নিমিত্ত কেউ বেহালা ধোরে কোঁ কোঁ শব্দ কোত্তে লাগ্‌ল, কেউ বা তব্‌লাতে চাটি মাত্তে আরম্ভ কোরে দিলে। যে দুটো ছুঁড়ীর সঙ্গে একত্রে এসেছিলেন, তাদেরই একজন উঠে দাঁড়িয়ে কিরূপে পা ফেল্‌তে হয়, সেই ভঙ্গী দেখিয়ে দিতে লাগ্‌ল। তাল, মান, লয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখ্‌তে বিশেষ যত্ন পেতে লাগল। যুবতীকে বোল্‌তে লাগ্‌ল তাঁর সুমুখে সেই ছুঁড়ী যেরূপ কৌশলে পা ফেলেন, তিনিও যেন সেই-রূপ ভঙ্গী কোরে পা ফেলেন। যুবতী কিন্তু সেরূপ পাল্লেন না, বারংবার ভুল্‌তে লাগলেন। ভুলে যাওয়া একটি মহা অপরাধ, খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত যুবতীর সে অপরাধটি ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা হলো না, যেহেতু তিনি নূতন এবং অব্যবসায়ী, পূর্ব্বে কখন নৃত্য করা অভ্যাস ছিল না, তাই তাঁর প্রথমবারের ত্রুটি মাপ হলো। যে নাচ্‌ শেখাচ্ছিল, সে একটি সফেদ দাড়ী শোভিত প্রাচীন গুণ্ডা, আকাঁড়া মৃত জোয়ানের মতন তার চেহারা, একটু পরেই কিন্তু সেই ওস্তাদ সাহেবের মেজাজ গরম হোয়ে উঠল, তার আর সবুর সইল না।—সেই পামর শেষে একগাছা ছোট চাবুক হাতে কোরে জবরজস্ত ভাবা যুবতীকে তালিম দিতে সুরু কোল্লে, নিষ্ঠুর পাষণ্ড সেই চাবুক লয়ে বালার লোলিত কোমল চরণে নির্ঘাত প্রহার কোত্তে লাগল। যতবার প্রহার করে, ততবারই একটি একটি ঘৃণিত কটূক্তি কোরে গালাগাল দিতে লাগল, সে লজ্জার উক্তি ভদ্রলোকে শুনলে, শিউরে উঠে কর্ণে হস্ত প্রদান কল্লেন। সম্যক এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐ প্রকারে মানসিক এবং শারীরিক কষ্ট ভোগ কোরে যুবতী বিশ্রাম কোত্তে অনুমতি পেলেন; সে কিন্তু মুহূর্ত্তকালের নিমিত্তে মাত্র, কেন না, প্রায় তখনি তখনি সেই নরাধম ক্রূ

কৃতান্তের সহোদরের ন্যায় চাবুকগাছা ঘুরুতে ঘুরুতে,ধমকিয়ে চোটপাট কোরে বোল্লে "ওঠ! ওঠ!" যুবতী তখন পরিশ্রমান্তর অবকাশের সুখময় ফল বিন্দুমাত্রও অনুভব কোত্তে পারেন নি। টুংটাং কোরে মৃদুমন্দ স্বরে যন্ত্রগুলি অল্প অল্প বাজতে আরম্ভ হলো, যুবতী চাবুকের ত্রাসে ভীতা হোয়ে নৃত্যের ভঙ্গীতে তালে তালে পা ফেল্‌তে লাগলেন। পা ফেল্‌তে যখনি একটু ভঙ্গীর ত্রুটি হয়, কি যখনি একটু বেতালা পা ফেলেন, তখনি একবার তাঁকে চাবুক খেতে হয়, শুধু তাও নয়, যুবতীর পেছনে যে বেহালা বাজাচ্ছিল, সে পাপিষ্ঠও তখন খিচড় গাল্ দিয়ে সজোরে তাঁর পীঠে বেহালার গুঁতো মাত্তে লাগ্‌ল। এই সকল নিষ্ঠুর অত্যাচারে হতভাগিনী যুবতী ব্যতিব্যস্ত হোয়ে পোড়্‌লেন এবং ভয়ে জড়সড় হোতে লাগ্‌লেন, বুদ্ধিশুদ্ধির লোপাপত্তি হোয়ে আরও তাঁর ঘন ঘন ভ্রম হোতে লাগ্‌ল। শরীরের বল-শক্তি গেল, হাঁটু দুটি ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, যুবতী অমনি মূর্চ্ছিতা হোয়ে নীচে পোড়ে গেলেন। নরাধম ওস্তাদ কিন্তু তখনি আবার চাবুক উঁচিয়েছে, দুচার ঘা বসিয়ে দেয় আর কি, এমন সময় সেই বৃদ্ধা এসে পোড়ে তার হাত ধোল্লে। 'এ ভাণ নয়, যুবতী যথার্থই অসুস্থ হোয়েছেন।" বুড়ী এই কথা বোলে একটা অন্দরের ঘরে যুবতীকে লয়ে যেতে আদেশ কোল্লে, আর বোল্লে, "একটু সুস্থ হোলেই আবার আস্‌বে।"

নবাগতা বালা না পৌঁছতেই তখনি তাঁরে লয়ে তালিম দিতে বসে গেল,তিনি যে একবার আশ-পাশ চেয়ে দেখ্‌বেন, সে অবকাশ পান্‌নি, এর মধ্যেই তাঁরে শিক্ষা দিতে সুরু কোল্লে,—তার তাৎপর্য্য এই যে,কাশী থেকে হুকুম ছাদের হোয়ে দেওয়ালের সাবেক ইজারাদারকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাঁরি জায়গায় যে ইজারদার নূতন বাহাল হোয়ে এসেছেন, সেই ব্যক্তি সমারোহের নাচ মজলিস কোরবেন, নাচের দিন কাল অবধারিত হোয়েছে। তাই যুবতীকে লয়ে তারা পেড়াপেড়ি কোচ্ছিল। যুবতী যে এক-রাত্রেই নৃত্যবিদ্যায় পণ্ডিতা হবেন, সেটি নিতান্ত অসম্ভব, অসাধ্য বোল্লেও বলা যায়। অন্য নাচ্‌-নেওয়ালীদের সঙ্গে সঙ্গে স্বর মিলিয়ে সুর দিয়ে তালে তালে নাচতে পারেন,যুবতীর সেই পর্য্যন্ত কতক অভ্যাস হলো, তার উপর তাঁর রূপের গরিমা এবং লাবণ্য-ছটার অনুরোধ আছে, তাই বৃদ্ধা মনে কোল্লে, যুবতী যদি ভাল নাচ্‌তেই না পারেন, নাই পাল্লেন, তাতে কি বয়ে গেল, অন্য রকমে তাঁর দ্বারা বেশ দশ টাকা রোজগার হবার সম্ভাবনা আছে।

সে দিন যুবতীকে আর উত্তেজনা কোল্লে না, পরদিন প্রাতে আবার তাঁরে ধোরে বেঁধে নাচ্ শেখাতে আরম্ভ কোল্লে। যেরূপ রঙ্গভঙ্গ কোরে হস্ত-পদ নাড়্‌তে হয়, সেই সকল চারু মনোহর রসাল ভঙ্গী অভ্যাস করাতে লাগ্‌ল। সন্ধ্যাও হলো, সংগতেরাও অমনি সেজে গুজে প্রস্তুত হোয়ে বস্‌ল, এক্ষণে তারা সেই ইজারাদারের বাড়ীতে চল্লো। যুবতীর অনেকগুলি গহনা লোয়ে অপর নাচনেওয়ালীদের পোত্তে দিয়ে,বাকীগুলি,আর যেগুলি বহুমূল্যের,সিন্দুকে পুরে, চাবি দিয়ে, বেশ হেপাজাত কোরে রেখে দেওয়া হলো। ছুঁড়ীরা তাড়াতাড়ি চারটে খেয়ে নিয়ে রঙ্গীলা বেশ-বিন্যাসের ছটায় রঙ্গিণী হোয়ে হেসে ঢোলে আমোদিনী হোতে হোতে বেরিয়ে পড়্‌ল,ইজারাদারের বাড়ীতে চোলেছে, যুবতী বৃদ্ধার সঙ্গে পশ্চাতে পশ্চাতে এক সঙ্গেই গেলেছেন, সঙ্গতেরা খেয়ে নিয়ে যাচ্ছে,সকলে হেঁটেই চোলেছে। ইজারাদারের বাড়ীতে পৌঁছিলে একটা বৃহৎ ঘরের মধ্যে তাদের বোস্‌তে দিলে। দলের মোড়ল মাতব্বর সেই বৃদ্ধা সরদারনী এগিয়ে গিয়ে বাড়ীর কর্ত্তাকে ঘাড় হেঁট করে লম্বাচৌড়া একটি সেলাম বাজিয়ে আপনার স্থানে গিয়ে বোস্‌ল। একটু পরেই মজ্‌লিস্ আরম্ভ হলো। আমোদিনীরা পায়ে নূপুর বাঁধলে, যারা নাচের গোঁড়া, তারা ঘুমুরের রুণু ঝুণু শব্দ শুনে মোহিত হোয়ে যায়। যুবতীর চারু মোহিনী-রূপের গৌরবানুরোধে, সকলে ধরাধরি কোরে নাচনেওয়ালী আর গওনেওয়ালীদের শত মধ্যস্থলে নিয়ে বসালে। যুবতী পূর্ব্বে কখন এত লোক-সমাগম প্রকাণ্ড সভার মুখাবলোকন করেন নাই, তাঁর এ অবস্থা এবং এ অবস্থা সম্বন্ধে ভয়, আতঙ্ক, ত্রাস

একেবারে তাঁরে হতবুদ্ধি হতজ্ঞান কোরে ফেল্লে। বালা একক্ষণে অপার লজ্জিতা, অপার কুণ্ঠিতা এবং অপার ভীতা হোলেন, ত্রাহি ত্রাহি কোত্তে লাগলেন। যুবতী মৃতের ন্যায় ম্রিয়মাণা হয়ে অধোবদনে বোসে রইলেন, একবার মুখ তুলে চক্ষু মেলে চেয়ে দেখবারও ক্ষমতা হলো না। একটি স্বর পশ্চাৎ থেকে বেহালার একটা ধাক্কা মের বোল্লে. "ছুড়ী হাস্ না, আমুদে হ না, পোড়ার মুখ কোর বোসে রইলি কেন? রসালো কোরে দুট আমোদ-প্রমোদের কথা বল না, লোকে শুনে খুসী হোক, নইলে এর পর মজাটা টের পাবি, বাড়ী গিয়ে চাবুক খাবি, চাবকিয়ে চাবকিয়ে লাল কোরে দেবো. এই বেলা দুটি মজাদারি কথা বোলে আসর গরম করে দে, তা হলে খুব বগড় উঠবে। এখন চাবুকের নাম শুনে নিরীহ বালা ভয়ে আড়ষ্ট হোলেন, প্রফুল্লবদন হবার জন্যে অনেক যত্ন পেতে লাগলেন। তাঁর অন্তঃকরণ কিন্তু ঘোর তমাচ্ছন্ন, বিষাদ দুঃখের ভারে অবনত আর অপ্রসন্ন, তাই চেষ্টা কোরেও যুবতী ফুল্লমুখী হোয়ে প্রসন্ন-মূর্ত্তি দেখাতে পাল্লেন না, বালা পূর্ব্ব অপেক্ষা আরও কুণ্ঠিতা, আরও লজ্জিতা হোয়ে মাথা হেঁট কোরে বসে রইলেন। বড় পীড়াপিড়ী করাতে যুবতী যখন একবার চোক মেলে চাইলেন, সেই সময় দেখ্তে পেলেন, সেই বুড়ী একটি ব্রাহ্মণের কাণে কাণে কি পরামর্শ কোচ্চে, ব্রাহ্মণ একখানি লাল সাল ওড়ঘোড় কোরে জড়িয়ে বসে আছেন। তার পরেই বুড়ী যুবতীরে ডেকে উঠিয়ে এনে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে বোল্লে। তার অভিপ্রায় কি? তাঁরে কোথায় লয়ে যাবে? বুড়ী যুবতীর হাত ধোরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গলীর ভিতর ঢুকলো, নিকটে একটা বাড়ী ছিলো, সেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ কোল্লে।

যুবতী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বোল্লেন, "আমাকে কোথায় যেতে হবে?"

তখন ও কথার কোন উত্তর না দিয়ে বুড়ী যুবতীকে বাড়ীর ভিতর জোর কোরে টেনে লয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ কোরে বোল্লে. "দেখিস, ভাল কোরে আমোদ-আহ্লাদ কত্তে চাস্।" তার পর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে একটা দরজার নিকটে এসে বুড়ী পুনর্ব্বার বোল্লে, "দেখিস্, খবরদার! নগদ একশ টাকা আন্তে চাস্; এ ব্যক্তি মস্ত লোক, যদি খুসি কোত্তে পারিস্. বেশী দিলেও দিতে পারে।"

এ বাড়ীতে আস্বার ভয়ঙ্কর অসদভিপ্রায় বুঝ্তে পেরে যুবতী বুড়ীর দুখানি পা জড়িয়ে ধোরে বিস্তর কাঁদা কাটা কোরে বল্লেন, "আমায় এ সাক্ষাৎ অধর্ম্ম থেকে, এ ঘোর মূর্ত্তিমান্ পাপকর্ম্ম থেকে রক্ষা করুন, আমাকে এই অপবিত্র দুক্রিয়া থেকে অব্যাহতি দিন, আমি প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্‌ছি, আমি আপনার দাসী হোয়ে, সেই দাসী-উপযুক্ত সামান্য উঞ্ছবৃত্তি কোরে দিনপাত কোর্‌বো, তথাচ আমাকে এরূপ জঘন্য দুষ্কর্ম্ম কোত্তে অনুমতি কোর্‌বেন না। দোহাই আপনার, আপনি আমায় রক্ষা করুন, ক্ষমা করুন, আমার ধর্ম্ম নষ্ট কোর্‌বেন না।" এই করুণার্দ্র মিনতিবাক্য বোলে যুবতী আরও শক্ত কোরে বুড়ীর দুখানি পা জড়িয়ে ধোল্লেন। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" ঐ কথা শুনে বুড়ী চোটে লাল হোয়ে, পিঠে একটা লাথী মেরে "ওঠ্ ছুঁড়ী ওঠ, ব্রাহ্মণ আশা কোরে বোসে আছে," এই কথা বোলে যুবতীর বিনয়-গর্ভ সকাতর প্রার্থনার উত্তর দান কোল্লে। কেউ ভিতর দিক থেকে দরজা খুলে দেওয়ায় বুড়ী যুবতীকে টেনে হিঁচ্‌ড়িয়ে ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট কোরিয়ে দিলে। বালার অন্তঃকরণের মধ্যে তখন যে অপূর্ব্ব মনস্তাপ-তরঙ্গের কোলাহল হোচ্ছিল, তাহা কেবল পতিপ্রাণা, নির্ম্মল পবিত্র-আত্মা সতী স্ত্রীলোকেরাই অনুভব কোত্তে পারেন, তাঁরা ভিন্ন আর কারুরই সাধ্য নাই, সে কোলাহলের মূর্ত্তি অন্তঃপটে চিত্রিত করে। যুবতী মনে জান্তে পেরেছেন যে, ঐ ঘরেই সেই লোকটি আছে, কিন্তু মুখ তুলে চেয়ে দেখতে তাঁর ভরসা হলো না, অবলজ্জা, চিত্তবিভ্রম আর মনস্তাপ একেকালে আবির্ভূত হোয়ে যুবতীকে হতচিত্ত, হতশক্তি আর হতচৈতন্য কোরে ফেল্লে। বালার মহাপ্রাণী

আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। যুবতী তাঁর কোমল হস্তে হৃদয় চেপে ধরে ফুলে ফুলে, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উচ্চরবে কাঁদতে লাগলেন। সেই পুরুষটি তাঁর সঙ্গে কথা কবার মনস্থ কোরে উঠে এগিয়ে আসছিলেন, যুবতী তাঁর চরণের শব্দ পেয়ে কাছে যেতে না যেতে তাঁর পায়ের উপর গিয়ে উবুড় হোয়ে পোড়লেন, উভয় হস্ত দ্বারা চন্দ্রবদন ঢেকে চেঁচিয়ে বোলতে লাগলেন, "আমায় রক্ষা করুন, যা ভেবেছেন, আমি তা নই, নিষ্ঠুর কুটিল অদৃষ্টই আমায় এস্থানে উপস্থিত কোরেছে, তার উপর আবার মনুষ্যের জবরদস্তি দৌরাত্ম্য। আমি কারও কেনা বাঁদী নই, যে কার্য্য কোরে ধর্ম্ম রক্ষা পায়, এমন যে কর্ম্ম বোলবেন, আমি তা কোত্তে প্রস্তুত আছি, মহারাজ! আমায় রক্ষা করুন, আমার পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষা করুন, আমায় বাঁচান, আমায় রক্ষা করুন, আমার অপমান কোর্‌বেন না, আমার জাত-কুল নষ্ট কোর্‌বেন না, আমি পতিহীনা নারী, পতিগত আমার প্রাণ, লোকান্তরে গিয়ে সেই পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো প্রতিজ্ঞা কোরেছি, সে মানস যে পর্য্যন্ত সফল না হয়, পাপকর্ম্ম কোরে শরীর অপবিত্র কোর্‌বো না, আমার যে প্রতিজ্ঞা, তা শুনলেন, এখন আমার নিকটে আসতে চান, আসুন, যে মুহূর্ত্তে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়ে শরীর অপবিত্র হবে, সেই মুহূর্ত্তেই জলন্ত চিতানলে শয়ন কোর্‌বো, আর উঠবো না।" এই কথা বোলে যুবতী কোমর থেকে একটি শিশি টেনে বার্ কোল্লেন, তাতে যে পেয় ছিল, তার অর্দ্ধেক জলে মিশিয়ে তাঁর একটি শত্রুকে দেওয়া হয়, বাকী অর্দ্ধেক সেই শিশিতেই মজুত ছিল। অর্দ্ধেকটুকু মাত্র জলের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল বোলে অঘোর নিদ্রার ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়েছিল, বাকী অর্দ্ধেকটুকু নির্জ্জলা পান কোল্লে সাংঘাতিক হলাহলের ক্রম কোর্‌বে তার সন্দেহ নেই। শিশিটি বার কোরে যুবতী বোল্লেন, "ব্রাহ্মণ! আমি অবলা, দুর্ব্বল, নিঃসহায়, রাখলেও পারেন, মাল্লেও পারেন, আপনার কৃপার উপর ভরসা, আপনি যদি আমার মৃতদেহ দেখতে বাসনা করেন, আর তা দর্শন কোরে আপনার যদি আনন্দ জন্মে, তবে আমার নিকটে এগোবেন, নচেৎ এগোবেন না, যদি কথা না শুনে আসেন, এই বিষ খেয়ে প্রাণ ত্যাগ কোর্‌বো।" ব্রাহ্মণ নিস্তব্ধ, এক পদও অগ্রসর হোতে পাল্লেন না, যেখানে ছিলেন, সেইখানেই চিত্রপুত্তলীর ন্যায় স্থির রইলেন। তাই দেখে যুবতী মনে কোল্লেন, তবে তাঁর প্রার্থনা নিষ্ফল হয় নি, এক্ষণে তাঁর মনে সাহস হলো। বালা দুই হাঁটুর উপর দাঁড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উবুড় হোয়ে ছিলেন, সেই অবস্থায় থেকে পুরুষটির চেহারার দিকে একবার চক্ষু উন্নত কোরে চেয়ে দেখলেন। বালা দেখলেন, ব্রাহ্মণ চক্ষের জল মুচচেন, অশ্রুপাত দূর কোরে হাতখানি যখন সরিয়ে নিলেন, যুবতী তখন তাঁর মুখ দেখতে পেলেন, মুখখানি বেশ ঠাউরে ঠাউরে দেখলেন, দেখে মস্তক নত কোরে চক্ষু দুটি অবনত কোল্লেন, আবার একবার মস্তক উঁচু কোরে মুখখানি নিরীক্ষণ কোল্লেন। বালা এখন উঠে দাঁড়ালেন, সম্মুখস্থিত মূর্ত্তিটির উপর তাঁর শ্যামোজ্জ্বল আঁখি দুটি স্থির কোরে রাখলেন, তার পরেই যুবতী ব্রাহ্মণের কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পোড়লেন,—যাঁরে মৃত্যুর মধ্যে গণনা কোরেছিলেন, আজ সেই প্রাণপতি প্রিয়তমের কোলে গিয়ে বালা ঝাঁপিয়ে পোড়লেন!

যুবতীটি অন্য কেহ নয়, ইনি শিউরামের কন্যা জয়া, রঘুনাথের প্রাণপ্রতিমা, আর ঐ পুরুষটিও অপর কেহ নন, তিনি স্বয়ং রঘুনাথ, জয়ার প্রাণবল্লভ। ইঁহাদের প্রাণদানের মর্ম্মকথাগুলি ক্রমে ব্যক্ত হবে।

জয়া সকল লোককেই অবিশ্বাস কোত্তেন। যুবতী তাঁর নিজ চক্ষের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দানের প্রতি সন্দেহ কোরে রঘুনাথের কোল থেকে ছাড়িয়ে এসে পুনর্ব্বার অন্তর হোয়ে দাঁড়ালেন, বালার মনে ভয় হলো যে, হয় ত তাঁর ভ্রম হয়েছে, যাঁরে রঘুনাথ বোলে মনে কোরেছেন, হয় ত তিনি রঘুনাথই নন। ইনি কি যথার্থই তাঁর পতি? যিনি মরেছেন বোলে শোকাকুলা হোয়ে জয়া আর্ত্তনাদ কোরেছেন, ইনি কি যথার্থ

সেই রঘুনাথ? এই পুরুষটির মুখের দিকে আর তাঁর আকৃতির দিকে জয়া অনিমেষ-চক্ষে চেয়ে রইলেন, বালার চাউনীর ভঙ্গীতে জ্ঞান হতে লাগলো,তাঁর চক্ষু দুটি ঠিক্‌রিয়ে বেরিয়ে পড়ে বা! দেখ্‌লেন, অতি আশ্চর্য্য, অতি অলজ্যনীয় সৌসাদৃশ্য, রঘুনাথের অবয়বের সঙ্গে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তথাচ ইনি যে রঘুনাথ, সিটি কিন্তু নিতান্ত অসম্ভব, এই উৎকণ্ঠার সময় জয়ার মনে একটি অপূর্ব্ব ভাব আবির্ভূত হলো। বালা মনে কোল্লেন, ইনি রঘুনাথের জীবাত্মা, আমি যে সহমৃতা হইনি, আমি যে লোকান্তরে পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে অস্বীকার কোরেছি, তাই রঘুনাথ রাগত হোয়ে আমায় ভৎর্সনা কোরে আর আমার চরিত্রে কলঙ্ক কোরে দিতে এসেছেন। রঘুনাথ নাকি চিত্রপুতুলের ন্যায় নিস্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই জয়ার মনে ঐ সন্দেহ আরও পরিপক্ক হলো। বালা কম্পিত-কলেবর হোয়ে রঘুনাথের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। রঘুনাথও জয়ার ন্যায় বিস্ময়-স্তব্ধ হোলেন, স্বীয় পত্নীর পতিভক্তি আর প্রণয়ানুরাগ স্বচক্ষে দর্শন কোরে আহ্লাদে অভিভূত হোতে লাগ্‌লেন। ইতিপূর্ব্বে রঘুনাথকে শোনান হোয়েছিল যে, জয়ার কালধর্ম্ম প্রাপ্তি হোয়েছে, এক্ষণে সেই জয়াকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ কোরে প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় অচল স্তম্ভিত হোয়ে এক স্থানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। রঘুনাথ এক একবার কথা কবার চেষ্টা কোচ্ছিলেন, কিন্তু পাচ্ছিলেন না, আহ্লাদে উল্লাসিত হোয়ে সর্ব্বাঙ্গ অবশ হোয়ে গেছিল,রসনারও বাক্‌শক্তি ছিল না। বড় বড় অশ্রুবিন্দু রঘুনাথের পুরুষাকার গণ্ড বেয়ে গোড়িয়ে পোড়্‌ছিল, আর তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ঠক্‌ ঠক্‌ কোরে কাঁপছিল, জয়া সেগুলি নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। শেষে আর থাকতে না পেরে বালা এই কথা চেঁচিয়ে বোল্লেন, "যাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে আমি রোদন কোরেছি, তুমি যদি সেই রঘুনাথ হও তো কথা কও, একবার কথা কও, আমার নিদারুণ শোকদগ্ধ চিত্ত শীতল হোক, আমার বিচ্ছেদ-সন্তপ্ত হৃদয় স্নিগ্ধ হোক।" রঘুনাথ ঐ কথা শুনে জয়ার নাম উচ্চারণ কোরে বোল্লেন,"কে তুমি,জয়া?" জয়া আহ্লাদে উন্মত্তা হোয়ে, "হাঁ, আমি জয়া," এই উত্তর কোল্লেন, আর বোল্লেন, "এখন আমি নিঃসংশয় হোলেম, এখন নিশ্চয় জান্‌লেম যে, আমার পতি রঘুনাথের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি। তোমার সুমধুর কণ্ঠস্বরে আমার সকল সন্দেহ দূর হোয়েছে।" জয়া এই কথা বোলেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন কোরে আনন্দ-অশ্রুজল ফেল্‌তে ফেল্‌তে রঘুনাথের উদার, প্রসারিত, বিস্তার উন্মুক্ত, সুস্নিগ্ধ অনুরাগ-ক্রোড়ে পুনর্ব্বার ঝাঁপিয়ে পোড়্‌লেন। রঘুনাথ প্রণয়িনীকে কোলে পেয়ে বুকের মধ্যে চেপে রেখে, প্রেমরাগে মত্ত হোয়ে, অধরানুরাগের চিহ্নে বালার বিভা-বিকসিত কপোলমণ্ডল ঘন ঘন অঙ্কিত কোত্তে লাগ্‌লেন। তাঁর শ্যামল পদ্ম-আঁখি দুটি নিরশ্রু কর্‌বার নিমিত্ত রঘুনাথ অনেক যত্ন কোত্তে লাগ্‌লেন, পূর্ব্বে তিনি সেই দুটি নীলোজ্জ্বল নেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে কতবার আনন্দে বিহ্বল হোয়েছেন। "জয়া কেঁদো না, স্থির হও, শান্ত হও! বিধাতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোয়েছেন, আর তোমায় চক্ষের জল ফেল্‌তে হবে না।" রঘুনাথ এইপ্রকার মধুর-বাক্যে জয়াকে সান্ত্বনা কোত্তে কোত্তে অনুরাগে মত্ত হোয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আপনার বুক দেখিয়ে দিয়ে বোল্লেন, "জয়া! আর আমাদের বিচ্ছেদ হবে না,এই অনুরাগাসক্ত স্নেহময় হৃদয়ে তুমি আশ্রয় পেয়েছো, প্রাণ থাক্‌তে কখনই তোমায় সে আশ্রয়ে বঞ্চিত হোতে দিবে না।" জয়া মস্তক তুলে, মুখ উঁচু কোরে একটু হাস্‌লেন। বহু দিনের পর জয়ার মুখে আজ প্রথম হাসি বেরুলো, পতির মৃত্যুসংবাদ শুনে অবধি তাঁর বদনে কেউ হাসি দেখেনি। প্রাণপতির একখানি হাত ধোরে আস্তে আস্তে চাপ্‌তে চাপ্‌তে মধুর মৃদুমন্দ-স্বরে ভগবান্‌কে ডাকতে লাগ্‌লেন, আর যেন তাঁদের বিপদ্‌ না ঘটে,আর যেন তিনি পতিশোকে ব্যাকুলা হোয়ে পথে পথে ভেসে না বেড়ান, এই অভাবনীয় অকস্মাৎ মিলন হোয়ে তাঁরা যেন আজন্মের মতন সুখী হোলেন, তাই সকৃতজ্ঞ-চিত্তে গুরুদেবের নিকট স্তবস্তুতি কোত্তে লাগ্‌লেন।

রঘুনাথ দেওয়ানে চোলে গেলে যে যে কাণ্ড ঘটেছিল, জয়া অকপটচিত্তে সে সমুদয় আদ্যপূর্ব্বিক পতির কাছে বিবৃত কোল্লেন। রঘুনাথের মৃত্যুসংবাদ, ব্রাহ্মণের দৌরাত্ম্য বামনের দুশ্চেষ্টা, নাচ্‌নেওয়ালীদের সরহায়নী তাঁকে ঠিকে চাকরাণীর মত ব্যবহার করে, এই সকল বৃত্তান্ত একটি একটি কোরে আদ্যোপান্ত সমুদয় রঘুনাথকে শোনালেন, এক্ষণে অন্তঃকরণের ভার লাঘব হোয়ে জয়া প্রফুল্লরসে ভাসতে লাগ্‌লেন।

রঘুনাথ ঐ সকল কুটিল ষড়যন্ত্রের কথা শুনে রেগে লাল হোয়ে গেলেন। প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, যারা ঐ কুচক্রের অন্তর্গত হোয়ে মন্দচেষ্টা কোরেছে, তাদের সকলকেই ভালরূপ শিক্ষা দেবেন। জয়া পতির হস্ত ধোরে বোল্লেন, "প্রাণবল্লভ! তা কেন কোরবেন? তাদের যে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়নি, তাদের অনিষ্ট চেষ্টা যে নিষ্ফল হোয়েছে, সেই কথা তারা শুনতে পেলেই তাদের যথেষ্ট শাস্তি পাওয়া হবে, কিন্তু নাথ! আপনার মৃত্যু-বিষয় নিঃসন্দেহ হোয়েও আমি সহমরণে পরাঙ্মুখ হোয়েছি, প্রাণভয়ে সঙ্কুচিত হোয়ে সে পবিত্র ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিনি, এক্ষণে সে কথা স্মরণ হোয়ে আপনার কাছে মুখ দেখাতে কুণ্ঠিত হোচ্ছি. আপনার সঙ্গে কথা কইতেও লজ্জা বোধ হোচ্ছে, পোড়া প্রাণের যে এত মায়া, তা পূর্ব্বে জান্‌তেম না। আমার সম্মুখে যদি আপনার লোকান্তর-প্রাপ্তি হতো, তবে কেউই আমাকে ধোরে রাখতে পাত্তো না, টানা ছেঁড়া কোরেও বেরিয়ে পোড়তেম, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই শ্মশানে গমন কোরে একত্রেই চিতা আরোহণ কোত্তেম, তখন ইচ্ছা কোরে ব্যাকুল হোয়ে সেই চিতানলে জীবন আহুতি দিতেম। তোমার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করবার পর আমার মন যেন আমায় ডেকে বোল্লে, 'তুই আত্মঘাতিনী হোস্‌নে, রঘুনাথ বেঁচে আছেন।' প্রাণেশ্বর! যদিও অনুগমন কোরিনি সত্য, কিন্তু জীবিত থেকেও তুমি অভাবে যে সুখী হোতেম, সেটি যেন মনে কোরবেন না। নির্জ্জনে বোসে লোকের অসাক্ষাতে কতই আর্ত্তনাদ কোরেছি, নীরবে কতই রোদন কোরেছি, তোমার মৃত্যু-সংবাদ শুনে আমার অন্তঃকরণ শোকাভিভূত হোয়ে যেরূপ আকুল হোয়েছিল, গুরুদেবই তা জানেন, দেবতারাই তার সাক্ষী আছেন। এখনও তো আমার গিন্নী-বান্নীর মত অধিক বয়স হয়নি, এখনও আমার কাঁচা বুদ্ধি কি না, তাই বয়সের দোষে ভয়ে মহাপ্রাণী কেঁপে গেল যে, কেমন কোরে দগ্ধে দগ্ধে পুড়ে মোর্‌বো, প্রাণের প্রতি বড় মায়া হলো, মন আর কোন মতেই সে পথে যেতে স্বীকার কোল্লে না, আমার অন্তঃকরণ বাধা দিয়ে বোল্‌তে লাগল যে, কেন লোকের কথা শুনে সাধে সাধে পুড়ে মোর্‌বি। তাই সহমরণের প্রতি আমার কালঘৃণা হোয়ে দাঁড়াল, মনে মনে অনিচ্ছা হোয়ে পোড়ল, পুড়ে মর্‌বো বোলে অন্তঃকরণ যতই কাতর হোতে লাগল, ততই তাতে আমার অনিচ্ছা বাড়তে লাগলো, প্রাণপরীপ্‌সা ততই বৃদ্ধি হোতে লাগল। মোরোবা কিন্তু ততই উগ্রমূর্ত্তি হোয়ে বাক্যজ্বালা দিয়ে আমায় সাহস আর প্রবৃত্তি দেবার চেষ্টা কোত্তে লাগল, তার সে সময়ের কালমূর্ত্তি মনে হোলে এখনও আমার অন্তঃকরণ আতঙ্কে শিউরে উঠে। সহমরণ যাওয়া যদি পবিত্র ধর্ম্মই হয়, আমি যে প্রাণের মায়ায় সে ধর্ম্ম পালন করিনি, সে অপরাধ, নাথ! তুমি কি মার্জ্জনা কোর্‌বে না? বোধ হয় এক্ষণে আমার প্রাণপতি রঘুনাথ তার জন্যে দুঃখিত হবেন না।" এই কথা বোলে কোমলহৃদয়া সরলা জয়া রঘুনাথের মুখের দিকে চেয়ে এমনি একটু অমিয় ভঙ্গীতে ঈষৎ হাস্য কোল্লেন, দেখে জ্ঞান হলো, তাঁর ওষ্ঠাধর যেন অমৃতলহরী হোয়ে সেই হাসির হিল্লোলে নৃত্য কোত্তে লাগল। তৎকালীন বালা কেমন একটু মধুর ব্যগ্রোন্মত্ত চক্ষে রঘুনাথের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, বোধ হলো যেন, তাঁর নয়ন-পল্লবে অল্প অল্প হাস্যের হিল্লোল হোচ্ছে। রঘুনাথ তাঁর দুঃখের কথাগুলি শুনে কি উত্তর দেন, বালা তাই শোন্‌বার জন্যে কতই ব্যাকুলা হতে লাগলেন, চারু যুবতীর সেই অন্তর্ভাবে অবয়বটি তাঁর ভৌরুদৃষ্টি কোমল নয়নে বিকসিত কোত্তে লাগল। জয়ার কথা অবসান হোলে

আনন্দ-প্রফুল্লিত রঘুনাথ উচ্চকণ্ঠে বোল্লেন, "জয়া! তুমি আমার হৃদয়ের নিধি, তুমি আমার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-গগনের একমাত্র উজ্জ্বল তারকা, তুমি আমার হৃদয়-প্রান্তরের একমাত্র স্নিগ্ধ সরোবর, তুমি আমার জলহীন মরু-উদ্যানের একমাত্র হাস্যমুখী পরিমলবাহী ফুল, আমার বিষাদ-সন্তাপনাশিনী সুশীতল শ্যামল ছায়া। আমি তোমার স্নেহের প্রমাণ চাই না, আমার অদৃষ্টে যাই ঘটুক, আমার ভাগ্যে যাই থাক, তাই বোলে যে তুমি তোমার নবাঙ্কুরিত জীবন চিতা-শয্যায় ভস্মাবশেষ কোর্‌বে, এ বাসনা আমার কখনই নাই। দেবতারা আমাদের রক্ষা কোরেছেন, তাঁদের চরণে যদি শ্রদ্ধা থাকে, তবে যেন তাঁরা এইরূপ চিরকাল আমাদের আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেন।"

রঘুনাথ বারাণসী পরিত্যাগ কোরে তাঁর অদৃষ্টে কি কি দুর্ঘটনা ঘটেছে, পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল তৃপ্তির জন্যে সে বৃত্তান্তগুলি এক্ষণে অবগত করান কর্ত্তব্য। রঘুনাথ বাড়ী থেকে রওনা হোয়ে দেওয়ানে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলেন, সেখানকার ইজারাদার নাম মাত্র ইজারাদার, বলে তৎকালীন প্রকৃত রাজপ্রতিনিধি নায়েব, সেই ইজারাদার বলবন্ত রাও কর্ত্তৃক অভিযোগের ছল কোরে রঘুনাথকে কয়েদ করেন। বলবন্ত রাও রঘুনাথের জমীদারীর দাবিদার। এই অত্যাচার দেখে রঘুনাথের মনে অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। কিন্তু বিষয়ের জন্যে আর বাদানুবাদ না কোরে, সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁর মনে যা আছে, তাই হবে, প্রকৃত ব্রাহ্মণের ন্যায় এইরূপ ধৈর্য্যাবলম্বন কোরে জগদীশ্বরে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কারাগৃহে বন্দী হোয়ে রইলেন। বলবন্ত রাও যেন অন্যায় দাবি করে নি, সেই কথা রঘুনাথের মুখ দিয়ে কবুল কোরিয়ে লবার জন্য তাঁকে একখানা কাগজে দস্তখত কোত্তে অনুরোধ করা হয়, রঘুনাথ ঐ কথা শুনে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন, তাতে দস্তখত কোত্তে কোনো মতেই স্বীকার কোল্লেন না, সেই সূত্রে তাঁকে কয়েদ কোরে রাখা হয়। সৌভাগ্যবশতঃ বারাণসী থেকে হঠাৎ একটা হকুম জারি হয়ে, পূর্ব্বের ইজারাদার বরখাস্ত হোলো, তার স্থানে নূতন এক ব্যক্তি বাহাল হলেন। রঘুনাথ অবসর বুঝে সেই নূতন ইজারাদারের কাছে আপনার অবস্থা অবগত করালেন, আর জেলখানা থেকে মুক্তি পাবার জন্যেও প্রার্থনা কোল্লেন। নূতন ইজারাদার না কি সম্প্রতি বারাণসী থেকে এসেছিলেন, তিনি আসবার পূর্ব্বে শুনেছিলেন যে, জয়া তাঁর স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সহমৃতা হোয়েছেন। তাই রঘুনাথকে জীবিত দেখে সে ব্যক্তির অত্যন্ত বিস্ময় জ্ঞান হলো। শুধু তাও নয়, দেওয়ানে কয়েদ হোয়ে রয়েছেন! ইজারাদার তৎক্ষণাৎ রঘুনাথকে খালাসের হকুম দিয়ে দিলেন, আর তাঁরে নাচ দেখবার নিমন্ত্রণও কোল্লেন। ঐ নাচের মজলীসে ইজারাদার রঘুনাথকে বলেন যে, তাঁর প্রিয়তমা জয়ার মৃত্যু হোয়েছে! জয়া নাই শুনে রঘুনাথের মনে যে কি কষ্ট হলো, সে কথা বল্‌বার আবশ্যক নাই, পাঠক তা এমনিই অনুভব কোত্তে পার্‌বেন। রঘুনাথ সেই দণ্ডেই অবসর লয়ে সেই আমোদ-কৌতুকের, সেই হাস্য-পরিহাসের আসর থেকে উঠে চোলে যেতেন, কিন্তু পাছে তাঁর প্রাণদাতা বন্ধু, সেই আতিথ্যকর্ত্তা ক্ষুণ্ণ হন, সেই ভয় কোরে তা কোল্লেন না। রঘুনাথ বোসে আছেন, উদাসমনে, উদাস-দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখছেন, এমন সময় তয়ফাওয়ালীরা পৌঁছিল। তাদের দেখে রঘুনাথ বিস্ময়ে জড়ীভূত হোয়ে স্তম্ভিত হোয়ে পোড়লেন। কি অদ্ভুত, —কি আশ্চর্য্য কাণ্ড স্বচক্ষে নিরীক্ষণ কোল্লেন! রঘুনাথ দেখলেন, তাঁর সেই সহধর্ম্মিণী, যার অবধারিত মৃত্যুর বিষয় ইতিপূর্ব্বেই তাঁকে বলা হোয়েছে, তিনি অতি ম্লান, অতি বিষণ্ণ হোয়ে নাচনেওয়ালীদের মধ্যে সকলের আগে দাঁড়িয়ে! রঘুনাথ ইজারাদারকে কোন কথা না কোয়ে সেই বুড়ীকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লেন। বুড়ী সেই ইশারানুসারে তাঁর কাছে গিয়ে বস্‌লো। রঘুনাথ সেই নবীনা নর্ত্তকীর নিমিত্ত বেমোকা একশত টাকা বাতচুক্তি কোল্লেন, কুটনী বুড়ীও তখনি তাতে রাজি হয়ে জয়াকে,—ব্যাকুলাত্মা দুঃখিনী জয়াকে মজ্‌লিস থেকে উঠিয়ে সঙ্গে কোরে

নিয়ে গেল, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। রঘু-
নাথ যে এরূপ কৌশল অবলম্বন কোল্লেন, তার
তাৎপর্য্য এই, তাঁর পত্নীর প্রকৃত অবস্থা কি,
সেইটিই তাঁর অবগত হবার অভিপ্রায়। রঘুনাথ
দেখ্‌লেন, অপবিত্র হবার পক্ষে জয়ার অসম্ভব
আন্তরিক ঘৃণা, এত ঘৃণা যে, সে কথা মুখে ব্যক্ত
করা যায় না। তদ্ভিন্ন জয়া যারে পরপুরুষ মনে
করেছিলেন, সে ব্যক্তি যদি অপরিচিত অবস্থায়
তাঁর সতীত্ব নষ্ট কর্‌বার জন্ত বল প্রকাশ করতো,
তা হলে তিনি আত্মঘাতিনী হোতেন। স্বীয়
পত্নীর পবিত্রতা সম্বন্ধে সেই সকল নিঃসংশয়
নিদর্শন পেয়ে রঘুনাথ আহ্লাদে উন্মত্ত হোয়ে
পোড়্‌লেন।

জয়ার কুটীরে প্রবেশ কোরে তাঁর কানে
কানে শঙ্কর কি বল্লেন, এই পর্য্যন্ত পাঠক মহা-
শয়কে অবগত কোরে রাখা হয়েছে। বামন
বোল্লেন, "জয়া! আমার কথা তোমায় শুনতেই
হবে, আমি তোমায় বাঁচাতে এসেছি, তোমার
প্রাণ নিতে আসি নি। কিন্তু সহমরণ যেতে
তোমায় অবশ্যই স্বীকার কোত্তে হবে।"

জয়া মুখ তুলে, চোক মেলে চেয়ে দেখ্‌লেন,
যে কথা শুনলেন, তাতে যেন তাঁর বিশ্বাস
হোচ্চে না, এই ভাবটি বোধ হোলো। দুঃখিনী
জয়া বল্লেন, "মহারাজ! তবে রক্ষা পাব কেমন
কোরে?"

শঙ্কর বল্লেন, "আমার কথা অমান্য কোরো
না, যা বলি, মনোযোগ দিয়ে শোনো। চতু-
পার্শ্বের লোকেরা মনে কোর্‌বে, তুমি মহাসতী,
মন-প্রাণ পতির উপরেই সমর্পণ কোরেছো,
তুমি ঝাঁপ দিয়ে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্য-
স্থলে পড়বে, তাও সকলে দেখ্‌তে পাবে। সেই
সময় সেইখানে একখানি হস্ত প্রসারিত হয়ে
থাক্‌বে, সেই হস্তখানি তোমায় মৃত্যুর গ্রাস
থেকে উদ্ধার কোর্‌বে, অপরে কিন্তু তা লক্ষ্য
কোত্তে পার্‌বে না।" জয়া বোল্লেন, "আঃ!
আমার অদৃষ্ট! তাতে কি কোরে রক্ষা পাব?
ও কথায় প্রতি বিশ্বাস করি কি কোরে?"

দরজাটি বন্ধ আছে কি না, কি তার
আড়ালে থেকে বাহিরে কেউ কাণ পেতে
শুনছে কি না, তাই একবার ঘাড় ফিরিয়ে
চেয়ে দেখে শঙ্কর ফিস্ ফিস্ স্বরে বল্‌তে লাগ্-
লেন, "তবে মর্ম্ম-কথা বলি শোন, চিতা
সাজানোর ভার আমার উপরেই থাকে, লোকে
যে আমাকে কৃতান্তের স্বরূপ জ্ঞান করে, তাও
আমি জানি, কিন্তু বাস্তবিক আমি যে নিষ্ঠুর,
কি কারও কালের স্বরূপ নই, বরং লোকে
আমায় যা বিবেচনা করে, আমি যে ঠিক তারি
উল্‌টা, সেই কথা সপ্রমাণ কোত্তে আমার এখানে
আসা হয়েছে। যে গর্ত্তের মধ্যে চিতা সাজান
হবে, তারি মধ্যে একটি লোহার দরজা আছে,
লোকে কিন্তু সেটি দেখ্‌তে পায় না। আমার
বাসের নিমিত্ত মাটীর নীচে যে ঘর আছে, ঐ
অলক্ষ্য দরজা দিয়ে সেই ঘরে যাওয়া যায়।
যখন লম্ফ দিয়ে চিতার মধ্যে পোড়বে, সকলে
মনে কোর্‌বে, তুমি তোমার মৃত্যুমুখে পোড়্‌লে,
কিন্তু তুমি মৃত্যুমুখে না পোড়ে বরং প্রাণদান
পেয়ে পুনরায় যে সংসার আশ্রমে প্রবেশ
কোর্‌বে, সেটি প্রত্যক্ষ দেখাবার ভার আমার
উপরেই থাক্। সেই সময় তোমায় রক্ষা কর্‌বার
নিমিত্ত সেই অলক্ষিত লোহার দরজার বাহিরে
যে অনুকূল হস্ত বিস্তার আয়ত হোয়ে থাক্‌বে,
তুমি সন্দেহ কোরে সে হস্তকে অবিশ্বাস কোরো
না। সেই মৃত্তিকাগর্ভস্থিত গুপ্তগৃহে যেমন
প্রবেশ কোর্‌বে, অমনি তুমি প্রাণদান পাবে,
আর তোমায় জীবনের ভয় কোত্তে হবে না।
তার পর তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে চোলে
যেও। যে কথাগুলি বোল্লেম, খবরদার,
কেউ যেন তার বাষ্পও না জান্তে পারে,
মুখের বার কোল্লেই ভণ্ডুল পোড়্‌বে, সমস্ত
পরামর্শই মিথ্যা হোয়ে যাবে। তদ্ভিন্ন যদি
এ সমস্ত কথা প্রকাশ করো, তোমার আজন্ম-
কাল ব্রহ্মকোপে জ্বলে মত্তে হবে, আমি
তোমায় চিরকাল অভিসম্পাত কোর্‌বো।
জয়া! তোমার যদি ব্রহ্ম-শাপের ভয় থাকে,
তবে কদাচ এ সকল কথা মুখের বার কোরো
না, যদি করো, আজন্ম আমি তোমার কালের
স্বরূপ হোয়ে থাক্‌ব, আমার হাত থেকে তুমি
কখনই বেঁচে যেতে পার্‌বে না।"

জয়া নিস্তব্ধ হোয়ে বামনের কথাগুলি শুন্-
লেন। জীবনের আর চিতার মুখেই মুক্তি

থাকবে, প্রস্থান কোত্তে পারেই প্রাণটি রক্ষা হবে,—ভয়ঙ্কর নিষ্ফল মৃত্যু হতে প্রাণটি রক্ষা হবে। এরূপ অকারণ মৃত্যুকে—এরূপ নিকারণ আত্মহত্যাকে জয়া পাপ জ্ঞান কোত্তেন, বিশেষতঃ এরূপ নিষ্ফল মৃত্যুর শরণাগত হোলে তিনি যে রঘুনাথকে ফিরে পাবেন, তাও পাবেন না। ব্যাকুলপ্রাণা জয়া এক্ষণে কি উত্তর দেন, শঙ্কর তারই প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেন।

জয়া বোল্লেন, "মহারাজ! আচ্ছা, তবে ঐ কথাই স্থির।"—"আচ্ছা, তবে আমি এক্ষণে চোল্লেম, ভিড়ের মধ্যে আমায় দেখ্‌তে পেয়ে পাছে তুমি ভরিয়ে যাও, তা যেন যেও না, সেখানে আমায় থাক্‌তেই হবে। আর আর সকলের অপেক্ষা আমাকেই তুমি অধিক ব্যস্ত দেখতে পাবে। যা কিছু করা কর্ম্ম, তা আমাকেই কোত্তে হবে। কাঠে আগুন ধোরিয়ে প্রথম আমিই তোমার মাথার উপর ফেলে দেবো, কিন্তু সে সময় তুমি নিরাপদ্‌ হোয়েছো, প্রাণভয়ের পথ ছাড়িয়ে তখন অনেক—অনেক অন্তরে গিয়ে পড়েছো। জয়া! আমায় তুমি অবিশ্বাস করো না. চিতায় উঠে তার মধ্যে কি আছে, চেয়ে দেখো, তুমি যদি তোমার উদ্ধারের নিমিত্ত একখানি অনুকূল হস্ত প্রসারিত না দেখ্‌তে পাও, তখন নয় তুমি ফিরে এসো, বোলো যে, আমি আত্মঘাতিনী হবো কিন্তু এতাবৎকাল সতীদের যা যা কোত্তে হয়, তোমাকেও তা কোত্তে হবে। তুমি যে নিশ্চয়ই রক্ষা পাবে, তোমার ভঙ্গী কি চেহারা দেখে সে মর্ম্ম-কথা যেন প্রকাশ না পায়। আচ্ছা, তবে এক্ষণে আমি চোল্লেম।" এই সকল আশ্বাবাক্য প্রদান কোরে শঙ্কর ব্রাহ্মণদের শুভসংবাদ দিতে চোলে গেলেন।

শঙ্করের আশাবাক্যে বালা মুগ্ধ হোলেন বটে, কিন্তু ছাতের উপর থেকে চিতা আয়োজনের ভয়ঙ্কর আড়ম্বর দর্শন কোরে অন্তরে অন্তরে অবসন্ন হোতে লাগ্‌লেন। বালার এখনকার অবস্থা যথার্থই ভয়ঙ্কর, তা স্মরণ কোরে হৃৎকম্প হোয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। জয়ার মনে তখন এই সংশয় হোতে লাগ্‌ল, "বামনের কথা কি সত্য? তার কথার উপর কি অবলম্বন করা যেতে পারে? না আমায় ভুলিয়ে ফুসলিয়ে ফাঁদে ফেল্‌বার নিমিত্ত সে এই কৌশল কোরেছে?" যে মৃত্যুরূপ নদীর উপকূলে দাঁড়িয়ে কালের ভীষণ মূর্ত্তি চিন্তা করে, স্বভাবতঃ তার মনে এই সকল সংশয়, এই সকল আশঙ্কা স্বতই উপস্থিত হয়, আহ্বান কোরে আন্‌তে হয় না। শঙ্করের বল্‌বার ভঙ্গী, তার আকার-প্রকার, যেরূপে উদ্ধার করা হবে, তার কৌশল-প্রণালী, পূর্ব্বে যে সকল স্ত্রীলোক প্রথমত তাঁর ন্যায় সহমরণে অসম্মতা হয়েছিলেন, কিন্তু শেষে শঙ্কর গিয়ে বলবামাত্রেই তাঁরা সম্মতা হন, এই সকল বিবেচনা একত্র হোয়ে বিন্দু বিন্দু নির্ঝর-প্রপাতের ন্যায় বালার সন্দিগ্ধ অন্তঃকরণে ক্রমে ক্রমে শঙ্করের কথার প্রতি বিশ্বাস জন্মিয়ে দিলে। তাই জয়া এক্ষণে সুস্থিরচিত্ত হোয়ে সাহঙ্কার দাম্ভিক ব্রাহ্মণদের নির্লজ্জ প্রগল্‌ভ আহ্বানের প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেন।

শঙ্কর প্রতারণা কোর্‌বেন বোলে যে ভয় ছিল, এক্ষণে আর সে ভয় না, যেহেতু তাঁর কথায় বিশ্বাস জন্মেছে। তার পরিবর্ত্তে কিন্তু আর একটি নূতন ভাবনা এসে উপস্থিত হলো। প্রাণ যেন রক্ষা হলো, কিন্তু পরে কি গতি হবে? জয় যাবেন কোথায়? তাঁর দশাটা হবে কি? আর তো বারাণসীতে মুখ দেখাতে পার্‌বেন না, সেখান থেকে একাল আখেরের মত প্রস্থান কোত্তে হবে, তার পর এদেশ সেদেশ কোরে পৃথিবীময় ঘুরে ঘুরে বেড়াও আর কি। কত লোক কত প্রকার কু-কথা বোলে দুর্নাম কর্‌বে, অনেক অপমানও সহ্য কোত্তে হবে. তাই ভেবে বালা এক্ষণে অকূল সাগরে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন, বিবেচনা কোল্লেন, তবে তার চেয়ে পুড়ে মরাই ত ভাল, সেই ত উত্তম। যে জীবনে গঞ্জনা আর লাঞ্ছনা ভিন্ন কোন প্রকার প্রসাদ-গুণের প্রত্যাশা নাই. এমন জীবনে প্রয়োজন কি? তা শেষ কোরে ফেলাই কর্ত্তব্য। স্বভাবতঃ সকল জীবেরই প্রাণের প্রতি মায়া হোয়ে থাকে, তবে কারও কিছু অল্প, কারও কিছু অধিক হয়। প্রাণের প্রতি জয়ার অধিক মায়া হলো, আত্মরক্ষার প্রতি তাঁর বড় প্রবল

হয়ে উঠল, তাই বালা মনে মনে স্থির কোল্লেন যে, সাধে সাধে পুড়ে না মোরে আরও কিছুকাল জীবিত থাকবেন। বিশেষতঃ মোরোবা যেমন আড়ী কোরে তাঁর প্রাণের উপর আক্রোশ প্রকাশ কোচ্চে, তাই তিনি বিবেচনা কোল্লেন যে, পরমায়ু বৃদ্ধি কোরে সেই অপকারার্থী নৃশংস হিংসুককে নৈরাশ কোরবেন। তিনি প্রাণদান পেয়েছেন শুনে সেই পাপিষ্ঠ নারকী আপনার হিংসা-আগুনেই আপনি দগ্ধ হবে। আবার ভাবলেন, আমি যে জীবিত আছি, এ কথা সে জানবে কি কোরে? আমি ত আর বারাণসীতে মুখ দেখাতে পারবো না। তাই ভেবে বালা আবার ম্লান হোলেন। মোরোবাকে ছলনা কোরে নৈরাশ কোরবেন, তাঁর প্রাণদানেই নরাধমের উপযুক্ত শাস্তি হবে, পামর কোনো গতিকে না গতিকে অবশ্যই সে কথা শুনতে পাবে, শেষে এই বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হোয়ে জয়ার অন্তঃকরণে আহ্লাদের উদয় হলো, ঐ আহ্লাদপ্রবাহে অবগাহন কোরে বালার সন্তাপিত চিত্ত অনেক সুস্থও হলো। জয়া কিন্তু সে আহ্লাদ মনে মনেই চেপে রেখেছিলেন, বাহিরে তা প্রকাশ হোতে দেন নি। যুবতী চিতার উপর আরূঢ় হোয়ে, সতৃষ্ণদৃষ্টিতে মধ্যস্থলটি চেয়ে দেখলেন। ভয়ঙ্কর বিকট মৃত্যুর যে ভয় ছিল, সে ভয় এক্ষণে তিরোহিত হলো। একাকিনী বালা অন্তর থেকে নিরীক্ষণ কোরে দেখলেন, লোহার দরজাটি উদার মুক্ত রোয়েছে, তাঁরে ঘরে ভিতরে লয়ে যাবার জন্যে একজন কাফ্রিও হাত বাড়িয়ে আছে। শঙ্করের ইশারা পেয়ে জয়া সকলের সমক্ষে লম্ফ প্রদান কোরে চিতার মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, সেখানে যে কাফ্রি বালার প্রতীক্ষায় ছিল, সে সেই রমণীর কোমল মাধুরীকে কোলে কোরে লয়ে নীচে নেবে নির্ব্বিঘ্নে পাতাল-গৃহে চোলে গেল। শঙ্কর একটু অপেক্ষা কোরে থেকে মনে কোল্লেন, এতক্ষণে লোহার দরজাটি অবশ্যই বন্ধ হোয়েছে, তাই সকলের আগে চিতাকুণ্ডের মধ্যে জলন্ত কাঠ ঝুপ ঝুপ কোরে ফেলে দিতে লাগলেন। যারা যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, শঙ্করের দেখাদেখি সকলেই সেই প্রকার জলন্ত কাঠ লয়ে চিতার মধ্যে নিক্ষেপ কত্তে লাগ্‌ল। সে কথা পূর্ব্বেই একবার উল্লেখ করা হোয়েছে। শঙ্করের কাফ্রি দাস পতিহীনা তাপিতহৃদয়া যুবতীকে অগ্নির নিদারুণ কালগ্রাস থেকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা কোরে একখানি কৌচের উপর এনে তাঁরে বসালে, কৌচখানি বালার নিমিত্তে পূর্ব্বেই প্রস্তুত কোরে রাখা হয়। একটি শুভ্র শীর্ণ লোল বৃদ্ধা তাঁর সহচরী হলো। অলঙ্কারের পুটলিটি কৌচের নিকটেই অযত্নে পোড়ে ছিল, জয়ার বাসনা যে, সেগুলি তাঁর দৃষ্টিপথে না থাকে। অলঙ্কারগুলি তাঁর প্রাণপতি রঘুনাথের প্রদত্ত উপহার,—বিবাহ-রাত্রের প্রদত্ত উপহার, তাই সেগুলি তাঁর সুকোমল বিনোদঅঙ্গের রমণীয় ভূষণ ছিল,—সেই কথা এক্ষণে স্মরণহোয়ে বালা অশ্রুপ্রবাহে চক্ষু দুটি আপ্লাবিত কোল্লেন। জয়া স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে, অদৃষ্টে সুখ যা হবার, তা জন্মের মতন হোয়ে চুকেছে; এক্ষণে বেঁচে থাকা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, এক্ষণে অবশ্যই তাঁকে চিরবঞ্চিতা চিরদুঃখিনী হোয়ে এ পাপ-সংসারে কেবল কষ্টভোগ কোত্তেই থাকতে হবে। সেই বৃদ্ধা কিন্তু বারংবার আশাবাক্য প্রদান কোরে যুবতীর অপ্রসন্ন চিত্তকে প্রফুল্ল কর্‌বার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌ল। বুড়ী বারবার এই কথা বোলে বোঝাতে লাগল যে, "তোমার ভাবনা কি,ঘরে বোসে ঠাকুরাণী কোর্‌ছে, আমোদ-প্রমোদে থাকবে, তোমার কিসের দুঃখ? ছিঃ! অমন শশিমুখখানি আঁধার কোরে বোসে আছ কেন? দুটো কথা কও, হাসো, ফুল্লমুখী হোয়ে বেড়াও, তবে ত অমন চাঁদমুখের শোভা পায়,তুমি আদরিণী গৌরবিণী হোয়ে থাকবে, তোমার আবার ভাবনা?" বৃদ্ধা দেবীআবির্ভাবার ন্যায় ভবিষ্যদ্বক্তা হোয়ে ঐরূপ আরও কত কথাই বোলতে লাগ্‌ল। জয়া বোসে নিঃশব্দে শুনছিলেন, ইতিমধ্যে একটি গোপনীয় পথ দিয়ে শঙ্কর এসে উপস্থিত। যে দরজা দিয়ে শঙ্কর ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, তার চাবি তাঁর আপনার কাছেই থাকত, কোমরের গোটে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হতো। শঙ্করকে

দেখে বৃদ্ধা সেখান থেকে উঠে চোলে গেল, জয়ার অমনি আত্মাপুরুষ কেঁপে উঠল। তিনি দেখলেন, সে ঘরে সেই বিকট মূর্ত্তি বামন ভিন্ন কেউই নাই। শঙ্কর শচকিতা ব্যাকুলাত্মা জয়ার সঙ্গে এই আলাপ সুরু কোরে দিলেন, "জয়া! কোমলাঙ্গী! আমি কি প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোল্লেম না? তুমি কি নিরাপদ্ হোলে না? দেখ দেখি, আমার কতখানি ক্ষমতা, কেমন কৌশল কোরে তোমায় বাঁচিয়ে দিলাম, কেমন, দিইছি ত?"

সকম্পিতা জয়া বল্লেন, "হাঁ, তা দিয়েছেন সত্য, আপনি আমার যেরূপ উপকার কোল্লেন, আমি যে আপনাকে কি দিয়ে সন্তুষ্ট করুব, তা ভেবে স্থির কোত্তে পাচ্ছিনে।"

বামন বোল্লেন, "তুমি তা ভেবে স্থির কোত্তে পাচ্ছো না আচ্ছা, যা দিয়ে সন্তুষ্ট কোরবে, আমি নয় তা খোলাসা কোরে বোলে দিচ্ছি।" বামন এই সময় যুগল হস্ত প্রসারিত কোরে বোল্লেন, "এই যুগল বাহুর মধ্যে আইস, আবার কেঁচে, নূতন হোয়ে সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করো, এবার কিন্তু অক্ষয় সুখের সংসার, এবার তোমার সুখের শেষ নাই, সকলে তোমার দাস হোয়ে থাকবে, যখন যে অভিলাষ হবে, একবার ইঙ্গিৎ কোল্লেই হলো, মুখের বার হোতে না হোতেই তখনি তা পূর্ণ করবে। এখানে কিছুই অপ্রতুল নাই। জয়া! তুমি আমার হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথা, তোমায় আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি। এ পাতালপুরে আমার একাধিপত্য, তুমি এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা হোয়ে, আমার গৃহিণী, উপগৃহিণী, আমার সঙ্গিনীর মতন হোয়ে, বাস কোরবে।"

বিষণ্ণহৃদয়া জয়া এই অকস্মাৎ প্রস্তাবের সমুদয় কথাগুলি শুন্‌লেন, কোন কথারই উত্তর দিলেন না। শঙ্করের অসৎ অভিপ্রায় মনে কোরে আতঙ্কে অবসন্ন হোলেন, হস্তপদ আদি অবশ হোয়ে পোড়্‌ল। শঙ্কর জয়াকে অত্যন্ত পেড়াপীড়ি কোত্তে লাগ্‌লেন, তিনি যে কথা বোল্লেন, সে কথার জবাব দাও বোলে জেদ কোরে ধোরে বস্‌লেন।

নিরুপায়িনী জয়া ভয়ে কম্পিত হোতে হোতে শঙ্করের পদতলে পতিতা হোলেন, দুটি পা সবলে জড়িয়ে ধোরে তাঁর ইতিপূর্ব্বের কান্তিপ্রফুল্লিত সরাগ চক্ষুদুটি বামনের নীরস কর্কশ মূর্ত্তির দিকে একবার নিক্ষেপ কোল্লেন, বাসনা যে, মধুর কোমল বচনে পামরের হৃদয় মন্থন কোরে করুণা উদ্দীপ্ত করেন। বালার মুখ দিয়ে কিন্তু কথা সর্‌লো না, তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না। মুখের কথা মুখেই বিলীন হলো। প্রার্থয়িতার অবয়বে ঘোর মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়ার চিত্র অবলোকন কোরে যার প্রাণ কাতর হলো না, সে পাষণ্ডের অন্তঃকরণ অবশ্যই কঠিন, তার অন্তরাত্মা অবশ্যই দ্বেষ-হিংসায় পরিপূর্ণ। বামন কিন্তু সেই হতাশপূর্ণ অচঞ্চল চক্ষুদুটি অবলীলাক্রমে নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন। যে ওষ্ঠাধর শুদ্ধ একমাত্র রঘুনাথেরই পূজ্য পবিত্র ধন, সেই বিমল ওষ্ঠদুটি ঘন ঘন কম্পিত হোয়ে হৃদয়ের কথা ব্যক্ত কর্‌বার জন্য অনর্থক চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌ল, বামন তাঁর মুখেরদিকে তাকিয়ে অকাতরে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। শঙ্কর বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেন, যুবতী বজ্রের ন্যায় শক্ত কোরে পাদুটি জড়িয়ে ধোরে আছেন, কিন্তু তথাচ তাঁর সঙ্কল্প বিচলিত হলো না, শঙ্কর উচ্চস্বরে বোলতে লাগ্‌লেন, "ওঠো ওঠো, তুমি আমারই হবে বোলে শপথ প্রতিজ্ঞা কোরেছি, আর সেই জন্যেই প্রজ্বলিত হুতাশনের মুখ থেকে তোমার উদ্ধার করা হোয়েছে।"

এক্ষণে বাক্যস্ফূর্ত্তি হোয়ে ব্যাকুলিনী জয়া এই উত্তর কোল্লেন, "তবে আরও একটি চিতা প্রস্তুত করুন। কুরুক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত যত চিতা প্রজ্বালিত হোয়েছে, এ চিতাটির অগ্নি যেন সে সকলের অপেক্ষা ঘোর উগ্রমূর্ত্তি হয়, আমি ঐ চিতার মধ্যে নিমগ্ন হোয়ে, তার কাল-অগ্নিতে দগ্ধ হব। হায়! আমার এ পোড়া অদৃষ্টে যা ঘোটবে, তা দেখ্‌তেই পাচ্ছি, তার অপেক্ষা মৃত্যু অনেক গুণে প্রার্থনীয়। আমি বরং প্রজ্বলিত অনল-শিখাকে আলিঙ্গন কোর্‌বো, তাও বরং ভাল, তথাচ তোমাকে এ পবিত্র অঙ্গে কখনই গ্রহণ করবো না। ব্রাহ্মণ! আমার প্রতিজ্ঞা ত শুনলেন, তবে এখন আমায় নিষ্কৃতি

দিন, আমায় নিষ্কৃতি দিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা সফল করুন।"

বামনের মুখকান্তি ক্রোধে রক্তিমাবর্ণ হল, দুইচক্ষু আরক্তিম কোরে সাহঙ্কারে পীঠে একটা ধাক্কা মেরে জয়াকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বোল্লেন, "জয়া! আমি প্রতিজ্ঞা কোরেছি, আমি তোমার পতি হব. তোমায় লয়ে মনোভিলাষ চরিতার্থ কোর্‌বো। যে ক্ষণে তুমি আমার কৌশলচক্রে ধরা পোড়েছো, সেইক্ষণেই তুমি আমারি হয়েছো, তুমি এখন আমার বস্তু, আমার সম্পত্তি, আর কি তা নয় কোত্তে পারো, এক্ষণে তুমি নিরুপায়। আজকার রাত্রের মতন তোমায় অবকাশ দিলেম, যা ভাব্‌তে হয় ভাব, যা বিবেচনা কোত্তে আছে, বিবেচনা করো। কাল কিন্তু যখন সন্ধ্যার কৃষ্ণমূর্ত্তি চতুর্দ্দিক্ আবরণ কোর্‌বে, তখন আমার আগমন প্রতীক্ষা কোরে বিলাস-সজ্জায় সুসজ্জিত হোয়ে থেকো।"

এই সকল কথা বোলে সরলা বালাকে হুতাশ আর বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি কোরে রেখে শঙ্কর প্রস্থান কোল্লেন। বামনের ইঙ্গিত মতন সেই বৃদ্ধা অভাগিনী বন্দিনীর জলযোগের সামগ্রী এনে উপস্থিত কোল্লে। কারুরি প্রতি জয়ার বিশ্বাস ছিল না, তাই তিনি কোনো দ্রব্যই মুখে দিলেন না, কেবল গোটাকয়েক শুকনো ছোলামাত্র চিবিয়ে এক ঢোক জল খেতে চাইলেন। পিপাসায় তাঁর তখন আকণ্ঠ শুষ্ক হোয়ে গেছিল, ক্ষুধাতেও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড জলে উঠেছিল, তথাচ আহারের প্রতি তাঁর প্রবৃত্তি হলো না। একটা মেটে কলসীতে পুষ্পবাসিত সুশীতল জল রাখা ছিল, বুড়ী তা থেকে এক গ্লাস জল লয়ে সজল-নয়না জয়ার মুখের কাছে ধোল্লে. সেই এক গ্লাস জল পান কোরে জয়ার মহাপ্রাণী কতক শীতল হলো। অশ্রুমুখী বালা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "যে কাল বিড়ম্বনা আমার মুখ অপেক্ষা কোরে আছে, তা থেকে নিস্তার পাবার কি কোনো উপায় নাই? উদ্ধার হবার কি কোনো পথই নাই?" বুড়ী বোল্লে, "না, তার কোনো আশাই নাই, ব্রাহ্মণের প্রতি এত বিদ্বেষটা কেনো? তোমার কি প্রাণের মায়া নাই? আবার কি তোমায় ধরাধরি কোরে চিতার মুখে নিক্ষেপ করবার নিমিত্ত ঘরে ফিরে যেতে চাচ্ছো? তোমার কি পুড়ে মর্‌বার বড় সাধ? আপনি অত উতলা হবেন না, স্থির শান্ত হোয়ে থাকুন, আমার প্রভুর কৃত উপকার গুলি স্মরণ কোরে মন সুস্থির করুন, অনুরাগ-ডুরী দিয়ে মনপ্রাণ তাঁর স্নেহের সঙ্গে একত্রে বেঁধে রাখুন। শঙ্কর একটু পরেই ফেরে এসে আহারাদি কোর্‌বেন, এই দেখুন, আমি তার উদ্‌যোগ কোত্তে গেল্লেম।"

ছল ছল-নয়না জয়া পুনর্ব্বার একাকিনী হোলেন, কি কোরে সেই কারাগৃহ থেকে প্রস্থান কোর্‌বেন, তারই কৌশল চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন। বালা মনে মনে স্থির-সিদ্ধান্ত কোল্লেন যে, ব্রাহ্মণের শরীরে যদিও কখন দয়ার সঞ্চার হয়, এক্ষণে কিন্তু সে দয়া অন্তর্দ্ধান কোরেছে। ব্রাহ্মণ কামান্ধ হোয়ে যেরূপ উন্মত্ত হোয়েছে, তাতেই সে পথ অবরুদ্ধ হোয়ে পোড়েছে। জয়া স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেন, তাঁর অনুনয়-বিনয়ে কোন ফল দর্শিবে না। নিরুপায়িনী, নিগ্রহ-পীড়িতা, দুঃখিনী বিধবাদের মনের সংশয় পরাস্ত কোরে, শঙ্কর যে কেন তাদের পুড়ে মোত্তে প্রবৃত্তি দিতেন, বামনের কথা বেদবাক্য জ্ঞান কোরে ক্ষুদ্র দয় ব্রাহ্মণদের, কি লালসোন্মত্ত স্বজনবর্গের বাসনানুরূপ কার্য্য কোত্তে পতিহীনা অবলারা কেন যে স্বীকৃত হোতেন, সে সকল মর্ম্ম-কথা জয়া এক্ষণে পরিপাটীরূপে ব্যাখ্যা কোত্তে সমর্থা হোলেন।

বামনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে পরিণামে সেই সকল হতভাগিনী অবলাদের কিরূপ গতি হতো, জয়ার কোন উপায় ছিল না যে, সে সকল গূঢ় বৃত্তান্ত নিশ্চয়রূপে অবগত হন। হয় ত সেই সকল নিঃসহায়িনী দুঃখিনীদের অনাথা কোরে অকরুণ নিষ্ঠুর লোকালয়ে তাড়িয়ে বার কোরে দেওয়া হত। তার পর তারা প্রাণে মারাই পড়ুক, কি তাদের সমুদয় শোক-সন্তাপের সহভাগিনী এই গ্রন্থের বীরাঙ্গনার ন্যায় নৃসংশ-অবতার নির্দ্দয় দানবগণের করাল শীকার-মুখে পতিতই হোক, কারুরি তা জান-

বার প্রয়োজন ছিল না। ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ মহাপুরুষদিগের কথা অমান্য কোরে অমৃততারূপ পবিত্র সতীত্ব ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের ফল এক্ষণে প্রত্যক্ষরূপে অনুভব কোত্তে লাগ্‌লেন। অভাগা জয়া মনে মনে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হায়! আমি যদি অনুগমন কোত্তেম, তবে আজ অক্ষয় আনন্দ-ভুবনে রঘুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাত্তেম। কিন্তু কি পরিতাপ! অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান কোত্তে আমার সাহস হলো না, কেমন কোরে যে পুড়ে মর্‌বো, তখন আমার সেই ত্রাস হলো, বিশেষতঃ জীবিত শরীরে অনল সংলগ্ন কোত্তে প্রাণ আরও কেঁপে উঠ্‌ল, পুড়ে মোত্তে হবে বোলে আমার মহাপ্রাণী আতঙ্কে চমকে চমকে উঠতে লাগল। তখন এই বুদ্ধি হলো যে, জীবনের অঙ্কুর হোতে না হোতেই সে জীবন কি কোরে ধ্বংস কর্‌বো? আমার মনে তখন সেই মায়া প্রবল হলো, আমি যেন মনোদর্পণে সেই জীবন-মায়ার প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যক্ষের ন্যায় স্পষ্ট দর্শন কোত্তে লাগলেম, শুধু তাও নয়, কেমন কোরে পুড়ে মোর্‌বো, তাই ভেবে আত্মাপুরুষ শুষ্ক হোতে লাগল। যে জীবন এত যত্ন কোরে রক্ষা কোল্লেম, এক্ষণে কিন্তু তার সৌরভমাধুরীর আঘ্রাণে, তার অমৃত-রস আস্বাদনে বঞ্চিত হোয়ে কেবল তার কালকূট হলাহল পান কোত্তেই থাক্‌লেম। আমায় যে পাপস্পর্শ কোরেছে, এই শাস্তিই সেই পাপের দণ্ড। গুরুদেব আমার প্রতি বাম হোয়েছেন, আর কি তিনি কৃপা কোর্‌বেন? দেবতারা কি আমায় কটাক্ষ কোরে এই কথা বোলে উপহাস কোর্‌বেন না? 'তোর যেমন বাঁচবার সাধ, সে সাধ ত পূর্ণ হলো, এখন বেঁচে থেকে কত সুখ, তাই দেখ, তারই ভোগাভোগ এখন ভোগ কর'।"

জয়া এই সকল চিন্তায় ম্রিয়মাণা হোয়ে কোচের উপর অবসন্ন হোয়ে পোড়লেন। দুই চক্ষু দিয়ে বানের ন্যায় অশ্রুস্রোত বইতে লাগল, জয়া সেই অশ্রুজলে ভাস্‌তে লাগলেন। বালা স্ফীত চক্ষুদুটি মোচবার নিমিত্ত অঞ্চলের একটি কোণ যেমন হাতে কোরে তুলেছেন, সেই সময় রেসমের কোমরবন্ধনের নীচে শক্ত মতন কি একটা জিনিস হাতে ঠেক্‌লো। সেটি একটি শিশি, তাতে অজ্ঞান হবার দ্রাবক ছিল, ঐ শিশিটি তাঁর খুড়ী তাঁকে প্রদান করেন। সেই শিশির কথা স্মরণ হোয়ে একটি উদ্ভট ভাব জয়ার মনে তীরের ন্যায় প্রবেশ কোল্লে। যে অপকৃষ্ট ঘৃণ্যের কুটীরে তিনি বন্দিনী হোয়ে আছেন, এই শিশি সহায় কোরে সেখান থেকে কি প্রস্থান কোত্তে পারেন না? বামনকে কি তা পান করাইবার উপায় হয় না? কি পরিতাপ! বালার মনে ভয় হলো যে, এ কৌশল সুসিদ্ধ কোরে তোলা দুঃসাধ্য। জয়া নৈরাশ হোয়ে সে আশা পরিত্যাগ কোর্‌বেন, এমন সময় সেই বর্ষীয়সী আহারোপকরণ লয়ে সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে। মেজেতে একটি মাদুর পেতে তার উপর সেইগুলি রেখে দিলে। সেই দেবাশ্রিতা ভবিষ্যদ্বক্ত্রী বৃদ্ধা গৃহের মধ্যে কি কোচ্ছিলেন, জয়া আড়চক্ষে আড়চক্ষে তা নিরীক্ষণ কোত্তে লাগলেন। বালা দেখলেন, বুড়ী রূপার গ্লাস লয়ে সেই জালা থেকে এক গ্লাস জল পূরে খাবার পাশে রেখে দিলে, রেখে দিয়েই সে চোলে গেল, বোধ হয় আহার কর্‌বার নিমিত্ত শঙ্করকে ডাকতে গেল। জয়া সেই অবকাশে শিশিটি বার কোরে তার মধ্যে যা ছিল, চেকে দেখলেন। তাতে স্বাদ-গন্ধ কিছুই ছিল না, বর্ণটিও সাদা, সেইটি তাঁর দুঃসাহসী কল্পনাসিদ্ধির পক্ষে আরও সুপ্রতুল হলো। যুবতী তখন উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিতহস্তে শিশিটির অর্দ্ধেক পানীয় সেই জলপূর্ণ গ্লাসে ঢেলে দিয়ে মিশিয়ে দিলেন।

তার পরেই শঙ্করের পায়ের শব্দ, আর তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বুড়ীর হাত-ভাবের চলনধ্বনি প্রচার কোরে দিলে— তারা আগতপ্রায়, বালা তখন ফিরে গিয়ে কেবল কোচের উপর বোসেছেন। সেই শব্দ শুনে বালার মহাপ্রাণী চমকে চমকে উঠছিল, আর সর্ব্বাঙ্গ থর থর কোরে কাঁপছিল। জয়া ভাবলেন, ব্রাহ্মণ যদি সন্ধান পায় যে, এই কৌশল করা হোয়েছে, তবে মৃত্যু, কি তার অপেক্ষা আরও কিছু নিষ্ঠুর অমঙ্গল তাঁর অদৃষ্টে ধরাই রোয়েছে।

শঙ্কর ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে কোনো কথাবার্ত্তা না কোয়ে তখনি খেতে বোসলেন। খাবারগুলি খেয়ে সেই রূপার গ্লাসে যে পেয় ছিল, এক নিশ্বাসে শেষ কোল্লেন। জয়া নিশ্বাস চেপে আছেন, ভয়ে দম নিতে পাচ্ছিলেন না, চক্ষুদুটি তাঁর নিগ্রহদাতার উপর স্থির কোরে রেখেছিলেন, বামন স্বপ্নেও জান্‌তে পারেন নি, তিনি কি পদার্থ এক চুমুকে উদরে নিয়ে রাখ্‌লেন। শঙ্কর যা পান কোল্লেন, তার ক্রম তখনি প্রকাশ পায় নি, আমোদে প্রফুল্লিত হয়েছেন, মনে মনে মহা আনন্দ, আজ কি সু-প্রভাত আজকার দিনটে কি সুখেই অবসান হলো। শঙ্করের বাসনা যে, তাঁর লক্ষিত পাত্রী জয়া তাঁর ধূর্ত্তামিগুণের প্রশংসা করেন, আর তিনি বোসে বোসে সেইগুলি শ্রবণ করেন—তাই বামন বোল্লেন,—"তোমার গহনাগুলি লয়ে ভারি ঝকড়া কোচ্ছিল, কেমন জয়া! কোচ্ছিল না? কেমন চালাকি কোরে সেগুলি হস্তগত কোরেছি, আমার বাহাদুরি দেখেছো ত? কেমন চোকে ধূল দিয়ে ফাকি খেলেছি, কেমন কৌশল কোরে তাদের ঝকড়া মিটিয়ে দিলেম! আমি যা করি, তুমি কি তা ভাল বলো না? তোমার কি তা ভাল লাগেনি?"

জয়া বোল্লেন, "মহারাজ! আপনি যা করেন, তা ভালই করেন, আপনার কাছে অন্যায় অবিচার নাই।"

শঙ্কর বোল্লেন, "সে কথা সত্য—তাই বটে, আচ্ছা জয়া! তোমার কি বিবেচনা হয়? প্রতিবাসীর চেয়ে আমি মাথায় খাটো, কি আমি দেখ্‌তে কদাকার, তাই বোলে কি আমি আমোদ-প্রমোদ কোর্‌বো না? তাই বোলে আজন্ম থুবড়ো হোয়ে থাক্‌বো? আমার প্রাণে কি সাধ নাই, না সক্ নাই, আমার কি ফুল-বাবুর মতন ফুলফুলে হোয়ে বেড়াতে ইচ্ছা করেনা? না খোসপোসাকী হতে আমার সাধ যায় না? বামন হয়েছি বোলে কি আমার রূপ নাই বোলে আমি যেন মাথা বিক্রি কোরেছি, কি কারও যেন ধার কোরে খেয়েছি। লোকের অবিচারটা দেখো—সুখের আশায় কেন জলা-ঞ্জলি দেবো? দেবো কেন, গরজ কি? বেঁটে আছি আমিই আছি, রূপ নাই,—নাই, থাক্, তাই বোলে কি আমার বিলাসদ্রব্য সম্ভোগ কোত্তে ইচ্ছা হয় না? তাও কি একটা কথা? অবশ্যই হয়, আমার তা হোয়ে থাকে। তুমি কি মনে কোরেছো, আমি কাণা ছুঁচোর মতন বুকে হেঁটে হামাগুড়ি দিয়ে কেবল পোকা মাকড় ধোরে বেড়াই, আমার তেমন নীচ প্রকৃতি, তেমন লঘু চেষ্টা নয়, তুমি কি মনে কোরেছো, আমি কেবল জপ-তপ আর উপবাস কোরেই সন্তুষ্ট, না কেবল যাগ-পূজা কোরেই দিনপাত করি, না এ পাতালপুরে কেউ দোসর নাই যে, আমার সেবা-শুশ্রূষা করে? হাবী! তা নয়, আমার সে জপ-তপ সকলি মিথ্যা, সে কেবল বায়-চটক মাত্র। আমায় কুৎসিত দেখে, আমি কারও খোসামোদ বরামোদ করিনে বোলে আমায় কেউ মেয়ে দিতে চায় না। কারও বিবাহ-সমারোহে পুরবাসিনীরা আমায় দেখে আপনার আপনার ছেলে মেয়ে ঢেকে নিয়ে বেড়ায়, আমায় দেখ্‌তে দেয় না, এ কি কম দুঃখের বিষয়? হোক, আমি কিন্তু মনে মনে জানি, আমারও একদিন আছে, একদিন তাদের আমি হাতে পাব, আর তা পেয়েও থাকি। যাকে পেয়ে অন্য কারুরি দরকার হয় না, এ পর্য্যন্ত সেইরূপ দোসর পেয়েই আমি সন্তুষ্ট হোয়ে আসচে, এবার কিন্তু আমি আশার অতিরিক্ত কৃতার্থ হয়েছি, এবার একটি যুবতীও পেয়েছি, আবার তার অলঙ্কারও পেয়েছি, কেমন জয়া! পেয়েছি ত? কাল রাত্রে তবে আমরা বিবাহের ধুম আমোদ কোর্‌বো—তখন—"

এই কথার পর কি বোল্লেন, বোঝা গেল না, তখন তাঁর গলার আওয়াজ বোসে গিয়েছে, কথারও জড়তা হোয়ে এসেছে, ঘাড়টা বুকের উপর ঝুঁকে পোড়েছে। শঙ্কর উঁচু হোয়ে সিধেভাবে বস্‌বার চেষ্টা কোচ্ছিলেন, কিন্তু পাচ্ছিলেন না, পোড়ে পোড়ে যাচ্ছিলেন। তখন মাদক তার নিজ বিক্রম প্রকাশ কোরেছে, শেষে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হোয়ে শঙ্কর সেই মাদুরে পোড়ে নাক ডাকতে লাগলেন।

জয়া উঠে দাঁড়ালেন, একটি প্রদীপ মিট্ মিট্ কোরে জ্বল্‌ছিল, তার শিখাটি শঙ্করের চক্ষের উপর এক একবার নেবো নেবো হোয়ে, আবার একটু একটু তেজ কোরে উঠ্‌ছিল। শঙ্কর প্রদীপটি একবার উস্কেও দেন নি। এক্ষণে সকলে গভীর নিস্তব্ধ. যে দরজা দিয়ে শঙ্কর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন. সে দরজাটি ভেজান ছিল, জয়া আরও খুলে ফাঁক কোরে রাখ্‌লেন, কবাট দুবেলের কাঁচ কোঁচ শব্দ হওয়ায় জয়ার হৃদয় আতঙ্কে পরিপূর্ণ হল, পাছে শব্দ শুনে বুড়ী এসে উপস্থিত হয়, তা হলে বাপার প্রহার কপাল ঘোট্‌বে না। জয়া একটু কাণ খাড়া কোরে থাক্‌লেন, পাথরের যে সিঁড়ি নেবে এসেছে, তার দক্ষিণ দিক্‌কার কামরায় যেন কারও কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলেন, এইরূপ তাঁর অনুভব হলো। বালা প্রদীপটি হাতে কোরে লয়ে একবার চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেন, আবার যেখানকার প্রদীপ, সেইখানে রেখে আস্তে আস্তে অতি সাবধানে কতকগুলি ধাপ বেয়ে উঠলেন, তখন ঐ কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে লাগলেন, আরও ধাপ কয়েক এগিয়ে গিয়ে নিম্নের কথোপকথনগুলি তাঁর কর্ণমুখে ঝঙ্কার কোত্তে লাগল।

একটি স্বর বোল্লে, স্বর শুনে জয়া বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেন, সে সেই বুড়ীর গলার স্বর, স্বরটি বোল্লে, "এইবার আমাদের প্রভু একটি পরমা সুন্দরী হস্তগত কোরেছেন।"

তার সহচর বোল্লে, জয়া অনুভব কোল্লেন, সে ব্যক্তি সেই কাফ্‌রী দাসই হবে, "কেবল সুন্দরী নয়, নবযুবতীও বটে!"

"তবে ত তোমারি ভাল হলো, আমার মুনিবের যখন অরুচি হবে, তিনি ঘৃণা কোরে আর চাইনে বোলে যখন তারে বিদায় কোরে দেবেন, তখন সে তোমায় অনেক টাকা দিয়ে যাবে। বাবু! তোমার উপরি রোজগার দেখে আমার হিংসা হোচ্ছে।"

পুরুষটি বোল্লে, "হিংসা তোমার হয় সত্য। যদি দু'টাকার মুখই না দেখ্‌ব, তবে এত কষ্ট কোর্‌বো কেন? নির্জ্জিয়ে ভিতরে লয়ে আসা কম কষ্ট নয়, সে সময় যেন উড়ে গিয়ে পোড়্‌তে হয়। এই গর্ত্তের মধ্যে আজন্ম বাস কোত্তে হোচ্ছে, এখানে ত চন্দ্রসূর্য্যের মুখ দেখতে পাওয়া যায় না, তার উপর আবার এ দেশ সে দেশ টো টো কোরে ফিত্তে হয়, সুরূপা সুশ্রী মালগুলি অনেক কায়ক্লেশ কোরে বেছ্‌তে হয়, কেন না, সকলের সঙ্গে দরে বনে উঠে না, তাই তারে ঘাড়ে ঘাড়ে কোরে এ দেশ সে দেশ ফিত্তে হয়, তাতেও কি কম পরিশ্রম, আর কম ক্লেশ? আমি যে মাঝে মাঝে ভাল ভাল যুবতী ধোরে এনে দি, তার জন্যে বক্‌সিস বোলে অতিরিক্ত কিছু পেয়ে থাকি? এই দেখো, শেষবার আমায় আরঙ্গাবাদে ছুটে যেতে হয়েছিল, তাতে একশ টাকা বই পেলেম না. সে কি একটা পাওনার মধ্যে?"

"সত্যিই বাবু, তুমিও টাকার জন্যে খেটে মরো, আমিও টাকার জন্যে খেটে মরি। যার কথা বোল্‌ছিলে, শেষে সে স্ত্রীলোকটির ভাগ্যে কি হল?"

"পক্ষীগুলি একবার হস্তান্তর হোলে তারপর যে কার ভাগ্যে কি ঘটে, বাস্তবিক আমি তা বোল্‌তে পারিনে। তবে তুমি যার কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছো, তাকে একজন নবাব মোসলমানের কাছে বিক্রয় করা হয়, সহরে থাক্‌তে থাক্‌তেই শুনতে পেলেম, তার মাথাটা এক কোপে কেটে ফেলে দিয়েছে। নবাবের রমণীর মহলে অনেকগুলি সেকেলে পাকা ধাড়ি বাঁড় আছে, তারাই নাকি একটা মিথ্যা দুর্নাম তুলে দিয়ে ঢোল পিটে দিছিল।" বুড়ী হাহা কোরে প্রাণ ভরে একবার হেসে নিয়ে বোল্লে, "তবে এ ছুঁড়ীকেও তারই কাছে লয়ে যাও, তা হলে বড় রগড় উঠ্‌বে, সেবার ঠোকেছো, এবার কিন্তু জিতে যাবে, বস্. শোধেবোধ হোয়ে গেল।"

পুরুষটি বোল্লে, "তা যা হয় হবে, তোমায় এখনো ঝুঁটো নিতে ডাক্‌ছে না কেন? আমার ঘৃণাপিত্তি নাই জানো, পাতের ঝুঁটো পেলে বিমুখ হওয়া নাই।" "তা সত্যি বাবু, কিন্তু না ডাক্‌লে যেতে ভরসা হয় না।" তারপর বুড়ী কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ কোরে কি বোল্লে, জয়া তা শুনতে পেলেন না।

আর এখন কারও কথা শোনা যায় না,

উভয়েই নীরব। এইরূপ প্রশান্তভাবে খানিকক্ষণ থেকে সেই কাফরি দাস একটি হাই তুলে চেঁচিয়ে বোল্লে, "আচ্ছা, যদি খেতেই না পেলেম, তবে আর বোসে কি করি, যাই, শুই গিয়ে।" কাফরি তখন উঠে দরজা বন্ধ কোরে, স্থানটি পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ প্রেতভূমির ন্যায় নীরব নিস্তব্ধ হলো।

জায়া তাঁর পূর্ব্বগামী সংমৃতা রমণীদের অদৃষ্টের কথা শ্রবণ কোরে ভয়ে আড়ষ্ট হোতে লাগলেন। বিশেষতঃ সেই বুড়ী আর তার সঙ্গী সেই কাফরি পুরুষটি যেরূপ অম্লানবদনে পরস্পর বলা কহা কোল্লে, তাই স্মরণ কোরে জয়ার মহাপ্রাণী শুষ্ক হোতে লাগল। বালা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উৎকণ্ঠিত, আরও উদ্বিগ্ন হোলেন, ব্রাহ্মণের হস্তগত হোয়ে থাকলে তাঁর অদৃষ্টে বিস্তর জ্বালা যন্ত্রণার ভয় আছে, তাই তার হাত থেকে রক্ষা পাবার নিমিত্ত যুবতী অতিশয় ব্যাকুলিত হোলেন। সিঁড়ি থেকে নেবে এসে প্রদীপটি উস্কিয়ে দিয়ে বামনের কোমরে চাবি খুঁজতে লাগলেন, চাবিগুলি ঘুনসীতে বাঁধা ছিল, নিদ্রিতকে বিরক্ত না কোরে, চাবিগুলি আস্তে আস্তে খুলে লয়ে, সিঁড়ির দরজা বার-দিগ্ দিয়ে বন্ধ কোরে সেই অন্ধকূপ থেকে ছুটে বেরিয়ে পোড়লেন। বুড়ী যে ঘরে থাকে, সেইখানে একটু কাণ পেতে রইলেন, কাফরি ঘড়র ঘড়র শব্দে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে, বুড়ী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ কোরে নিশ্বাস ফেলছে, বালা কেবল তাদের নাসিকা-গর্জ্জনই শুনলেন, তা ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শুনতে পেলেন না। অর্থ ভিন্ন প্রাণ ধারণ করা অসাধ্য, জয়া সেই কথা পূর্ব্বস্মরণ কোরে আপনার অলঙ্কারগুলি হস্তগত কোল্লেন। বামন সেইগুলি পেয়ে কতই আস্ফালন কোরে আপনার বাহাদুরি দেখাচ্ছিলেন যে, কি চালাকি কোরেই সকলকে বঞ্চিত কোরেছেন। বালা প্রদীপটি হাতে কোরে সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্য্যন্ত এসে সেখানে দরজা বন্ধ দেখে তাঁর গতি রহিত হলো। সঙ্গে কিন্তু চাবি ছিল, সেই চাবি দিয়ে দরজা খুলে একটি ঘর দেখ্তে পেলেন, আকারে বোধ হলো, শঙ্কর দিবসে সেই ঘরে বাস করেন, ঐ ঘর পার হোয়ে জয়া আরও একটি ঘর দেখতে পেলেন, ঘরটির ভিতরের দিকে হুড়্কো দিয়ে বন্ধ করা ছিল। হুড়কোটি আস্তে আস্তে তুলে, নিঃশব্দে পাশের দিকে ফেলে রেখে দরজাটি খুল্লেন, খুলে দেখেন, একটা ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে এসে পোড়েছেন। কোন্ দিক্ দিয়ে বেরিয়ে সদর রাস্তায় পোড়্তে হয়, সে পথ জ্ঞাত না থাকাতে ভয়াক্রান্ত ভীতস্বভাবা জয়া আন্দাজে আন্দাজে সোজা সিধে পথ ধোরে চোল্লেন, যেতে যেতে পা বেধে পোড়ে গেলেন, সেখানে অনেকগুলি ভাঙ্গা থাম পোড়ে ছিল, জয়া তারি উপর পোড়ে গেলেন। অন্ধকার রাত্রি, অল্প অল্প হাওয়া চোলেছে, জয়া শীতলস্পর্শ কোরে অনেক সজীব হোলেন। এক্ষণে স্থির জানতে পাল্লেন, সদর দরজা বড় দূর নয়, তার নিকটেই এসেছেন। যেমন একটি কোণ ঘুরে আসবেন, দেখেন যে, পথের মধ্যে আলোর ছটা পোড়েছে, তাই দেখে একটু থম্কে দাঁড়ালেন, আবার পূর্ব্বের মতন অন্ধকার হওয়াতে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে চোল্তে লাগলেন। খানিক দূর এগিয়ে এসে দেখেন্, কালীদেবীর ভগ্নমূর্ত্তির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। একটি লোক দেবীর সম্মুখে বোসে পূজা কোচ্ছে, সে ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হোয়ে প্রণাম কোত্তে কোত্তে বিড়্ বিড়্ কোরে কি মন্ত্র পোড়ছে, পাশে একটি পাত্রে ধূপ-ধুনো ধরা রয়েছে, সেইগুলি এক একবার অল্প অল্প জলে উঠ্ছে, আবার নেবো নেবো হোচ্ছে। জয়া ত তাই দেখে ভয়ে সেইখানে বোসে পোড়্লেন, এগোবেন, কি পেছুবেন, তাই ভেবে অস্থির হোলেন। তার সুমুখে সেই পুরুষটির ভাবভঙ্গি বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্তে লাগ্লেন, সে ব্যক্তি মাথা তুলে উঠে এবার পূর্ব্বে সেই ধূপ-ধুনোর পাত্রে কতকগুলি কি গুড়ো ছড়িয়ে দিলেন, পাত্রটি তখনই সতেজে জলে উঠ্ল, সেই সময় সেই ব্যক্তি যেন মাথা উঁচু কোরে উঠে বোস্লেন ঐ আলো হিংসুক মোরোবার মুখের উপর এসে পোড়্ল, জয়া ত তারে দেখে পূর্ব্বেই ভীত হোয়েছিলেন, এক্ষণে কিন্তু মোরোবারও হৃৎকম্প আর আতঙ্কের

অবধি ছিল না। সে ব্যক্তি তাঁর ধূপদীপের আলোতে, আর জয়ার হাতে যে প্রদীপটি মিট্ মিট্ কোরে জল্‌ছিল, তার ক্ষীণপ্রভায় বালার আকৃতিটি স্পষ্ট চিন্‌তে পাল্লেন। মোরোবা স্থির জেনেছিলেন, জয়া দগ্ধ হোয়ে ভস্মাবশেষ হয়েছেন, তাই তাঁর নিতান্ত প্রতীত হলো, আকৃতিটি তাঁর হিংসাভাজন জয়ার অপচ্ছায়া। মানস পূর্ণ হোয়েছে বোলে সেই আহ্লাদে মোরোবা তখন সেই সংহারমূর্ত্তি কালীদেবীর অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাঁর স্তব-স্তুতি কোচ্ছিলেন, সেই ভয়ঙ্কর সময় জয়ার আকৃতি তাঁর নয়ন-পথে পতিত হলো। মোরোবা জয়ার প্রতি দ্বিতীয়বার চেয়ে দেখবার অপেক্ষা না কোরে, পুনর্ব্বার মস্তকটি মৃত্তিকার উপর রেখে, "দেবি! কৃপা করো, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমায় রক্ষা করো, আমার প্রাণদান দাও।" এই সকল উক্তি কোরে ভয়ঙ্কর বিকট চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন।

জয়াকে অকস্মাৎ দর্শন কোরে কুসংস্কারাপন্ন মোরোবার অন্তঃকরণের মধ্যে যা হোতে লাগ্‌ল, বালা সেটি বুঝ্‌তে পাল্লেন। সেখান থেকে আস্তে আস্তে চোলে এসে খিলাননির্ম্মিত সিংহদরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পোড়্‌লেন। যে চিতা জয়াকে ভস্মসাৎ কোরেছে বোলে লোকের মনে বিশ্বাস হয়েছিল, সে চিতার মুখ দিয়ে তখনও পর্য্যন্ত ধূম নির্গত হোচ্ছিল। দগ্ধাবশিষ্ট কাষ্ঠগুলি ইতস্তত ছড়িয়ে ছত্রাকার হয়ে রয়েছে, রাত্রের হাওয়া পেয়ে ছোট ছোট কাঠের গুঁড়িগুলি মধ্যে মধ্যে জলে উঠে অল্প অল্প আলোর ছটা প্রকাশ হোচ্ছিল, সেই আলোতে দূর থেকে পথিকেরা দেখ্‌তে পাচ্ছিল, ডোমেরা চিতার পাশে ঘুরে ঘুরে পোড়া কাঠগুলি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ঐ কাঠ লয়ে তারা রসুই করে। জয়া হাতের প্রদীপটি একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উলটমুখো হোয়ে ময়দানের উপর দিয়ে ব্যস্ত হোয়ে চোল্লেন, বালা মনে কোল্লেন, তবে আর ভয় নেই, তাঁরে কেউই দেখ্‌তে পাবে না। এক্ষণে বিস্তীর্ণ সংসারক্ষেত্র পথিক বিধবার অগ্রে উদার-বিস্তার রয়েছে। এক্ষণে কোন্ দিকে আর কোন্ মুখো পাদাবনত কোর্‌বেন, যুবতী তারি চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন। জয়া বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলেন, তিনি যেখানেই যান, সকল স্থানই তাঁর অপরিচিত আর সর্ব্বত্রেই অসম্ভ্রম অপমানের ভয় আছে। শেষে যেরূপে রঘুনাথের সঙ্গে সতীর সাক্ষাৎ-ঘটনা হলো, সে বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে পাঠকবৃন্দকে অবগত করান হোয়েছে।

রঘুনাথ আর জয়ার একান্ত প্রতীতি হলো যে, মোরোবাই যত নষ্টামির গোড়া, যে সকল কাণ্ড হোয়ে গেছে, মোরোবাই তার মূলীভূত, সেই হোতেই সমুদয় কুচক্রের সৃষ্টি হোয়েছে। যিনি সম্প্রতি দেওয়ানের ইজারাদার হোয়ে এসেছেন, হয় ত সে ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি বারাণসী চোলে আসতে হয়েছিল, তাই মোরোবার সুবিধা হয়ে উঠেনি যে, তারে ঘুস্ কবুল কোরে ক্রোধ-ভাজন রঘুনাথকে আরও কিছুকাল কয়েদ অবস্থায় রেখে দেয়, তাই হোক, কি সে নিশ্চয় জেনেছিল, জয়া নাই, তাই হয় ত বিবেচনা কোল্লে, এখন আর রঘুনাথকে আটক কোরে রাখায় ফল কি? মোরোবার কথা এই পর্য্যন্ত শেষ কোরেই রঘুনাথ বোল্লেন, "আর এখানে বিলম্ব করা নয়, চলো, যত শীঘ্র পারি, তাড়াতাড়ি বারাণসী চোলে যাই, সেখানে পৌঁছে সুবাদারের কাছে এই বিচারের প্রার্থনা কোর্‌বো যে, মোরোবা আমাদের উপর এই সকল অত্যাচার কোরেছেন, এক্ষণে আপনার কাছে নালীশবন্দী হোলেম, আপনি তার বিচার করুন।" রঘুনাথ বোল্লেন, "জয়া! যে গতিকে তুমি নিষ্কৃতি পেয়েছো, সে কথা আমি প্রকাশ কোত্তে চাই না। শঙ্করকে আর ভয় কোরে চোল্‌তে হবে না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে যা জানে, প্রাণান্তেও সে কথা প্রকাশ কোত্তে পার্‌বে না। আমি যদি তার অসদ্ব্যবহারগুলি প্রচার কোরে তার দুর্নাম কোরে বেড়াই, তা হোলে সেই হোক, কি তার বাপ মোরোবাই হোক, তারা যে তোমার নামে কত প্রকার কলঙ্ক রটিয়ে দেবে, তা এক্ষণে নিশ্চয় কোরে কে ঠাওরাবে, হয় ত তোমার চরিত্রে একটা দাগ চড়িয়ে দেবে, শেষে জাতি-কুল নিয়ে

টানাটানি পোড়বে। তুমি যে আমায় বোলে, মোরোবা তোমায় ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে দেখ্‌তে পেয়ে ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, এখন যদি তার বিশ্বাস হয় সে মূর্ত্তি তোমারি, তোমার জীবাত্মার নয়, তা হোলে সে নিঃসন্দেহ এই মনে কোর্‌বে, দেবতারা তোমায় রক্ষা কোরেছেন, আমি জীবিত আছি বোলে তাঁরা তোমায় আত্মবিসর্জ্জন্ কোত্তে প্রবৃত্তি দেন নাই, কি তাঁরা তোমার আত্মবিসর্জ্জন কর্‌বার পথ অবরুদ্ধ কোরেছিলেন। তাই তোমায় পরামর্শ দিচ্ছি যে, যা সত্য সত্যই ঘোটেছে, সেই কথাই প্রচার কোরে দিও, বোলো যে, একটি দেবহস্ত প্রসারিত হোয়ে অগ্নিমুখ থেকে তোমায় রক্ষা কোরেছে।

জয়া আজন্মকাল স্বামীর অনুগত, তাঁর অবাধ্য কখনই নন। শঙ্করের নাম কেন গোপন রাখা কর্ত্তব্য, তার মর্ম্ম তিনি বুঝ্‌তে পাল্লেন, তাই বোল্লেন, সে কথা অপ্রকাশ রাখ্‌বেন, কদাচ তা মুখের বার কোর্‌বেন না। তারপর সেই বৃদ্ধা স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন, সে পয়সার লোভে তখনি এসে হাজির হলো। রঘুনাথ বৃদ্ধার ছুকরীকে আপনার বিবাহিতা স্ত্রী বোলে দাবি কোল্লেন, ঐ কথা শুনে বুড়ীর হতজ্ঞান উপস্থিত। শেষে কিন্তু সে চীৎকার কোরে মহা গণ্ডগোল বাধাবার উদ্‌যোগ কোল্লে। বৃদ্ধা এই কথা বোলে গোর্জ্জে কোত্তে লাগ্‌ল যে, এরা চক্র কোরে আমায় প্রতারণা কোত্তে বসেছে, আমায় ফাঁকি দিয়ে ছুকরীকে যে হস্তগত কোর্‌বে, তারি চেষ্টা কোচ্ছে। রঘুনাথ বুড়ীকে অনেক ভয় দেখিয়ে বোল্লেন, সে যদি ওরূপ কোরে গোলমাল করে, তবে তাকে নূতন ইজারাদারের কাছে লয়ে যাবেন, সে যে জয়াকে আর জয়ার স্বর্ণালঙ্কারগুলি জোর কোরে আটক কোরে রেখেছে, তার জন্যে শাস্তি দিয়ে দিবেন, —আর এ কথাও বোল্লেন, সে যদি গোলমাল না কোরে সহমানে জয়াকে ছেড়ে দিয়ে চোলে যায়, তা হোলে তিনি গহনাগুলি ছেড়ে দেবেন, তার দাবি তিনি কোর্‌বেন না, অলঙ্কারগুলি ঐ বুড়ীরই হবে। রঘুনাথ এই ভয় আর আশা দেখিয়ে বুড়ীকে নীরব নিস্তব্ধ কোল্লেন। বুড়ী অনেক ভেবে চিন্তে শেষে সেই প্রস্তাবে সম্মত হোয়ে আপনার স্থানে চোলে গেল। বলবন্ত-রাওর সঙ্গে রঘুনাথের যে বিবাদ ছিল, নবাগত ইজারাদারের সালিসেতে রক্ষা হোয়ে রঘুনাথের পক্ষে মঙ্গল হলো। রাত্রি প্রভাত হোয়ে কিঞ্চিৎ বেলা হোয়েছে, সেই সময় রঘুনাথ আর জয়া বারাণসীতে যাত্রা কোল্লেন। পথের মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয়নি, সন্ধ্যাও হলো, আর তাঁরাও বারাণসী সহরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। রঘুনাথ জয়াকে অতি সংগোপনে কোরে তাঁর পিতার কাছে উপস্থিত কোল্লেন। জয়া যে আবার ফিরে আসবে, সেটি অতি অদ্ভুত দৈবাশ্চর্য্য, সেটি একান্ত অভাবনীয়, নিতান্ত অচিন্তনীয়। শিউরাম কন্যাকে পেয়ে আনন্দে উন্মত্ত হোলেন। অগাধ গভীর শোকের সঙ্গে অপরিমেয় আহ্লাদের বিনিময় হলো। আনন্দময় প্রফুল্ল উল্লাসে এত অকস্মাৎ স্ফূর্ত্তি হলো যে, শিউরামের পক্ষে সেটি সংঘাতিকপ্রায় হোয়ে উঠ্‌ল। শিউরামের সঙ্গে পরামর্শ কোরে পরদিবস রঘুনাথ সুবাদারের দরবারে চোলে গেলেন। তাঁরে দেখে সকলে বিস্মিত হোয়ে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সেই অবাক্ হোয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রঘুনাথকে দেখে সকলেই উঠে দাঁড়াতে লাগ্‌ল, তাদের মনে বিষম সন্দেহ হলো যে, রঘুনাথ মোরে আবার কি কোরে বেঁচে উঠ্‌ল। অনেক ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, ভাব্‌লে, হয় ত রঘুনাথ দানোই হোয়ে এসেছেন! রঘুনাথ কিন্তু মোরোবার দুর্নাম কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, সে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর নিমিত্ত কৌশলচক্র কোরেছিল, ঐ কথা বোলে সকলের ভ্রম নিবারণ কোল্লেন। সুবাদার তাঁর পারিষদদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তারা এই ফতোয়া দিলে যে, মোরোবা ব্রাহ্মণ জাতি, তাই সে হিন্দুর মামলায় অবশ্য অবধ্য এবং তাই তাঁকে স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেবের ন্যায়, পুণ্য পবিত্র-আত্মা বোলে হিন্দুদের জ্ঞান কোত্তে হবে। হতভাগ্য কাসীদের উপরেই সুবাদারের ক্রোধানল পতিত হলো, সেই ব্যক্তিই মোরোবার প্রতিনিধি হোয়ে বারাণসীতে প্রচার কোরে দেয় যে, রঘুনাথের পরলোক

হোয়েছে। কাসীদ যেখানে থাকে, খুঁজে বার কোরে, হাতে পায়ে বেঁধে, হাতীর পায়ের নীচে ফেলে, দ'লে মেরে ফেল্‌বার হুকম হলো।

জয়া জীবিতা হোয়ে পুনর্ব্বার ফিরে এসেছেন দেখে মোরোবার মহাপ্রাণী ত্রাসে কেঁপে উঠ্‌ল, সে ভয়ে থেকে নিষ্কৃতি পেতে না পেতে তার উপর পরোয়ানা ছাদের হলো যে, তাকে ৫০০০৲ টাকা জরিমানা দাখিল কোত্তে হবে, তদ্ভিন্ন আরও এই হুকুম হলো যে, তার সেই প্রতিনিধি কাসীদের দণ্ডপ্রাপ্তির সময় তাকে সেই বধ্যভূমিতে উপস্থিত থাকতে হবে। অনেক পেড়াপিড়িতে মোরোবা জরিমানার টাকাটি দাখিল কোরে সেই বধ্যস্থলে চোলে গেলেন। মুখটি নীরস, অতি ম্লান আর বিষণ্ণ হোয়ে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। সুবাদারের বাড়ীর সুমুখে অসঙ্গত ভিঁড়, দণ্ডপ্রাপ্তি দেখ্‌বার নিমিত্ত বিস্তর লোক সেইখানে একত্রে জমা হোয়েছে। পাপিষ্ঠ পামর কাসীদকে চেপে মেরে ফেল্‌বার নিমিত্ত যে বিরাটমূর্ত্তি পশুটি নিযুক্ত করা হোয়েছে, তাকে ঐ অগাধ জনতার সুমুখে উপস্থিত করা হলো। সহরের তামাম লোক একস্থানে জমা হোয়েছে, দেখে রঘুনাথ অবসর বুঝে আপনার পত্নীকে সেই স্থানে আনালেন, জয়া সেখানে উপস্থিত হোলে সকলে তাঁকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, তদ্ভিন্ন সহস্র লোক বালার সুমুখে সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হোয়ে প্রণিপাত কোত্তে লাগ্‌ল, তারা মনে কোল্লে, জয়া পূর্ব্বের অপেক্ষাও অতিরিক্ত দেবীত্বপদ পেয়েছেন!

শঙ্করের যেমন পূর্ব্বাপর রীতি-চরিত্র দেখে আসা যাচ্ছে, সেই প্রসিদ্ধ স্বভাব অনুসারে তিনি ঐ বধ্যস্থলে দর্শন দিলেন। জয়াকে দেখে দানোর ন্যায় দুই চক্ষু পাকিয়ে তাঁর দিকে কট্‌মট্‌ কোরে চাইতে লাগ্‌লেন, জয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হোয়ে একটু অন্তরে গিয়ে স্বামীর কুপিত নয়নের অন্তরালে লুকিয়ে রইলেন। শঙ্কর সেই বিরাট হস্তীটির সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর পিতা মোরোবা তাঁর পাশে অবস্থান কোচ্ছিলেন। কম্পিতকলেবর পাপিষ্ঠ দুরাশয় কাসীদকে ধরাধরি কোরে মাতঙ্গের পায়ে বেঁধে দেবার উদ্‌যোগ হোচ্ছে। শঙ্করের চিরকালই দানোর মতন প্রকৃতি, পাপস্বভাব হতভাগা কাসীদের বাঁচবার পথ না থাকে, তাই পাষণ্ড শঙ্কর ছুঁচের মতন আগা সরু একটা কাটী নিয়ে হস্তীটির শুঁড়ে ফুটিয়ে ফুটিয়ে দিতে লাগ্‌লেন, তার তাৎপর্য্য এই, সেই মহাদ্ভুত পশুকে রাগিয়ে দিয়ে আরও তারে উগ্র-অবতার কোরে তোলেন। হস্তীর ক্রোধ কিন্তু অন্যাভিমুখে প্রধাবিত হলো, সে ক্রোধ শঙ্করের উপরেই পর্য্যাপ্ত হলো। বিরাটমূর্ত্তি হস্তীটি শঙ্করের খোঁচাখুচিতে বিরক্ত হোয়ে, বিশেষতঃ এক ব্যক্তি অপরিচিত লোকের অপমানে মহা অভিমানী হোয়ে তার সেই বজ্র-তুল্য কঠিন শুঁড়টি উর্দ্ধে উত্থিত কোরে আর একপদ মাত্র অগ্রসর হোয়ে শঙ্করের অষ্টবক্র শরীরটি জড়িয়ে ধোল্লে, ধোরেই পাথরের উপর একটি নির্ঘাৎ আছাড়, সেই এক আছাড়েই শঙ্করের মাথার ঘি বেরিয়ে পোড়্‌ল। শঙ্করের গোঁয়ারতামির নিমিত্ত কেবল এই একটি মাত্র অনিষ্টপাত হোয়ে ক্ষান্ত হলো না, কেন না, মোরোবা শঙ্করের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, সকুপিত পশুটি তাঁর পীঠেও একটি দণ্ডাঘাত কোল্লে, মোরোবাও তখনি অজ্ঞান হোয়ে পোড়লেন, সকলে ধরাধরি কোরে ব্রাহ্মণকে সোরিয়ে তফাতে নিয়ে রাখ্‌লে। রঘুনাথ দেখ্‌লেন, যে দুই ব্যক্তি যথার্থ পাপী, যদিও তাঁরা মনুষ্যের হাত থেকে বেঁচে গেছিলেন সত্য, কিন্তু সেই সুচতুর বুদ্ধিমান্ পশুটির কোপ থেকে রক্ষা পেলেন না—এটি জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ কৌশল! মহানুভব পশুটি একটি মর্ম্মান্তিক নির্ঘাত প্রহারে দুরাশয়দের সমুদয় বুদ্ধিবল রসাতল কোল্লে, আর তাদের কুবুদ্ধিজাত দুষ্ট কৌশলের ফাঁদ পাত্তে হবে না, সে পথ জন্মের মতন ঘুচিয়ে দিলে। রঘুনাথ ঈশ্বরীয় কোপের প্রত্যক্ষ সাক্ষিস্বরূপ এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ কোরে সুবাদারকে বিস্তর অনুনয় কোরে বোল্লেন, "তিনি যেন কাসীদের জীবন-দান করেন, সুবাদার তাঁর সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য কোল্লেন না। মোরোবার কার্য্যোদ্ধারের প্রকৃত মূলাধার সেই দীন দুঃখী হতভাগা কাসীদ তাই

দেখে তাঁর প্রাণকর্ত্তা রঘুনাথের পায়ের উপর এসে পোড়ে দীনের ন্যায় অতি কাতর হোয়ে অজস্রধারে কৃতজ্ঞতার অশ্রুবারি ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন।

রঘুনাথ আর জয়া বেশ প্রীতিপ্রণয়ে সুখে-সচ্ছন্দে বাস কোত্তে লাগ্‌লেন। অনেকগুলি সন্তানও হলো, তাদের লয়ে মহা সংসারী হোয়ে পোড়্‌লেন। জয়া অনুমৃতা-সংক্রান্ত কোন কথা মুখের বার কোত্তেন না, পেটে পেটেই চেপে রেখেছিলেন। যোরোবা গজদন্তের আঘাত থেকে আর উদ্ধার হোতে পাল্লেন না। অনেক নাটিয়ে খাটিয়ে কয়েক মাস বেঁচে ছিলেন সত্য, কিন্তু মনের কষ্টে দিন দিন ম্লান আর অবসন্ন হোচ্ছিলেন। তারপর বিস্তর যাতনা পেয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে কেউই দুঃখিত হোয়ে আক্ষেপ করেনি। তাঁর বিশ্বাস অপহরণের বিষয়, আর তাঁর ঈর্ষাপূর্ণ প্রকৃতির কথা যাঁরা যাঁরা আজ্ঞাত হোয়েছিলেন, তাঁরা কেউই তার জন্যে ক্ষুব্ধচিত্ত হলেন না।

আমার ভাগ্যে সম্প্রতি যা যা ঘটেছে, আর এই গল্পের পরিশেষে যা যা শুনলেম, দুইই এক আকার জ্ঞান হলো। ঐ দুই ঘটনার মধ্যে পরস্পর বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। আমি কিন্তু তাই চিন্তা কোরে মনে মনে মহা দুঃখিত হোলেম। সেই ব্রাহ্মণের ন্যায় আমারও প্রিয়তমা নাচ্‌ওয়ালীদের হস্তে গেরেপ্তার হন। কিন্তু কি পরিতাপ! আমার সংসারযাত্রার পরিণাম কতই বিভিন্ন! না তাঁরে আমি উদ্ধার কোত্তে পাল্লেম,—না পত্নী বোলে বুকের উপর রেখে প্রণয়ানুরাগ দেখাতে পাল্লেম! তার পরিবর্ত্তে কোল্লেম কি? না, যুবতীর মৃতদেহ নিষ্ঠুর নিগ্রহদাতা, নির্দ্দয় প্রাণহন্তাদের হাত-থেকে ছিনিয়ে লয়ে তার কবর দিলেম—আমার প্রণয়ের এই মাত্র চরম ফল! হা করুণানিধান 'ল্লা! তোমার মনে কি এই ছিল? যতকাল বেঁচে থাক্‌ব, এ কথাটি আমার স্মরণ থাক্‌বে, এ ঘটনাটি আমার চক্ষের উপর মূর্ত্তিমান্‌ হোয়ে বিরাজ কোর্‌বে, সে সময়টুকু অমর হোয়ে চিরকাল আমার স্মৃতিপথে বিচরণ কোর্‌বে। সঙ্গীদের মধ্যে এক ব্যক্তি বোল্লে, "সম্প্রতি জয়পুরে কি তার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটি ঘটনা হোয়ে গেছে, জয়পুরবাসীরা অদ্যাপি সেই কথা পরস্পর বলা কহা কোরে থাকে। ঘটনাটা এই যে, নাচ্‌নেওয়ালীদের একটি ছুক্‌রী খুন হোয়েছে।"

আমি বোল্লেম, "সে মিথ্যা কথা, সে খুন হোয়েছে, সে ব্যক্তি দুরাত্মা খুনে নাচ্‌ওয়ালীদের লোক নয়।" সে লোকটি বোল্লে, "তা আমি জানি না, এই কথা শুনেছি যে, নাচ্‌নেওয়ালীদের সঙ্গে এক গাড়ীতে চোলে যাচ্ছিল।" আমি বোল্লেম, "তারে ধোরে কয়েদ কোরে লয়ে যাচ্ছিল।" সে লোকটি বোল্লে, "তা হোলেও হোতে পারে, শুনলেম, একটি যুবা তারে ছাড়িয়ে আনবার চেষ্টা কোরেছিল, সে ব্যক্তি মহা আস্ফালন কোরে তলোয়ার লয়ে ঘুরোচ্ছিল, ঘুরুতে ঘুরুতে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য কোরে যেমন তারে চোট্‌ মার্‌বে, সেই চোট্‌ তার গায় না লেগে সেই যুবতীর গায় লাগ্‌ল, তাতেই সে মারা পোড়্‌ল!"

আমি বোল্লেম—"এ কথাও মিথ্যা।"

সে বোল্লে, "বটে! তবে বোধ হয়, আপনি সে বিষয় ভালরূপই অবগত আছেন, বিষয়টা কি, অনুগ্রহ কোরে বলুন।"

আমি বোল্লেম, "আমায় ক্ষমা করুন, আপনারা যার কথা উল্লেখ কোচ্ছেন, আমিই সেই হতভাগা ব্যক্তি, আর সেই যুবতীটি আমারই বাগ্‌দত্তা পত্নী। নাচ্‌নেওয়ালীরা তাঁরে আমায় হস্তে সমর্পণ না কোরে বুকে ছোরা মেরে মেরে ফেলেছে।" এই প্রাণঘাতক হত্যার কথা সংক্ষেপে বল্লেম সত্য, কিন্তু সে কথা উত্থাপন হওয়ায় অতিশয় কাতর, অতিশয় ব্যাকুল হোয়ে পোড়্‌লেম। সঙ্গীরা আমার সেই বিষণ্ণ অবস্থা নিরীক্ষণ কোরে ভদ্রতাপূর্ব্বক অন্য গল্প এনে ফেল্লে।

একজন হিন্দু বোল্লেন—"আর সময় নাই, নচেৎ আমি একটি এরূপ গল্প কোত্তেম যে, তার কাছে নিষ্ঠুরতায় আর কঠিনতায় কি কুতুব, কি বারাণসীর ব্রাহ্মণগণ সকলেই পরাস্ত হোতেন। তথাচ আমায় কিন্তু একটি কথা বোল্‌তে হোয়েছে, আমাদের মুসলমান বন্ধু বারাণসীর

ব্রাহ্মণদের দুর্ব্বিহার দেখে তাঁদের পাপ-মূর্ত্তির যে অবয়ব চিত্রিত কোরেছেন, তাতে তিনি অতিরিক্ত তুলী টেনে অধিক উজ্জ্বল কোরেছেন। সত্য বটে, শাস্ত্রে রূপ আজ্ঞা নাই যে, অনুমৃতা হোতেই হবে, কিন্তু তা হলে কি হয়, এ ব্যবহারটি বহুকাল অবধি প্রচলিত হোয়ে আসিতেছে। ইটি যে শাস্ত্রসম্মত আর অতি পবিত্র ধর্ম্ম, সে বিষয় সকলকেই স্বীকার করা উচিত, বাস্তবিক সে কথাটি মিথ্যাও নয়। ইটি যে অতি পবিত্র ধর্ম্ম, সে কথায় কেউই না বোল্‌তে পার্‌বেন না। তাই কারও উচিত নয় যে, এক্ষণে সে প্রথাটি অবহেলা করেন।" কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে আমরা সকলেই সেই প্রথাটির নিন্দাবাদ কোরে হিন্দু-দের উপর দোষারোপ কোত্তে লাগ্‌লেম। দলের মধ্যে যাঁরা হিন্দু ছিলেন, তাঁরা তার পোষকতা কোত্তে লাগ্‌লেন। আমরা যদি অদ্যাবধি সে কথা লয়ে তর্ক কোত্তেম, তথাচ তাঁরা তার স্বাপক্ষতা কোত্তে ক্ষান্ত হোতেন না। তাই আর বিবাদ না কোরে, উঠে গিয়ে যার যে স্থানে শয়ন কোল্লেম, যার যে মত, তিনি তাই লয়েই অবস্থান কোল্লেন। প্রাতে উঠেই সেই হিন্দুটির তল্লাস কোল্লেম, তিনি ডেকানে যাবেন, সে কথা পূর্ব্বে আমায় বোলে রেখেছিলেন। আমিও না কি ডেকানে যাব, তাই দুজনে একত্র যাওয়াই স্থির হলো। রাস্তায় চোল্‌তে চোল্‌তে আমি তাঁরে বিস্তর সাধ্যসাধনা কোত্তে লাগ্‌লেম যে, সময় থাকলে যে গল্পটি আমাদের শোনাতেন বোলেছিলেন, সেই কাহিনীটি এক্ষণে আমায় অনুগ্রহ কোরে শ্রবণ করান। তিনি বোল্লেন, "তা শোনাতে বাধা কিছু আছে, তা নয় এবং আমার ইচ্ছাও আছে, সে কথাটি আপনাদের জ্ঞাত করাই, কিন্তু কথা এই যে, আমাদের বন্ধুবর সেই প্রাজ্ঞ মুসলমানটি যেরূপ ঝাড় বুটো কেটে, বেশ-বিন্যাস কোরে, নব রকম অলঙ্কার দিয়ে তাঁর গল্পটি সাজিয়েছেন, আমি কিন্তু সেরূপ পার্‌বো না। আমার কথায় ঝাড় বুটও নাই, বেশ-বিন্যাসও নাই, অলঙ্কারও নাই, অসজ্জিত, অশোভিত স্পষ্ট সরল কথায় গল্পটি চিত্র কোর্‌বো, তাতে যদি আপনারা সন্তুষ্ট হন ত বলুন।" আমি বোল্লেম, "আমি তাতেই সন্তুষ্ট হবো।" তখন তিনি এই বোলে সুরু কোরে দিলেন, "আদি গল্পটি বল্‌বার পূর্ব্বে, ঐ গল্প উপলক্ষে যে সকল লোকের প্রসঙ্গ কোত্তে হবে, তাদের জাতি-সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উল্লেখ কোরে রাখা আপনার পক্ষে সুবিধা হবে। পারসী নামে এক জাতি আছে, আপনি তা শুনে থাক্‌বেন, তারা পশ্চিম-ভারতবর্ষে বাস করে।" আমি বোল্লেম, "হাঁ, আমি তা জ্ঞাত আছি, সম্প্রতি আমি সেই দেশে গেছিলেম। ঐ পারসীদিগের আদ্য বিবরণ, আর তাদের অন্যান্য ইতিহাস জ্ঞাত হবার নিমিত্ত অনেক কষ্টও কোরেছি, সে বিষয় আমি যা অবগত কোরেছি, তা বোল্‌ছি, শ্রবণ করুন।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"হাসিলে না হাসে যেই কাঁদিলে না কাঁদে,
কার সাধ সেধে পড়ে তার প্রেম-ফাঁদে?"

গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইয়াজ-দেজেরদ্ নামে এক ব্যক্তি পারস্যদেশের অধিপতি ছিলেন। ইয়াজ্‌দ্ সহর তাঁর রাজ-পাট ছিল। সহরটি প্রকাণ্ড, বিস্তর লোকের বাস এবং সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় পরিপূর্ণ, তাই তৎকালীন অদ্বিতীয় সহর বোলে সর্ব্বত্রে পরিচিত হয়। ইয়াজ্‌দেজেরদের বিশ বৎসর রাজত্বের সময় একদল আরব ঐ দেশ আক্র-মণ করে। পারস্যাধি-পতি যুদ্ধে পরাস্ত হোয়ে পালিয়ে খোরাসানে প্রস্থান করেন, শেষ সেই দেশেই তাঁর পরলোক-প্রাপ্তি হয়। ইয়াজ-দেজেরদ সেই সসান বংশের শেষ সন্তান, তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন পারস্যদেশ-সাম্রাজ্যের চির অবসান হয়। ইয়াজ্‌দেজেরদের মৃত্যুর পর মুসলমানেরা সমুদয় দেশ একাধীন করে কোরে পারস্যবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক আপ-নাদের রাজ-ব্যবস্থা, আপনাদের রাজনিয়মের

অনুগত করে। তাতেও তারা ক্ষান্ত হয় নাই, পরমার্থ বিষয়েও তাদের শরণাগত হোয়ে চোল্‌তে হোয়েছিল। পরাভূতেরা আপনাদের প্রাচীন মত, প্রাচীন শাস্ত্রের অমর্য্যাদা কোরে মহম্মদ-প্রতিষ্ঠিত বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, মহম্মদ-প্রতিষ্ঠিত বিরুদ্ধ মত এবং মহম্মদ-প্রতিষ্ঠিত বিরুদ্ধ আচার-ব্যবহার গ্রহণ কোত্তে বাধ্য হয়। ধর্ম্মাভিমানে অভিমানী হোয়ে বিস্তর পারসী হিন্দুস্থানে আসিবার প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁরা বিবেচনা কোল্লেন, হয় ত হিন্দু রাজগণের আশ্রয়ে স্বধর্ম্মে থেকে নিরুৎপাত হোয়ে সুখে বাস কোত্তে পার্‌বেন। শেষে তাঁরা তাই কোল্লেন, সকলের অজ্ঞাতে নৌসরাই-য়ের নিকট গুজ্‌রাটের উপকূলে উপস্থিত হলেন। তথাকার রাজনবর অধিকারে স্থান প্রদান কোত্তে সম্মত হোলেন এবং স্বদেশের রীতি-পদ্ধতি মত স্বধর্ম্মে থেকে ব্যবহার-বাণিজ্য কোত্তেও অনুমতি কোল্লেন, কিন্তু অন্য অন্য প্রজার ন্যায় করদান কোরে রাজ-শাসনের শরণাগত হোয়ে থাক্‌তে হবে। আরও কতকগুলি পারসী কাম্বেতে উপস্থিত হোয়ে পূর্ব্বরূপ নিয়মের উপর বাস কোত্তে লাগ্‌লেন। এই সমস্ত দেশে এতকাল বাস কোল্লেন যে, ক্রমে তাঁরা আদি-জন্ম-বৃত্তান্ত প্রায় বিস্মৃত হোয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা দেশান্তরে না বাস কোরে মাতৃভূমি পারস্থানের অবস্থিতি কোরেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে শেষে বিদেশবাসীদের আলাপ পরিচয় হল, তাঁরা বিদেশী দলের পরিচয় পেয়ে চিন্‌তে পাল্লেন। সেই আদি পারস্থান-বাসীদের নিকট হিন্দুস্থানাগত পারসীরা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হোলেন। তাঁদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে যে আচার-ব্যবহার চোলে আস্‌ছে, সে সকল বিদেশস্থ পারসী পরিবারকে অবগত কোরিয়ে পরামর্শ দিলেন যে, তাঁরা যেন পূর্ব্বপুরুষের চির-আচরিত ধর্ম্মগুলি বিস্মৃত না হন।

পারসীরা অদ্বৈতবাদী, তাঁরা বলেন, একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, যিনি স্বর্গমর্ত্ত্যের সৃষ্টি কোরেছেন। জলপ্লাবন হোয়ে পৃথিবী রসাতলস্থ হয়, সে কথাও তাঁরা স্বীকার করেন। গোস্‌তাফ বাদসাহের আমলে বর্ত্ত-মান ধর্ম্মমত এবং বর্ত্তমান উপাসনাকাণ্ড পারসীদের মধ্যে প্রচলিত হয়। প্রাচীন পারস্থানের রাজাবলীর পর্য্যায়ক্রমে গোস্‌-তাফ ষোল পুরুষের রাজা। রাজনবর গোস্‌-তাফ অনেক আরাধনা কোরে, বিস্তর প্রয়াস পেয়ে প্রাচীন পারসীদের মধ্যে অগ্নি-উপা-সনা মতের সমর্থন করেন; পরকালের সদ্‌গতির নিমিত্ত অগ্নি-উপাসনা যে মহা আবশ্যক, সে কথার প্রতি কারেও সন্দেহ বা আপত্তি কোত্তে দিতেন না। অগ্নি-উপাসনার প্রতি গোস্‌তাফ রাজার কেন যে এত অগাধ ভক্তি জন্মিল, সে বৃত্তান্ত এস্থলে অনাবৃত কোরে দেওয়া উচিত। প্রবাদ আছে, চীন দেশে দীন-দুঃখী এক ঘর গৃহস্থ,—একটি পুরুষ, আর তাঁর স্ত্রী বাস কোত্তেন, তাঁরা অতিশয় ধর্ম্মাত্মা, পুণ্যশীল ছিলেন। বৃদ্ধ হোয়েছিলেন, তথাচ সন্তান জন্মেনি, স্ত্রীজন পুত্র-কামনায় বিস্তর দৈব-ক্রিয়াও কোরে-ছিলেন, ঐ সকল দৈবানুষ্ঠানের পর এক বৎস-রের মধ্যে তাঁর সন্তানের লক্ষণ হয়, পুরুষটি শুনে মহা আনন্দিত হোলেন। গর্ভসঞ্চারের সময় পত্নী একটি দুঃস্বপ্ন দেখে ত্রাসে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর যেন জ্ঞান হলো, কি তিনি যেন দেখ্‌লেন, স্বর্গে আগুন লেগেছে, চারজন ভয়ঙ্কর বিরাট অবয়ব রাক্ষস নিকটে এসে তাঁর পেটের ভিতর থেকে সন্তান বার কোরে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোত্তে উদ্যত হলো, এই সময় হঠাৎ একটি চারুমূর্ত্তি দীর্ঘকায় যোদ্ধা পুরুষ এসে দর্শন দিলেন, রাক্ষসেরা তাঁকে দেখে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে পালিয়ে প্রস্থান কোল্লে। স্ত্রী এই অদ্ভুত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্বামীকে অবগত করালেন, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই স্থির কোল্লেন, এই স্বপ্ন দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের হয় কল্যাণ, নয় অকল্যাণ হবে, মঙ্গলামঙ্গল দুয়েরি সম্ভাবনা আছে। একজন দৈবজ্ঞকে ডেকে স্বপ্নের কথা বলা হলো, সে গুণে এই ব্যাখ্যা কোল্লে।—

দৈবজ্ঞ বোল্লে, সেই দীপ্তিময় অগ্নিশিখা

একটি অদ্ভুত দৈববাণী, ঐ দেববাণী গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি প্রকাশ হোয়ে শেষে সমুদয় পৃথিবীতে সেই কথা প্রচার হবে। যে চার-জন রাক্ষস দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, তারা ঐ সন্তানের পরম শত্রু, তারা তাকে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা কোচ্ছিল, আর সেই চারু-আকৃতি, দীর্ঘকায় যোদ্ধা পুরুষটি স্বয়ং পরমেশ্বর, তিনি মধ্যবর্ত্তী হোয়ে রাক্ষসদের দুষ্ট অভিপ্রায় নিবারণ কোল্লেন। দৈবজ্ঞের মুখে ঐরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যা শ্রবণ কোরে মহাসন্তুষ্ট হোয়ে তাঁরা অন্তঃপুরে চলে গেলেন। স্ত্রী অল্পকালের মধ্যেই একটি পুত্রসন্তান প্রসব কোল্লেন। প্রবাদ আছে, ঐ শিশুটি উচ্চ হাস্যরব কোত্তে কোত্তে ভূমিষ্ঠ হোয়েছিলেন। পুত্রটির নাম জার্‌দস্ত অথবা জেজ্‌তুস্ত রাখা হল,—নামের অর্থ—হুতাশন-সখা; এ নাম রাখ্‌বার তাৎপর্য্য এই যে, সন্তানের জননী স্বপ্নে যে অনল দর্শন করেন, দৈবজ্ঞের ভাবী বাক্য অনুসারে ঐ অনল হোতেই তাঁর তত মঙ্গলের সম্ভাবনা হোয়েছে।

চীনসম্রাট এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ কোরে আপাদ-মস্তক কেঁপে গেলেন, পাছে তাঁর সিংহাসনের নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষা না হয়, তাঁর মনে সেই ত্রাস হলো। জার্‌দস্ত কি তাঁর উত্তরাধিকারীরা তাঁরে অপদস্থ কোরে সিংহাসন অপহরণ কোল্লেও কোত্তে পারেন, সম্রাট সেই ভয় কোরে গুপ্তচর দ্বারা সন্তানটির প্রাণ নষ্ট কর্‌বার চেষ্টা কোত্তে লাগলেন, কিন্তু সেই সকল প্রতিনিধিগণের পক্ষাঘাত হোয়ে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়, তারপর সন্তানটির ১৩ বৎসর বয়ঃক্রম যে পর্য্যন্ত না হোয়েছিল, সে পর্য্যন্ত কেউ তাঁর প্রাণের উপর হস্তারক হোতে চেষ্টা করে নাই। ঐ ১৩ বৎসরের সময় তিনি একবার পীড়িত হন। সম্রাট সন্তানটির অসুস্থতার কথা শ্রবণ কোরে চিকিৎসককে পারিতোষিকের প্রলোভন দেখিয়ে এই প্রবৃত্তি দিলেন যে, ঔষধের সঙ্গে কালকূট বিষ অজ্ঞাতে প্রদান করেন। জার্‌দস্ত কিন্তু তাঁর ব্যবস্থা গ্রহণ কোল্লেন না, তাঁকে তাঁর সম্মুখে যেতেও দিলেন না, সুতরাং সম্রাটকে পুনর্ব্বার নৈরাশ হোতে হোয়েছিল। বালকটি আরোগ্য হোয়ে পিতা-মাতাকে অনেক অনুনয় বিনয় কোরে বোল্লেন যে, তাঁরা তাকে পারস্যস্থানে লয়ে যান। বালক বোল্লেন, সম্রাটের কুচক্রের নিমিত্ত চীনদেশে তাঁর জীবনের নিরাপদ্ নাই। বালকও যেমন ভীত হয়েছিলেন, পিতামাতাদেরও তদ্রূপ ত্রাস হয়েছিল। তাই সকলের পরামর্শমতে পিতা-মাতা পুত্র সঙ্গে কোরে পারস্যস্থানে প্রস্থান কোল্লেন। সে দেশে যথাসময়ে পৌঁছে, গোস্তফার শরণগত হোয়ে, তাঁর আশ্রয়-ছায়ায় অবস্থিতি কোত্তে লাগ্‌লেন। গোস্তফা তখন তদ্দেশের পুত্র-দণ্ডধর রাজা। জারদস্তের পিতামাতা বাহুর বলে পরিশ্রম কোরে দিন-পাত কোত্তে লাগ্‌লেন। পুত্রটি জগদীশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন, আর অত্যন্ত নিষ্ঠমনে শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাতে লাগ্‌লেন, শৈশবাবস্থা হতেই তাঁর প্রবৃত্তি সেই দিকেই প্রধাবিত হয়। পারস্যস্থানের লোকেরা নিশ্চয় কোরে বলে, ঐ বালকটি বয়োবৃদ্ধি হোয়ে যৎকালীন প্রৌঢ় অবস্থায় পৌঁছিলেন, তখন তিনি একবার সশরীরে স্বর্গে গমন করেন, সেখানে নয় দিবস বাস কোরে, জেন্দাবেস্তা নামে ধর্ম্ম-পুস্তক সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট গ্রহণ করেন। পারসীদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত এক্ষণকার প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা নিয়ম ঐ ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে লিখিত আছে। স্বর্গীয় অনল, যাহা কস্মিন্ কালেও নির্ব্বাণ হবার নয়, সেই সময় সেই অনল তাঁকে প্রদত্ত হয়। তদ্ভিন্ন ঈশ্বর-অনুগ্রহ-রূপ অন্য অন্য নানা প্রকার উপহারও তৎকালীন তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল, সে সকল দৈব প্রসাদ পূর্ব্বে কখন কোন মনুষ্যই প্রাপ্ত হন নাই। পারসীরা এই অভিমান করেন না যে, জেন্দবেস্তা আজও পর্য্যন্ত অবিকৃত ভাবে প্রচলিত আছে, তাঁরা এই মাত্র বলেন, জেমাই নামক পণ্ডিত সম্প্রদায়ের কুসংস্কারের পরিবর্ত্তে যিনি অভিনব বিমল জ্ঞানের উপদেশ করেন, সেই জ্ঞানগুরু জেরা-ষ্টর ঐ জেন্দাবেস্তা হতে আধুনিক প্রচলিত

আচার ব্যবহার ও ব্যবস্থা সকল সঙ্কলন কোরে নূতন আকারে পুস্তক প্রস্তুত করেন।

পারসী ধর্ম্মসংস্থাপক সেই অপ্রসিদ্ধ আদি-পুরুষের বৃত্তান্ত এই পর্য্যন্ত মাত্র পাওয়া গিয়াছে। আমি নানা গ্রন্থ এবং নানা লিপি হোতে সেগুলি সংগ্রহ কোরেছি। অনেক পারসী আজও পর্য্যন্ত সে সকল বিষয় কিছু-মাত্র অবগত নয়। পারসীদিগের কুলাচার কুলধর্ম্ম-সংক্রান্ত নানা প্রকার পর্ব্বাহ নিয়মের নিম্নলিখিত বৃত্তান্তগুলি একটি প্রাজ্ঞ পারস্য কুলাচার্য্যের নিকট গ্রহণ কোরেছি। এক সময়ে ঐ পণ্ডিতবরের সঙ্গে আমার অতিশয় আত্মীয়তা জন্মে। তদ্ভিন্ন সামান্য পারসীদের মুখেও সে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ কোরেছি, তারা সাধ্যমত সেই সকল অনুসন্ধানের পথে আমার অবস্থিতি করায়।

পারসীদের ছয়টি মাত্র বাৎসরিক উৎসব, জগৎ সৃষ্টির স্মরণ করাই সে সকল সমারোহের একমাত্র উদ্দেশ্য। নৌরোজ,—বৎসরের প্রথম দিন, এই পর্ব্বাহ ভিন্ন অন্য কোন উৎসবে যে আপামর সাধারণে একত্র হোয়ে সমারোহ করে, সে কথা আমি কারও মুখে শুনি নাই। প্রতি মাসের প্রথম দিনও একটি পর্ব্বাহ, সিটি কিন্তু সকলে মান্যও করে না, আর সর্ব্বত্রে তার প্রচলনও নাই। প্রত্যেক পর্ব্বাহের পর পারসীরা পাঁচ দিবস উপবাসে অনুবন্ধন থাকে, অথবা শাস্ত্রমতে তাদের থাকা উচিত। পারসীদের সংস্কার আছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা এক একবার একটি নূতন সৃষ্টি কোরে পাঁচদিবস কোরে বিশ্রাম কোরেছিলেন, সেই কথা স্মরণ রাখ্‌বার নিমিত্ত ঐরূপ উপবাসের প্রথা চোলে এসেছে। উপবাসের সময় দিবারাত্রির মধ্যে কেবল একটিবার মাত্র ভোজনের বিধি আছে।

বৈশ্বানরই পারসীদের প্রধান বাহ্যিক উপাস্য দেবতা। তার তাৎপর্য্য এই, পারস্যবাসীরা বলেন,—তাঁদের শাস্ত্র-বিধানকর্ত্তা জারদস্ত স্বর্গ হতে ঐ অনল আনয়ন করেন। তাদের আতশ কাংবতে,—অর্থাৎ অনল-প্রতিষ্ঠিত গৃহে দুটি আগুন প্রতিনিয়ত প্রজ্বলিত থাকে। তার মধ্যে একটি আগুনের নিকট যে সে সকলেই গমনাগমন কোত্তে পারে। আতশ বাহারাম নামে যে আগুন অনল-মন্দিরের অতি নির্জ্জন পবিত্র কোণে সংগোপনে রক্ষিত আছে, সে স্থলে ডিস্‌টুরী অর্থাৎ প্রধান কুলাচার্য্য ভিন্ন আপামর সাধারণের গমন কর্‌বার আদেশ নাই। ঐ অগ্নিকে সূর্য্যের মুখাবলোকন কোত্তে নাই, তাই অতি সাবধান সতর্ক হোয়ে মন্দিরের ছিদ্রাদি অবরুদ্ধ কোরে রাখা হয়, যেন রবিকিরণ সে ঘরে কোনমতেই প্রবেশ কোত্তে না পায়। পারসীরা কথায় কথায় এই শ্লাঘা করে যে, গুজরাট দেশের অন্তর্গত নৌসরাই নামক একটি স্থানে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরের মধ্যে দুই শত বৎসর ব্যাপিয়া একটি অগ্নি একভাবে প্রজ্বলিত হোয়ে রয়েছে, এতকালের মধ্যে একটি দিনের নিমিত্তও সে আগুন নির্ব্বাণ হয় নাই। কিন্তু বোম্বেতে সর্ব্বশেষে যে অনল-মন্দির নির্ম্মিত হয়, ঈয়াজদ্ নামক স্থানের পবিত্র বেদীর কিঞ্চিৎ অনল স্বর্ণময় ধূপদানের মধ্যে রেখে বোম্বেতে নিয়ে ঐ মন্দিরে প্রজ্বলিত করা হোয়েছে। সমুদ্র-পথের বিপদ্ আশঙ্কায় না পোড়্‌তে হয়, সেইজন্যে স্থলপথ দিয়ে ঐ অনল নীত হয়েছিল। অনল-অর্চ্চনার প্রণালী এইরূপ, যদি দৈবগতিকে পবিত্র অনল-শিখা কখন নির্ব্বাণ হয়, তবে হয় হারবুল—পুরোহিত,—নয় ডিস্‌টুরী,—প্রধান কুলগুরু, ইহাঁদের মধ্যে যে কেহ তৎকালীন উপস্থিত থাকেন, তিনি অপর অপর লোকের সঙ্গে একত্রে ১০ হস্ত অন্তরে বৈশ্বানরকে ঘেরে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে অপরাধ মার্জ্জনার প্রার্থনা করেন। অনলের প্রতি পারসীদের অগাধ গৌরব, অগাধ ভক্তি এবং অগাধ শ্রদ্ধা, এমন কি, আপনাদের গৃহদাহকালে অগ্নিনির্ব্বাণের কোন প্রয়াসই পায় না, অথচ তাদের হোয়ে অপর কেউ যদি সেই উপকারটি করে, তার কাছে তারা চিরবাধিত হোয়ে থাকে। গই বিশেষও সূর্য্যের আর সমুদ্রের আরাধনা

করে। রোথেতে তারা সায়ংকালে গড়ের-মাঠে একত্রে জমা হোয়ে, এ তার কাছে, সে এর কাছে, এইরূপ পরস্পর মাথা হেঁট কোরে আহ্নিক কর্‌বার ন্যায় ঈশ্বর-উপাসনা কোত্তে দেখা যায়। সেই সময় তারা হড়-বড় কোরে এত তাড়াতাড়ি উপাসনা-মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করে, দেখে বোধ হয় যেন, তাদের মুখ দিয়ে খই ফুটছে। এই উপাসনার নাম কেজ্‌রেমে।—চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে মন্ত্রগুলির আবৃত্তি কোত্তে হয়, সূর্য্য বা সমুদ্রের সম্মুখেও আবৃত্তি কর্‌বার নিষেধ নাই। পারসীদের বিবাহ-প্রথা পাঁচ প্রকার। প্রথম প্রথার নাম শাদ্‌সান্।—এই প্রথানুসারে শৈশবাবস্থায় সন্তানদের বিবাহের সম্বন্ধপত্র হোয়ে আদান প্রদানের কথা স্থির হোয়ে থাকে, আমাদের বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় কজেরসোৱা।—স্ত্রী বা স্বামী বিয়োগ হলে পুনর্ব্বার বিবাহের প্রথা। তৃতীয় খোদে-সারাসান।—অর্থাৎ স্ত্রী আপনার অভিমত অনুযায়ী স্বামী মনোনীত করেন, আমাদের মধ্যে এ প্রথাকে ইচ্ছা স্বয়ম্বরা বলে। চতুর্থ একসান্ অর্থাৎ বালক বালিকার মধ্যে পরস্পর বিবাহের কথা স্থির হোয়ে বিবাহ হবার পূর্ব্বে এক পক্ষের মৃত্যু হয়, সেই সময় এই প্রথা আছে যে, অপরের কন্যা বা পুত্র হোক, সেটি ঘটনাক্রমে যখন যেমন আবশ্যক হয়, তার সঙ্গে সেই মৃত ব্যক্তির পরিবর্ত্তে বিবাহ দিতে হয়। পঞ্চম সিটারসন,—পিতার পুত্র-সন্তান অভাবে দৌহিত্রকে দত্তকপুত্র কোরে আপনার ঔরসজাত পুত্র জ্ঞানে বিবাহ দেওয়া। হিন্দুদিগের ন্যায় তাদের বিবাহ-প্রণালী তত দীর্ঘ বা তত বিরক্তিজনক নয়। কন্যাকর্ত্তা আর বরকর্ত্তা, এই উভয় পক্ষের মধ্যে যারাই হোক, এক ব্যক্তির বাড়ীতে এক আসনে বর আর পাত্রী একত্র হোয়ে বসেন, উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজন এবং উভয় পক্ষের পুরোহিতেরা সেখানে উপস্থিত থাকেন। যুবক যুবতীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁরা বিবাহ কোত্তে সম্মত আছেন কি না? বর-কন্যাকে বল্‌তে হয়, "হাঁ, আছি।" এই উত্তর দিয়ে তারা বিবাহ স্বীকার কোল্লে, পুরোহিত উভয়ের হস্ত একত্রে সংলগ্ন করেন। তারপর পুরুষটি কন্যাকে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ দান কোরে পরিণয়-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেন। যদি অর্থের সৌষ্ঠব থাকে, কন্যার পিতা-মাতাও যথাসাধ্য যৌতুক প্রদান কোরে থাকেন। স্বজনবর্গেরা কিছুই দেন না। আট দিবস পর্য্যন্ত বিবাহের সমারোহ থাকে। একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হোলে তার নামে পুরোহিত কালাকাল আর গ্রহাদির গণনা কোরে তার জন্ম-পত্রিকা লিখে দেন। তারপর প্রসূত সন্তানের নামকরণ করেন, তৎপরে সেই সন্তানটিকে পবিত্র অনল-মন্দিরে লয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তার মুখের মধ্যে এক-বিন্দু জল প্রদান কোরে পুরোহিত এই বর দেন যে, ঐ জলবিন্দু যেন সন্তানের সমস্ত পাপ বা অনাচার পরিষ্কার কোরে দেয়। তার-পর একটি ডালিমের পাতা তার ঠোঁটের উপর রেখে দিয়ে আবার পূর্ব্বের মতন বর-প্রদান করেন। তৎপরে শিশুটিকে স্নান করিয়ে সদের নামে একটি ছিটের আঙরাখা পরিয়ে দেন, ঐ আঙরাখাটি কোমর পর্য্যন্ত নেমে পড়ে। আঙরাখার উপর কুস্তী নামে একটি কোমরপটি বেঁধে দেওয়া হয়, বন্ধনীটি উট-লোমজাত, পুরোহিতকে স্বহস্তে বুন্‌তে হয়, আর আলগ্‌ কোমরে বেঁধে দিতে হয়। এই সন্তানটি পারসী ধর্ম্মের একান্ত ভক্ত, আর একান্ত অনুরক্ত হবেন, জাত্তরস্ত-আনীত ধর্ম্ম আর মত ভিন্ন তিনি অন্য কোন ধর্ম্মের বা অন্য কোন মতের প্রতি গৌরব বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন কোর্‌বেন না, চিরকাল অগ্নি-উপাসক হবেন, নরমাংস ভক্ষণ কোর্‌বেন না, অন্যের স্নানে বা পাত্রে পান কোর্‌বেন না এবং পারসী কুলাচার, পারসী কুলধর্ম্মের রীতি-পদ্ধতি অনুসারে তাবৎ বিষয়কার্য্য সম্পাদন কোর্‌বেন। সন্তানটি যে প্রকৃত পারসী হয়ে পারসীমত-অবলম্বী হবেন, এই সদের তার নিদর্শন, আর কুস্তী তার প্রতিভূ হোয়ে রইল,—এইরূপ দীর্ঘ

যক্ত,তা কোরে সন্তানটির জাত-সংস্কার সমারোহে নিষ্পন্ন হয়। এই দিনাবধি ঐ সন্তানটি একজন প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠ পার্শীবির হলেন।

অন্য অন্য ভারতবাসীদের মধ্যে যেরূপ কবর দেওয়ার প্রথা আছে, পারসীদিগের কবরের প্রথা তার অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। স্বসম্পৰ্কীয়, কি জাতিকুটুম্বের মধ্যে কেহই মৃতদেহ স্পর্শ করে না। নাবসেসেলাবুস নামে একজাতি ইতর লোক লোহার চৌপায়ার উপর শবটি বহন কোরে যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে লয়ে যায়। কাষ্ঠখাটের পরিবর্ত্তে লোহার খাট ব্যবহার করবার তাৎপর্য্য এই যে, যে অগ্নি তাঁদের কাছে তত পবিত্র, কাষ্ঠের দ্বারা সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হোয়ে সজীব থাকে। যে স্থলে মৃতদেহের সৎকার হয়, সে স্থানটি অতি অদ্ভুত। বহুদূরব্যাপী গম্বুজের ন্যায় একটি প্রকাণ্ড গোলাকার বেষ্টন আছে, তার মাথা খোলা, অর্থাৎ ছাত নাই, ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র মধ্যে প্রবেশ কোত্তে পায়, ঐ গোলাকার বেষ্টনটি অন্যূন নিরেট তূল এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ প্রাচীরই কবর দেবারস্থান। বেষ্টনের ভিতরে একটি সুপ্রশস্ত বিস্তারমুখ গভীরখাত,ঐ খাতের ঊর্দ্ধপথে লোহার ঝাঁঝরি বসান, ঐ ঝাঁঝরি চারিদিকের দেওয়ালের গা দিয়ে ঢালু হোয়ে ঝুঁকে পোড়েছে, মৃতদেহ সকল তারি উপর রক্ষা করা হয়। লোহার জালগুলি দেওয়ালের মাঝামাঝি থেকে সুরু হোয়ে খাতের মুখ পর্য্যন্ত ঢোলে গিয়েছে, এমন কি, যে সে ইচ্ছা কোল্লে দেওয়ালের মাথার উপর থেকে ঝুঁকে পড়ে শব স্পর্শ প্রায় কোত্তে পারে। মৃতদেহগুলি জলবায়ু আর রৌদ্রের মুখে দিবারাত্রি অনাবৃত থাকায় শরীরে রস,রক্ত, মাংস, হয় শীঘ্র শুকিয়ে ঝুরঝুরিয়ে যায়, নয় গৃধিনীর দল পোড়ে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোরে গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে। শকুনীরা সর্ব্বদাই সেই স্থানে গতিবিধি করে। সেখানে এদিকে সেদিকে ছড়ান বিস্তর শুক্‌নো রোগা কঁকড়া গাছ আছে, সেই সকল গাছের উপর শকুনীরা পালে পালে বাসা বেঁধে থাকে। রক্ত মাংস অবশেষিত হোয়ে অবশিষ্ট যে অস্থিখণ্ড থাকে, সেগুলো লোহার ঝাঁঝরিতে ঠেকে ঝন্ ঝন্ ঝম্ ঝন্ কোত্তে কোত্তে নীচের সেই খাতে গিয়ে পড়ে, তখন সেই মাংসপিশাচ পেটুক পক্ষীপালের উদর-তৃপ্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার নূতন শব গ্রহণের স্থান প্রস্তুত হোয়ে থাকে। কখন কখন ধর্ম্মান্ধ কুসংস্কারাপন্ন এক আধটি পারসীকে ঐ গোরস্থানে শব চৌকী দিতে দেখা যায়। সে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থেকে নিরীক্ষণ কোরে দেখে,পক্ষীরা সর্ব্বাগ্রে মৃতদেহের কোন্ চক্ষু প্রথম খুঁড়ে খায়। যদি সব প্রথমেই বামচক্ষুর উপর আক্রমণ করে, তবে পরলোকে মৃতব্যক্তির সদ্গতি না হোয়ে তার জীবাত্মা অনন্ত দুঃখে পতিত হবে। বামচক্ষু না হোয়ে যদি দক্ষিণ নেত্রের উপর প্রথম আক্রোশ করে, তবে তার জীবাত্মার সমাদরের নিমিত্ত স্বর্গের দ্বার বিমুক্ত থাকে। এক্ষণে কিন্তু চৌকী দিয়ে দেখবার প্রথা প্রায়ই উঠে গেছে। তবে কদাচিৎ কেউ কখন সে কষ্ট সহ্য কোত্তে স্বীকার কোরে থাকে। বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তি যদি দেশপ্রসিদ্ধ মহাপাতকী হয়, কি সে যদি তার কুলকর্ম্ম কুলাচারের প্রতি উদাস্য কোরে থাকে, তবে ত তারে কখনই কেউ চৌকী দিয়ে দেখবে না। সৎকারক্রিয়া শেষ হোয়ে গেলে আত্মীয়-স্বজনেরা তিন দিবস পর্য্যন্ত একস্থানে সমবেত হোয়ে অবস্থান করে। ঐ তিন দিবসের পর তারা এই সিদ্ধান্ত করে যে,তাদের লোকান্তরগত আত্মার উপর পরলোকে চূড়ান্ত বিচার হোয়ে গেছে। পারসীরা যখন স্বদেশ পরিত্যাগ কোরে গুজরাটে এসে বাস করে, আর আর নিয়মের সঙ্গে তাদের সঙ্গে এই একটি নিয়মও অবধারিত হয় যে, তারা গোবধ এবং গোভক্ষণ কোত্তে পারবে না। তারাও কিন্তু ঐ প্রতিজ্ঞাটি আজন্মকাল সত্যে এবং সগৌরবে রক্ষা কোরে এসেছে। পারসীরা এক্ষণে গোজাতিকে পবিত্র জীব জ্ঞান করে, হিন্দুদিগের ন্যায় তারাও গরুর প্রতি সেইরূপ শ্রদ্ধাভক্তি এবং সেইরূপ সমাদর প্রদর্শন কোরে থাকে। তদ্ভিন্ন গুজরাটীভাষা তাদের জাতীয় ভাষার ন্যায় ব্যবহার করবারও কথা থাকে এবং অস্ত্র-

শয় সয়ে গতিবিধি করবারও অনুমতি ছিল না। পারসীরা ধর্মপ্রতিজ্ঞার প্রতি সম্মান দেখাবার নিমিত্ত ঐ সকল নিয়মের প্রতি আজও পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন কোরে থাকে।

হিন্দুরা যেমন গরুর গৌরব করেন, গইবরেরা তেমনি কুকুরের গৌরব কোরে থাকেন, এই নিমিত্ত তাঁদের বাসগৃহ কখন কুকুর-শূন্য হয় না, আর সেই নিমিত্তেই তারা সসম্মাদরে কুকুরকে আহার দিয়ে থাকে। কুকুর ভোজন করান পারসীদের কুলধর্ম্ম বোল্লেই হয়। কোন পারসী মুমূর্ষু হোলে একটি কুকুর তার শয্যার পার্শ্বে নীত হয়, ঐ কুকুরের উপর মৃতকল্প ব্যক্তি তার মুদিতপ্রায় চক্ষু দুটি স্থির কোরে রাখে, কি রাখ্‌বার চেষ্টা করে। তাদের সকলেরি এই সংস্কার আছে যে, জীবাত্মা যখন অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করেন, সেই সময় কুকুর রক্ষক হোয়ে তাঁরে অপদেবতার হস্ত থেকে পরিত্রাণ করে। এই ব্যবহার দেখে অনেকে মনে কোত্তে পারেন, পারসীরা যে কুকুরের গৌরব করে, তার কারণই সেই। আবার অনেকে কিন্তু এ কথাও বলেন যে, তারা যখন স্বদেশ পরিত্যাগ কোরে দেশান্তর অন্বেষণ করে, সেই সময় পথে কুকুরের রব শুনে গুজরাটের উপকূলে সমাগত হয়। সুতরাং ঐ কুকুরই তবে পথ-প্রদর্শক হোয়ে তাদের গুজরাট রাজ্যে আনয়ন্ করে বোধ হয়। এই ঘটনাই পারসীদের কুকুরের প্রতি গৌরব-প্রদর্শন করবার প্রকৃত কারণ হোতে পারে।

পারসীদের মধ্যে এই একটি অপূর্ব্ব রীতি প্রচলিত আছে। একমতাবলম্বী একাশ্রমী স্বজাতীয়দের মধ্যে কেউ যদি আনুকূল্যের প্রার্থনা করে, তবে প্রত্যেক পারসী সংস্থানানুসারে তার উপকার কোর্‌বেন, সেটি তাদের প্রতিজ্ঞা, কোত্তেই হবে, তাই পারসীদের মধ্যে ভিক্ষুক দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে পারসীরা অতিশয় অমুখাপেক্ষী স্থিরপ্রতিজ্ঞ। অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত পুরুষের সঙ্গে তাদের কথাবার্ত্তা ,কইবার অনুমতি নাই। কোন প্রকার অবিহিত, অসঙ্গত, কিম্বা অনুপযুক্ত গতিবিধি কি কথোপকথন কোরে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। এই নিদারুণ কঠিন প্রতিজ্ঞা সত্বেও পারসীর স্ত্রীলোকেরা মুসলমানীদের ন্যায় অন্তঃপুরের মধ্যে অবরুদ্ধ হোয়ে থাকে না, তারা ইচ্ছামত যখন তখন আর যেখানে সেখানে যাতায়াত করে, পথে ঘাটে সর্ব্বদাই তাদের দেখ্‌তে পাওয়া যায়। পাতকোতলায় জল আন্‌তে যায়, একলাই যায়, একলাই আসে, কেউ রক্ষক হোয়ে তাদের সঙ্গে যায় না। একটি সংসারের যত জলের দরকার হয়, স্ত্রীলোকেরাই তার সরবরাহ করে। অন্য অন্য গৃহকার্য্যের মধ্যে সেটিও একটি প্রধান কার্য্য। সকল ঘরেরই স্ত্রীলোককে জল আন্‌তে হয়। বোম্বেতে পাতকোতলায় স্ত্রীলোকের ভিড় লেগে যায়, এ তার সঙ্গে বক্ বক্ কোচ্চে, সে তার সঙ্গে কিচির মিচির কোচ্চে, কেউ কারও সঙ্গে ঝকড়া কোঁদলও বাধিয়ে দিচ্চে, দেখে বোধ হয় যেন, স্ত্রীলোকের বাজার বোসে গেছে। একটি স্ত্রীলোক পাঁচ ছয়টি জলপূর্ণ পিতলের কলস উপর্য্যুপরি কোরে মন্দিরের মতন সাজিয়ে মাথায় কোরে বোয়ে নিয়ে যায়। একটার উপর একটা, তার উপর একটা, এইরূপ কোরে সাজিয়ে এমনি চমৎকার পরস্পর ভার রেখে দেয় যে, কদাচ তারা পা টোলে পোড়ে যায় না।

আমার সহ-পথিক বোল্লেন, "অতঃপর আমি গইবির-কন্যার আখ্যায়িকা বর্ণন করিব।"

গইবির-কন্যা।

অগ্নি-উপাসককে গইবির বলে, পারস্থানে সকলেই তাদের হতশ্রদ্ধা করে, সেখানে তারা গবরস্ নামে খ্যাত, ঐটিই কিন্তু যথার্থ উচ্চারণ।

রুস্তম জাতিতে গইবির, বোম্বেতে তাঁর বাস, তিনি একটি মস্ত ধনী পারসী। কুলাচার কুলধর্ম্মের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা প্রদর্শন কোত্তেন এবং আপনাদের মত অনুসারে পূজা আহ্নিকের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠ ছিলেন, সেই জন্য অগ্নি-উপাসকের মধ্যে সকলেই তাঁর

সম্মান সমাদর কোত্তো। তাঁর পত্নীও একান্ত অগ্নিভক্ত আর স্বধর্ম্ম-অনুরতা ছিলেন, স্বজাতীর আচার ব্যবহারের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা প্রকাশ কোত্তেন, ষূদ কোপ পর্য্যন্ত শাস্ত্রের তাবৎ বিধি-ব্যবস্থাগুলি একটি একটি কোরে খুটে খুটে প্রতিপালন কোত্তেন। জীবা তাঁদের একমাত্র সন্তান, বালা পিতা-মাতার অশ্রান্ত অক্লান্ত বাৎসল্য অনুরাগের একমাত্র ভাগিনী হোয়েছিলেন। তাঁর স্নেহ আদরের পরিমাণ ছিল না।

অর্থেতে যতদূর সুখ-সম্পদ্ হোয়ে থাকে, তার কিছুরই অসমস্থান ছিল না, জীবা সেগুলি সমুদই ভোগ কোত্তেন। এত সুখে বাস কোরেও গৃহকার্য্যের, কি কুলকর্ম্মের একটি কণিকামাত্রও অবহেলা করবার অনুমতি ছিল না। জীবাকে আবশ্যকমত সংসারের সকল কাজই দেখতে হত এবং কুলক্রিয়ার সকল নিয়মই রক্ষা কোত্তে হত, তাই কোত্তেই বালার অনেক সময় কেটে যেতো। সুন্দরীর মুখকান্তি অতিশয় সুশ্রী ছিল, দেখ্‌লে বোধ হতো যেন, চারু প্রভা-বিকসিত বিমল চন্দ্রকলা। দেহের আকারটি যেন লাবণ্য-মাধুরীর মূর্তিমান্ কোমল প্রতিমা। পারস্থানের কবিবরেরা যেরূপ নেত্রছবির প্রশংসা কোরে থাকেন, জীবার চক্ষু দুটি ঠিক সেইরূপ দীর্ঘায়ত,—সেইরূপ শ্যামল উজ্জল এবং ঠিক সেইরূপ কোমল জ্যোতিতে প্রফুল্লিত। ভ্রূ বেশ টানা,—নাকটি বাঁশীর মতন মনোহর সরল। মুখের হাঁ বরং একটু বড়, সেরূপ দীর্ঘছাঁদের ওষ্ঠ এ দেশের সুন্দরীদের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না।

"তরুণ যৌবন চারু আগুণের আঁচে,
তরল কনক ঢালি মনোহর ছাঁচে।
বিধাতা গঠিল মুখ ভুবন মোহিতে,
নবজ্যোতি স্ফুরে তার সকল অঙ্গীতে।"

জীবা যখন অতি শিশু, তখন তিনি বাগ্‌দত্তা হন। গইবির যুবতীবৃন্দের মধ্যে সেই রমণীর কোমল কুসুমটি যে যুবকের প্রণয়িনী হবার কথা স্থির হয়, তার নাম ফ্রেমজী। তিনি গুজরাটদেশীয় একজন পারসী মহাজনের পুত্র। ফ্রেমজীর পিতা অতি নীরস কঠোর চেহারার লোক, ক্রূরাশয়, নীচপ্রবৃত্তি এবং লাভের প্রতি অসঙ্গত দৃষ্টি। রস্তমের বিস্তর অর্থ ছিল, তাই ঐ গইবির-কন্যার সঙ্গে তাঁর পুত্রের পরিণয়-সম্বন্ধ স্থির হওয়া গুজরাট পারসীর পক্ষে অল্প আনন্দের বিষয় হয় নাই। যুবা ফ্রেমজী অতি দাম্ভিক,—অতি অহঙ্কারী ছিলেন। পিতার কুপ্রকৃতিগুলি সমুদয়ই তাঁতে বর্ত্তেছিল। তাঁর এমন কোন সদ্গুণ ছিল না যে, সেইটি নিক্তির অপর পাল্লায় রেখে তৌল করা যায়। জীবার বয়ঃক্রম যখন ১৭ বৎসর, সেই সময় যুবা ফ্রেমজী একবার তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন, তখন শুক্লপক্ষের শরচ্চন্দ্রের ন্যায় বালার বিমল কান্তি-মাধুরী পূর্ণগৌরবে বিকসিত হোয়েছে। যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো সত্য, সিটি কিন্তু নীরস প্রাণে সাক্ষাৎ, বালার স্বর্গোপম চারু মনোহর মুখকান্তির গৌরব না কোরে তাঁর অমীয়মধুর স্বভাব, তাঁর সরলচিত্ত, তাঁর চারু-প্রফুল্লিত সদয় প্রকৃতি,—এ সকলের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না কোরে, তাঁরে বিবাহ কোরে যে বিস্তর স্ত্রীধন পাবেন, যুবা কেবল সেই কথা লোয়েই মহা আমোদ কোরেছিলেন, আর কতদিনে বিবাহ হোয়ে যৌতুকধনে ঘর-পরিপূর্ণ কোরবেন, ফ্রেমজী কেবল সেই চিন্তাতেই উৎকণ্ঠিত ছিলেন, আর কেবল সেই প্রসঙ্গই বারবার উত্থাপন কোত্তেন। নৌরোজ নামক পর্ব্বাহ আগতপ্রায়, ঐ দিনে তাঁদের বিবাহ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হবে, কথা স্থির হোয়ে আছে, কিন্তু যুবার উৎকট পীড়া হওয়ায় তিনি তাঁর বাস-গ্রাম সুরাট থেকে স্থানান্তরে যেতে অক্ষম হলেন, তাই কাজে কাজেই সে লগ্ন-পত্র ফিরে গেল। এক্ষণে এই কথা স্থির হল যে, মেহ্রগিরন্ পর্ব্বাহ-দিবসে বিবাহ-ক্রিয়া নির্ব্বাহ হবে, তারও বড় বিলম্ব ছিল না।

জীবা তাঁর অপিক্ষ্য স্বামীর অনাদরভাব লক্ষ্য কোরেছিলেন। তিনি নাকি জন্মিয়ে অবধি আদর গৌরব পেয়ে আসছেন, তাই যুবার ঔদাস্যভাব দেখে মনে মনে মহা

দুঃখিত হোয়েছিলেন, তাও যাই হোক, প্রেমন্তী যে গুজরাটে যাবার অভিপ্রায় কোরে সে কথা প্রণয়িনীকে না বোলে অমনি হঠাৎ চোলে গেছেন, সেইটিই তাঁর অতিশয় দুঃখের কারণ হলো, তাই যুবতী পিতামাতার কাছে বাগ্দত্ত স্বামীর নির্দয় আচরণের কথা মুক্তকণ্ঠে বোল্তে লাগলেন, আর আপনার অদৃষ্ট ভেবে মনোদুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্তে লাগলেন। ইদানীঃ তাঁর মনের ভাব গুরুতর হোয়ে উঠ্ল, দিবারাত্র ম্রিয়মাণ হোয়ে কেবল কি ভাব্তেন, আর পূর্ব্বের মতন পুলকিত হোয়ে হেসে খেলে আমোদ কোরে বেড়াতেন না, পিতামাতা তাঁকে আর সেরূপ সরসপ্রফুল্লচিত্ত দেখ্তে পেতেন না। জীবার মনস্তাপের আরও একটী হেতু ছিল, সে কথা মনে কোরে আপনা আপনিও একবার নিশ্বাস ফেল্তে তাঁর সাহস হতো না, বাপ মায়ের কাছে প্রকাশ কোরে বলা ত আরও অনেক দূরের কথা। জীবা তাঁর চিত্ত চোর যুবা সুরজঙ্গের মধুর মূর্ত্তি নয়নগোচর কোরেছিলেন। সুরজঙ্গ মোগলপুত্র, কাম্বে সহরে তাঁর বাস, তার মোগল পিতা মহাধনী ওমরাহ, সেই দেশের নিউয়াল দরবারে মহা উচ্চপদে অভিষিক্ত ছিলেন। সুরজঙ্গ যখন সোয়ার হোয়ে বোম্বের গড়ের ময়দানে তাঁর সতেজ আরব ঘোড়াকে মনোহর ভঙ্গী কোরে নিয়ে বেড়াতেন, সেই সময় যুবা মোগলের মূর্ত্তির উপর জীবার চক্ষুদুটী স্থির আশ্রয় পেতো। যুবতী দেখ্তেন, অশ্বটি কখনো বিদ্যুদ্গতিতে ছুটেছে, দেখে ভয়ে তাঁর প্রাণ কাঁপতো, আবার দেখতেন, তার সুঠামযুক্ত মনোহর প্রভু সুশিক্ষিত হস্ত-চাতুরীদ্বারা বেগ খাটো কোরে নিয়ে এসেছে, অশ্বটি তখন মাটীতে পদাঘাত কোরে কোত্তে, আর মুখ দিয়ে ফেণা উগরূতে উগরূতে তীরের ন্যায় দৌড়েছে। অশ্বটি একণে ছুটে বেরিয়ে পোড়েছে, আর দৃষ্টি চলে না, আরোহীকেও আর দেখ্তে পাওয়া যায় না। জীবার এখন ঘর-সংসার মনে পোড়ে, দুটি রক্তকে উজ্জ্বল কলসী লয়ে পাতকো-তলায় জল আন্তে চোলে গেলেন। জল সুদ্ধ কলসী দুটি মাথায় কোরে নারিকেল-বনের ভিতর দিয়ে সদর-রাস্তা বেয়ে বাড়ী-মুখো চোলেছেন। পথে যেতে যেতে তাঁর মনোদর্পণে প্রতিফলিত সেই মুসলমান যুবার চারু মূর্ত্তিটি নিরীক্ষণ কোচ্ছিলেন, বালা মোগলের আকৃতির সঙ্গে তাঁর বাগ্দত্ত স্বামীর রূপ মিলিয়ে দেখ্ছিলেন, তুলনায় স্বামী কিন্তু বিস্তর অপদার্থ হোয়ে পোড়লেন। বালা দেখ্লেন, বাগ্দত্ত স্বামীর প্রতি কথঞ্চিৎও অনুরাগিণী হওয়া তাঁর সাধ্যের মধ্যে নয়, অনেক চেষ্টা কোরেও তারে তাঁর অনুরাগ-আসনে বসাতে পারলেন না।

জীবা পায় পায়, ধীরে ধীরে চোলেছেন, পথাপথ বিচার নাই, যেখানে সেখানে পা ফেল্ছেন, পথ দেখে চোলছেন না, পথে বিপদ্ আপদ্ আছে কি না, তারও খবর নাই, এই সময় একখান ছকড় গাড়ীতে দুটি বলদ যুড়ে তিন জন পর্ত্তুগিস হাঁকিয়ে যাচ্ছিল। বালার গায় গাড়ীখানার অল্প ঘেঁস লেগে মাথা থেকে জলের কলসী দুটি পোড়ে গেল। গাড়োয়ান তাতে-ভ্রূক্ষেপও না কোরে তাড়াতাড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে বেরিয়ে পোড়লো। তৎকালীন নিকটে কেহই ছিল না যে, কলসী দুটি তাঁর মাথায় পুনর্ব্বার তুলে বসিয়ে দেয়, কেউ না ধোল্লে তিনি যে আপনা আপনি তুলে বসাবেন, তা তাঁর সাধ্য ছিল না, অনেক টানাটানিও কোরে দেখ্লেন, কিন্তু পেরে উঠ্লেন না, তাই বালা চারি দিকে চেয়ে দেখছিলেন, যদি কারও দেখা পান, তারে বোলে কলসী দুটি তুলিয়ে নেবেন। এমন সময় অশ্বের পদশব্দ শুন্তে পেলেন, তার পরক্ষণেই সেই সুপুরুষ মোগলবর এই গান গাইতে গাইতে তাঁর আরব ঘোটকের উপর সোয়ার হোয়ে সেই স্থানে উপস্থিত হোলেন।

গান।—"কোমল প্রবাল অধর-যুগল
যখন হাসিতে বিস্তৃত হয়,
যে দেখে তাহারে আপন মানসে
অরি কি আপনে আপনি রয়॥
হাসির আভাস মিশিয়ে নয়নে
আ মরি কি শোভা ধরে রে ধরে,

হৃদয় কাহার খল যদি হয়
তবু তার মন হরে রে হরে।
ধরণীর নাথ যদিও সে হয়
অথবা ভুবনবিজয়ী বীর,
আহত, বিজিত, বিগতগৌরব
বালা-পদে করে প্রণত শির।"

বালার কষ্ট দেখে মোগল তখনি ঘোড়া থেকে নেবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কেন এরূপ ঘটনা হল, জিজ্ঞাসা কোরেই কলসী তুলি তাঁর মাথায় তুলে দিলেন। বালা কাঁপ্‌তে লাগলেন, কেন কাঁপ্‌তে লাগলেন? এইমাত্র বিপদ্‌ থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তাই স্মরণ কোরেই কি কাঁপ্‌ছিলেন? না—তা নয়। বোধ হয় যে যুবা পুরুষটির তত অনুরাগ দেখ্‌লেন, তাঁকে তত নিকটবর্ত্তী হোতে দেখেই বালা কাঁপ্‌ছিলেন। মুখ উঁচু কোরে চেয়ে দেখতে জীবার সাহস হলো না, তথাচ যুবা যে কৃপা কোরে তাঁর উপকার কোরেছেন, তাই জন্যে বালা তাঁর স্তবস্তুতি কোত্তে লাগলেন। তাঁর শরীরে কোন চোট লাগেনি, সে কথাও জীবা তাঁরে বিশেষ কোরে বোল্লেন, ঐ কথা বোলে জল আন্‌বার অছিলায় পাতকোতলায় ফিরে চোল্লেন, জীবার অনুরোধক্রমে নুরুজরঙ্গ আরবের উপর সোয়ার হোয়ে বালার পাশাপাশি হোয়ে চোল্লেন, আর কেবল পর্ত্তুগিস গাড়োয়ানকে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত গালাগালি দিতে লাগলেন। যুবা বোল্লেন, সে কেন একটী স্ত্রীলোককে—বিশেষতঃ এরূপ পরমাসুন্দরীকে পশুবৎ নিষ্ঠুর ব্যবহার কোল্লে। ঐ কথা আশ্রুত হোয়ে মনোবেগ ঢাকবার নিমিত্তও যুবতী গাত্রবস্ত্র টেনে বদন আচ্ছাদন কোল্লেন, অথচ আবার "সে ইচ্ছা কোরে আমার অনিষ্ট করে নি, তবে দৈবাৎ হোয়ে পোড়েছে, তাতে আর অপরাধ কি?" এই প্রকার বাদানুবাদ কোরে পর্ত্তগিস গাড়োয়ানকে নিরপরাধী কর্‌বার চেষ্টা পেতে লাগলেন। তার পর তাঁরা নানা বিষয়ের আলাপ কোত্তে কোত্তে বৃক্ষরাজির মনোহর ছায়া-পথ ছাড়িয়ে এসে পোড়লেন। সেই সময় অনেকগুলি লোক দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হল, লোক দেখে যুবতীর অপ্রতিভভাব বুঝতে পেরে নুরুজরঙ্গ "আবার দেখা সাক্ষাৎ হবে," এই আশ্বাস কোরে তুরঙ্গমের বাগ ফিরিয়ে চক্ষের নিমিষে অন্তর্দ্ধান হোলেন। পর্ত্তুগিসেরা একটি স্বতন্ত্র জাতি, ভারতবর্ষে তাদের বাস, তাদের মধ্যে অনেকেই অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক খ্রীষ্টিয়ান, তারা সকালে যীশুর ক্রুশপতাকা বহন কোর্‌বে, আবার সেই দিনেই সায়ংকালে শিবমন্দিরে উপস্থিত হোয়ে ভূমিষ্ঠ হোয়ে প্রণামও কোর্‌বে। এরা অতি নীচ, অত্যন্ত দুঃখী এবং বিলাস-ব্যসনে অতিশয় অনুরক্ত। গ্রেহাম সাহেব তাদের এইরূপ বর্ণন করেন,—"তারা এক জাতি কৃষ্ণবর্ণের লোক হোয়ে শূকরের মাংসও খায়, পেন্‌টুলুনও পরে।"

আজ অবধি নুরুজরঙ্গ জীবার মনোময় চিত্তচোর হোলেন। আজ জীবা নিদ্রা অবস্থায় তাঁরে স্বপ্নে দেখতে লাগলেন। কার্‌চোপের পোষাক পরা, মাথায় সবুজ রঙ্গের পাগড়ী, কোমরে পেশকবজ ঝুলানো, তার মুট হীরে দিয়ে বাঁধানো, পায়ে বিশকিম্মতি লপেটা জুতো, এইরূপ ঐশ্বর্য্যাড়ম্বরের বেশ কোরে, আরব ঘোড়ায় সোয়ার হোয়ে যুবা পবনবেগে চোলেছেন, ঘোড়া থেকে পোড়ে গিয়ে পাছে কোন অমঙ্গল ঘটে, সেই ভয়ে সুন্দরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল,—জীবা উদাস-নয়নে, শূন্য হৃদয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত কোত্তে লাগলেন। স্বপ্নচ্ছলে পুনর্ব্বার নুরুজরঙ্গকে দেখবার নিমিত্ত আবার নিদ্রা যাবার যত্ন কোত্তে লাগলেন, কিন্তু আর তাঁর নিদ্রার আবেশ হলো না। তাই তখন আত্মভর্ৎসনা কোরে বোল্‌তে লাগলেন, "রে স্বপ্ন! তুই দূর হ, তুই আর আমার অন্তরে আসিস্‌নে, তুই আর আমার সঙ্গে ছলনা কোরিস্‌নে, তুই বৃথা বস্তু, আমি আর তাঁরে ভাববো না। তিনি মুসলমান, তিনি কখনই আমার হোতে পার্‌বেন না, গরীবের কন্যার অনুকূল মিত্র হোলে হোতে পারেন—সেই পর্য্যন্ত—সেই পর্য্যন্ত,—নচেৎ আর কোনো আশা নেই, আমি কিন্তু

আর তাঁরে মনে করবো না, আর তাঁর চিন্তাও কর্‌বো না।”

যোগলের রমণীয় ছাঁদ বিস্মৃত হওয়া সুখের কথা নয়, মনে কোল্লেই তাঁরে ভুল্‌তে পারেন না, যেহেতু জীবার মনোপটে যুবার চারু আকৃতি গভীরাঙ্কিত হোয়েছে, তাঁর সরস অমিয় বাক্যগুলি যুবতীর হৃদয় মোহিত কোরেছে, তাঁর মোহন প্রভাব কস্মিনকালেও বিরস হবার নয়। জীবা পরদিন প্রাতেই কল্‌সীগুলি মেজে ঘোষে পরিষ্কার কোরে পাতকোতলায় জল আন্‌তে চোল্লেন। কল্‌সীগুলি হাতে কোরে তুলে এই কথা বোল্লেন, “আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে!” এই সময় কিন্তু তাঁর মনে পোড়্‌ল, তিনি গইবির-কন্যা, বিশেষত বাগ্‌দত্তা হোয়েছেন, ঐ কথা স্মরণ হোয়ে যুবতীর সহাস্য-প্রফুল্ল বদন মলিন আচ্ছাদনে আবৃত কোল্লে,—তাঁর মুখশ্রী বিবর্ণ হোয়ে কৃষ্ণমেঘে ঢেকে ফেল্লে, এর পূর্ব্বেই কিন্তু যোগলের নাম উচ্চারণ কোরে তাঁর বদনকান্তি আহ্লাদে ঝকমক ঝকমক্ কোচ্ছিল। এখন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, “হায়! তবে আর তাঁকে এ পাপ চক্ষে দর্শন কোর্‌বো না, তা আর কি কোরে হয়, তবে নয় অন্য পথ ধোরে পাতকোতলায় যাবো, তা হোলে যুবার সঙ্গে সাক্ষাতের হাত এড়াতে পার্‌বো।” যুবতী সত্য সত্যই তাই কোল্লেন, আর এক রাস্তা দিয়ে জল আন্‌তে চোল্লেন, মনে মনে এই কথা বোলে আপনার শ্লাঘা আপনি কোত্তে লাগলেন, “আমি খুব সয়ে থাক্‌তে পারি, আমি যেমন বরদাস্ত কোত্তে পারি, বোধ হয় তেমন আর কেহই পারে না, বিশেষতঃ এ ভরা বয়েসে।—আমি অনেক কষ্ট, অনেক নিগ্রহ সয়ে আছি, মনের অনুরূপ বাসনা পূর্ণ না হোলে তাতে দুঃখিত হইনে, সে বিষয়ে আমার বল সাহস সহিষ্ণুতা বেশ আছে।” এবার কলসী দুটি পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল। হেমাঙ্গিনী বালা শরীরের ভর দিয়ে যেমন কল্‌সী দুটী উঁচু কোরে তুল্‌লেন, পার্শ্বে বেদনা অনুভব কোল্লেন, সিটি কিন্তু গত দিবসের আঘাত পাবার ফল; তবে তিনি এই প্রথম অনুভব কোত্তে পাল্লেন। জীবা ভাবলেন, এখনও কিছু বেলা অধিক হয় নি, ফিরে যাবার সময় মেরী সাউসির বাড়ী হোয়ে যাবেন। মেরী সাউসি বিধবা স্ত্রী, তাঁর পর্ত্তুগিস স্বামীর বেনেবকাল, আর গাছ-গাছড়ার দোকান ছিল, মধ্যে মধ্যে চিকিৎসা-পত্রও করা হতো। বৃদ্ধা একটি নির্জ্জন নিভৃত স্থানে একাকিনী বাস কোত্তেন, তাঁর চাল চলন কেমন একরকম খাপছাড়া খাপছাড়া অদ্ভুত প্রকার ছিল, তাই অর্ব্বাচীন আর দুষ্ট প্রকৃতি কুচক্রী লোকেরা মনে কোত্তো, বৃদ্ধা ডাইনী কি ডাকিনী, অপদেবতাদের সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা চোলে থাকে, সে সকল স্থানে তার যাতায়াতও আছে। প্রাজ্ঞ প্রবীণ লোকেরা কিন্তু বৃদ্ধার অনেক প্রশংসা কোত্তেন, তাঁরা তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা আর প্রাজ্ঞতার বিস্তর অনুরাগও কোত্তেন। বিজ্ঞতা আর বিবেচনার প্রভাবেই বৃদ্ধা অনেক অদ্ভুত আরোগ্যসাধন কোরেছেন। আজন্মকাল চিকিৎসার চর্চ্চাতেই তাঁর দিন অতিপাত হয়েছে। উদ্ভিদ্-বিদ্যার আলোচনা এত পরিমাণে কোরেছিলেন যে, তাতে তাঁর অল্প ব্যুৎপত্তি জন্মে নি, এবং তাতে তিনি অল্প প্রতিপত্তিও লাভ করেন নি। অনেকগুলি উৎকট উৎকট রোগ আরোগ্য কোরে সকলের কাছে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হোয়েছিলেন, ইদানীং হিন্দুরাও পর্য্যন্ত তাঁর কাছে ব্যবস্থা গ্রহণ কোত্তে দ্বিধা মনে কোত্তেন না। এই অদ্ভুত স্ত্রীলোকটি জ্যোতিষ বিদ্যায়ও বেশ পারদর্শিনী ছিলেন, ব্রাহ্মণদের ন্যায় অভ্রান্ত হোয়ে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ গণনা কোত্তে পাত্তেন। হিন্দুদিগের পুরাণ শাস্ত্রে তাঁর বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল, আর সংস্কৃত এত জান্‌তেন যে, ব্রাহ্মণেরা তাঁকে একটা অদ্ভুত দৈবাশ্চর্য্য জ্ঞান কোত্তেন, গইবিরদেরও ধর্ম্মমত তাঁর বেশ জানা ছিল। রোমান ক্যাথলিক অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাচীন মত তাঁর স্বীয় কুলধর্ম্ম ছিল, বৃদ্ধা আপনার মতে একান্ত অন্ধ ছিলেন। যতপ্রকার অন্যায় অনুচিত কুৎসিত ধর্ম্মের মধ্যে তিনি বাস কোত্তেন, তার মধ্যে প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম্ম তত

কুৎসিত—তত অসঙ্গত নয়, বোধ হয় এইরূপই তাঁর বোধ ছিল। মেরী দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর চরিত্র আর আচরণ অতি ভাল ছিল, কাজ কথায় কুটিল কপটতা ব্যবহার কোত্তেন না, আর বেশ যথার্থবাদীও ছিলেন, কেউ ধমক ধামক দিয়ে ভয়ই দেখাক্, কি অর্থের লোভ দেখিয়ে প্রবৃত্তিই দিক, মেরী সাউসী কারও কথায় ভুল্‌তেন না, যে সকল ঔষধের মন্দ কর্‌বার শক্তিই অধিক, অথবা যে সকল ঔষধপত্রের দ্বারা প্রাণের উপর সাংঘাতিক হানি হোতে পারে, তা তিনি কদাচ হাতছাড়া কোত্তেন না, কোন প্রকার অধর্ম্মে লিপ্ত থাক্‌তেন না, কেউ তাঁরে প্রবৃত্তি দিয়ে কোন রকম অবৈধ বা নিষিদ্ধ কার্য্যের সংশ্রবে রাখতে পাত্তেন না। যদি কখন কোন রোগী প্রাণে মারা পোড়ত, জ্ঞানবান্ চিকিৎসকের হাতেও সময়ে সময়ে সেরূপ ঘটনা দেখা যায়, কিন্তু তার জন্যে মেরী সাউসী যেমন দুঃখিত হোতেন, তেমন আর কাহাকেও হতে দেখা যায় না। শুধু দুঃখিত হওয়াও নয়, আবার উত্তরজীবীদের নিমিত্ত তারি উৎকণ্ঠিত হোতেন, তারা কষ্ট পাবে, তাদের সংসার নির্ব্বাহ হবে না, তার জন্যে তিনি কি না আক্ষেপ কোত্তেন।

এই অপূর্ব্বচরিত্রা স্ত্রীলোকটির জ্যোতিষবিদ্যায় অধিকার ছিল বোলে যুবক যুবতীরা অদৃষ্টের ফলাফল জানবার নিমিত্ত যখন তখন তাঁকে গিয়ে বিরক্ত কোত্তো। মেরী নাকি মানব প্রকৃতির অর্ব্বাচীনতা ভালরূপ পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাই এ ক্ষেত্রে অশুভ গণনা করাই তাঁর নিয়মিত প্রথা ছিল, প্রতিবারই একটা না একটা কুপিত গ্রহের দোষ দেখিয়ে অকল্যাণের ভয় দেখাতেন—প্রাণান্তেও তিনি এ নিয়মের বহির্ভূত কাজ কোত্তেন না, কিন্তু যেরূপে যে অমঙ্গলপাত নিবারণ হয়, ফলব্যাখ্যা-প্রার্থীদের তার উপদেশ বোলে দিতেন। এই কৌশল দ্বারা কুকর্ম্মে রত অবাধ্য দুরাচারদের প্রায়ই শুধরে যেতে দেখেছেন, তদ্ভিন্ন পরের অনিষ্ট কোত্তে প্রবৃত্ত অসৎচরিত্রের লোকেদেরও সৎপথ আশ্রয় কোত্তে শুনেছেন। চিকিৎসা সম্বন্ধেই হোক, আর গণনা সম্বন্ধেই হোক, তাঁর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত কারও অর্থ ব্যয় কোত্তে হতো না, কারেও পীড়িত দেখলে, তারে এই কথা বলা হতো, "তুমি আমার বাড়ীতে যেও, তোমায় কেবল ঔষধের মূল্য যৎকিঞ্চিৎ দিতে হবে, আমার ব্যবস্থা কি আমার পরামর্শ গ্রহণের নিমিত্ত তোমায় কিছু ব্যয় কোত্তে হবে না, আমি যে উপদেশ দিব, তা শুনে তোমার যদি জ্ঞান জন্মে, তবে যথেষ্ট লাভ বোধ কোর্‌বো। মেরী সাউসী নারিকেল বৃক্ষের উপবনে একখানি কুটীর বেঁধে বাস কোত্তেন, তাঁর ক্ষুদ্র দোকানখানি দিবারাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে সাজান থাক্‌তো। যে শিশিতে যে ঔষধ রাখতেন, তার নাম সেই শিশির গায়ে লিখে রেখে দিতেন, এইরূপ প্রত্যেক শিশির গায়ে নাম লিখে রেখে দিছিলেন। লাটীন, পর্ত্তুগিস, আর সংস্কৃত—এই তিন ভাষায় অতি পরিষ্কার পরিস্ফুট অক্ষরে নামগুলি লেখা থাকত। কদাচ কখন ঘরের বার হোতেন, অথচ কোন্ পরিবারের মধ্যে কি কাণ্ড হোচ্চে, তা নখদর্পণের ন্যায় জান্‌তে পাচ্ছেন, কিন্তু কারও কথা, কি কারও পরিবারের কথা প্রাণান্তেও মুখের বার কোত্তেন না। স্বভাবতঃ তিনি কথাও অতি কম কইতেন, তাইতে আরও কারও কথা প্রকাশ কোত্তে তাঁর অভিরুচিই হতো না। তাছাড়া সকল বিষয়েতেই অতি সাবধান—অতি সতর্ক হোয়ে চোল্‌তেন। কনক-পাপিনী জীবা মেরী সাউসীর বাড়ীতে সদাসর্ব্বদাই যাতায়াত কোত্তেন, সুতরাং মেরীর কাছে যুবতী অপরিচিত ছিলেন না, যুবতীও তাঁর অনুকূলে পক্ষপাতিনী ছিলেন। তাই বালা যেখানে তাঁর বাসস্থান, সেই বৃক্ষবনে নির্ভয়চিত্তে প্রবেশ কোল্লেন। জীবা তাঁর কুটীর অভিমুখে চোলেছেন, এমন সময় গুরুজনকে দেখ্‌তে পেয়ে অতিশয় অপ্রতিভ, অতিশয় বিস্মিত হোলেন। যুবা তখন মেরীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে সবে মাত্র বাইরে এসেছেন। এক্ষণে আর রাস্তা ভাঁড়ানোও

যায় না, পরস্পর দেখাদেখি হওয়াও নিবারণ হয় না, অন্ত পথ না থাকাতে সিটি হবারই যো ছিল না, বিশেষতঃ অন্ত পথ থাকলেও বালা যুবার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তেন, পালাতেন না, কারণ পূর্ব্বদিন কৃপা কোরে যুবা যে উপকার কোরেছেন, বালা মনে কোল্লেন, আজ যদি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন, তবে অকৃতজ্ঞা হয়ে উপকার বিস্মৃতা হবেন। নুর-জহান্দ নিকটে গিয়ে বোল্লেন, "জীবা! কাল যে আঘাত পেয়েছো, তার জন্তে ত স্নেহমতি মেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাচ্ছো না? বোধ করি, এ দেখা সে জন্তে নয়।" জীবা তাঁরে বিশেষ কোরে বোল্লেন, "তেমন শক্ত চোট কিছুই লাগেনি, তবে পাঁজরে কিঞ্চিৎ বেদনা বোধ হোয়েছে, এর পর পাছে বৃদ্ধি হয়, তাই এই বেলা ঔষধ দেবার মনন কোরেছি।" মোগলবর বালার মাথা থেকে জলের কলসী দুটি ধরাধরি কোরে নামিয়ে দিলেন, সেই অবসরে অনেকগুলি সস্নেহ মোহিনীবাক্য সুন্দরীর কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ কোরে বোল্লেন। বালা তৎকালীন হৃদগত লজ্জায় হতবুদ্ধি, হতচিত্ত ছিলেন সত্য, কিন্তু তথাচ নুরজহান্দের চিত্তহারী বাক্যগুলি তাঁকে গ্রহণ কোত্তে হয়েছিল। যুবা পূর্ব্বেই তাঁর হৃদয়ের সন্ধান বেশ জেনেছিলেন, তাই মনে মনে সাহস ছিল যে, তাঁর বাক্যগুলি বালার কর্ণে অপ্রিয় বোধ হবে না। যুবা যেন তৎ-কালীন বাক্‌পতি হোলেন, অনেক পাকচক্র কোরে, নানা কৌশলের কথা বলে আপ-নার মূর্ত্তিটি এমনি অন্তরস্তরূপে চিত্রিত কোল্লেন, আর নিশকাল নয়ন নিঃসৃত হৃদয়ানুসন্ধানী দৃষ্টির সঙ্গে এমন একটু সুমধুর কোমল ভঙ্গী প্রকাশ কোল্লেন, তা শুনে গই-বিরকন্তার ক্ষমতা হলো না যে, সেই সরস সুশ্রাব্য মনোমুগ্ধকারী কণ্ঠস্বরে আপনাকে বঞ্চিত করেন, কি তার শ্রবণ-পথ থেকে অন্তর কোরে দাঁড়ান। এত আপ্যায়িত হোয়েও যুবার কথার উত্তর দিতে তাঁর সাহস হলো না, কিন্তু মোগল যখন বোল্লেন, বালা তাঁকে হতশ্রদ্ধা করেন, তাই ঘৃণায় তাঁর কথার উত্তর দিচ্ছেন না, ঐ কথা শুনে হরিণনেত্রা জীবার বিনোদ চক্ষু দিয়ে শতধারায় অশ্রুধার প্রবাহিত হোতে লাগল, তাঁর হৃদয় ফেটে ফুলে ফুলে কান্না আসতে লাগল, বালা সেই অর্দ্ধস্ফীত রোদন চেপে রাখবার নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা কোত্তে লাগলেন, লাভের মধ্যে অশ্রুবাষ্পে কণ্ঠরোধ হোয়ে তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি রহিত হলো। নুরজহান্দ মস্তক অবনত কোরে তাঁর পায়ের নীচে পোড়তে যাচ্ছিলেন, বালা কিন্তু হস্ত হেলিয়ে তাকে নিষেধ কোরে ইশারা কোল্লেন, তুমি এখন এখান থেকে চোলে যাও, নুরজহান্দ নৈরাশপূর্ণ বিষণ্ণস্বরে বোল্লেন, "আরকি আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাবো না? আঃ! প্রফুল্লনেত্রা জীবা! তুমি আমায় জন্মের মত বিদায় দিও না। চিরকালের নিমিত্ত তুমি আমায় বনবাসে পাঠিও না। বল দেখি জীবা! আর কি সত্য সত্যই দেখা সাক্ষাৎ হবে না? আর কি চন্দ্রমা বিকসিত হয়ে গৃহের বাহিরে দর্শন দেবেন না?"

জীবা বোল্লেন, "চুপ করো, তাও কি কখন হোতে—"

নুরজহান্দ। দোহাই আল্লার, অবশ্যই হবে, কেন হবে না, জীবা! একবার মুখে বলো যে 'হবে'।

জীবা। তুমি যে কি কথা বোলছো, তা তুমি নিজেই বুঝতে পাচ্ছো না; গই-বিরের কন্তা হয়ে আমি তা পারিনে, আমার তা উচিত নয়, আমার সাহস হয় না, তবে এখন এসো গিয়ে, আমিও বিদায় হোলেম, তোমার মঙ্গল হোক।

নুর। তুমি ত আমায় মনে মনে হত-শ্রদ্ধা করো না?

জীবা। না না, সে কি কথা! হতশ্রদ্ধা কেন কোর্‌বো? কেন আর আমার যন্ত্রণা বাড়াও, দেখতেই ত পাচ্ছো, তোমার প্রতি আমার কতখানি শ্রদ্ধা।

নুর।—জীবা! তবে আমি বিদায় হোলেম, তবে চোল্লেম।

অনুরাগোন্মত্ত যুবা এই বোলে সরাগে

জীবার হস্ত চুম্বন কোরে, হস্তখানি আপনার আকুলিত বুকের উপর একবার চেপে ধোরে তাড়াতাড়ি প্রস্থান কোল্লেন।

যুবা চোলে গেলে পর জীবা যেমন মুখ তুলে চেয়ে দেখবেন, দেখেন যে, মেরী সাউসী স্থির অচঞ্চল ব্যগ্রদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। মেরী তখন বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, যুবক যুবতীদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা আর যে কাণ্ড-কারখানা হয়েছিল, বোধ হয় তিনি সব শুনেওছেন, আর দেখেওছেন। মেরীর সঙ্গে চার চক্ষে দেখা হয়ে জীবা অতিশয় অপ্রতিভ হোলেন, থতমতো খেয়ে সেইখানে একটু থম্‌কে দাঁড়ালেন, আবার তখনি কিন্তু সেখান থেকে চোলে যেতেন, কেবল কলসী ছুটীর মায়াতেই আটক হয়ে থাক্‌লেন, সে দুটি ফেলে তিনি যেতে পাল্লেন না, তা আবার মাথায় তুলে না দিলেও লয়ে যেতে পারেন না। মেরী সাউসীর কুকোজ্জ্বল অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ চক্ষুদুটি এখনো পর্য্যন্ত ঐ অবাক্‌মূর্ত্তি অপ্রকৃতিস্থ যুবতীর উপর স্থির হয়েছে, বালা তাই দেখে লজ্জাবনত বদনে মৃদুমন্দ গতিতে বারাণ্ডার দিকে চোলে গেলেন। মেরী শেষে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "জীবা! কেন এসেছো বাছা? কি চাও? ঔষধ চাও? না ব্যবস্থা চাও?"

জীবা বোল্লেন, "দুয়েরি দরকার।"

মেরী।—তবে ঘরের ভিতর চলো, যখন যার দরকার হবে, এখানে তাই পাবে।"

বালা এক্ষণে আর তত অপ্রতিভের মতন নন্, তাঁর চিত্তোদ্বেগ অনেক সুস্থ হয়েছে। যেরূপে আঘাত পেয়ে পঞ্জরে বেদনা হয়েছে, সেই বৃত্তান্তটী বোলে ঔষধের প্রতীক্ষা কোত্তে লাগলেন। ঔষধটি অতি সামান্য, তখনি প্রয়োগ করাও হলো সত্য, কিন্তু বিনা পরিহাসে হলো না। মেরী বোল্লেন, 'আমার রোগী এত ভ্রান্ত আর এত অন্যমনস্ক যে, পথ ছেড়ে অপথে এসে পোড়েছিলেন!' ঐ পরিহাস কোরে জীবার মনের ভাবান্তর দেখে তাঁর অতিশয় বিস্ময় জন্মেছে, সেই কথা তাঁকে বারম্বার বোল্‌তে লাগলেন।

মেরী বোল্লেন, "হয় ত সে সময় তুমি কোন গুরুতর বিষয়ের চিন্তা কোচ্ছিলে, তাই তোমার মনের ঠিক ছিল না, এইমাত্র যে যুবাকে দেখতে পেলেম, হয় ত তিনি তোমায় তৎকালীন গ্রাস কোরেছিলেন, তাই পথাপথ বিচার কোরে চোল্‌তে পারোনি, জীবা! কথা কও না যে? কেমন? তাই ত?" যুবতী নিস্তব্ধ আছেন, এক বিন্দু অশ্রু তাঁর নেত্রকোণে এসে দাঁড়াল যুবতী থর থর কোরে কাঁপ্‌তে লাগলেন। মেরীর মুখের দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখ্‌তে তাঁর লজ্জা হলো, দুই হস্তে মুখচন্দ্র আচ্ছাদন কোরে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগলেন। দুঃখিনী জীবা যখন কিঞ্চিৎ সুস্থ হোলেন, তাঁর স্নেহময়ী প্রতিবাসিনী বন্ধু বোল্লেন, "জীবা! যা হয়ে গেছে, তা হোয়ে গেছে, তুমি আর কখনই সেই মোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাবে না। দুর্ব্বুদ্ধির দোষে, আর বিবেচনার ত্রুটিতে তোমাকে জীবন গুণগারী দিতে হবে, তুমি যেন শেষ গইবিরকুলের কলঙ্কিনী হয়ো না, সুখের সংসারযাত্রা তোমার ভাগ্যে যেন গরলময় হোয়ে উঠে না। তোমার স্বজাতিরা নারীর সম্বন্ধে অতিশয় নিদারুণ, তাঁদের দুরূহ নিয়মগুলি তুমি ভালরূপই অবগত আছ, বিশেষতঃ তোমার পিতা একজন গোঁড়া গইবির, কুলধর্ম্মের প্রতি তাঁর অচলা শ্রদ্ধা, অচলা ভক্তি, সে কথা আমার বোল্‌তে হবে কেন? তুমিই কোন্ তা না জানো? অন্যের অসাক্ষাতে ভিন্নজাতীয় লোকের সঙ্গে কথোপকথন কোরেছো, এ বিষয়ে শুদ্ধ সন্দেহ মাত্র হোলেও তোমার প্রাণদণ্ড কোর্‌বে। তদ্ভিন্ন তখন তুমি ফ্রেমজীর বাগ্‌দত্তা স্ত্রী, সেটিও একবার স্মরণ কোরো।"

ফ্রেমজীর নাম শুনে বালাকে যেন কালসর্পে দংশন কোল্লে। সেইরূপ সভয়ে চম্‌কে উঠে উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেন, "ভদ্রে! তাঁর নাম কোর্‌বেন না, আমি কখনই তাঁর হবো না, নূরজঙ্গের অনুরাগিনী হোয়ে যদি মৃত্যু হয়, তাও প্রার্থনীয়, তথাচ আমি তাঁর হব না।"

"আঃ হাবা! আঃ পাগলী! একেবারে ক্ষেপেছিস! চুপ কর্ ক্ষেপী, ও কথা কি এখন মুখে আনতে আছে, কথা স্থির হোয়ে গেছে, লগ্নপত্র পর্য্যন্তও হয়ে গেছে, আর কি তা খণ্ডান যায়? পাশা পোড়ে চুকেছে, আর কি তা ফেরে? তোমায় ফ্রেমজীর সহধর্ম্মিণী হোতেই হবে, অথবা—"

"অথবা কি?"

"অথবা প্রাণটি হারাবে।"

"তা হারাই হারাবো, তাতেও বরং সুখ আছে, ফ্রেমজীর অর্দ্ধাঙ্গ হোলে কোনো সুখই নেই। তাঁর পত্নী হোলে কোন্ বিষয়ে সুখী হবো? কোন্ সুখ আমার জন্যে ভাণ্ডারে মজুত হোয়ে আছে? তিনি কখনই আমার হবেন না। মোগলকেও আশ্বাস দিয়ে উন্মত্ত কোর্‌বো না, তবে আর একটিবার মাত্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে জন্মের মতন বিদায় হবো।"

মেরী সগভীরস্বরে বোল্লেন,"জীবা! সাবধান! সেই যে একটিবার মাত্র শেষ সাক্ষাৎ, সেই সাক্ষাৎ সাবধান! তোমার মনে যে কোন কু-অভিপ্রায় নাই, সে কথা সত্য, আর সে কথা আমিও মানি, তোমার হৃদয় নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল; কিন্তু তোমার স্বজাতীয় বিচারপতিরা সে কথা শুনবে কেন, তারা তোমায় দুষবে, তুমি অপরাধী হবে, তোমার সদভিপ্রায় তখন কোনো কাজেই লাগবে না,তখন শিল-মোহর পোড়ে তোমার অদৃষ্ট চির অবরুদ্ধ হবে।"

"ভদ্রে! আপনি ত আমার দুর্নাম কোর্‌বেন না?" জীবা এই কথা বোলে সকাতর দৃষ্টিতে মেরীর মুখপানে চেয়ে রইলেন।

"জীবা! কেন বাছা অমন কথাটা জিজ্ঞাসা কোল্লে? আমার প্রাণের জীবা তুমি, আমি কি তোমার দুর্নাম কোত্তে পারি? তা কখনই সম্ভব নয়।"

"তবে আর ভয় কারে? দেখাসাক্ষাৎ হলো না হলো, কে তা চৌকি দিয়ে দেখ্‌তে যাবে?"

"বৎসে! তোমার মনে কি এতই ধারণা হোয়েছে যে, কেউই তা দেখতে পাবে না? বাছা! সিটি তোমার মস্ত ভ্রম। তুমি কি সাহসে ভরসা বাঁধছো যে, কেউই তা দেখতে পাবে না? বৎসে! আমি পুনর্ব্বার বোল্‌ছি, তুমি সাবধান হও, সাবধান হও, যা হোয়ে গেছে, তার চারা কি, আর তার সঙ্গে কদাচ সাক্ষাৎ করো না। তার চিত্তহারী সানুরাগ বাক্যের মধ্যে ভুজঙ্গম-গরল অলক্ষিত হোয়ে আছে, তুমি সেই বিষের আঘ্রাণ পেয়ে বিমুগ্ধ হোয়েছো, তার চাকচিক্য তোমায় হতজ্ঞান হতবুদ্ধি কোরেছে, তাই তুমি তার রূপে উন্মাদিনী হোয়েছো, আর সেই জন্যেই ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই মনে কচ্চো। আঃ জীবা! বৎসে! তুমি মৃত্যুরূপ নদীর ধারে বেসে দাঁড়িয়ে আছো, সিটি তুমি মনে মনে জান্‌তে পেরেও স্বীকার কচ্চো না। সত্যই আমার মন বুঝছে না, তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি কোরে বল যে, আর সে মোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো না।"

"আপনার মাথায় হাত দিয়ে সে কথা আমি বোল্‌তে পার্‌বো না, বোল্‌বোও না, আর একটিবার মাত্র সেই মোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে অনুমতি করুন, আমায় কেবল সেই ভিক্ষাটি দিন।" জীবা ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এই কথাগুলি বোল্লেন।

"না, জীবা! সে কথা আমি কখনই বোল্‌তে পার্‌বো না, তুমি আর কখন সে মোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাবে না, আমার গা ছুঁয়ে বল যে, আর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো না, আমার কাছে তুমি করার দিব্বি করো, নচেৎ তোমার কাণ্ডকারখানা তোমার পিতামাতা অবশ্যই শুন্‌তে পাবেন।" অপ্রফুল্লিত জীবা অগত্যা এই কথা স্বীকার কোল্লেন, "আপনার কাছে দিব্বি কোচ্ছি, আর সে মোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো না।" এই কটি কথা মুখ দিয়ে বার হবার সময় বালার হৃদয় কেউ যেন টেনে ছিঁড়ে ফেল্লে, কেউ যেন মোচড়া দিয়ে মুচড়িয়ে ভেঙ্গে দিলে, তখন এইরূপ তাঁর বোধ হোতে লাগল, বালার মাথা ঘুত্তে লাগল, জীবা

নির্ব্বলা হোয়ে পোড়লেন, শেষে আর দাঁড়াতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দুঃখে দুঃখিতা মেরীর কোলে মূর্চ্ছা গেলেন। মেরী অনেক কষ্টে জীবার মূর্চ্ছাভঙ্গ কোরে তাঁর উৎকলিকাকুল চিত্তকে প্রশান্ত কোল্লেন, দুঃখিনী জীবা একটু সুস্থ হয়েছেন, একটু বলও পেয়েছেন, এক্ষণে অনায়াসেই ঘরে ফিরে যেতে পারেন, তাঁর পরামর্শদাত্রী মিত্রের নিকট বিদায় হয়ে বাড়ীর বাইরে যেমন সেই সদররাস্তায় এসেছেন, এসে দেখেন যে, কতকগুলি পর্ত্তুগিস থানাদার একটি যুবতী মুসলমানীকে সঙ্গে কোরে পূজ্যপাদ মেরীর বাড়ীর দিকে হন্ হন কোরে চোলে আস্‌ছে। মুসলমানীর চুলগুলো আলু থালু হয়ে চারি দিকে ঝুলে পোড়েছে, চোক মুখ রক্তিমাকার হয়ে ঘন ঘন শ্বাস বোচ্ছে। দেখে বোধ হল, হয় সে ক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে, নয় ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হয়েছে।

ক্রোধমত্তা সেই স্ত্রীলোকটি মেরীর দিকে চেয়ে বোল্লে, "ঐ খুননী দজ্জাল বুড়ীকে গেরেপ্তার করো, ঐ আমায় ঔষধ বোলে যে বিষ দিছিল, তাই খেয়ে আমার স্বামীর প্রাণ বিয়োগ হয়েছে।" একটা শিশি, তার আধা আধি পর্য্যন্ত কালরঙের দ্রাবে পরিপূর্ণ, ঐ মুসলমানী সেই শিশিটি উঁচু করে ধোরে উচ্চৈঃস্বরে বোল্‌তে লাগল, "দেখো ভাই সকল, এই দেখো! এই তার ঔষধ, একে সে ঔষধ বলে, তোমরা তার কথায় ভুলো না, এ ঔষধ নয়, বিষ! হলাহল কালকূট বিষ, খেয়ে আমার প্রাণের সমান প্রিয় স্বামী প্রাণত্যাগ কোরেছেন। হায় হায়! আমার কি পোড়া অদৃষ্ট! আমি কি হতভাগিনী! হাতে তুলে বিষ খাওয়ালেম, এই কালকূট আমি আপনি হাতে কোরে তার মুখে তুলে দিইছি। হায়! আমার ভাগ্যে এই দুরদৃষ্ট লেখা ছিল, আমি বুঝ্‌তে না পেরে এত গুণের স্বামীটিকে হারালেম, ও মাগীরিই বা কি ছাতি! মেয়েমানুষের এতখানি বুকের পাটা হয়, কেউ কখন দেখেওনি, শুনেওনি। ওকে ধরো, সুবাদারের কাছে লয়ে চলো।" "তবে ধরে লয়ে চলো, তবে ধরে লয়ে চলো," এই কথা বোলে থানাদারেরা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। মেরী নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌লেন; শেষে বোল্লেন, "একটু বিলম্ব করো, পবিত্র ক্রুশের দোহাই দিয়ে, নির্ভয়ে শপথ কোরে বোল্‌ছি, আমি কিছুই জানিনে, আমার কোন অপরাধ নাই, আমি নির্দ্দোষী, আমার অনপকারী ঔষধ খেয়ে সে গরিবের যদি মৃত্যু হোয়ে থাকে, তবে সেটি বিধাতার নির্ব্বন্ধ, তার নিয়তিই ঐ পর্য্যন্ত।"

একজন থানাদার বোল্লে, "ভাল, তবে বাকীটুকু তুমি আপনি খাও, তবে তোমার কথায় বিশ্বাস যাবো।"

মেরী বোল্লেন, "না,—আমি তা খেতে পারিনে, এ ঔষধটি সকলের পক্ষেই অনপকারী সত্য, তবে কি না আমি না কি একটি রোগ ভোগ কচ্চি, তাই আমার পক্ষে অপকারী, কি সাংঘাতিক হোলেও হতে পারে সেই বিবেচনায় বাকীটুকু আমি খাবো না।" ঐ কথা শুনে থানাদারেরা হো হো শব্দে হেসে উঠে, বোল্লে, "সাংঘাতিক হবে যে, তা আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি, সেটা আর বোলে দুঃখ পেতে হবে না। তবে আর বিলম্ব কেন? চলো, ওকে ধোরে লয়ে যাই।"

জীবা বোল্লেন, "একটু দেরি করো, মেরী না খান, আমি খাবো। মেরী যে নির্দ্দোষী, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, আর তাঁর কথার প্রতি আমার এত শ্রদ্ধা আছে যে, তাঁর হোয়ে আমি তা অনায়াসেই পান কোত্তে পারি। খেলে যদি কোনো মন্দ না হয়, তবে তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে যেখান থেকে এসেছো, সেইখানে ফিরে যাবে ত?"

থানাদারেরা বোল্লে, "আচ্ছা, তা হোলে আমরা ফিরে যাব।"

জীবার মনে কোন সংশয় নাই, তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বোল্লেন, "তবে শিশিটি আমায় দাও।" এখন মুসলমানীর ক্রোধ অনেক সাম্য হোয়েছে; সে একটু এগিয়ে, জীবার সুমুখে শিশিটি ধোল্লে, জীবা শিশিটি লয়ে মুখে ঢেলে দিতে যান,

এমন সময় পশ্চাদ্দিক থেকে কেউ তাঁর হাতখানি চেপে ধোল্লে,—বজ্রের মতন শক্ত কোরে চেপে ধোল্লে, বালা পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখেন, সেই মোগল পুরুষ নূর-জরদ!”

মোগল চেঁচিয়ে বোল্লেন “আঃ! দুর্ব্বোধ! তুমি,—ও কি কোচ্চো? মেরী যে ঔষধ দিয়েছেন, এ সে ঔষধ কি না, সেটা আগে তদারক কোরে জানো, যদি মেরী বলেন, হাঁ! সেই ঔষধই বটে, তবে তুমি খেতে চাও খাও।”

মুসলমানীর মুখ শুখিয়ে একটুখানি হোয়ে গেল, ঠক্‌ঠক্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, বোল্লে, “শিশিটি তবে ফিরিয়ে দাও, মেরীর প্রতি যখন তোমার এত শ্রদ্ধা আর এত বিশ্বাস, তাতে কোরে আমিও নিঃসন্দেহ হোলেম যে, তাঁর কোনো অপরাধ নাই।”

নূরজরদ বোল্লেন, “তুমি ত নিঃসন্দেহ হয়েছো সত্য, এখন কিন্তু আমাদের নিঃসন্দেহ হবার পালা!” ক্রোধে যুবার চোক দিয়ে তখন অগ্নির হল্কা নির্গত হোচ্ছিল। মোগল বোল্লেন, “মেরী! একটু চেকে দেখ দেখি, এই ঔষধই কি তাঁর স্বামীকে পাঠিয়েছিলে?” মেরী বোল্লেন, “না, এ ঔষধ পাঠাব কেন? এ তো যথার্থই কালকূট বিষ, যা হোক জীবার আর আমার জীবন তোমা হোতেই রক্ষা হলো, তুমি আমাদের উভয়েরই জীবন-দাতা। তুমি আমার আশীর্ব্বাদের পাত্র হয়েছো, তোমার মনোরথ পূর্ণ হোক, আমি তোমায় মন খুলে আশীর্ব্বাদ কোচ্চি, জীবার প্রাণ দিয়েছো বোলে সেও তোমায় সকৃতজ্ঞ-হৃদয়ে সাধুবাদ কোর্‌বে, এ উপকার সে কখনই বিস্মৃত হবে না!” মেরী শিশিটি তদন্ত কোরে দেখে মুক্তকণ্ঠে বোল্লেন, আজ প্রাতে যে শিশি কোরে ঔষধ দিছিলেন, এ সেই শিশি বটে, কিন্তু সে ঔষধ নয়। তিনি শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্‌তে পারেন, তাঁর ঔষধ ফেলে দিয়ে, কেউ তাতে বিষ ভোরে রেখে দিয়েছে।

মোগল বোল্লেন, “যারা তা কোরেছে, তাদের আমি জানি। থানাদার! ঐ কাল-নাগিনী নির্লজ্জ মুসলমানীকে আগে গেরেপ্তার করো, সে আপনার স্বামীকে নিজহস্তে খুন কোরে,—অতি ঘৃণিত, অতি নৃশংসরূপে খুন কোরে, এখন কেমন অম্লানবদনে মেরীর উপর সেই খুনের তহমত দিচ্চে!! এখন শোক দুঃখের কেমন জাল মূর্ত্তি দেখাচ্চে দেখো, সুযোগ পেলে আরও কত নিরপরাধীর পবিত্র রক্তে হস্ত কলঙ্কিত কোত্তে পারে, তাতে সে সঙ্কুচিত হয় না।”

ঐ কথা শুনে থানাদারেরা সেই মুসলমানীকে গেরেপ্তার কোল্লে। চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য, সেই জনতার মধ্যে একেবারে চারিদিক থেকে একটি আতঙ্কের শব্দ উঠল।

নূরজরদ উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেন, “বাসুজাসু নামে এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বৈদ্য আছে, তাকেও গেরেপ্তার কোরে সুবাদারের কাছে লয়ে যাও, সেই ব্যক্তিই ঐ কালবিষ প্রদান করে, তার যোগেই এই মহা কাণ্ডটি ঘটেছে। কতক অর্থের লোভে, কতক ঐ হতভাগিনী স্ত্রীলোকটির প্রতি অনুরাগাসক্ত হোয়ে তার ঐ দুষ্ট প্রবৃত্তি জন্মে। তবে তোমরা এখন চোলে যাও, আর একতিলও বিলম্ব করো না, আমি যে যে কথা বোল্লেম, তার প্রমাণ আছে, আমি তা প্রতিপন্ন কোরে দিতে পার্‌বো, প্রয়োজন হোলে দর্শাতেও পার্‌বো।”

থানাদারেরাও চলে গেলো, ভিড়ও কোমে পড়ল, মেরী আর জীবা পুনরায় একাকিনী হোলেন। সকৃতজ্ঞ মেরী উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেন, “বাছা জীবা! তোমার অতি সদয় প্রকৃতি, তোমার মনে কোন ঘোর পেঁচ নাই, তুমি অতি মহাত্মা মেয়ে, তোমার এ ঋণপাশ আমি কিরূপে পরিশোধ কোর্‌বো, তাই ভাবছি। এখনো আমার প্রাণ কাঁপছে, না জানি, কি সর্ব্বনাশই ঘট্‌তো, ভাগ্যে তিনি ছিলেন, তাই রক্ষা। মোগল যথার্থই মহাশয় ব্যক্তি, তিনি এসে পোড়েছিলেন বোলে তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলেম তাঁর প্রসাদে আমরা উভয়েই প্রাণদান পেয়েছি। সংসারে যে

এত প্রতারণা আছে, পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও মনে করিনি, এরূপ দজ্জাল স্ত্রীলোক বাপের জন্মেও কখন দেখিনি, কাণেও কখন শুনিনি, কি দুষ্টবুদ্ধি! তার কেতরাজি দেখে অবাক্ হোয়ে গেছি! দেখ দেখি, কি ঘোরচক্রই খেলেছে! কি ফেরেবি সাজিয়েছে, মোগল কি কোরে সন্ধান জানলেন, তা শুনতে হবে। আপাতত তুমি বাড়ী গিয়ে যে জন্যে বিলম্ব হোয়েছে, বুঝিয়ে বলোগে, আর যে কথা স্বীকার কোরেছো, তা যেন স্মরণ থাকে।"

জীবা বোল্লেন, "কি বলাই; যে আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিলে, তারে দুটো অনুনয় বিনয় কোরে কৃতজ্ঞতাও জানাতে পারবো না? তিনি যে আমায় প্রাণদান দিয়েছেন।"

মেরী বোল্লেন, "কৃতজ্ঞতা না জানালে ধর্ম্ম থাকে না সত্য, কিন্তু লোকের অসাক্ষাতে লুকিয়ে ছাপিয়ে দেখা করবার প্রয়োজন করে না, তাই বলে সেই প্রতিশ্রুত কথাটি ভুলে যেও না যেন, সেটি আর একবার স্মরণ কোরো, তবে এখন বাড়ী যও।"

এদিকে জীবার মমতান্ধ পিতামাতা একমাত্র সন্তানকে অনেকক্ষণ না দেখতে পেয়ে বৎসহারা গাভীর ন্যায় ব্যাকুল হোয়ে বেড়াচ্ছিলেন, এত বিলম্ব কখনই হয় না, তাঁদের মনে কত প্রকারই ভয় এসে উপস্থিত হোচ্ছিল, তাঁরা কত আশঙ্কাই কল্পনা কোচ্ছিলেন। এক্ষণে দুহিতাকে অলকক্ষে গৃহে আগত দেখে আহ্লাদে পুলকিত হোলেন। জীবা পূর্ব্বদিবসের দৈববিড়ম্বনা অবগত কোরিয়ে তিনি মেরীর বাড়ীতে গেছিলেন বোল্লেন, সেখানে যে জন্যে আবদ্ধ হোয়ে থাকতে হোয়েছিল, সে বৃত্তান্তও সমুদয় অবগত করালেন। শঠ কুহকিনী বজ্জাত মুসলমানীকে যৎপরোনাস্তি নিন্দামন্দ কোরে মুক্তকণ্ঠে মেরীর গুণ গাইতে লাগলেন। জীবা সেই শিশির পেয় পান কোত্তে চেয়েছিলেন বোলে রস্তম তাঁকে বিস্তর তিরস্কার কোল্লেন, কিন্তু তাঁর সরল অন্তঃকরণ যে উত্তরসাধক হোয়ে তাঁকে তা পান কোত্তে উপদেশ দিচ্ছিল, বালার সেই সততাগুণের বিস্তর অনুরাগও কোত্তে লাগলেন। সেই ব্যাপারের চরম ফল কি হয়, তাই জানবার আবশ্যক বিবেচনা কোরে, রস্তম তখনি কেল্লাভিমুখে চোলে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হোয়ে দেখেন, বোদারের বাড়ীর সুমুখে সেই যুবা মোগল, সেই মুসলমানী, সেই ব্রাহ্মণ বৈদ্য, আর সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখিতা অথচ ঐ ব্যাপারে আষ্টে পিষ্ঠে আবদ্ধ মেরী সাউসী এক স্থানে একত্রে জমা হোয়েছেন। বিচারের মুখে প্রকাশ হোয়ে পোড়ল যে, নুরুদ্দীন (সত্য-ধর্ম্মের আলোক) নামে এক ব্যক্তি সওদাগর হঠাৎ পীড়িত হয়, তারই স্ত্রী অনেক দিনাবধি ষড়চক্রের ফাঁদ পেতে পেতে বেড়াচ্ছিল, সে এই সুযোগ পেয়ে স্বামীকে বিষপান করাইবার কৌশল করে। তার ঐ দুরভিসন্ধি সফল করবার নিমিত্ত বাসু জাসু নামে ব্রাহ্মণ বৈদ্যের কাছে মনের অভিপ্রেত ব্যক্ত করে। বাসুজাসু স্ত্রীলোকটির বাসনায় সম্মত হোয়ে বোল্লেন, "মেরী সাউসী ঔষধের পরিবর্ত্তে বিষ দিয়েছে, এই কথা প্রচার কোরে দিয়ে, তার নামে যদি অপবাদ করা হয়, তবে তিনি একার্য্যে যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন।" ডাকিনী মুসলমানী বৈদ্যের কৌশলানুরূপ চোলতে তদ্দণ্ডেই সম্মতা হয়ে নেত্রপুটে অশ্রুভার লয়ে, মেরীর বাড়ীতে উপস্থিত হলো। অতি কাতর হোয়ে হাতযোড় কোরে জানালে, তার প্রিয় স্বামী উৎকট পীড়িত, তিনি যদি একবার অনুগ্রহ কোরে দেখে তার প্রাণদান দেন। মেরী রোগীকে দেখে একটি পেয় ব্যবস্থা করেন, তদ্ভিন্ন পথ্যাপথ্যের আর সেবা-শুশ্রূষারও অনেক উপদেশ দেন। দুশ্চারিণী মুসলমানী ঔষধের শিশিটি হস্তগত কোরে ব্রাহ্মণ বৈদ্যকে ডেকে পাঠালে, সে এসে শিশির ঔষধটি একবার নিরীক্ষণ কোরেই চোলে গেল। বাসুজাসু যখন পুনর্ব্বার রোগীকে দেখতে আসে, সেই সময় একটি প্রাণ-সাংঘাতিক বিষ, সঙ্গে কোরে লোয়ে আসে। তার সেই বিষ আর মেরীর প্রেরিত ঔষধ ঠিক এক আকার, এক প্রকার, বিন্দুমাত্র ইতরবিশেষ ছিল না। ঔষধের রঙ্ আর আকারের

সঙ্গে ঐক্য কোরেই বিষটি আনা হয়। ঐ বিষ রোগীকে নির্ভয়ে সেবন করান হলো, সে তা পান কোরেই তখনি প্রাণত্যাগ কোল্লে, অনেক যন্ত্রণা পেয়েই প্রাণটি বার হয়। হলাহলটির ক্রম চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কর্‌বার পর এই উপস্থিত উপলক্ষের নিমিত্ত তা থেকে কিছু বিষ আলাহিদা কোরে রেখে দেওয়া হলো। সেইটুকু শেষে মেরী সাউদীর প্রদত্ত শিশির মধ্যে ঢেলে রেখে, তাতে যে ঔষধ ছিল, যা সেবন কোল্লে রোগী হয় ত আরোগ্যই হতে পাত্তো, সে সমুদয় বাসুজাসু অন্য শিশিতে ঢেলে আপনার কাছে রেখে দিলে। এদিকে কাজ নিকেশ হোয়ে গেলে মৃতের বিধবা স্ত্রী আপনার নাট্যক্রিয়ার অভিনয় দেখাতে মেরীর বাড়ীতে চোলে গেল। তখন মনে কোরেছিল, তাদের সে কৌশলের সন্ধান কেউই জানতে পারবে না। নূরুদ্দীন সওদাগর একটি কাফরী বালক প্রতিপালন কোত্তো, তারি কথা প্রমাণ, সেই অধর্ম্মের দুষ্ক্রিয়াগুলি শেষে প্রকাশ হোয়ে পড়ে। এই বালকটি প্রভুর উৎকট পীড়া দেখে যথার্থই আন্তরিক দুঃখিত হোয়েছিল, সে কর্ত্রীর কথা না শুনেও চুপে চুপে মুনিবের বিছানার এক-পাশে বোসে, একখানি পাখা লয়ে তারে বাতাস কোত্তো। রোগীর মুখের উপর মাছি বোসেছিল, তাই সে বাতাস কোরে তাড়াচ্ছিল, এমন সময়ে কর্ত্রীর পায়ের সাড়া পেয়ে আর তার সঙ্গে অপর এক ব্যক্তিকে আসতে দেখে সে সেখান থেকে উঠে যেতে বাধ্য হলো, তারে দেখে কর্ত্রী কুপিত হবেন ভেবে সে বুকে হেঁটে, হামাগুড়ি দিয়ে একটা সিন্দুকের পাশে গিয়ে লুকোলো, সিন্দুকটি নিকটেই ছিল। ঘরের দরজাটি খুলে গেল, বালকটি তার শব্দ শুনতে পেলে, তার তখন দেখবার উপায় ছিল না। স্ত্রীলোকটি পা টিপে টিপে রোগীর বিছানার পাশে এসে তার সঙ্গে যে এসেছিল, তার কাণে কাণে কি মন্ত্রণা কোত্তে লাগল, এত ফিস্ ফিস্ কোরে কথা কইতে লাগল যে, অনেক চেষ্টা কোরেও বালক দাস তাদের একটি শব্দও বুঝতে পাল্লে না। একটু পরেই পুরুষটি চোলে গেল, কিন্তু গৃহিণী সেই ঘরেতেই রইলেন, তাই বালকটি বাইরে বেরিয়ে আসতে পাল্লে না, তার তখন বেরিয়ে আসবার কোনো উপায় ছিল না। এক ঘণ্টার পর সেই পুরুষটি আবার ফিরে এলো, তারে দেখে স্ত্রীলোকটি এই কথা বোলে সম্ভাষণ কোল্লে, "কি হলো বাসু-জাসু? সঙ্গে কোরে এনেছো কি?"

বাসু! চুপ চুপ! গোল করো না, যা দরকার, তা সঙ্গেই আছে।

সেই চিরদাস এখন দুটো শিশির ঠনাঠনি শব্দ শুনতে পেলে, শিশি দুটো গায় গায় ঠেকাঠেকি হোয়ে যেমন ঠন্ ঠন্ শব্দ হোতে লাগল, সেই সময় তারাও ফিস্ ফিস্ কোরে কি গূঢ় পরামর্শ কোত্তে লাগল। তার পর রোগীর নিকটে গিয়ে তার মুখ চিরে কি গিলিয়ে দিলে। বালকটি মনে কোল্লে, হয়ত রোগীকে ঔষধই খাইয়ে দিলে। একটু পরে তারা দুজনেই চোলে গেল। তার পরেই নুরুদ্দীনের অন্তর্দ্দাহ আর শয্যাকণ্টক উপস্থিত। রোগী অস্থির হোয়ে এপাশ ওপাশ কোত্তে লাগল। কোনো পাশেই তৃপ্ত বোধ হোচ্ছিল না, মহাশ্বাসের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পোড়তে লাগল, গোঁ গোঁ শব্দে গোঙরাতে লাগল, যমযাতনার ন্যায় ছট্‌ফট্ কোত্তে কোত্তে এক একবার ঝুঁকে ঝুঁকে উঠবার চেষ্টা কোত্তে লাগল। বিছানাশুদ্ধ তোলপাড় হোয়ে পালঙ্কখানি নড়ে নড়ে উঠতে লাগল। বালকটি এই সকল কাণ্ড চক্ষে দেখে আর সে চুপ কোরে থাকতে পাল্লে না সে তখন সিন্দুকের নির্জ্জন কোণ থেকে বেরিয়ে এসে তার ভক্ত শ্রদ্ধাস্পদ মুনিবের বিকৃত মুখশ্রী ঠাউরে ঠাউরে দেখতে লাগল। নূরুদ্দীনের মুখকান্তি বিবর্ণ দেখে, আসন্ন-মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ অনুভব কোরে তার মনে হঠাৎ এই কথা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল,—কর্ত্রী তার স্বামীকে কালকূট প্রদান কোরেছে!! বালক দেখলে, তার সেই একমাত্র আশ্রয় তার সুমুখে অনাথ হয়ে পোড়ে আছে, অন্তর্যাতনায় সর্ব্বশরীর নেচে নেচে উঁচু হয়ে উঠছে,

ঘন ঘন আক্ষেপ হয়ে হস্তপদগুলি যেন মুচ্‌ড়িয়ে ভেঙ্গে ফেল্‌ছে। মুনিবের দুর্গতি দেখে বালকের অন্তঃকরণে যেন একটি কালশিরে পোড়ল, তার হৃদয় যেন কেউ মোচ্‌ড়া দিয়ে ভেঙ্গে ফেল্লে। কি কোর্‌বে, আর কি কোরেই বা কি কোত্তে হয়, সে তা কিছুই জানে না, বালক বই ত নয়, জান্‌বেই বা কি কোরে? তার আসন্নমৃত্যু মুনিবের গোঙ্গানি কাতরানি শুনে, আর স্বচক্ষে তার দুর্গতি দেখে সে যেন অন্ধকার দেখতে লাগল। বালক অজস্র অশ্রুপাত কোচ্চে, এমন সময় পুনর্ব্বার পায়ের শব্দ শুনতে পেলে, কারা যেন আস্‌ছে, বালকও পুনর্ব্বার সেই সিন্দুকের কোণে যেয়ে অবগুণ্ঠিত হলো। দরজাটি আস্তে আস্তে খুলে গেল, বালক তার শব্দ শুনতে পেলে, তার পরেই অস্ফুট, ফিস্ ফিস্ শব্দের ঝঙ্কার তার কর্ণস্পর্শ কোল্লে। তারা চোলে গেল, দরজাটি পুনরায় অবরুদ্ধ হলো, এক্ষণে কোনো দিকে কোন শব্দ নাই, সব নিঝুম নিস্তব্ধ, কেবল অন্তর্দাহে পীড়িত সেই নুরুদ্দীনের গোঙ্গানি শব্দ, আর তার অনলদগ্ধবৎ ওষ্ঠাধার এবং নিমীলিত ম্লান চক্ষুর্দ্বয় বেড়ে যে সকল মক্ষিকা ঘন্ ঘন্ রবে বিষাদ-ঝঙ্কার কোচ্ছিল,--সেই শব্দ—তদ্ভিন্ন আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। একটু পরেই একটি গভীর প্রাণঘাতী নিশ্বাস নিঃসারিত হবে তার পরক্ষণেই ঘোর ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধ ঐ প্রাণঘাতী নিশ্বাসের অনুগামী হলো। তাই দেখে সেই চিরদাস মনে কোল্লে, নিশ্চয় তার প্রভুর অশেষ দুর্গতির চির-অবসান হলো!

বালকটি বিবেচনা কোল্লে, তার দুর্দ্দম নিষ্ঠুর কর্ত্রী আবার এখনই ফিরে আস্‌বে, সেই ভয়ে সে পুনরায় সেই সিন্ধুকের পাশে গিয়ে লুকিয়ে রইল, কি জানি, পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাই তখন সজোরে নিশ্বাস ফেল্‌তেও তার সাহস হোচ্ছিল না। ফলে সে যা সন্দেহ কোরেছিল, তাই শেষে সপ্রমাণ হলো। স্ত্রীলোকটি তখনি ফিরে এসে নিঃশব্দে স্বামীর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, দেখলে, পতির প্রাণবিয়োগ হয়েছে, তাই দেখে বিপর্য্যয় শোকের ছলনা কোরে উন্মাদিনী সেজে তীরের ন্যায় ঘরে থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। বালক দাস তখন সিন্ধুকের নীচে থেকে বেরিয়ে, দৌড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল, কি কোত্তে হবে, তা তখনও সে স্থির কোত্তে পাচ্ছিল না। রোগীর ঘরে গোপনে থেকে যে ব্যাপারগুলি স্বচক্ষে দেখেছে,স্বকর্ণে শুনেছে, সেগুলি কারে যে অবগত করাবে, তাও তখন ঠিক কোত্তে পাচ্ছিল না। তার একটি আত্মীয় যুবা মোগল নূরজরঙ্গের অনুসেবায় নিযুক্ত ছিল, বালকটি দৌড়ে তারি কাছে গেল। মোগল যুবা সে সময় সোয়ার হবার উদ্‌যোগ কোচ্ছিলেন। সওদাগরের চিরদাসের উৎকণ্ঠিত-মূর্ত্তি দর্শন কোরে ভয়ে চমকে উঠে, কি জন্য সে সেখানে এসেছে, সেই কথা তাকে বোলতে বোল্লেন। বালক বোল্লে, এখানে রাস্তায় না বোলে বাড়ীর ভিতর চলুন, সেইখানে সব বৃত্তান্ত শুন্‌তে পাবেন। যুবা তাই কোল্লেন, ঘরের মধ্যে গিয়ে সকল সরেওয়ারগুলি শুন্‌লেন। শুনে তারে এই পরামর্শ দিলেন, সেখানে গিয়ে গোলমাল না কোরে চুপচাপ হয়ে থাকে, তারপর তিনি তারে ডেকে পাঠাবেন। মোগল যুবার মনে এই সন্দেহ হলো মেরী সাউদীকে নষ্ট কর্‌বার নিমিত্ত ভিতরে ভিতরে কোনো দুরভিসন্ধির চক্র চোলেছে। মেরী সাউদী যে সেই সওদাগরের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে কথা যুবা পূর্ব্বে জানতেন, তাই তিনি তখনিই মেরীর বাড়ীমুখো দৌড়িলেন। তাঁর প্রিয়তমা জীবার প্রাণ যে সময় রক্ষা হবে, ঠিক সেই সময় সাউদীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোলেন। তাঁর পৌঁছিতে মুহূর্ত্তকাল মাত্র বিলম্ব হোলে সরলা জীবা সওদাগরের বিধবা স্ত্রীর নিষ্ঠুর চক্রে পোড়ে মারা গেছিলেন আর কি!! সে বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বলা হোয়েছে।

চিরদাস বালক একটি একটি কোরে সব কথা স্পষ্ট-প্রমাণ কোরে দেওয়াতে, আর মেরী সাউদীর দেয় ঔষধ ব্রাহ্মণ বৈদ্যের

কাছে শিশি শুদ্ধ ধরা পড়াকে, অপরাধী যুবককে শাস্তির হুকুম দেওয়া ভিন্ন বিচারের বাণী আর কিছুই ছিল না। স্ত্রীলোকটির উপর মৃত্যুদণ্ডের হুকুম হয়ে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব প্রভৃতি আজীবন কারাবাসের আদেশ হলো। সেই গইবিরকন্যা জীবা আর তাঁর প্রতি অনুগত-চিত্ত সেই মোগল যুবা নূরজরজ যদি নাট্যক্রিয়ার মূর্ত্তি ধারণ কোরে ঐ নিষ্ঠুর মৃত্যু-অভিনয়ে দর্শন না দিতেন, তবে সে সকল বৃত্তান্ত তত বাহুল্যরূপে অবগত হওয়া দুর্ঘট হতো। ঐ বিষাদপূর্ণ নিরানন্দ অভিনয় থেকে সুরু কোরে, আমরা এক্ষণে তদপেক্ষা প্রফুল্ল-অভিনয় দেখিয়ে পাঠকের মনোরঞ্জন করবো। একদা নৌরোজ সমারোহ উপলক্ষে,—পারসীদের নূতন বৎসরের পর্ব্বাহে বোধে সহর সজীব আনন্দে প্রফুল্লিত হয়। গইবিরেরা মহা আড়ম্বর কোরে দলে দলে চোলেছে, মন্দিরের অভ্যন্তরস্থিত তাদের সেই পবিত্র অনল দর্শন কোত্তে চোলেছে। গাড়ী ঘোড়া পাল্কী প্রভৃতি যাতায়াতের নানা প্রকার বাহনে রাস্তা জুড়ে নিয়েছে, পথঘাট লোকারণ্য। তুরী ভেরী জয়ঢাক প্রভৃতি নানা মনোহর বাদ্যের তুমুল আনন্দ-কোলাহল হোচ্ছে, সকলের মন প্রগল্ভ উল্লাসে মত্ত হয়ে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে একেবারে সহস্র সহস্র স্বর ভৈরবনাদ কোরে ধরণী কম্পিত কোরে তুলছে. তারা প্রফুল্ল উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে নববৎসর আগমনের আনন্দ ঘোষণা কোচ্ছে। পবিত্র ভক্তি সপ্রমাণ করবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে মহা আড়ম্বরের, ভীম কলরবের স্রোত চোলেছে, কলরবে কলরবে কর্ণ বধির কোরে তুলছে, সহর তোলপাড় কোরে ফেলছে, "সহরের তাবৎ পারসী আনন্দে মেতে উঠেছে, কেউ কারও মুখ অপেক্ষা কোচ্ছে না, ছোট বড় তাবতেই আনন্দের তুফানে পোড়ে ভাসতে ভাসতে চোলেছে অশীতিপর জীর্ণবৃদ্ধ বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও লাঠী ভর কোরে কুব্জ হোতে হোতে চোলেছে, অবর্ষ শিশুরা কোঁকড় হয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে বিছানা ছেড়ে রাস্তায় পোড়েছে। যুবক যুবতীরা কেউ হেঁটে, কেউ বাহনে চোলেছে, বালক বালিকারা আনন্দে নাচতে নাচতে দৌড়েছে, শিশু সন্তানেরা বয়সানুসারে কেউ কাঁধে, কেউ কোলে উঠে হাসতে হাসতে মধুর আধ আধ বোল বোল্‌তে বোল্‌তে অগ্রসর হোচ্ছে। কারেও বা হাতে ধোরে হাঁটি হাঁটি পা পা কোরে লোয়ে যাচ্ছে। কেউ ছড়া কাট্‌ছে, কেউ গান গাচ্ছে, কেউ নৃত্য কোচ্ছে, সহরে যত পারসী ছিল, উল্লাসের তরঙ্গে ভেসে চোলেছে।

রবিদেবের প্রদীপ্ত লোহিতরাগে পূর্ব্বাম্বর চিত্রিত হবার কিছু পূর্ব্বে কতক্ষণে পারসী-সমারোহ রাস্তা দিয়ে চোলে যাবে, তাই দেখ্‌বার নিমিত্ত লোক শশব্যস্ত হলো। গৃহস্থের মেয়ে ছেলেরা কেউ চিকৃফেলা বারাণ্ডায়, কেউ ঝিলিমিলি-ওয়ালা খড়্খড়ির পাশে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌ল। পুরুষেরা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সঙ্গে কোরে, সার বেঁধে সরে রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে গেছে। বুড়োবুড়ীরাও লাঠী হাতে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কারও বারাণ্ডার উপর, কারও ছাতের উপর, কারও রকের উপর লোক গিস্‌গিস কোচ্ছে। সকলেরই তামাসা দেখবার লালসা।

এ দিকে গইবিরেরা আর গইবির-পুরোহিতেরা রাত্রি শেষে ব্রাহ্মমূর্ত্তি দর্শনের প্রত্যাশা কোরে পূর্ব্বদিকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ কোরে আছে, রবিদেবের প্রথম কিরণছটা পৃথিবীতে পতিত হোতে দেখে তারা তাঁকে নমস্কার কোরে কতক্ষণে জেন্দ্রেমে অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যাদি ক্রিয়া সমাপন কোর্‌বে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই ভাব্‌ছে। গইবিরদের দারু নামক পুরোহিত আর ডিস্তুরী নামক কুলাচার্য্য বরফের ন্যায় শুভ্রবস্ত্রে আবৃত হো'য় আর দক্ষিণ হস্ত অতি সাবধানে সুদীর্ঘ আস্তিনে সমাচ্ছাদিত কোরে একদৃষ্টে প্রতীক্ষা কোত্তে থাকে। প্রভাকরের প্রভাত-দীপ্তির প্রথম ঈষৎ ছটা অল্পমাত্র দর্শন কোত্তেই সাগর-কল্লোলের ন্যায় ভীমনাদে

চীৎকার কোরে উঠে, আর সেই সময় পবিত্র ভাস্কর মণ্ডলের অগ্রে প্রণত হোয়ে, অনন্থ-ভাবনীয় দ্রুতবেগে তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা-আহ্নিকের মন্ত্র আবৃত্তি কোত্তে থাকে। তৎকালীন তাদের জপতপের প্রতি উদ্গত-চিত্তের ব্যাঘাত জন্মায়, এমন কোনো বিঘ্ন বা বাধা সম্মুখে উপস্থিত হোতে দেয় না। যুবারা তাদের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্যদিগের অনু-করণ কোরে আপনাদের জেন্দ্‌জেন্দের প্রাতঃসন্ধ্যার) মন্ত্রগুলি আওড়াতে থাকে, তারপর চিরপ্রচলিত পবিত্র অনল-অর্চ্চনার নিমিত্ত সেই প্রধান দেবমন্দিরে যাবার জন্তে যখন তাদের আহ্বান করে, তখন তারা আপনাদের প্রাতঃউপাসনায় ক্ষান্ত হোয়ে সমারোহের মধ্যে সমবেত হয়।

পারসীরা এই দিনকে সিদ্ধিযোগ জ্ঞান করে। অনেক শিশুসন্তানেরা এই শুভদিনে শুভলগ্নে বাগ্‌দত্তা হোয়ে তাদের বিবাহের লগ্নপত্র স্থির হোয়ে থাকে। যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোয়েছে, তারা এই মহেন্দ্রযোগে পরিণয়ে আবদ্ধ হয়। যারা সংসারাশ্রমে প্রবেশ কোর্‌বে, তারাও প্রতিপত্তি লাভ কোর্‌বে, বোলে এই দিনে কর্ম্মকাজ সুরু কোরে দেয়, অনেকে আবার চিরসুখের প্রত্যাশা কোরে এই শুভযোগে জপতপ কোত্তে বসে যায়। নারিকেলবৃক্ষের উপবন থেকে সেই প্রকাণ্ড সমারোহ নির্গত হবার প্রথা আছে। একদল পুরুষ বিচিত্র রেসমী বস্ত্র আর উজ্জ্বল বুটীদার কিংখাপের পোসাক কোরে অতি মনোহর সুসজ্জিত অশ্বের উপর সোয়ার হোয়ে আগে আগে যায়, তাদের পশ্চাতে পশ্চাতে স্ত্রীলো-কেরা স্বর্ণালঙ্কারের ভারে অবনত হোতে হোতে পালকীর মধ্যে বোসে গমন করে, তাদের সঙ্গে দাসদাসীও যায়, তারা রূপার পাত্রে ফল সাজিয়ে লয়, অধিক তারা বাজনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে মনপ্রফুল্লকর সরস গান গাইতে গাইতে আমোদিনী হোতে হোতে চলে। সমারোহ গড়ের মাঠ হোয়ে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করে, সেখান থেকে ইগেরী নামক স্থানে সেই পবিত্র অনল-মন্দিরে উপ-স্থিত হয়। হিন্দু মুসলমান পর্ত্তুগিস প্রভৃতি সকলেই ঐ সমারোহে যোগ দেয়, সকলেই একরূপ আমোদে উল্লাসিত হয়, আর সকলেই স্বাগতবাদ কোরে নববৎসরের প্রাতঃ-উদয়ের অভ্যর্থনা করে।

এই ফুল্লবান্ জনতার মধ্যে যার দিকে চেয়ে দেখ্‌বে, তার মুখেই হাসি, তার মুখেই আনন্দ দেখ্‌তে পাবে, সকলেই আমোদে প্রফুল্লিত, কেবল একমাত্র অভাগিনী জীবা ম্লান আর বিষণ্ণ। সুন্দরী পাল্‌কির মধ্যে বোসে নিরানন্দমনে ভিড়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোলেছেন, কেবল মধ্যে মধ্যে দুর্জ্জয় হৃদয় কো ল হস্তদ্বারা চেপে ধরে একটি একটি কালঘাতিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ছিলেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ এমন দুঃখের দুঃখী কেউই ছিল না যে, বালা তার কাছে মনের আক্ষেপ ব্যক্ত করেন, তাঁর মনের কথা যার তার কাছে প্রকাশ কোত্তে সাহস কোত্তেন না। সুন্দরী ভেবে ভেবে গুমরে গুমরে আধ্‌খানা হোয়ে গেছেন। যে জীবনউদ্যানে বালা প্রবেশ কোত্তে পেরেছেন কি না সন্দেহ, এর মধ্যেই সে উদ্যানের ধ্বংস হবার উপক্রম হোয়েছে, তাঁর অদৃষ্টে যে, সে উদ্যানের ফল আস্বাদন করা ঘটে, তা বোধ হয় না, সে সম্ভাবনা প্রায়ই নাই। বালা যথার্থই ধর্ম্ম ভেবে তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোরেছেন, যে দিন সেই মোগল তাঁর প্রাণদাতা হস্ত প্রসারিত কোরে বালাকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার কোরেছেন, সেই দিন থেকে জীবা আর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন্‌নি।

নববৎসরের সমারোহ শেষ হলো, জীবা তাঁর প্রিয়তম নূরজহঙ্কের অনুরাগমূর্ত্তি অনু-ধ্যান কোত্তে শয়ন-গৃহে চোলে গেলেন। নূরজহঙ্গের সঙ্গে আর কখন চারিচক্ষু এক কোত্তে পার্‌বেন না, এক্ষণে সেই কথা, সেই ভাবনা তাঁর জপমালা হোয়েছে। আজ অতিশয় গ্রীষ্ম, অপরাহ্নিক বায়ু-হিল্লোলের মধুরিমা আস্বাদন কর্‌বার নিমিত্ত বিষাদিনী জীবা ঘরের জানালাগুলি মুক্ত কোরে দিলেন। চন্দ্রমা উজ্জ্বল শ্বেত প্রভা বিস্তার

বিকশিত কোরেছেন। উদার প্রসারিত অশ্বথ বৃক্ষের নীলোজ্জ্বল পত্রগুলি বায়ুযোগে মৃদু মৃদু আন্দোলিত হোচ্ছিল, পত্রবৃন্দের জলদবর্ণ ছায়াগুলি কৃষ্ণলহরী হোয়ে অবনীতলে ক্রীড়া কোচ্ছিল, দূরস্থিত সাগর-তরঙ্গের গভীর অট্টনিনাদ ভিন্ন কোনো দিকে কোন শব্দ ছিল না যে, রজনীর প্রশান্ত নীরব ব্রতের ব্যাঘাত জন্মায়। জীবা দুঃখিত হোয়ে মনে মনে চিন্তা কোচ্চেন, "আজ পূর্ণিমা, ফিরে পূর্ণিমায় আমার অদৃষ্টের দ্বার অবরুদ্ধ হবে। হায়! মেহুসিরম পর্ব্বাহের আর বড় বিলম্ব নাই, এসে পড়্‌লো বোলে, যার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা স্থির হোয়েছে, আমার সেই বাগ্‌দত্ত স্বামীও সেই সঙ্গে উপস্থিত হবেন। আমার মন কিন্তু তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট, সন্তুষ্ট নয়, হায়! হায়! জীবা কি হতভাগিনী!" এই আক্ষেপ কোরে বালা একটি দীর্ঘপ্রবাহিত সুগভীর বিষাদ-নিশ্বাস ফেল্লেন, জানালার ধার থেকে আর একটি ঐরূপ নিশ্বাসপাত হোয়ে তাঁর নিশ্বাসপাতের প্রত্যুত্তর দিলে। একটু একমন একচিত্তে কাণ পেতে থেকে জীবা স্পষ্ট শুন্‌লেন, অতি অস্বচ্ছ, সাবধান স্বরে কেউ যেন তাঁর নাম ধোরে ডাকছে। বালা একটু সুমুখের দিকে ঝুঁকে উঁকি মেরে দেখলেন যে, সে সেই যুবা মোগল একটি গাছের গায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই গাছের কতকগুলি ডাল লম্বা হোয়ে সুন্দরীর জানালার উপর এসে পোড়েছে। জীবা তখন পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ কোরে জানালাটি বন্ধ কোত্তে উঠলেন, কিন্তু সেই সময় যুবার নৈরাশ-বিষণ্ণ ম্লানমূর্ত্তি, আর তাঁর সকাতর ব্যগ্রোন্মত্ত ভাব প্রতিরোধ হোয়ে বালার হস্ত নিবারণ কোল্লে।

"দোহাই ঈশ্বরের, চোলে যাও, এখানে আর থেকো না, তুমি আমায় মেরে ফেল্‌বার জন্যেই কি বাঁচিয়েছো?" যুবতী এই কথা চেঁচিয়ে বোল্লেন।

যুবা। ভয় কি? এত রাত্রে পাড়ার কেউ জেগে নাই, এখন সকলেই নির্ব্বিঘ্নে ঘুমুচ্চে, শুধু পাড়া বোলে কেন, আমি আর আমার প্রাণ-প্রতিমা জীবা ভিন্ন পৃথিবী শুদ্ধ নিঝুম, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, তোমার আমার চক্ষু ভিন্ন এত রাত্রে আর কারুরি নেত্র চন্দ্রমার রজত-কান্তির শ্বেতমূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোচ্চে না, অথবা কেবল তুমি আর আমি ভিন্ন আর কেউই এ নিশীথ রজনীর গভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি অনুধ্যান কোচ্চে না। জীবা! তুমি আমার প্রাণের তুল্য, তুমি আমার হৃদয়ের প্রিয়পদার্থ, তবে তোমায় বলি শোনো, আমার পিতা, যিনি কাদের একজন মহাকুল-প্রসূত ধনবান্ আমীর, সম্প্রতি তিনি কালধর্ম্মের ঋণ পরিশোধ কোরেছেন, তাঁর আরক্তিক কুটিল ভ্রূকুটি, আর তাঁর কাল-ক্রোধ তাঁর সঙ্গে এক স্রেই সমাধি প্রাপ্ত হোয়েছে, এক্ষণে আমি তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমি যে তোমায় স্নেহ করি, আমি যে তোমার একান্ত অনুরাগী, তা তুমি মনে মনে জানতেই পেরেছো। তাই বলি, তুমি পালিয়ে আমার সঙ্গে কাদে চলো, যে শাস্ত্রের, যে ধর্ম্মের শাসনে থেকে তুমি কখন সুখের মুখ দেখতে পাবে না, এমন ধর্ম্মের, এমন শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? তুমি তা পরিত্যাগ করো।" এই কথা বোলে যুবা সেই গাছ বেয়ে একেবারে জীবার সুমুখে এসে উপস্থিত। কৌমুদীপতি আপনার রজত-প্রভা যুবার ঢল ঢল, বিমল মুখকান্তির উপর পূর্ণবর্ষণ কোচ্ছিলেন, সেই শ্বেতচ্ছটা যুবার ব্যগ্রোন্মত্ত মূর্ত্তির বিস্তার ব্যক্ত কোত্তে লাগল, জীবা তাঁর প্রস্তাবের কি উত্তর দেন, বালার মুখে সেই কথা শোন্‌বার নিমিত্ত মোগলের চিত্ত যে অধীর হোয়েছে, সে ভাবও ঐ আলোকে অনাবৃত হোয়ে পড়্‌ল।

জীবা বোল্লেন, "আপনার কথা শুনে আমার হাসিও পাচ্চে, লজ্জাও হোচ্চে, আবার রাগও হোচ্চে। মনে করুন, আপনার পিতার যেন রাগ-দ্বেষ কবরে গ্রাস করেছে সত্য, আমার ত পিতা-মাতা বেঁচে আছেন, তাঁরা আবার জাতিতে গইবির, আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান, আবার বাগ্‌দত্তা হোয়েছি—

মোগল তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বোল্লেন, "তার সঙ্গে কখনই তোমার প্রণয় হোতে পারবে না। হায় জীবা! ঐ দুটি নীলপ্রভা-বিকশিত আঁখি আমার হৃদয়ের মধ্যে যে প্রণয়-অগ্নি প্রজ্বালিত কোরে দিয়েছে, তা যদি তুমি কেবল মাত্র মনে জান্‌তে পাত্তে, আর তোমার হৃদয়-সৌন্দর্য্যের বিমল মধুরিম আমার মন-প্রাণ যেরূপ মুগ্ধ কোরেছে, তাও যদি তুমি ঘুণাক্ষরে বুঝতে পাত্তে, তা হোলে তুমি আমার শোকসন্তাপের মুখে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পাত্তে না, তুমি অন্যের প্রণয়িনী হবে, এ কথা মনে হোয়ে আমায় কাল-শোকে দগ্ধেদগ্ধে পুড়িয়ে মাচ্ছে।" জীবা বোল্লেন, "নুরজহান! ছিঃ! ও সকল কথা মুখে এনো না, শুনে প্রাণে বড় ব্যথা পাই, তুমি কি আমায় উন্মাদিনী কোরবে? তুমি ত জান, নিষ্ঠুর অদৃষ্টের দোষেই আমি অন্যের ভাগ্যে জড়িয়ে পোড়েছি। যদি জেতের আর ধর্ম্মের অনুরোধ না থাক্‌ত, তবে তোমায় এত কথা বোল্‌তে হতো না, আমি বরং তখন সেধে, সাধ কোরে তোমার প্রণয়িনী হতেম, কিন্তু এ অবস্থায় আমার তা হবার যো নাই, আর তা হবোও না, কখনই হবো না, এক্ষণে ভালয় ভালও বিদায় হও, আমিও হই। কেউ যদি দৈবাৎ দেখতে পায়, তা হলে প্রমাদ ঘোটবে, তুমিও কোন্ তা না জানো। তোমার সঙ্গে আমার যে কখন সাক্ষাৎ হোয়েছে, সিটি আমি বিস্মৃত হবো, আর " নুরজহান অমনি চম্‌কে উঠে এই শব্দ কোরে উঠলেন, "কি বোল্লে? বিস্মৃতি!! কখনই না, তা হবারি নয়, সিটি অসাধ্য। প্রিয়ে জীবা! তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে চলো, তোমার ধর্ম্মান্ধ পিতা-মাতার] অত্যাচার হতে পালাও, পালিয়ে আপনাকে বাঁচাও, দাসীবৃত্তির কঠোর বন্ধন থেকে আপনাকে মুক্ত করো, তোমার স্বজাতীয়ের স্বভাব-বিরুদ্ধ অসঙ্গত ধর্ম্মের এমনি শাসন যে, তোমায় দাসী কোরে রেখেছে, তুমি অনুচিত ধর্ম্মে আবদ্ধ হয়ে আপনাকে সুখী জ্ঞান করো না। তোমার যেমন উচ্চ-মন, তোমার যেমন অমায়িক প্রকৃতি, আর যেমন স্নেহপ্লাবিত হৃদয়, একটা অন্নদার দুরাত্মা ক্ষুদ্রমনা ধর্ম্মের প্রতি গৌরবান্ধ হবার জন্য কিছু সে মনের, সে হৃদয়ের সৃষ্টি হয়নি, সে মন, সে হৃদয়, সে প্রকৃতি সেই অপকৃষ্ট অপ্রশস্ত ধর্ম্মের দুর্ভারে অবনত হবার জন্য হয়েছে? তাও হয়নি। তদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি পুটেতেলির ন্যায় কঞ্জুস, আর অর্থপিশাচ, যে ব্যক্তি নীচপ্রকৃতির দোষে তোমার মহান্ মনের, মহান্ হৃদয়ের যথার্থ গৌরব অবধারণ কোত্তে সক্ষম নয়, সেই ক্ষুদ্রাশয় অর্থচণ্ডালের উপর সমর্পণ কর্‌বার নিমিত্ত তোমার সে মনের সে হৃদয়ের জন্ম হয়নি, তাকে সমর্পণ কোরে অনর্থক নষ্ট কর্‌বার নিমিত্ত, তেমন মনের, তেমন হৃদয়ের জনন কখন হয়ে থাকে না, তা কখনই নয়, আজ অবধি তোমার দাসীবৃত্তি ঘুচে যাবে, তারি পূর্ব্ব-আয়োজন কোচ্ছি, এক্ষণে ঠাকুরাণী আর প্রণয়ানুরাগ তোমার মুখ অপেক্ষা কোচ্ছে, তুমি হতশ্রদ্ধা কোরে আত্মকুশলের অনাদর করো না। যোগেযাগে একবার কাছে পৌঁছতে পাল্লে হয়, তখন আর আমাদের কে পায়, পৃথিবীর সমুদয় গইবির একত্র হোলেও আমরা তাদের ভ্রুক্ষেপও কোর্‌বো না। মুখে একবার বলো যে, আমি যাবো, তা হলে স্থান সময় নৌকা প্রভৃতির কিছুরই আটক হবে না, সব ঠিক্‌-ঠাক্ হয়ে থাকবে।"

মোগলের প্রাণতোষিণী মধুর-স্বর প্রবৃত্তি-মন্ত্রণা দিয়ে বালাকে ব্যাকুল কোরে তুল্লে, তার উপর আবার জীবার দুরন্ত মনোরাগ উত্তর-সাধক হয়ে তাঁরে বারম্বার ফুস্‌লাতে লাগল, তাতে কোরে জীবার প্রতিজ্ঞা যে শিথিল হবে, সেটা বড় বিচিত্র কথা নয়। প্রস্থানের উপায়ও অতি সহজ জ্ঞান কোত্তে লাগল, আবার তার বিঘ্নও অতি অল্প দেখতে লাগলেন। একটি সুপুরুষ যুবা তাঁরে দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার কোরে, একটি সুখময় কুঞ্জে লয়ে যাবার জন্যে বদ্ধকর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, বালা হস্ত প্রসারিত কোরে দিলেন, যুবার প্রণয়-চুম্বন গ্রহণ কর্‌বার নিমিত্ত যুবতী

হস্ত প্রসারিত কোরে দিলেন, যুবা বালার চির বিমল পঙ্কজ হস্তের উপর অধররাগে চিহ্নিত কোল্লেন, সুন্দরী অমনি মুগ্ধ হয়ে আপনার হৃদয় এই প্রতিজ্ঞা-চিহ্নে অঙ্কিত কোল্লেন যে, বালা তাঁর অনুরোধেই প্রাণ রাখবেন, আর তাঁর অনুরোধেই প্রাণ দেবেন! বাস্তবিক জীবা পবিত্র হয়ে আপনার মন-প্রাণ যুবাকেই উৎসর্গ কোরে দিলেন।

তার দরশনরূপ খবর পাইয়া,
হৃদয়ে প্রণয়-স্রোত উঠিল নাচিয়া।
পর্ব্বতের শৃঙ্গ শত আশা-উর্ম্মি তার,
যৌবন পবন সঙ্গে গড়াইয়া যায়।
মর্ম্মপথে অনুরাগ বহে যেন বাণ,
ভাঙ্গে বুঝি যেহ বাঁধ নাই সহে টান।
সেই বেগে মন-তৃণ ভাসিয়া চলিল,
ধৈরয ধরিতে গিয়ে ডুবিয়া মরিল।

যে সময় কৌমুদীপতি তাঁদের দেখিয়ে দিয়ে ধরিয়ে দিতে পার্‌বেন না, যে সময় সকলের অজ্ঞাতে সাগরতীরে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিতে পার্‌বেন, আর যে সময়ে অনুকূল বায়ুর প্রফুল্ল হিল্লোলে পাল তুলে দিয়ে গুজরাটের তটে উপস্থিত হোতে পার্‌বেন, সেইরূপ নিশীথ রাত্রে তাঁদের প্রস্থানের সময় অবধারিত হলো। ঐ কথা স্থির হবে মোগল পুরুষ চোলে গেলেন, জীবা পুনর্ব্বার একাকিনী হয়ে অরণ্য-উদাস-তরঙ্গিত গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। এ সময়ে কার্ সাধ্য বালার ব্যাকুল, বালার উদ্বিগ্ন, বালার চিন্তাকুল কাতর হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করে? সুন্দরী উৎকণ্ঠিতা হয়ে এই ভাবতে লাগলেন, মোগলকে কথা-দেওয়া ভাল হয়নি, তাঁর পিতা মাতার মুখে সকলে চুনকালি দেবে, বংশেও একটা খোঁটা থেকে যাবে, আজন্মকাল লোকে এই কথা বোল্‌বে যে, অমুকের মেয়ে বেরিয়ে গেছিল। শুধু বংশ বোলে নয়, গৃহবিরকুলেরও লজ্জা বটে, বিশেষত আমার পিতার মান-সম্ভ্রম আছে, নামডাকও আছে, সর্ব্বত্রে তাঁকে চেনে জানে, কারও কাছে নূতন হয়ে পরিচয় দিতে হয় না, আমার জন্যে তিনি আর লোকালয়ে মুখ দেখাতে পার্‌বেন না. আমি সন্তান হয়ে তাঁর অপমান কোর্‌বো, ধর্ম্মে সইবে না, সেই পাপে হয় ত আমায় শেষে মনস্তাপ পেতে হবে, পিতা মাতার আমি বই আর সন্তান নাই, আমি তাদের চক্ষু বোল্লেই হয়, অন্ধের নড়ি, কৃপণের ধন, শিবরাত্রের সল্‌তে,—যা বলো তাই সাজে, সকলি আমি, আমায় না দেখে এক তিল থাক্‌তে পারেন না, আমি কি কোরে তাঁদের মায়া বিস্মৃত হবো, কি কোরে কাঁদিয়ে চোলে যাবো, আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, মন হু হু কোচ্ছে, আমি কোন্ প্রাণে তাঁদের স্নেহ-মায়া ফেলে চোলে যাব, আবার যে আমায় নেবাবে, সে এক প্রকার বিদেশী, অপরিচিত লোক বোল্লেই হয়, তার কুলশীল প্রায় অজ্ঞাত, তার কথায়ই বা বিশ্বাস কি, এখন যেমন তাঁর অনুরাগ দেখ্‌ছি, এর পর যদি সে ভাব না-ই থাকে, শেষে কি অকূলে পোড়ে কেবল কেবল কান্নাসার হবে! সহস্র অপরাধ কোল্লেও পিতামাতা চেয়ে দেখেন না, তাঁদের কখন অস্নেহ জন্মে না—একবার চোকের জল ফেল্লেই সব দোষ ঢেকে যায়। পতির স্নেহ সেরূপ নয়, লোকের দশা ত দেখ্‌তেই পাচ্চি, প্রথম বয়সে স্বামীর যেরূপ স্নেহ-মায়া থাকে, অনেকের শেষে আর তেমন থাকে না, আমার অদৃষ্টেও যদি সেই দশাই ঘটে, বিশেষত দুষ্কর্ম্ম কোত্তে বসেছি, পিতামাতা যে অভিসম্পাত কোর্‌বেন, তা বিচিত্র কি, তবে সন্তানের মায়ায় পোড়ে যদি না কোরেন, সেই এক ভরসা আছে, আবার মায়ের প্রাণে যতখানি থাকে, বাপের কিছু তত থাকে না, পিতা যে আমায় দয়া কোরে আশীর্ব্বাদ কোর্‌বেন, তা কদাচ কোরবেন না—পুরুষের প্রকৃতি সেরূপ নয়, পিতা মহাগুরু, তাঁর শাপ আমায়, ফল্‌বেই ফল্‌বে, এখন করি কি, কেন কথা দিলেম, প্রতিজ্ঞা কর্‌বার আগে বিবেচনা করাই উচিত ছিল, —বালা এইরূপ দুশ্চিন্তার পাথারে পোড়ে কতই আথান্তর দেখ্‌তে লাগলেন, মোগলের সঙ্গে যে কথা হয়েছে, তা রক্ষা কোর্‌বেন কি

না, ইতস্তত ভাবতে লাগলেন, সেই সময় কিন্তু একবার ফ্রেমজীর অস্বাভাবিক আচরণ, একবার নূরজহরের অনুরাগ-মাধুরী স্মরণ হয়ে তাঁর মন ভুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল, আর ক্রমে ক্রমে তাঁরে মোগলের পক্ষপাতিনী কোরে তুল্লে। তাই যুবতী মনে মনে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, তিনি যে অবস্থায় পোড়েছেন, আর যেরূপ ভাবগতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে বিবেচনায় তাঁর কথা দেওয়া উচিত কাজই হয়েছে, এ ক্ষেত্রে তিনি তা না কোরেই বা করেন কি, তিনি ত আর সাধ কোরে কি পারভেজকে ইচ্ছা কোরে কথা দেন নি, তবে কাজের গতিকে হোয়ে পোড়েছে, তাতে তাঁর দোষ কি? বল ত এক প্রকার ধোরে বেঁধে জোর কোরেই তাঁর মুখ দিয়ে সে কথা স্বীকার কোরিয়ে লওয়া হোয়েছে, তাতে তাঁর অপরাধ কি? একণে যে পথে দাঁড়াবেন বোলে পরামর্শ এঁটেছেন, তাই বা না দাঁড়ালে চলে কই, আর তাতে তাঁর হাতই বা কি আছে, নাচার হয়েই না সে পথ ধোত্তে যাচ্ছেন, তবে তাঁর অপরাধ কি? এই প্রকার নানা হেতুবাদ দেখিয়ে আপনার মনটা ভুলোবার নিমিত্ত যুবতী লালায়িত হোতে লাগলেন। তাঁর পিতার কাল-ক্রোধ, আর তাঁর মাতার চির-মনস্তাপ বালার মনোদর্পণে তড়িতের প্রভায় প্রতিবিম্বিত হোতে লাগল, তদ্ভিন্ন লজ্জা আর ধরা পড়বার ভয়ও তাঁর অন্তরাঘাত কোত্তে লাগল। ধরা পোড়লে তাঁর ভাগ্যে যে করাল শাস্তি লেখা রয়েছে, বালা তাই স্মরণ কোরে চম্‌কে চম্‌কে উঠতে লাগলেন। জীবা পরদিবস প্রাতে গাত্রোত্থান কোরে সজর সজর মতন হোলেন, আর অতি-শয় ম্লান, অতিশয় বিষন্ন হয়ে পোড়্‌লেন। মম-তাময়ী মাতা দুহিতার আকার প্রকার দেখে শশব্যস্ত হয়ে শ্রীমতী মেরী সাউদীকে ডাকিয়ে আন্‌তে বোল্লেন, জীবার কিন্তু মেরীর অন্ত-র্ভেদী তীক্ষ্ণদৃষ্টির দিকে চেয়ে দেখ্‌তে ভয় হলো, তাই বালা কাতর হয়ে বোল্লেন, "আমায় আর বারবার বিরক্ত কোরো না, আমি যেমন আছি, এমনিই থাকি, আমার এ অসুখ আপনিই সেরে যাবে।" কোমল বালা দুই দিবস যাবৎ নির্জ্জলা উপবাসী রইলেন, কোন প্রকার আহারেই তাঁর রুচি ছিল না, ক্ষুধাতৃষ্ণাও বোধ ছিল না, তাই শেষে তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন হলো। জীবা নিষেধ করাতে মেরী সাউদীকে না ডেকে এক ব্যক্তি গইবির চিকিৎসককে আহ্বান করা হলো; সে ব্যক্তি নিতান্ত মূর্খ নয়, চিকিৎসায় তার হাতযশ বেশ ছিল। তার ঔষধের গুণেই হোক, কি জীবার অন্তঃকরণ ক্রমে সুস্থির হোয়েই হোক, সে কথা কেউ বোলতে পারে না, তা যাতেই যা হোক, ফলে জীবা অল্প-দিনের মধ্যেই এত সুস্থ হোলেন যে, পিতা-মাতার মনে যে ভয় হয়েছিল, সেভয় দূর হলো, তাঁহারা একণে নিরুদ্বেগ হয়ে সাবেক রীতি-পদ্ধতি মতন সংসার-ধর্ম্ম দেখতে লাগলেন।

নূরজহর যখন তাঁর প্রিয়তমার নিকটে বিদায় হয়ে চোলে যান, তাঁর অনুভব হলো, তিনি যেন নারিকেল বৃক্ষের উপবনের মধ্যে একটি মনুষ্যের প্রধাবমান ছায়া দেখ্‌তে পেলেন। পথে কিন্তু অপর কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ায় মনে কোল্লেন, তাঁর ভ্রম হয়েছে, তাই আর সে বিষয় মনে স্থান দিলেন না, বরং তখন আনন্দে এই কবিতা পোড়তে পোড়তে চোল্লেন।

১

"কৌমুদি! তোমায় আর নাহি প্রয়োজন,
তব রূপে আর কেন ভুলিবে নয়ন?
প্রণয়িনীর মুখচাঁদ শীতল কিরণ,
স্নিগ্ধ করে দিবানিশি আঁখি আর মন।"

২

"গোলাব! তোমার আর বৃথা অহঙ্কার,
তব গর্ব্ব খর্ব্ব করে বদন প্রিয়ার,
যে মাছি তোমার দলে পদাঘাত করে,
ঐ দেখ তিলছলে কত শোভা ধরে।"

মোগল যুবা মনোরাগে মত্ত হয়ে, আপনার রত্নটি হস্তগত কোরে পালিয়ে প্রস্থান কোর্‌-বেন বোলে আবশ্যক-মতন সকল উদ্‌যোগই কোল্লেন। একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি ভাড়া কোরে রেখে দেওয়া হলো, ঐ ডিঙ্গি কোরে নায়ক-

নায়িকা একখানি ছোট অথচ প্রশস্ত জাহাজের উপর চোড়্‌বেন, জাহাজখানি একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে নোঙর কোরে বেঁধে রাখা হয়েছে, তীরে থেকে বড় নজর হয় না, একটু একটু ছায়ামাত্র দেখা যায়। অতি প্রফুল্লচিত্ত মোগল যেরূপ কৌশল কোরে এই সকল চৌকোষ আয়োজন কোরেছেন, তাতে যে তাঁর অভিসন্ধি সফল হবে, তার কোন সন্দেহ ছিল না। যুবা তাই মনে কোরে বহ্বাশা কোত্তে লাগলেন যে, তাঁর অভীষ্ট সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হবে। তাঁর নির্দ্দিষ্ট সেই ঘোররূপা তমোময়ী রাত্রি আগত হলো। জীবা ভয়ে আর ত্রাসে চম্‌কে উঠতে লাগ্‌লেন, এত আতঙ্ক হলো যে, ভ্রমবশতঃ নিশ্বাস ফেল্‌তেও বিস্মৃত হোতে লাগলেন। জীবার জ্ঞান হতে লাগ্‌ল, তাঁর স্নেহময়ী জননী যেন তাঁর ভাবদগ্ধান চৌকী দিয়ে দেখছেন। যে দিন সেই ঘটনা উপস্থিত হবে, সেই দিন প্রাতে কোন কার্য্য উপলক্ষে বালার পিতা সালসেটিতে গমন করেন, তাই সে দিন সে ব্যক্তি গৃহে অনুপস্থিত থাকায় উৎকণ্ঠিতপ্রাণা জীবার মনে অনেক সাহস হলো, তাঁর চিত্তোদ্বিগ্নের অনেক সমতাও হলো। প্রণয়রাগ, গুরুভক্তি আর ধরা পড়িবার ভয়, এই মনোভাবগুলি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বালার অন্তঃকরণ তোল্‌পাড়্‌ কোত্তে লাগ্‌ল। জীবা কতক কতক প্রশান্তমনের ভেক ধোরে চৌকী দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর মাতা কতক্ষণে শয়ন কোত্তে চোলে যান, বড় বড় অশ্রুবিন্দু নেত্রপ্রান্ত মলিন কোরে নিঃশব্দে তাঁর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পোড়্‌তে লাগল। বালা পুনর্ব্বার অনুতাপ কোত্তে লাগলেন যে, কেন তাঁর মাথা খেয়ে সে পথে যেতে তাঁকে প্রবৃত্তি দিলে? এদিকে আবার সেই মন তাঁকে ব্যস্ত কোত্তে লাগ্‌ল যে, উদ্বিগ্ন-চিত্ত মোগল অধীর হয়ে সেই নিরূপিত স্থানে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা কোচ্চেন। যাঁর প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মেছে, সেই ব্যক্তির সহবাসে উত্তর কালে চিরসুখী হবেন, এই সজীব আশ্বাসে প্রফুল্লিত হয়ে জীবার হৃদয় জীবাকে আরও সাহস দিতে লাগল, আর যথাকালে সেই নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হবার জন্য পেড়াপীড়িও কোত্তে লাগ্‌ল। বালা সাগরতরঙ্গের অস্ফুট গভীর নিনাদ শুন্‌তে পেলেন, হয় ত একটু পরেই সেই সাগরের বুকের উপর ব'সে তিনি আপনিই ভেসে চোল্‌বেন। বালা গবাক্ষ-দ্বার দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, পৃথিবী তিমিরাবরণে আবৃত হয়েছে, আর তমোময়ী ঘোরাচ্ছন্ন গগনে দুই চারটি নক্ষত্র মাত্র ধক্ ধক্ কোরে জ্বলছে, এক একবার বায়ুর হিল্লোলে সপত্র বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে চোলে এসে, একটা একটা দোম্‌কা বাতাস হয়ে অনেক্ষণ ধোরে হু হু শব্দ কোচ্চে, কালবৈশাখী পেঁচাগুলি দূরস্থ নিম্ববৃক্ষের ডালে বোসে অকল্যাণ ডাক ডেকে অন্তঃকরণ চম্‌কিয়ে দিচ্চে। এক্ষণে প্রস্থানের সময় উপস্থিত, জীবা একখানি সালে আপনাকে ওড়ঘোড় কোরে জড়িয়ে অতি সতর্ক হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামলেন, নাব্‌বার সময় তাঁর জননীর ঘরের দরজায় কাণ পেতে রইলেন, সব নিঃশব্দ, কেবল উদাস নিস্তব্ধের তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে নৃত্য কোরে বেড়াচ্চে। সদর-দরজায় এসে ক্রমে আস্তে আস্তে কবাট দুখানি খুল্লেন, তার পরেই তামসীর কালিমা মূর্ত্তি বালার অবয়ব ঢেকে ফেল্লে। পর্ত্তুগিসের ধর্ম্মমন্দির তাঁদের নির্দ্দিষ্ট স্থান, সেই স্থানে তিন দিক্ দিয়ে তিনটি রাস্তা গিয়ে মিলেছে, এই স্থানে নূরজহান যথাকালে উপস্থিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যুবা সকম্পিতা বালাকে বুকের মধ্যে চেপে ধোরে একটা সরু গলিপথ দিয়ে সমুদ্রতীরে নিঃশব্দে লয়ে চোল্লেন, সে সময় ভয়ে তাঁর মুখ দিয়ে কথা সোচ্ছিল না।

জীবা কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ফিস ফিস্ কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কই, ডিঙ্গি কই? কোথায় সে নৌকা?"

যুবা বোল্লেন, "ঐ যে সে জাহাজ, দেখ্‌তে পাচ্চো না? ঐ যে চড়ার কাছে ভাসছে, তার পাশেই ঐ দেখো, কালীবোটখানি লাগান আছে, জাহাজে একবার উঠতে পাল্লে হয়, তখন আমাদের কে ধোরে রাখে, দেখা যাবে।

জীবা! কাঁপছো কেন? এখন আর ভয় কারে? এখন একটু বুকে বল বাঁধো, আপাততঃ কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই।"

জীবা বোল্লেন, "একটু চুপ করো, আমার যেন জ্ঞান হোচ্ছে, কেন হোচ্ছে তা বোল্‌তে পারিনে, ফলে আমার যেন জ্ঞান হোচ্ছে, কেউ আমাদের দেখছে। বল দেখি, আজ বাবু-রাস্তায় কোন গইবিরের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি না? প্রাণে বড় ভয় হোচ্ছে, সে ভয় কোনো মতেই দূর কোত্তে পাচ্ছিনে, আমার মনের মধ্যে ভয়ের উপর ভয় হয়ে ভয়ের যেন জনতা হয়ে পোড়েছে।"

"না, না, আমার জীবা, আজ জনপ্রাণী-কেও রাস্তা দিয়ে চোল্‌তে দেখিনি, একটু স্থির হও, শেষে দেখ্‌তে পাবে, চিন্তার কোন কারণই নাই। আমাদের পক্ষে সকলেই অনুকূল, বায়ু অনুকূল, স্রোত অনুকূল, নিশি অনুকূল, প্রতিকূল কেউই নয়, দেখতে দেখ্‌তে কত পথই চলে যাব, কত দেশই ছাড়িয়ে পড়বো, তখন আর স্বপ্নেও বিপদ্ মনে হবে না।"

পলাতকেরা শ্মশানধার দিয়ে চোলেছেন, অর্দ্ধ-নির্ব্বাণ পোড়া কাষ্ঠগুলি বাতাসের জোরে একবারে বিকট আকার হয়ে জলে উঠছে, আবার পূর্ব্বের মতন নেবো নেবো হোচ্ছে, সে আলো দেখ্‌তে কারও অভিরুচি হয় না সত্য, জীবার অন্তঃকরণে কিন্তু সাহস প্রদান কোত্তে লাগ্‌ল, কেন না, ঐ আলোর ছটায় যুবতী বড় জাহাজখানি দেখতে পাচ্ছিলেন, যে ডিঙ্গিতে বোসে জাহাজে চোড়বেন, সে ডিঙ্গিখানিও বগলে বাঁধা আছে দেখতে পেলেন। এখন ভাঁটা, জল সোরে গিয়ে অনেক নীচে পোড়েছে। দুর্জ্জয় সাগরের অবিশ্রান্ত অস্বচ্ছ হুঁহুঁ, গোঁ গোঁ শব্দ আর তার মৃদুমন্দ কলকল কল্লোলধ্বনি পলাতকেদের কর্ণে ঝঙ্কার কোত্তে লাগল, সেই কোলাহল শ্রবণ কোরে জীবার মনে যে ভয় ছিল, তা দ্বিগুণ প্রবল হলো, সে ভয় ঝেড়ে ফেলবার নিমিত্ত বালা পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা কোরেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। যুবতী কাতর হোয়েছেন দেখে, যাতে সাহস জন্মে, নূরজহান তার চেষ্টা কোত্তে লাগলেন, কিন্তু বালার মন কিছুতেই প্রবোধ মান্‌ছিল না।

"কই, সে নৌকা কোথায়? আর তো দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।" বালা এই কথা পুনঃপুন বোল্‌তে লাগ্‌লেন। এই সময় চিতার আগুন ধক্ ধক্ কোরে একবার জলে উঠ্‌ল, পূর্ব্বে যা দেখেছিলেন, তার অপেক্ষা এ আলোর প্রভাও অধিক, আর অধিকক্ষণ স্থায়ীও ছিল, তাই ঐ আলোর ছটায় যুবতী অনেক দূরে একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি দেখতে পেলেন, তার মধ্যে লোক বসে আছে, তারা তাদের নিয়োগকর্ত্তার আগমন প্রতীক্ষা কোচ্ছিল।

বালা সেই ডিঙ্গি দেখে "ঐ যে দেখা যাচ্ছে, ঐ যে দেখা যাচ্ছে" বোলে চেঁচিয়ে উঠে বোল্লেন, "তবে এখনও পালালে পালাতে পারবো।"

"আল্লা আমাদের রক্ষা কোরবেন, তিনিই আশ্রয় দেবেন।" নূরজহানের মুখ দিয়ে এই কটি কথা বেরিয়ে পোড়্‌ল। "জীবা! আর বিলম্ব নাই, আর একটুখানি সয়ে থাকো, একটু সাহস বাঁধ, প্রায় বড় জাহাজের কাছাকাছি এসেছি, জালিবোটখানা আমাদের দিকেই বাঁধা আছে, আমরা যে পালাচ্ছি, সে কথা কেউ জানে না, কেবল জন কয়েক মাঝী মাল্লা ভিন্ন অর্থাৎ যাদের নৌকা ক্রেয়া কোরে আনা হয়েছে, তারা ভিন্ন আর কেউই আমাদের দেখতে পায় নি, তাই মনে হোচ্ছে, অভীষ্ট সিদ্ধ হবেই যে, তার সন্দেহ নেই।" যুবতীর সবিষন্ন ম্লান চিত্তকে এইরূপে উৎসাহিত কোরে নূরজহান তাঁকে একপ্রকার ঠেলে হিঁচড়িয়েই সমুদ্রের ধারে সেই জাহাজের নিকট লয়ে গেলেন। জলের ধারে দাঁড়িয়ে মিহি জিল্ সুরে একটি শিশ দিলেন, ঐ সঙ্কেত শুনে ক্ষুদ্র ডিঙ্গিখানি তখনি নক্ষত্রবেগে কিনারায় এসে লাগ্‌ল। জলের কাছে সমুদ্রের ধারটি জলকাদায় চটচটে পেছল হয়েছিল, তাই যুবা তাঁর হৃদয়বাসিনী

জীবাকে কোলে কোরে জাহাজের উপর তুল্লেন, সেই সময় মোগলবর বালার আরক্তিম কপোল প্রফুল্ল চুম্বনে অঙ্কিত কোরে বোল্লেন, "এক্ষণে নির্ভাবনা হোলেম, আর আমাদের চিন্তা নাই।" ঐ কথা বোলে জীবাকে যেমন উৎসাহে পুলকিত কোচ্ছিলেন এমন সময় একদল গইবির কতকগুলো লাঠী ঠেঙ্গা আর ভাঙ্গা বোট লয়ে মার মার শব্দে যুবার উপর সে পোড়্‌লে, পড়েই তাকে বেদম ঠেঙ্গিয়ে আধমরা কোরে, কাদার উপর শুইয়ে দিলে। জীবা করুণাপূর্ণ কাতর-স্বরে চীৎকার কোত্তে কোত্তে মোগলকে জড়িয়ে ধোরে রইলেন, মোগলের সঙ্গে জীবাও কাদায় পোড়ে লিট্‌পিট কোত্তে লাগলেন। গইবিরেরা যুবাকে হাতে পায়ে বেঁধে, সেইখানে ফেলে রেখে জীবাকে টানা-ছেঁড়া কোরে ছাড়িয়ে লয়ে তফাৎ কোল্লে। যুবতী গলার স্বর শুনতে পেয়ে বুঝতে পাল্লেন, তাঁর পিতা কথা কোচ্ছেন, বালা অমনি মূর্চ্ছিতা হয়ে সেই কাদাবলীর উপর ঢলে পোড়লেন। তার পর চৈতন্য পেয়ে দেখেন, একটি ক্ষুদ্র গারদখানায় শুধু মেজের উপর শুয়ে আছেন! কঠিনান্তঃকরণ নির্দ্দয় ক্রুর একদল গইবীর তাঁরে ঘেরে আছে, তাঁর অকরুণ ক্ষমাশূন্য নিষ্ঠুর পিতা-মাতা কি আদেশ করেন, তাই শোনবার জন্য তারা দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা কোচ্ছিল।

বালা যেমন কাতর-নেত্রে তাঁর পিতার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কোল্লেন, রুস্তম অমনি বোলে উঠ্‌লেন, "পাপীয়সি! আমার মুখের দিকে তুই চেয়ে দেখিস্! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! রে দুশ্চারিণি! রে নির্লজ্জ ধর্ম্মঘাতিনি! এই জন্যেই কি লালন-পালন কোরে তোরে মানুষ কল্লেম? রে পাপমতি! এই জন্যই কি তোর জননী তোরে উদরে স্থান দিছিল? আর এই জন্যই কি আপনার শরীর-পাত কোরে সে তোর আবদার উপদ্রব সহ্য কোরেছে? কুলাঙ্গার কুলঘাতিনী হবি বোলেই কি তুই সংসারে জন্মগ্রহণ কোরেছিস্? দেখো, ও আমার চক্ষের শূল, আমার সুমুখ থেকে ওকে তফাৎ কর্‌রো। শোন্ পাপীয়সি! তোর এ পাপের মার্জ্জনা নাই, তোরে যখন নিষ্ঠুর শাস্তি দিতে আসবো, সেই সময় আর একবার তোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, এ কথা তোর যেন স্মরণ থাকে। একে এখান থেকে উঠিয়ে লয়ে যাও।"

জীবা মৃতপ্রায় হয়েছেন, তাঁরে উঠিয়ে একটা বৃহৎ চকের মধ্যে লয়ে গেল। সেখানে লয়ে একটা ছেঁড়া ময়লা বিছানার উপর শুইয়ে রাখলে, সে রাত্রি তাঁর উপর আর কোনো উপদ্রব হলো না। কিঞ্চিৎ আহারীয় এনে তাঁর সুমুখে ধোরে দেওয়া হলো, বালা কিছুই মুখে দিলেন না, ভাল মন্দ কোনো কথাই বোল্লেন না।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে, নুরুজ্জমান যখন জীবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কোয়ে চোলে যান, সেই সময় তাঁর যেন অনুমান হলো, বৃক্ষরাজীর মধ্যে একটি লোকের অবছায়া দেখ্‌তে পেলেন, তখন তিনি ভ্রম জ্ঞান কোরেই হেসে উড়িয়ে দিছিলেন, ফলে সিটি তাঁরি ভ্রম, যথার্থই কারও ছায়া দেখেছিলেন। মানীকজী নামে একটি পারসী মধুপানের আখ্‌ড়া থেকে ওত রাত্রে ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন। রুস্তমের বাড়ীর উপর দিয়ে গেলে শীঘ্র যাওয়া যায়, তাই ঐ পথ ধোরে যাচ্ছিলেন। মানীকজী চাক্ষুষ দেখ্‌তে পেলেন, এক ব্যক্তি গাছ বেয়ে নেবে জীবার জানলার কাছে দাঁড়ালে। সে কখন চোলে যায়, তাই চৌকী দিয়ে দেখ্‌বার নিমিত্ত পারসী ঐ বৃক্ষশারির মধ্যে লুকিয়ে রইলো। জীবা যখন জানলাটি বন্ধ করেন, ঐ ব্যক্তি কবাটের কঁাচ্‌কোঁচ্ শব্দ শুনতে পেয়েছিল। যে ব্যক্তি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল এবং শেষে চোলে গেল, সে ব্যক্তি হিন্দু, মুসলমান, কি পারসী, মানীকজী তা চিনে উঠতে পাল্লেন না। কিন্তু ঐ প্রার্থনীয় সন্ধানটি জানবার নিমিত্ত তার পরদিনও রাত্রে চৌকী দিয়ে দেখবার মনস্থ কোল্লেন। মানীকজী অনেক দিন অবধি জীবার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিবাহ দেবার প্রস্তাব করেন, কুলগরিমার নিমিত্ত

পাত্রটি মনোনীত না হওয়ায় রুস্তম সে সম্বন্ধ খণ্ডিয়ে দেন, মানীকজীও সেই দিন অবধি রুস্তমের বংশ-পরিবারের জাতশত্রু হোলেন। রুস্তম যে তাঁর প্রস্তাবের অনাদর কোরেছেন, তারি প্রতিফল দেবার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত সুযোগ সুবিধা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। সম্প্রতি অসান্দিগ্ধমনা মোগল-যুবার গতি-প্রবৃত্তি আর তাঁর পাদাচক্র অনুসরণ করাতে বিধাতা সেই কুলাভিমানী গর্ব্বিত রুস্তমকে মানীকজীর করতলে এনে ফেলে দিলেন। মানীকজী মনে মনে ভাবলেন, জীবা বাগ্‌দত্তা হয়েও এক ব্যক্তি দুর্দ্দান্ত নির্লজ্জ পুরুষের যোগে ছলনাচক্র কোচ্চে স্পষ্ট দেখা যাচ্চে, ব্যক্তিটে কে, সে সন্ধান যতদিনে না জানতে পারবেন, তত দিন তিনি কখন নিশ্চিন্ত থাকবেন না। এই অভিপ্রায় কোরে জীবার জানলাটি দেখা যায়, এমনি স্থানে লুকিয়ে থেকে চৌকী দিয়ে দেখতে লাগলেন। কিন্তু সেই প্রথম একবার যা দেখেছিলেন, আর একটিবারও কারেও সেখানে উপস্থিত হোতে দেখতে পেলেন না, জানলাটিও সেই একবার যা খুলে যেতে দেখেছিলেন, নচেৎ আর কখন সেটি মুক্ত হোতে দেখেননি। তা যাই হোক, মানীক-জীর কিন্তু খুঁৎখুতিনি গেল না, তাঁর মন পরিষ্কার হলো না, তিনি যে সন্দেহ কোরে-ছেন, সে সন্দেহের অবশ্যই কোন কারণ থাকবে, এইটিই তাঁর মনে ধারণা হলো ত তাই বিবেচনা কোল্লেন যে, আরও ডুবে, আরও তলিয়ে দেখি, কতদূরে পাতাল পাওয়া যায়, আর যে পর্য্যন্ত এর একটা প্রমাণ পাওয়া না যাবে, সে পর্য্যন্ত সাবধান হয়ে চোল্‌বেন, এ সম্বন্ধে কোন কথা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না,—দুই ঠোঁট কদাচ একত্র হোতে দেবেন না।

প্রণয়ী প্রণয়িনীর দুর্ভাগ্য বশতঃ মানীক জীর পুত্র পেস্টনজী সকল প্রকার নৌকার আর জাহাজের ঠিকা ইজারা লয়েছিলেন। রাজসরকারে বৎসর বৎসর বিস্তর টাকা তাঁকে মাশুল দিতে হতো, আর তিনিও আয়তন অনুসারে নৌকা আর জাহাজের করবৃদ্ধি কোরে লয়েছিলেন, তাই তাঁর অজ্ঞাতে কেউ ডিঙ্গি কি জাহাজ ক্রেয়া লইতে কি ক্রেয়া দিতে পাত্তো না, বিশেষতঃ প্রায় সকল জেলে ডিঙ্গিগুলিই তাঁর নিজের সম্পত্তি ছিল, তার উপস্বত্ব তিনি আপনিই ভোগ কোত্তেন। মোগল যখন বোলে পাঠালেন, তাঁর এক-খানি ছোট ডিঙ্গির বড় দরকার হয়েছে, রাত দুইপ্রহরের সময় ডিঙ্গিখানি যেন কাক নামক কোণে লয়ে অংশু অবস্থা রাখা হয়। একে তো তহরাত্রে ডিঙ্গির প্রয়োজন, তার উপর আবার অনেকের মুখে শুনতে পেলেন যে, মোগল একখানি জাহাজও ক্রেয়া কোরে-ছেন, তাতেই পেস্টনজীর মনে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল যে, ব্যাপারখানা কি, অনু-সন্ধান কোরে জানতে হবে। পেস্টনজী এই সকল কথা তাঁর পিতাকে অবগত করা-লেন। বৃদ্ধ পারসী অতিশয় চতুর, আর শঠ ছিলেন, মোগল যুবা যে প্রকার মাল বোঝাই কোরে জাহাজখান জলে-ভাসাবার মনস্থ কোরেছেন, সেটি তিনি অনুমান বলে বুঝতে পেরে, গূঢ়কথা পুত্রের কাছে ব্যক্ত কোল্লেন। বৃদ্ধ এ পর্য্যন্ত সে কথাগুলি কারও কাছে প্রকাশ করেননি, মনে মনেই চেপে রেখেছিলেন। মানীকজী পুত্রকে শিখিয়ে দিলেন, মোগল যা যা কোত্তে বলে, কোরো, কোন বিষয়ে যেন ত্রুটি হয় না। মোগল কত রাত্রে আর কোন্ ঘাটে জাহাজে চোড়বেন, সে সকল ঠিক ঠিকানা এই সূত্রে অবগত হয়ে মানীকজী রুস্তমের বাড়ীতে চোলে গেলেন, সেখানে উপস্থিত হয়ে শুনলেন, রুস্-তম বাড়ীতে নাই, কোনো প্রয়োজন বশতঃ সাল্‌সেটেতে চোলে গেছেন। মানীকজী ঐ কথা শুনে তথাপি নাচার হয়ে রুস্তমকে পথের মধ্যেই ধোল্লেন, রুস্তম তখন অধিক দূর যেতে পারেননি। পরস্পর সাক্ষাৎ হয়ে দুজনে কথাবার্ত্তায় চোলেছেন, অনেক ব্যঙ্গ-ভাবের শ্লেষ পরিহাস হোতে লাগল, পেঁচাও পেঁচাও ছে দোগোচের ঠাট্টা মস্কিও চোল্‌তে লাগল। এইরূপ অনেকক্ষণ ধোরে হাসি তামাসার পর মানীকজী জীবার আত্মকাড়ি-

ভূত পিতাকে সবিস্তরে অবগত কোরিয়ে বোল্লেন যে, তাঁর কন্যা এক ব্যক্তি মুসলমানের সঙ্গে পালিয়ে প্রস্থান করবার অভিপ্রায় কোরেছে। রুস্তম শুনে তখনি বোধে ফিরে এলেন, কিন্তু সরাসর বাড়ীতে না গিয়ে কতকগুলি আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে লয়েই রাত্র দুই প্রহর পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরে সেই বড় জাহাজের পাশে অপ্রকাশভাবে আড্ডা কোরে রইলেন। সেখান থেকে ক্রোধোন্মত্ত সিংহের ন্যায় একটি লম্ফ দিয়ে হতভাগ্য পলাতকদের স্কন্ধের উপর এসে পোড়লেন, সে কথা পূর্ব্বে অবগত করান হোয়েছে। মমতাময়ী জননী যখন শুনলেন, তাঁর কন্যা কুলগৌরবঘাতিনী হোয়েছেন, বৃদ্ধা অশ্রুজলে ভাসতে লাগলেন, একমাত্র দুহিতা কুলটা হোয়েছেন, সেই ঘৃণায় তাঁর হৃদয়ে যেন শেল ভেদ কোত্তে লাগল, বৃদ্ধা বুকে করাঘাত কোরে হাহাকার কোত্তে লাগলেন। অশ্রুবারি পাত কোরে শোকাগ্নিজাত মনোদাহের কালমূর্ত্তি কতক শান্ত হোলে একমাত্র কন্যাধনের নিমিত্ত স্নেহময়ী মাতার হৃদয়ে অপত্যমায়া বলবতী হোয়ে উঠল, তাই বৃদ্ধা মনে মনে স্থির কোল্লেন যে, রুস্তমের হাতে পায়ে ধোরে তাঁকে বোলে কোয়ে বুঝিয়ে পাপস্বভাবা জীবার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অনুরোধ কোর্‌বেন। রাগ, অহঙ্কার, ধর্ম্মাভিমান আর কুসংস্কার, এই কটি অপ্রসাদকর চিত্তোত্তাপ রুস্তমের পিতৃ উচিত হৃদয়ের সুস্নিগ্ধ কোমল স্নেহ আচ্ছন্ন রেখেছিল, অন্তঃকরণের তাবৎ ছিদ্র অবরুদ্ধ হওয়ায় তার মধ্যে করুণা প্রবেশের পথ ছিল না। মায়াময়ী মাতা স্বামীর দুখানি পা জোড়িয়ে ধোরে একমাত্র কন্যার প্রাণদানের নিমিত্ত কাঁদাকাটা কোত্তে লাগলেন। যে হৃদয় কাল-ক্রোধে অনলমূর্ত্তি হোয়ে প্রতিফল প্রদানের নিদারুণ তৃষ্ণায় ব্যাকুলিত হোচ্ছিল, তাতে এক আধ বিন্দু স্নেহকণা থাকলেও থাকতে পারে, এই মনে কোরে বৃদ্ধা অনেক যত্ন—অনেক চেষ্টা কোত্তে লাগলেন, যদি কোনো যত্নে স্বামীর সেই কণিকামাত্র স্নেহ-অগ্নি বাতাস দিয়ে প্রকাণ্ড কোরে তুলতে পারেন। বৃদ্ধার সকল যত্ন কিন্তু বানের জলে ভেসে যাবার ন্যায় নিরর্থক হলো। ডিস্‌তুরী, প্রধান কুলাচার্য্য, তাঁর সঙ্গে আরও চার ব্যক্তি, স্বজাতীয় এই পাঁচ ব্যক্তির পঞ্চায়েত বস্‌লো। জীবাকে টেনে লয়ে তাঁদের দরবারে হাজির কোরে দেওয়া হলো, অভাগিনী জীবার তখন সাহস হলো না যে, চক্ষু মেলে চেয়ে দেখেন, তিনি কোথায় এসেছেন, কার সুমুখে উপস্থিত হয়েছেন। যাদের কাছে দয়ার আশা কোরে মার্জ্জনার প্রার্থনা জানাবেন, জীবা তাদের ভালরূপই চিন্‌তেন, তারা যেরূপ প্রকৃতির লোক বালা তা সুন্দররূপই অবগত ছিলেন। জীবা যখন তাঁর পিতাকে সেখানে উপস্থিত হোতে দেখলেন, বালা তাঁর দিকে চেয়ে একটিবার দৃষ্টিপাত কোল্লেন,—কাতরতাপূর্ণ ব্যাকুল-চক্ষে একটিবার দৃষ্টিপাত কোল্লেন, দৃষ্টিপাত কোরেই যে তাঁরে ধোরে ছিল, তার কোলে মূর্চ্ছিতার ন্যায় অবসন্ন হোয়ে পোড়লেন। রুস্তম যখন কন্যার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন, তাঁর সেই সময়ের করাল রক্তিমা চক্ষু দুটি বোলে দিলে যে, বালার প্রাণের আশা জন্মের মতন দূরে প্রস্থান কোরেছে। জীবা দেখতে পেলেন, পিতার সেই সাক্ষাৎ কালমূর্ত্তিতে তাঁর অদৃষ্টের অনিবার্য্য ফলাফল স্পষ্টাক্ষরে চিত্রিত রয়েছে। বালার এক্ষণে কতক চেতনা হোয়েছে, পাপময়ী অপরাধিনী কম্পিত হোতে হোতে তাঁর নিষ্করুণ নিষ্ঠুর বিচারপতিদের সম্মুখে নীত হোলেন. তখন প্রধান কুলাচার্য্য ডিস্‌তুরী উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কোরে বোল্লেন, "এই স্ত্রীলোকটির ফরিয়াদী কে? কোন্ ব্যক্তি তার মুদ্দই?" রুস্তম বোল্লেন, "আমিই তার মুদ্দই, আমিই তার অপবাদক" ঐ কথা বোলে তিনি তাঁর কন্যার অপবাদের বৃত্তান্তগুলি আনুপূর্ব্বিক বর্ণন কোল্লেন। সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ কোরে পঞ্চায়েতের মধ্যে একটি অস্ফুট কাতরধ্বনি নিঃসারিত হলো। কি করা কর্ত্তব্য, তারা অনেকক্ষণ ধোরে তারি পরামর্শ কোত্তে লাগল। মানীকজী আর তার

পুত্র পেস্টনজী ও অন্য অন্য অনেকে সাক্ষীর স্থল হোলেন, তাঁদের জোবানবন্দী আনুপূর্ব্বিক লিখে শোনান হলো, তারপর জীবাকে ডেকে বলা হলো, অপরাধ অপ্রমাণ কর্‌বার পক্ষে তোমার কি কথা আছে বলো, হতভাগিনী বল্‌তে গেলেন, কিন্তু পারেন না, বাক্য তাঁকে সে সময় পরিত্যাগ কোরেছিল, জিহ্বা বিদার হোয়ে তালু পর্য্যন্ত স্পর্শ কোরেছিল, ওষ্ঠ দুটী এত শুষ্ক হলো যে, অগ্নিতে যেন দগ্ধ হোয়েছে, নিঃসহায়িনী বালা বোবার ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর নিষ্করুণ নিষ্ঠুর পিতা রুস্তম এক্ষণে অবসর পেয়ে বিচার নিষ্পত্তির প্রার্থনা কোল্লেন। বিচারপতিরা অনেকক্ষণ ধোরে পরামর্শ কোল্লেন, তারপর আপনার আপনার স্থানে গিয়ে বোস্‌লেন। খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত কারও মুখে কথা নাই, সকলেই নীরব হোয়ে আ'ছেন, ইতিমধ্যে প্রধান কুলাচার্য্য একটি সঙ্কেত কোল্লেন, সেই সঙ্কেতের অনুসারে তিনি আপনার আসনে বোসে রইলেন, বাকী চারজন বিচারপতি উঠে দাঁড়িয়ে আপনার আপনার হস্ত দীর্ঘ আস্তিনে আবরণ কোরে শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র পাঠ কোত্তে লাগলেন। প্রধান কুলাচার্য্য ডিস্তুরী তখন সগম্ভীর স্বরে কমলময়ী জীবার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান কোল্লেন!!! ঐ দণ্ড-আজ্ঞা শ্রবণ কোরে বালার পিতা সেই নির্দ্দয় পাষণ্ড রুসতমের মুখমণ্ডলে আহ্লাদের ঈষৎ হাস্যচ্ছটা বিকাশ হোতে দেখা গেল!! ঐ অরূপ নিষ্ঠুর পিতা তাঁর একান্ত পিতৃভক্ত কন্যাকে পঞ্চায়েত-দরবার থেকে টেনে হিঁচড়িয়ে আপনার বাড়ীতে লয়ে গেলেন। পাষণ্ড রুস্তম তখন স্থিরপ্রতিজ্ঞ যে, বিচার-আসনের আজ্ঞা অনুসারে দণ্ড প্রদান কোর্‌বেন। জীবার স্নেহময়ী দুঃখিনী মাতা এক্ষণে নিশ্চয় জান্‌লেন, আর তাঁর সাধ্যসাধনা, আর তাঁর অনুনয় বিনয় করা বৃথা, বিচার নিষ্পত্তি হোয়ে চুকেছে, এখন হাকিম ফেরে ত হুকুম ফির্‌বে না। রুস্তম এক্ষণে অপত্য-স্নেহে কাতরই হোন, অথবা পূর্ব্বের মতন তাঁর প্রকৃতি তত নিষ্ঠুরই না হোক, আর তাঁর ক্ষমতা নাই যে, কন্যাকে রক্ষা করেন।

নূরজরদকে আমরা দুরবস্থায় রেখে এসেছিলেম, জেলে মাল্লারা হাতের পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁর মুক্তিদান দেয়। তিনি মুক্ত হোয়েই তাঁর হৃদয়ারাধ্য জীবার নাম ধোরে উচ্চৈঃস্বরে ডাক্‌তে লাগলেন, সে চীৎকারটি বৃথা হলো, জীবা তখন কোথায় যে, উত্তর দেবেন? যে সকল গইবির তাঁর ক্রোড় শূন্য কোরে জীবাকে হেঁচ্‌ড়াহিঁচ্‌ড়ি কোরে ছাড়িয়ে লয়ে যায়, সেই পশুবৎ নিষ্ঠুর আচরণের নিমিত্ত তাদের কটুকাটব্য বোলে গালাগালি দিতে দিতে উন্মাদের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে আপনার গৃহে চোলে গেলেন। উন্মত্তান্ধ রুস্তম তাঁরে যে প্রহার করেন, তারি যাতনায় ঘরে গিয়ে নির্জীব-প্রায় হোয়ে পোড়্‌লেন। শেষে সে যাতনা থেকে স্বচ্ছন্দ হয়ে আর একটি মর্ম্মাঘাতে অভিভূত হলেন,—তিনি শুন্‌লেন, তাঁর হৃদয়াস্পদ জীবার ভাগ্যে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত হয়েছে। ঐ নিষ্ঠুর সংবাদ শুনেই তখনি সুবাদারের কাছে চোলে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে অনেক অনুনয়-বিনয় কোরে এই প্রার্থনা কোল্লেন যে, তিনি জীবাহন্তাদের কাল-হস্ত নিবারণ কোরে কোমলময়ী জীবার প্রাণদান দেন। কি পরিতাপ! সুবাদার বল্লেন, তিনি গইবির পঞ্চায়েতের বিচার-নিষ্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপ করে থাকেন না, তাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত যে নিয়ম,—যে প্রথা চলে আস্‌ছে, তা এখনও চোল্‌বে। সুবাদার ইঙ্গিৎ করে আরও এই কথা বল্লেন, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোন প্রকার লজ্জাকর ঘটনা উপস্থিত হলে গইবিরেরা উগ্রমূর্ত্তি হয়ে যেরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করে, তা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, তাই বোধ হয়, মোগলেরও উচিত যে, তিনিও চুপে চুপে সোরে পড়েন, নচেৎ তাঁরও কল্যাণ নাই। নূরজরদ কিন্তু সে কথায় ভীত হোলেন না, তাঁর আত্মকল্যাণের প্রতি তাদৃশ অভিরুচি ছিল না, জীবার জন্যই তাঁর ভাবনা হলো। তিনি এক্ষণে উন্মাদের ন্যায় সহরময়

ছুটে বেড়াতে লাগ্‌লেন। যখন রুস্তমের বাড়ীর নিকট দিয়ে চোলে যান, সেই সময় স্ত্রীলোকদের ক্রন্দনধ্বনি শুন্‌তে পেলেন, দেখ্‌লেন, কারও মুখে কথা নাই, কারও মুখে হাসি নাই, সকলেই বিষন্ন, সকলেই নিরানন্দ, বাড়ীময় যেন আঁধার হয়ে আছে। তাই দেখে নুরজরজ এই কথা চেঁচিয়ে বোলে উঠ্‌লেন, "হা আল্লা! হা করুণানিধান! তবে নিকেশ কোরে ফেলেছে!! সে কাজ রক্ষা হয়ে গেছে!!" মোগল মরিয়ে হয়ে রুস্তমের বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌তে যাচ্ছিলেন, দৌড়েছেন, ঢুকে পড়েন আর কি, এই সময় সেই চিহ্নদাসটি ইশারা কোরে বোল্লে, "দোহাই আল্লার! অমন কাজ কোর্‌বেন না, বাড়ীর ভিতর যাবেন না।" তারে দেখে যুবা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "জীবা কি নাই? সেই সুধাময়ী সরলাকে কি তারা খুন কোরে ফেলেছে?"

বালক বোল্লে, "না, তিনি এখনও জীবিত আছেন, কিন্তু আর বড় বিলম্ব নাই, অতি অল্প অবকাশই তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তার পরেই—" নুরজরজ অমনি বোলে উঠ্‌লেন, "তার পরেই আমার প্রাণের জীবার আপাদমস্তক ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে! কোমলময়ী অচেতন হয়ে নির্জীব হয়ে পড়্‌বেন!"

বালকটি সে কথার উত্তর না দিয়ে মোগলকে সঙ্গে কোরে তাঁর বাড়ীতে লয়ে গেল। মোগল এক্ষণে তাঁর বাড়ীতেই অবস্থান করুন, এদিকে গইবিরের বাড়ীতে কি হচ্ছে, আমরা এখন তাই দেখ্‌তে চল্লেম।

জীবা তাঁর পালঙ্কের উপর শুয়ে রোদন কোচ্ছেন, তাঁর দুই চক্ষু দিয়ে দরদর অশ্রুধারা বয়ে চোলেছে, এমন সময় ঘরের দরজাটি খুলে গিয়ে তাঁর পিতা ভিতরে প্রবেশ কোল্লেন, এখনও তাঁর মূর্ত্তিটা সেই পূর্ব্বের মতন নির্দ্দয় নিষ্ঠুর আর অরূপ, কেবল একটা পিরাণ মাত্র গায়, তার উপর চাপকানও ছিল না, মাথায় পাকড়ীও দেননি, উট্‌লোমজাত বন্ধনীর দ্বারা সদের বাঁধা রয়েছে, সেখানি আলুথালু হয়ে চারিদিকে ঝুলে পোড়েছে, হস্ত দুখানি আমূল পর্য্যন্ত নগ্ন। এক হাতে ছোরা, আর এক হাতে বিষের বাটী ধরা রয়েছে, অনাথা কন্যাটির নিকট এসে সেই বিষের পাত্র আর সেই মৃত্যু অস্ত্রখানি তাঁর সম্মুখে রেখে দিলেন। তার পর হাত দুখানি বুকের উপর রেখে, দুই চক্ষু লাল কোরে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বোল্লেন, "তোর যা ইচ্ছা হয়, তাই গ্রহণ কর।"

জীবা তাঁর পায়ের তলে পোড়ে "আমায় কৃপা করুন, আমায় কৃপা করুন" বোলে চীৎকার শব্দে রোদন কোত্তে লাগলেন, নরাধম পাষণ্ড পিতা কেবল একটি মর্ম্মঘাতী শ্লেষের হাসি হেসে চোলে গেলেন, ঐ উপহাসই জীবার করুণার্দ্র প্রার্থনার প্রত্যুত্তর হলো। জীবা দেখ্‌লেন, তাঁর পিতা তাঁর সে প্রার্থনা উপহাস কোরে উড়িয়ে দিলেন, তাই বালা নিদারুণ অদৃষ্ট ভেবে চুপ কোরে রইলেন, গুরুদেবের মনে যা আছে, তাই হবে,—এই ভেবে তাঁর পাদপদ্ম ধ্যান কোত্তে লাগ্‌লেন। রুস্তম বোল্লেন, "আর একটি ঘণ্টা মাত্র অপেক্ষা, তার পরেই তোকে মত্তে হবে, আবার তখন আমি আস্‌ব, এই বেলা বিবেচনা কর্, কিসে মোর্‌বি,—বিষ খেয়ে, না গলায় ছুরী দিয়ে?" ঐ কথা বোলে গইবির ঘরে থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জীবা একাকিনী হয়ে আপনা আপনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হা গুরুদেব! হা বিধাতা! আমার ভাগ্যে ইনিই কি আমার পিতা? এই পিতাই কি আমায় তত স্নেহ কোত্তেন? যিনি আমার জীবনের ভূষণ, গৃহের কুসুম, কুলের অলঙ্কার বোলে আদর-আহ্লাদ কোত্তেন, তাঁর আজ এই মন, এই প্রবৃত্তি? আমারি ভ্রম হয়েছে সন্দেহ নাই, আমি কেঁদে কেঁদে চক্ষের দীপ্তি হারিয়েছি, তাই বুঝি চিন্‌তে পাচ্ছি নে,এ ব্যক্তি আমার পিতা নয়, কোন নিষ্ঠুর দুরাত্মা হবে, তাই এক হাতে ছোরা, আর এক হাতে প্রাণঘাতী হলাহল উপস্থিত কোরেছে, আমার পিতা যে আমার প্রাণহন্তা হবেন, তা কখনই সম্ভব নয়, পিতা হয়ে সন্তানের, বিশেষত একমাত্র

সন্তানের প্রাণ নাশ কখনই কোত্তে পারে না, আবার এই ব্যক্তিই মুদ্দই হয়ে আমার নামে অভিযোগ করে, পিতা হলে কি কখন পাত্তেন? দুঃসময় দেখে মাও কি পরিত্যাগ কোল্লেন? মা, তিনি নাই, মারা পোড়েছেন? কি দুঃসময়! তাই হবে, তিনি মারাই পোড়েছেন।" এই সকল আক্ষেপ কোত্তে কোত্তে জীবার মোহ প্রাপ্ত হলো, পালঙ্কের উপর শুয়ে পোড়ে "মা মা" বোলে ফুলে ফুলে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, সেরূপ করুণাপূর্ণ সকাতর রোদন শ্রবণ কোরে প্রতিজ্ঞান্ধ পাষাণান্তঃকরণ রুস্তম পিতা ভিন্ন কার অন্তঃকরণ দয়া-রসে প্লাবিত না হয়? বালা মাথা তুলে চেয়ে দেখেন যে, তাঁর স্নেহময়ী মাতা দরজা খুলে নিঃসাড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোচ্ছেন। মাতাকে দেখে ইশারা কোরে বোল্লেন, তিনি যেন বড় কোরে কথা না কন। মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অথচ প্রফুল্লচিত্ত জীবা জননীর গলাটি জড়িয়ে ধোরে শোক-সন্তাপ-স্নেহ-উদ্ভূত অশ্রুধারার উপর ঘন ঘন চুম্বন কোরে তাঁর গণ্ডদেশ বিশুষ্ক কোল্লেন।

জননী বোল্লেন, "জীবা! আর কি কোনো আশাই নেই?" জীবা বোল্লেন, "না মা, আর কোনা আশাই নাই, সে কথা পিতা নিশ্চয় কোরেই বোলেছেন, আর এক ঘণ্টা মাত্র বাঁচ্‌বার অবকাশ দিয়ে গেছেন। ঐ দেখো, সাংঘাতিক বিষের পাত্র, আর ঐ দেখো ঝক্‌ঝকে ছোরা একখানি ধরা রয়েছে, হয় আমি ঐ বিষ পান কোর্‌বো, নয় ঐ ছোরা আমার রক্ত পান কোর্‌বে! দেখ্‌ মা! আমায় মেরে ফেল্‌বার জন্যে কি নিষ্ঠুর কি পাষণ্ড উপায়ই করা হয়েছে! পিতা হয়ে এরূপ ব্যবস্থা করা আরও নিষ্ঠুরের কাজ। আমি নিজের জন্যে কিছুমাত্র ভাব্‌ছিনে, কিন্তু শেষে যে বড় ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াবে, আমি তাই ভাব্‌ছি। পিতা এখন কিছু মনে কোচ্ছেন না সত্য, এর পর কিন্তু তাঁকে মর্ম্মান্তিক শোকে দগ্ধ হতে হবে, আজন্মকাল হাহাকার কোরে বেড়াতে হবে, শেষে তাঁকে অনেক অনুতাপও কোত্তে হবে যে, এমন দুষ্কর্ম্ম কেন কোল্লেন। এই বেলা যদি বিবেচনা না করেন, শেষে তাঁকে বড় পস্তাতে হবে, আমার শোক অন্তর্ভেদ হয়ে তাঁর মর্ম্মে মর্ম্মে কালশিরে পোড়্‌বে। তাই বল্‌ছি, যদি সাধ্য হয়, তবে এই বেলা আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন।" ভগ্নহৃদয়া জননী বোল্লেন, "আমরা আর বাক্য ব্যয় কোরে অমূল্য সময়টুকু অনর্থক নষ্ট কোর্‌বো না। এক্ষণে তুমি যাতে প্রাণদান পাও, আর স্বামী যাতে উত্তরকালে ভয়ঙ্কর হৃদয়-আঘাত থেকে রক্ষা পান, তারি চেষ্টা দেখা যাক্‌। সুকল্যাণী মেরী সাউসীর সঙ্গে তোমার বেশ আলাপ-পরিচয় আছে ত?"

জীবা বোল্লেন, "তাঁর সঙ্গে ভালরূপই জানা শুনা আছে, তিনি আমায় বাঁচাতে পার্‌বেন, তাঁর ক্ষমতা আমার জানা আছে। মা! তবে আর দেরি করো না, তাঁর কাছে এই দণ্ডেই ছুটে যাও, এই বিষের পাত্র সঙ্গে লয়ে তাঁরে গিয়ে বল, তিনি একটু চেকে দেখে, ঠিক এইরূপ একটি কৃত্রিম বিষ তয়ের কোরে দেন, আসলের সঙ্গে নকলের যেন দৃশ্যে কোন প্রভেদ না থাকে, আমি এই বিষের পরিবর্ত্তে সেই নকল বিষ খাবো, তা হলে সকল দিক রক্ষা হবে।"

জননী বোল্লেন, "বৎসে! তোমার মতলব আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, কবরের হাত থেকে কি কোরে বেঁচে যাবে? কবর তোমায় দেবেই দেবে।"

জীবা বল্লেন, "মা! তার জন্যে ভাবনা কি? আমি কবর থেকে পালিয়ে প্রস্থান কর্‌বো। সেই লোহার জালের উদরে ত আমায় শুইয়ে রাখ্‌বে? তা হলেই হলো। কবরের দেওয়াল কিছু অধিক উচ্চ নয়, তখন এ দেশের পায় নমস্কার কোরে বিদায় হবো।"

এক্ষণে উৎসাহপ্রাপ্তা জীবার মাতা বিষের পাত্র থেকে একটা শিশিতে খানিক বিষ ঢেলে নিয়ে মেরী সাউসীর বাড়ীতে চোলে গেলেন। মহামনা সাউসী ঐ ভয়ঙ্কর কথা শ্রবণ কোরে আতঙ্কে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। এদিকে জীবার মাতা, "ওগো

আমার জীবাকে বাঁচাও, তারে রক্ষা কর, আমায় মা বোলে ডাকতে আর কেউ নাই, ওগো তোমার পায় পড়ি, তারে বাঁচাও, তারে রক্ষা কর," এই বল্‌তে বল্‌তে ধড়াস কোরে পড়ে গিয়ে মূর্চ্ছা গেলেন। ব্যাকুলিনী পুনর্ব্বার চেতনা পেয়ে চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জীবা আমার সবে-ধন, তারে তুমি বাঁচাও, দোহাই তোমার! তারে তুমি বাঁচাও। আমি তোমার হাতে ধোচ্ছি, পায়ে ধোচ্ছি, যোড়-হাত কোচ্ছি, তুমি তারে প্রাণদান দাও, এ ঘোর বিপদে তুমি না কাণ্ডারি হলে আমার আর উপায় নাই। আমায় মা বোলে ডাকতে আর কেউ নাই। জীবা আমার শিবরাত্রের শল্‌তে, সে আমার আঁধার ঘরের মাণিক, তারে তুমি বাঁচাও।" এইরূপ করুণ আক্ষেপ কোরে শোকোন্মাদিনী মাতা বিস্তর অনুনয়-বিনয় কোত্তে লাগ্‌লেন।

মহামতি সাউদী বোল্লেন, "যদি ক্ষমতা হোয়ে উঠে, তবে তোমার জীবাকে অবশ্যই বাঁচাবো, সে যে আমায় বাঁচাবার নিমিত্ত আপনার প্রাণ হারাতে বসেছিল, আমার কি তা স্মরণ নাই? জীবা! তুমি আমার প্রাণের জীবা, তুমি মহামনা, তুমি অমায়িক উদার-স্বভাবা, তোমায় অবশ্যই বাঁচাবো।" মেরী এই কথা বোলে, সেই বিষের শিশিটি হাতে কোরে লয়ে, যে ঘরে ঔষধ প্রস্তুত হয়, সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। আফিম-ঘটিত একটি নূতন পেয় প্রস্তুত কোরে, সেটি একটি বড় বোতলে ঢেলে, সেই বোতলটি এক্ষণে হর্ষ-প্রফুল্লিত জননীর হস্তে প্রদান কোল্লেন। এ আরকের ক্রম এই যে, পান কোল্লে গভীর অচেতনে নিমগ্ন করে, সেটি তার অব্যর্থ শক্তি। তার আকার আর বর্ণ আসলের সঙ্গে ঠিক সমান। জননী সাউদীকে বিস্তর সাধু-বাদ দিয়ে ব্যাকুলপ্রাণা সন্তানটির কাছে ছুটে চোলে গেলেন। এ দিকে সময়ও প্রায় শেষ হোয়ে এসেছে। বালার মাতা কন্যার পেয় বিষ আর একটি বড় পাত্রে কেবল ঢেলেছেন, সে পাত্রটি ঘরের এক কোণে পোড়েছিল, আর তার পরিবর্ত্তে মেরীর দেয় আফিম-ঘটিত পেয় সেই বিষের পাত্রে রেখে কেবল বোসে-ছেন, সন্তানটির কাছে জন্মের শোধ বিদায় হবেন বোলে স্নেহ দেখিয়ে মায়া বাড়াচ্ছেন, এমন সময় রুস্তম আস্‌ছেন, তাঁর পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। পাছে কোন সন্দেহ জন্মে, তাই জীবার মাতা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সোরে পোড়লেন। নির্দ্দয় স্বামীকে আহ্বান করবার নিমিত্ত সন্তানবৎসল জননী বিষণ্ণচিত্ত কন্যাটিকে একাকিনী রেখে চোলে গেলেন। গইবির ঘরের মধ্যে ঢুকেই চীৎকারশব্দে বোল্লেন, "সময় ত অনেকক্ষণ হোয়ে গেছে, জীবা! তুই কি স্থির করেছিস্? ছোরা, না বিষ?"

জীবা শুনে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন, এবারও বোল্লেন "বাবা! তুমি আমারে প্রাণে মেরো না, দোহাই তোমার, এ যাত্রা আমায় মাপ করো।" গইবিরের হৃদয় কিন্তু লোহার পাত দিয়ে মোড়া ছিল, তাই তার মধ্যে করুণার কোমল মাধুর্য্য-রস প্রবেশ কোত্তে পাত্তো না। রুস্তম সেই বিষের পাত্র আর সেই উজ্জ্বল কান্তির ছোরাখানি হাতে কোরে লয়ে বোল্লেন, "তোর ইচ্ছা কি, বল্।" জীবা বিষের পাত্র দেখিয়ে দিয়ে মৌন হোয়ে রইলেন।

রুস্তম ছোরাখানি এক পাশে রেখে দিয়ে বোল্লেন, "আচ্ছা, তাই ভাল, তবে এখন খেয়ে ফেল্।" জীবা বোল্লেন, "আচ্ছা, দাও খাই।" রুস্তম জীবার মুখের কাছে বিষের বাটীটি ধোরে চেঁচিয়ে বোল্লেন, "এক নিশ্বাসে বেবাকটুকু খেতে হবে।" "আচ্ছা, হোয়েছে, এতক্ষণের পর অন্তঃকরণ জুড়োলো, এখন শুয়ে মোরে থাক। রে কুলঘাতিনী পাপীয়সি! এখন তুই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল ভোগ কর।" এই বোলে রুস্তম আর সেখানে দাঁড়ালেন না, তাড়াতাড়ি ঘরে থেকে বেরিয়ে বারদিক্ দিয়ে দরজা বন্ধ কোরে দিলেন।

আফিম তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ ফল দেখালে। রুস্তম এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে দেখেন, তাঁর কন্যা শব হোয়ে রয়েছে, এখন তিনি নিশ্চিন্ত হোলেন, সৎক্রিয়ার আয়োজন কোত্তে তখনি অনুমতি দিলেন।

এ দিকে নূরজরন্ন অন্তর্দাহে ছট্‌ফট্‌ কোচ্ছেন, তাঁর যেন যমযন্ত্রণা হোয়েছে, সর্ব্ব-শরীর দিয়ে কালঘাম বোয়ে চোলেছে। তাঁর দেহ মন যেন কাল-অগ্নিতে দগ্ধ কোচ্ছিল। মর্ম্মভেদক মনোদাহে অধীর হোয়ে যুবা মোগল পর্ত্তুগিস চিকিৎসকার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর্‌বার অভিপ্রায় কোল্লেন, যদি কোন কৌশলে জীবার প্রাণ রক্ষা হয়, তারি একটা পরামর্শ করা এ সাক্ষাতের উদ্দেশ্য, নচেৎ তাঁর নিজের তত গরজ ছিল না যে, মেরীর বাড়ীতে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। একখান সালে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে ঘরে থেকে কেবল বেরিয়েছেন, এমন সময় মেরী স্বয়ং তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত, তাঁর মুখ-অবয়বে বিমর্ষমূর্ত্তি চিত্রিত রোয়েছে। স্ত্রী কবিরাজ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় যাবার মনন কোরেছেন? এখন স্থির হোয়ে একটু বসুন, আমি যা বলি, মনোযোগ দিয়ে শুনুন।" এ কথা শুনে যুবা ফিরেন, মেরীও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ এলেন। বাড়ীতে এসে স্থির হোয়ে বোস্‌লে পর, সাউদী জীবার সম্বন্ধে তাবৎ কথা তাঁরে খুলে বোল্লেন। মেরী যেরূপে জীবার প্রাণরক্ষা কোরেছেন, যুবা সেই কথা তাঁর মুখে শুনে আহ্লাদে আটখান হোতে লাগ্‌লেন, তাঁরে নিবারণ না কোল্লে নীচে গড়িয়ে পোড়ে জীবার প্রাণদায়িনীর পাদচুম্বন কোত্তেন, মেরী কিন্তু তাঁরে এই কথা বোলে নিষেধ কোল্লেন, "যুবা! সেটি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হোয়েছে, আমি কেবল যৎসামান্য অকিঞ্চিৎ-কর উপলক্ষ মাত্র, আমার যা করা উচিত, তাই আমি কোরেছি, তার অতিরিক্ত কিছুই কোরিনি, সাধুবাদ আমায় না দিয়ে, যাঁর জীবনরক্ষক বাহু দুঃখিনী জীবার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এখনও পর্য্যন্ত বিস্তার প্রসারিত হোয়ে আছে, তাঁকেই দাও। এক্ষণে তোমার যা কর্ত্তব্য, তাই কোত্তে কেবল বাকী আছে, নচেৎ সেই কবরস্থানে তাঁর প্রাণত্যাগ হবে। এখনও পর্য্যন্ত সৎকারের আয়োজন হোচ্ছে, গইবিরেরা যে প্রণালীতে মৃত দেহের সৎকার করে, তোমার তা বেশ জানাই আছে। একটি প্রকাণ্ড খাতের মুখে লোহার জাল বিছিয়ে তার উপর মৃতদেহ রক্ষা করে। সূর্য্যের উত্তাপে রস-রক্ত-মাংস প্রভৃতি শুষ্ক হোয়ে শরীর অস্থিসার হোলে, কি শকুনির পাল পোড়ে খুঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে দেহটি অস্থিমাত্র অব-শিষ্ট কোল্লে তখন সেই অস্থিখণ্ডগুলি খোসে খোসে গর্ত্তের মধ্যে গিয়ে পড়ে। যে পর্ব্বতের উপর তাদের সমাধিস্থান অবস্থিত, তাও তুমি জ্ঞাত আছো, তবে আর বিলম্ব কোরো না, এখ-নিই সেইখানে ছুটে যাও। যে সকল গইবির শবের সঙ্গে যাবে, দেখো সাবধান, তারা যেন তোমায় দেখ্‌তে না পায়, তাদের নিকটেও তুমি যেও না। জীবার নিমিত্ত আহার আর পুরুষের পোষাক সঙ্গে লইও। একটি উচ্চ বৃক্ষের উপর থেকে অলক্ষিত হোয়ে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌বে, কবরের কোন্ দিকে জীবার কবর দেয়। রজনী যখন তার কৃষ্ণাবরণ চতু-র্দ্দিকে বিস্তার কোর্‌বে, সেই সময় প্রাচীরের উপর উঠে বোসে থাক্‌বে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আফিমের ঘোর ছুটে না যায়, সে পর্য্যন্ত সেই-খানেই থেকে চৌকী দিয়ে দেখো। জীবা যখন নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য লাভ কোরবেন, সেই সময় এই পেয় তাঁকে পান কোত্তে দিও, এরি গুণে তার শরীর সবল আর সজীব হবে। বাকী যা যা কোত্তে হবে, সে ভার আপনার উপর, তবে আমি এই কথা মাত্র বোলতে চাই, তোমাদের যখন উভয়েরি প্রাণের প্রতি মায়া আছে, তখন আর তোমাদের এ দেশে থাকা নয়, পালিয়ে একেবারে সালসেটে চোলে যেও, সেখান থেকে একখানা নৌকা ক্রয় কোরে স্বদেশে যাত্রা কোরো। তবে আর দেরি করো না, চট্‌পট্‌ কোরে বেরিয়ে পড়ো, সাবধান হোয়ে চোলো, সব দিকে দৃষ্টি রেখো, ধীর প্রাজ্ঞের ন্যায় কাজ করো, জীবা তোমারি হোয়েছে, আমি এক্ষণে চোল্লেম।" যুবা দয়ালু মেরীকে পুনর্ব্বার সাধুবাদ দেবার উপক্রম কোচ্ছিলেন, মেরী কিন্তু তাঁরে ইশারা কোরে নিষেধ কোল্লেন। সাউদী চোলে গেলে, নূর-জরন্ন প্রিয়তমার উদ্ধারের উপায় ভাবতে লাগলেন। গভীর শোকের অতলস্পর্শে এক-

বার নিমগ্ন হোয়ে আবার তখনি তখনি উল্লাস-তরঙ্গের উপর সাঁতার দিয়ে ভেসে বেড়ান এত অসঙ্গত আর এত অস্বাভাবিক যে, মেহীর কথাগুলি শ্রবণ কোরে সে কথার প্রতি যুবার বিশ্বাস হোচ্ছিল না, তাই অনেকক্ষণ ধোরে দিক্‌ভ্রান্তের ন্যায় হতবুদ্ধি হোয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অন্তঃকরণের আকুলতা নিবারণ হোয়ে আবার যখন তিনি প্রশান্তচিত্ত হোলেন, তাঁর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিত্তের সমতা হোয়ে মন যখন পুনরায় সুস্থির হলো, তখন মেহীর উপদেশ-মত সেই ছদ্মবেশের আর আহারের আয়োজন কোত্তে চোল্লেন। যুবা সিধে রাস্তা ধোরে তাড়াতাড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে সেই পাহাড়ের ধারে চোলে গেলেন। ঐ পাহাড়ের উপর কতদূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অনেকগুলি ইমারত, ইমারতগুলি কবরমন্দির। নুরজহান যত মনে কোরেছিলেন, চতুষ্পার্শ্বের প্রাচীরগুলি তত উচ্চ বোধ হলো না। এক্ষণে সন্ধ্যার কৃষ্ণ ছায়া অবগুণ্ঠন হোয়ে দশদিক্ আচ্ছাদন কোত্তে লাগল। সমাধিমন্দিরের নিকটেই একটি বৃহৎ তালবৃক্ষ ছিল, যুবা একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত কোরে দেখলেন, কেউ কোথাও নাই, এই অবসরে আস্তে আস্তে সেই বৃক্ষের উপর উঠে বোসলেন, মনে কোল্লেন, তারি নিকটেই তাঁর প্রিয়তমার মৃতদেহ রক্ষা করবে। এস্থানে সব দিক্ অব্যাকুল, অক্ষুব্ধ আর সুস্থির ; কেবল উদর-তৃপ্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃধিনী-দলের ক্যাঁ ক্যাঁ রব, আর তাদের পক্ষাস্ফালনের চটাৎ চটাৎ শব্দ মধ্যে মধ্যে যুবাকে বিরক্ত কোত্তে লাগ্‌ল, গৃধিনীরা তখন কণ্ঠায় কণ্ঠায় নরমাংস খেয়ে উদর মোটা কোরে আপন আপন কুলায়ে ফিরে আসছিল। শবদেহের সৎকার সমারোহ কতক্ষণে আগমন কোর্‌বে, মোগল বোসে বোসে তাই ভাবতে লাগলেন, কিরূপ প্রণালীতে প্রস্থান কোর্‌বেন, সে কৌশল পূর্ব্বেই স্থির কোরে রেখেছিলেন। যুবাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা কোরে থাকৃতে হলো না। একটু পরেই কতকগুলি লোক একটা লোহার চৌপায়ার উপর একটি দেহ মাথায় কোরে লোয়ে পাহাড়ের তল বেয়ে সরাসর একটানা চোলে আস্‌তে দেখ্‌লেন, অনেকগুলি গইবিরও চৌপায়ার সঙ্গে সঙ্গে চোলেছে। তারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে গাছের মাথার উপর তিনি বোসে ছিলেন, তারি নীচে এসে দাঁড়াল, তাই দেখে তাঁর এত ভয় হলো যে, ভাল কোরে নিশ্বাস ফেল্‌তে সাহস হোচ্ছিল না। আশ্চর্য্য এই যে, যারা শবের সঙ্গে গেছিল, তারা কেউ একবার আহা উহু কোরেও আক্ষেপ প্রকাশ কোল্লে না, কি একবার শোক দুঃখের ভাণ কোরেও মনস্তাপ জানালে না। একটিমাত্র মশাল তাদের আগে আগে লয়ে আসছিল, তারি আলোতে যুবা তাঁর প্রাণপ্রতিমার দেহটি দেখতে পেলেন। পূর্ব্বরাত্রে তাঁর কোন উদাস কোরে যখন তাঁরে জোর কোরে ধোরে লয়ে যায়, সেই সময় যুবতীর যে বস্ত্র আর যে অলঙ্কার পরা ছিল, এখনও সেই পরিচ্ছদই পরা আছে দেখলেন। সঙ্গে অধিক লোক আসেনি, পাষণ্ড রুস্তম তার মধ্যে ছিলেন কি না, যুবা তা ঠাউরে উঠতে পাল্লেন না। গুণতিতে সর্ব্বশুদ্ধ ১২ জনের অধিক নয়। দু জন কোরে একখানি শ্বেতবস্ত্রের কোণ ধোরে আছে, সকলেই মৌন হয়ে শ্মশানের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ কোল্লে। একটু পরেই সমুদয় লোক বেরিয়ে এসে দরজাটি রুদ্ধ কোরে,পাহাড় থেকে নেবে চোলে গেল। যুবা সেটি সহর্ষচক্ষে নিরীক্ষণ কোরে দেখতে লাগলেন। তিনি পূর্ব্বে জান্‌তেন, কখন কখন কুসংস্কার-আসক্ত দেশাচারের অনুসারে এক ব্যক্তি পশ্চাতে থেকে চৌকী দিয়া দেখে, গৃধিনীরা মৃতদেহের কোন্ চক্ষু প্রথমে খুঁড়ে খায়, পরলোকে মৃত ব্যক্তির ভাগ্যে সদ্গতি কি অধোগতি লেখা আছে, ঐ লক্ষণ দেখেই তারা তা স্থির কোত্তো। জীবার উপলক্ষে কিন্তু কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না, তাই দেখে নুরজহান আনন্দে পুলকিত হোলেন। জীবা ঘোর পাপী,তার ভাগ্যে যা লেখা আছে, তা তারা পূর্ব্বেই স্থির কোরে রেখেছিল, বোধ হয়, সেই বিবেচনা কোরেই কেউ আর

কষ্ট কোরে চৌকী দিয়ে দেখলে না যে, শকু-
নীরা তার কোন্ চোক প্রথম খুঁড়ে বার কোরে
নিলে। সকলেই আপনার আপনার বাড়ী
চোলে গেছে, এক্ষণে শ্মশানভূমি উদাস, তাই
দেখে যুবক বৃক্ষ থেকে নেমে প্রেতভূমি-
বেষ্টিত প্রাচীরের উপর উঠবার উদ্যোগ
কোরে লাগলেন। তাঁর প্রাণময়ী জীবার
দেহ যে স্থানে রক্ষা করা হোয়েছে, অনুমান-
বলে সেই স্থানটি লক্ষ্য কোল্লেন। প্রাচীরটি
অতিশয় দৃঢ় আর তার গাঁথনীও অতি পরি-
পাটী, তাই যুবা তায় পা রাখতে পাল্লেন
না। এ স্থানে বড় বড় পাথরের থান আর
ছোট ছোট পাথর চারিদিকে বিস্তর ছড়াছড়ি
হয়ে পড়েছিল, সেইগুলি উপর্য্যুপরি সাজিয়ে
তার উপর পা দিয়ে দেওয়ালের মাথায় গিয়ে
উঠলেন। নর-অস্থিগুলি সোরে সোরে ঝন্
ঝন্ শব্দে খাতের নীচে গিয়ে পোড়ছে,মোগল
প্রাচীরের শিরের উপর বোসে তারি শব্দ
শুনতে লাগলেন। সেখানে এমনি একটা
পচা ভাপসা দুর্গন্ধ নির্গত হোচ্ছিল, তার
আঘ্রাণে যুবার সর্ব্বশরীর ঘিন্ ঘিন্ কোরে
ঘাম ঝর ঝর হোতে লাগল, ঘন ঘন উকি হয়ে
মুখ দিয়ে থুথু উঠতে লাগল। মোগলের কিন্তু
মনে মনে প্রতিজ্ঞাই ছিল যে, স্থান যতই কুৎ-
সিত আর যতই ভয়াবহ হোক, তিনি কিছু-
তেই অপদস্থ হবেন না, ভয়ঙ্কর ত্রাসে অভিভূত
হোলেও তিনি পরাঙ্মুখ হবেন না। যুবা
আঁধারের অস্পষ্ট ঝাপসা ঝাপসা আলোতে
দেখলেন, তাঁর প্রাণময়ীর দেহটি লোহার
ঝাঁঝরির উপর পোড়ে আছে, সেই বিকটা-
কার কাল খাতের করাল আস্যের উপর ঢালু-
ভাবে ঝুঁকে রয়েছে। কাল-তামসী এক্ষণে
কৃষ্ণপক্ষ বিস্তার কোরে চতুর্দ্দিক্ ঢেকে
ফেলেছে, তিমিরাবৃত রজনী যত গভীর হয়ে
আসতে লাগল, জীবার নিরুৎকণ্ঠ কল্যাণকর
উদ্ধারের নিমিত্ত যুবার মনে ততই ভয় আর
সন্দেহ উপস্থিত হোতে লাগল, তিনি আক্ষেপ
কোরে লাগলেন যে, আসবার সময় একটা
মশাল কি আলো জালবার কোন প্রকার উপ-
করণ সঙ্গে কোরে কেন আনলেন না। গৃধি-
নীরা তাঁর মাথার উপর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে,
পক্ষীগুলির মাথায় যেন টনক্ ছিল,কি তারা
যেন হাত গুণে জানতে পেরেছিল যে, আজ
একটা নূতন টাটকা আহার তাদের ভাগ্যে
যুটে যাবে। মোগল পক্ষীগুলির প্রতি কোন
প্রকার উৎপাত কোল্লেন না, ভয় দেখিয়ে
তাড়িয়ে দেওয়া, কি হাঁকাহাঁকি কোরে বার
কোরে দেওয়া তাঁর বিবেচনায় ভাল বোধ
হলো না। তিনি মনে কোল্লেন, তারা যদি
জীবার দেহের উপর এসে বসে, তা হোলে
আফিমের ঘোর কেটে গিয়ে বালার চৈতন্য
জন্মিলেও জন্মিতে পারে। পক্ষীগুলি যৎ-
কালীন সেই লোহার জাল বেড়ে মন্দাদরে
টিপটিপ কোরে শূন্যের উপর উড়ে উড়ে
বেড়াচ্ছিল, যুবা সেই সময় খুব সতর্ক চক্ষে
তাদের গতি-প্রবৃত্তি নিরীক্ষণ কোরে দেখ-
ছিলেন। তাঁর ভয় হলো, কি জানি, তাঁর
প্রিয়তমা ত এ পর্য্যন্ত কালনিদ্রার ন্যায় গভীর
অচেতনে অভিভূত আছেন,সর্ব্বশরীর নিস্পন্দ
ও সংজ্ঞাশূন্য, কি জানি, পক্ষীগুলি যদি প্রকৃত
শবই মনে কোরে চক্ষুদুটি খুঁড়ে খায়। কত-
ক্ষণে দেহটি একটু নোড়ে উঠবে, তাই দেখ-
বার নিমিত্ত যুবা অতিশয় অধীর, অতিশয়
উৎকণ্ঠিত হোলেন। পক্ষান্তরে, জীবা যদি
চেতনা পেয়ে চৌপায়ার উপর হঠাৎ উঠে
বসেন, তাতেও যে ফল দাঁড়াবে, যুবা সে ভয়ও
কোরে লাগলেন। মোগল উভয়-সঙ্কটে
পোড়লেন, তিনি এক্ষণে দুই দিকেই অন্ধকার
দেখতে লাগলেন। একে রজনী ঘোর অন্ধ-
কার, আবার আফিমের প্রভাবে মনের ভ্রান্তি
সহসা যাবার নয়. চক্ষেরও ঘোর হঠাৎ দূর
হবার নয়, বিশেষতঃ জীবা যে ভাবে শুয়ে
আছেন, সে অতি সঙ্কট অবস্থা, তাও আবার
যুবতী জাত নহেন, যুবার মনে এই ভয় হলো,
যখন প্রাণের প্রতি এতগুলি সংশয়, এতগুলি
বিঘ্ন রয়েছে, তখন আর তাঁর নিস্তার নাই,
হয় ত বালা সেই করাল খাতের অগাধ
গর্ভে পতিত হবেন, তার ঘোররূপ গভীর
অতলস্পর্শ থেকে তাঁকে আর পুনরায় ফিরে
আসতে হবে না।

অনেকক্ষণের পর একটি শকুনি জীবার দেহে এসে বোস্‌লো, বোসেই কিন্তু আতঙ্কের ন্যায় বিকটরবে চীৎকার কোরে পাখা ঝটপট কোত্তে কোত্তে তীরের মতন সেখান থেকে তখনই উড়ে বেরিয়ে গেল, তাই দেখে নূর-জরজ অনুমান কোল্লেন, জীবা তবে নড়ে উঠেছেন। যুবা আস্তে আস্তে অতি কোমল স্বরে "জীবা" বোলে ডাকলেন, কোন উত্তর না পেয়ে একাগ্রমনে কান পেতে রইলেন, তাঁর যেন অনুভব হলো, দীর্ঘনিশ্বাসের মৃদুমন্দ কোমল ঝঙ্কার শুনতে পেলেন। মোগল পুনর্ব্বার জীবার নাম ধোরে ডাকলেন, এই-বার অতি ক্ষীণ মৃদুমন্দস্বরে উত্তর পেলেন।

যুবতী বোল্লেন, "কে কথা কয়? জীবা বোলে কে ডাকছো? আমি কোথায় এসেছি?"

যুবা এইটুকু কথা বোলে সতর্ক কোরে দিলেন, "স্থির হয়ে চুপ কোরে থাকো, নোড়ো চোড়ো না, তোমায় কাতর হয়ে যোড় হাত কোরে বলছি, নোড়ো চোড়ো না, যেখানে যে ভাবে আছো, সেইখানে সেই ভাবে স্থির হয়ে থাকো। তুমি গইবিরদের প্রেতভূমিতে এসেছো, আর এক পা মাত্র সোরেছো কি, অমনি অতল গভীর কূপে নিমগ্ন হয়েছ, একটু অপেক্ষা করো, তোমার নূরজরজ তোমার কাছেই হাজির আছে।"

জীবা বোল্লেন, "কি বোল্‌ছো তুমি? কার নাম কোচ্ছো? নূরজরজ কে? কখন কবরে এলেম, সত্যি সত্যিই কি কবরে এসেছি?"

যুবা বোল্লেন, "হাঁ, তুমি কবরেই এসেছো বটে; এক তিলও নোড়ো চোড়ো না। প্রিয়তমে! অন্ধকার রাত দেখে আমার মনে বড় ভয় হোচ্ছে, ভয় হবার কারণও অনেক আছে, এই সময় কেউ যদি একটা আলো ধরে তোমার পথ দেখিয়া আনে, তবে আমি তারে ব্রহ্মাণ্ড পুরস্কার করি। আমি ঠিক তোমার মাথার উপরেই আছি।"

সৌভাগ্যক্রমে যুবা একগাছা রসী সঙ্গে কোরে এনেছিলেন, সেই রসী গাছটি নীচে নামিয়ে দিলেন, জীবারও এক্ষণে বিলক্ষণ চৈতন্য হোয়েছে, যুবতী রসীগাছটি হাত দিয়ে শক্ত কোরে ধোল্লেন, তাই দেখে মোগলের প্রাণে বড় আনন্দ হলো। যুবতী যে অবস্থায় আছেন, সে অতি ভয়ানক, তাঁর অবস্থিতির আকার প্রকার পূর্ব্বে অবগত করান হোয়েছে! মোগলও সে স্থানের ভাব-গতিক অবগত ছিলেন না, যিনি যে অবস্থায় আছেন, প্রভাত পর্য্যন্ত তিনি সেই অবস্থায়ই স্থির হোয়ে থাকবেন, এই পরামর্শ অবধারিত হলো। সূর্য্য উদয় হোলে পথাপথ দেখে বিপথের হাত এড়াতে পারবেন। জীবা প্রভাত-ছটা বিকশিত হবার অনেক পূর্ব্বে ঘোর অভিভূত অবস্থা থেকে চেতনা লাভ কোরে যা যা ঘটেছিল, সেইগুলি স্মরণ কোত্তে লাগ্‌লেন। সুন্দরী যে ভাবে ছিলেন, সেই ভাবে থেকে মোগলের সঙ্গে কথায় কথায় রাত্রি প্রভাত কোল্লেন। প্রণয়ী প্রণয়িনীর কাছে সে রাত্রি কত বড়ই বোধ হতে লাগ্‌ল, শেষ যেন হোয়েও হোচ্ছিল না। প্রভাত হোতে যতই দেরি হতে লাগ্‌ল, ততই তাঁরা অসুখী হোতে লাগ্‌লেন, অনেক বিরক্তির পর তাঁদের অভিলষিত সূর্য্য-উদয়ের বিমল মূর্ত্তি দর্শন কোল্লেন। অরুণোদয়ের শ্বেতচ্ছটার অস্পষ্ট ক্ষীণ রেখা তাঁদের নয়ন প্রফুল্লিত কোল্লে পর, অরুণ-প্রভা যত সরাগে বিকসিত হোতে লাগল, ততই তাঁরা কতই অদ্ভুত অদ্ভুত বিভীষিকা দৃশ্য দর্শন কোত্তে লাগলেন। গোরস্থানের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত লৌহজালের উপর মৃতদেহগুলি পোড়ে আছে, অর্দ্ধেক দেহ রৌদ্রতাপে শুকিয়ে তুব-ড়িয়ে গেছে, বাকী অর্দ্ধেক শকুনিরা খুঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে ফেলছে। তাজা তাজা মড়ার উপর বোসে গৃধিনীগুলি তখনও পর্য্যন্ত আপ-নাদের উদর মোটা কোচ্ছিল, নীচে সেই ভয়ঙ্কর কালতুর, তার আধাআধি কঙ্কালে আর নরকপালে পরিপূর্ণ। এক প্রকার অসহ্য চাম্‌সে গন্ধ গোরস্থানটি ব্যাপে পোড়েছে। মোগল বোল্লেন, "প্রিয়তমে! ওঠো, আর বিলম্ব করবার সময় নাই, লৌহ-

কালের পাড়গুলির প্রতি একবার চেয়ে দেখো, তারি উপর পা স্থির কোরে রাখতে হবে, রসীগাছটা বেশ শক্ত কোরে ধরো, আল্লার আশীর্ব্বাদে এখন তুমি নিরাপদ হোয়েছো।” প্রিয়তমের বাহুপাশ থেকে যুবতী এখনও অনেক অন্তরে আছেন, অন্যূন তাঁকে চারি হাত প্রাচীরের গা বেয়ে উঠ্তে হবে, তবে ত বালা কবররূপ কাল কারাবাস থেকে মুক্তি পাবেন, তার এখনও অনেক বিলম্ব আছে বিবেচনা হোতে লাগল। বালা কিন্তু সেই রসী আর যুবার বলিষ্ঠ বাহু,—এই দুই সহায় অবলম্বন কোরে অবলীলাক্রমে সে সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হোলেন। জীবা দেও য়ালের উপর যুবার পাশে এসেই উপস্থিত হোলেন। এক্ষণে অপরিমিত আনন্দ-অশ্রু প্রণয়ী প্রণয়িনীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পোড়তে লাগল। মুষলধারায় বর্ষণের পর, কাদা কেটে গিয়ে রাস্তা ঘাট যেরূপ পরিষ্কার হয়, সেইরূপ নায়ক-নায়িকার অজস্র অশ্রুপাতের পর শোক-সন্তাপ ধুয়ে গিয়ে তাঁদের হৃদয় বিমল আনন্দে ঝক্ ঝক্ কোত্তে লাগল। সেই কাল-সমাধিক্ষেত্র থেকে উত্তীর্ণ হোয়ে জীবা যখন মাতা বসুমতীর অচল ক্রোড়ে স্থান পেলেন, তাঁদের সে সময়ের আনন্দময় সুখ, মঙ্গলময় আহ্লাদ, আর কল্যাণময় পরিতোষ বর্ণন কোরে শেষ করে, কার সাধ্য?

মোগল উচ্চকণ্ঠে বোল্লেন, “জীবা! সত্যি সত্যিই যে তোমায় আমি ফিরে পেলেম! সত্যি সত্যিই যে মৃত্যুর মুখ থেকে তোমায় ফিরিয়ে আনলেম! এবার একটি সুখের সংসার-আশ্রমে নূতন হোয়ে প্রবেশ কোর্‌বে বোলেই কি ঐ দুটি নীলোজ্জ্বল আঁখি পুনঃ-প্রফুল্লিত হলো? তোমার নিষ্ঠুর স্বজাতীয়ের মধ্যে আর কদাচ দেখা দিও না, তারা সত্য সত্যই পাষণ্ড, সত্য সত্যই চণ্ডাল! তাদের করাল কাল-মূর্ত্তি মনে হোলে বাস্তবিক আমার মন-প্রাণ ত্রাসে কেঁপে উঠে। এখন আর তোমায় অনলের পূজা-অর্চনা কোত্তে হবে না, এখন অবধি পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিমুখ হোয়ে কেবল এক মাত্র জগদীশ্বরের উপাসনা করো।”

জীবা বোল্লেন, “তাই কর্‌বো, অবশ্যই কোর্‌বো, আর আমি গইবির হবো না, গইবির হওয়া যত সুখ, তত আর জান্‌তে বাকী নাই, আজ অবধি আমি তোমারই হোলেম। নূরজরঙ্গ! আজ অবধি আমার মন, আমার প্রাণ আমার নয়, সে সকল তোমারই হলো, শুদ্ধ তোমারই জন্যে আমি এ প্রাণ রেখেছি, আমায় এখন দূরদেশে লয়ে চলো।”

আনন্দবিহ্বল যুবা সাধের আরাধ্য ধন জীবাকে পেয়ে বুকের মধ্যে চেপে রাখ্‌লেন। মেরি-দত্ত পোটাই যুবা বিস্মৃত হননি, জীবা তা পান কোরে অনেক প্রকৃতিস্থ হোলেন। তথাচ আফিমের নেশা এখনও ভালরূপ ছুটে নি। জীবা ঘোর ঘোর দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, আর যেন দিক্‌ভুল হোয়ে দুটো একটা বিহ্বলের কথাও বল্‌তে লাগ্‌লেন। মোগল একটু তফাতে গিয়ে ভাতে ভাত চোড়িয়ে দিলেন, জীবা এই অবসরে পুরুষের পরিচ্ছদ পোরে একটি নবীন মোগল সেজে নূরজরঙ্গের পাশে উপস্থিত হোলেন। বালার এই কৃত্রিম বেশ যেন প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্লে, সে সকলকেই পরাস্ত কোর্‌বে, কেউ তাঁরে চিনতে পার্‌বে না। ফলেও সে কথা মিথ্যা নয়, কারও সাধ্য ছিল না যে, গইবির-কন্যা বোলে তাঁর পরিচয় পরিজ্ঞাত হয়। জীবার নিজের পরিচ্ছদগুলি গোরস্থানের শত মধ্যস্থলে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হলো, তার পর উভয়েই পিপ্তিরক্ষার মতন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আহার কোরে সুস্থ হোলেন, যা আহার কোল্লেন, তৃপ্তির সহিতই কোল্লেন। ক্রমে বেলা হোয়ে পোড়ল, রৌদ্রের তেজ ক্রমে বেড়ে গেল, তাঁরা তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেবে সিধে পথ ধোরে সাল্‌সেট্ অভিমুখে চোল্লেন। একটি খেয়াঘাট পার হোয়ে চট্‌পট কোরে ঘোড়ে ছাড়িয়ে পড়লেন, তার সেই সঙ্গে রুধির-দর্শনপ্রিয় গইবিরদেরও জন্মের মতন পরিত্যাগ কোরে চোল্লেন, এইটিই বিবেচনা হলো। নূরজরঙ্গের সঙ্গে পাথেয় ছিল, তাই

একখানা নৌকা ক্রেয় কোরে থানে সহর থেকে বাসীন সহর পর্য্যন্ত পৌছিতে কোন কষ্ট বোধ হলো না। সেখান থেকে কোন মহাজনের জাহাজে উঠে একেবারে গুজরাটে চোলে গেলেন, গুজরাট থেকে আবার যথা সময়ে কাম্বের অভিলষিত তটে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হোলেন। সেখানে পৌছে জীবা পৈতৃক ধর্ম্ম বিসর্জ্জন কোরে ইস্‌লামের ধর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক বীর-পুরুষ নুরুজঙ্গের প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণী হোলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"যাক প্রাণ, থাকুক মান।"

এত দিনের পর অনাথা জীবার পবিত্র রক্তে নিদারুণ দ্বেষ-হিংসা আর অহঙ্কারের পরিতৃপ্তি সাধন করা হলো। রস্তম বড় লোক, তাঁর মতন বড় লোক আর একটি খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বজাতীয় ধর্ম্মের প্রতি তাঁর একান্ত শ্রদ্ধা। গইবির কুলের কুলতিলক, গইবিরবংশের মান-সম্ভ্রম প্রাণ দিয়েও রক্ষা করেন, তাঁর তুল্য সদাশয় আর নিষ্ঠ-প্রকৃতির লোক প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে স্বজাতীয়েরা ইত্যাকার গৌরব কোরে কতই তাঁর স্তবস্তুতি কোরেছেন। বিশেষতঃ একমাত্র সন্তানকে বলির মুখে প্রদান কোরে রস্তম যে স্বজাতীয়ের মুখ উজ্জ্বল কোরেছেন, কিছুদিন সেই গুণানুবাদ যায় তার মুখে দিবারাত্র লেগেই ছিল, কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন সে কাল নাই, আজকাল আর সে প্রশংসা, সে গৌরব, সে মহিমা কারো মুখেই শোনা যায় না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যারা একবাক্য হোয়ে রস্তমকে গইবির-বংশের চূড়ামণি বল্‌তেন, তাঁর মহৎ অন্তঃকরণের, মহৎ সাহসের যশোগান কোত্তেন, আজকাল আর তাঁদের মুখে সে সকল মহিমার কোনো কথাই শোনা যায় না। কেউ একবার বিস্মৃত হোয়েও রস্তমের নাম মুখে আনেন না। কালের প্রভাবে সে সকল গুণানুবাদের কথা লোকের মনে থেকে অকাল কুসুমের ন্যায় ঝোরে পোড়ে গেছে। আজকাল রস্তমের বাহাদুরি দেখবার দিন ফুরিয়ে গেছে, তাই আর ইদানীং পুণ্যের শ্লোক, ধর্ম্মের সেতু বোলে কেউ আর তাঁর গৌরব করে না, কেউ একবার তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাও করে না। রস্তমেরও ভাবভক্তি আর পূর্ব্বের মতন নাই, তাঁর মেজাজ আজকাল আর এক প্রকার হোয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথাও যাতায়াত করেন না, লোকালয়ে মুখ দেখান না, লোকের সঙ্গে বাক্য-আলাপ প্রায়ই উঠিয়ে দিয়েছেন, কাজের কথা বোল্লে তাতে মনোযোগ করেন না, দেখা শোনা, কি করা কর্ম্ম কিছুই নাই, সংসারে কি চাই, না চাই, কি হলো না হলো, সে দিকে একবার ফিরেও চান না, সে পাঠ একেবারেই উঠিয়ে দিয়েছেন, কেবল দিবারাত্র অন্তমনস্ক হোয়ে উদাসমনে বসে বসে কি ভাবেন আর কাঁদেন। চেহারা অতি মলিন, অতি বিবর্ণ, বর্ণ কালী হোয়ে গেছে, শরীর ক্রমে ক্রমে পাক পেয়ে যাচ্চে, আহারে প্রবৃত্তি নাই, নিদ্রায় প্রায় বঞ্চিত, গুম্ফিতের প্রায় স্তব্ধ হোয়ে একস্থানেই বোসে থাকেন। তাঁর হৃদয়-গভীরে শোক বিষাদ মূল বিস্তার কোরে চিরবাসের ন্যায় এঁটে বসেছে। স্বামীর এই দুর্দ্দশা অবলোকন কোরে তাঁর স্ত্রী অতিশয় ব্যাকুলিনী হলেন। পত্নী দেখলেন, রস্তম সংসার-সুখের ভগ্ন বিবর্ণ মূর্ত্তি হোয়ে, নৈরাশ নির্ভরসার অনুগত ভাজনবর্গ হোয়ে, শরীর ক্ষয়, আয়ুক্ষয় কোত্তে বসেছেন; তাই সতী মনে মনে স্থির কোল্লেন, প্রকৃত কথা ব্যক্ত কোরে স্বামীর সংশয় দূর কোরে দেবেন, পতির সঙ্গে যেরূপ চাতুরী কোরে জীবার প্রাণরক্ষা করা হোয়েছে, সেই মর্ম্মকথা আনুপূর্ব্বিক অবগত কোরিয়ে তাঁর চক্ষু প্রসন্ন কোর্‌বেন। জীবার কোন্ চক্ষের উপর পক্ষীরা সব প্রথম আনন্দ-আমোদ কোরেছে, তাই জান্‌বার ছলনা কোরে রস্তমের স্ত্রী গোরস্থানের চাবি চেয়ে নিলেন। সেখানে

গিয়ে যা দেখলেন, তাতে জীবার মাতা নিঃসন্দেহ হোয়ে, সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে ফিরে এলেন, জননীর মনে বেশ প্রতীত হলো যে, জীবা নিশ্চয়ই প্রাণ লয়ে প্রস্থান কোরেছেন, বালা যে সেই মোগলের। কোথাও চোলে গেছেন, সে বিষয়েও তাঁর মনে কোনো সংশয় হলো না। রুস্তমের গৃহিণী এক্ষণে চিন্তা কোত্তে লাগলেন যে, কি কৌশল কোরে তাঁর বিষণ্ণ-চিত্ত স্বামীর নিকট সে মর্ম্ম-কথা প্রকাশ কোরবেন।

রুস্তম নির্জ্জনারণ্যে অত্যন্ত উদাস-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হোয়ে আছেন। পত্নীকে নিকটে যেতে দিতেন না, তাই কাজে কাজেই সে কথা অবগত করান কিছুদিন স্থগিত রাখতে হোয়েছিল। গৃহিণির ইদানীং আবার সর্ব্বদাই শারীরিক অসুস্থ হোতে লাগলেন, একদিনের নিমিত্তেও সচ্ছন্দ থাকৃতেন না, তাতে আরও সে মর্ম্মকথাটির ভেদ বোলে দেবার সুবিধা হোয়ে উঠছিল না। আজ বলি, কাল বলি কোরে ক্রমে দিন কেটে যেতে লাগল, কারবার—অবসর অভাবে কাল-বিলম্ব হওয়াতে সে কথাটি আর আদৌ প্রকাশ হোতে পেলে না, পেটের কথা পেটেই থেকে গেল, যে হেতু কিছুদিন পরে গৃহিণির-পত্নীর সাংঘাতিক জ্বর-বিকার হোয়ে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তাঁর প্রাণত্যাগ হলো। ব্রহ্মাণ্ডের লোক মনে কোল্লে,গৃহিণী রুস্তমকে আটকুড়ো কোরে রেখে গেলেন। পত্নীর মৃত্যু রুস্তমকে যেন নিদ্রাভঙ্গ কোরে চৈতন্য করালে, তাঁর ঘোরাবস্থা স্তম্ভিত ভাব কেটে গিয়ে তিনি এখন পূর্ব্বের মতন সতেজ সজীব হোলেন। তাঁর কারবারগুলি অযত্নে আর ঔদাস্যে বিশৃঙ্খল হোয়ে পোড়েছিল, এক্ষণে সেগুলির প্রতি যত্ন আর পরিশ্রম কোত্তে লাগলেন।

আজকাল মানিকজীর আর তাঁর পুত্রের ভারি জাঁকপাট চোলেছে, তাঁরা ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন,* যাবদীয় পারসী তাঁদের কাছে যোড়হাত কোরে তটস্থ হোয়ে থাকৃতেন, সকলেই তাঁদের উপাসনা কোত্তেন, বিশেষতঃ যাঁদের কিছু কম সঙ্গতি ছিল, তাঁরা ত তাঁদের কেনা বেচার মধ্যেই হোয়ে পোড়েছিলেন। অথচ রুস্তম তত ধার্ম্মিক, তত পবিত্র আর তত কুলধর্ম্মপ্রতিপালক হোয়েও কেউ তাঁরে জিজ্ঞাসা কোত্তো না, ইদানীং সকলে তাঁরে এক পাশে ঠেলে ফেলে রেখেছিল।

বোম্বের বাস রুস্তমের পক্ষে বনবাস হলো, আর কার মায়ায় তিনি সেখানে বসতি কোর্‌বেন? আর কি গোড়া আছে যে, তাঁরে মুগ্ধ কোরে রাখবে? রুস্তম আপনার ঘরবাড়ী বিক্রয় কোরে সুরাট সহরে যাত্রা কোল্লেন, মনে কোল্লেন, সে সহরে বিস্তর ধর্ম্মপরায়ণ গৃহিণির বাস করে, তারা তাঁর সহায় হবে, আবশ্যক মত উপকার আনুকূল্যও কোর্‌বে। জীবার বাগ্‌দত্ত স্বামী ক্রেমজীর কাছে কি কোরে মুখ দেখাবেন, সেইটি তাঁর ভারি লজ্জার বিষয় হলো। সেই যুবা আর তাঁর কড়িপিশাচ বখিল পিতা বোম্বে আস্‌বার নিমিত্ত পূর্ব্বেই যাত্রা কোরে প্রস্তুত হোয়েছিলেন, তাঁরা মনে করেছিলেন, চারু-মোহিনী জীবা তাঁদের জন্যে অর্থ-ঐশ্বর্য্য লয়ে পথ তাকিয়ে আছে, এমন সময় কন্যার মৃত্যু-সংবাদ আর যে জন্যে মৃত্যু হয়, সে খবরও তাঁদের কাছে পৌঁছিল, শুনে তাঁদের মাথায় যেন বজ্র ভেঙ্গে পোড়ল। সংপ্রতি ক্রেমজীর পিতার কারবারে অনেক লোকসান হোয়ে গেছে, পুত্রটি আবার অত্যন্ত অসাবধান আর অতিশয় অপব্যয়ী, তাই পিতা-পুত্র উভয়েই আশা কোরে ছিলেন, জীবা যে রত্ন আদি বহু মূল্যের যৌতুক পাবেন, ঐ যৌতুক দ্বারাই তাঁরা ঋণদায় থেকে উদ্ধার হোতে পার্‌বেন, এক্ষণে সেই কাল-সংবাদ যমদণ্ড হোয়ে তাঁদের সে আশা ভরসা রসাতলশায়ী কোল্লে। পিতা পুত্র উভয়েই সেই মোগলকে, জীবাকে, আর সেই গোঁড়া গৃহিণির রুস্তমকে মনের খেদ মিটিয়ে গালাগালি দিতে লাগলেন, তাঁরা বোল্লেন, রুস্তম যদি জীবাকে প্রাণে না মেরে ফেলে তাদের হস্তে সমর্পণ কোত্তেন, তাতে তাঁরা অসন্তুষ্ট হোতেন না, বরং তাঁরা অর্থা-গমের সুবর্ণময় স্বপ্ন সফল কোত্তে পাত্তেন।

রুস্তম, হিন্দু মুসলমান পর্ত্তুগিস প্রভৃতি নানা জাতির লোকের সঙ্গে একত্রে একখানি জাহাজ কেরা কোরে সমুদ্র-পথে যাত্রা কোল্লেন। যখন কাম্বের মহাখালের মুখে এসেছেন, দেখলেন, একখানি জাহাজ জলমগ্ন হবার উপক্রম হোয়েছে, তার আরোহীরা অতি কাতর হোয়ে ডেকে বোলতে লাগল যে, তাঁরা এসে এই বিপদ্ থেকে তাদের উদ্ধার করেন। রুস্তমের জাহাজের মালিম মাজি আর খালাসীরা অপর অপর চড়ন্দারের সঙ্গে একত্রে অনেকক্ষণ ধোরে পরামর্শ কোত্তে লাগ্‌ল, পরামর্শ কোরে তারা যা স্থির কোল্লে, সে কথা রুস্তমকে তখনি অবগত করালে। রুস্তম শুনে চম্‌কে উঠ্‌লেন। তারা তাঁকে এই কথা বোল্লে যে, উদ্ধার কোত্তে এসেছি, এই ছল কোরে আমরা তাদের জাহাজের মধ্যে প্রবেশ কর্‌বো, বাস্তবিক উদ্ধার করা আমাদের অভিপ্রায় নয়, চড়ন্দারেদের প্রাণে নিক্ষেপ কোরে যথাসর্ব্বস্ব লুঠে আনাই আমাদের অভিপ্রায়। রুস্তমের হৃৎকম্প হোয়ে সর্ব্বশরীর কাঁপতে লাগল। একবার ত তিনি একটি প্রাণী নিক্ষেপ কোরেছেন, এবার তাঁর প্রতিজ্ঞা আর অতিরিক্ত অধর্ম্ম কোরে পাপের বোঝা ঘাড়ে চাপাবেন না, আর অতিরিক্ত দুষ্কর্ম্ম কোরে চিত্ত অপ্রসন্নতার সমাদর কোরবেন না, রুস্তম স্পষ্ট বোল্লেন, এ নিষ্ঠুর অভিসন্ধিতে তিনি তাদের সহায় হবেন না। তারা কিন্তু বলপূর্ব্বক রুস্তমকে সঙ্গে লয়ে একখানি ছোট ডিঙ্গিতে উঠে, সেই ভগ্ন বানচাল জাহাজের পাশে উপস্থিত হলো. জাহাজের উপরে উঠেই ভয়ঙ্কর কাটাকাটি আরম্ভ কোরে দিলে. রুস্তম নীরব নিস্পন্দ দর্শক হয়ে সাক্ষী গোপালের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। লাল মুক্ত প্রবাল আর বিস্তর সোনা রুপোর থান লুঠ কোরে আন্‌লে, ঐ সকল বহুমূল্য জাহাজখানি বোঝাই কোরে একদল বণিক গোয়া দ্বীপে যাত্রা কোরেছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে তারা কাম্বে থেকে রওনা হয়েছিল। প্রতিকূল বায়ুর মুখে মাস্তুলের রসী অতিরিক্ত কষাকষি কোরে টেনে ধরাতে জাহাজের তলা কেটে গিয়ে খোলের মধ্যে জল প্রবেশ কোত্তে লাগল। সেইসময় রুস্তম যে জাহাজে ছিলেন, সেইখানা দেখতে পেয়ে উপযুক্তকালে হাতের মাথায় সহায় পেলেম মনে কোরে বিপন্নপন্নেরা আনন্দ কোলাহল কোরে জয়ধ্বনি কোত্তে লাগ্‌ল। আর জগদীশ্বরকে মঙ্গলময় জ্ঞান কোরে তাঁর স্তবস্তুতিও কোত্তে লাগ্‌ল। বদমায়েসেরা লুঠের মালগুলি আপনাদের জাহাজে আগে রওনা কোরে, অৰ্দ্ধমগ্ন জাহাজখানির তলা কেড়ে দিয়ে চলে এলো, জাহাজখানা তখনি তলিয়ে গিয়ে সাগর গভীরে নিমগ্ন হলো। লুঠের মাল বিভাগ কর্‌বার সময় অনেক তকরার উপস্থিত হয়। এক্ষণে কোন্ বন্দরে জাহাজ চালাবে, সে কথা লোয়েও অনেক বচসা হোতে লাগল। এ সময় কাম্বের অভিমুখে জাহাজ চালান নিতান্ত উন্মাদের কর্ম্ম. কিন্তু এক্ষণে আপনাদের মতামতের উপর নির্ভর কোরে চলবার সময় নয়, যেহেতু বায়ু হঠাৎ বিরুদ্ধ হয়ে ঝড় বইতে সুরু কোল্লে, তাই কাজে কাজেই কাম্বে যাওয়া ভিন্ন আর তাদের উপায়ান্তর ছিল না, জাহাজখানি কাম্বে অভিমুখে না চালালে অম্বুরাশির করাল কালগ্রাস থেকে প্রাণ বাঁচাবার পথ ছিল না, শেষে অপার্য্যমান হয়ে সেই কাম্বের দিকেই গতি অবনত কোত্তে হলো। পথে পরামর্শ কোরে স্থির হলো, লুঠের কোনো জিনিষ তীরে অবতরণ করা কি সহরে বিক্রয় করা হবে না। ঝড়ের উৎপাত নিবারণ হোলে, আর একখানি জাহাজ ভাড়া কোরে সুরাট সহরে যাত্রা কোর্‌বে। আরোহীরা সকলে ঐক্য হয়ে সমুদ্রের ধারে একটি বাড়ী কেরা লয়ে সেইখানে বাসা কোরে থাকলো। রুস্তমও তাদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁকে সকলে ধোরে বেঁধে ভয় দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রেখেছিল। তাঁকে তারা নজরের উপর রেখে দিলে, তিনি কি করেন, কোথায় যান, সেগুলি চৌকী দিয়ে নিরীক্ষণ কোরে দেখতে লাগল, রুস্তম নাকি তাদের কাটাকাটির মধ্যেও ছিলেন না, লুঠের ভাগও গ্রহণ করেননি, তাই

বদমাসেদের প্রাণে ভয় হলো, পাছে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো কথা প্রকাশ কোরে দেন, এ ভয় স্বভাবসিদ্ধ হবারি কথা। একজন মাল্লা, সে জাতিতে মুসলমান, লুঠের ভাগ তার হিস্যে যা পোড়েছিল, সে তা পেয়ে সন্তুষ্ট হয় নি। এক রাত্রে সকলে যখন আহারাদি কোরে দরজায় দরজায় চাবি দিয়ে চারিদিক এঁটে সেটে বন্দ কোরে শুয়েছে, সেই মাল্লা অনেক কৌশল কোরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেল, সে থানায় গিয়ে মালিম আর তার জীদের নামে দুর্নাম কোরে হত্যাকাণ্ডের কথা প্রচার কোরে দিলে। থানাদারেরা সেই অছিলায় বদমাসেদের দলশুদ্ধ গেরেপ্তার কোরে উপযুক্ত বিচারকর্ত্তার কাছে হাজির কোরে দেয়। মাল্লা আগে আপনার বাঁচবার পথ পরিষ্কার কোরে লয়ে শেষে সে গুপ্তকথা প্রকাশ কোরে দেয়, সে ব্যক্তি হত্যার কথা প্রকাশ করবার পূর্ব্বে থানাদারের মুখ দিয়ে কবুল কোরিয়ে লয় যে, তাকে তিনি ক্ষমা কোর্‌বেন, কি তাকে তিনি অপরাধীদের মধ্যে গণ্য কোত্তে পারবেন না।

নুরুজ্জমানের পিতা নবাব-সরকারে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন ছিলেন, নবাবও তাঁর বেশ খাতির-যত্ন কোত্তেন। ঘটনাক্রমে নুরুজ্জমান ফৌজদার হয়েছেন, সহর সংক্রান্ত ফৌজদারী আর আদালত তাঁরি জিম্মায় ছিল। ঐ নৃশংস নিষ্ঠুর অপহত্যা আর সামুদ্রিক ডাকাতি এই দুই বিষয়ের তদারক সুতরাং তাঁকেই কোত্তে হয়েছিল। অল্প অল্প চালানি আসামীদের মধ্যে রস্তমকেও উপস্থিত দেখে নুরুজ্জমের অতিশয় বিস্ময় জ্ঞান হলো, তিনি দেখলেন, রস্তম তাঁকে চিনতে পেরে লজ্জায় মাথা হেঁট কোরে আপনাকে গোপন করবার চেষ্টা কোচ্ছেন। সাজা দিবার পূর্ব্বে কয়েদীদের একবার গারদে পাঠাবার হুকুম হলো। আসামীদের দেখবার নিমিত্ত তাবৎ লোকই তাদের সঙ্গে সঙ্গে জেলখানা পর্য্যন্ত চোলে গেল, কাছারি একেবারে খালি হয়ে পোড়ল, জনপ্রাণীও সেখানে উপস্থিত ছিল না। আসামীদের মধ্যে যার যতটুক অপরাধ ছিল, নুরুজ্জম এই অবসরে গয়েন্দার মুখে সে সন্ধান অবগত হয়ে নিলেন। তিনি শুনলেন, পইবির এই দুরন্ত নিষ্ঠুর পাপে আদৌ লিপ্ত ছিলেন না, রস্তম সম্যকরূপে নিরপরাধী; তদ্ভিন্ন লুঠের হিস্যাও তিনি গ্রহণ করেন নি। ঐ কথা শুনে মোগল মনে মনে তুষ্ট হোলেন। যে দিবস থানাতল্লাসি হয়ে তদন্ত করা হয়, সেইদিন রস্তম একখানি তলবচিঠি পেয়ে চমকে গেলেন। চিঠির মর্ম্ম এই যে, অদ্য সন্ধ্যার পর নুরুজ্জমের নিজ বাটীতে গিয়ে তোমায় হাজির হোতে হবে। রস্তম মনে কোল্লেন, মোগল হতে তাঁর কোন প্রকার কল্যাণের প্রত্যাশা নাই, সে না কোনো অনুরোধই শুনবে, না অনুগ্রহ কোরে ক্ষমাই কোরবে। পারসীর মনে আরও এই ভয় হলো যে, হয় ত বেছে বেছে তাঁকেই সকলের আগে সাজা দেবার মনন কোরেছে। রস্তম মোগলের রাজ-অট্টালিকায় সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হলেন, তাঁর হাতের হাতকড়ি মুক্ত কোরে একটি ক্ষুদ্র সিঁড়ি দিয়ে একটি প্রশস্ত ঘরে তাঁকে লয়ে গেল। ঐ ঘরের বাঁ দিকে একটি গোলাবি রঙের পরদা ঝুলানো রয়েছে, তার দুই পাশে দুটি চির-গোলাম সাদা পোশাক পোরে দাঁড়িয়ে আছে। রস্তম দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে দেখেন যে, রেসম-নির্ম্মিত কারপেটের গদীর উপর নুরুজ্জম আর তাঁর বাঁয়ে তাঁর দেওয়ান বোসে আছেন। দেওয়ান বোল্লেন, "রস্তম! তুমি আর তোমার সহচরেরা দুষ্পার জলধির বুকের উপর অসঙ্কুচিতচিত্তে যে অভূতপূর্ব্ব নিষ্ঠুর হত্যা আর ডাকাতি কোরেছ, তৎসম্বন্ধে যথার্থ কথাগুলি আনুপূর্ব্বিক তোমাকে বোলতে হবে।" রস্তম যা যা জানতেন আর যা যা দেখেছেন, সে সমুদয়ই বোল্লেন, তিনি নিজে যে সে নির্দ্দয় রক্তপাতে লিপ্ত ছিলেন না, আর তিনি তাহা নিবারণ কোত্তেও যে চেষ্টা কোরেছিলেন, সেই কথা উল্লেখ কোরে বারবার বলতে লাগলেন, তিনি এ অপরাধে দোষী নন। রস্তমের জবানবন্দী লিখে লয়ে দেওয়ান সেখান থেকে উঠে

চোলে গেলেন, তখন নূরুজরঙ্গ পারসিকে বোল্‌তে লাগলেন, "রস্তম! তোমার নিজের দোষ না থাক্‌লেও থাকতে পারে, তথাচ আমি তোমার প্রাণদণ্ডের হুকুম দেবো। লোকের অন্তঃকরণ এমনি বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যতগুলি প্রাণী তোমার জাহাজে ছিল, তাদের সকলেরি প্রাণদণ্ড করা উচিত বোধ হোচ্চে, তবে তুমি প্রস্তুত হও, আমি বেছে বেছে তোমাকেই স্থির কোরেছি, তোমায় সকলের অগ্রে দণ্ডভোগ কোত্তে হবে; কেন না, আমি জানি, অনেকে মৃত্যু আর মৃত্যুর আনুষঙ্গী ত্রাস আতঙ্ক হৃৎকম্প আদির প্রতি প্রফুল্লনেত্রে দৃষ্টিপাত কোরে থাকে, আর অনেকে তখন ফুল্লবদন হয়ে অল্পে অল্পে হাস্যও কোরে থাকে, তুমি একজন সেই প্রকৃতির লোক, তা আমি পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত আছি, তোমার চিত্তে ভয় নাই, তোমার অন্তঃকরণ দয়াশূন্য, তুমি অবলীলাক্রমে অসির তেজাগ্রের প্রতি উপহাস কোত্তে পারো। অথবা নিরুদ্বেগে এক পাত্র হলাহলও উদরে ঢেলে দিতে পারো।" গঁইবির শুনে চক্ষু অবনত কোরে অধর দংশন কোল্লেন, তাঁর জানু দুটি শরীরের ভারে ঠক্‌ঠক্ কোরে কাঁপতে লাগল। নূরজরঙ্গ পুনর্ব্বার বোলতে লাগলেন, "যে সকল আরোহীর সঙ্গে তুমি সমুদ্রযাত্রা কোরেছো, তারা অতি ইতর জাতি, আমি তাদের মহাপাষণ্ড পাতকীর ন্যায় ব্যবহার কোরবো, তুমি কিন্তু তা নও, তুমি উচ্চ পদের ভদ্রসন্তান, তাই তোমার অভিমত লয়ে তোমায় দণ্ড দেবো, তুমি কি প্রণালীতে মোত্তে ইচ্ছা করো ঐ দেখো, জল্লাদ উপস্থিত, দক্ষিণ হস্তে অসি, বামহস্তে বিষ, যা হয় একটা মত করো।" ঐ সকল কথা শেষ হলে গোলাম দুজন সেই রক্তবর্ণের পরদা সোরিয়ে এক পাশে রাখলে। জীবা পারসী স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ পরিধান কোরে, একহাতে একখানি চকচকে ছোরা আর এক হাতে একটি পাত্র, তার কানায় কানায় পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণের পেয়, মন্থরগতিতে ঘরের মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন। গঁইবির বালাকে দেখে গোঁ গোঁ শব্দে গোঙরাতে গোঙরাতে মেজের উপর শুয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বোলতে লাগলেন, "আমার অপঘাতমৃত সন্তানের অপচ্ছায়া ঐ! সয়তান! এখান থেকে চোলে যাও, তুমি এখান থেকে চলে যাও! আর কেন এ পার্থিব সংসারে তোমার অপার্থিব মূর্ত্তি দেখিয়ে আমার যন্ত্রণা বাড়াও? তোমায় যেন আর দেখতে না হয়, আমায় তুমি অব্যাহতি দাও! হে জগদীশ্বর! আমায় কৃপা করো, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, এ মূর্ত্তির হাত থেকে আমায় রক্ষা করো, আমায় বাঁচাও, আমার জীবার জীবাত্মার হস্তে আমার প্রাণবধ কোরো না।"

নূরজরঙ্গ বোল্লেন, "তোমায় কেন সে অব্যাহতি দেবে? তুমি তারে অব্যাহতি দিছিলে? কে হাতে কোরে তার মুখের কাছে প্রাণঘাতী বিষের বাটী ধোরেছিল? 'এক নিশেষে খেয়ে ফেল্‌, পেট্ পুরে খেয়ে ফেল্, এখন শুয়ে মোরে থাক্,' এ সকল কথা তারে কে বোলেছিল? কে তার নামে অভিযোগ করে? কে তারে হত্যা করে? তুমিই না? এখন তুমি দয়ার প্রত্যাশা কোত্তে চাও? ধিক্ তোমায়!! তুমিই না ততবড় সন্তানের অসহ্য যন্ত্রণা চক্ষে দেখেও তোমার অন্তঃকরণে স্নেহের উদ্রেক হয়নি? এখন আর কোন্ মুখে কৃপার [illegible]শা কোত্তে চাও? রে নিষ্ঠুর-হৃদয় নির্দ্দয় পিতা! এই চারুমোহিনীকে, এই স্বর্ণলতাকে তুমি কোন্ প্রাণে কবরের কালগ্রাসে সমর্পণ কোল্লে? যে তোমায় সন্তানোচিত মায়া-মমতা দেখিয়েছে, যে তোমায় কত শ্রদ্ধা, কত ভক্তি, কত স্নেহ কোরেছে, তুমি কোন্ অন্তঃকরণে তার রক্তে হস্ত কলঙ্কিত কোল্লে? সেই নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিফল এখন তোমায় পেতে হবে, আজ তার সময় হয়েছে। জীবা এই মাত্র গোর থেকে উঠে আসছেন। তোমার পাপময় ভ্রান্ত বুদ্ধি মনে করুক, তোমায় সাজা দিতেই জীবা কবর থেকে উঠে এসেছেন, কিন্তু আমার কথা অবহেলা কোরে অগ্রাহ্য কোরো না,—জীবা জীবিত আছেন!" গঁইবির হঠাৎ

চমকে উঠে চেঁচিয়ে বোল্লেন, "আঃ! বেঁচে আছে? না না, তা কেমন কোরে হোতে পারে?" নুরজহান পুনর্ব্বার বোল্লেন, "হাঁ হাঁ, তাই বটে, জীবা বেঁচে আছেন, মরেননি।"

রুস্তমের এখন অনেক ভরসা হোলো, জীবার মুখের দিকে চক্ষু তুলে চেয়ে দেখ্‌লেন, দেখে বোল্লেন, "আঃ! চক্ষু দুটি সেইরূপ সজীব প্রফুল্ল দেখ্‌ছি, নয়ন দুটির উজ্জ্বল প্রভা বেঁচে থাক্‌তে আবার দেখতে পেলেম। জীবা! ঐ বিষের পাত্রটি আমার হাতে দাও, তোমার হাতে আমার মৃত্যু হওয়া উচিত, তুমি যে বেঁচে আছো, এখনও আমার বিশ্বাস হোচ্ছে না, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, তুমি মোরেছো, তোমায় যেন কবর দিতে লয়ে যাচ্ছি। না, তা হতে পারে না, জীবা কখনই বেঁচে নেই।"

মোগল বোল্লেন, "গইবির! জীবা সত্যই বেঁচে আছেন, তিনি যথার্থই মরেন নি। যদিও তার পিতা তাঁর প্রতি বক্র হয়েছিলেন সত্যি, বালার কিন্তু একজন আত্মীয় ছিল, সেই তাঁরে বিষের পরিবর্ত্তে আফিম দেয়, (আপনার হস্ত প্রসারিত কোরে) আর এই হস্ত সেই নরকতুল্য কবর থেকে তারে উদ্ধার করে। তোমার জীবা এক্ষণে আমার সহধর্ম্মিণী হয়েছেন, সে গইবিরের ধর্ম্ম শপথ পূর্ব্বক পরিত্যাগ কোরেছে। জীবা! কথা কওনা যে? তোমার অনুতাপিত পিতার সঙ্গে দুটো কথা কও।"

জীবা বোল্লেন "বাবা! আমি তোমার অকৃপা বিস্মৃত হোলেম!" রুস্তমের বাষ্পধারাই তাঁর কথার প্রত্যুত্তর হলো। গইবির শয্যাশায়ী ছিলেন, উঠে বোসে চীৎকার কোরে বোল্লেন, "না জীবা! তুমি আমায় কখনই ক্ষমা কোত্তে পারো না, আমার মৃত্যু হোক, এই দণ্ডেই আমি আত্মশেষ কর্‌বো, যে অবধি আমাদের শেষ দেখাসাক্ষাৎ, এক এক দিন এক এক বৎসরের ন্যায় জ্ঞান হয়েছে, আমি যে মনস্তাপ আর যে মনঃকুষ্ট ভোগ কোরেছি, তুমি তার কিছুই জান না। এ পাপসংসারে আমি একটি পাষণ্ড চণ্ডাল হোয়ে আছি। যে কাজ নিশ্চয় জান্‌ছি, আমা হতে হয়েছে, তা কখন মনে থেকে দূর হবার নয়। যে আমায় পরামর্শ দিয়ে দুষ্কর্ম্ম কোত্তে প্রবৃত্তি দিয়েছে, তার যেন সর্ব্বনাশ হয়, তার যেন তিন কুলে কেউ বাতী দিতে না থাকে। জীবা! তুমি আর আমায় ওরূপ স্নেহ-চক্ষে চেয়ে দেখো না, তোমার স্নেহ-কটাক্ষ শেল হয়ে আমার হৃদয় গভীর ভেদ কোচ্চে, মর্ম্মে মর্ম্মে আমার অন্তঃকরণ ছেদ হয়ে যাচ্চে, তুমি আমায় তিরস্কার ভৎর্সনা করো, অভিসম্পাত করো, সে সকল আমার সহ্য হবে, তোমার পিতৃবৎসল অনুরাগ দৃষ্টি আমি আর সহ্য কোত্তে পারি না, আমার মন তাতে প্রফুল্ল হয় না।" জীবা মায়ায় মুগ্ধ হলেন, মনের ভাব আর সংবরণ কোত্তে পাল্লেন না, ছোরাখানি আর বিষের বাটীটি গোলামের হস্তে দিয়ে, অনুতাপী পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পোড়্‌লেন। রুস্তম ধারা শ্রাবণের ন্যায় অশ্রু বর্ষণ কোচ্ছিলেন, জীবা ঘন ঘন গণ্ড চুম্বন কোরে সে অশ্রু শুষ্ক কোত্তে লাগ্‌লেন। বালা পিতৃস্নেহে মোহিত হয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বাবা! তুমি মরো না, আমার মুখের দিকে চেয়ে তুমি মরো না, তুমি আত্মঘাতী হইও না, তুমি মোলে আমি তবে কারে বাবা বোলে ডাক্‌বো? বাবা! তুমি আমার মায়া ত্যাগ কোরে যেও না, দোহাই ঈশ্বরের, দোহাই ধর্ম্মের, তোমার উপর আমার রাগ নাই। বাবা! তোমার অপরাধ কি? আমিই দুষ্কর্ম্ম কোরে তোমার অকৃপার ভাজন হয়েছিলেম, আমিই তোমার কুলাঙ্গার সন্তান। তুমি যদি আমার কাছে অপরাধ কোরে থাকো, সে অপরাধ আমি বিস্মৃত হয়েছি।" নুরজহান এই অকৃত্রিম স্নেহ-বাৎসল্যের অভিনয় দর্শন কোরে অতিশয় মুগ্ধ হলেন। তিনি তাঁর প্রিয়তমাকে পিতার সস্নেহ ক্রোড় থেকে অন্তর কোল্লেন, তার পর নবাবের নামোল্লেখ করে রুস্তমকে এককালীন পূর্ণ নিষ্কৃতি দিলেন। তিনি বোল্লেন, "নবাব শুনেছেন, দুরাচারের মধ্যে এক ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন।" জীবা তাঁর জননী কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা কোরে

যখন শুন্‌লেন, তাঁর মা নাই, বালা অমনি 'মা মা' বোলে মূর্চ্ছিতা হয়ে ভূতলশায়িনী হলেন। যুবতীকে অতিশয় কাতর দেখে নূরজহান তাঁকে অনেক বুঝিয়ে সান্ত্বনা কোত্তে লাগ্‌লেন। গইবির মুক্তি পেয়ে ঐ কাষেতেই বাস কোল্লেন।—অপরাধী আরোহীরা জল্লাদের হস্তে প্রাণত্যাগ কোল্লে। রুস্তমের প্রতি মোগলের মনের বিরূপভাব একেবারে তিরোহিত হলো না, তিনি কদাচ কখন তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কোত্তেন, কিন্তু জীবাকে লয়ে মনের আনন্দে নিরবচ্ছিন্ন সুখে বাস কোত্তে লাগ্‌লেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—•—

"নাতোয়ানের ছুনো মালগুজারি।"

বন্ধুকে বোল্লেম, তাঁর মনোহর উপাখ্যানটি শ্রবণ কোরে বড় আপ্যায়িত হোলেম, আমি যে তাঁকে ঐরূপ একটি রমণীর আখ্যান বোলে তাঁর চিত্তোবিনোদন কোত্তে পাল্লেম না, তার জন্যে অনেক আক্ষেপ কোত্তে লাগলেম, কিন্তু তাঁর ঐ কথকতা শুনতে গিয়ে এদিকে যে, মহাফেরে পোড়ে গেছি, সিটি আমরা স্বপ্নেও জানতে প্যারিনি। সহপথিক এত উন্মত্ত হোয়ে তাঁর গল্পটি কেঁদে বোসে ছিলেন, আর আমরাও হতচৈতন্ত হোয়ে তা শুনতেছিলেম যে, রাস্তা ভুলে অন্ত পথে গিয়ে পড়েছি!! সলিমান আর লুচারের উপর ভারি রাগত হোলেম, তারা প্রকৃত পথ দেখিয়ে না দিয়ে কেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চোলেছে। সলিমান বোল্লে পরামাণিকও একটি মনোহর গল্প যুড়ে দিছিল, তাই সে এত মত্ত হয় যে, পথাপথের বিষয় তার কিছুই মনে ছিলো না, সলিমান আমাদের ভরসাতেই নিশ্চিন্ত ছিল। আমি আর কথার উত্তর কোল্লেম না, দেখ্‌লেম, আমিও যে অপরাধে অপরাধী, সেও সেই দোষে দোষী। আমার হিন্দু সহপথিককে আমাদের ন্যায় ব্যাকুল হোতে দেখ্‌লাম না, তিনি এই মাত্র বোল্লেন, "তবে এখন করা যায় কি?"

আমি বোল্লেম, "চলুন ফিরে যাওয়া যাক।"

তিনি বোল্লেন, "না, তা নয়, যদি আমার পরামর্শ চাও, যখন এতদূর এগিয়ে এসে পড়েছি, তখন চলুন, আজমীরে যাওয়া যাক, সেখানে গিয়ে তোমাদের জগতবিখ্যাত পীর সেক কাজা মাউদ্দীনের কবর দেখতে পাবেন, এমন সুন্দর সুবিধা ছাড়্‌বেন না।"

আমি বোল্লেম, "বা, বেশ বোল্লেন, কবর দেখ্‌তে আমার ইচ্ছাও নাই, সময়ও নাই।" হিন্দু বোল্লেন, "তাই বটে, এমন সকল বিষয়ে তোমার বড় অনুৎসুক দেখ্‌ছি। আমি একবার কুড়ি কোশ তফাত একটি গ্রাম থেকে রওনা হোয়ে উবুড় হোয়ে পেটে হেঁটে রাস্তা মাপতে মাপ্‌তে জগন্নাথক্ষেত্রে চোলে গেছি।" আমি বোল্লেম, "তাতে আর অতিরিক্ত ভক্তি কি দেখান হলো? জগন্নাথে পৌঁছে যদি হামাগুড়ি দিয়ে রথচক্রের নীচে যেতে পাত্তে, তবে তোমার কতক ভক্তি—"

"হায় হায়! তা হলে বোল্‌তে, হাঁ! তোমার কিছু ভক্তি আছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে যে একটি কথা আছে, আমি যদি সেটি কোত্তেম, তবে আর আমাকে ফিরে এসে তোমার গুণানুবাদ শুনতে হতো না।"

"হাঁ! সে কথা সত্য বটে, কিন্তু রথচক্রের নীচে পোড়লে, তোমায় গড়াতে গড়াতে সেই আনন্দময় অনন্ত সুখধামে লয়ে ফেল্‌তো।"

"আপনি ঠিক কথাই বোলেছেন, আমি, সেখানে যেতে পিঁছ্‌পাও ছিলেম না, কিন্তু ভট্টাচার্য্য যিনি আমার পাপনাশের নিমিত্ত এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন, তিনি আমায় তত শীঘ্র শীঘ্র সেই আনন্দধামে প্রবেশ হবার ব্যবস্থা দেন নি।"

"তুমি কি পাপ কোরেছিলে?

"উঃ! সে বড় গুরুতর গোছের পাপ, অজানত একটি সদ্যজাত কোইলে বাছুরের প্রাণ বধ করি।" ঐ কথা শুনে আমি আর মুখে হাসি রাখ্‌তে পাল্লেম না। বোল্লেম,

"এত বড় গুরুতর পাপটা দৈবাৎ কি কোরে হলো ?"

"কেন মশায়। যে গোয়ালেতে বাছুরটি ছিল, তার নিকটেই একটি সিন্দুক থাকে, সিন্দুকটি খুব ভারি, আমি সেই সিন্দুক সোরিয়ে রাখ্‌তে গেছিলেম, সিন্দুকটি যে তত বড় ভারি, আমি তা আগে জান্‌তে পারিনি, টাল না সামলাতে পেরে পোড়ে গেলেম, সিন্দুকটি কিন্তু সেই পবিত্র বৎসটির উপর চেপে পোড়ল, তার ছন্দে মাথাটা অমনি গলে গিয়ে ঘি বেরিয়ে পড়ল, কচি কচি হাড়গুলো অমনি পিসে ফেল্লে। সেই সময় জগন্নাথের রথযাত্রা উপস্থিত, আমি তখনি ছুটে ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে চলে গেলেম, ভট্টাচার্য্যটি মহা পণ্ডিত, তাঁকে গিয়ে সব কথা বোল্লেম। ভট্টাচার্য্য একটা কষ্টসাধ্য গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কোল্লেন, সে দণ্ড ভোগ করেও সুখী হোতে পাল্লেম না, গোঘাতক নরাধম বোলে সকলে ঘৃণা কোত্তে লাগ্‌ল। সে অপবাদ আর সহ্য কোত্তে না পেরে দেশত্যাগী হোলেম, ভারতবর্ষের সকল স্থানেই গেছি, সব দেশ প্রদক্ষিণ কোরেছি, তাতেই কোরে গইবিরদের কতক কতক খবর কুড়িয়ে পেয়েছিলেম। হিন্দুস্থানের মধ্যে কোথায় কোন সহর, কোথায় কোন্ কেল্লা আছে, তা প্রায় সকলই জানা হোয়েছে। আপনি আমার সঙ্গে আজমীর সহরে চলুন, সেখানে এমন স্থান দিয়ে দেবো যে, আপনি সুখে থাক্‌বেন, কোন কষ্ট হবে না।"

আমার সহচরটি অতিশয় ইয়ার গোচের লোক, পথে যেতে যেতে কখন গানই গাচ্চে, কখন ভাঁড়ামিই কোচ্চে, কখন কখন এমনি রঙ্গবেরঙ্গের গল্প জুড়ে দিত যে, হাসতে হাসতে নাড়ী ব্যথা হতো। তার আমোদে পড়ে পথশ্রমের কষ্ট প্রায় ভুলেই গেছিলেম, এমন কি, যখন শুনলেম, আজমীরে পৌঁছেছি, শুনে বরং দুঃখিতই হোলেম, ভাবলেম, রাস্তা ফুরিয়ে গেল, আর তার মজাদারি মজাদারি কথা শুনতে পাবো না। পূর্ব্বে মনে করেছিলেম, আজমীর প্রকাণ্ড সহর, কিন্তু এসে দেখ্‌লেম, তা নয়, মধ্যবিধ আকারের অতি পরিপাটীর সহর, পর্ব্বতের ঢালুর উপর অবস্থিত। ইমারতগুলি সাদা ধপ ধপ কোচ্চে, তাইতে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। নানা প্রকার ঝোড় জঙ্গল আর কাঁটা-বনে পর্ব্বতটি ঢেকে রেখেছে, সেইগুলি সহরের যাবদীয় অট্টালিকার পশ্চাদ্দিকে শোভা কোরে আছে। পর্ব্বতের উপর যে একটি বিচিত্র কেল্লা আছে, সেই কেল্লাই কিন্তু আজমীরের বল-শক্তি—দর্প। কেল্লাটির বের প্রায় এক ক্রোশ, তার আকৃতি অতি অদ্ভুত অপূর্ব্ব, আর সর্ব্বত্র একরূপ একাকার নয়, ইহার আশ্রয় শৈলগুলি অনেক স্থলেই অভেদ্য এবং দেশের অতিশয় দৃঢ় আলম্বনস্থান। শত্রু দ্বারা নগর অবরোধ হলে ঐ দুর্গ অবলীলাক্রমে তা সহ্য কোরে থাকতে পারে। স্থূল পাথর কেটে চৌবাচ্চা আর পুষ্করিণী খনন কোরে রাখা হোয়েছে, কোন কালেই জলকষ্ট হবার সম্ভাবনা নাই। চাল্ ডাল তেল প্রভৃতি নানা দ্রব্যে গোলা-ভাণ্ডার আর গুদাম পরিপূর্ণ থাকে, সেই অহঙ্কারে আজমীরবাসীরা প্রতিবাসী রাজারাজড়াদের প্রতি অতি দাম্ভিক আর অতি প্রগল্‌ভ ব্যবহার দেখিয়ে থাকে। আজমীরে পৌঁছেই পীর সেক কাজা মাউদ্দীনের পবিত্র কবর দর্শন কোল্লেম, তাঁর অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া সকল তাবৎ হিন্দুস্থানে জাজ্বল্যমান রয়েছে। দেখলেম, নানা দিক্ দেশ হোতে সমাগত সহস্র সহস্র লোক সেই গোর-মন্দির বেষ্টন কোরে আছে, সেই পবিত্র পুণ্য মন্দিরের একটু ইটের গুঁড়ো কি এক টুক্‌রো পাথর পাবার জন্যে লোক লালায়িত হোয়ে বেড়াচ্চে, তারা সেই ছুটি ইটের গুঁড়ো অথবা এক টুক্‌রো পাথর পেলে যত্ন কোরে ঘরে লয়ে যাবে। সেই একটু অমূল্য প্রসাদকণিকা পাবার নিমিত্ত তত লোক এতদূর পর্য্যটন কোরে এসেছে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই ঐ গোরস্থানের শ্রদ্ধা গৌরব কোরে থাকে, গোরের একটু গুঁড়ো পাবার নিমিত্ত সকলকেই সন্ধান-লালায়িত হোতে দেখা যায়। আমরা

এক রাত্রি আজমীরে বাস কোল্লেম। পরদিন প্রাতে বন্ধুকে দেখ্‌তে না পেয়ে, তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করাতে শুন্‌লেম, তিনি নিশীথ রাত্রে একাকী উঠে চোলে গেছেন। তাঁর না বোলে হঠাৎ প্রস্থান কর্‌বার কারণ স্থির কোরে উঠতে পাল্লেম না। ভারি উৎকণ্ঠিত হোলেম, ভাবছি এখন যাই কোথায়? মনের মধ্যে কত প্রকারই ভাবের উদয় হোচ্চে, এমন সময় একটি নূতন ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে সেই হিন্দু এসে সুমুখে উপস্থিত।

আমি বোল্লেম "এখন কোথা থেকে এলে? কোথায় গেছিলে? (ঘোড়ার দিকে দেখিয়ে) এ আবার কি ভাব?" হিন্দু বোল্লেন, "বা! কেন বল দেখি? একটি মিত্রের বাড়ীতে রাত কাটিয়ে এলেম, তিনি আমার ঘোড়াটি দেখে ভারি পসন্দ কোল্লেন, তাই তাঁর হাত এড়াতে পাল্লেম না "দেবো না," একথা মুখ দিয়ে বোল্‌তে পাল্লেম না, তিনি তার পরিবর্ত্তে এই ঘোড়াটি দিয়েছেন। আর ত বিলম্ব নাই? তবে চলো, সময় অমূল্য, মিছে মিছে নষ্ট কোত্তে নাই।"

শেষ কথাটা শুনে মনে একটু খটকা হলো, ভাবলেম এ ব্যক্তি ত সময়ের গৌরব কখনই করে না, সে বিষয়ে সে বরাবরি অনবধান, তাই কথাটা বড় ঘোর ঘোর, পেঁচাও পেঁচাও বোধ হোতে লাগল, বিশেষত তারে দেখে অনুমান হলো, সে অনেক দূর থেকে চোলে আস্‌ছে, ক্লান্ত হয়ে পোড়েছে, অশ্বটিকেও দেখে জ্ঞান হলো, আস্তাবল থেকে তাজা টাটকা বেরিয়ে আস্‌ছে না, জানোয়ারটি যে অনেক পথ চোলে এসেছে, সে ভাবটি তার চেহারা দেখে এত স্পষ্ট লক্ষিত হোতে লাগল যে, আমি সে কথার উল্লেখ না কোরে থাক্‌তে পাল্লেম না, তাই চোক্ কোণ বুজে মরি মরি কোরে বোল্লেম "ঘোড়াটি দেখে স্পষ্ট বোধ হোচ্ছে, সে অনেক দূর থেকে চোলে আস্‌ছে।"

হিন্দু বোল্লেন, "আপনি যথার্থ কথাই বোলেছেন, আমার বন্ধুর ভাই কিন্তু কেবল এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ঘোড়াটিকে বাড়ীতে এনেছিলেন, তিনি আমায় বারবার কোরে বোল্লেন, বড় দূর নয়, নিকটেই ছিলেন, এখন সেইখান থেকে আস্‌ছেন। তিনি যখন তত কিরে দিব্যি কোরে বলেছেন, তখন একে আমি নৌসেরাবাদ পর্য্যন্ত সচ্ছন্দে লয়ে যেতে পারি, তাতে আমার মনে কোন সংশয় হবে না।"

আমরা পুনর্ব্বার রাস্তায় উঠতে না উঠতে আমার সহচর হাস্য পরিহাসের সরস গল্প আরম্ভ কোরে আমাদের মনোরঞ্জন কোত্তে লাগলেন। তখনি তখনি কিন্তু এক দল গ্রামজারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে আমাদের সে কৌতুক পরিহাসের ভারি ব্যাঘাৎ জন্মালে। ইস্পারাবাদের চারিদিকে বিস্তর মাহীর বাস করে, তারাই ঐ গ্রামজারীদের উপর চড়াও হয়ে যথা সর্ব্বস্ব লুটে লয়ে গেছে, ঐ গ্রামজারীরা এক্ষণে আজমীরে চোলেছে, সেখানে পৌঁছে উচ্চৈঃস্বরে রোদন কোরে আপনাদের নিদ্দয় দুঃখের বৃত্তান্ত অবগত করাবে, আর যদি পেরে উঠে, প্রতিকারের চেষ্টা দেখবে। আমার সহচর বন্ধু তাদের দেখে বোল্লেন, "তোমরা যোদপুরে চোলে যাও, নসীরাবাদের রাজা তথাকার দুর্গে বাস কোচ্ছেন, তাঁর দ্বারাই তোমাদের উপকার হবার সম্ভাব। তাঁর পরামর্শ মতন চোল্‌তে তাদের অভিপ্রায় ছিল কি না, সে কথা তাদের মুখে শুন্‌তে পেলেম না, তাদের যা ভাল বিবেচনা হয়, তাই কোরবে, এই ভেবে আমরা তাদের ফেলে রেখে বেরিয়ে পোড়লেম। চোল্‌তে চোল্‌তে একটি স্থানে এসে পৌঁছিলেম, স্থানটির নাম দেবল। সেখানে একটি জরাজীর্ণ ভগ্ন দুর্গ আছে, আমার সহচর বন্ধু বোল্লেন, সে দুর্গে কেউ বাস করে না, অমনি শূন্য পোড়ে আছে। একটু পরেই কিন্তু জান্‌তে পাল্লেম, সে কথা মিথ্যা, সেখানে যে কেউ বাস করে না, সেটি তাঁর ভ্রম বোলেই বোল্লেন, বাস্তবিক তাঁর ভ্রম নয়। মাহীরেরা পোড়ে তখনি আমাদের ঘেরে ফেল্লে, শেষে বন্দী কোরে বেঁধে লয়ে গেল। আমার সহপথিক বন্ধু সেই হিন্দু তখন আমাদের দিকে চেয়ে কটমট কোরে

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল, তার সেই মুখ-শিটকন দেখে কিরূপ লোক্‌কে বিশ্বাস কোরে পথের সঙ্গী কোরেছিলেম, সে যে আমাদের ভুলিয়ে সংহার-জালে আবদ্ধ কর্‌বার নিমিত্ত ফাঁদ হয়ে এসেছিল, এক্ষণে তা বুঝ্‌তে পাল্লেম। তার সুস্নিগ্ধ কোমল রসনার মাধুরীরসে আর তার প্রাঞ্জল পরিহাস-আলাপে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছিলেম। লুচার আর সলিমান নিষ্কৃতি পাবার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে অনুনয়-বিনয় কত্তে লাগল, আমি কিন্তু নীরব হয়ে ছিলেম। অবশেষে ঐ দেবল কেল্লার মধ্যে অন্ধকূপের ন্যায় একটা অন্ধকার ঘরে বন্দী হয়ে রইলেম। ব্রীনজারীগণ অতিশয় উপকারী, ভারতবর্ষে তাদের বাস। তাহারা না থাকিলে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সৈন্যেরা আহার অভাবে মারা পড়িত। তাহারা চাল, ছোলা, গম ইত্যাদি শস্যের কারবার করে, সর্ব্ববাদিসম্মতি আছে যে, যেখানে সেখানে তাহারা যাতায়াত করিতে পারিবে, কেউ তাহাদের উপর উৎপাৎ উপদ্রব করিতে পারিবেন না।

একটি খিলান-করা ঘর, তার মধ্যে আগুন রয়েছে, ঐ আগুনের উপর একটি প্রকাণ্ড তামার ডেক চড়ান আছে, ঐ ডেকে কি সিদ্ধ হোচ্ছিল, আর ঐ আগুন থেকে এক একবার একটা শিখা হয়ে জলে উঠছিল, শিখাটি মেটে মেটে নীলবর্ণ, ঐ শিখার আলোয় কামরাটির দীর্ঘ প্রস্থ বুঝে নিতে পাল্লেম। ডেকের চারিদিক্‌ ঘেরে ২০।২২ জন মাহীর বোসে আছে, তারা যে সেখানে বোসে কি কোচ্ছিল, আমি তা বুঝে উঠতে পারিনি, ভাবছি যে, তারা সেখানে বোসে কি কোচ্ছে, এর মধ্যে এক-জন মাহীর এক তাড়া তীর বগলে কোরে সেই ডেকের মধ্যে ডুবিয়ে ধোত্তে লাগল, তখন বুঝলেম, তারা কালরূপ সাংঘাতিক অভি-প্রায়ের নিমিত্ত বিষ প্রস্তত কোচ্ছে। সেই তীরগুলি যখন বিষের মধ্যে চুবিয়ে চারিদিকে ঘুরুতে ফিরুতে লাগল, সেই সময় দলশুদ্ধ লোকের হৃদয় ভেদ কোরে আনন্দের চীৎকার উথলে উঠল। এদিকে আবার সেই নীল-বর্ণের অগ্নিশিখা কালযবনের ন্যায় ভীষণ চণ্ডাল-মূর্ত্তিগুলি আমার চোকের উপর ধোরে দিতে লাগল, তেমন ভয়ানক দুর্দ্দান্ত মূর্ত্তি আমি জন্মেও কখনও চক্ষে দর্শন করিনি।

আমার সম্মুখস্থিত ঐ সকল মূর্ত্তিগুলিকে আমায় অধিকক্ষণ দেখতে দিলে না, কতক-গুলো নিষ্ঠুর চোয়াড় আমায় টেনে হিঁচড়িয়ে পাশের একটা গর্ত্তের মতন কামরাতে নিয়ে ফেল্লে, সলিমান আর লুচার কারাবাসেও আমার সঙ্গ-ছাড়া হতে পারেনি। সেই হিন্দু সহচর যদি আমাদের কলে কৌশলে ভুলিয়ে আন্‌বার নিমিত্ত নিযুক্ত হয়ে থাকে, তবে সে ব্যক্তি যে ভালরূপই চাতুরী দেখিয়েছে, তার সন্দেহ নাই, কেন না, সে যে বিশ্বাস অপহরণ কোরবে, সে সংশয় আমার আদৌ হয়নি, তবে ঘোড়া বদল করাতে আমার মনে কিছু সন্দেহ হয়েছিল বটে, সে কথা মিথ্যা নয়। রাত্রে রাত্রে উঠে কেল্লাতে গিয়ে আমার আগমনের সংবাদ করে, সেই সময় সাবেক ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে একটা নূতন ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে আসে, তার বন্ধু আর তার বন্ধুর ভাই ঐ ঘোড়া তাকে দিয়েছে, এই মিথ্যা কথা বোলে আমায় বুঝিয়ে দেয়। লুচার বোল্লে, "হিন্দুদের কখন বিশ্বাস কোত্তে নাই। এদের অভিপ্রায় কি? আমাদের কয়েদ রেখে তাদের লাভ কি? যদি লুঠে পুঠে লওয়াই তাদের মানস হয়, তবে তাই কোরে আমাদের ছেড়ে দিক না।"

সলিমান বোল্লে, "তুমি নি য় জেনো, এরা কোন বড় লোকের অনুচর।

আমি বোল্লেম, "আমার তা বিবেচনা হয় না, সময়ে সব প্রকাশ হোয়ে পোড়্‌বে।" শেষে সেই সময়ই প্রকাশ কোরে দিলে সত্য। কেন না, তার পরেই আমাদের ধোরে লয়ে নজফালী খাঁর সুমুখে হাজির কোরে দিলে, সে আমায় বন্দী দেখে আহ্লাদে মুচকে মুচকে হাস্‌তে লাগল।

নজফালী বোল্লেন, "পাশা উল্‌টে গেছে, এক্ষণে তুমি আমার বন্দী। তোরে ঐ বন্দীর অবস্থায় কেমন কোরে রাখি, দেখতে পাবি। তুই বড় দুর্ব্বোধ গোঁয়ার, তোর এত বড়

সাহস যে, আমায় ধোত্তে আসিস্, এ কর্ম্ম স্বীকার করা তোর উচিত ছিল না, তোর উচিত ছিল, যাতে স্বীকার কোত্তে না হয়, তার চেষ্টা করা।”

আমি বোল্লেম, “আমায় আটক কোরে রাখা হয়েছে কেন? তুমি কি আমায় প্রাণে মেরে ফেল্‌তে চাও?”

নজফালী বোল্লেন, “না, আমি যাকে মনে করেছি, তুমি যদি সেই ব্যক্তিই হও, তবে না। আমার সে আংটী কোথায়? সেই কথা আগে বলো।”

ঐ কথা শুনে আমি ত স্তব্ধ হোয়ে গেলেম, মনে কোল্লেম, “কি আশ্চর্য্য, সেটি যে আমি পেয়েছি, এ খবর তিনি কি কোরে জান্‌তে পাল্লেন।”

নজফালী বোল্লেন, “তুমি অবাক্ হোয়ে গেছো, আমি সে সন্ধান কি কোরে জান্‌লেম, তাই মনে কোরে তোমার আশ্চর্য্য বোধ হোচ্ছে, তুমি যে অমীরের রাজাকে সে আংটী দেখিয়েছিলে, সে কথা ভুলে গেছো বোধ হয়, আমি যে তাঁর বাড়ীতে বন্দী হোয়ে ছিলেম, তা কি মনে নাই? সেইখানে আমি আংটীর কথা শুনতে পাই। আংটী এখন বার কোরে দাও।” আমি তাই কোল্লেম, আংটীটি তাঁকে হাত থেকে খুলে দিলেম। সেই সময় আমার নিজের আংটীর উপর তাঁর নজর পোড়লো, সে আংটীটি অনেক দিনাবধি আমার হাতে আছে।

নজফালী আমার সেই আংটীটি দেখে “ওঃ! এর যুড়ী আংটী যে, এ আংটী তুমি কোথায় পেলে? আর কি কোরেই বা তোমার কাছে গেল?”

আমি সব কথা তাঁকে ভেঙে বোল্লেম, নজফালী শুনে খানিকক্ষণ কি বিড়বিড় কোত্তে লাগলেন, শেষে বোল্লেন, “তা হোতে পারে, তাই বটে, যুবা! তোমার জীবনে কোন ভয় নাই সত্য, কিন্তু জীবনাবধি কয়েদ অবস্থায় থাকতে হবে।”

আমি বোল্লেম, “আমায় আমার পাষাণ অদৃষ্টের অধীন হোয়ে চোল্‌তেই হবে, তার আর উপায় কি? একটি কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে বাসনা করি, আমার কুলগোত্র আপনি কিছু অবগত আছেন কি না, বল্‌তে পারেন?”

তিনি বোল্লেন, “তোমার কুল-গোত্র? কেন, সাতুল্লাখাঁ কি তোমার পিতা নয়? তা কি জান না? আমাকেও তুমি সেই পরিচয় দিয়েছো।” আমি বোল্লেম, “হাঁ, তা সত্য বটে, সে কথা এই যে, তিনি যখন কয়েদ থাকেন, সেই সময় আমায় বোলেছেন, তিনি আমার পিতা নন, ঐ কথা ভিন্ন তাঁহার মুখে আর কোন কথা শুনতে পেলাম না, এক্ষণে আপনার মুখে বাকী কথাগুলি শুনতে বাসনা করি।”

“এ মুখ থেকে বাকী কথা কখনই শুন্‌তে পাবে না, আর তা শুনেই বা তোমার ফল কি? এই কেল্লার অন্ধকূপই তোমার বাস হলো, এইখানেই তোমায় খসে গলে মোত্তে হবে।” নজফালী এই উত্তর দিলেন।

আমি বোল্লেম, “কেন, আমি কি কোরেছি?”

“সাদক! তুমি ঐ কথা বোল্‌ছো? প্রথমত তুমিই না দুঃসাহস কোরে জেলখানকে নিষ্কৃতি দাও? দ্বিতীয় তুমিই না আমার কন্যাকে ভুলিয়ে কুপথগামিনী করো? আর তুমি না অনুসন্ধান কোরে দেশময় আমায় তাড়াতাড়ি কোরে নিয়ে বেড়িয়েছো? তুমিই না আমার মস্তক-শূন্য ধড় দেখিয়ে তোমার মুনিব আমীর জেমলাকে সন্তুষ্ট কোত্তে চেয়েছিলে? আমায় গেরেপ্তার কর্‌বার নিমিত্ত সেই না তোমায় বকসিস দিতে চেয়েছিল? তাই বুঝি জিজ্ঞাসা কচ্ছো, আমি তোমার কি কোরেছি? আর কেন আমি তোমায় কয়েদ কোরে রাখতে চাই? দোহাই আল্লার! তোমার এই দুরন্ত দুর্জ্জনতার নিমিত্ত আমি তোমার মাথা জরিপানা কোত্তেম, তবে কি করি, তুমি যখন অবগণ্ড শিশু, সেই সময় শপথ কোরে একটা প্রতিজ্ঞা কোরেছি, তাই তুমি বেঁচে গেলে।”

ঐ সকল আরোপিত অপরাধ খণ্ডন কর্‌বার নিমিত্ত আমি যেমন বোলছি, “ধর্ম্মাবতার!”

নজফালী অমনি চুপ চুপ বোলে চীৎকার কোরে উঠে বোল্লেন, "আমি তোমার ঢোক গেলা চি চি করা চিবিনে চিবিনে প্রত্যুত্তর শুনতে চাই না, তুমি দুষ্কর্ম্ম কোরেছ; তার প্রতিফল তোমাকে অবশ্যই ভোগ কোত্তে হবে, আর ঐ ক্ষুদ্রাকা বাচ্ছা, যে তোমার সঙ্গে আছে, কালসর্পের ন্যায় খল ঐ পরামাণিক-পুত্র আজ রাত্রেই নিকেশ হবে, তা যদি না হয় তবে আমার এখানে বসাই মিথ্যা।"

আমি বোল্লেম, "ওটা দারুণ নির্ব্বোধ, অতি গোবেচেরা, ওকে অনুগ্রহ কোরে ছেড়ে দিন, প্রাণে মারবেন না।"

নজফালী ঠাট্টার স্বরে বোল্লেন, "তাকে ছেড়ে দাও! যে আরঙ্গজেবের আর তাঁর এক হাট সভাসদবর্গের সুমখে আমার কন্যার দুর্নাম কোত্তে পেরেছে, তাকে ছেড়ে দাও! যে আমার মুখখানা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, তাকে আবার ছেড়ে দেবো! সে আগুন এখন পর্য্যন্ত আমার মুখময় তিড়বিড় কোরে জলে উঠছে। দোহাই আল্লার! তা কখনই হবে না, তাকে এই রাত্রেই যমালয় যেতে হবে।"

আর কোন কথা বোলতে আমার সাহস হলো না, কিন্তু আমার পিতা মাতা কে? কোন্ বংশে আমার জন্ম, সে কথা অবগত হবার জন্যে আর একবার বেয়ে চেয়ে দেখলেম, নজফালী বোল্লেন, "একবার তোমায় বলেছি, আমার মুখ দিয়ে সে কথা কখনই শুনতে পাবে না, তবে তুমি আমার শত্রু না হোয়ে যদি মিত্র হোতে,তখন কোনো লোকের সন্ধান বোলে দিতেম, সে ব্যক্তি তোমার আংটী নিরীক্ষণ কোরে তোমার প্রার্থনা সম্পন্ন কোত্তে পাত্তো। এক্ষণে তুমি সে পথ হারিয়েছো, জানবার উপায় তুমি আপনিই নষ্ট করেছো, আমি কিন্তু তোমার স্বাধীনতা অপহৃত কোল্লেম! যা! আমার সুমুখ থেকে দূর হ! তুই সেই অন্ধকূপে যা!" কালযবন এই কথা বোলে চেঁচিয়ে উঠল, "তোমরা দেখো, যেন কারাগারে কোন প্রকার আদর সমাদর না পায়, কড়াকড় চৌকী দিয়ে রেখো, যে বেটার নাম নুচার, তার বিষয় তোমাদের হুকুম দিয়ে চুকেছি।" এই বোলে হাতছানি দিয়ে ইশারা কোল্লে, অনুগত মাহীরেরা নজফালী যাদের উপর সরদার হোয়েছেন, তারা এসে আমায় টেনে হিঁচড়িয়ে লয়ে যাবার উদ্‌যোগ কোল্লে, তখন আমি চেঁচিয়ে বোল্লেম, "যদি হতভাগ্য নুচারের উপর দয়া নাই হয়, আমার চাকর সলিমানের প্রতি কৃপা করুন, তার ত কোনো দোষ নাই, সে নিরপরাধী।"

নজফালী বোল্লেন, "কোনো প্রয়োজন আছে, তাই তারে এইখানেই চাই, তার প্রাণের কোনো শঙ্কা নাই, সে ভয় কোরো না, এখন চোলে যাও।"

একটা সরু গলি-পথ দিয়ে চোলে গিয়ে কতকগুলি ধাপ পেলেম, সেই ধাপ বেয়ে আমায় নাব্‌তে বোল্লে, নেবেই একটা ভয়ঙ্কর নির্জ্জন জলাপথ দিয়ে চোলেছি, সেখানে অত্যন্ত শীত হয়ে কম্প হোতে লাগল, আমায় যখন "এই তোর গারদ" বোলে একটি অন্ধকার কারাগারে প্রবেশ হোতে বোল্লে, আমি শুনে একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেম, আর যখন সেই ক্ষুদ্র অন্ধকূপের মধ্যে আমায় একলা ফেলে রেখে গেল, আমি তখন নৈরাশ্যে নিরুৎসাহ হয়ে সেই সেঁতা মেজের উপর হাত-পা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পোড়লেম, আর বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "হাঁ, আমি দীন দুঃখী হতভাগ্য সাদক! যে জীবন সব প্রথমে কমলার তত কৃপাপ্রসাদ লাভ কোরেছিল, তার পরিণামে কি এই হলো, আমার সংসার সুখের, আমার পার্থিব বাসনার কি এই চরম ফল! কে আমার মাতা, কে আমার পিতা, কোন্ বংশে আমার জন্ম, সে সকল কুল-পরিচয় অজ্ঞাত হয়ে শেষে কি এই অন্ধকূপে চিরবাস কোত্তে হলো! বিধাতা কি অদৃষ্টে ইহাই লিখেছিলেন? আমি মনঃক্ষোভে মনস্তাপে অভিভূত ছিলেম, দরজা এখন খুলেছে, তার শব্দ শুনতে পাইনি, সুমুখে একটা মূর্ত্তি হঠাৎ

দেখতে পেয়ে চমকে উঠ্‌লেম, শুয়েছিলেম, উঠে বোস্‌লেম, দেখি না একজন মাহীর যৎ-সামান্ত গোচের আহার লয়ে এসেছে, একটা মেটে পাত্রে কোরে এক পাত্র জলও এনেছে। কোন কথা বার্ত্তা না কোরে সে সেইগুলি রেখে চোলে গেল। শোক-দুঃখের মধ্যেও ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে শান্ত কোত্তে হয়। আমি রুটিখানি তিন কামড়ে খেয়ে ফেলে নির্ম্মল পাবনীকে এক নিশ্বাসে বেবাকটুক পান কোল্লেম। আমায় যে বিষ দেবে, সে সন্দেহ হলো না, কেন না, প্রাণদণ্ড করাই যদি নজ্জাফালীর অভিপ্রায় হতো, তবে তখনি এক-চোটে নিকেশ কোরে দিয়ে এ যন্ত্রণা থেকে আমায় মুক্ত কোত্তো। আমি নুচারের বিষয় চিন্তা কোত্তে লাগলেম, তার আর কোনো আশাই নাই, মনে কোল্লেম, অনেক-ক্ষণ তার দফা নিকেশ হয়েছে, সে আর এতক্ষণ বেঁচে নাই। রে পাষাণহৃদয় নজ্জফালী খাঁ! তার মৃত্যুর জন্তে তোরে এক দিন জবাব কোত্তে হবে, শুধু তার জন্তেও নয়, তুমি আরও অনেক রুধির-প্লাবিত ঘোর দুষ্কর্ম্ম কোরেছো, সে সকল মহাপাপের নিমিত্তেও তোমাকে জবাব-দিহিতে পোড়তে হবে। আশা ত কিছু ছিলই না, তথাচ যদি কোন পথ দিয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোত্তে পারি, সেই আশ্বাসে অন্ধকূপটি তন্ন তন্ন কোরে নিরীক্ষণ কোত্তে লাগলেম, কি দুর্ভাগ্য! দেখলেম, সকলি প্রস্তর, স্থূল দৃঢ় গাথনির প্রস্তর, দরজাটি বার দিক্ দিয়ে চাবি-আঁটা। নিতাই মহাকষ্টে মহা দুঃখে জীবন-সূত্র টেনে লয়ে চলেছি, আর যে কখন বাইরে গিয়ে বিমল বায়ুর আঘ্রাণে শরীর প্রফুল্লিত কর্‌বো, সে আশা অন্তরের মধ্যে দিন দিন নির্ব্বাণ হোচ্ছিল। ইতিমধ্যে সাত দিনের দিন সন্ধ্যার সময় জেলের দারোগা যখন আমায় আহার এনে দেয়, দেখি না, সে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এসেছে, সে যখন দরজা খুলে ভিতরে এলো, সেই সময় ছাতের উপর অত্যন্ত গোলমাল হোচ্ছিল, কারা যেন দৌড়াদৌড়ি কোরে চারি দিকে ছুটে বেড়াচ্ছিল, আর উপরোপরি বন্দুকের আওয়াজও শুনতে পেলেম। জেল-দারোগা সেই বন্দুকের শব্দ শুনে আমার হেপাজাতের বিষয় ভুলে গিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ল, দরজায় চাবি দিতেও বিস্মৃত হলো, সে এত মাতোয়ারা হয়ে এসেছিল যে, ওরূপ আচম্‌কা একটা দৈবঘটনা হয়ে যদি তাকে তাড়াতাড়ি কোরেও না যেতে হতো, তথাচ সে যে দরজায় চাবি দিতে পাত্তো, তা বোধ হয় না, সে বিষয় আমার বড় সন্দেহ, তার হাত তখন তত বশে ছিল না। আমি ত সাহস কোরে গলি পথে বেরিয়ে পোড়্‌লেম, বেরিয়ে এসেছি, এর মধ্যে সলিমানের গলার আওয়াজ শুন্‌তে পেলেম।

"সাদক! সাদক! আমার মুনিব সাদক! কোথায় তুমি?" সেই চির-বিশ্বাসী ভৃত্যটি এই বোলে ডাক্‌তে ছিল, আমি চীৎকার কোরে বোল্লেম, "এই যে আমি এখানে, কি খবর, সলিমান! কেন এত সোরসার হয়ে ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল হোচ্ছে?" সলিমান বোল্লে, "চুপ চুপ, আস্তে কথা কও, আমাদের এই পালাবার সময়। মাহীরেরা কতকগুল শুঁড়ির মদ লুঠে এনেছে, সকলেই ঘোর মাতাল হয়ে পোড়েছে, ভীল আর রাজপুতেদের সঙ্গে মহা ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে, তারাও তাদের একটি দল। নজ্জফালী খাঁ তাদের ঐ গোলমাল থামাবার চেষ্টা কোচ্ছেন, তিনি যদি সমুদ্রের তরঙ্গ নিবারণ কোত্তে পারেন, তবে তাদেরও শান্ত কোত্তে পারবেন। ঝক্‌ড়ার বুনিয়াদ এই যে, অর্দ্ধেক লোকের ইচ্ছা যে, সওদাগরদের উপর চড়াও হয়ে তাদের খুন কোরে আসে, তা হোলে তারা আর যোধপুরে গিয়ে তাদের নামে অভিযোগ কোত্তে পারবে না, বাকী অর্দ্ধেকের ইচ্ছা না যে, তারা অনর্থক রুধিরপাত করে। ঐ শুন, কালযবনেরা সদর-দরজা পর্য্যন্ত ঝুঁকেছে, সেই দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়চ্ছে। অর্দ্ধ-উলঙ্গ হও, চাপকান ফেলে দাও; ঐ বদমাসদের মতন চেহারা কোরে বেরিয়ে পড়, অন্ধকার রাত্রি, কেউ টের পাবে না, সচ্ছন্দে সোরে

পোড়তে পারবো।" সলিমানের পরামর্শমত উদ্যত হোলেম। যে ঘরে মদ খেয়ে সোরগোল কোচ্ছিল, সেখানে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না, সলিমান বোল্লে, আমাদের ঐ উৎসব ঘরের মধ্যে দিয়েই চোলে যেতে হবে, আমি স্থির কোল্লেম যে, তারা সেখান থেকে চোলে গেছে, ঘর খালি হোয়ে পোড়েছে, শেষে দেখলেম, সেটি আমার ভ্রম, সেই ঘরের ভিতর মাথা দিয়েই কি অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন কোল্লেম! কালযবনেরা মেজের উপর গড়া গড়া মোরে পোড়ে রয়েছে, অনেকে আবার গড়িয়ে গড়িয়ে একবার এদিকে একবার সেদিকে ছটফট কোরে বেড়াচ্ছিল, তাদের মধ্যে কেউ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, কেউ মদের নেসায় বিহ্বল হয়ে পোড়েছে। কিন্তু যে মূর্ত্তি দেখে আমার চক্ষু স্থির হয়ে রইল, সিটি নজকালী খাঁর! নজকালী দেওয়াল ঠেস্ দিয়ে আছে, একটি বিষাক্ত তীর তার কণ্ঠদেশ ভেদ কোরে বসেছে। কাঁচের মতন তার চক্ষু দুটির চিক্কণ আভা আমায় বোলে দিলে, তার অদৃষ্টে কি দুর্দ্দশা ঘটেছে,—সে শব হয়ে রয়েছে! সময়ও ছিল না, আর ইচ্ছাও ছিল না যে, এখানে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিয়ে দেখি, তাই সলিমানকে সঙ্গে কোরে সিংদরজায় উপস্থিত হোলেম, দরজাটি উদার মুক্ত ছিল, আমরা বেরিয়ে পোড়লেম, একটি প্রাণীও ছিল না যে, আমাদের নিবারণ করে। হায়! স্বাধীনতায়-কার না আনন্দ আছে? আমি যেমন পাহাড় পর্ব্বত গুহা গহ্বর লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যেতে লাগ্‌লেম, আমার সঙ্গে আমার হৃদয়েও লম্ফ দিয়ে নৃত্য কোরে কোরে উঠ্‌তে লাগল। সলিমান বয়সের অপ্রগালে আমার সঙ্গে চোলে উঠতে পাচ্ছিল না, তাই কেবল একবার একবার থমকিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন। একণে উদাসীনের মতন পরিব্রাজক হয়ে পোড়েছি, সঙ্গে না আছে ঘোড়া, না আছে অর্থ, মাহীরবা সে সবে আমাদের বঞ্চিত কোরেছে, দেশের পরিচয়ও অবগত নই, এখন যাই কোথায়, আর কিরূপেই বা যাই। মাহীরদের মতন দেখাবে বোলে সলিমানও আমার ন্যায় কোমর পর্য্যন্ত বিবস্ত্র হয়েছে, তাতে কোরে পালাবার বেশ সুবিধাই হলো। পরামর্শটি উত্তম হয়ে ছিল বটে, আর পূর্ব্বাহ্নে সাবধান হওয়াও যে ভাল হয়েছিল, তার সন্দেহ নাই, কিন্তু শেষে দেখলেম, গায়ের বস্ত্রগুলি ফেলে না দিয়ে যদি সঙ্গেই রেখে দিতেম, তাতে পালাবার ব্যাঘাত হতো না, তা হোলে বরং বস্ত্রগুলিও বেঁচে যেতো, অথচ আবার প্রস্থানও কত্তে পাত্তেম। সলিমান বোল্লে, একটা গ্রামে গিয়ে না পোড়লে পথ চলা ক্ষান্ত দেওয়া হবে না, আমরা উভয়েই কিন্তু এত ক্লান্ত হয়ে পোড়েছিলেম যে, পায়ের উপর ভর দিয়ে যে দাঁড়াই, সে ক্ষমতা ছিল না, আর রাত্রিও এমনি ঘোর অন্ধকার যে, কোলের মানুষ দেখা যাচ্ছিল না, তাই একটা অনুকূল বৃক্ষমণ্ডলীর তলায় রজনী প্রভাত পর্য্যন্ত বিশ্রাম কর্‌বার অভিপ্রায় কোল্লেম। নিদ্রা যাবার ত যো ছিল না, কেন না, একবার এদিকে শৃগাল কেউ ডাকতে লাগল, একবার সে দিকে বাঘের ডাক শোনা যেতে লাগল, আমরা ভয়ে জড়সড় হয়ে কাঁপতে লাগলেম। তদ্ভিন্ন একে ত গায়ে বস্ত্র নাই, তার উপর রাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়া নাকে মুখে এসে লাগতে লাগল, আমাদের দুর্গতি দুরবস্থার একশেষ হলো। অবশেষে অনেকক্ষণের পর উষাদেবীর শ্বেত বিভূতি-ছটা সেই দীর্ঘ কালনিশির অন্তক হলো। শীতে কাঁপতে কাঁপতে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাঁকর হোতে হোতে আমরা ত তখনি বেড়িয়ে পোড়লেম, অনেক কষ্টে একটি সহরে এসে উপস্থিত হোলেম, জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, সহরটির নাম দৌওলী, তার মধ্যস্থলে একটি ভগ্ন দুর্গ, সমুদয় লয়ে সহরটি অতি ক্ষুদ্র, আর অতিশয় কুৎসিত, কতকগুলি যৎসামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেটে ইমারত আছে, এই মাত্র শোভা। তখনও ভাল কোরে সূর্য্যোদয় হয় নি, সহরের সদর-রাস্তায় দুটি লোক ঝকড়া কোচ্ছিল, যা ইচ্ছা তাই বোলে পরস্পর গাল্ দিচ্ছিল, সেই ঝকার

আমাদের কর্ণে প্রবেশ কোল্লে। তাদের ঘেরে বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিল।

কারা ঝকড়া কোচ্চে, কেন ঝকড়া কোচ্চে, তাই জান্‌বার জন্যে আমরা একটু এগিয়ে গেলেম, বিশেষতঃ সেখানে নাকি অনেক লোক দাঁড়িয়েছিল, তাদের জিজ্ঞাসা কোরে যদি একটা বাসার সন্ধান পাই, সে অভিপ্রায় কোরেই যাওয়া হলো। সেখানে গিয়ে আমরা অবাক্ হয়ে গেলেম, আবার কিন্তু আহ্লাদও তেমনি হলো, দেখি না, সেই দুজন কলহকারীর মধ্যে একজন আমার চির-বিশ্বাসী নুচার পরামাণিক!! তারে ত আমরা মৃতের সামিলিঃ কোরেছিলেম, সে আমাকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে তার অবক্ত কুৎসগ্লানি গাওয়া বন্ধ কোরে, নিকটে এসে অল্প মাথা নুইয়ে সেলাম কোল্লে।

নুচার বোল্লে, "হুজুর! আপনাকে মুক্ত দেখে আপনার দাস কি সুখীই হয়েছে।"

আমি বোল্লেম, "নুচার! তোমায় জীবিত দেখে বড় সন্তুষ্টই হোলেম, এ ঝকড়া কেন, কার সঙ্গে তোমার মনান্তর হয়েছে?"

"ও! হুজুর!" ঐ কথা শুনে যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, হো হো শব্দে হাস্য কোত্তে লাগল, আমার কিন্তু তাতে আশ্চর্য্য বোধ হলো না, কেন না, 'হুজুর' হোয়ে যে গায়ের বস্ত্র নাই, সেটা তাদের কখন দেখা ছিল না, তদ্ভিন্ন ক্ষুধা তৃষ্ণা আর শীতে আমায় তখন যথার্থই হাড়হাবাতে লক্ষীছাড়ার মতন দেখাচ্ছিল, সেই ভিড় থেকে আমরা চোলে আসবার উদ্‌যোগ কোল্লেম, নুচারের প্রতিবাদীও অতি কুৎসিত অশ্লীল গালাগালি কোত্তে কোত্তে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আস্‌তে লাগল।

"তুই ত মুসলমান নইস, তুই কুত্তাকা বাচ্ছা, আমার পয়সাগুলি ফেলে দে, তোরও পয়সায় কি অধিকার আছে? আমি এখানকার কদিম নাপিত হোয়ে আমি পাব না? তুই পাবি? তোর তা পাবার কোন অধিকার নাই।" ঝকড়ার কারণ এখন আমি বুঝতে পাল্লেম। শেষে প্রকাশ যে, নুচারের আহার চল্‌বার উপায় ছিল না, তাই সে ক্ষুরভাঁড় লয়ে কতকগুলি রাহাগীর লোককে ক্ষেউরী করে। সহর-নাপিত একজন বিদেশীকে তার পুরাপার বৃত্তি অপহরণ কোত্তে দেখে তার হিংসা জন্মিল, তাই সে হন হন কোরে দৌড়ে এসে নুচারকে গলাধাক্কা দিয়ে দরজার বার কোরে, তার ক্ষুরভাঁড় টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, এক্ষণে তার উপরি রোজগারগুলি ফিরিয়ে দিতে বোল্‌ছে। নুচার আপনার ক্ষুরভাঁড়ের গৌরব রক্ষার নিমিত্ত ব্যাঘ্র-অবতার হোয়েছিল, তার অপমান হলো বোলে সহর-নাপিতের মাথায় একটা দয়ের হাড়ী ফেলে মারে, দৈবাৎ সে হাঁড়িতে আধ হাঁড়ি দই ছিল, সেই দই শুদ্ধ ফেলে মারাতে দাগুলী সহরের দলিনী নাপিতের তামাম গায় দইয়ে দই হলো, সে যেন সং সেজে দাঁড়িয়ে রইল, তাই তত লোক তাকে ঘেরে তামাসা দেখছিল। শেষে উভয়েই সুমুখোসুমুখী হোয়ে গালাগালির ছড়া কাটাচ্ছিল, এমন সময় আমরা গিয়ে পোড়লেম। আমি নুচারকে অনেক বুঝিয়ে পয়সাগুলি তাকে দিয়ে দিলেম। নুচার যে "গরিবনেওয়াজ, হুজুর, ধর্ম্মাবতার," এই সকল সম্মানের কথা বোলে আমায় সমাদর কোরেছিল, তাই শুনে সকলে আমায় ঘেরে দাঁড়িয়ে "গরিবনেওয়াজ, হুজুর ধর্ম্মাবতার," ইত্যাদি আমীর ওমরাওদের ন্যায় সম্বোধন কোরে আমায় বিদ্রুপ কোত্তে লাগল, আবার শির ঝুঁকিয়ে সেলাম কোরে উপহাসও কোত্তে লাগল, আমি তাতে ভারি বিরক্ত হয়ে গেলেম। একজন বৃদ্ধ মুসলমান তার দরজার সুমুকে দাঁড়িয়েছিল, তারে দেখে অনেক অনুনয় বিনয় কোরে বোল্লেম, "আপনি যদি দুই-চার ঘণ্টার নিমিত্তে একটু স্থান দেন, তা হোলে বড় উপকারই করেন, আমরা চরিতার্থ হবো।"

বৃদ্ধ বোল্লে, "বাবা, স্বচ্ছন্দে এসো, এ তোমারি স্থান, এখানে কোন ভাবনা নাই, কেউ কিছু বোল্‌বে না।" আমি সেই বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেম, নুচার আর সলিমান আমার পশ্চাতে পশ্চাতে চোলে এলো, দরজাটি বন্ধ

কোরে দেওয়া হলো, ভিড়ও ছড়িয়ে পোড়ল। যখন যেখানে যেরূপ অবস্থায় পোড়েছিলেম, আতিথেয়ের নিকট সে সকল বৃত্তান্ত বর্ণন কোল্লেম, কালযবন মাহীরদের হাত থেকে যেরূপে বেঁচে এসেছি, সে কথাও তাঁকে অবগত করালেম, সে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত কোরিয়ে শেষে বোল্লেম, "আমাদের সঙ্গে না আছে আহার না আছে অর্থ. এক্ষণে অন্ন-বস্ত্রের কাঙ্গালী হোয়ে পথে পথে ভেসে বেড়াচ্ছি।" তাঁরে যখন বোল্লেম, আমি আরঙ্গজেবের একজন সেনাধ্যক্ষ ছিলেম, বোধ হলো যেন, সে কথা তিনি বিশ্বাস কোল্লেন না, আমায় কিছু আনুকূল্য কোত্তে কোন রকমেই তাঁর প্রবৃত্তি হলো না। মোটা চেলের ভাত আর কতকগুলো মোটা মোটা রুটী আমাদের সুমুখে ধোরে দিয়ে বৃদ্ধ মুখে নল লাগিয়ে নিঃশব্দে তামাক টান্‌তে বোসে গেল। লুচার কিরূপ কোরে বেঁচে গেল, সেই কথা শোন্‌বার নিমিত্ত সলিমানও যেমন ব্যগ্র হলো, আমিও তেমনি আগ্রহ হোলেম। লুচার বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লে, "প্রথম দুরাত্রি জনপ্রাণীও আমায় গারদে যায় নাই, তৃতীয় দিবসে আমায় এসে বোলে গেল, আজ আমার মৃত্যু হবে, প্রস্তুত হোয়ে থাকো। চোয়াড়ের মতন একটি কাল-পাষণ্ড একখানা ছোরা লয়ে আমার মাথার উপর পেঁচ খেলাতে লাগল, আমি তখন মনে কোল্লেম, তবে এইবার মোলেম, আর রক্ষা নাই, নিকেশ কোরে দেয় আর কি! কিন্তু মনে মনে ভাবলেম, মেরে ত ফেলে, তবু একবার চেষ্টা পেয়ে দেখি, যদি বেঁচে যেতে পারি," এই ভেবে তার পায়ের উপর পোড়ে হাটু দুটো জড়িয়ে ধোল্লেম, বিস্তর স্তব-স্তুতি কোরে বোল্লেম, "তুমি আমার বাবা, আমায় মেরে ফেলো না, আমি যেতে নাপিত; অতি দুঃখী, অতি গো-বেচারা, আমায় মেরে ফেল্লে কোন লাভ হবে না।" আমার কথা সে কানেও ঠাঁই দিলে না, ছোরার খোঁচা মাত্তে পাল্লে তাদের মনে যে একটি আনন্দ জন্মে, তার বাসনা ছিল না যে. সে আনন্দে সে বঞ্চিত হয়, তা নাপিত হলেম ত কি বয়ে গেল। আমি সেই ভাব-গতিক দেখে তার পায়ের নীচে লুটিয়ে পোড়ে চীৎকার কোত্তে লাগলেম, "দোহাই তোমার! আমায় মেরো না, আমায় মেরো না! তাতেও সে কালযবনের পাষাণ-হৃদয় নরম হলো না দেখিলাম, শেষে ভাবলেম, দুই তিনখানা মোহর দিয়ে পূজা কোল্লে, হয় ত সে নিরস্ত হোতে পারে, ছোরাখানি কিন্তু তখন বুকের উপর উঁচিয়ে রেখেছে, বসিয়ে দেয় আর কি! আমার সঙ্গে মোহর ছিল লুকিয়ে রেখেছিলেম, সেই মোহর কখান তাকে দিতে চাইলেম, সে তাইতে রাজি হোয়ে আমায় ত প্রাণে মাল্লেইনা, বরং আরও কারাগারে থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিলে। সেটি আমার আশার অতিরিক্ত। আমি ত আহ্লাদে বিহ্বল হোতে হোতে মাহীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেম, ২০টির কম নয়, লম্বা লম্বা গলিপথ পার হোয়ে একটি দরজার সুমুখে এসে উপস্থিত হোলেম। আমার পথপ্রদর্শক যখন আমায় সেই দরজায় বার্ কোরে দিলে, তখন তাজা হাওয়া গায় লেগে মনপ্রাণ প্রফুল্লিত হলো, আর তখন নির্মুক্তির নিশ্বাস প্রশ্বাস লুচার পরামাণিককে দুই হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কোত্তে লাগল।

সে ব্যক্তি আমার কাছে মোহর কখান পেয়ে বোল্‌তে লাগল, "পালাও, পালাও! আমাদের দলের লোক যে দিকে আছে, সে দিক ভাঁড়িয়ে যেও, যে গ্রাম প্রথম দেখতে পাবে, সেইখানে যেও।" ধর্ম্ম-অবতার! আপনার আর সলিমানের জন্যে তারে অনেক বোল্লেম যে, এক লহমা অপেক্ষা করো একটা, কথা বোল্‌বো, সে বর্ব্বর ঐ কথা শুনে আমায় একটা ধাক্কা মেরে বার কোরে দিয়ে দরজা বন্ধ কোরে দিলে। ধর্ম্মাবতার! গলাধাক্কা খেয়ে এত আনন্দ, এত উল্লাস আমি জন্মেও কখন অনুভব করিনি। তখন আর না দৌড়ে একেবারে উড়ে চোল্লেম, আর মুখে শুদ্ধ এই কথা বোল্‌তে লাগলেম, "পরমেশ্বর এক ব্যক্তি আছেন, মহম্মদ তাঁর অবতার।" আমি একটি গ্রামে এসে উপস্থিত হোলেম, সেখানে

একখানা রুটীর জন্যে দরজার দরজায় লালায়িত হোয়ে বেড়ালেম, কিন্তু কেউই এক টুকরো রুটীর মায়া ছাড়তে পাল্লে না। আর একটি গ্রামে গেলেম, সেখানে একটি হিন্দু কতকগুলি উচ্ছিষ্ট আমায় ফেলে দিলে, আমরা যেমন কুকুরকে দি না, ঠিক সেই প্রকার আর কি। যা হোক, সেই প্রসাদের বলেই আমি এই পুণ্য পবিত্র সহরে আস্‌তে পেরেছি, মনে কোরেছিলেম, এখানে এসে ন্যায্য পরিশ্রম কোরে যা যৎকিঞ্চিৎ পাব, তাতেই জল আহার কোরে প্রাণ ধারণ কোর্‌বো, দিন তাঁতেই কেটে যাবে, তাই ভেবে কতকগুলি রাহাগিরের দাড়ি কামাতে বোস্‌লেম, তারও যে ফল, আপনি তা স্বচক্ষে দেখ্‌লেন।"

আমি বোল্লেম. "নুচার! তুমি যথার্থই কপালে পুরুষ, কিন্তু উত্তরকালে আর কখন চির-নিযুক্ত নাপিতের ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করো না।"

আমরা যেরূপে প্রাণ লয়ে প্রস্থান করেছিলেম, সলিমান সে কাহিনী নুচারকে অবগত করালে। পাষণ্ড নজকালী খাঁর দুর্দশার কথা শুনে পরামাণিক অতিশয় প্রফুল্লিত হলো। এক্ষণে খাঁ বাহাদুরের নামে নানা কুৎস কথা কইতে সুরু কোরে দিলে, পরামাণিকের প্রতিজ্ঞা ছিল, নজকালীর জীবদ্দশায় সে সকল গ্লানির রহস্য প্রকাশ কোরবে না। আমার কিন্তু সে সকল কথা শুন্‌তে প্রবৃত্তি হলো না, তখন আমি এত ক্লান্ত হয়ে পোড়েছি যে, ঘুমের আবেশে চোক ঢ়ুলে ঢ়ুলে পোড়্‌ছিল, সলিমানেরও দুই চক্ষু ঝিমিয়ে আস্‌ছিল, তাই আমরা তিনজনেই একটা শুধু মাদুরের উপর হাত-পা ছোড়িয়ে সটান হয়ে পোড়্‌লেম, বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত গভীর নিদ্রার সুধাময় বিরাম সম্ভোগ কোরে সবল সজীব হয়ে গাত্রোত্থান কোল্লেম। জাগ্রত হয়ে আবার সেই সকল দুর্ভাবনা, আবার সেই অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা মুখের কাছে কট্‌মট কোরে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। কিন্তু সে সকল দুর্ভাবনা অপেক্ষা আমার গুরুতর চিন্তা এই হলো যে, আমি কাল আরঙ্গজেবের সঙ্গ ছাড়া হয়েছি, তাঁর প্রসাদনায় আর যে বাহাল থাকতে পার্‌বো, সে আশা নাই। এক্ষণে আমার সঙ্গে ঘোড়া নাই, অর্থও নাই যে, একটা খরিদ কোরে নেবো, তত ক্রোশ পথ বিনা সম্বলে, বিনা আহারে পদব্রজে চোলে যাওয়াও দুঃসাধ্য। আতিথেয়র নিকট কিছু কর্জ্জ চাইলেম, তিনি বোল্লেন, তাঁর ত দেবার সমস্থান নাই, তবে জৈন মহাজনের কাছে লয়ে যেতে পারেন, সে ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ আনুকূল্য কোল্লেও কোত্তে পারে। মহাজন আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোরে দেখলে, দেখে বিবেচনা কোল্লে, এ ব্যক্তির গায়ের বস্ত্র পর্য্যন্ত নাই, তবে কি ভরসায় টাকা কর্জ্জ দেই, তাই সে গণা একটি পয়সারও ধুনার কোত্তে স্বীকার কোল্লে না. সে বোল্লে, "যদি কোন ভাটকে জামিন দিতে পারো, তবে দিতে পারি। মহাজন মনে মনে বুঝেছিল, আমি মুসলমান হয়ে ভাটের জামিনও দিতে পার্‌বো না, তাকেও টাকা দিতে হবে না। ভাটদের এই নিয়ম আছে, যার জামিন হবে, সেই কর্জ্জদার যদি ঋণের টাকা পরিশোধ না করে, তবে সেই ভাট জামিনদার নিজ হতে দেনা পরিশোধ কোরে তদণ্ডে সে আত্মহত্যা করে, অথবা পরিবারের মধ্যে কাউকে প্রাণে মেরে ফেলে, তারা মনে করে ঐ, রুধিরপাতরূপ মহাপাপ সেই অনাদায়ী কর্জ্জদারের মস্তকে পতিত হয়। কর্জ্জদার যদি হিন্দু হয়, তবে সে মনে করে, তার ইহকাল পরকাল গেল, সে আজন্মকাল সন্তাপিত হয়ে অনুতাপ করে। আমি মুসলমান, পৃথিবীর সমুদয় ভাট বা চারণ যদি আত্মহত্যা হয়ে মরে, তথাচ আমাদের দুঃখ হবার সম্ভাবনা নাই, পরলোকেরও ভয় হয় না, তাই ভাটেরা যে আমার জামিন হোয়ে জৈন মহাজনের নিকট টাকা কর্জ্জ দিয়ে দেবে, সে আশা আদৌ ছিল না।*

---

*ভাট এক প্রকার পবিত্র জাতি, রাজপুতনার সর্ব্বত্রে তাদের বাস, মহাদেব তাঁর

সলিমান আর নুচার অতিশয় ম্রিয়মাণ হলো, তারা জন্মিয়ে অবধি এরূপ দুঃখ কষ্টে কখন পতিত হয়নি। আমিও আর কখন এরূপ বিপদাপন্ন হইনি, আমার অপেক্ষা তাদের অতিরিক্ত দুঃখিত হবার কোন কারণ ছিল না। আমরা দীউলী সহর থেকে বেরিয়ে পোড়্‌লেম, কোথায় যাবো, তার স্থিরতা নাই। একজন পথিক বোল্লে, আমাদের নিমচে যাওয়াই উত্তম কল্প, সেখান থেকে গুজরাট, গুজরাট থেকে ডেকানে চোলে যাওয়া, স্বল্প সিধে পথে না গিয়ে সদর রাজ-পথ ধোরে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। দুদিন ক্রমিক পথ চোলে বোনেওা নামক স্থানে পৌছে একটি বটবৃক্ষ তলায় আশ্রয় নিলেম, সেটি আশ্রয় লওয়া নয়, অবসন্ন হোয়ে একেবারে বোসে পড়া, সেইখানে বোসে পথিকদের কাছে ভিক্ষা মাগ্‌তে লাগ্‌লেম। হা করুণাময় জগদীশ্বর! এ কি অদ্ভুত মনস্তাপ!! সাদক কি দীনই হোয়ে পোড়েছে!! কিছু দিন পূর্ব্বে তার সুমুখে কে না মস্তক অবনত কোরেছে? কে না শরণাগত হোয়েছে? অদৃষ্টের এরূপ উল্‌ট বিচার হোলে তা সহ্য করা ভার। আমরা সেই বনেরা সহরে প্রবেশ কোল্লেম। সহরটি প্রকাণ্ড, প্রাচীরে বেষ্টিত, কতকগুলি অতুচ্চ ছোট ছোট পর্ব্বতশ্রেণীর তলদেশে অবস্থিত, তার চতুষ্পার্শ্বে উদ্যান আর প্রান্তর। পর্ব্বতগুলি ঝামার ন্যায় কর্করে শক্ত, অতিশয় উঁচু-নীচু, এবং ঝোপ-ঝোড়ের মতন ঝাড়াল ঝাড়াল গাছ আর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। শৈল-শ্রেণীর একটি শৃঙ্গের উপর একটি প্রকাণ্ড র্গ শোভা কোচ্ছিল, ঐ দুর্গের মধ্যে রাজা অব-স্থান করেন। মনে কোল্লেম, ঐ রাজনবরের কাছে একবার আনুকূল্যের প্রার্থনা কোরে দেখি, তার পর তিনি সে কথা শুনুন বা নাই শুনুন, বিশেষতঃ তাঁর অধিকারে অপহৃত হোয়ে আমি সর্ব্বস্বান্ত হোয়েছি, তাই তিনি সাধ্যমত উপকার কোত্তে একপ্রকার বাধ্যও আছেন। তখন ভাব্‌লেম, যদি ভিক্ষা কোত্তেই হলো, তবে রাজা-রাজ্‌ড়াদের কাছেই যাওয়া ভাল। এইটি স্থির কোরে সেই কেল্লার দিকে ছুট্‌লেম। সিংহ দরজায় এসে অনেক অপমান সয়ে থাকৃতে হলো, অনেক ধমক-ধামক, অনেক তাড়া-হুড়ও খেতে হলো, তথাচ ভিতরে প্রবেশ কোত্তে পেলেম না। দুর্গেশ্বর কখন্ বাইরে আস্‌বেন, সেই প্রতীক্ষা কোরে সেইখানে বোসে রইলেম, যথাকালে দুর্গাধিপতিকে দর্শন কোরে সে ক্ষোভ নিবৃত্তি কোল্লেম।

দুর্গপতি সোয়ার হোয়ে আস্‌ছিলেন,

পবিত্র বৃষের প্রহরী কর্‌বার নিমিত্ত তাদের সৃজন করেন। কিন্তু কাপুরুষতার দোষে তারা সে পদটি হারায়। মহাদেবের বড় আদরের একটি সিংহও ছিল, ঐ দুইটিই প্রিয় পশু, এক ঘরেতেই রক্ষা করা হতো। ভাটের চীৎকার আর ভয় প্রদর্শন না শুনেও ঐ সিংহ প্রায় নিত্যই একটি কোরে বৃষ আহার কোত্তো, আর শিবকে নিত্যই একটি কোরে নূতন বৃষ সৃজন কোত্তে হতো, এইরূপ যতবার একটি কোরে বৃষ সিংহের প্রচণ্ডকাল-দৃষ্টিতে পতিত হতো, ততবার মহাদেবকে একটি কোরে নূতন বৃষ সৃজন কোরে পূরণ কোরে রেখে দিতে হতো। এইরূপ কোরে নিত্যই মহাদেব মনোদুঃখ পেতে লাগলেন, আর নিত্যই তাঁর কর্ম্ম বেড়ে যেতে লাগল, শেষে বিরক্ত হয়ে এক নূতন জাতির সৃষ্টি কোল্লেন, সে জাতির নাম "চারণ"। তারা ভাটেদের ন্যায় সুধার্ম্মিক আর মিষ্ট গায়ক, কিন্তু ভাট বা কবি জাতি অপেক্ষা অতিরিক্ত সাহসী, শিব তাদেরি অশ্বাগারের অধ্যক্ষ কোল্লেন। ভাট অর্থাৎ বন্দীগণেরা অদ্যাপি দেবতাগণের আর মহা প্রতবাশালী রাজ-পুরুষদিগের স্তবস্তুতি কোরে তাদের যশো-বন্দনা করে। রাজপুতনার দুর্দান্ত গর্ব্বিত মহামতিগণ আপনাদের বংশাবলীর গুণানু-কীর্ত্তনের অতিশয় গৌরব কোরে থাকেন। সেই সকল বন্দনা পাঠ করা ভাটেদের পৈতৃক বৃত্তি। রাজপুতানার মধ্যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ভাটেরা অধিক সমাদরণীয় এবং অধিক শ্রদ্ধাস্পদ।

"ধর্ম্মাবতার! আমার একটি প্রার্থনা আছে; আপনাকে তা শুনতে হবে," এই মিনতি কোরে, আমি তাঁর অশ্বের অগ্রে শুয়ে পোড়্‌লেম। ভূপালের তখন শোন্‌বার সময় নয়, তাই অনুমতি কোল্লেন, দেবমন্দির দর্শন কোরে ফিরে এসে আমার প্রার্থনা শুনবেন, সে পর্য্যন্ত আমাদের সেইখানেই বোস্‌তে বোল্লেন। ভাল, কথক আশা পাওয়া গেল বোল্‌তে হবে, প্রহরীরা এক্ষণে অনেক ভদ্র হলো, আমায় ডেকে নিয়ে তাদের ঘরের মধ্যে বসালে, আমি বোসে আছি, রাজার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখেছি, অন্তরের খেদ অন্তরেই বিলুপ্ত কোচ্চি। মহারাজ ফিরে এলেন, আমি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হোলেম। দরবার-ঘরে আমায় ডেকে পাঠালেন, আমার নাম আর দুরবস্থা অবগত কোরিয়ে বিস্তর স্তবস্তুতি কোরে বোল্লেম,তাঁর কৃপা ভিন্ন আমি আরঙ্গজেবের নিকট পৌঁছিতে পারিনে। রাজার মুখ দেখে বোধ হলো, তিনি আমার কথা অপ্রত্যয় কোল্লেন, আমি কিন্তু হাত যোড় কোরে বোল্লেম, "আমার দুজন অনুচর আছে, তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি যে আত্যাচারের কথাগুলি নিবেদন কোল্লেম, তারাও এসে যদি তাই না বলে, তবে আমার মাথা কেটে ফেল্‌বেন, আমি যদি দুঃসাহস কোরে, মহারাজকে প্রবঞ্চনা কোরে থাকি, তার প্রতিফল তবে হাতে হাতেই পেলেম।" ঐ কথা শুনে সন্তুষ্ট হোয়ে নৃপবর আমায় টাকা দিতে আজ্ঞা কোরে দিলেন, আমি ঐ টাকা ফিরিয়ে দেবার নিমিত্ত শপথপূর্ব্বক প্রতিশ্রুত হোলেম। রাজনবর একটা ঘোড়া আর একজোড়া বসন আমায় প্রদান কোল্লেন, আমি দুই হাত তুলে সেলাম কোত্তে কোত্তে সেখান থেকে বিদায় হোয়ে মলিমান আর লুচারকে আমার সৌভাগ্যের কথা অবগত করালেম। তারা শুনে মহা আহ্লাদিত হলো, তা ত হবারি কথা। দুটি টাটু খরিদ কোরে দুজন বিশ্বস্ত অনুচরকে দিলেম, আমি মহারাজ-প্রদত্ত অশ্বের উপর আরূঢ় হোয়ে ডেকানের সৈন্যদলের মধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট হবার জন্য উদ্যোগী হোলেম।

তৃতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত।

উজীর-পুত্র

চতুর্থ পর্ব্ব

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"ললাটের লেখা কে খণ্ডাতে পারে?"

উত্তরকালে কোন দুর্বিপাকে না পড়্তে হয়, তাই এক জন মজবুত দেখে সেথো সঙ্গে নিলেম, তার সঙ্গে এই চুক্তি হলো, সে আমায় নিমাচ্ পর্য্যন্ত পৌছিয়ে দিবে, নিমাচ থেকে দোসরা একজন সেথো নিযুক্ত কোর্‌বে, সে আমাদের গুজরাটের বরদা সহর পর্য্যন্ত পথ দেখিয়ে লয়ে যাবে।* যে সকল গ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের রাস্তা, সে গ্রামগুলি উদ্দাম জঙ্গলে সমাকুল, ঐ জঙ্গল কলেবর বিস্তীর্ণ কোরে আমিরগড পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে। বুনাস নামে একটি নদী পার হয়ে আমরা সেই আমিরগড়ে উপস্থিত হোলেম। নদীটি বর্ষাকালে দুরন্ত ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে, এক্ষণে কিন্তু কলেবর খর্ব্ব কোরে, একটি মিডমিড়ে ক্ষুদ্র সোঁতা হয়ে মড়ার ন্যায় পড়ে আছে। অন্য সহর যেরূপ, আমিরগড়ও সেই-রূপ। রাজ-অট্টালিকা আর দেবালয়গুলি একটি উচ্চ শৈলের উপর সুশোভিত। আমরা একদিন দিনরাত এই স্থানে অবস্থিতি কল্লেম, তাতে কোরে পথশ্রমও অনেক লাঘব হলো, আমরাও অনেক সুস্থ হোলেম। আমাদের পথপ্রদর্শককে কিন্তু আমাদের ন্যায় তত পথ চল্‌তে হয় নাই, তাই সে ব্যক্তি ভারি বিরক্ত হোতে লাগলো, সে বোল্লে, এ অকারণ বিলম্বের প্রয়োজন কি? সন্ধ্যার সময় সলিমান আমাদের ফেলে রেখে একলা সহর দেখতে বেরিয়েছিল। সে যখন ফিরে এলো, তার দুর্গতি দেখে আমার কান্না পেতে লাগ্‌ল। পিঠের দিকের চাপকান্‌টা ছিঁড়ে উড়ে গেছে, মাথায় পাগ্‌ড়ী নাই, কোথায় পড়ে গিয়েছে, তা বল্‌তে পারে না, মুখময় চোট লেগেছে, শরীরময় রক্তে রক্ত হয়েছে, এক পায়ে একপাটী জুতো রয়েছে, আর এক পাটী কোথায় পড়ে গিয়েছে, তার ঠিকানা নাই। রাগে ফুল্‌ছে, দুই চক্ষু রক্তবর্ণ। আমি আগে জান্‌তেম না, তার শরীরে তত রাগ ছিল। মুখে কথা নাই, কেবল এক একবার আপনা আপনি এই কথা বোল্‌ছিল, 'লক্ষ্মী-ছাড়ার দাঁতে বিষ, আজ সেই দাঁত ভেঙ্গে দিইছি।' তখন কোন কথাই জিজ্ঞাসা কোত্তে সাহস হলো না, অনেক ক্ষণের পর যখন একটু সাম্যমূর্ত্তি হলো, তখন তার মুখে তার দুর্দ্দশার কারণ শুনতে পেলেম।

সলিমান বোল্লে, "মশায়! যারে খায় কালসাপে, কি করে তার ওঝার বাপে! আমি তফাত থেকে দেখ্‌লেম, সেই নেমক-

* ইতর জাতির লোকেরাই সেথো হয়, হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রতি গ্রামেই তাহাদিগের বসবাস আছে। পথিকদিগকে পথপ্রদর্শন করান তাহাদিগের জাতীয় বৃত্তি। সোয়ার-পথিকদিগের সঙ্গে সঙ্গেই পদব্রজে চলিয়া যায়, গ্রামান্তরে পৌছাইয়া দিয়া সে ফিরিয়া আইসে, আবার দোসরা এক ব্যক্তি নিযুক্ত হয়। গুজরাটে সেথোদিগকে 'বুমিয়া' বলে।

হারাম বেটা দাঁড়িয়ে, আজ তার নেমকহারামির শিক্ষা দিয়েছি, আজ বেটা কাল-ও হেগে মোর্‌বে, যে কাঠায় মাপ, সেই কাঠায় শোধ দিয়েছি।"

আমি বোল্লেম, "কে? কার কথা বোল্‌ছিস?" "ধর্ম্মাবতার! সেই বিট্‌লে ঠগ্‌ বেটা, সেই বজ্জাত নেমকহারাম হিন্দু, যে আমাদের কুসলিয়ে মাহীরদের চক্রের মধ্যে লোয়ে যায়, যে মাহীরদের হাত থেকে আল্লা আমাদের রক্ষা কোরেছেন।" আমি বোল্লেম, "কে? যে আমাদের পথে উপাখ্যান শোনায়? সেই প্রফুল্লচিত্ত সুরসিক হিন্দু? সেই রহস্যপ্রিয় সুকৌতুকী সহপথিক?"

সলিমান্‌ বোল্লে, "হাঁ, সেই নেমকহারাম ধূর্ত্ত বেটা! আমি তাকে দেখ্‌তে পেয়েই চিন্‌তে পাল্লেম, সেও আমায় চিন্‌তে পেরেছিল। সে একটা ক্ষুদ্র গলীর মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘাঁতি মেরে ঘাঁতি মেরে বেড়াচ্ছিল। আমি বোল্লেম, 'তুই আজ আমার হাত থেকে বেঁচে যেতে পার্‌বি না, ঐ কথা বোলে আমি তার পেছনে পেছনে চোল্লেম, তলোয়ারখানা বার কোরে, তাতে তখন খাপ লাগান আছে, কোসে তার ঘাড়ে এক চোট বোসিয়ে দিলেম, সে তখন ফিরে দাঁড়ালো; আর এক চোট তার মুখ তেকে মাল্লেম, সেই চোটে কতকগুলি দাঁত ভেঙ্গে গিয়ে তার পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। বিট্‌লে বেটা সেই চোট খেয়ে 'গেলেম'রে, মোলেম রে, সাল্লে রে, মেরে ফেল্লে রে, বোলে চীৎকারের উপর চীৎকার কোরে লোক ডাক্‌তে লাগল, 'হাটের নেড়ে হজুক চায়,' তার ঐ চীৎকার শুনে অনেকে এসে পোড়লো, তারি ফল এই বাহা চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছেন। সকলে মিলে আমায় দুর দুর কোরে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, দিয়েছে দিয়েছেই, আমি তা তৃণ জ্ঞানও করি না, সে পাপিষ্ঠ বেটার দাঁতগুলি যখন পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিইছি, তাতেই বস্‌ আছে, বস্‌! আর কিছু কোর্ত্তে চাইনে। ধর্ম্মাবতার! সকলে জুটে হল্লা কোরে আমার কোল্লে কি! আমি তো বেটাকে আচ্ছা কোরে ঠকে দিইছি, কই, কেউ রক্ষা কোত্তে পাল্লে! এ কি হাত দিয়ে হাতি ঠেলা!"

আমি সলিমানের পাঠ থাবড়িয়ে বোল্লেম, "সাবাস্‌ সলিমান্‌! বাহবা, বাহবা! আচ্ছা জাঁহাবাজী কোরেছো, খুব বাহাদুরী দেখিয়েছো! তুমি একটা মস্ত তুম্‌তড়াকে লোক। এই দেলেগা দিয়ে শেষে বোল্লেম, তোমার এ বীরত্বের প্রশংসা না কোরে থাক্‌তে পাল্লেম না সত্য, কিন্তু তুমি যে এখানে নির্ব্বিঘ্নে উৎপাত অত্যাচার কোর্‌বে, তা পার্‌বে না, এ সে দেশ নয়। দেখো, ভবিষ্যতে যেন এমন পাগলামি আর না করো, এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কদাচ বিবাদ-বিসম্বাদ কোরো নাস্ত্রী সলিমান্‌! সময়ে অনেকে বন্ধু হয়, তারা কিন্তু অসময়ের কেউ নয়, আমাদের এখন সময় ভাল নয়, সেইটি যেন স্মরণ থাকে।"

স। ধর্ম্মাবতার, এ দেশ আমার বেশ জানা আছে, এখানকার লোকেরা ঠেঁটা, বজ্জাত কি বাটপাড় জুয়াচোর নহে, তাদের বেশ শান্ত প্রকৃতি, কিন্তু পাষণ্ড গোয়েন্দা বেটা মাহীরদের চিহ্নিত চর, তার এখানে ঘরবাড়ী নাই, সে বাসিন্দাই নহে, ও বেটা কেবল এ দেশ সে দেশ নষ্টামি আর ঠকামি কোরে ফেরে; বেটা যেমন কাপুরুষ, তেমনি পাজী, ছোট লোক, তা যদি না হবে, তবে নিজের তলোয়ার বার কোরে আমার সঙ্গে মোহাড়া দিলে না কেন? তবে সে আমার সঙ্গে লড়াই কোত্তে মোস্তাদ হলো না কেন? বেটা তা না কোরে লোক ডেকে জড় কোল্লে, শক্ত লোকের হাতে পোড়ে কেঁদে কোকিয়ে মাটী ভিজিয়ে দিলে, বেটা হেসে খত্তে জানে না, কেউটে ধোত্তে যায়; হজুর! যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ, তাও কি কখন শোভা পায়? সে বেটা ভারি পাজি, ভারি বজ্জাত, আমায় আগে চিন্‌তে পারে নি, আমি যে শিয়ানা পাগল, বেটা তা জানে না।" এই কথা বোলে সলিমান্‌ ক্রমিক ভাবে একটানা গালাগালি দিয়ে চলেছে, এমন সময় কতকগুলি অস্ত্রধারী রাজ-অনুচর উপস্থিত হয়ে সলিমান্‌কে হাজির কোরে দিতে বোল্লে, তারা তারে

ধরে নিয়ে বিচারাসনে লয়ে যাবে। সলিমান্ আপনিই ধরা দিলে, আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে গেলেম। এই উপলক্ষে ঐ স্থানের এক জন ঠাকুর প্রতিনিধি বিচারপতি হয়ে বোসে- ছেন। সেই হিন্দু তার সম্মুখে এসে যোড় হাত কোরে দাঁড়ালে, তার মুখ এত ফুলে গিয়েছে যে, তার প্রায় কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। যদি এই বিচারস্থানকে কাছারী বোলেই গণ্য করা হয়, আমি তবে সেই কাছারীতে ফরিয়াদীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা বুঝিয়ে বোলে আমার অনুচরের দোষ কাটাবার পথ কতক খোলসা কোরে রাখলেম। শ্রোতের মুখ তখনি উল্টে গেল, গড় তা ফিরে দাঁড়াল, ঐ স্থানের মহাজনেরা মাহীরদের কর্তৃক পুনঃ পুনঃ অপহৃত হয়, এখন তাদের স্মরণ হলো ঐ হিন্দু যখনি তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কোরে ফিরে যায়, তার পরেই মাহীরেরা পোড়ে লুঠ- তরাজ কোরে চোলে যায়, প্রতিবারেই এইরূপ ঘটনা ঘটেছে।

এক্ষণে বিস্তর লোক উচ্চৈঃস্বরে ঐ হিন্দুর দুর্নাম কোরে নালিশবন্দি হোতে লাগ্‌লো। সে বেটা যেমন বজ্জাত, আমার চাকর সলি- মান্ তার সঙ্গে তেমনি উপযুক্ত ব্যবহার কোরেছে। সলিমান্ তাকে যে লাঞ্ছনা কোরে এবং যে শাস্তি দিয়ে তারে ছেড়ে দেয়, বিচারপতির বিচারে সেটি যথেষ্ট হয় নাই, তাই হুকুম হলো যে, "আমার পরিহাসপ্রিয় উপাখ্যানবক্তার নাক আর কান কেটে লোয়ে, আচ্ছা রকম প্রহার কোরে, এই কথা বোলে সহর থেকে দূর কোরে দেওয়া হয়, সে যদি আর কখন আমিরগড়ে মুখ দেখায়, তবে তার অদৃষ্টে মৃত্যু নিশ্চয়ই অবধারিত আছে।"

সলিমান্ এক্ষণে গা হাত পা পরিষ্কার কোরে, ঘায়ে পটী দিতে বসে গেল, সে এবার যেরূপ বীরত্ব দেখিয়েছে, তাই স্মরণ কোরে আপনা আপনি আহ্লাদে ঢলে' পোড়তে লাগ্‌লো। লুচার পরামাণিক তার দাড়িটি ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার কোরে দিলে, এ কাজটি যে তার ভাল এসে, সে অভিমান তার চিরকালই আছে। এবার কিন্তু লুচার্‌কে জব্দ হোতে হয়েছিল, সে আপন মুখেই কবুল কোরে, দাঙ্গাতে মেতে গিয়ে সলি- মানের দাড়িটি একেবারে জুড়ো জুড়ো হয়ে পোড়েছে, যেন খিচড়ি পাকিয়ে গিয়েছে, একটু টুম্ টাম্ কোরে ফাঁকি দিয়ে যাবার যো নাই, এবার লুচার্‌কে অনেক পাট্‌আট কোত্তে হয়েছিল, তত পরিশ্রম না কোরে দাড়িটির পক্ষোদ্ধার হতো না।

দুঃখের বিষয় এই, যে সকল দেশ দিয়ে চোলেছি, আমার সময়ও নাই, আর স্থানও নাই যে, এই উপাখ্যানের মধ্যে সেই সকল দেশের আকৃতি ও অবস্থা নিবিষ্ট করি। গুজ- রাটের বরদা সহরে পৌঁছে দেখলেম, মুরাদ- বাকীর বাহিনী ডেকানে কুচ্ করবার উদ্যোগ কোচ্ছে। মুরাদবাকী আরঙ্গজেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে, তাঁর আনুকূল্যে সহায়তা কোর্‌বেন, এই পরামর্শ স্থির হয়েছে। ঐ কথা শুনে আমার তো বিস্ময় জ্ঞান হলো, এ ঘোর দুর্জ্ঞেয় ব্যাপারের মর্ম্ম অবগত হবার জন্য আমায় কিছুকাল বিলম্ব কোত্তে হয়েছিল, যে পর্য্যন্ত ডেকানে পৌঁছিতে না পেরেছিলেম, সে পর্য্যন্ত ঐ নিগূঢ় সন্ধানটি জানবার উপায় ছিল না।

মুরাদবাকী শুন্‌লেন, আমি তাঁর রাজভ্রাতা আরঙ্গজেবের একজন কর্ম্মচারী, ঐ কথা শুনে আমার খাতির-যত্ন কোত্তে লাগলেন, কতক- গুলি সৈন্যের অধ্যক্ষ কোরেও দিলেন, আর কিছু অর্থও আগামী প্রদান কোল্লেন। অর্থগুলি হস্তগত কোরে আমিরগড়ের রাজার পাওনা- গুলি অগ্রে পাঠিয়ে দিলেম, "রন্ধনের চাউল চর্ব্বণেই গেল," তার পর কুচ্ কোরে সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে পৌঁছলেম, তার পূর্ব্বে ইয়াস্- মিন্ আমির জেমলার সমভিব্যাহারে আরঙ্গ- জেবের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছেন। সম্রাট্ শাজাহান ৭০ বৎসর গত কোরেছেন, এক্ষণে সঙ্কটাপন্ন পীড়িত, এখন তখন হয়ে আছেন। তাঁর পীড়ার কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট হয়ে দেশশুদ্ধ লোক উৎকণ্ঠিত সশঙ্কিত হয়ে পোড়েছে,

ভাবছে, না জানি, কখন্ কি প্রমাদ উপস্থিত হয়। রাজপুত্র দারা দিল্লী ও আগরায় বলবান্ বলবান্ বাহিনী সংগ্রহ কোরেছেন, আবার সেই সময় সুলতান সুজা বঙ্গে বোসে যুদ্ধের ঘোর আড়ম্বর কোচ্ছিলেন। এদিকে যখন এই সকল অনর্থপাতের মহাপ্রবাহ চোলেছে,তখন দক্ষিণে আরঙ্গজেব ও গুজরাটে মুরাদবাকী আলস্য কোরে যে নিশ্চিন্ত বোসে থাকবেন্, সেটি বিবেচনার বহির্ভূত। যার যত আত্মীয়, যার যত সুহৃদ্, যার যত মিত্র ছিল, রাজ-ভ্রাতারা আপনার আপনার পার্শে এনে একত্রে সমবেত কোল্লেন এবং নানা প্রকার কুচক্রে,নানা প্রকার কুমন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হোলেন। এতদ্ভিন্ন যে সকল লোকের বল-পরাক্রম দ্বারা উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা জেনে ছিলেন, তাদের সঙ্গে রাজকুমারদিগের চিঠিপত্র লেখা-লেখি চোল্‌তে লাগলো। অদৃষ্টের অপ্রসাদ বশতঃ দারা কতকগুলি সেই সকল পত্র পথে আটক কোরে তাঁর রাজপিতা শাজাহানের নিকট ধোরে দেন, সেই সময় আবার অপ-রাপর ভ্রাতাদের নামেও যৎপরোনাস্তি গ্লানি কোরে মনের আক্রোশ প্রকাশ করেন। রাজকুমারী বেগম সাহেবও এই শুভ লগ্নে অবাধ্য তিন ভ্রাতার নামে নিন্দা-মন্দ কোরে মোগলপ্রধানের মনান্তর জন্মাইবার চেষ্টা কোত্তে লাগলেন। কিন্তু দারার প্রতি সম্রা-টের শ্রদ্ধাও ছিল না, আস্থাও ছিল্ না, "যার গলা ধোরে কাঁদি, তার নেই চক্ষে জল," এই নিন্দামন্দ অবিকল সেইরূপ হয়ে দাঁড়াল। লোকের মনে সন্দেহ হোতে লাগলো, শাজা-হান আরঙ্গজেবকে গোপনে গোপনে চিঠিপত্র লিখে থাকেন। রাজকুমার দারা ঐ সন্দেহের কথা শুনে ক্রোধে কালাগ্নির ন্যায় হোলেন, একদিন কথায় কথায় রাগে উন্মত্ত হয়ে বৃদ্ধ নরপতিকে প্রায় মেরে বোসেছিলেন,আর কি। সম্রাটের পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি হতে লাগলো, তাঁর পরলোকপ্রাপ্তি হয়েছে, এই কথা পূর্ব্বের মতন আরও একবার রাষ্ট্র কোরে দেওয়া হলো। সেই জনরব শুনে সমুদয় রাজপুরীর মধ্যে মহা গোল হোতে লাগলো, এমন কি, গোলের যেন তরঙ্গ খেল্‌তে লাগলো,আগরা-বাসী লোকেরা ভয়ে চকিত হলো, দোকান-পাঠ বন্ধ হলো, সরকারী কার্য্য স্থগিত হয়ে গেল, কার্‌কারবারও রহিত হলো, দেশ অরাজকের ন্যায় হয়ে পোড়ল, কে কাকে মারে, কে কাকে কাটে,তার বিচার ছিল না, রাস্তা-ঘাট ভয়ানক হয়ে পড়লো, লোকের চলাচল রহিতপ্রায় হলো।

এই সময় চার রাজকুমার স্পষ্ট হয়ে আপ-নার আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত কোরে বোল্লেন, একমাত্র তলোয়ার মধ্য-বর্ত্তিনী হয়ে সগর্ব্বিত দুরন্ত স্বার্থবিবাদের মীমাংসা কোরবে। যিনিই হউন, যুদ্ধে বিমুখ বা অপদস্থ হোলে কেবল রাজমুকুটের উপর দিয়া বিপদ্ কেটে যাবে না,রাজত্বের পরিবর্ত্তে কেউ যে প্রাণ লোয়ে নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌বেন্, তা পার্‌বেন্ না, রাজ্য আর মৃত্যু, এ উভয়ের মধ্যে কারও ইচ্ছামত মনোনীত কর্‌বার ক্ষমতা থাক্‌বে না, যিনি রাজত্ব হারাবেন, তাঁকে জীবনও হারাতে হবে, আমি যখন ডেকানে পৌছিলেম, রাজপদ এইরূপ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে দেখলেম। এখনও কিন্তু একটি বিষয় আমার জান্‌তে বাকী আছে—যে সময় চার রাজকুমার সিংহাসনের নিমিত্ত হুটোহুটি কোচ্ছেন, সেই সময় মুরাদবাকী আরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগ দিলেন ; কি সূত্রে এ ঘটনাটি হয়ে দাঁড়ালো,তাই জানবার নিমিত্ত মনে মনে ব্যগ্র হোতে লাগলেম, ভাবলেম এ ঘটনার অবশ্যই কিছু নিগূঢ় মর্ম্ম থাক্‌বে। কুচের সময় শাহা আবিয়াসের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা হয়। শাহা আবিয়াস্ একজন যোদ্ধা সিপাই, সাতিশয় বীর্য্যবন্ত, মুরাদবাকী সর্ব্বদাই তাঁর ছলা পরামর্শ লোয়ে বিষয়কার্য্য কোত্তেন। দুই ভ্রাতার বাহিনী কেন একত্রে মিলিত হল, এ দুর্জ্ঞেয় মর্ম্ম ভেদ কোত্তে না পেরে আমি বিস্ময় প্রকাশ করাতে,শাহা আবিয়াস মাথা নেড়ে বোল্লেন, "এটি আমার অভিমতে হয় নাই, মুরাদবাকী আরঙ্গজেবের চাতুরীতে মুগ্ধ হয়েছেন, সে কালফাঁদ থেকে রাজকুমার কদাচ বেঁচে

আসতে পারবেন না"। মুরাদবাকি আরঙ্গজেবের প্রেরিত যে পত্র পেয়েছিলেন, শাহা আবিয়াস্ ঐ পত্রের মর্ম্ম ব্যাখ্যা কোল্লেন। মুরদাবাকীকে আরঙ্গজেব এইকথা লিখে পাঠান। "তাঁর (আরঙ্গজেবের) যেরূপ প্রকৃতি, আর তাঁর মনের যেরূপ প্রবৃত্তি, তাতে কোরে রাজত্বের ঝন্ঝাট তাঁর কদাচ সহ্য হবার নয় বরং তাতে তাঁর বিরক্তিই বোধ হয়, সেই জন্যে রাজত্বের প্রতি তিনি ঘৃণাই কোরে থাকেন। দারা আর সুলতানসুজা সান্নিপাতের তৃষ্ণার ন্যায় রাজ্যপিপাসায় ব্যাকুল হয়েছেন সত্য, কিন্তু আমি আরঙ্গজেব, ফকিরের ফকিরত্ব গ্রহণ কোত্তে পাচ্ছিনে বোলেই দুঃখে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কচ্ছি।" আরঙ্গজেব তাঁর পত্রে আরও এই কথাগুলি ব্যক্ত করেন, দারার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, সে ব্যক্তি রাজপদের যোগ্য নহে, তাঁর দ্বারা রাজ্য শাসন চোলবে না, তিনি তার যোগ্য নন, তাই কাজে কাজেই দারা রাজসিংহাসনের অনুপযুক্ত পাত্র। 'স'াতার না জানলে বাপের পুকুরে ডুবে মোত্তে হয়,' দারা রাজ্য পেলে অবিকল সেই দশাই ঘটবে, তদ্ভিন্ন দারা ধর্ম্মবিমূঢ়, ওমরাওরা তাঁকে অতিশয় ঘৃণা কোরে থাকেন। সুলতান সুজাও অনুপযুক্ত, রাজছত্র পাবার অতি অপাত্র। সুলতান সুজা রেফাজি (স্বধর্ম্মভ্রষ্ট), সুতরাং তিনি সেই দোষে হিন্দুস্থানের মিত্র না হয়ে বরং শত্রু হয়ে পোড়েছেন।" এই প্রকার মুখবন্ধ কোরে, ধূর্ত্ত আরঙ্গজেব শেষে এই মীমাংসা কোরে লিখলেন, "অতএব আমার যখন দরবেশের টুপি গ্রহণের অভিলাষ হয়েছে, তাতেই আমি চিত্ত-প্রসাদ লাভ কোত্তে পারবো, আর যখন দারা আর সুলতান সুজা রাজকার্য্যের অনুপযুক্ত পাত্র, তখন হে প্রিয় ভ্রাতা মুরাদ! দুর্জ্জয় রাজ্য সুশাসন করবার ক্ষমতা যোগ্যতা শুদ্ধ তোমাতেই বিদ্যমান রয়েছে। একথা শুধু আমি বলি না, বড় বড় ওমরাওরাও ঐ কথা বোলে তোমার অনুরাগ কোরে থাকেন। তোমার দুরন্ত পরাক্রমের তুলনা নাই, তাই তুমি তাঁদের শ্রদ্ধাস্পদ হয়েছ, এক্ষণে তাঁরা তোমার রাজধানী আগমনের প্রতীক্ষা কোরে আছেন। তোমার নিকট আমি এইমাত্র ভিক্ষা চাই, তুমি যখন রাজ্যেশ্বর হবে, তোমার রাজ্যের মধ্যে কোন নির্জ্জন স্থানে আমায় বাস কোত্তে দিও, আমি যেন সেই স্থানে নির্ব্বিঘ্নে জগদীশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থেকে জীবন অবশেষ কোত্তে পারি। আমি সহায় হয়ে তোমার সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত আছি, আমি আমার যুক্তি আর ভ্রাতৃক স্নেহ প্রদান কোরে তোমার আনুকূল্য কোত্তে সম্মত আছি। আমার সঙ্গে যে লস্কর আছে, সে সমুদয় তোমার হুকুমের অধীন কোরিয়ে দেবো।" এই সকল সরস প্রলোভনবাক্য দ্বারা আরঙ্গজেব মৎস্যটি আপন চারে এনে কুচক্ররূপ বঁড়শীতে গেঁথে ফেল্লেন। শাহা আবিয়াস বোল্লেন, এই হোচ্চে আরঙ্গজেবের আশয়, অভিপ্রায় এবং তাৎপর্য্য। মুরাদবাকীকে সুরাতের কেল্লা অবরোধ কোত্তে পরামর্শ দিয়ে চিঠিখানি সমাপ্ত করেন, সুতরাং অবরোধ করবার ভার আমার উপর এসে পোড়েছে। যুবা! সকল কথাই ত শুনলে, আরঙ্গজেবের পত্র সম্বন্ধে তোমার কিরূপ অভিপ্রায়, তা বল।" আরঙ্গজেব আমার মুনিব এবং রাজা, তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা আমার বলতে না হয়, সেইটিই আমার ইচ্ছা, কেন না, ধর্ম্ম ভেবে বলতে গেলে আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অবশ্যই দোষারোপ কোত্তে হতো, আমি তাই সাত পাঁচ চিন্তা কোরে ঘোর-ফের কোরে এমনি দ্বিভাবের উত্তর কোল্লেম, খোজার সাধ্য হলো না আমার কি অভিপ্রায়, তা বুঝে উঠেন তাহার পরেই আবিয়াস যুদ্ধের আয়োজন কোত্তে সুরাতে চোলে গেলেন, আমিও বেঁচে গেলেম, আমায় আর বার বার সেই অরুচিকর কাল-তর্ক লয়ে নিরর্থক বাক্চাতুরী কোত্তে হলো না।

মুরাদ আরঙ্গজেবের পত্রখানি অকপটে প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেখাতে লাগ্লেন, মনের আশা এই যে, পত্রের মর্ম্মাবগত হোলে লোক তাঁর অনুগত হয়ে চোল্‌বে, তাঁর অধীনে থেকে কাজকর্ম্ম কোত্তেও তাদের প্রবৃত্তি হবে, ধনবান্ মহাজনেরাও তাঁকে টাকা কর্জ্জ

দিতে কুণ্ঠিত হবে না, একণে নিরবচ্ছিন্ন জোর-জবরদস্তি কোরে ঐ টাকা তাদের কাছ থেকে এক প্রকার কেড়ে নেওয়াই হচ্ছিল।

মুরাদ আকাশকুসুম-দর্শনের ন্যায় মনে মনে রাজপদ, রাজপরাক্রম গ্রহণ কল্লেন, লোকজনকে লম্বা লম্বা আশা-ভরসা দিতে লাগ্‌লেন, উমেদারে উমেদারে তাঁর বাড়ী যেন হরি ঘোষের গোয়াল হয়ে পোড়্‌ল, বিস্তর বাহিনীও সমবেত কোল্লেন, সুরাত অবরোধের নিমিত্ত সসৈন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন। একণে আমি তাঁর অনুমতি লয়ে আরঙ্গজেবের নিকট চোলে গেলেম। এসে দেখ্‌লেম, দারুণ লোভ-ব্রতে ব্রতী, রাজ্যলোলুপ, ধূর্ত্ত রাজপুত্র আরঙ্গজেব নানা দুরভিসন্ধি-চক্র লোয়ে ব্যতিব্যস্ত আছেন, জেমলার বাহিনী সমূহকে হস্তগত করা একণে তাঁর প্রধান অভিসন্ধি। আমীর জেমলা সসৈন্য অগ্‌রা থেকে আগমন করেছেন, আপাততঃ কালিয়ানি অবরোধের নিমিত্ত মহাব্যস্ত ছিলেন, সেটি সম্রাট্‌ শাজাহানের হুকুম। জেমলার সঙ্গে কিরূপে স্বয়ং সাক্ষাৎ কোরে পরামর্শ আঁট্‌বেন, রাজপুত্র তারি মন্ত্রণা, তারি কৌশল কচ্ছিলেন, এমন সময় আমি উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানালেম।

আরঙ্গজেব আমায় দেখে বল্লেন, "কও কথা! তুমি কোথা থেকে? আমি মনে করেছিলেম, কাল যমই বুঝি তোমার পরিসেবায় আমাদের বঞ্চিত কোল্লেন। দোহাই আল্লার! তুমি এত দিন কি কাজে ব্যস্ত ছিলে বল, এই বুঝি তোমার প্রভুভক্তি দেখানো? এই বুঝি তোমার বিশ্বাস বজায় রাখা? যাবার সময় তোমায় বারংবার কোরে বোলে দিয়েছিলেম, আগরায় কি বন্দোবস্ত হয়, দারা কি মন্ত্রণা কি চক্র কোচ্ছেন, সে সকল বিষয় অবশ্য অবশ্য আমায় লিখে পাঠাবে, কদাচ যেন অন্যথা না হয়, সে সব কথা কি তুমি বিস্মৃত হয়ে গেছো? আমি কি তোমায় তৎকালীন বিশেষ কোরে বোলে দিইনি, এ কার্য্যে যেন কদাচ গাফিলি না হয়?"

আমি আপনার দুর্ঘটনার বৃত্তান্তগুলি যত পাল্লেম বোল্লেম, কিন্তু সে কথা শুনে রাজপুত্র সন্তুষ্ট হোলেন না, তথাচ তিনি অনুগ্রহ কোরে মুরাদের অন্তর সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তাদের মনের কিরূপ গতিক, কার কি বেতন, এই সকল সন্ধান জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন। আবশ্যকমত সকল কথারই উত্তর কোরে শেষে বোল্লেম, "শাহা আবিয়াস্‌ মুরাদ বাকীকে দিবারাত্র এই বোলে জপাচ্ছেন যে, আরঙ্গজেবের পত্র অনুসারে তাঁর কথায় বিশ্বাস যাবেন না, তাঁর আশ্বাস-বাক্যের উপর ভরাভর দিয়ে চল্‌বেন না।"

আরঙ্গজেব একটু মুচ্‌কে হেসে বোল্লেন, "সাদক! তুমি যখন আমার দুর্নাম কোত্তে শুন্‌লে, তখন অবশ্যই তুমি কিরে দিব্য কোরে বোলেছিলে, আরঙ্গজেব সেরূপ স্বভাবের লোক নন, তাঁর কথার উপর তোমরা স্বচ্ছন্দে নির্ভর কোত্তে পার।" আমি যে দ্বি-অর্থক কথা বোলে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত কোরেছিলেম, সে কথা রাজকুমারকে বল্‌তে সাহস হলো না, তাই এই কথা বোলে তাঁর কথার উত্তর কল্লেম, "যে স্থলে শাহা আবিয়াস্‌ উপস্থিত আছেন, সে স্থলে আমি কে যে, আমার কথা গ্রাহ্য হবে, তথাচ হুজুরের মনে যে খলতা কপটতা নাই, সেই কথাটি কিন্তু কৌশল কোরে জানিয়ে দিয়েছি, কতক ভঙ্গীতে, কতক ইঙ্গিতে বেশ বুঝিয়ে দিয়েছি যে, হুজুর অতি নিরীহ, অতি নিস্পৃহ, অতি সরল, মনে কিছু গোল নাই।"

রাজপুত্র শুনে বোল্লেন, "আচ্ছা, তা বেশ করেছ, আমাদের আর একটি অভিপ্রায় আছে, আমীরজেমলাকে আর তার সৈন্য-সামন্তকে আমাদের অনুগত পক্ষ কোত্তে হবে।" আমি বোল্লেম, "হুজুর! একটি কথা বিস্মৃত হচ্ছেন, প্রভুভক্তির জামিনের স্বরূপ আমীরের পরিবার আপনার রাজভ্রাতা দারার হস্তে আবদ্ধ আছে।"

আরঙ্গজেব বোল্লেন, "সে কথা আমি বিস্মৃত হইনি, আমীরের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হোলে সে পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। সাদক! তোমায় স্পষ্ট বল্‌ছি, আমি তোমার উপর

অসন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি যদি পূর্ব্বের মতন আমার প্রসন্নদৃষ্টি লাভ কোত্তে চাও, তবে তার সময় এই। আমীর এক্ষণে কালিয়ানিতে বাস কোচ্চেন, তুমি গিয়ে তাঁকে এই কথা বল, তিনি যেন দৌলতাবাদে এসে একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, বিশেষ পরামর্শ আছে, সেই জন্যে একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের নিতান্ত প্রয়োজন। তবে তুমি এই দণ্ডেই চোলে যাও, আমীরকে সঙ্গে কোরে আনতে চাও, দেখো যেন এ কথার অন্যথা না হয়।"

"অন্যথা না হয়," এরূপ হুকুম কোত্তে রাজপুত্রের পক্ষে অতি সহজ, আমি কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় কোল্লেম, এ কার্য্য আমা হোতে নির্ব্বাহ হবার নয়, আমি অপ্রতিভ হব, বিশেষতঃ সকল দিকে বিবেচনা কোরে দেখ্‌লে,আমিই এ দৌত্যকার্য্যের অনুপযুক্ত পাত্র, তথাচ কি করি, অগত্যা বিশ জন সোয়ার সঙ্গে কোরে কালিয়ানি যাত্রা কোল্লেম, মন কিন্তু সুখী হলো না, অন্তঃকরণের মধ্যে যেন কতই দুর্ভাব জ্ঞান হোতে লাগ্‌লো। আমীর আমায় দেখে, হঠাৎ চোমকে উঠে, রাগে চোক্ মুখ লাল কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি আবার এখানে কেন এসেছ? আমার এখানে তোমার কি প্রয়োজন?" আমি তাঁকে বুঝিয়ে বোল্লেম, "আমার নিজের কোন গরজ নাই, আপনাকে সঙ্গে কোরে দৌলতাবাদে লয়ে যাবার জন্যে আরঙ্গজেব আমায় পঠিয়েছেন, রাজপুত্র আপনাকে কোন বিশেষ কথা বোল্‌বেন বোলে আপনার প্রতীক্ষা কোচ্চেন।" আরঙ্গজেব সাক্ষাৎ কোরে যে কথা বোল্‌বেন,আমীর যেন তার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পাল্লেন, তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে এইরূপ অনুমান হলো। জেম্‌লা লস্কর ছেড়ে যেতে অস্বীকৃত হলেন, মুখে কিন্তু এই কথা বোল্লেন, আগরা থেকে তাঁর কাছে পত্র এসেছে, তিনি নিশ্চয় খবর পেয়েছেন, শাজাহানের কালপ্রাপ্তি হয় নাই, মৃত্যু হওয়া দূরে থাকুক, সম্রাট্ বরং দিন দিন আরোগ্য লাভ কোচ্চেন, এ সংবাদ যদিও সত্য না হতো, তথাচ যে আরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাত্তেম, তা বোধ হয় পাত্তেম না, যেহেতু, আমার স্ত্রী পরিবার দারায় আগ্রার মধ্যে অবস্থিতি কচ্চে। এই উত্তর লয়ে আমায় আরঙ্গজেবের কাছে ফিরে যেতে হলো। রাজপুত্র দুই চক্ষু পাকিয়ে কালমূর্ত্তি হোলেন, আমি ছল-কৌশল জানি না বোলে আমায় তিরস্কার কোত্তে লাগ্‌লেন, মুখে বোল্লেন, এরূপ কোন দৌত্যকার্য্যে আমায় কখন পাঠাবেন না। ঐ কথা শুনে আমার হাসি পেলে, ভাব্‌লেম, এ শুকনো কাষ্ঠে ব্রহ্মশাপ কেন? কি করি, নিস্তব্ধ হয়ে রইলেম, তাঁর এ অন্যায় অপবাদ আমায় সয়ে থাক্‌তে হলো, কালগুণে, অবস্থাগুণে, সব সহ্য কোর্ত্তে হয়, আমি আর কথা কাটাকাটি না কোরে চুপ কোরে রইলেম,তার পর অনেক অনুনয় জানিয়ে সেখান থেকে আস্তে আস্তে সোরে পড়লেম। আরঙ্গজেব যে সহজে তাঁর অভিসন্ধি পরিত্যাগ কোরবেন, তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মহম্মদকে আমীরের নিকট পাঠিয়ে দিলেন, ইনিও কিন্তু আমার অপেক্ষা অধিক প্রতিপন্ন হতে পাল্লেন না। মহম্মদ বিমুখ হয়ে ফিরে এলে, কুমারের মধ্যম পুত্র সুলতান মাজমকে পাঠান হলো, তিনি গিয়ে এত আত্মীয়তার ভাণ কোল্লেন, বাক্যের ফাঁদ পেতে এত চতুরালি দেখালেন, আমীর সেই বাক্‌চাতুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর অনুরোধ রক্ষা কোত্তে বাধ্য হোলেন। আমীর কালিয়ানির দুর্গ দুর্গপতির হস্তে সমর্পণ কোরে, তাঁকে নিয়ম পালনের পক্ষে বিশেষ আবদ্ধ কোরে, বেছে বেছে ভাল ভাল সৈন্য লোয়ে দৌলতাবাদে চলে গেলেন। আরঙ্গজেব যৎকালীন আমীরকে আহ্বান করেন, তখন আমি সে স্থানে উপস্থিত ছিলাম না, আমার উপস্থিত থাকবার অনুমতিই ছিল না, ইয়াসমিন কিন্তু তৎকালে সে স্থানে উপস্থিত থাকেন, ঐ ইয়াসমিনের নিকট শুন্‌লেম, রাজপুত্র আমীরের গলা জড়িয়ে ধোরে তাঁকে পিতা বোলে সম্বোধন কোত্তে লাগলেন।

যখন তাঁদের গোপনীয় কথাবার্ত্তা হয়, সুলতান মাজম ও সুলতান মহম্মদ সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমরা কিন্তু সে নিগূঢ় সাক্ষাতের মর্ম্ম অবগত হোতে পারি নাই, শেষে শুনলেম, আমীর দৌলতাবাদে বন্দী হয়েছেন, শুনে আমরা হতবুদ্ধি হোলেম, এই অনুমান কোল্লেম, আরঙ্গজেব আমীরকে বন্দী হোতে বলেন, আমীর তাঁর প্রস্তাবমত বন্দী হোতে স্বীকৃত হন, তা হোলে দারা আর বুঝতে পারবেন না যে, তাঁরা পরস্পরের মিত্র, কারণ, দারা যদি জানতে পারেন, আমীর আরঙ্গজেবের মিত্র হয়েছেন, তবে যে তাঁকে পরিবারগুলিকে জলাঞ্জলি দিতে হবে, তার আর সন্দেহ নাই। আমীর বন্দী হোতে সম্মত হোলেন কেন? তাঁকে কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা কোরে প্রলোভন দেখানো হয়েছিল? আমীর কি সেই ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞার কুহকে বিমোহিত হয়ে বন্দী হোতে স্বীকৃত হোলেন, না সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হোতে তাঁর সাহস হলো না? তাই সুতরাং ভয়ে জড় সড় হয়ে অনিচ্ছাতেও বন্দী হোতে হয়েছিল? আমরা কিন্তু সে অস্ফুট কথার কিছুই অবগত হোতে পারি নাই, তবে কথা এই যে, শুধু মেঘে কখন মাটী ভেজে না, কোন রকম না কোন রকম ভয় অবশ্যই দেখানো হয়েছিল। একজন খোজা কোন গতিকে সে পরামর্শ ঘরের ভিতর একবার উঁকি মেরে দেখেছিল, তারি মুখে সুলতান মহম্মদের আকার প্রকার, তাঁর ভাবভঙ্গির কথা শুনতে পেলেম। সুলতান মহম্মদ তখন অস্ত্র-শস্ত্র লোয়ে বীরসজ্জায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর সে সময়ের ভাম মূর্ত্তি বিস্মৃত হবার নয়, যেহেতু, তিনি নিজে অপারগ হয়ে ফিরে আসিলে, তাঁর সহোদর গিয়ে আমীরকে সঙ্গে কোরে নিয়ে আসেন, সুলতান মহম্মদের পক্ষে সেটি অপমানের কথা, তাই তিনি বীরমূর্ত্তি হোয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমীরের লস্করেরা যখন শুনলে, তাদের নায়কপ্রধান বন্দী হয়েছেন, তারা উচ্চৈঃস্বরে তাঁর মুক্তি প্রার্থনা কোত্তে লাগ্‌লে। তারা তদ্দণ্ডেই আমীরকে উদ্ধার কোরে লইত, কিন্তু আরঙ্গজেব মধ্যবর্ত্তী হয়ে তাদের নিবারণ কোল্লেন। রাজকুমার সেনাপতির প্রধান প্রধান সরদারদের ডেকে বোল্লেন, আমীর আপনার সম্যক্ ইচ্ছাতেই বন্দী হয়েছেন, এ কৌশলের মর্ম্ম কেবল তাঁদের মধ্যেই প্রকাশ ছিল, অন্যের জান্‌বার বিষয় নয়। এতদ্ভিন্ন রাজকুমার বিস্তর বহুমূল্যের খেলাত দিয়ে লস্কর ও সরদারদের বেতন বৃদ্ধি কোরে দিলেন, তিন মাসের বেতন অগ্রিম প্রদান কোল্লেন, রাজকুমার এই সকল উপায় ও কৌশল দ্বারা লস্করদের মন মুগ্ধ কোরে আপনার অনুগত পক্ষ কোল্লেন। তিনি যে সমরতরঙ্গের অনুষ্ঠান কোচ্ছিলেন, তাতে তারা ব্রতী হোতে স্বীকার কোল্লে। আরঙ্গজেব দেখলেন, তাঁর এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার কোন বাধা নাই, সকল আয়োজনই হয়েছে, মুরাদবাকী সুরাত অধিকার কোরে তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হোলেন, এক্ষণে উভয় বাহিনী একত্রিত হয়ে উল্লাসের, উৎসবের মহা ধুম হোতে লাগ্‌লো। আমরা আপাততঃ আগরা রাজধানী যাত্রা কর্‌বার আয়োজন কোত্তে লাগ্‌লেম, আরঙ্গজেব সকল কথাতেই মুরাদবাকীকে সম্রাট্ বোলে সম্বোধন কোত্তে লাগ্‌লেন, তিনি যেন অনুগত দাস, এই রূপ ভাণ কোরে, মুরাদবাকীর আদেশ অনুমতি গুলি অতি নম্র হোয়ে সগৌরবে পালন কোত্তে লাগ্‌লেন।

উভয় বাহিনী একত্র হওয়াতে আগরাতে ভারি একটা গোলযোগ পোড়ে গেল। আরঙ্গজেব বীর, প্রাজ্ঞ, বুদ্ধিমান্; মুরাদবাকি দুর্দ্দান্ত তেজস্বী, দারার মনে কাজে কাজেই ভয় হলো। এদিকে সুলতান সুজা বিস্তর সৈন্য লয়ে দ্রুতবেগে বঙ্গদেশ থেকে রাজধানী অভিমুখে চলেছেন, তাতে কোরেও দারার পক্ষে আর একটি নূতন গুরুতর বিভ্রাট বৃদ্ধি হলো। সম্রাটের এক্ষণে প্রকৃত দুরবস্থা, এক দিকে রোগগ্রস্ত হয়ে যন্ত্রণা ভোগ কোচ্ছেন, আর এক দিকে দারার হাতে প্রায় বন্দী হয়ে আছেন, দারা

তাঁর সঙ্গে দারুণ দুর্ব্যবহার কোচ্ছিলেন। আগরায় কি কি কাণ্ড হোচ্ছিল, সে খবর আমরা সকলের আগে পেতে লাগ্‌লেম।

সুল্‌তান সুজার প্রতিরোধ জন্য যে লস্কর নিযুক্ত হয়, দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিমান্ সিকু তাদের সেনাপতি হোলেন। সিকুকে দারা অতিশয় স্নেহ কোত্তেন,অপ্রাপ্তের স্থায় অধীর হয়ে কোন দুঃসাহসের কার্য্য না কোত্তে পারেন, বিশেষতঃ রাগান্ধ হয়ে হঠাৎ একটা রুধিরপ্লাবিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হোতে পারেন, তাই দারার নিয়োগ অনুসারে রাজা জয়সিংহ যুবরাজপুত্রের পরামর্শ-দাতা হয়ে তাঁর পার্শ্ববর্ত্তী হোলেন। জয়সিংহ একজন প্রবীণ বৃদ্ধ রাজা, বিস্তর অর্থের অধিকারী,তাঁর উপর এই আদেশ হলো, ছলে হোক্, বলে হোক, সুজা যাতে বঙ্গদেশে ফিরে যান, তারি চেষ্টা কোর্‌বেন। তথাচ একটা যুদ্ধ কোত্তে হয়েছিল, যুদ্ধের ফল এই হলো,সুজা পরাভূত হয়ে একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়্‌লেন। সুজা শত্রুহস্তে বন্দীও হোতেন, তবে জয়সিংহ যে একজন প্রকৃত রাজপুত্রের অঙ্গে সহসা হস্তার্পণ কোর্‌বেন,সে বিষয়ে তিনি ভারি বিবেচক, ভারি সাবধান ছিলেন, লোকে বলে তিনি ইচ্ছা কোরেই রাজপুত্রের পালাবার উপায় বোলে দিয়েছিলেন। আমরা যখন বরহাম্‌পুরের নদী উত্তীর্ণ হয়ে,পার্ব্বতীয় দুর্গম পথ ভেদ কোরে, সরাসর্ একটানা চোলে আস্‌ছিলেম, সেই সময় ঐ যুদ্ধের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্তগুলি শ্রবণ কোল্লেম। আমাদের গমনে মর্য্যাদাবধারণ কোত্তে দারার কালবিলম্ব হলো না, তাই আমাদের প্রতিকূলে বিপক্ষতা কোত্তে কুমার একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন, অজীন নদীর পথে আমাদের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত কর্‌বার নিমিত্ত সে দিকেও একদল বাহিনী রওনা কোরে দেওয়া হয়। কাশীম খাঁ ও রাজা যশোবন্তসিংহ এই দুই ব্যক্তিকে সেনাপতি কোরে আমাদের প্রতিকূলে প্রেরণ করা হয়। কাশীম খাঁ সম্রাট্ শাজাহানের অতিশয় অনুগত বন্ধু,যশোবন্তসিংহ রাজবৃন্দের চূড়ামণি।

দারা দূতের মুখে অনুনয় কোরে আরঙ্গজেবকে এই কথা বোলে পাঠালেন, তিনি আর অগ্রসর না হয়ে পথে থেকে ফিরে যান। তখন কিন্তু রাজপুত্র অনেক পথ এগিয়ে এসে পোড়েছেন, সুতরাং ফিরে যাবার আর সময় ছিল না, বিশেষতঃ তাঁর মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই ছিল, তিনি প্রাণ থাক্‌তে কদাচ বিমুখ হবেন না,আর কি এখন দূতের কথা শুনে নিবৃত্ত হোতে পারেন? কি করি, আমরা ক্রমিক অগ্রবর্ত্তী হোতে লাগ্‌লেম, কতক পথ অগ্রসর হয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেম, নর্ম্মদা নদীর কিঞ্চিৎ দূরে শত্রুপক্ষেরা একটা উচ্চ স্থানে যুদ্ধের ভঙ্গিতে সার-বন্দি হয়ে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাশীম খাঁ বিপক্ষের সেনাপতি, আমাদের গতি অবরোধ করেন, এই তাঁর স্পষ্ট অভিপ্রায়। আরঙ্গজেব তাই দেখে, কারপর্‌দাজ লয়ে পরামর্শ কোত্তে বস্‌লেন, আমি যে পরামর্শ দিলেম, সেই পরামর্শমতেই কার্য্য করা হলো। আমি বোল্লেম, আমরা নদী পার হবার ছলনা কোরে মিথ্যা মিথ্যা উদ্‌যোগ আড়ম্বর করি, নচেৎ রক্ষা নাই, আমাদের নিশ্চিন্ত থাক্‌তে দেখলে, শত্রুপক্ষেরা পার হয়ে এসে কেটে খান্ খান্ কোরে ফেল্‌বে। নদীর ধারে এক্ষণে যে সকল লস্কর উপস্থিত, তারা পথক্লান্ত হয়ে নির্জ্জীবপ্রায় হয়ে পোড়েছে, পশ্চাতে যে সকল সৈন্য আগমন কোচ্ছে, তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবার পূর্ব্বেই বিপক্ষেরা আমাদের উপর চড়াও হোতে পারে, তাই নদী পার হবার জন্য লোক-দেখানো মহা উদ্‌যোগ কোত্তে লাগ্‌লেম, কিন্তু সে সকলি মিথ্যা, তখন গ্রীষ্মকাল, রৌদ্রেরও অতিশয় প্রভাব, হেঁটে পার হবার উপযুক্ত সময়। আমাদের এই উদ্‌যোগ দেখে বিপক্ষেরা আর অগ্রসর না হয়ে পথাবরোধ কর্‌বার জন্য আয়োজন কোত্তে লাগ্‌লো। ইত্যবসরে বাকী লস্কর এসে পৌঁছিল, তাই দেখে আরঙ্গজেবের মনে ভরসা হলো, তিনি এক্ষণে জবরদস্তি কোরে নদী পার হবার জন্য যত্নবান্ হোলেন। তোপগুলি

দাগ্‌বার মুখে সাজিয়ে রাখা হলো, সেই সকল তোপমুখনিঃসৃত ধূমরাশির আবরণে আবৃত হয়ে লস্করদের অগ্রসর হোতে হুকুম দিলেন। শত্রুপক্ষের তোপও ঘোর ভৈরব রব কোরে পাল্টাপাল্টি উত্তর দিতে লাগ্‌ল, দুই দিকে সমান দুর্দ্দান্ত-তোড়ে যুদ্ধ চোল্‌তে লাগ্‌ল। মুরাদবাকি তাঁর সৈন্যদল সঙ্গে লোয়ে সকলের অগ্রে পরপারে উত্তীর্ণ হোলেন, তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাতেই বাকী লস্করের দল অনুসরণ কোল্লে। কাশীমখাঁ রাজা যশোবন্ত সিংহকে সাংঘাতিক বিপদে পতিত কোরে পালিয়ে প্রস্থান কোল্লেন, রাজার একান্ত ভক্ত রাজপুতেরা তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ কোল্লে না, সেই সকল বীর্য্যমত্ত অনুগত বীরগণেরা তাঁর পায়ের নীচে পোড়ে ছট্‌ফট্‌ কোত্তে কোত্তে প্রাণত্যাগ কোত্তে লাগ্‌ল। রাজা এই মর্ম্মান্তিক হৃদয়ঘাতী বিপদস্রোত স্বচক্ষে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। আমরা জয়ী হোলেম, রাজা যশোবন্তসিংহ পাঁচ শত রাজপুত লোয়ে আপনার রাজ্যে অথবা অন্যত্র পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন, রাজা আর যেখানেই যান, তিনি কিন্তু আগরায় আর ফিরে যাননি। অজীনে আরঙ্গজেবের জয়ের বার্ত্তা শ্রবণ কোরে দারা কালাগ্নিবৎ ক্রোধে প্রলয়াবতার হোলেন। কাশীম খাঁকে আর আমীর জেম্‌লার পরিবারকে প্রতিফল দিবার প্রতিজ্ঞা কোরে রাজপুত্র বোল্লেন, আমীর জেম্‌লা আরঙ্গজেবকে সৈন্য দিয়ে, অর্থ দিয়ে, আনুকূল্য কোরেছে বলেই এই মহা অনর্থপাত উপস্থিত হয়েছে। দারার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, আমীর জেম্‌লার পুত্রের প্রাণদণ্ড কোরে, তাঁর স্ত্রী পরিবারকে বাঁদী কোরে বাজারে বিক্রয় করেন, সম্রাট কিন্তু গুটিকতক কথা বলাতে দারা ততদূর নিষ্ঠুর হোতে পাল্লেন না। সম্রাট্‌ বল্লেন, "আমীর জেম্‌লার পুত্র পরিবার যখন দারার হস্তগত হয়ে রয়েছে, তখন যে আমীর আরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগাযোগ কোরবেন, এ কথা অতি অসম্ভব।" বাদশাহ আর একথাও বল্লেন, "বরং আমীর বুদ্ধিদোষে আরঙ্গজেবের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছেন।"

সংগ্রামের পর নর্ম্মদার তীরে বোসে ঐ সকল কথা শুনতে পেলেম, আমরা নদীতীরে কিছুকাল বিশ্রাম কর্‌বার অভিপ্রায় কোল্লেম, মুরাদ কিন্তু অধীর হয়ে আরঙ্গজেবকে বারম্বার বিরক্ত কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আর বিলম্ব না কোরে অগ্রসর হবার পরামর্শ স্থির করুন।" তাঁর কথা কিন্তু রক্ষা হলোনা, আরঙ্গজেবের পরামর্শমত আস্তে আস্তে যাওয়াই স্থির হলো। আমরা এক্ষণে রয়ে-বোসে ধীরে ধীরে, অতি সতর্ক হয়ে আগরার অভিমুখে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লেম, পথের মধ্যে যখন যেরূপ সংবাদ পেতে লাগ্‌লেম, আমাদের অগ্রগমনের ব্যবস্থা তদনুরূপ হোতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

"সাঁতার না জান্‌লে বাপের পুকুরে
ডুবে মরে।"

শেষ কালে যে একটি ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হবে, নর্ম্মদা-তীরের যুদ্ধটি তারি পূর্ব্বসূত্র হয়ে রইল। দারা দুর্দ্দান্ত ক্রোধে অধীর হয়ে, সম্রাটের পরামর্শ না শুনে, আপনি সেনাপতি হয়ে চম্বল নদীর তীরে কুচ কোরে চোলে গেলেন। চম্বল নদী আগ্‌রা থেকে ত্রিশ ক্রোশ দূরে, সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে আমাদের নদী অবতরণের প্রতিবন্ধকতা জন্মাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার উচিত আয়োজন কোত্তে লাগ্‌লেন। এরূপ সতর্ক-হয়ে আট্‌ঘাট অবরুদ্ধ কোল্লে সে নদী পার হওয়া যে দুষ্কর হবে, আরঙ্গজেব সে বিষয় অপরিজ্ঞাত ছিলেন না, তাই আর পুরোবর্ত্তী না হয়ে, দারার বাহিনী দেখ্‌তে পায়, ঠিক এত অন্তরে অবস্থিতি কোত্তে লাগলেন, এই অবসরে নানা কৌশল কোরে একটি রাজার সঙ্গে মহা আত্মীয়তা কোল্লেন। রাজবর নানা অনুরোধে বাধ্য হয়ে তাঁর অধিকারের মধ্য দিয়ে আমাদের কুচ কর্‌বার অনুমতি

প্রদান কোল্লেন। নদীর যে স্থান তরণীর অথচ অরক্ষিত, আমরা তাঁর রাজ্য দিয়ে সেই স্থানে পৌছিব স্থির কোল্লেম। দারাকে বঞ্চনা কর্‌বার নিমিত্ত তাঁবুগুলি খাড়া কোরে রেখে আমরা চলে গেলেম। তিনি আমাদের প্রস্থান কর্‌বার সংবাদ অবগত হবার পূর্ব্বেই আমরা তাঁর নিকটে এসে পড়্‌লেম। তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি দেখে দারা আপনার গড় পরিত্যাগ কোরে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হলেন। আমরা যমুনার ধারে পৌছে, গড়বন্দির মধ্যে অবস্থিতি কোরে শত্রু-আগমনের প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম। একদিকে আমরা, অপর দিকে আগরা, ইহার মধ্যস্থলে দারা ছাউনি কোল্লেন, এই অবস্থায় চারি দিবস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করি, এ অবকাশের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় নাই। হঠাৎ একটা কথা উঠ্‌লো যে, নজকালী খাঁ দারার একজন সেনাপতি হয়েছেন, আমি কিন্তু সে কথা হেসে উড়িয়ে দিলেম, আমার মুখে নজকালীর অপমৃত্যুর কথা শুনে আরঙ্গজেব সন্তুষ্ট হোলেন। রাজকুমার কর্ম্মচারীদের ডেকে বল্লেন, আগামী যুদ্ধে যারা প্রসিদ্ধ খ্যাতাপন্ন হবেন, তাদের পুরস্কার কোর্‌বেন, তদ্ভিন্ন কুমার চিরানুগ্রহের আশা-ভরসা তাদের চক্ষের উপর ধোরে দিতে লাগ্‌লেন। সকলে প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্লেম, "তাঁর জন্ত আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, জীবন দেব, তথাচ বিমুখ হব না।" রাজপুত্র আমাদের বিদায় কোরে দিয়ে যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হোলেন। তোপগুলি লোহার শৃঙ্খলে পরস্পর যুক্ত কোরে শ্রেণীমত সম্মুখে সাজিয়ে রাখা হলো, শত্রুপক্ষের অশ্বারোহীরা আমাদের দলের মধ্যে প্রবেশ কোত্তে পার্‌বে না বোলেই এই কৌশল করা হলো, বড় বড় তোপের পশ্চাতে উটের পীঠে ছোট ছোট তোপ স্থাপিত করা হলো, তার পশ্চাতে বন্দুকধারী দাঁড়িয়ে, অশ্বারোহীরা সঙ্গীন, তলোয়ার ও তীর-ধনুক লয়ে ডাইনে বাঁয়ে ইতস্ততঃ হয়ে অথচ ব্যবস্থামত ছোড়িয়ে রইল। আমাদিগের ব্যূহ-রচনার মতন দারারও বাহিনীবিন্যাস হলো। অবিশ্রান্ত ঘন-গর্জ্জনের ন্যায় তোপের নিরন্তর ঘোরগভীর নির্ঘোষে, অবিশ্রান্ত ঝন্‌কার ন্যায় তীরের অনবরত সন্ সন্ শব্দে ধরা কম্পিতা কোরে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। ঘন ঘন তোপধ্বনির গভীর শব্দে কর্ণ বধির হোতে লাগ্‌ল, অনবরত ধনুষ্টঙ্কারের কড়কড় রবে দিক শুদ্ধ হোতে লাগল, তোপমুখনিঃসৃত রাশি রাশি ধূমপুঞ্জে গগন অন্ধকারময় হলো, ঐ সকল ধূমরাশি অপসৃত হয়ে যখন চারিদিক পরিষ্কার হয়ে পোড়্‌ল, সেই সময় দূর থেকে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেম, দারা একটা বিরাটাকার বৃহৎ হস্তীর উপর সোয়ার হয়ে হুকুম সাদের কোচ্ছেন, একদল অশ্বারোহী সঙ্গে লয়ে তাদের আগে আগে অকুতোভয়ে আমাদের তোপের মুখে অগ্রসর হোচ্ছেন, আমরাও অসঙ্কুচিত-মনে তাঁর সম্মুখবর্ত্তী হোতে লাগ্‌লেম, তিনিও সেইরূপ নির্ভয়ে আমাদের তোপাগ্নির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে লাগ্‌লেন, শত শত প্রাণী তাঁর পায়ের তলে পোড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌ল, তাঁর অনুগামী যে সকল সোয়ার ছিন্নভিন্ন হয়ে পোড়েছিল, তারা পুনরায় আপনার আপনার পদ ও স্থান গ্রহণ কোল্লে। তোপের ভীষণআক্রমণ পুনশ্চ আরম্ভ হলো, এই দ্বিতীয় বারেও আমাদের তোপাগ্নির মুখে মৃত্যুস্রোত, সংহারস্রোত ঘোর বেগে প্রবাহিত হোতে লাগলো, আমাদের তুরুক-সোয়ারেরা মোরিয়া হয়ে, নিবিড় সমর-তরঙ্গের মধ্যে সরোষে প্রবেশ কোরে, ঘোর মহামারি আরম্ভ কোরে দিলে। বিপক্ষের গোলন্দাজদিগের মস্তক ছিন্ন কোরে ভূমিসাৎ কোত্তে লাগল, তারা যেন অকালে যুগপ্রলয় উপস্থিত কোরে দিলে। উভয় পক্ষের তুরুক-সোয়ারে তুরুক-সোয়ারে কাটাকাটি আরম্ভ কোল্লে, তখন আর আমার অন্য কাজ ছিল না, কেবল কাট্‌তে কাট্‌তে, টুক্‌রো টুক্‌রো কোত্তে কোত্তে চোলেছি, আমার হস্ত দুখানি পরিশ্রম কোরে কোরে যেন ছিঁড়ে পোড়তে লাগ্‌লো, আমরা কে কেমন বীরত্ব প্রকাশ কোচ্ছি, আরঙ্গজেব তা নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌ছিলেন, তাঁর সঙ্গে একবার চোকোচোকি হওয়ায় রাজকুমার

একটু মুচকে হাসলেন, হাসবার কিন্তু বিশেষ কারণ কিছুই ছিল না। দারাও বেছে বেছে, চোনা চোনা কতকগুলি তুরুক-সোয়ার লয়ে আমাদের উপর চড়াও হোলেন, আমাদের পক্ষে বিস্তর লস্কর কেটে টুকরো টুকরো কোত্তে লাগলেন, আমাদের দল বল সংহার কোরে নিঃশেষপ্রায় কোরে ফেল্লেন, এমন কি, আরঙ্গজেবের পক্ষে আমরা, হাজার লোকের অধিক অবশিষ্ট ছিলেম না। দুইবার আমি ঢাল দিয়ে ঢেকে রাজপুত্রের প্রাণরক্ষা করি। আমি আমাদের লস্করগণকে ডেকে বোল্লেম, আমরা কদাচ পশ্চাৎ হট্‌ব না, তার অপেক্ষা বরং এই স্থানেই প্রাণ বিসর্জ্জন দেব, তথাচ বিমুখ হব না।

ঐ কথা শুনে আরঙ্গজেব অমনি বোলে উঠলেন, "কি! হটে যাব! আল্লার দিব্যি, তা কখনই হবে না! তোমরা যদি ছেড়ে যাও, যাবে, আমার হাতির পায় জিঞ্জির বেঁধে দাও, আমি এই স্থানেই থাক্‌ব, এই স্থানেই প্রাণত্যাগ করব।" ঐ সাহস বাক্য শুনে আহ্লাদে হোর্‌রা দিয়ে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লেম, বোল্লেম, "আমরা শেষ পর্য্যন্ত তোমার পাশে থাকব, কদাচ পরিত্যাগ কোরে যাব না।" রণভূমির অসমতা হেতু দারার পক্ষের তুরুক-সোয়ার বিস্তর থেকেও আমাদের অল্পমাত্র অথচ তেজোন্মত্ত লস্কর-দলের উপর চড়াও কোত্তে পাল্লে না, ইত্যবসরে দারা বীরমদে মত্ত হয়ে, ব্যাঘ্রের ন্যায় আস্ফালন কোরে, আমাদের বাম পার্শ্বের বাহিনী-দল ছিন্ন-ভিন্ন কোরে ফেল্‌তে লাগলেন, তারা কে কোথায় ছড়িভঙ্গ হয়ে পোড়তে লাগল, তার ঠিকানা ছিল না। দারা দুজন প্রধান রণকুশল সেনানায়ককে স্বহস্তে নিপাত করেন, তথাচ আজ দারার অশুভ দিন, অন্যকার যুদ্ধে জয়লাভ নিঃসন্দেহ তাঁরি হতো সত্য, কিন্তু নির্ব্বিবাদের সময় তাঁর সাহঙ্কার দাম্ভিক আচরণের বিষময় ফল আজ তাঁকে অনুভব কোত্তে হলো, সেই মহা পাপের ভোগ আজ তাঁকে ভোগ কোত্তে হলো, বিনাপরাধে গুণবান্ লোকের অনাদর অগৌরব করা যে মহা পাপ, সেটি আজ তাঁকে শিক্ষা কোত্তে হলো। দারার এক জন প্রধান সেনানায়ক ত্রিশ হাজার মোগল-বাহিনী লোয়ে তাঁর লস্কর-ব্যূহের দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা কোচ্ছিলেন, সেই ত্রিশ হাজার রণাসক্ত, সমরকুশল, মোগল সেনারা আমাদের সমুদায় দলবলকে উচ্ছিন্ন দিয়ে সমূলে নিপাত কোত্তে পাত্তো, কিন্তু ঐ সেনাপতি সমরক্ষেত্রের দূরে অবস্থান কোচ্ছিলেন, তিনি যুদ্ধে আদৌ লিপ্ত হন নাই, তার কারণ আর কিছুই নয়, কয়েক বৎসর গত হলো, দারা তাঁকে সাহঙ্কার পূর্ব্বক অপমান করেন, সেই অপমান অদ্যাপি বিস্মৃত হন নাই, তাঁর অন্তরে এ পর্য্যন্ত জাগরূক ছিল। দারা দেখ্‌লেন, সেই সমরনিপুণ সেনানায়ক এক্ষণে সহায়তা না কোল্লেও তাঁর জয়ী হবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হয়েছে, তথাচ তিনি ঘোড়ার উপর সোয়ার হয়ে সেনাপতির কাছে গিয়ে অনেক অনুনয় কোত্তে লাগ্‌লেন, সেনাপতি তখনও হাতীর উপর নিরুদ্বেগে বোসে আছেন। এক্ষণে হাতী থেকে নেমে ঘোড়ার উপর সোওয়ার হবার জন্য দারা তাঁকে অনেক যত্ন কোত্তে লাগ্‌লেন; বল্লেন, আমরা যুদ্ধে হেরে ছত্রাকার হয়ে চারিদিকে দৌড়িয়ে পালাচ্ছি, এক্ষণে কেবল পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া কোরে লয়ে যাও। ভিন্ন বাকি কিছুই নাই। ইত্যবসরে দারার লস্করেরা দেখ্‌লে, রাজপুত্র হাতীর উপর নাই, তাঁকে না দেখ্‌তে পেয়ে তখনি স্থির কোল্লে, দারা মারা পোড়েছেন, তাই তারা হঠাৎ উত্রাসে অভিভূত হয়ে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ছুটে পলাতে লাগ্‌ল, অল্পক্ষণের মধ্যেই দারার সমুদয় বাহিনী যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে ছত্রাকার হয়ে পোড়্‌ল, অবশেষে জয়ী পুরুষ পরাভূত হোলেন। দারা প্রাণভয়ে ও মনঃক্ষোভে অবসন্ন হয়ে পালিয়ে দিল্লীতে প্রস্থান কোল্লেন। সমরাসক্ত ভ্রাতাদের গতিপ্রবৃত্তিগুলি যথাক্রমে বিবৃত করা আমার অভিপ্রায়। সুজার কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, তিনি সংগ্রামে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোরেছেন, অধঃপাতে গেছেন বোল্লেই হয়,

দারাও তদ্রূপ, তিনি যুদ্ধে হেরে গিয়ে সম্যক্‌রূপে ছিন্নভিন্ন হয়ে পোড়লেন, তথাচ তাঁর মনে মনে আশা ছিল, সম্রাট্ শাজাহান তাঁর সহায়তা কোর্‌বেন, তাই এখনও জয়ী হবার প্রত্যাশা কোচ্ছিলেন। ভ্রাতাদ্বয় আরঙ্গজেব ও মুরাদবাকী আগরায় প্রবেশ কোরে বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী কোল্লেন, তার পরেই সমুদয় ওমরাওরা একত্র হয়ে ঐ ভ্রাতাদ্বয়ের অনুকূলপক্ষ হোলেন, হত-গর্ব্ব, হত-সম্পদ্ বৃদ্ধ নৃপবরের পক্ষ হয়ে একটি প্রাণীও একবার নিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লে না, মুখের একটা কথাও বোল্লে না। একপরামর্শী উভয় ভ্রাতা দারার অনুসরণে বাহির হোলেন, দারা তখন পালিয়ে দিল্লীতে অবস্থিতি কচ্ছিলেন। আমাদের প্রথম দিবসের কুচের পর মীর খাঁ নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে আরঙ্গজেবের যে কথোপকথন হয়, আমি তা উপবর্ণন করি; মীর খাঁ সম্প্রতি রাজকুমারের অতি বিশ্বস্তপাত্র হয়েছেন। এই কথোপকথনের ভাবার্থ অবগত হয়ে ত্রাসে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগ্‌লো, তাঁরা মুরাদবাকীর প্রতিকূলে সাংঘাতিক কালচক্রের কৌশল কোচ্ছিলেন. আমি মনে মনে বোল্লেম, হায়! ছলনারূপ ছদ্মবেশের মুখস দূরে টেনে ফেলে দেওয়া হবে, রাজপুত্র আরঙ্গজেব তারি অবসর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এক্ষণে আমরা মথুরায় আছি, আগরা থেকে ছোট ছোট চার্‌মঞ্জিল দূরে মাত্র। যদি সাধ্য হয়, দুর্ভাগ্য মুরাদের প্রাণরক্ষা করবো, এইটি মনে মনে স্থির কোল্লেম.সেই অভিপ্রায়ে নিশীথরাত্রে মুরাদের পরম মিত্র, তাঁর সৎপরামর্শদাতা, খোজা শাহা আবিয়াসের অনুসন্ধান কোরে সাক্ষাৎ কোল্লেম। আরঙ্গজেব ও মীর খাঁর মধ্যে যে দুরন্ত দুর্জ্ঞেয় কৌশলের কথোপকথন হয়, সেই দুরূহ বৃত্তান্তটি তাঁকে অবগত করালেম, খোজা ধন্যবাদের উপর ধন্যবাদ কোরে আমার উপর ধন্যবাদের একটি বোঝা চাপিয়ে দিলেন, তিনি আমায় তাঁর প্রভুর প্রাণদাতা বোলে সম্বোধন কোত্তে লাগ্‌লেন, তার পর রাজকুমার মুরাদের সম্মুখে আমায় লোয়ে গেলেন। মুরাদবাকীর ভাবভঙ্গিতে বোধ হলো, তিনি যে মনে কোল্লেন, আমি তাঁর ভ্রাতার কথোপকথনের মধ্যে প্রবেশ কোত্তে পারি নাই, তার মর্ম্ম বুঝতে পারি নাই, রাজপুত্র আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন না, তাঁর মনে বিশ্বাস হলো না,খোজা মুরাদের পায়ের তলে পোড়ে বিস্তর অনুনয়-বিনয় কোরে বোল্‌তে লাগলেন, আগরায় ফিরে চলুন, সেখানে আরঙ্গজেব পর্য্যন্ত আপনাকে সম্রাট্ বোলে স্বীকার কোরেছেন, সে স্থানে গেলে আপনি নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌বেন। যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ কখনই হয় না, রাজপুত্র আমাদের কথা গ্রাহ্যই কোল্লেন না, আমরা যত কাতর হয়ে, যত কেঁদেকোকিয়ে নিষেধ কোত্তে লাগ্‌লেম, রাজকুমার ততই জেদ কোরে অবাধ্য হোতে লাগ্‌লেন,শেষে স্পষ্টই বোল্লেন,তাঁর রাজভ্রাতা আরঙ্গজেবের সঙ্গে একত্র হয়ে দারার অনুসরণে নিতান্তই গমন কোর্‌বেন,কারুর কথাই শুন্‌বেন না। দুঃখিতহৃদয় খোজা নিরুপায় দেখে. শেষে কুমারকে এই কথা বুঝিয়ে বোল্লেন,তিনি যেন আগামী কল্য তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে না যান। আরঙ্গজেব যে মুরাদবাকীকে মোহিনীমন্ত্র পড়িয়ে বশীকরণ কোরেছিলেন,সে কুহকমন্ত্রের এত প্রভাব, কি স্বযুক্তি, কি হিতবাক্য, কি কাতর অনুনয়, কিছুই তার কাছে থাই পেলে না, আরঙ্গজেবের কুহকজালে পড়ে বুদ্ধিশুদ্ধির লোপাপত্তি হয়ে কুমার যেন ভেড়া বোনে গেছিলেন, আরঙ্গজেব মৌখিক স্তবস্তুতি কোরে, তাঁকে এত বাধ্য, এত বশ্য কোরেছিলেন যে, অগত্যা আবিয়াসকে বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। রাজকুমার মুরাদ এই উক্তি কোল্লেন. "যেমন নিত্যপ্রথা আছে, আজও সেইরূপ ভ্রাতার সঙ্গে সায়ংকালে একত্রে আহারাদি কোর্‌বেন", ঐ কথা শুনে আমি সেখান থেকে উঠে চোলে এলেম,কুমার যাতে সেখানে আহার কোত্তে না যান, তার জন্যে আবিয়াস ভারি যত্ন পেতে লাগ্‌লেন। যে সকল কর্ম্মচারীরা এই শেষ যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে

বেঁচে এসেছিলেন, অদ্যকার সায়াহ্নিক আহারের সময় তাঁদের সকলকেই আহ্বান করা হলো। আরঙ্গজেব আমার বিস্তর আদর-গৌরব কোত্তে লাগ্‌লেন, আমার বীরত্বের গুণে তাঁর দুবার প্রাণরক্ষা হয়, অন্য কেউ নয়, তিনি স্বয়ং তার সাক্ষীর স্থল। ধূর্ত্ত আরঙ্গজেব অন্য অন্য দিন অপেক্ষা আজ অতিরিক্ত সম্মান, অতিরিক্ত বিনয় ও নম্রতা দেখিয়ে মুরাদবাকীর সমাদর কোল্লেন। তিনি যখন উঠে দাঁড়িয়ে মুরাদবাকীকে কোল দিলেন, তখন বোধ হলো, তাঁর নেত্রকোণ দিয়ে যেন অশ্রু গোড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো। আহারের সময় নানাপ্রকার হাস্য-কৌতুক চল্‌তে লাগলো, প্রফুল্লচিত্ত যতদূর হোতে হয়, তা হোলেন। আহারান্তে কাবুল ও সিরাজজাত উত্তম উত্তম উপাদেয় সরাব এসে উপস্থিত হলো। আরঙ্গজেব তখন গাত্রোত্থান কোরে বোল্লেন,"শ্রীমান্ সম্রাট্ আমার গুরুতর মনোধর্ম্ম অবগতই আছেন, ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানের ন্যায় আমি নানাবিষয়ে সংশয় জ্ঞান কোরে থাকি, সেই সংশয়ের নিমিত্ত আমি মদ্যপানে আমোদী হই না, এক্ষণে আমার এখানে না থাকাই সৎপরামর্শ, তথাচ শ্রীমান্ সম্রাট্‌কে একলা না থাকতে হয়, তাই ভাল ভাল লোক তাঁর কাছে রেখে দিয়ে আমি অন্তঃপুরে চোল্লেম, উপস্থিত মীর খাঁ প্রভৃতি অন্য অন্য বান্ধবেরা পার্শ্ববর্ত্তী হয়ে আপনার চিত্তবিনোদন কোর্‌বেন।"

মুরাদের বেআড়া পানদোষ ছিল, তাই এক্ষণে পরম উপাদেয় সিরাজ সরাব পেয়ে, যত পাল্লেন পেটে পুল্লেন, আকণ্ঠোদর পান কোরে জ্ঞানের মাথা খেয়ে বসলেন, তখন নেশায় ঢুলু ঢুলু হয়ে ভাই-বেরাদরদের গাল্ মন্দ দিয়ে মুখবাজি কোত্তে সুরু কোরে দিলেন, তাঁর তখন হাতও ছুট্‌তে লাগ্‌ল, যাকে সম্মুখে পান, তাকেই মেরে বোস্‌তে লাগ্‌লেন, তার বাচ্‌বিচার ছিল না। খানিকক্ষণ দাপাদাপি মাতামাতি কোরে, শেষে তাঁর হাত পা অবশ হয়ে সর্ব্বশরীর এলিয়ে দিলে, রাজকুমার অজ্ঞান অচেতন হয়ে পোড়লেন, তাই দেখে আমি সেখান থেকে উঠে চোলে এলেম, তার পূর্ব্বে কুমারকে ক্ষান্ত কার্‌বার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন, বিস্তর কৌশল কোরেছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই বাগ্‌মানাতে পাল্লেম না, তাই দেখে মনে মনে স্থির কোল্লেম, আজ মুরাদের চরম দিন উপস্থিত, শুদ্ধ তাঁকে ছারেখারে দেবার নিমিত্ত, শুদ্ধ তাঁকে অধঃপাতে পাঠাবার নিমিত্ত, আজ এই কালফাঁদ পেতে বসা হয়েছিল। হা দুর্ভাগ্য নর! কেন তুমি তোমার মিত্রবর খোজার চৈতন্যগর্ভ জ্ঞানপ্রদ বাক্যগুলির প্রতি বধির হলে? আমি অধিকক্ষণ সেখান থেকে চোলে আসি নাই, এর মধ্যেই ভোজনোৎসব তাঁবুর মধ্যে মহাগোলমাল বেধে উঠেছে। শুন্‌তে পেলেম, শুনে তখনি সেই দিকে ছুটলেম, এসে দেখি না, আরঙ্গজেব মহা উগ্রমূর্ত্তি হয়ে গভীর গর্জ্জন কোরে বোল্‌ছেন, "কি লজ্জা! কি কলঙ্ক? তুমি না রাজ্যেশ্বর? তোমার এই কীর্ত্তি? এত অনবধান? এত অসাবধান? এত অপরিণামদর্শী? ব্রহ্মাণ্ডের লোক তোমাকেই বা কি বোল্‌বে, আমাকেই বা কি বোল্‌বে? ঐ হতভাগ্য নরাধম মাতোয়ালাকে হাতে পায়ে বেঁধে একটা নির্জ্জন অন্ধকূপে টেনে নিয়ে ফেলে রেখে দাও, সেইখানে সে ঘুমিয়েই লজ্জার অবসান করুক।"

আরঙ্গজেবের মুখ দিয়ে এই হুকুম বেরুতেই তৎক্ষণাৎ সেটি তামিল করা হলো। দেখলেম, দুর্ভাগ্য মুরাদের হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি দিয়ে আগে তাঁকে বন্দী কোল্লে, তিনি হাত-পা ছুটিয়ে হুটোপাটি কোত্তে লাগলেন, বারংবার চীৎকার কোরে বাড়ী কাঁপাতে লাগলেন। কুমার কিন্তু যতই চীৎকার করুন, হাত পা ছুটিয়ে যতই হুটোপাটি করুন, তাঁর সে চীৎকার শোনেই বা কে? যদিও ছাড়াবার নিমিত্ত মুরাদ বিস্তর ছটোছুটি, বিস্তর দাপাদাপি কোল্লেন, তথাচ তাঁকে বেঁধে ফেল্লে, চেপে ঠেসে বেঁধে ফেল্লে, তাঁর তত বল ও সামর্থ্য থাকৃতেও,তত হাতবাগড়াবাগড়ি সত্ত্বেও মুরাদকে বাঁধা পোড়তে

হলো। বেঁধে ফেলে, তার জন্যে যে অন্ধকূপ নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, সেই অন্ধকারাগারের মধ্যে ফেলে রেখে দিলে। মুরাদের অনুগত পক্ষেরা ঐ সকল গ্লানির কথা শ্রবণ কোরে কুমার যে ঘরে কয়েদাবস্থায় ছিলেন, সেই ঘরে তারা জোর কোরে প্রবেশ কোত্তে যাচ্ছিলো, মুরাদের এক জন প্রধান কারপরদাজ তাদের নিষেধ কোরে ক্ষান্ত কোল্লেন, আরঙ্গজেব মূল্য দ্বারা ক্রয় কোরে তাঁকে আপনার পক্ষে এনেছিলেন। এ দিকে গুপ্তচরের প্রতি ইঙ্গিত হলো, তারা ছাউনিতে ছাউনিতে গিয়ে, উঠ্‌তে বোস্‌তে মুরাদের দুর্নাম কোরে ফিত্তে লাগ্‌ল, মুখে কিরে দিব্যি কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, তারা তৎকালীন সেখানে উপস্থিত ছিল, মুরাদ যে মাতোয়ালা হয়ে আরঙ্গজেবকে অকথ্য কথা বোলে গালাগালি দিয়েছেন, তারা তা স্বকর্ণে শুনেছে, স্বচক্ষে দেখেছে, এক্ষণে আটক কোরে রাখা নিতান্ত আবশ্যক বোলেই তাঁকে বন্দী করা হয়েছে, একটু পরেই আবার খালাস কোরে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে, মুরাদের প্রধান প্রধান কার্‌পরদাজদিগকে বিস্তর অর্থ ঘুস্ দিয়ে তদ্দণ্ডেই তাদের বেতন বৃদ্ধি কোরে দেওয়া হলো। এই সকল ফেরেব-ফেতরাজির ফাঁদ পেতে সকলের মুখ বন্ধ কোরে দিলেন। পরদিন প্রাতে একটিও অসন্তোষের মূর্ত্তি লক্ষিত হলো না, তাই দেখে আরঙ্গজেবের মনে বলও হলো, সাহসও হলো, তাঁর দুর্ভাগ্য ভ্রাতাকে কড়াক্কড় বন্দী কোরে দিল্লীতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে গ্লিআর নামক কেল্লায় কয়েদ কোরে রেখে দেওয়া হলো, কেল্লাটি একটি নদীগর্ভের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

আরঙ্গজেব এক্ষণে তাঁর অভিলাষের চরম চূড়ায় আরোহণ কোরেছেন, ছল, চাতুরী, প্রবঞ্চনার প্রভাবে সকল ভ্রাতাকেই নিশ্চিত কোরে ফেলেছেন, দারার অনুসরণের জন্য তাঁর পশ্চাদ্গমন করা আবশ্যক বিবেচনা কোল্লেন না। আরঙ্গজেব শুনেছিলেন, মতিভ্রান্ত দারা সিন্ধুনীর অন্তর্গত টাটা-নামক দুর্গে আশ্রয় লয়েছেন, দুর্গটি সিন্ধু নদের উপর অবস্থিত। আরঙ্গজেব কিন্তু তথাচ এককালীন নির্ভয় কি নিরুৎকণ্ঠ হোতে পাল্লেন না, কিছু দিন পরে শুনতে পেলেন, দারা গুজরাটের আহামাদাবাদ অধিকার কোরেছেন, সে বড় তাচ্ছিল্য কর্‌বার বিষয় নয়, আরঙ্গজেবও সে অসুখটি মনে মনে অনুভব কোত্তে পেরেছিলেন। কুমার দারার প্রতিকূলে যাত্রা কোত্তে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আগরা পরিত্যাগ কোরে তত দূরে গমন কোল্লে বিপদ্ ঘটবার সম্ভাবনা, সেই বিবেচনা কোরে ক্ষান্ত হোলেন। অচিরে সুলতান সুজা একদল বলবান্ বাহিনী লোয়ে নক্ষত্রবেগে চোলে আসছিলেন, ঐ সংবাদ শ্রবণ কোরে কুমার অতিশয় উদ্বিগ্ন হোলেন। আরঙ্গজেবের পদগৌরব এখন পর্য্যন্তও সংশয়ের স্থল। সময়োচিত বিচার-বিবেচনার পর সুজার প্রতিকূলে রণযাত্রা কোর্‌বেন স্থির কোল্লেন, সুজা তখন গঙ্গাপার হয়ে আলাহাবাদে এসে পৌঁছিলেন।

এদিককার বিষয়-ব্যাপার এতদূর পর্য্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, এক্ষণে জেম্‌লার চক্রপরামর্শের নিতান্ত প্রয়োজন, তিনি দৌলতাবাদের কারাবাস থেকে মুক্তি পেয়ে আমাদের সঙ্গে একত্রিত হোলেন, দারা পলাতক হওয়াতে তাঁর স্ত্রী পরিবার অব্যাহতি পেলেন, সুতরাং আরঙ্গজেবের মানস পূর্ণ হবার জন্য তাঁকে আর বন্দী অবস্থায় থাকবার প্রয়োজন হোচ্চেনা। সুলতান সুজার সঙ্গে দ্বিতীয়বার ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো, আমাদের পক্ষের আরোহীরা সুন্দররূপ বীরত্ব দেখিয়েছিল। অনেক বীরপুরুষ ধূলায় পোড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো, অনেকে আবার কয়েদও হলো, তাদের সঙ্গে আমিও বন্দী হোলেম, কিন্তু ক্ষতবিক্ষত হয়ে সর্ব্বাঙ্গ অবশ না হোলে আর আমি সহজে ধরা দিইনি। যে ভ্রম-প্রমাদের দোষে দারা রাজকিরীট হারালেন, আরঙ্গজেবকে অবিকল সেইরূপ ভ্রম-প্রমাদ থেকে আগে রক্ষা করে, শেষে আমি কয়েদ হোলেম,—রাজপুত্র যে হাতীর উপর সোয়ার হয়ে বসেছিলেন, একটি তীর এসে তার মাহুতের প্রাণ

সংহার কোরে, হস্তীটি ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে ছুটে বেড়াতে লাগ্‌লো, যে তখন বশতাপন্ন হোচ্ছিল না, আরঙ্গজেব তাই দেখে নেমে পড়বার উদ্‌যোগ কোল্লেন, এই সময় আমি চীৎকার কোরে বোল্লেম, "আপনি বোসে থাকুন, কদাচ নামবেন্ না, দারার কথা স্মরণ করুন, তিনি হাতী থেকে নামাতেই সে দিনটি জলাঞ্জলি দিলেন।" আমি যখন তাঁকে ঐ কথা বলি, তখন আমার অন্য দিকে দৃষ্টি ছিল না, সেই সময় আমার উরুতে একটা তীর বিদ্ধ হলো, তার পরক্ষণে আর একটি তীর স্কন্ধদেশ ভেদ কোল্লে, আমি টাল সাম্‌লাতে না পেরে ঘোড়া থেকে পোড়ে গেলেম, তখনি কতকগুলি শত্রুপক্ষ পোড়ে আমায় ঘেরে ফেল্লে, তারা আমায় ধোরে নিয়ে তাদের তাঁবুর মধ্যে লোয়ে গেল।

আরঙ্গজেবকে সতর্ক কোরে দিয়ে যেরূপ প্রমাদ থেকে বাঁচিয়ে দিছিলেম, সুলতান সুজা অবিকল সেইরূপ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হোলেন, কুমার যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোত্তে বাধ্য হোলেন। তাঁর সৈন্যেরা তাঁকে হস্তীপৃষ্ঠে দেখ্‌তে না পেয়ে স্থির কোল্লে, তবে সুলতান মারা পোড়েছেন, তাই তারা হাহাকার হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পোড়্‌ল, এক্ষণে সুশৃঙ্খল পূর্ব্বক যার যে স্থানে অবস্থান করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌লো। একটি কণ্ঠস্বর, সে স্বর আমি ভালরূপ পরিজ্ঞাত ছিলেম, চেঁচিয়ে বোল্লে, "সাদক! আর সময় নাই, আমরা পালিয়ে প্রস্থান কোল্লেম, তুমি তোমার সৌভাগ্যবান্ রাজপুত্রের নিকট অবিলম্বে চোলে যাও, আমি আমার পরাভূত সুলতান সুজার পশ্চাৎবর্ত্তী হোলেম।"

দেলজানের ভ্রাতা ইউসোফ, তাঁরি ঐ কণ্ঠস্বর। তাঁর কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেয়ে, বিশেষতঃ তিনি যে তত হৃদয়বান্ হয়ে আমার সঙ্গে আত্মীয়তা কোল্লেন, তাই মনে কোরে আমার অন্তঃকরণ তাঁর জন্যে অতিশয় কাতর হলো, তখন আর কিছু স্মরণ না হয়ে, অকস্মাৎ দেলজানের নাম উচ্চারণ কোরে কেবল অশ্রুপাতচ্ছলে তাঁর কথার প্রত্যুত্তর কোল্লেম। ইউসোফ বোল্লেন, "কি আক্ষেপ! সে কোথা? দেলজান এক্ষণে কোথা? আমি কতই অনুসন্ধান কোরেছি, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাইনি।"

আমি বোল্লেম, "ইউসোফ! দেলজানের পরলোকপ্রাপ্তি হয়েছে।" ইউসোফ এই দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর সংবাদের কালগ্রাস থেকে কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন মনে কোরেছেন, এমন সময় কতকগুলি সৈন্য তাঁকে ডেকে নিয়ে বোল্লে, এই বেলা প্রস্থান কর, নচেৎ আরঙ্গজেব হুকুম দিয়েছেন, সুজার অনুগামীদের মধ্যে যারা পশ্চাতে পোড়ে আছে, তারা যেন প্রাণ লোয়ে ফিরে যেতে না পারে, যাকে পাবে, তাকেই কোতল কোর্‌বে। ইউসোফ কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য না কোরে, তাঁর ভগ্নীর অদৃষ্টের সবিশেষ বৃত্তান্ত শোন্‌বার জন্য ব্যাকুল হোলেন, আমি তাঁর বিষাদাবহ দুঃখের কথাগুলি বোলে শেষ কোত্তে পারিনি, এমন সময় আমাদের কতকগুলি পদাতিক তাঁবুর মধ্যে হুড় হুড় কোরে ঢুকে পোড়ে দুর্ভাগ্য ইউসোফকে গ্রেপ্তার কোল্লে, তাঁকে নিয়ে তখনি বলিদান দেয় আর কি, আমি তখন আরঙ্গজেবের দোহাই দিয়ে তাদের ক্ষান্ত হোতে বোল্লেম, যে পর্য্যন্ত দ্বিতীয় হুকুম না হয়, সে পর্য্যন্ত তারা যেন ক্ষান্ত থাকে, এই কথা বোল্লেম, তখন আমি সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে পোড়ে আছি, লস্করেরা তত দুরবস্থাপন্ন দেখেও আমার নিষেধটি অমান্য কোল্লে না, ইউসোফ কিন্তু তাদের হাতে বন্দী হোয়ে রইলেন।

আমি রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম, কুমার আমায় কোল দিয়ে, আমি তাঁর বিশ্বস্ত বীরবন্ধু, এই নাম প্রদান কোরে, আমার গৌরব বাড়ালেন; বোল্লেন, আমার নিকট তিনি বিস্তর ঋণী হয়ে আছেন, আমি যুদ্ধের ঘটনা উপলক্ষে স্তব-স্তাবক হয়ে আনন্দমনে মঙ্গলবাদ কোল্লেম, সেই সময় ইউসোফের অনুকূলে প্রার্থনা কোত্তেও সাহসী হোলেম। আমার প্রার্থনা সফল হলো, তদ্ভিন্ন কুমার

মুক্তিপ্রাপ্ত যুবাকে একটি অশ্ব প্রদান কোত্তেও অনুমতি কোল্লেন, ঐ অশ্বে আরূঢ় হয়ে ইউসোফ তাঁর পলায়নপর সরদারের অনুগমনই করুন, অথবা যেখানে তাঁর প্রাণ চায়, সেই খানেই যান, যা ইচ্ছা তাই করুন, আরঙ্গজেব এই হুকুম দিয়ে দিলেন।

ইউসোফ আমায় অজস্র সাধুবাদ কোরে বোল্লেন, তিনি আগরায় যাবার মনন কোরেছেন, সেই স্থানে নিরুৎকণ্ঠ হয়ে স্বচ্ছন্দচিত্তে বাস কোরবেন, যেহেতু, সুজা নিতান্তই অধঃপাতে গেছেন, আর তিনি বীর প্রভাবে তেজস্বী হয়ে গৌরবাসনের শোভা হবেন না, তবে একণে তাঁর অনুসরণ করা উন্মাদের কার্য্য। পক্ষান্তরে, সুজার শত্রুর দলে মিলিত হোলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, প্রাণসত্বে তাদৃশ গ্লানির ভাজন ইউসোফ কখনই হবেন না। আমি তাঁর খুলতাত বরকন্দাজ খাঁর কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, ইউসোফ বোল্লেন, নর্ম্মদা তীরের যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মৃতকল্প হোতে দেখেছি, তদ্ভিন্ন তাঁর ব্যবহারে দারা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ কোরেছেন, তিনি কেন পূর্ব্বে পরপারে এসে আরঙ্গজেবের নদীপার হওয়া অবরোধ কোল্লেন না, সেই অপরাধে দোষী কোরে দারা তাঁকে হতশ্রদ্ধা কোত্তে লাগলেন, বরকন্দাজ খাঁ আপনার সাফাইয়ের নিমিত্ত বোল্লেন, তৎকালীন কাশীম খাঁ সেনাপতি, আমি মনে কোল্লেম, পরাধিকারে হস্তক্ষেপ কোত্তে আমার ক্ষমতা নাই। ঐ কথা শুনে ক্রোধে দারার শ্বাসাবরোধপ্রায় হইল। ইউসোফ বোল্লেন, আমি তো এই সকল কথা শুনেছি, তবে সত্য কি মিথ্যা, তা বোল্‌তে পারি না। তাঁর প্রিয় ভগীর শোকাবহ মৃত্যুর কথা শোন্‌বার জন্য ইউসোফ আমায় বারংবার অনুরোধ কোত্তে লাগলেন, তখন নুরমহলকে অভিসম্পাতের উপর অভিসম্পাত কোরে গালাগালি দিতে লাগ্‌লেন, তিনি বোল্লেন, নিঃসন্দেহ সেই পাপীয়সীর জন্যে কালের ভাণ্ডারে ঘোরদণ্ড সঞ্চিত হয়ে আছে।

আমরা পরস্পর বিদায় হোলেম, শিবিরের হাকিম আমায় দেখ্‌তে এলেন, ক্ষতগুলিতে পটী প্রদান কোরে আফিং-ঘটিত ঔষধ সেবন কোত্তে অনুমতি কোল্লেন, ঐ মাদক আর সে দিবসের অবসাদ আমায় সুমধুর গভীর নিদ্রায় অভিভূত কোল্লে। পরদিন শুনলেম, রাজপুত্র আমীর জেমলাকে, তাঁর পুত্র সুলতান মহম্মদকে, একদল বলমত্ত সৈনিকের বাহিনীপতি করেছেন, তাঁরা ঐ সৈন্যদল লয়ে সুলতান সুজার বিরুদ্ধে রণযাত্রা কোর্‌বেন। রাজকুমার এই স্থলে তাঁর অপরিমিত সতর্কতার, তাঁর প্রচুর ধূর্ত্ততার পরিচয় প্রদান কোল্লেন, আমীরের বুদ্ধিপ্রভাব, তাঁর বীরবিক্রম, কুমারের অন্তঃকরণ ভয়ে পরিপূর্ণ করেছিল। তাঁর পুত্রও পিতৃশাসনে অবস্থান কোত্তে অধীরতা প্রদর্শন করেছিলেন। সুলতান মহম্মদ অহঙ্কার পূর্ব্বক আপনার নৈপুণ্যের প্রতি, আপনার বীরপ্রতাপের প্রতি নিয়তই শ্লাঘা কোত্তেন। আরঙ্গজেব আমীর জেমলাকে যাবজ্জীবন বঙ্গের রাজত্ব প্রদান কোর্‌বেন বোলে অঙ্গীকার কোল্লেন, তাঁর অবর্ত্তমানে সুলতান মহম্মদ ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমীর-উল-ওমরা অর্থাৎ ওমরাহপ্রধান হবেন, এই কথা স্বীকার কোল্লেন। দারা একণে পলায়িত হয়ে কখন তাঁর আপনার মন্ত্রীদের অসৎ পরামর্শের উপর, কখন বিশ্বাস-অপহারক রাজারাজড়াদিগের কথার উপর অবলম্বন কোত্তে লাগ্‌লেন। তিনি আহামাদাবাদে প্রবেশ কোর্‌বার উদ্‌যোগ করাতে তথাকার অধিনায়ক সিংহদ্বার অবরুদ্ধ কোরে রাজপুত্রকে ভিতরে প্রবেশ কোত্তে দিলেন না, সে ব্যক্তি কিন্তু তাঁর আপনার চিহ্নিত লোক, আরঙ্গজেব অর্থ দ্বারা ক্রয় কোরে নিজপক্ষে এনেছিলেন। একণে সে ব্যক্তি সদরদরজা অবরুদ্ধ করায় দারা নিরুপায় দেখে হতাশ হয়ে পড়্‌লেন, ইত্যবসরে সুজা বঙ্গদেশে সমরানল প্রজ্বলিত কোল্লেন, দারা টীটা নামক দুর্গের আশ্রয় লইলেন, টীটার অধিনায়ক তাঁকে রক্ষা কোর্‌বেন বোলে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হোলেন, তথায় কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গের সন্দেহ হতে দারা সে দুর্গ পরিত্যাগ কোরে জীহন খাঁ নামক পাঠানের

শরণাপন্ন হোলেন, সে পাপাত্মা অর্থ পূর্ব্বক স্বর্ণগুলি অপহরণ কোরে লোয়ে, কুমারকে পুনঃরূপে একটি হস্তীর পৃষ্ঠে বন্ধন কোরে, পশ্চাতে একটি জল্লাদ বসিয়ে তাঁর বিজয়ী ভ্রাতা আরঙ্গজেবের নিকটে দিল্লীতে লোয়ে চল্লো।

দারা আমার প্রতি চিরনির্দ্দয় ছিলেন সত্য, কিন্তু এক্ষণে তাঁর দুর্দ্দশা দেখে করুণা-চক্ষে সমাদর না কোরে থাক্‌তে পারেম না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে সৌলনদ্বীপজাত বিরাটাকার প্রকাণ্ড প্রভাবাপন্ন হস্তীর উপর আরূঢ় হতেন, হস্তীটি আবার প্রগল্‌ভবেশবিন্যাসে বিরচিত হইত, একখানি স্বর্ণজড়িত চিত্র-বিচিত্রিত মনোহর চৌকী ঐ হস্তীর পৃষ্ঠে বিরাজ করিত, তার উর্দ্ধে একটি উজ্জ্বলদর্শন রমণীয় চন্দ্রাতপ শোভা করিত, সেই অভাগা রাজপুত্র আজ একটি হাড়দুঃখী অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট, বিষ্ঠাক্লেদে আপাদমস্তক পরিপূর্ণ হস্তীর উপর ম্লানবদনে বসে আছেন, দেখ্‌লেম, তাঁর বিজলীসদৃশ মতির হার, যে হারের গৌরবে হিন্দুস্থানের বাদশাজাদারা চির-প্রসিদ্ধ, এক্ষণে আর তাঁর রাজকণ্ঠে শোভা কচ্চে না, সে মণিময় জড়াও পরিচ্ছদ নাই, সে বুটাদার কারচুপি চিকণ পাগ্‌ড়ীও নাই, কেবল পুত্র মাত্র সঙ্গে, সে ব্যক্তিও অতি অবস্থ পরিচ্ছদ পরিধান কোরে তাঁর পিতার পার্শ্বে বোসে আছেন, বস্ত্রগুলি অসভ্যের ন্যায় অতি মোব্‌লা, অতি স্থূল, মস্তকে একটি দীনদুঃখী মলিন পাগ্‌ড়ী, কাশ্মীরী পশমের একপাটার সঙ্গে জড়ান, সেরূপ কুৎসিত পাগ্‌ড়ী ইতর-লোকেরাই ব্যবহার কোরে থাকে।

এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত কোরে, দারাকে আর তাঁর পুত্র সলিমান সিকুকে নগর, বাজার ও রাজপথের মধ্য দিয়ে লোয়ে চলেছে। এই অপমানপূর্ণ লজ্জাকর দীনদশা দেখ্‌বার জন্য প্রকাণ্ড ভিড় উপস্থিত হলো, হতভাগা দারার অদৃষ্টের প্রতি নিরীক্ষণ কোরে অনেকের অশ্রুপাত হতে লাগ্‌ল, স্ত্রীগণেরা, বালক-বালিকারা চীৎকার শব্দে রোদন কোরে গগন বিদীর্ণ কোত্তে লাগ্‌ল, তাদের করুণাবিলাপ শ্রবণ কোরে, জ্ঞান হোতে লাগ্‌লো, কি যেন একটা ঘোর বিপৎপাত হয়েছে। বিশ্বাসঘাতক জীহন খাঁ, যে ব্যক্তি রাজপুত্র দারাকে ধৃত কোরে আরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ কোরে, সে ব্যক্তি নিজে একটি ঘোড়ার উপর সোয়ার হয়ে হস্তীর পাশে পাশে চোলে আসছিল, দুরাত্মাকে দেখে, সহরের যাবতীয় লোক গালাগালির তবক উপহার দিয়ে, তার সমাদর কোত্তে লাগ্‌লো, শুধু তাতেও তারা ক্ষান্ত হয় নাই, ইট পাথর পর্য্যন্ত ছুড়ে ছুড়ে মাত্তে লাগ্‌লো। দারার দুরবস্থা দর্শন কোরে, লোকে ততদূর পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়েও বন্দী-রাজপুত্রের উদ্ধারের নিমিত্ত কাহারও প্রবৃত্তি প্রবাহিত হলো না, অবশেষে রাজপুত্র কারা-গৃহে প্রেরিত হোলেন। পক্ষান্তরে দারার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হবে, সেই বিষয় স্থির কর্‌বার নিমিত্ত মন্ত্রণাসভার আহ্বান করা হলো আমিও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেম। সভার অর্দ্ধেক লোক দারার মৃত্যুতে সম্মতি প্রদান কোল্লেন, কিন্তু আমি বিপরীত মত দিলেম। আমি যেমন আমার বক্তৃতা শেষ কোরে বোসেছি, এমন সময় রসিনারা বেগম উন্মত্ত ক্রোধে অধীরা হয়ে, "দারার প্রাণদণ্ড কর", দৃঢ়কণ্ঠে এই রব কোত্তে কোত্তে সেই মন্ত্রণার ঘরে সবেগে প্রবেশ কোল্লেন। দারার সঙ্গে রাজকুমারীর অনেকদিনাবধি অতিশয় শত্রুতা ছিল, তাই রাজবালা দুঃসময় বুঝে আপনার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি চরিতার্থ কোত্তে উপস্থিত হোলেন। তন্বীর মুখে ঐ কুরব শ্রবণ কোরে আরঙ্গজেবের হঠাৎ প্রবৃত্তি হওয়ায়, তাঁর মন্দভাগ্য সহোদরের প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেন। নাজীর নামে একজন ক্রীত-দাস ছিল, তারি উপর বধদণ্ডের ভার সমর্পণ করা হলো, কোন্ কালে নাকি দারা তার সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার কোরেছিলেন, তাই সে ব্যক্তি হৃষ্টমনে এই নিষ্ঠুর ভার গ্রহণ কোল্লে।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দারার ছিন্নমস্তক বিজয়ী-পুরুষ আরঙ্গজেবের সম্মুখে নীত হলো, আরঙ্গজেব এক বিন্দু বা দুবিন্দু অশ্রুপাত কোরে, উচ্চরবে আক্ষেপ কোরে বোল্লেন,

"আঃ বদ্‌বক্ত! এই ঘোর মর্ম্মঘাতী দর্শন দ্বারা আর আমার চক্ষুদ্বয়কে দগ্ধ করিস্‌ না, মস্তকটি এখান থেকে উঠিয়ে লোয়ে কবর দাও।" তার পর আমার আহ্বান হওয়ায়, আমি আরঙ্গজেবের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেখি, রাজকুমার প্রসন্নচিত্তে পায়চারি কোচ্চেন. আমায় দেখে বোল্লেন, "সাদক! সেই বিশ্বাসঘাতী জীহন খাঁ বিশ্বাসঘাতকতার নিমিত্ত পুরস্কারের প্রার্থনা কোরেছে, আমিও তাকে পুরস্কার করেছি. তার প্রতি আমার যে কত ঘৃণা, তার পরিমাণ বোল্‌তে পারি না। দেখো, সে যেন ঝিকিয়ে প্রাণ লোয়ে তার কেল্লায় পৌঁছিতে না পারে।" প্রাণবধরূপ এই নৃশংস রাজাজ্ঞার আস্বাদন আমার মনে বড় সুরস বোধ হলো না, তথাচ অস্বীকার কোত্তে সাহসী হোলেম না, প্রাণে বড় ভয় হলো, তাই প্রণতমস্তকে নমস্কার কোরে সেখান থেকে চোলে এসে, লোকজনের উপর আবশ্যকমত হুকুম দিয়ে দিলেম। জীহন খাঁ যে পুরস্কার পায়, তার মূল্য তারা অবগত ছিল, তদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি যে বিত্তর অর্থ লয়ে চলেছে, তাও তারা জ্ঞাত ছিলো, তাই লোকজনেরা আমার মুখে ঐ অসাত্ত্বিক নিষ্ঠুর অনুমতির কথা শুনে আহ্লাদে নৃত্য কোরে উঠ্‌লো, তখন তারা সেই নৃশংস অসুরসেবার অনুষ্ঠান. কোত্তে আর ক্ষণকালও বিলম্ব পোল্লে না।

তারা যে আমার আদেশ পালন কোরেছে, তারি প্রমাণস্বরূপ বিশ্বাসঘাতীর মস্তকটি আমার সম্মুখে উপস্থিত কোল্লে. আমি যখন রাজকুমারকে ঐ সংবাদ অবগত করালেম, তাঁর মুখাবয়বে সন্তোষের হাসি উদ্বৎ প্রদীপ্ত হলো। কুমার হেসে বোল্লেন, "সাদক! বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে, এখন তোমার অচলা প্রভুভক্তির, তোমার অতুল বীরবিক্রমের পুরস্কার কোর্‌ব," ঐ কথা বোলে একজন খোজাকে ডেকে তার কানে কানে কি বোল্লেন, খোজা অল্পক্ষণের নিমিত্ত আমাদের সম্মুখ থেকে চোলে গেল, আবার তখনি ফিরে এলো, সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক, আপাদমস্তক ঘোমটায় আবৃত, ফুলে ফুলে কাঁদ্‌চে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। আরঙ্গজেব বল্লেন, "এটি আমার হতভাগ্য ভ্রাতা দারার কন্যা, সাদক! আমি তোমায় দান কোল্লেম, তুমি এই এই কন্যাটিকে বিবাহ কর, তুমি দেখ্‌তে পাবে এটী পরমাসুন্দরী এবং সাধ্বীও বটে, এটী রাজকন্যা, সেটি যেন স্মরণ থাকে।" আমি শুনে বিস্ময়াপন্ন হোলেম, সেই সময় দেলজানের অনুরাগ স্মরণ হোতে লাগলো, আমার মুখ দিয়ে কথা সল্লোনা, আমি তো তো কোত্তে লাগ্‌লেম, তখন এমনি হলো যেন ঘুরে পোড়ে যাই আর কি, কিন্তু অপার্য্যমান হয়ে রাজপ্রদত্ত সম্মান আমায় স্বীকার কোত্তে হলো। একটি যুবতী, যাঁর রীতিচরিত্র আমি কিছুই অবগত নই, তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ কোত্তে হবে, তাঁর মুখাবয়ব এ পর্য্যন্ত চক্ষে দর্শনও করি নাই। আমি যুবতীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, বিশেষতঃ তাঁর পিতা আমার পরম শত্রু ছিলেন। যে সম্মান আমায় প্রদান কোত্তে রাজকুমারের বাসনা হয়েছে, আমি যদি তা গ্রহণ না কোত্তেম, তবে মস্তকটির মায়া পরিত্যাগ কোত্তে হতো, কিন্তু সেটি গ্রহণ কোরে মস্তকের পরিবর্ত্তে অনেকগুলি দীর্ঘ-নিশ্বাসের মায়া পরিত্যাগ কোত্তে হলো। এক্ষণে মুরাদবাক্সী মাত্র আরঙ্গজেবের ক্রোধের ভাজন হয়ে আছেন। মুরাদ গুজরাটে রাজত্বকালীন একজন সৈয়েদের প্রাণদণ্ড করেন, তার পুত্রেরা এক্ষণে সমুখীন হয়ে বিচার প্রার্থনা কোরেছে। এই ঘটনা আরঙ্গজেবের পক্ষে সুন্দর ছলনা হলো, এই ছলে সহোদরের হাত থেকে উদ্ধার হোলেন, সকলের সাক্ষাতে মুরাদের মস্তকটী ছিন্ন করা হলো। দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিমান সিকুর হস্তপদে শৃঙ্খল পরিয়ে বন্দীর অবস্থায় আরঙ্গজেবের নিকটে উপস্থিত কোল্লে, সিকুর প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা দিলেন, তিনি কারাবাসী হয়ে গোয়ালীয়রে অবস্থান কোর্‌বেন। যুবা রাজকুমারের পদতলে পোড়ে সকাতরে এই প্রার্থনা কোল্লেন, যদি

পোস্তপান কোত্তে দেওয়া তাঁর অভিপ্রায় হয়, তবে সে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা না দিয়ে একেবারেই তাঁর প্রাণবধ করেন। আরঙ্গজেব শপথ কোরে বোল্লেন, তাঁর সে অভিপ্রায় নহে, তার পরেই কুমারকে অন্ধকারাবাসে প্রেরিত করা হলো।

আমি ইউসোফের অনুসন্ধান কোল্লেম, বাসনা যে, আমার এই বলপূর্ব্বক বিবাহের বিষয় তাঁর সঙ্গে পরামর্শ কোর্ব্ব, শুনলেম, তিনি সুজার সঙ্গে চোলে গিয়েছেন। ইউসোফ সমুখে যে অভিপ্রায় স্পষ্ট অভিধানে ব্যক্ত কোরেছিলেন, তার ঠিক বিপরীত কার্য্য কোরেছেন।

আমি কিন্তু প্রত্যাশার অতিরিক্ত শীঘ্র শীঘ্রই এ বিবাহদায় থেকে পরিত্রাণ পেলেম, এ বিবাহের প্রস্তাব শুনে আমার মনে যত অসুখ হোক আর নাই হোক, রাজকন্যার মনে কিন্তু অতিশয় কষ্ট হয়েছিল। শুনলেম, যুবতী পিতামহ শাজাহানের নিকটে দিবারাত্র মনের অসন্তোষ জানাতে লাগলেন, তাই বৃদ্ধ নরপতি মধ্যবর্ত্তী হয়ে এ পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ হোতে দিলেন না। শাজাহান যদিও একণে প্রকৃত প্রস্তাবে আরঙ্গজেবের বন্দী, তথাচ তাঁর সর্ব্ববলবান্ পুত্রের উপর কতক প্রভুত্ব এখনও আছে। বৃদ্ধ সম্রাট্ বারংবার বিশেষ যত্ন পাওয়াতে যুবতী অক্ষতা অবস্থায় পিতামহের সঙ্গে একত্রে বাস কোত্তে লাগলেন, আরঙ্গজেব তাতে প্রতিবাদী হোলেন না, তাঁর মনে এই ধারণা হলো, এ বিবাহ খণ্ডিয়ে যাওয়াতে আমার অনিষ্ট হয়েছে, তাই রাজপুত্র প্রকাশ্য দরবারে রাজশিরোপা প্রদান কোরে আমার সেই অপকারের প্রতীকার কোল্লেন, আমি যে সমরস্থলে বীরমদে মত্ত হয়ে যুদ্ধ কোরেছিলেম, এই শিরোপা তারি সর্ব্ববাদী সাক্ষীর স্বরূপ হলো।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"মা না বেয়ালে, বেয়ালে মাগী, ঝাল
খেয়ে মলো পাড়াপোড়ুনী।"

সুলতান সুজাকে বেড়াজালের ন্যায় চারিদিক্ থেকে ঘেরে ফেলেছিল, আমীরজেমলা তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হওয়ায় তিনি পালিয়ে আরাকানে প্রস্থান কোল্লেন। এখন সকলের মনে স্থির বিবেচনা হলো, সুজা একেবারে নির্জীববৎ অবসন্ন হয়ে পোড়েছেন, একণে তিনি আর আরঙ্গজেবের উৎকণ্ঠার বিষয় নহেন। আরঙ্গজেব আপাততঃ সমগ্র হিন্দুস্থানের রাজপদ প্রাপ্ত হয়ে সিংহাসন গ্রহণ কোল্লেন। তাতার, পারস্যান, সিন্ধিয়া প্রভৃতি নানা দেশ-প্রেরিত রাজপ্রতিনিধিগণকে আহ্বান কোত্তে লাগলেন, রাজপ্রতিনিধিরা সর্ব্ববাদিসম্মত হয়ে প্রণতমস্তকে আরঙ্গজেবকে ভারতেশ্বর বোলে অভিবাদন কোল্লেন। যে সকল জনপদবাসী মঙ্গলবাদার্থী হয়ে দুর্দ্দান্ত বলবান্ আরঙ্গজেবের পদাসনের নিকট সমাগত হয়েছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাবুলরাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী গিজনির অনেকগুলি সদাগর উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই গিজনিবাসী। গিজনি কাবুলের অন্তর্গত। মহাজনেরা উপহার দিবার নিমিত্ত বিস্তর বহুমূল্যের দ্রব্য সঙ্গে লয়ে আসেন, কিন্তু হাসেত নামক সদাগরের প্রদত্ত উপহারের উজ্জ্বল কান্তির সঙ্গে কাহারও তুলনা ছিল না। লোকের মুখে ব্যক্ত আছে, সে ব্যক্তি নানা উপায় দ্বারা অসঙ্গত অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন। আমি একটী সদাগরকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, হাতেম কিরূপে তত অপরিমিত অর্থের প্রভু হোলেন? সদাগর ঐ কথা শুনে হাতেমের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত কোরিয়ে সভাসদ্বর্গকে অতিশয় আপ্যায়িত কোল্লে। তদ্বৃত্তান্ত এই :—

এক সময়ে কাবুলে আর কান্দাহারে দস্যুর অতিশয় উপদ্রব ছিল, তাই এমন দেশ

কি এমন ব্যক্তি ছিল না যে, ঐ দুটি দেশের দুর্নাম তারা কখন শুন্‌তে পেতো না কি জান্‌তে পারো না। দস্যুভয়ে ঐ দুটি দেশ সর্ব্বত্রে পরিচিত হয়েছিল। দস্যুরা যে স্থানে বাস করিত, তার চারিদিক্ পর্ব্বতে বেষ্টিত, তদ্ভিন্ন দুর্ভেদ্য দুর্গম গড়ও তাদের আশ্রয়স্থল ছিল। দুরাচারেরা দলে দলে দলবদ্ধ হয়ে, ঐ সকল পাহাড়ে, ঐ সকল দুর্গম স্থানে সর্ব্বদা গতিবিধি করিত। কাবুলের অন্তর্গত একটি সহর আছে, সহরের নাম গিজ্‌নি, ঐ গিজ্‌নি সহরের নিকটে একদল দুর্দ্দান্ত কালান্তক দস্যু বাস করিত। তাহারা সদাসর্ব্বদা যে সকল স্থানে গমন করিত, সে সকল স্থান সহর থেকে অধিক দূর নহে, এ কথা আবার ছোট বড় সকলেই অবগত ছিল, অবগত ছিল সত্য, কিন্তু কোথায় তাদের আড্‌ডা, কোথায় তাদের ঘাঁটি, সে সকল সন্ধান কেহই জানিত না। সেই সকল দুর্দ্ধার দস্যুদল পূর্ব্বে পূর্ব্বে পথি-মধ্যে রাহাজানি কোরে পান্থ আর মহাজন-দিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিত। ইদানীং আর সে প্রণালীর দস্যুবৃত্তিতে পরিতৃপ্ত না হয়ে, গিজ্‌নিবাসী ধনবান্‌দিগের নিকটে জবরদস্তি কোরে বিপুল অর্থ চাহিয়া পাঠাইত, ঐ ধনবান্‌-দিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাণের মায়া করিতেন, তাঁহারা কাজে কাজেই ঐ অর্থ সহমানে প্রদান করিতে বাধ্য হইতেন।

দস্যুদের সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র প্রকাশ ছিল যে, তাদের সর্দ্দারের নাম "কাল্‌মাক্"। যিনি যত দুর্দ্দান্ত বলবান্, যিনি যত দুর্দ্দান্ত দুঃসাহসী হউন না কেন, কেউ যদি তাঁর কাছে কালমাকের নাম করিত, অমনি তাঁর প্রাণ-পুরুষ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিত। দস্যুদিগের সম্বন্ধে অন্য কোন পরিচয় জানা ছিল না, অথচ তাহাদের সর্দ্দারের নামটি সর্ব্বত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে। শুদ্ধ সর্দ্দারের নামটি কি কোরে প্রকাশ হলো, এই প্রশ্ন পাঠক যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর উত্তর এই, গিজ্‌নিবাসী লোকেরা এই কথা বলে, সেই সকল সর্ব্ব-গ্রাসী দুর্বৃত্ত অপহারকেরা এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য কোরে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইত, যথা,—"তুমি আমাদের চিহ্নিত লক্ষ্যভাজন হইলে," যে অর্থ তাহাকে দিতে হবে, তার পরিমাণও ঐ পত্রে নির্দ্দিষ্ট করা হইত। এই পত্রের স্বাক্ষরস্থলে বড় বড়, স্পষ্ট স্পষ্ট অক্ষরে কালমাকের নাম অঙ্কিত থাকিত, ঐ নামের নীচে দুটি কৃষ্ণরেখার মধ্যে লোহিত বর্ণে চিত্রিত একখানি ছোরার প্রতিমূর্ত্তিও অঙ্কিত থাকিত। এই পত্র প্রাপ্ত হবার পূর্ব্বে লক্ষিত ব্যক্তির সদর দরজার গায় একটি কৃষ্ণ রেখায় চিহ্ন দেওয়া হইত, সেই কৃষ্ণবর্ণের চিহ্নটি সহরের যাবতীয় লোক স্পষ্ট দেখিতে পাইত, পত্রখানি যে আজকাল কি দুচার দিন বিলম্বে তাঁর নিকটে অবশ্য অবশ্যই পৌঁছিবে, ঐ কৃষ্ণচিহ্নটি তারি অব্যর্থ নিদর্শন। ঐ পত্রের অনাদর কোরে যেরূপ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রতিফল দেওয়া হইবে, সে কথা ঐ অর্থদাবির পশ্চাতেই শপথবাক্যে লিখে দিয়ে, লক্ষিতব্যক্তিকে পূর্ব্বাহ্নেই সাবধান কোরে দেওয়া হইত। সেই কালান্তক চিহ্নটি দর্শন কোরে সাপেক্ষিত পত্রের বাহককে ধৃত করবার নিমিত্ত কতই কৌশল, কতই উপায় করা হয়েছিল, কত লোক কতই অনু-সন্ধান কোরে ফিরেছিল, কিন্তু সে সকল চেষ্টা, সে সকল যত্ন কখন সফল হোতে শোনা যায় নাই। কখন্ কোন্ ব্যক্তি পত্রখানি পৌঁছে দিত, সে দুরবগাহ সন্ধান জান্‌বার উপায় ছিল না। যার নামে পত্র, তার কাছে অবশ্যই পৌঁছিবে, অথচ কেহই তার সন্ধান জান্‌তে পারো না। কি বাড়ীর, কি পাড়ার কোন লোকই বল্‌তে পারো না পত্রখানি কি কোরে পৌঁছিল। যে অব্যক্ত কৌশলে পত্র-খানি লক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞাতে তার বাড়ীতে, কি তার নিকটেই রেখে দিয়ে যাইত, সেটি কাহারও অনুভবের বিষয় ছিল না। পত্রখানি হয় ত তার বাড়ীর কোন ফাঁকা জায়গায় পোড়ে থাক্‌ত, সুতরাং হঠাৎ কারও নজরে পোড়ে যেতো, নয় ত খাতাপত্রের ভিতর থেকে বেরিয়ে পোড়ত, কখন বা কাপড়ের বোচ-কার মধ্যে গোঁজা থাক্‌ত! যে ব্যক্তির উপর অর্থের দাবি করা হতো, কখন বা স্বয়ং সেই

ব্যক্তির কাছেই পত্রখানি পাওয়া যাইত। নিষ্ঠুর দুরাত্মারা প্রায়ই হাজার খান মোহর চাহিয়া পাঠাইত। নিশীথরাত্রে সহরের বাহিরে ময়দানের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্টস্থানে সেই লক্ষিত ব্যক্তিকে স্বয়ং পৌঁছিয়ে দিতে বলিত। সেই প্রগল্ভ পত্রখানির নামও "কালমাক্!" লোকের মুখে শোনা যায়, একটি মহাজন ঐ কালমাক পেয়ে কতকগুলি হাতি-য়ারবাধা লোক সঙ্গে কোরে যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, সে ব্যক্তি এই মনে করে-ছিল, দুর্দ্দান্ত দস্যুরা যখন টাকা লইতে আসিবে, সেই সময় তাহাদিগকে ধৃত করি-বেন। রাত্রি প্রভাত হলো, কাকেও দেখতে পেলেন না, সুতরাং অর্থগুলি লোয়ে গৃহে ফিরে এলেন, অর্থগুলি দিতে হলো না বোলে আহ্লাদে মহা আস্ফালনও কোত্তে লাগলেন। দুর্দ্দম দস্যুদিগের পত্রের মান রক্ষা করাই কিন্তু তাঁর পক্ষে কল্যাণকর ছিল। এই ঘট-নার কিছু দিন পরেই লোকে স্পষ্ট দেখতে পেলে, সেই ব্যক্তি শবাকার হয়ে পথের মধ্যে পোড়ে আছে! নিদারুণ দস্যুরা অপ-ঘাত দ্বারা তাঁর প্রাণ নষ্ট করেছে!

এককালের তত সুখসৌষ্ঠবের সহর—গিজনি ইদানীং শুদ্ধ হাহাকারের আলয় হয়ে উঠলো। না জানি, কখন্ কার প্রাণ যায়, কখন্ কি বিপদ্ ঘটে, এই আশঙ্কায় লোক আহারনিদ্রা পরিত্যাগ কোল্লে, অর্থ আর প্রাণ লোয়ে দিবারাত্র শশব্যস্ত। স্ত্রীলো-কেরা স্বামীহীনা হয়ে পথে পথে হাহাকার কোরে ফিত্তে লাগলো. পিতা পুত্রশোকে, পুত্র পিতৃশোকে ভাস্তে লাগলো, অনাথ অনাথা বালক-বালিকার করুণাগর্ভ-রোদন-ধ্বনিতে সহরের বাদাবরুদ্ধপ্রায় হলো, আহ্নিক-পূজা প্রায় রহিত হবার উপক্রম হলো, লোকের ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্তপ্রায় হলো, চতুর্দ্দিকের বিলাপধ্বনিতে কর্ণ বধির হোতে লাগ্‌লো। হাট-বাজার কারকারবার বন্ধ হলো, রাস্তা-ঘাটে লোকজনের চলাচল প্রায় রহিত হয়ে পোড়্‌লো। কেউ কাহাকে বিশ্বাস করে না, এ তারে, সে উহারে, এইরূপ পরস্পর সক-লেই সকলকে সন্দেহ কোত্তে লাগ্‌লো, সহরময় সন্দেহের আর অবিশ্বাসের তরঙ্গ খেল্‌তে লাগ্‌লো। কেউ কাহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে না, গুরুজনের প্রতি মান্য কি সন্তানের প্রতি স্নেহ প্রায় উঠে গেলো, লোকে সামান্য ত্রুটিতে পরমমিত্রের জাতশত্রু হোতে লাগলো, এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে সহরময় মহা-ডামাডোল পোড়ে গেল। কাশ্মীর প্রভৃতি দেশদেশান্তর থেকে কত শত মহাজন গিজ্‌নি সহরে সমাগত হোত্তেন, তাঁহাদের আস্‌বার সময়ও নিরূপিত ছিল, আর যখন আস্‌বার সময়, তিনি সেই সময়ে আড়ম্বর কোরে উপ-স্থিত হোত্তেনই হোত্তেন। কিন্তু এক্ষণে আর গিজ্‌নির বাজারে সেরূপ ক্রয়বিক্রয়ের সমারোহ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, সে সকল মহাজনের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হয়ে পোড়েছে। এক বৎসর গত হলো, তথাচ সহরে একটিও মহাজন দেখ্‌তে পাওয়া গেল না, আর যে কেউ কখন আস্‌বেন, সে প্রত্যাশাও নাই, তাই মনে কোরে সহর-বাসীরা হতাশে অবসন্ন হয়ে পোড়্‌লো। এইরূপ উৎকণ্ঠায় উদ্বিগ্নে কিছুদিন কেটে যায়, ইতিমধ্যে হঠাৎ সহরে জনরব হলো, একটি সওদাগর কাশ্মীর থেকে রওনা হয়েছেন, সহরে পৌঁছিবার বড় বিলম্ব নাই, বড় বড় গাড়ী বোঝাই কোরে বিস্তর জিনিসপত্র লোয়ে চোলে আস্‌ছেন, লোকমুখে বিপদ-ভয়ের কথা শুনেও সদাগর সে কথা গ্রাহ্য না কোরে নির্ভয়ে চোলে আস্‌ছেন। এই জনরবও যেমন দিন দিন প্রবল হোতে লাগ্‌লো, লোকের উদ্বেগও তেম্‌নি দিনদিন বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো, উদ্বেগ হবার তাৎপর্য্য এই মহাজনকে নাকি দস্যুদিগের প্রতি স্পর্দ্ধা কোরে চোলে আসতে হয়েছে, পাছে পথের মধ্যে তাঁর কোন বিঘ্ন ঘটে, তাই লোকের মনে ভয় হোতে লাগ্‌লো। সে ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিতে পার্‌বে কি না, তাদের মনে সে সন্দেহও হোতে লাগ্‌লো। সদাগর যেন নিরাপদে পৌঁছিতে পারেন, সেই জন্য সহরবাসীরা দেবদেবীর কাছে

ছাগমেষ মেনে তাঁর কল্যাণ প্রার্থনা কোত্তে লাগ্‌লো।

অবশেষে বহুদিনের প্রত্যাশার স্থল সেই সদাগর সুতারসম্পন্ন উটদল সঙ্গে কোরে সহরে প্রবেশ কোর্‌বেন, তার দিন নিকটাগত হয়েছে। যে দিন মহাজনের পৌঁছবার কথা, সেই দিন তার গৌরব-আহ্বানের নিমিত্ত বিস্তর লোক একস্থানে জমা হলো, গিজ্‌নি সহর লোকারণ্য হয়ে পোড়্‌লো। অনেকে তামাসা দেখবার আমোদে আমোদী হয়ে সেখানে উপস্থিত হোলেন, অনেকে আবার আপনার আপনার প্রয়োজনের নিমিত্তেও তথায় গমন কোল্লেন। সমাগত দর্শকের মধ্যে খোজে নামে এক ব্যক্তি সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। খোজে একজন সহরের নামজাদা সদাগর, এ ব্যক্তির ইচ্ছা ছিল, সস্তাদরে অনেক জিনিসপত্র খরিদ করেন, সেই মনন কোরেই তিনি বাজারে এসেছিলেন। আস্‌বার সময় মনে মনে আশা কোরেছিলেন, বাজারে গিয়ে দেখবেন, শাল, রুমাল, মণিমুক্তা হীরাজহরত প্রভৃতি বহুমূল্যের সম্পত্তি স্তূপাকার হয়ে পোড়ে আছে, সহরের তাবৎ লোক খরিদ কোত্তে ঝুঁকেছে, নূতন মহাজনের নিশ্বাস ফেল্‌বার অবকাশ নাই, খদ্দেরের এত ভিড় যে বিক্রী কোরে উঠতে পাচ্ছে না, সদাগর শশব্যস্ত হয়ে পোড়েছেন। কিন্তু খোজে যে, সমারোহ দেখবার আশা কোরে বাজারে এসেছিলেন, সে আশা-অনুরূপ কিছুই দেখ্‌তে পেলেন না, তার পরিবর্ত্তে এই দেখলেন, সহরের সমুদায় লোক একটি যুবাকে ঘেরে ঠেসে রয়েছে, সে যুবাটি "আল্লা! আমার দশা কি কল্লি! আল্লা! তোর মনে কি এই ছিল! আমি এখন যাই কোথায়! দাঁড়াই কার কাছে!" এইরূপ বারংবার আল্লার নাম লোয়ে হাহাকার কোরে মর্ম্মান্তিক রোদন কোচ্চে, রোদন কোত্তে কোত্তে দর্শকদিগকে সম্বোধন কোরে এই কথা বোল্‌ছে, "আমি বড় হতভাগা, আমার দুঃখের কাহিনীটি আপনারা স্থির হয়ে শ্রবণ করুন।" করুণাচিত্ত খোজে রাজকান্তিপ্রফুল্লিত একটি নবীন পুরুষকে শোকে অভিভূত হোতে দেখে অতিশয় কাতর হোলেন। সদাগর জিজ্ঞাসা কোরে শুন্‌লেন, যিনি কাশ্মীর থেকে আস্‌ছিলেন, যাঁর আস্‌বার কথা অনেক দিন অবধি শোনা যাচ্ছিল, ইনিই সেই ব্যক্তি, গিজ্‌নি থেকে কয়েক ক্রোশ অগ্রে দুর্দ্দান্ত "কালমাক" দস্যুরা পথের মধ্যে রাহাজানি কোরে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে। খোজে ঐ কথা শুনে শোকাতুর যুবার নিকটে গিয়ে চীৎকার কোরে বোল্লেন, "কি হয়েছে? তুমি কি কাল্‌মাকের হাতে পোড়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছো?" যুবা রোদন কোত্তে কোত্তে বোল্লেন, "আর মহাশয়! কেন আর আমার দুঃখের অনল বৃদ্ধি করেন? আমার যথাসর্ব্বস্ব হাত মুচড়ে কেড়ে নিয়েছে, আমি আমার পিতৃদত্ত সমুদয় অর্থ সদাগরি ব্যবসাতে সমর্পিত কোরেছি, এক্ষণে আমি অনাথ হয়ে পোড়লেম, হায়! আমি কি হতভাগা! এ বিস্তীর্ণ সংসার-অরণ্যে বাস কোরে পথের কাঙ্গালী হোলেম! হায় আল্লা! তুই আমায় কৃপা কর্‌! আমায় আশ্রয় দিয়ে রক্ষা কর্‌! আমি এখন যাই কোথা! দাঁড়াই কার কাছে!"

খোজে তত মনোহর নবীন পুরুষের দুঃখে অতি কাতর হয়ে, কালের স্বরূপ সেই দুর্দ্ধার পাষণ্ড দস্যুদিগের দৌরাত্ম্যে অধীর হয়ে, সমাগত লোকদিগকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "হে সহরবাসী ভ্রাতারা! এই দুর্দ্দান্ত ভয়ঙ্কর কাল দস্যুদিগের অনুগত হয়ে আর আমাদের কত কাল চলিতে হইবে? সেই কাল-দস্যুদিগের হস্তে পাড়িয়া আমাদের অর্থের, শুধু অর্থের কেন, আমাদের জীবনেরও পরিত্রাণ নাই। যে সকল সামান্য সামান্য জিনিসপত্রের অভাবে লোকের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, যে সকল অবশ্য আবশ্যকীয় বাণিজ্যদ্রব্যের উপর অবলম্বন করিয়া জল আহারের ন্যায় আমরা কোনরূপে দিনপাত করিয়া থাকি এবং যাহা

নিরীহ সাধু মহাজনেরা আমাদিগের সহরে সময়ে সময়ে আনয়ন করেন, একণে সে সমুদয় দ্রব্য রাহাজানী দ্বারা অপহৃত হইতেছে, তাহাও আবার অধিক দূরে নয়, আমাদের গৃহের দ্বারে বসিলেই হয়, সহরের প্রাচীর থেকে দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের এত নিকটে অপহরণ হইতেছে!! আমরা যে জনকয়েক মাত্র কালদস্যুর হাতে পড়িয়া ধনেপ্রাণে মারা যাইতেছি, তারা যে আমাদের এত লাঞ্ছনা, এত দুর্গতি করিতেছে, আমরা যে তথাচ তাহাদের ভয়ে বাঙ্‌নিস্পত্তি করিতেছি না, আমরা যেন সে কালপাষণ্ডের ক্রীতদাস হয়ে পোড়েছি, তাই তাহাদের মনে যাহা উদয় হইতেছে, তাহাই করিতেছে। হে সহরবাসী ভ্রাতারা! সেটি কি লজ্জার কথা নয়? সেটি কি আমাদের পক্ষে গ্লানির বিষয় নহে? তবে এসো, আমরা সকলে একত্র হয়ে একদল সৈন্যের নিমিত্ত বাদশাহের নিকটে প্রার্থনা জানাই, এস, আমরা সকলে একবাক্য হয়ে আপনাদের ধন প্রাণের রক্ষক আপনারা হয়ে দাঁড়াই।"

বক্তৃতা সমাপ্ত হোলে "ভাল ভাল বোলে" সকলেই তাঁর মতে মত দিলেন, খোজের অভিমতমত সৈন্যের নিমিত্ত বাদশাহের কাছে দরখাস্ত কোত্তেও চোল্লেন। পক্ষান্তরে দুর্ভাগা কাশ্মীর মহাজনের উপকারের নিমিত্ত একটি চাঁদা করা হয়, সেই জন্যে খোজে সকলকে পীড়াপীড়ি কোত্তে লাগলেন। সদাগর বোল্লেন, "যে ব্যক্তি আমাদের অনুরোধে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ কোরে বিদেশযাত্রা কোরেছে, যে ব্যক্তি পথের মধ্যে এত বিপদাপন্ন হয়েছে যে, কেবল কোন গতিকে প্রাণদান পেয়ে পালিয়ে এসেছে এবং যে ব্যক্তি আপনার জীবন সংশয়াপন্ন কোরে বাণিজ্যবৃত্তির মহিমা রক্ষা কোরেছে; তার প্রতি কৃপা কোরে জগদীশ্বর আপনাদের প্রতি কৃপা কোর্‌বেন। এ ব্যক্তি শুদ্ধ আমাদের অনুরোধেই যেরূপ দুরূহ দুঃসাহসে কম্প প্রদান কোরেছে, তাতে কোরে তার প্রাণ হারানো বিচিত্র কথা ছিল না।"

শোকাভিভূত বিষণ্ণচিত্ত কাশ্মীর মহাজন অযুতরসের ন্যায় ঐ সকল প্রতিবেদনার কথা শ্রবণ কোরে খোজের পদতলে পোড়ে কৃতজ্ঞতারূপ অশ্রুবর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন, যুবাকে তত কাতর হোতে দেখে, অনেক প্রধান প্রধান সদাগর তাঁর দুঃখের আশুপ্রতীকার কর্‌বার নিমিত্ত চাঁদার বহিতে দস্তখত কোত্তে সুরু কোল্লেন।

খোজে যেমন সদয়চিত্ত, তেমনি আবার অতিথ্যানুরক্ত ছিলেন। নিরাশ্রয় কাশ্মীর-সদাগরকে আপাততঃ তাঁর গৃহে বাস কোত্তে অনুরোধ কোল্লেন। যে ব্যক্তি অসহায় অনুপায় হয়ে পোড়েছে, তার পক্ষে এ অনুরোধ কখন অনাদরের হোতে পারে না, তাই যুবা ঐ আমন্ত্রণ পেয়ে ধীরভাবে আতিথ্যপ্রিয় সুপ্রাজ্ঞবর খোজের অনুগামী হয়ে তাঁর প্রশান্ত উদারাবাসে হোলে গেলেন।

খোজের কন্যা খোজেস্তা, তাঁর ঐ একটি-মাত্র সন্তান। খোজেস্তা পিতাকে একটি অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে কোরে গৃহে প্রত্যাগমন কোত্তে দেখে,অল্প বিস্মিত হোলেন না। খোজেস্তা শুন্‌লেন, সেই অপরিচিত যুবা তাঁর পিতার সঙ্গে একবাড়ীতে বাস কোর্‌বেন, ঐ কথা শুনে যুবতী আরও হতবুদ্ধি হোলেন। খোজে তাঁর অতিথিকে যেরূপ দুরবস্থায় প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই কথা কন্যাকে অবগত কোরিয়ে বোল্লেন, যুবা যে কয়েক দিন তাঁর গৃহে অবস্থিতি কোর্‌বেন, তাঁর প্রতি যেন যত্নের বা সমাদরের ত্রুটি না হয়। খোজেস্তা সেই প্রিয়বক্তা, সদ্যস্কার-প্রাজ্ঞ অতিথির চারু-কোমল প্রকৃতি দর্শন কোরে তাঁর দেবোপম প্রশান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে বিমুগ্ধ হোলেন, তাই অপরিচিতের প্রতি যত্নের নিমিত্ত যুবতীকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ কোত্তে হলো না, যেমন অবস্থা, খোজেস্তা তার মতঃ ব্যবস্থা কোরে বাসসুখের যাবৎ আয়োজন প্রস্তুত কোরে দিলেন। খোজেস্তার বিবাহ হয়

নাই, বালা এ পর্য্যন্ত অপরিণীতা যুবতী। মহিলাদের মধ্যে স্বভাবতঃ যেরূপ প্রবৃত্তির প্রবাহ হয়ে থাকে, খোজেস্তার মনের অবস্থা সেরূপ ছিল না, অনেকের স্বভাব অপেক্ষা যুবতীর স্বভাব বিস্তর বিভিন্ন। খোজেস্তা বিনোদ-বেশ কোরে শরীরের কান্তি উদ্দীপ্ত কোরে শিক্ষা করেন নাই, মণিময় হারের প্রতি তাঁর রুচি ছিল না, স্বর্ণ অলঙ্কার পরতে তাঁর প্রবৃত্তি হতো না, তাঁর চারুকণ্ঠ কি কোমলবাহু কখন হীরা-মুক্তা-স্বর্ণে জড়িত হোতে দিতেন না, বালার কবরী কখন রত্নে খচিত হয়ে বিজলী-প্রভা দীপ্তি কোত্তো না, তাঁর নয়নের দুটি বিনোদ-রাগে রঞ্জিত কর্‌বার নিমিত্ত তাঁকে কখন একখানি দর্পণ নিয়ে ক্রমাগত ২৪ ঘণ্টা বোসে থাক্‌তে দেখা যাইত না। বালার সমবয়সী মহিলারা কত প্রকার সরস ভঙ্গিমায় কেশতরঙ্গের বিন্যাস কোরে চারু শোভার আড়ম্বর কোত্তেন; দেখে বোধ হতো যেন, কৃষ্ণকুন্তল-দামের বিজলীছটা যুবতীর লাবণ্য বেয়ে গোড়িয়ে পড়্‌ছে। আমাদের খোজেস্তা কিন্তু সেরূপ বিনোদাড়ম্বর ভালবাসিতেন না, সে সকল গর্ব্বপূর্ণ অসার অভিমানের পরিবর্ত্তে যুবতী বরং তাঁর বৃদ্ধ পিতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন কোত্তেন, পিতা কিসে সন্তুষ্ট থাক্‌বেন, কিসে তাঁর কষ্ট দূর হবে, সেই যত্নই অধিক করিতেন, তাতেই তাঁর অধিক সময় অতিবাহিত হতো, এতদ্ভিন্ন এক জন বহুদর্শী প্রবীণ বিজ্ঞ মহাজনের ন্যায় সদাগরের কারবার-সংক্রান্ত বিষয়কর্ম্মও নির্ব্বাহ কোত্তেন। খোজেস্তা একণে ১৭ বৎসরে পদার্পণ কোরেছেন। সদাগরের চিরকুলপ্রথা এই, তাঁদের কন্যা শৈশবকালেই বাগ্‌দত্তা হন। খোজেস্তার কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাগ্‌দান হয় নাই,—তাঁর বিবাহের কথা এ পর্য্যন্ত কারও সঙ্গে স্থির হয় নাই, এটি কিন্তু তাঁদের কুলাচারের বহির্ভূত কার্য্য। বালার ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই তাঁর মাতা পরলোকগমন করেন, বাণিজ্যের অনুরোধে তাঁর পিতাকে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ কোরে হয়েছিল, সদাগরের একটি ভগিনী ছিলেন, বিদেশ যাবার সময় ঐ সহোদরাকে কন্যার অভিভাবক কোরে রেখে যাইতেন। মহামতি ভগ্নী মনে কোত্তেন, বিচারমত তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের সম্বন্ধ কোত্তে পারেন না, সে অধিকার তাঁর নাই, তাই কন্যাকালপ্রাপ্ত অথচ বাগ্‌দানে অনাবদ্ধ ১৭ বৎসরের খোজেস্তাকে তাঁর পিতার হস্তে সমর্পণ কোল্লেন। খোজে অনেক দিন প্রবাসে বাস কোরে গৃহে প্রত্যাগমন কোল্লেন, তাঁর অভিপ্রায়, আর কখন বিদেশে গমন কোর্‌বেন না। তাঁর পরমাসুন্দরী অথচ অতি বুদ্ধিমতী কন্যারত্নের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে সুখে ভাসতে লাগ্‌লেন, বিশেষতঃ আত্মীয়-স্বজনের মুখে দুহিতার গুণানুবাদ শ্রবণ কোরে আরও প্রফুল্লিত হলেন। কালক্রমে অনেক উপলক্ষে কন্যার অচলা প্রকৃতি অনুভব কোত্তে লাগ্‌লেন, তদ্ভিন্ন সদাগর দেখ্‌লেন, তাঁর কন্যা ন্যায়বাদিনী, সত্যসন্ধান-কুশলা, স্থিরপ্রজ্ঞা, নিশ্চিতকর্ম্মা এবং মীমাংসাচতুরা, বিশেষতঃ শুভঙ্করী বিদ্যায় এবং লিখন-পঠনে দুহিতার বিস্তর ব্যুৎপত্তি জন্মেছে দেখ্‌তে পেলেন। বালা ঐ সকল গুণের প্রভাবে বাণিজ্য-কারবারে তাঁর পিতার একজন বিচক্ষণা সহায়িনী হয়ে দাঁড়ালেন। সদাগর এই সকল গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কন্যা যে বাগ্‌দত্তা হন নাই, তার জন্য দুঃখিত হোলেন না, বরং মনে মনে ভাবলেন, তিনি যত দিন বেঁচে থাক্‌বেন তত দিন যেন বিবাহের কথাই উত্থাপিত না হয়, তা হোলে কন্যারত্নের দর্শনে বঞ্চিত না হয়ে দিবারাত্র বালাকে চক্ষের উপর দেখ্‌তে পাবেন, তদ্ভিন্ন কার-কারবার সম্বন্ধে তাঁর দ্বারা বিস্তর উপকারও পেতে পার্‌বেন। খোজেস্তার বুদ্ধি-বিবেচনার উপর সদাগরের অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তাই তাঁর স্থির জানা ছিল, বালা যেরূপ বুদ্ধিমতী, তিনি যদি কখন স্বামী গ্রহণ কোত্তে ইচ্ছা করেন, তবে সৎপাত্রের উপরেই অনুরাগিণী হবেন, অসৎপাত্র কখনই তাঁর মনে স্থান পাবে না। এই বিবেচনার অনুগামী হয়ে সদাগর মনে মনে স্থির কোল্লেন, কন্যার বিবেচনায় যাহা

ভাল বোধ হয়, তাই সে করুক, তিনি তাঁর মতামতের উপর কোন কথাই বোল্‌বেন না, তাই খোজেস্তার প্রতি কে অনুরাগী হলো আর না হলো, তিনি সে বিষয়ের কোন সন্ধান রাখ্‌তেন না। সেটি কিন্তু বড় বিচিত্র কথা নয়, যেহেতু, তাঁর প্রতিজ্ঞাই ছিল, কন্যার মতামতের উপর তিনি হস্তক্ষেপ কোর্‌বেন না। খোজের প্রাচীন বন্ধু খোদাবক্ত, সদাগরের পুত্র হামেদ। হামেত অতি যুবাপুরুষ, তাঁর হৃদয় খোজেস্তার অনুরাগে প্লাবিত হয়, খোজে কিন্তু সে বিষয়ের কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি জান্‌তেন, হামেত একজন হৃষ্টপুষ্ট স্থূলকায় যুবাপুরুষ, অতিশয় পরিশ্রম কোত্তে পাত্তেন, তাতে তাঁর আলস্য ছিল না, মিষ্টভাষী, সরলচিত্ত, অথচ নিতান্ত অচতুর, তাঁর এমন কোন গুণ ছিল না যে, যুবতীদের অনুরাগের পাত্র হন, তাই সদাগর মনে কোরেছিলেন, এ ব্যক্তি তাঁর কন্যার সুস্নিগ্ধ কোমল অনুরাগ উদ্দীপ্ত কোত্তে পার্‌বে না, হামেত সেরূপ উপযুক্ত পাত্রই নহে। যুবা হামেত খোজেস্তার বুদ্ধিপ্রভাবের অতি গৌরব কোত্তেন, যুবতীর রূপলাবণ্য দেখেও দিন দিন মুগ্ধ হোতে লাগ্‌লেন। হামেত আপনার অন্তঃকরণের কথা খুলে বোল্‌তে পাত্তেন না, তাঁর মন সংশয়ে মগ্ন হয়ে ছিল, যেহেতু, তাঁর তাদৃশ গুণও ছিল না, রূপও ছিল না, সুতরাং খোজেস্তার প্রণয়াস্পদ হবেন, এ আশা কোত্তে তাঁর সাহস হতো না, তাই সর্ব্বদা সলজ্জিত হয়ে মনে মনে ম্লান হয়ে থাক্‌তেন। হামেতের কিন্তু ঐ সলজ্জিত ম্লান মূর্ত্তি খোজেস্তার পক্ষে মহা অনুরোধস্বরূপ হলো, তাই বালা তাঁকে নিরীহ হামেত বোলে ডাক্‌তেন। হামেত যে দিন সাক্ষাৎ কোত্তে না পারেন, সে দিন খোজেস্তার নৈরাশ হবার অপেক্ষাও অতিরিক্ত দুঃখিত হতেন। যুবারা প্রায়ই কবিদিগের কাব্য-রসের আড়ম্বর কোরে প্রণয়িনীর গৌরব বাড়িয়ে থাকেন, যুবতীর মন প্রফুল্লিত কর্‌বার নিমিত্ত কবি উক্ত সরস প্রাঞ্জল বাক্য-চ্ছটাও অবলম্বন কোরে থাকেন। হামেত কিন্তু সেরূপ মনমুগ্ধকর বিদ্যায় দীক্ষিত ছিলেন না, কিরূপ স্তুতিমিনতি কোরে প্রণয়িনীর স্তব কোত্তে হয়, সে বিদ্যা তিনি ভুলেও শিক্ষা করেননি। সে বিদ্যা নাই জানুন আর নাই শিক্ষা করুন, হামেত যে মনে মনে খোজে-স্তাকে কত ভালবাস্‌তেন, তাঁর কত গৌরব, কত সমাদর কোত্তেন, সেটি তাঁর ভাব-ভঙ্গিমা আর ব্যবহার দেখে স্পষ্ট অনুভূত হইত। হামেত প্রথম প্রথম খোজেস্তার যেরূপ গৌরব, যেরূপ সমাদর কোত্তেন সেই গৌরব, সেই সমাদর ক্রমে পরিপাকপ্রাপ্ত হয়ে সুস্নিগ্ধ কোমল প্রণয়রাগে পরিণত হয়। ইদানীং হামেত জান্‌তে পেরেছিলেন, তাঁর উপর খোজেস্তার অনুরাগ জন্মেছে, তাই যুবা নিত্যই মনে কোত্তেন, আজ আমি অবসর পেলেই খোজেস্তাকে অন্তঃকরণের কথা খুলে বোল্‌বো, কিন্তু যুবতীর কাছ থেকে বিদায় হয়ে যাবার সময় তাঁর সে অন্তরের কথা অন্তরেই নিমগ্ন থাক্‌তো, সাহস কোরে প্রকাশ কোত্তে পাত্তেন না। হামেতের মনে এই উদয় হোতে লাগ্‌লো, খোজেস্তা যদি তাঁর অনুরাগের সমাদর না করেন, তবে তাঁর বেঁচে থাকা কোন মতেই প্রার্থনীয় নয়। কত ভয়, কত সংশয়, কত চিন্তায় সমুদিত হয়ে যুবার মন মন্থন কোত্তে লাগলো, কাল দুর্ভা-বনা তাঁকে যেন উন্মত্ত কোরে তুল্লে, হামে-তের মনে ঘোর দুশ্চিন্তার তোল্‌পাড় হোতে লাগ্‌ল তাঁর চক্ষে সংসারাশ্রম কণ্টক-ময় জ্ঞান হোতে লাগ্‌ল, তাই আর সহ্য কোত্তে না পেরে হামেত শেষে প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, আজ আমার মনঃকষ্টের পূর্ণ আহুতি দিব, আজ আমি আমার প্রণয়ারাধ্য খোজেস্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরেই বোল্‌বো, 'খোজেস্তা! আর আগুন বাড়িও না, আর আমি দগ্ধ হোতে পারিনা, তুমি আমার পাণিগ্রহণ কোত্তে অনুমতি কর।' এইভাব মনে যেমন উদয় হয়েছে, হামেত অমনি তাড়াতাড়ি খোজের বাড়ীতে চোলে গেলেন। যে ঘরে সদাগরের কন্যাকে নিত্যই একাকিনী বোসে থাক্‌তে দেখ্‌তেন,

সেই ঘরে যেমন প্রবেশ কোত্তে যাবেন, অমনি একটি পুরুষের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে প্রবেশ কোল্লে, সেই সঙ্গে সঙ্গেই আবার খোজেস্তার হাস্যরব শুন্‌তে পেলেন, যুবা অমনি পিছুফিরে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি গোপনে কাণ পেতে শুন্‌ছেন, এ সন্দেহ কেউ না কোত্তে পারে, বিশেষতঃ ঘরের মধ্যে কি কৌতুক কি পরিহাস হোচ্ছে, তাই দেখবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়ে, হামেদ সহসা গৃহের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, প্রবেশ কোরে দেখলেন, খোজেস্তা একটি দেবকান্তিবৎ সুপুরুষ যুবার সঙ্গে কি গল্প কোচ্ছেন, যুবার আকৃতি তিনি কখন পূর্ব্বে দর্শন করেন নাই। হামেদ দেখলেন, তাঁকে দেখে খোজেস্তা লজ্জিতা হয়ে হড়বড়িয়ে গেলেন, কিন্তু যুবতীর মিত্র তাঁর মধুর মূর্ত্তি আকুঞ্চিত কোরে নিষ্ঠুর কোপভঙ্গী দ্বারা অসন্তোষ জানালেন, সহসা গৃহে প্রবেশ কোরেছেন বোলেই অসন্তোষ জানালেন এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখে শুনে হামেদের পণপ্রতিজ্ঞা তত দৃঢ় হয়েও প্রাতঃসূর্য্যের অগ্রে শিশির-বিন্দুর ন্যায় তিরোহিত হয়ে গেল। হামেদ তখন সেখান থেকে চোলে যাবার মনন কোল্লেন, খোজেস্তা তাঁর মনঃকষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেন। হামেদ দেখলেন, বিদেশী পুরুষ তাঁর কষ্টে প্রফুল্লিত হয়েছেন, তাই যুবা ওখান থেকে চোলে যান যান, এমন সময় খোজেস্তা উঠে দাঁড়িয়ে মধুর ছটায় হাস্তে হাস্তে বোল্লেন "এসো ভাই হামেদ, আমিও মনে কোচ্ছিলেম্ তোমায় ডাক্‌তে পাঠাই, আমাদের অতিথি বন্ধু কেসোয়াৎ খাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়, আমার বড়ই ইচ্ছা। কেসোয়াৎ খাঁ একজন কাশ্মীর সদাগর, তাঁর বড় মন্দ অদৃষ্ট, কাল আমাদের হতভাগা গিজনি সহরে উপস্থিত হয়েছেন।" হামেদ মনে কোল্লেন, তবে এ ব্যক্তি দুরবস্থায় পড়ে আশ্রয় লয়েছে, তাই তৎকালীন-রাগ-দ্বেষ-ভয় বিস্মৃত হয়ে আপন-মনে কাশ্মীর মহাজনের যথেষ্ট সমাদর কোল্লেন, তাঁর সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার কথা উত্থাপন কোরে বিস্তর আক্ষেপও কোত্তে লাগ্‌লেন, তাঁর যেন নিজের ক্ষতি হয়েছে, এইরূপ দুঃখ জানাতে লাগ্‌লেন। কাশ্মীর সদাগর হামেদের সকল কথার উত্তর কেবল একবার ঘাড় নেড়ে সেরে দিলেন, মুখে কোন কথাই বোল্লেন না, তার পর আপনার স্থানে গিয়ে বোসে, পূর্ব্বের মতন স্থির প্রশান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি হয়ে খোজেস্তার সঙ্গে গল্প যুড়ে দিলেন, সে স্থানে যেন তিনি আর খোজেস্তা বই দ্বিতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না, এইরূপ ভঙ্গি কোরে, চুট্‌কি চুট্‌কি গল্প তুলে, আমোদ প্রমোদের, হাস্যপরিহাসের, অনুনয়-বিনয়ের মহা আড়ম্বর ফেঁদে বোস্‌লেন, সেগুলি যেন তীর হয়ে হামেদের হৃদয় ভেদ কোত্তে লাগ্‌লো। কেসোয়াৎ খাঁর গল্পের তালভঙ্গ ছিল না, খোজেস্তা শুন্‌তে শুন্‌তে তারি মধ্যে যখন একটু ফাঁক পাচ্ছিলেন, সেই সময় "হামেদ! তুমি কেমন আছ, তোমার পিতা কেমন আছেন," এই সকল কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন। খোজেস্তার অমৃতময় স্নিগ্ধ স্বভাবের গুণে হামেদের মন অনেক সুস্থির হলো সত্য, কিন্তু তাঁর দুর্ভাবনার শেষ হলো না, হামেদ তাঁর মনঃকষ্ট থেকে এককালীন অব্যাহতি পেলেন না। যুবা মনের ভাব ঢাক্‌বার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন কোচ্ছিলেন সত্য, কিন্তু সে যত্ন সফল কোত্তে পাল্লেন না। যে নায়কের হৃদয় সংশয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর যদি প্রণয়ের প্রতিবাদী থাকে কি তাঁর মনে যদি সন্দেহও হয়, এক জন প্রতিবাদী আছে, কি যদি প্রণয়িনীর কাছে সে প্রতিবাদীকে উপস্থিত থাকতে দেখেন, তবে তাঁর মন প্রণয়াভিলাষে আরও দ্বিগুণ উন্মত্ত হয়, তাঁর যেন নিদ্রাভঙ্গ হলো, তখন তাঁর এইরূপ জ্ঞান হয়। হামেদ খোজেস্তার গৃহে পদার্পণ কোরেই মনোহত হয়ে হতবুদ্ধি হতজ্ঞানপ্রায় হন, এক্ষণে কিন্তু তাঁর মনের অবস্থা সেরূপ নাই, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ, অনেক স্বচ্ছন্দ হয়েছে, শুধু সুস্থস্বচ্ছন্দও নয়, তাঁর মন এখন প্রণয়রাগে দ্বিগুণ মত্ত হয়ে উঠেছে, তাই যুবা মনে মনে স্থির কোল্লেন, একবার অবসর

পেলেই খোজেস্তাকে তাঁর অন্তঃকরণের কথাগুলি প্রকাশ কোরে বোল্‌বেন, কিন্তু আজ সে অবকাশ পাবার কোন আকার নাই. কেসোয়াৎ খাঁর গল্প বান-প্রবাহের ন্যায় মহাজোড়ে একটানা চলেছে. তাল ফাঁক যাচ্ছিল না, তাঁর ভাবগতি দেখে বোধ হলো না, আজ তিনি মনোময়ী খোজেস্তার মধুর সম্মুখ থেকে হঠাৎ উঠে চোলে যাবেন। হামেত্ত দীর্ঘনিশ্বাসের উপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন, বিশেষতঃ তাঁর কাল-প্রতিবাদী প্রণয়িনীর সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস কোচ্ছেন, তাই ভেবে আরও ব্যাকুল হোতে লাগ্‌লেন, কিন্তু একটি কথা মনে পড়াতে অমৃত-বর্ষণ হয়ে তাঁর তপ্ত ঈর্ষাদগ্ধ মন শান্তিরসে স্নিগ্ধ হলো। হামেত্ত বিবেচনা কোল্লেন, কাশ্মীর সদাগরের সঙ্গে খোজেস্তার দুদিনের আলাপ বই নয়, তাই তাঁর মনে অনেক সাহস হলো. ঐ সাহস নিক্তির অপর পাল্লায় রেখে ভাব্‌লেন, তবে আর আমি ভয় করি কেন, বরং এখন রাগ-দ্বেষ-ভয়কে পরাস্ত কোল্লেম মনে করা উচিত। হামেত্তের বদন আনন্দে ভাস্‌তে লাগ্‌লো, তাঁর চক্ষু দিয়ে আহ্লাদের ছটা নির্গত হোতে লাগ্‌লো, এখন তিনি প্রফুল্লিত হয়ে হৃষ্ট-মনে আলাপ কোত্তে বোস্‌লেন। এ কথা সে কথার পর হামেত্ত একবার মাথা তুলে কাশ্মীর যুবার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, দেখেই বুঝ্‌তে পাল্লেন, কেসোয়াৎ খাঁ হয় তাঁর অন্তঃকণের কথা জান্‌তে পেরেছেন, নয় তাঁর মনের ভাব অনুভব কোত্তে পেরেছেন। হামেত্ত দেখলেন, কাশ্মীর যুবা কুটিল কটাক্ষপাত কোরে মনের অসন্তোষভাব ব্যক্ত কোচ্ছেন, তাঁর অন্তঃকরণ ক্রোধে দগ্ধ হোচ্ছে, তাঁর পুরুষবৎ চারু কমনীয় মূর্ত্তি এত ম্লান, এত বিবর্ণ হয়ে পোড়েছে যে হামেত্ত, সে মূর্ত্তি দেখ্‌তে না পেরে অন্য দিকে চক্ষু ফিরিয়ে নিলেন, নিজে মনে করেন, তিনি যেন এখন সুস্থ হোলেন।

কালমাক্ এবং কাল্‌মাকের দলবল সম্বন্ধে গল্প চোল্‌ছিল, কি উপায়, কি কৌশল কোল্লে তারা নিপাত হয়, সেই কথাই হোচ্ছিল। কেসোয়াৎ খাঁ, যিনি সম্প্রতি তাদের হাতে পোড়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন, রেগে রেগে, হেঁকে হেঁকে তাদের গালিমন্দ দিচ্ছিলেন, বিশেষতঃ তাদের সরদার ডাকাতের উপর আরও রেগে রেগে বেঁকে বেঁকে উঠে, মহা-আস্ফালন কোরে বোল্‌ছিলেন,"এক দিন সেই কাল পাষণ্ডের সঙ্গে তলোয়ারে তলোয়ারে সাক্ষাৎ হয় তো ভাল হয়।" আবার আক্ষেপ কোরে এ কথাও বোল্লেন, "কি কোর্‌বো, অর্থ নাই, নচেৎ চোনা চোনা জন কয়েক যুদ্ধ চোয়াড় চাকর রেখে দিতেম, তাদের জোরে ডাকাতদের নির্জ্জন অন্ধকূপে গিয়ে মহামারি কোত্তেম, তাদের জড়শুদ্ধ নিপাত কোরে দিতেম।" হামেত্ত নীরব হয়ে শুনছিলেন, খোজেস্তার ইচ্ছা, হামেত্ত এ কথার কি উত্তর দেন, তাই শুনেন। যুবতীর নিজের কি মত, তাই বোল্‌বেন, এমন সময় তাঁর পিতা সেখানে উপস্থিত হওয়ায় তাঁদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হলো। হামেত্ত বোল্লেন, "আসুন, কি খবর মহাশয়!"

খোজে। পুত্র! খবর আর কি! মন্দ খবর! আজ প্রাতে যখন তুমি বাড়ীর বার হও, তখন তোমার চক্ষুদুটি কোথায় ছিল?"

হামেত্ত অবাক্ হয়ে খোজের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রোইলেন, এ কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেন না।

খোজে। অবাক্ হয়ে রইলে যে! বল না? তোমার চক্ষুদুটি তখন কোন্ দিকে ছিল? তোমাদের দরজার গায় কালের স্বরূপ সেই কৃষ্ণ চেহারার চিহ্ন কি দেখ্‌তে পাওনি?"

"হা আল্লা! সত্য সত্যই কি তাই ঘটেছে!" এই কথা বোলে হামেত্ত চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন। "আমরা তো তার কাল্‌কোপে পোড়েইছি. এর পর না জানি আরও কত ব্যক্তিকে তার কোপাগ্নিতে পুড়ে মোত্তে হবে! দুর্দ্ধর্ষ কাল্‌মাকের কি যম নেই?"

কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন, "এটি প্রকৃত অদ্ভুত কাণ্ড, আমি মনে কোরেছিলেম দুর্দ্দান্ত দস্যুরা সম্প্রতি আমার কাছ থেকে লুঠ কোরে যা পেয়েছে, তাই লোয়েই তারা কিছু

কাল সচ্ছই থাকবে, আবার যে এত শীঘ্র শীঘ্র নিরীহ পল্লিনিবাসীদের উপর উৎপাত আরম্ভ কোর্‌বে, এটি স্বপ্নের অগোচর। হে আল্লা! এ পাষণ্ডদের যেন নরকে বাস হয়।" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে কেসোয়াৎ খাঁর দুই চক্ষু দিয়ে যেন অগ্নির তরঙ্গ নির্গত হোতে লাগ্‌লো, সাধুবৎ ক্রোধে তাঁর সর্ব্বশরীর দিয়ে যেন তেজোরাশি প্রদীপ্ত হোতে লাগ্‌লো।

হামেত তাঁর বিবর্ণচিত্ত পিতাকে সান্ত্বনা কর্‌বার জন্য বাড়ীতে যাবেন বোলে উঠে দাঁড়ালেন, খোদা হাফেজের নামোল্লেখ কোরে বন্ধুদিগের নিকট বিদায় হোলেন, কিন্তু ঘরের দ্বার হোতে না হোতে, খোজেস্তা দরজা খুলে বাইরে এসে ইশারা কোরে ডেকে বোল্লেন, 'হামেত, একটা কথা বলি, শুনে যাও।" দুজনে চোলে গিয়ে একটি কাম্‌রার মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। খোজেস্তা বোল্লেন, 'হামেত'! দোহাই আল্লার! আজ প্রাতে তোমায় বড় ম্লান দেখেছি, কেন বল দেখি ?"

হামেত বোল্লেন, "আমি কিছু তখন দরজার রুক্ষ চেহারা দেখে আসিনি, তবে আমার মন অনুরূপ দুর্ভাবনায় নিমগ্ন ছিল, আমি মনে কোরেছিলেম, এখানে এসে তুমি একলা আছ দেখ্‌তে পাবো।"

খোজেস্তা। তাই বটে! তুমি আমায় একলা দেখতে পাওনি সত্য, তাই বলেই কি তোমার চেহারাটি তত মলিন দেখ্‌লেম ?"

হামেত। আমি দেখলেম, তুমি বেশ আমোদে আছ, তার জন্যে আমি কেন দুঃখিত হতে যাব, দুঃখিত হবার কি সম্বন্ধ আছে ? সে কথা সত্য বটে, কিন্তু খোজেস্তা! আমি কিন্তু দুঃখিত না হয়ে থাক্‌তে পাল্লেম না, আমায় যেন কেউ খোরে বেঁধে জোর কোরে দুঃখিত কোল্লে, তোমায় হঠাৎ অন্য পুরুষের সঙ্গে হাস্য-কৌতুক কোত্তে দেখে, আমার যেন অন্তর্দাহ হোতে লাগলো, প্রাণের ভিতর জলে পুড়ে খাক্ হয়ে যেতে লাগলো"।

খোজেস্তা বোল্লেন, "হামেত! তুমি তাই এক রকমেরি লোক, তবে কি আমি দুখে ছুটো আমোদ আহ্লাদও কোর্‌বো না ?"

হামেত। কোর্‌বে না ? সে কি কথা! এ কথা কে বলে ? আল্লা করুন, তুমি কেবল আমোদ আহ্লাদ কোরেই বেড়াও; তুমি আমোদ আহ্লাদ কর্‌বার উপযুক্ত পাত্রী।"

খোজেস্তা। ভাল, সেই কথাই ভাল, হামেত! যাই হোক, অতিথিটিকে পেয়ে বড় সুখী হয়েছি, সে কথা আমি আপন মুখেই ব্যক্ত কোচ্ছি। আর—"

"সে কথা বোল্‌তে হবে কেন, আমি তা দেখতেই পাচ্ছি," হামেত হঠাৎ এই কথা বোলে বোল্লেন, "ঐ দুইটি পদ্মচক্ষু পূর্ব্বে কখনই তত প্রফুল্লিত হোতে দেখিনি তাতেই বেশ জান্‌তে পেরেছি তুমি সুখি হয়েছো, তদ্ভিন্ন সদাগর দেখতেও অতি সুপুরুষ, আর -" খোজেস্তা অমনি বোল্লেন "তুমি বুঝি মনে কোরেছো, দুদিনের আলাপ হয়েই আমি তার রূপগুণে একবারে ভোলে পোড়েছি ? হামেত! তা নয়, তবে সে ব্যক্তি সত্য-তথ্য ভাল, তা মিথ্যা কথা বোল্‌বো কেমন কোরে ?" হামেতের যেন অনুমান হলো, এই কথার পরেই একটি দুঃখময় গভীর নিশ্বাসপাত হলো। যুবা নায়ক বোল্লেন, "তার সন্দেহ কি, সে ব্যক্তি বেশ খোস্ আলাপী, বেশ খোস্-মেজাজী।"

খোজেস্তা বোল্লেন, "আহা! সত্যই বটে, তিনি এক জন প্রকৃত উপস্থিত বক্তা, কথার ছটাও ভাল, তাতে আবার রসও বেশ আছে, সরস উত্তর তাঁর পেটে যেন জাগানো আছে, স্বভাবও বেশ আমুদে, এত যে দুরবস্থায় পোঁড়েছেন, তবু তাঁর মেজাজ আমোদের উপরেই আছে। তা যা হোক, হামেত! আজ প্রাতে তুমি তত মন ভার কোরে ছিলে কেন ? ডাকাতের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা শুনে সে ব্যক্তি যখন বীরক্রোধে দগ্ধ হোচ্ছিল, তাঁর চোক মুখ দিয়ে যখন বীরতেজ ফেটে বেরুচ্ছিলো, তখনও তুমি বোবার প্রায় হতভম্ব হয়ে বোসে ছিলে! কেন বল দেখিন ?"

হামেত বোল্লেন, "অচেনা কি অজানা লোক কাছে থাকলে আমি সাবধান হয়ে চোলে থাকি, মুখে তত বড়াই করি না, কিন্তু কাজের সময় সকলের আগে মাথা বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত আছি।" খোজেস্তা বোল্লেন, "হামেত! তোমার এই সদ্বিবেচনার অনাদর কোত্তে পারিনে সত্য, আমি কিন্তু অতিশয় তেজঃপুঞ্জ বীরাস্ফালন দেখতে বড় ভালবাসি। কেসোয়াৎ খাঁ বেশ এক জন সবক্তা, তাঁর বীরবিক্রমের বাক্য শুনে, তাঁর বীরক্রোধের অঙ্গভঙ্গিমা দেখে, বোধ হয় যেন তিনি কাসমাকের সঙ্গে সত্যসত্যই লড়াই কোচ্চেন, কখনও রণমদে মত্ত হয়ে তলোয়ারে তলোয়ারে ঠনাঠনি কোচ্চেন, কখন তেজাস্ফালন কোরে বিপক্ষের প্রতি দম্ভ কড়মড় কোচ্চেন, একবার যেন দেখছি কেসোয়াৎখাঁ তলোয়ারখানি এমনি বাগিয়েছেন, বোধ হোলো যেন, এই চোটে কাস্‌মাক্ ছটুকরো হবে, আবার তার পরক্ষণেই যেন দেখতে পাচ্ছি, কেসোয়াৎ খাঁ কাস্‌মাকের বীরপ্রহার সম্বরণ কোরে আপনার প্রাণ বাঁচালেন। এইরূপ মূর্ত্তিমান্ অভিনয় অন্তরপটে চিত্রিত কোরে মনে মনে তা দেখতে বড় ভালবাসি। হামেত, এটি যে প্রকাণ্ড অভিনয়, তুমি তা অস্বীকার কোত্তে পারে না।"

হামেত একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন, "খোজেস্তা! তোমার চরণতলে ভিন্ন আর যেখানে সেখানে আমি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে প্রস্তুত আছি, তাতে আমার কোন দুঃখ নাই।"

"হামেত! তাই বটে, কেন বল দেখি?"

"খোজেস্তা! উঃ! এ কথা জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক, এমন নিষ্ঠুর বাক্য তোমার মুখ দিয়ে বার হওয়াই উচিত ছিল না। বিশেষতঃ আমার কাছে যে,"—হামেতের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না, তাঁর গলা যেন বোজে গেল, তখন খোজেস্তার মুখ দিয়েও আর কোন কথা সল্লো না। হামেত সতৃষ্ণ-নয়নে যুবতীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে, তাঁর একখানি হাত কোলের উপর রেখে, আস্তে আস্তে টিপ্‌তে লাগলেন, টিপ্‌তে টিপ্‌তে বোল্লেন, "খোজেস্তা! আমি স্তাবক নই, স্তুতিবাদ কোরে মন মুগ্ধ কোত্তে জানি না, সে সকল বিদ্যায় আমি নিতান্ত অপটু, কেসোয়াৎ খাঁর মতন আমাতে বাক্‌পটুতার গুণও নাই, লতা-পাতা কেটে, চিত্র বিচিত্র কোরে, দশ রকম ফল ফুল দিয়ে কথার ডালি সাজাতেও আমার এসে না, আমার কোনও গুণ নাই বোল্লেই হয়, তবে এক মাত্র হৃদয় আছে, সেই সবে ধন হৃদয় তোমায় দান কোরেছি। আমার স্নেহপূর্ণ, আমার প্রেমপূর্ণ, আমার অনুরাগপূর্ণ হৃদয় তোমায় আমি সমর্পণ কোরেছি। আমি তোমার একান্ত অনুগত, একান্ত অনুরক্ত, একান্ত আশ্রিত, তুমি বই আর কাকেও জানি না, আর কাকেও চিনি না। ছেলেবেলা থেকে তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, আমি তোমার গুণে মোহিত, আমি তোমায় বিস্তর অনুরাগও কোরে থাকি, বেশী কথা বোল্‌বো কি, আমি তোমায় এত ভালবাসি যে, তোমার জন্যে আমি উন্মত্ত—খোজেস্তা, চোলে যেও না, আর একটু থেকে শুনে যাও"।

খোজেস্তা বোল্লেন, "হামেত! আর আমি থাকতে পারিনে।" "আর এক লহমা বই তুমি আমার হবে, কেবল এই আশা মাত্র আমায় দিয়ে যাও, আমি যেন এক দিন 'আমার খোজেস্তা' বোলে গর্ব্ব কোত্তে পারি; আর—"

"হামেত! কাল্, কাল্, আজ নয়, কাল্,—একণে আমায় বিদায় দাও, তার পর সকল কথা খুলে বোল্‌বো, আচ্ছা, তবে আমি চোল্লেম।" হামেত বোল্লেন; "তবে আচ্ছা খোজেস্তা! এখন যাও, আমায় দুঃখেই ডোবাও আর সুখেই ভাসাও, যা হয় কাল তোমার শ্রীমুখের বাক্য শোনা যাবে, আমার এমনি জ্ঞান হোচ্চে, তুমি অভাবে যেন আমি আর প্রাণে বাঁচবো না।" হামেত বিদায় হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ পিতার নিকট চোলে গেলেন, খোজেস্তা তাঁর উদাস গৃহে গিয়ে নির্জ্জনে শয়ন কোল্লেন।

কিছু দিন পূর্ব্বে হোলে, খোজেস্তা বরং প্রফুল্লচিত্ত হয়ে তাঁর মন-প্রাণ সাধুবৎ নিরীহ হামেতের উপর সমর্পণ কোত্তে পাত্তেন। যুবতী হামেতের গুণগৌরবের সমাদর, তাঁর সাধুচরিত্রের অনুরাগ বিস্তর কোত্তেন, কিন্তু এক্ষণে কাশ্মীর সদাগরের দেবকান্তি চক্ষে দর্শন কোরেছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ কোরে তাঁর গুণে মোহিতও হয়েছেন। কাশ্মীর যুবা যুবতীর সংসর্গে সুখী হবার ত কথাই বটে, বরং দিন দিন আরও প্রফুল্লিত হোতে লাগলেন। আবার যুবতীর পক্ষেও যুবার সংসর্গ অল্প আনন্দজনক হয় নাই, সে আনন্দ বালা কারুরি কাছে গোপন কোত্তেন্ না, যুবতী মনে মনে তৌল কোরে দেখলেন, কাশ্মীর যুবার বাক্‌কৌশলের ছটা অতি মনোহর, অতি মধুর, অতি উজ্জ্বল, শুন্‌লে জ্ঞান হয় যেন মনের সঙ্গে কথা কোচ্চেন, কি মনের কথা যেন টেনে নিয়ে বোল্‌ছেন। হামেতের কথায় ভঙ্গিতে সেরূপ চারু উজ্জ্বল ছটাও নাই, সেরূপ মধুর রসও নাই, না মনের সঙ্গে কথাই কয়, তাও কয় না। তাঁর বাক্যগুলি রসহীন, অতি কটু, রুক্ষ, অথচ জ্ঞানবানের মত প্রাজ্ঞ। বালা গুণের বিচার শেষ কোরে, রূপের বিচার কোত্তে বোস্‌লেন, কেসোয়াৎ খাঁর সহাস্য বদনের প্রতি, তাঁর চারু মনোহর মূর্ত্তির প্রতি, তাঁর ললিত ভঙ্গিমার প্রতি, নেত্রপাত কোল্লে মনোমোহিত হয়ে তাঁর রূপফাঁদে ধরা পোড়তে হয়। হামেতের শ্রীছাঁদ অতি কদর্য্য, না তাঁর রূপই আছে, না লাবণ্যই আছে, দেহটি আবার মানানসই নহে, দেখতে অতি বেঢপ, অতি বেডৌল, তেমন বেঢপ কদাকার চেহারা আর কারুরী দেখা যায় না। কেসোয়াৎ খাঁর রূপলাবণ্য যেমন নিখুঁৎ, যেমন নির্দ্দোষ, তেমন আবার কারুরই নাই, দেখলে বোধ হয় যেন, তাঁর দেহ ফুড়ে কান্তির উজ্জ্বল ছটা ফেটে বেরুচ্চে, তেজঃপ্রভায় শরীরময় যেন ধক্‌ধক্ কোরে জ্বল্‌ছে, বীরোৎসাহ-অনলে সর্ব্বশরীর যেন দীপ্ত কোচ্চে। বালার পিতাও কাশ্মীর যুবাকে অতিশয় স্নেহ কোত্তেন, তাতেই স্পষ্ট জানা ছিল, যুবতী যদি তাঁকে বরমাল্য প্রদান করেন, পিতার পক্ষ হোতে কোন আপত্তি হবে না, তবে এক্ষণে কথা এই, বালা তাঁকে মালা দান কোর্‌বেন কি কোর্‌বেন না, তাঁকে স্বামীত্বে বরণ করা উচিত কি না করা উচিত? যুবার কি যথার্থই মন হয়েছে বালা তাঁকে বিবাহ করেন, যদি সেই মনই হয়ে থাকে, তাঁর সঙ্গে কিন্তু দুদিনের আলাপ বই নয়, এতে কি কোরে আপনার অমূল্যধন হৃদয় দান কোরে, তাঁকে স্বামীত্বে বরণ কোত্তে পারেন? এই সময় যুবতী আপনা-আপনি বোলে উঠলেন, "তবে সুতরাং সে আশা স্বপ্নের ছলনা মাত্র, সে ব্যক্তি সুপুরুষ বটে, তবে তাঁর মন! আঃ! সেই কথাই কথা! সেই কথাই তো কাজের কথা! আসল কথাই তো সেই! আমি তাঁর অন্তঃকরণের আরাধ্যবস্তু হয়েছি কি না, বোল্‌তে পারি না, তাঁর অন্তরের কথা আমি কি কোরে জানবো? তাঁকে নিয়ে সুখী হব না, হামেতকে নিয়ে সুখী হব, সে বিষয় আমি স্থির কোত্তে পাচ্ছি না, হামেত কিন্তু আমার প্রাণের তুল্য ভালবাসেন, অতিশয় স্নেহ করেন, এখন আমি তাড়াতাড়ি কোর্‌বো না, আগে একটু স্থির শান্ত হয়ে বিবেচনা কোরে দেখি।" যুবতী এই সকল কথা তোলাপাড়া কোত্তে কোত্তে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন, নীচে গিয়ে দেখেন, কাশ্মীর যুবা আর তাঁর পিতা মুখোমুখি হয়ে কি কথাবার্ত্তা কোচ্চেন, খোজেস্তাকে দেখে কেসোয়াৎ খাঁর মুখ চোখ যেন আহ্লাদে নৃত্য কোত্তে লাগ্‌লো।

এখন এই দুই জনে আলাপ কোত্তে বোস্‌লেন। যুবতীর বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাব দেখে, বালার মুখে সদ্বিচারের কথা শুনে, কাশ্মীর যুবা চমৎকৃত হয়ে গেলেন, বিশেষতঃ যে সকল বিষয় কস্মিন্‌কালেও তাঁর মনে উদয় হতো না, যুবতী সেই সকল বিষয়ের প্রস্তাব করাতে তিনি বরং কিঞ্চিৎ শশব্যস্ত হয়ে পোড়্‌লেন। খোজেস্তা যতই সেই সকল প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যুবা ততই যুবতীর রূপ-

গুণের কথা এনে ফেলেন, যুবা ততই রূপের গৌরব, গুণের মহিমা বাড়িয়ে দিয়ে বালাকে ভুলিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা করেন। কেসোয়াং খাঁর মনোগত ইচ্ছা যে, কৌশল কোরে ঐ সকল প্রস্তাব-প্রবাহের বেগ ফিরিয়ে যুবতীর তোষামোদরূপ স্রোতের মুখে মিশিয়ে দেন, খোজেস্তা কিন্তু তেমন মেয়ে ছিলেন না যে প্রশংসার কথা শুনে হঠাৎ মুগ্ধ হন, তাই যুবতী তাঁর প্রশংসায় ভুলে গিয়ে আপনার আশয় পরিত্যাগ কোল্লেন না। যুবা কতদূর দর্পাত্মা সাধু; সে বিষয় মনে মনে স্থির কোরে কাশ্মীরে তাঁর পরিবার-ঘটিত অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন, জিজ্ঞাসা কর্‌বার সময় সতর্ক হয়ে তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখতেছিলেন। যুবতী দেখলেন, তাঁর কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে যুবার মুখশ্রী বিকৃত ও বিবর্ণ হোতে লাগলো, যুবা বোল্লেন, "আমার পিতা একজন রাজপারিষদ্ ছিলেন। যুবতী জিজ্ঞাসা কোল্লেন,"কাশ্মীরে কি রাজ-পারিষদের পুত্রেরা সদাগর হয়? এই কি সেখানকার রীতি? কি আশ্চর্য্য! তোমার মত যুবাপুরুষের উচিত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করা, সে কথাও যা হউক, তোমার পিতার মৃত্যুর পর তোমার উচিত ছিল রাজদরবারে একটা উচ্চপদে অভিষিক্ত হওয়া।" যুবতীর মুখে ঐ কথা শুনে, কেসোয়াং খাঁ হতবুদ্ধিপ্রায় হোলেন, কি উত্তর দিবেন, ভেবেই অস্থির হোতে লাগলেন, কিন্তু সেই সময় প্রফুল্লিত হবার মত চোক-মুখের ভঙ্গিমা কোরে, মধুর ছটায় হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "খোজেস্তা! আমি যে সেপাই কি রাজ-পারিষদ্ হইনি, সেটা আমার সৌভাগ্য বোল্‌তে হবে, তা হলে গিজনির সদাগর খোজের মনোমোহিনী কন্যাকে সন্দর্শন কোরে আমার চক্ষু সার্থক কোত্তে পাত্তেম না, তাঁর অমৃতবৎ সুমধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ কোরে কর্ণ সুশীতল কোত্তে পাত্তেম না।" কৌশল কোরে এত চাতুরীজাল বিস্তার কোল্লেন, সরস মধুর ভঙ্গিমা কোরে যুবতীর এম্‌নি মান বাড়ালেন, খোজেস্তা শুনে লজ্জিতা হোলেন; তাঁকে সেখান থেকে উঠে চোলে যেতে হলো, সুতরাং তিনি আর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যুবার স্বরসন্ধানের কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে পাল্লেন না। খোজেস্তার বুদ্ধি-বিবেচনা ভাল ছিল সত্য, পণ-প্রতিজ্ঞাও দৃঢ় ছিল সত্য, সে সবই সত্য বটে, তথাচ তিনি স্ত্রীজাতি, তাই আপনার প্রশংসার কথা শুনে অসন্তুষ্ট হোলেন না, বিশেষতঃ কথাগুলি আবার সময়মত বলা হয়েছিল। কিন্তু যাই হউক, যুবতী আপ-নার চতুরতাগুণে কাশ্মীর যুবার কৌশল, তাঁর চাতুরী বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। সদাগর খোজে-স্তার কথায় ধরা পোড়তেন, ধরা পোড়লে তাঁকে অপ্রতিভ হোতে হতো, সেই অপ্রতিভ থেকে বেঁচে যাবার নিমিত্ত যুবা তত আড়-ম্বর কোরে যুবতীর মান-গৌরব বাড়াতে লাগলেন, নচেৎ শুদ্ধ তাঁকে প্রফুল্লিত কি পরিতুষ্ট কর্‌বার নিমিত্ত তিনি তত আড়ম্বর কোরে তাঁর রূপগুণের প্রশংসা করেন নি, তাই যুবতীর মনে ভয় হলো, তবে বুঝি যুবার প্রকৃতি ভাল না হবে, হয় ত তাঁর কপট স্বভাবই হবে, এই মনে কোরে নিস্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগলেন, তার একটু পরেই খোজেস্তা সে ঘর থেকে চোলে গেলেন।

পরদিন খোজেস্তা ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছেন, জানালার ফাঁক দিয়ে গলির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছেন, হামেত কতক্ষণে আস্‌বেন, এমন সময় খোজে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, পিতাকে দেখে, নেমে গিয়ে, তাঁর সমাদর কোল্লেন। পিতা বোল্লেন, "তুমি ওখানে কি কোচ্ছিলে, এদিক্ ওদিক্ চেয়ে দেখ্‌ছিলে কেন?" যুবতী বোল্লেন, "হামেতের আস্‌বার কথা ছিল, এই সময় তাঁর আস্‌বার কথা, তবে এখনও এলেন না কেন, তাই ভাবছি। বাবা। আপনি তো জানেন, হামেত কেমন বাক্‌নিষ্ঠ, তাঁর যে কথা, সেই কাজ।" খোজে বোল্লেন "তা সত্য বটে, সে ব্যক্তির শরীরে আলস্য নাই, তার উপর তোমার কিছু অধিক যত্ন দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

"বাবা! তা নয়, তবে কথা কি, তাঁর শরীরে যদি গুণ থাকে, আর তাঁর চরিত্র যদি ভাল

হয়, তবে তাঁরে যত্ন না কোর্‌বো কেন? তার চেয়ে ভাল আর কোথায় পাব যে, এরে ফেলে তারে যত্ন কোর্‌বো'।

খোজে বোল্লেন "খোজেস্তা! অমন কথা বোলোনা, ওকথা মুখেও এনোনা, তবে বোল্‌তে পারে, যদি রূপে গুণে সমতুল্য ব্যক্তির সঙ্গে তোমার আলাপ না হতো, হাঁ! তা না হলে এক দিন কথা ছিল বটে। সে ব্যক্তির বুদ্ধি বিবেচনা, তার দেহে কান্তি বরং তোমার অপেক্ষা আরও চমৎকার।"

যুবতী বোল্লেন "বাবা! আপনি কি কেসোয়াৎ খাঁর কথা বোল্‌ছেন'? 'হাঁ সেই কথাই, বোল্‌ছি, তাঁর কথা তোমায় বোল্‌তে এসেছি, তিনি তোমার পাণিগ্রহণ কোত্তে বাসনা করেন, সে কথা শুনে আমার মনে বড় আহ্লাদ হয়েছে। পুত্রি! তবে হামেতকে আর মনে কোরোনা, সে দেখ্‌তে চাষার মত অতি কদাকার, অতি অসভ্য, অতি মূর্খ কৌশল চতুরতা কাকে বলে তা সে জানে না, ভদ্রলোকের কাছে দুটো কথা বোল্‌তে হলে, তার কালঘাম বেরিয়ে পড়ে। আমি কাশীর খাঁর কাছে চোল্লেম, তুমি তাঁর অভিপ্রায়ে সম্মত আছ এই কথা বলিগে।"

পিতার মুখে ঐ কথা শুনে খোজেস্তা যেন গাছ্‌ থেকে পোড়্‌লেন, বিশেষতঃ কেসোয়াৎ খাঁ যে, তাঁর পিতার আশ্রয় ধোরে বিবাহের প্রস্তাব কোরেছেন, তাই মনে কোরে যুবতী আরও বিস্ময়াপন্ন হোলেন। যুবতী বোল্লেন 'আপনি গিয়ে তাঁকে এই কথা বলুন, "যারে আমি স্বামী বোলে বরণ কোর্‌বো, তিনি আমায় আন্তরিক স্নেহ করেন কি না, তিনি আমায় আন্তরিক শ্রদ্ধা আন্তরিক যত্ন করেন কি না, সে বিষয় আমি আগে জান্‌বো, তবে তো আমি পাণি-গ্রহণ কোত্তে অনুমতি কোর্‌বো, শুধু কথায়, কি শুধু অবস্থিতিতে ভাল বাসা জানালে সে ভালবাসা সিদ্ধ নয়; শুধু মুখে স্নেহ জানালে সে স্নেহ সপ্রমাণ হয় না, সে স্নেহের মূল্য নাই, সে স্নেহের গৌরব নাই। খোজে বোল্লেন "পুত্রি! সে সত্য বটে, তবে কথা কি, এ সকল বেহায়া বয়েসের কথা আমি তাঁরে কি কোরে বোল্‌বো? তাতো আমি পার্‌বোনা, তবে কৌশল কোরে বলা যাবে। অভিপ্রায় জানানো লয়েই বিষয়, তাই দুটো মিষ্ট কোরে, তোমার অভিপ্রায় তাঁকে জানানো যাবে, তাহলেই তো হলো? এর পর সুবিধা বুঝে তুমি নিজে নয় তাঁকে জানিও তোমার যে পণ প্রতিজ্ঞা তা তাঁকে বোলো, তবে এখন আমি চোল্লেম'।

'একটু দাঁড়ান, আপনার প্রাচীন বন্ধু খোদাবাদের পুত্র হামেত যে প্রস্তাব কোরেছেন ঐ প্রস্তাবের কথা আপনাকে বোল্‌বো মনে কোরেছিলেম'।

খোজে বোল্লেন 'সে প্রস্তাবে অবশ্যই তুমি অসন্তুষ্ট হয়ে থাক্‌বে, তা কখনই গ্রহণ করোনি দেখ্‌তে পাচ্ছি'। খোজেস্তা বোল্লেন, 'না, বাবা! তা নয়, আমি তাঁর প্রস্তাবের অনাদর করি না, আমি যে তাঁর গুণগৌরব জান্‌তে পেরেছি, তাই তাঁরে মান্যমান কোরে থাকি, চিরকালই মান্যমান কোরে আস্‌ছি।'

খোজে বোল্লেন, 'আগে মান্য কোত্ত, এখন বুঝি স্নেহ কোরে থাক'? খোজেস্তা ওকথার কোন উত্তর দিলেন না, তাঁর পিতা খানিকক্ষণ কি বিড়্‌বিড়্‌ কোল্লেন, তার পর বোল্লেন 'খোজেস্তা! আমি এইমাত্র চাই, যে দুই পাত্র উপস্থিত, তার মধ্যে যাকে বরণ কোত্তে হয়, কর, কিন্তু তাড়াতাড়ি কোরোনা, স্থির শান্ত হয়ে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা কোরে বরণ কোরো। অতিথি যুবাকে অবকাশ দাও, আচ্ছা, তিন মাস তাঁর ব্যবহার দেখ, তা হলে জান্‌তে পার্‌বে তোমার প্রতি তাঁর কিরূপ মন, হামেতের অপেক্ষা তিনি যদি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ না হন, তখন না হয় তুমি যারে মন চায় তারে বিবাহ কোরো'।

খোজেস্তা বোল্লেন, 'বাবা! তবে সেই কথাই ভাল, আমি আপনার নিকট দিব্যি কোরে বোল্‌ছি, তার পূর্ব্বে এ বিষয় স্থির কোর্‌বো না, আপনি এখন কেসোয়াৎ খাঁকে গিয়ে এই সকল কথা খুলে বলুন, তা

হলে মস্তো একটা অসুখের দুর্ভার থেকে নিষ্কৃতি পাই'।

খোজে বোল্লেন, 'আচ্ছা, আমি তাঁরে ঐ কথা বোল্‌বো. খোদাবাক্স বড় মনের অসুখে আছেন, আমি তাঁকে দেখ্‌তে চোল্লেম, হামেতকেও তোমার অনুরাগের বিষয় জানাবো।'

এই কথা বোলে খোজে চোলে গেলেন, খোজেস্তা একাকিনী বোসে চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন্, যে বিষয় শয়নে স্বপনে তাঁর মনে জাগ্‌ছে, সেই বিষয়ের চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন্। খোদাবাক্সের বিপদের কথা শুনে ভাবলেন, তবে বুঝি সেই জন্যেই হামেত আজ আস্‌তে পারেন নি, বোধ হয় তাঁর পিতা কি কোর্‌বেন না কোর্‌বেন, তাঁকে লোয়েই তারি একটা পরামর্শ কোচ্চেন্। খোজে কাশ্মীর যুবাকে আপনার কন্যার কথাগুলি বোলে বাহিরে চোলে গেলেন্। কাশ্মীর যুবা তাঁর প্রণয়ের প্রতিবাদী হামেত্‌কে চাষা, গোঁয়ার, মূর্খ বোলে রেগে রেগে, হেঁকে হেঁকে, গালাগালি দিতে লাগ্‌লেন, কিন্তু তবু তিনি নৈরাশ হোলেন না, মনে মনে সাহস বাঁধলেন। ভাবলেন, হামেত্‌ অতি মূর্খ, অতি চাষা, না শ্রীই আছে, না ছাঁদই আছে, না বিদ্যাই আছে, না বুদ্ধিই আছে, তবে আর তাকে ভয় কোত্তে যাবো কেন? আমি দশটা কোঁদের লালালির কথা বোলে, পাঁচ রকম চালাকি দেখিয়ে, যুবতীকে প্রলুব্ধিত কোত্তে পার্‌বো, তার মনও মুগ্ধ কোত্তে পার্‌বো। হামেত্‌ যাতে উদাস অন্ধকারে চাপা পড়ে তা কোত্তে হবে। খোজেস্তার বুদ্ধি বিবেচনার দৌড় বেশ আছে সত্য, তা আছে আছেই, তথাচ স্ত্রীলোক বই নয়, স্ত্রীলোকের মন ভুলে যেতে কতক্ষণ। একটু সজিয়ে কোলিয়ে দু'টা অনুনয় বিনয় কোরে পাঁচটা মন যোগান কথা বোল্লে, দশ রকম হাঁসি ঠাট্টার আমোদ কোল্লে, যুবতীর মন অনায়াসেই ফিরে দাঁড়াবে।

'খোজে গিয়ে শুন্‌লেন, তাঁর বন্ধু খোদাবাক্স বাটীর ভিতর একটি নির্জ্জন কামরায় একলা চুপটি কোরে বোসে আছেন্, পাছে কোন পত্রিকে কালমাকের কালপত্র তাঁর হাতে গিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কোচ্চেন না। খোজের কিন্তু যাবার নিষেধ ছিল না, তিনি গিয়ে সান্ত্বনা কোরে বোল্লেন, হয়তো সে পত্র আদৌ পৌঁছিবেনা, তবে যে দরজার গায় কৃষ্ণ চেহ্রা দেখতে পেয়েছেন, তা বোধ হয় কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা ছেঁড়া বালকেরা ভয় দেখাবার নিমিত্ত ঐরূপ চিত্র কোরে রেখেছে, নচেৎ ডাকাত দ্বারা কখনই তা হয়নি। এই রকমে অনেক বুঝিয়ে শেষে বোল্লেন, হয়ে থাকেতো হয়েছে, তার আর চারা কি, ভাবনা চিন্তা এখন ছেড়ে দাও, আজ তোমার নিমন্ত্রণ, সন্ধ্যার সময় আজ আমার বাড়ীতে খাবে, হামেতকেও যেতে হবে, তবে হাত পা ছেড়ে দিয়ে ঐরূপ কোরে বা হতাশ কোল্লে আর হবে কি, বিশেষতঃ যে ভয় কোচ্চো, সে ভয় সত্য কি মিথ্যা তারি বা ঠিকানা কি। খোদাবাক্স মৃতাত্মা হয়ে একেবারে মুখের উপর বোল্লেন, "না; আমি যাবনা, আমি বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবনা"। কিন্তু খোদাবাক্স তাঁর প্রাচীন বন্ধুর প্রফুল্ল মূর্ত্তি দেখে, তাঁর মুখে সাহসের কথা শুনে, তাঁর মনের অস্থিরতা কতকদূর হলো, তাই শেষে বোল্লেন, তোমার বাড়ীতে না হয়ে আজ আমার বাড়ীতেই উদযোগ হোক্। তুমি, তোমার কন্যা, আমাদের অতিথি বন্ধু, আজ আমার বাড়ীতে সায়ংকালে আহার কোরবে, আমি আরও জন কয়েক বন্ধু বান্ধবকে আহ্বান কোর্‌বো, খোজে বোল্লেন, তবে তাই ভাল, তাতে আমি অসন্তুষ্ট নই, এই কথা বোলে হামেতের ঘরে চোলে গেলেন। সেই একান্ত প্রণয়মগ্ন যুবা খোজেস্তার অভিপ্রায় শুনে দুঃখে নিমগ্ন হলেন। তিনি মনে কল্লেন, খোজে কাশ্মীর যুবার অনুকূল পক্ষ বোলেই এই বিপদটি ঘটেছে। হামেত ও কথার কোন উত্তর না দিয়ে মনে মনে স্থির কোল্লেন, খোজেস্তার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক যত্ন, আরও অধিক অনুরাগ দেখাবেন। যুবা

অন্তরে জানতেন,তার প্রতি খোজেস্তার শ্রদ্ধা-ভক্তি ভাল রূপই আছে। হামেতের উদাস-ভাব দেখে খোজে অসন্তুষ্ট হোলেন্‌না, তিনি ওখান থেকে বিদায় হয়ে একবার সহর বেড়িয়ে বাড়ীতে ফিরে গেলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"বড় বাড়লে ঝড়ে ভাঙ্গে।"

খোদাবাদের বাড়ীতে আহ্বান হয়েছে শুনে কেসোয়াৎ খাঁ মনে মনে ভারি দুঃখিত হলেন, দুঃখে যেন মোরে গেলেন। খোজেস্তা যুবার প্রফুল্লিত কোমল বদনের ম্লানভঙ্গীমা দেখে, বালা মনে কোল্লেন, যুবা খোদাবাদের নিমন্ত্রণে যাবেন না, তাই একটা ওজর তো কোত্তে হবে, কি ওজর করবেন তাই ভাব-ছেন। বালার কিন্তু এ অনুমান ঠিক হয়নি। যুবার নিমন্ত্রণে যাবার অনেক হেতু ছিল, তাঁকে সেখানে যেতেই হতো, তাঁর প্রতিবাসী যদি সেখানে উপস্থিত না থাকতেন, এ নিমন্ত্রণ পেয়ে বরং তিনি আরও প্রফুল্লিত হতেন। কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন, "খোজেস্তা! আজ সন্ধ্যাকালটা কি কোরে কাটানো যাবে, আমাদের দুটো আমোদ আহ্লাদ করা কি কোরে হবে"। খোজেস্তা বোল্লেন, "কেন? আমিও তো সেখানে যাবো, তুমি তো বোলেছো, হেসে থাক্, পুড়ে থাক্, মরে থাক্, তায় ক্ষতি নেই, আমি মাত্র তোমার কাছে থাকি, তা হলেই তুমি প্রফুল্লিত হবে, এ কথা না হবে তো তুমি আমায় হাজারও বার বোলেছো, তা ছাড়া তুমি আরও কত কথা বোলেছো, তুমি আর কিছু চাওনা, আমায় দেখতে পেলেই সুখী হও"।

কেসোয়াৎ খাঁ বল্লেন, "সে কথা তো মিথ্যা নয়, তার এক তিলও মিথ্যা নয়। তুমি সেখানে যাবে আমি তা জানি তুমি মনে কোরো না, আমি তা জানিনে। তোমার সেখানে দেখে আমি সুখী হবোনা সেটাও মনে কোরোনা, তবে—।"

খোজেস্তা বোল্লেন, "তবে, আমায় সেখানে অষ্টপ্রহর দেখতে পাবেনা, তাই বুঝি তোমার মনে অসুখ হচ্ছে? কেমন এই কথা না।।

কেসোয়াৎখাঁর মুখে আর কথা নাই, খোজেস্তা বোল্লেন, "কেমন এই কথা তো বটে?" যুবা ঘাড়নেড়ে সায় দিলেন। খোজেস্তা বোল্লেন, "সেটা তোমার উপরেই নির্ভর কোচ্চে, তুমি যদি মাথা হেঁট কোরে বোসে রও, চোক মুখ ভার কোরে, মুখ অন্ধ-কার কোরে থাক, তবে তোমার নিকটে আমার যেতেই ভয় হবে, তা হলে কাজে কাজেই যেখানে আমোদ আহ্লাদ দেখতে পাবো, সেইখানেই যেয়ে বোস্‌বো। মনে কোরেছি আজকের দিনটা বন্ধুর বাড়ীতে খুব আমোদ আহ্লাদ কোরবো।"

কাশ্মীর সদাগর বোল্লেন, "তা যথার্থই তো বটে, না কোর্‌বেই বা কেন, আমি দুঃখিত হোয়েছি বোলে তুমি আমোদ আহ্লাদ কোরবে না একি একটা কথা, আমি কি এতই হাবা যে, বুঝতে পারিনে! আমি যতই দুঃখিত হই না কেন তার জন্যে তোমার আমোদ প্রমোদের বাধা হবে কেন?"

খোজেস্তা কিঞ্চিৎ রাগত হয়ে বোল্লেন, "কি বালাই, আমি কি তাই, তাই বোল্‌ছি! আমার কথার মর্ম তা নয়, যে সাধ কোরে মিছামিছি দুঃখিত হয়, তার দুঃখে দুঃখিত হব কেন? যার দুঃখের প্রকৃত কারণ থাকে, তার দুঃখে দুঃখিত হোতে পারি, তার গলা ধোরে কাঁদতেও পারি, কেঁদেও থাকি এ কথা তোমায় কতবার বোলেওছি। কেসো-য়াৎ খাঁ যুবতীর দুখানি হাত ধোরে বোল্লেন, "খোজেস্তা! স্ত্রীজাতির মধ্যে তুমি একটি রত্ন, তুমি আমায় ক্ষমা কর, তবে একটি কথা আমার আছে,—আমার কি সেখানে অসুখের কোন কারণ নাই? হামেত কি সেখানে উপস্থিত থাক্‌বেন না?"

খোজেস্তা বোল্লেন, "থাকবেন না কেন?

অবশ্যই থাক্‌বেন; কিন্তু তাই বোলে তুমি দুঃখিত হবে কেন? যাও! ও সকল কথা ছেড়ে দাও! এখন নিমন্ত্রণে যাবার উদ্‌যোগ কর, এ তো নিমন্ত্রণ নয়, তোমার পক্ষে যায় দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমার কথা যদি মানো, তবে শুন বলি, এ নিমন্ত্রণে তোমায় দুঃখিত হোতে হবে, এমন কষ্ট আমা হোতে হবে না।" এই কথা বোলে, মধুর ভঙ্গিতে একটু মুচ্‌কে হেসে, যুবতী সে ঘর থেকে চোলে গেলেন। কেসোরাৎ খাঁ উঠে আপনার ঘরে গিয়ে পায়চারি কোত্তে লাগ্‌লেন। নিমন্ত্রণে যাবার জন্ত তাঁকে ততটা যত্ন কর্‌বার আবশ্যক ছিল না, আপনার তাড়াতেই, তাঁকে সেখানে যেতে হতো। সন্ধ্যা হলো, নিমন্ত্রণে যাবার সময় উপস্থিত, কাশ্মীর যুবা খোদাবাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখেন, যে যার স্থানে গিয়ে বোসেছেন, একদল তায়ফাওয়ালী দেখে তাঁর মন অনেক সুস্থ হলো। নাচওয়ালীরা মনোহর ভঙ্গীতে ভোজদাতাকে সেলাম্‌ কোরে তাঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইতে লাগ্‌লো,—ভোজদাতা ভীত হয়েছেন শুনে, তাঁর দুঃখে দুঃখিত হয়ে তারা অনেক আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লো, মুখে আবার সাহসও দিতে লাগ্‌লো। আল্লা না করুন তেমন ঘটনা হয়। বোধ হয় পাষণ্ড ডাকাতেরা আর কোন উচ্চবাচ্য কোর্‌বে না, ঐ কুক চেষ্টা দিয়েই খতম্‌ হবে।

খোদাবাদ মনের সাধ মিটিয়ে, যা মুখে আস্‌ছিলো, তাই বোলে গালাগালি দিতে লাগলেন্‌। সে স্থানে আরও অনেকগুলি সদাগর উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কাছে কেসোরাৎখাঁর পরিচয় দিয়ে দিলেন, যুবার দুঃখের কাহিনী শুনে, তাঁরা অনেক দুঃখ জানাতে লাগ্‌লেন, তাঁকে শিজ্‌নিতে বাস করাবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন কোত্তে লাগ্‌লেন। সদাগরেরা বোল্লেন, "বাণিজ্য ব্যবসায়ের তো এক প্রকার অপ্রবাহই হোয়ে পড়েছে, তথাচ যা কিছু লাভ ভাব আছে, তাতেই কোনমতে জলাহার কোরে দিন নির্ব্বাহ হতে পার্‌বে," এই কথা বোলে সেই লাভ ভাব গুলি মুখে মুখে যেন দেখিয়ে দিলেন। সদাগরদের মুখে কল্যাণ প্রার্থনার কথা শুনে, কেসোরাৎখাঁ আপনাকে ভাগ্য জ্ঞান কোরে বোল্লেন, "এর পর আমি কি কোর্‌বো, কোথায় যাবো, সে কথা আমি এখন নিশ্চয় কোরে বোল্‌তে পাচ্ছিনে, মনে মনে একটা অভিপ্রায় আছে, সেই অভিপ্রায়ের উপর আমার অদৃষ্ট নির্ভর কোচ্চে।" এই কথা বোলে, একবার আড়চকে খোজেস্তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, খোজেস্তা তখন অবগুণ্ঠনবতী হোয়ে হামেতের সঙ্গে আলাপ কোচ্ছিলেন। ভদ্র লোকের মধ্যে ঘোমটাটি তাঁকে যত্ন কোরে রাখ্‌তে হোয়েছিল।

খোজেস্তা একবার কাশ্মীর যুবার প্রতি ফিরে চেয়ে, আবার হামেতের সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন, হামেতের দিকে কেসোরাৎ খাঁ একবার ঘৃণার ভঙ্গিতে দৃষ্টিপাত কোল্লেন, হামেত কিন্তু সেটি লক্ষ্য কোত্তে পারেন নি। আমন্ত্রিতেরা কারচোপের বিছানার উপর জড়াও বুটিদার্‌ তাকিয়া ঠেস্‌ দিয়ে ঘর যুড়ে বোসে গিয়েছেন। কাফি আর আল্‌বোলা এসে পোড়্‌লো, নাচ আরম্ভ হলো। খোজেস্তা হামেতের খুড়ির পাশে গিয়ে বোস্‌লেন, সেখানে আরও কতকগুলি স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন, তাদের সকলেরি মুখাবয়ব ঘোমটায় আবৃত। স্ত্রীলোকেরা অবগুণ্ঠনবতী হোয়ে আপনার আপনার বাড়ীর মোজ্‌লিসে গিয়ে বসা সে দেশের রীতি। কাশ্মীরযুবা ভোজদাতার দক্ষিণ দিকে বোসেছিলেন, নানা প্রকার হাস্যপরিহাসের আমোদ চোল্‌তে ছিল, তাতে বোধ হলো যুবা বেশ প্রফুল্লচিত্তেই আছে, তাঁর খোজেস্তা একটু দূরে বোসেছিলেন সত্য, কিন্তু হামেতেরও নিকটে ছিলেন না, তাই দেখে তাঁর মনে আর কষ্ট হলো না। তায়ফাওয়ালীর প্রথমবারের মুজরো শেষ হয়ে গেলে, স্ত্রীলোকেরা যে যার বাড়ী চোলে গেলেন, পুরুষেরা খানিক রাত পর্য্যন্ত আমোদ আহ্লাদ কোত্তে লাগ্‌লেন। খোদাবাদ তামাকের নিমকি নেশায় প্রফুল্লিত হোয়ে, নাচগাওনার আমোদে মেতে

উঠলেন, তখন সেই অপরাধমস্ত কালকুষ্ঠ ফেওয়ার কথা একেবারে বিস্মৃত হোয়ে গেলেন, একদল ডাকাত আছে যে, সে কথাও ভুলে গেলেন, তখন শুদ্ধ "বাহবা, ক্যাখুব, আচ্ছি খাখি খায়' মুখে কেবল এই বোল্ লেগেছিল। খুসি খোর্‌রামির,হাসি ঠাট্টার হোর্‌রা উঠতে লাগলো, আমোদ প্রমোদের তুফান চোল্‌তে লাগলো, অনেক রাত পর্য্যন্ত মজলিসের গঠরা চেলেছিল, তারপর ভেঙ্গে গেল। খোদাবাদ সদরদরজায় দাঁড়িয়ে বন্ধুদিগকে সমাদরের বিদায় কোর্‌বেন বোলে চাকরকে বোল্লেন, "আমার জুতো নিয়ে আয়।" জুতো যেমন পায় দিতে যাবেন, এক পাটি জুতোর মধ্যে পা ঢুক্‌লো না, কিসে যেন বেধে বেধে যেতে লাগলো; তাঁর ক্রীতদাসকে ডেকে বোল্লেন, "দেখ্‌তো জুতোর মধ্যে কি ঢুকেছে।" সে বালকটী তখনি তার ভিতর থেকে এক খানি চিঠি টেনে বার কোল্লে, তার খামের উপর কুষ্ঠরোগ অঙ্কিত রয়েছে সকলে দেখতে পেলে। খোদাবাদ ঐ কালচিহ্ন দেখে অমনি মূর্চ্ছিত হোয়ে গদির উপর পোড়ে গেলেন, হামেত আতঙ্কে কাঁপতে লাগলেন, বাড়ীময় হাহাকার পড়ে গেল, চারিদিকে মহা গণ্ডো-গোল বেধে উঠ্‌লো। অনেকক্ষণের পর খোদাবাদের চৈতন্য হলো, মাথা তুলে চেয়ে দেখেন হামেত অধোবদনে দাঁড়িয়ে আছেন, খোজের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, তাই দেখে হতাশ হয়ে আবার মূর্চ্ছিত হবার মত হোলেন। হামেত বোল্লেন, "এখন কি করা কর্ত্তব্য।" কারও মুখে কথাটি নাই, কেসো রাৎখাঁ সকলকে নীরব দেখে বোল্লেন, "আমার মত, হয় পত্রখানি পুড়িয়ে, নয় ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাই কোরে আর ভবিষ্য মনে কোরো না। খোদাবাদ বোল্লেন,"ছিঁড়ে কি পুড়িয়ে ফেল্লে কি দণ্ড হবে, তা নাকি তুমি অবগত নও, তাই অমন কথাটা হঠাৎ বোলে ফেল্লে, কাল্‌মাকের হুকুম আমি মাথায় কোরে বোইবো, তা না কোরেই বা করি কি, নচেৎ জীবনটিকে গুনগারি দিতে হবে। হামেত! পত্রখানি খুলে পড়, আমি শুনতে প্রস্তুত আছি, আমার মনে এখন বল হয়েছে, কি লিখেছে শুনে ভয় পাবো না।

পত্র।

"খোদাবাদ সদাগর!"

"এই পত্র প্রাপ্ত হইবার পর তৃতীয় রাত্রে পাঁচ হাজার খান্ মোহর পৌঁছিয়ে দিবা, চারি পর্ব্বতের নিকটে যে প্রান্তর আছে, ঐ প্রান্তর মধ্যস্থিত ভগ্ন মসীদে পাঠাইয়া দিবা। যে ব্যক্তি অর্থ লইয়া আসিবে, সে যেন বিশ্বাসী পাত্র হয়, তাহার যদি প্রাণের মায়া থাকে, সে যেন একাকী আইসে। দেখিও! খবরদার! পত্রের অপমান না হয়, তা যদি হয়, তবে কাল্‌মাকের ঘোর দণ্ড স্মরণ করিও।" খোদা-বাদ টাকার দাবি শুন্‌তে প্রস্তুত ছিলেন সত্য, কিন্তু পাঁচ হাজার খান্ মোহর অল্প অর্থ নয়, সদাগর মনে করেন নি তারা তত অসম্ভব দাবি কোর্‌বে, তাই তিনি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বন্ধু! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, এইবার মোজলেম, ধনে প্রাণে মোজলেম, কি সর্ব্বনাশ! দুটাকা নয়, দশ টাকা নয়, পাঁচ পাঁচ হাজার খান মোহর আমায় দিতে হবে, তবে আর আমায় বাঁচতে হবে না, এইবার আমার অদৃষ্টে মৃত্যু লিখেছে।" কেসোরাৎ খাঁ বোল্লেন,"এ দাবির টাকা কি না দিলে চলে না? কৌশল কোরে কি এ দায় থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না?" খোদাবাদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, "না ভাই, তার কোন উপায় নেই, টাকা না দিলেও মত্তে হবে, দিতে গেলেও মত্তে হবে, সমানই কথা, মৃত্যু ছাড়াছাড়ি নাই।" খোজে বোল্লেন, "তবে এখন উপায় কি, কি করা কর্ত্তব্য।" কেসোরাৎ খাঁ বোল্লেন, "তবে চাঁদা কোরে দশজনে মিলে টাকাটা দেওয়া যাক, আপনি আমার নামে চাঁদা করে, যে টাকা সংগ্রহ কোরেছেন, তার মায়া আমি অম্লান মনে পরিত্যাগ কোত্তে প্রস্তুত আছি, তাই মাত্র আমার পুঁজি, আর সম্বল আমার কিছুই নাই, তবে আপনারা যা দিবেন, তার উপর ঐ টাকা দিলে কথঞ্চিৎ উপকারে আস্‌তে পারে।"

খোদাবাদ কেসোয়াৎ খাঁর এক খানি হাত চেপে ধোরে বোল্লেন, "বিদেশী বন্ধু! আপনার অতি মহৎ অন্তঃকরণ, আপনার অতি উদার স্বভাব, আপনি তো যথাসর্ব্বস্বই বিসর্জ্জন দিয়েছেন, তার পর চাঁদা কোরে যা যৎকিঞ্চিৎ পেয়েছেন, তাও আবার আমায় কেড়ে নিতে অনুমতি কোচ্চেন, আল্লা না করুন আমার সে প্রবৃত্তি হয়, আপনার যা যৎকিঞ্চিৎ আছে, তা আপনারই থাক্, আমার তো আরও দশজন বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁরা অবশ্যই আমায় কৃপা কোর্‌বেন"। খোদাবাদ অর্থের শোকে মতিচ্ছন্নপ্রায় হওয়ায় তাঁর বুদ্ধির ভ্রম জন্মে, তাই তিনি মনে মনে চাঁদার আশা কোল্লেন, সে আশায় কিন্তু বঞ্চিত হোতে হলো, যাঁরা যাঁরা তাঁর বাড়ীতে খেতে এসেছিলেন, ঐ চাঁদার কথা শুনে একটি একটি কোরে সকলেই আস্তে আস্তে সোরে পোড়লেন, শেষে খোদাবাদ, তাঁর পুত্র হামেত, খোজে আর কেসোয়াৎখাঁ এই চারিটি মাত্র প্রাণী অবশিষ্ট রইলেন, এখন তাঁদের বিচার বিবেচনায় যা ভাল হয়, তাই কোত্তে হবে। কাশ্মীর যুবা অভ্যাগতদিগের অস্বাত্তিক আচরণ দেখে অতিশয় রাগত হোলেন, যুবা একান্ত মনে কোরেছিলেন, তাঁরা অনেক টাকা চাঁদা দিবেন, খোজে কিন্তু তাঁকে বুঝিয়ে এই কথা বোল্লেন, "তাঁরাও ভয়ে কাঁপছেন, না জানি কবে আবার তাঁদের উপরেও তৃষ্ণাতুর অতৃপ্য কাল্‌মাকের দাবি এসে চেপে পোড়বে। হয়ত আজ বাদে কালই তাঁদের মধ্যে কাহারও তলব হোতে পারে"। কাশ্মীর যুবা পুনরায় খোদাবাদকে বোল্লেন "আমার যা কিছু আছে আপনি গ্রহণ করুন্"। তাঁর টাকা গ্রহণ কোত্তে খোদাবাদের প্রবৃত্তি হলো না, তাই তিনি বোল্লেন "তোমার টাকা কড়ি নিতে হবে না, এখন করি কি বরং তারি একটা ভাল পরামর্শ দাও"। কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন, "আমিতো দস্যুদের বিষয় কিছুই অবগত নই, তাই তাদের সম্বন্ধে কোন পরামর্শ আমার দেওয়াই উচিত নয়। তা যাই হোক একটা পরামর্শ এই আছে, আগে টাকাটা না পাঠিয়ে জন কয়েক বিশ্বাসী লোক সেই তস্করদিগের পাঠিয়ে দেওয়া যাক্, তারা যদি পাঁচ কথা বোলে কোয়ে, দশটা অনুনয় বিনয় কোরে, টাকার দাবিটা কমাতে পারে তো ভাল হয়, এর জন্যে তাদের যদি হাতে ধোত্তে হয়, পায় ধোত্তে হয়, তাও করা উচিত, তাতেও যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয়, তবে টাকাটা সংগ্রহের নিমিত্ত আরও যদি কিছু সময় বাড়িয়ে দেয়, তা হলেও হানি নাই"।

খোজে বোল্লেন, "তবে এই পরামর্শ ভাল, হাসেনের কথা কি স্মরণ নাই? সে তো আর অধিক দিনের ঘটনা নয়, ডাকাতেরা তাঁকে অনেক টাকা ছেড়ে দিয়েছিল।" কেসোয়াৎখাঁ বোল্লেন, "কে গেছিল? কাকে পাঠিয়েছিল?"

খোজে বোল্লে, "তার পুত্র গিয়েছিল।" খোদাবাদ হামেতের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, হামেত যাবেন বোলে তখনি প্রস্তুত হলেন্। খোদাবাদ বোল্লেন, "হামেত! তুমি বড় সদাশয় বালক, তোমার বড় উদার অন্তঃকরণ।" কেসোয়াৎখাঁ বোল্লেন, 'হামেত! তুমি বড় সুপুত্র, তোমার বড় পিতৃভক্তি, তবে যাও, গেলেই কার্য্যসিদ্ধ হবে। খোজে বোল্লেন, 'ভয় কোরোনা, আল্লা তোমায় রক্ষা কোর্‌বেন্, নির্ভয়ে চোলে যাও, নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আসতে পার্‌বে, তবে যাও।' হামেত বোল্লেন, 'ভয় কোত্তে যাব কেন, আমার প্রার্থনা যদি না শুনে, নাই শুন্‌বে, ঐ রাত্রেই চোলে এসে আবার ঐ রাত্রেই টাকা পৌঁছে দেবো'। ঐ কথা শুনে খোদাবাদ শোকে গোঁ গোঁ কোরে গোঙরাতে লাগলেন, কেসোয়াৎখাঁ মুক্তকণ্ঠে হামেতের গুণানুবাদ কোরে বোল্লেন, "ডাকাতেরা অবশ্যই তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ কোর্‌বে, কার্য্যসিদ্ধ অবশ্যই হবে, তার কোন সন্দেহ নাই।"

খোজে বোল্লেন, "তবে এই কথাই স্থির, আ ত্রো এখন বিদায় হোলেম, সেই তৃতীয় দিনের রাত্রে এসে পুনরায় সাক্ষাৎ কোর্‌বো, সহরের সদর দরজা পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে সঙ্গে

যাবো, তার পর তুমি চোলে যেও, আমরা বিদায় হয়ে ফিরে আস্‌বো।"

খোজে আর কেসোয়াং খাঁ পথে বোল্‌তে বোল্‌তে চোল্লেন, "খোদাবাদের বড় ত্রাস হয়েছে, হোতেই পারে, হবারি কথা, হামেতের বেশ পিতৃভক্তি আছে; সে ব্যক্তি প্রশংসার ভাজন বটে।" কেসোয়াং খাঁ বোল্লেন, "আপনারা এমন ভয়ানক বিপদাপন্ন স্থানে কি কোরে বাস কোচ্চেন, আপনাদের তো ভরসা কম নয়, খোজেস্তা যদি আমায় মাল্যদান করেন, তবে কতই সুখী হই, এই ঘৃণিত সহর পরিত্যাগ কোরে সকলে কাশ্মীরে গিয়ে বাস করি, সেখানে গিয়ে স্বচ্ছন্দে নিরুদ্বেগে দিনপাত কোত্তে পারি, আমার প্রতি সদয় হবার নিমিত্ত আপনি বেশ একটু যত্ন পাবেন, খুব পেড়াপেড়ীও কোরবেন।" খোজে বোল্লেন, "বড় দুঃখের বিষয় যে, আমি আপনার এ অনুরোধটি রক্ষা কোত্তে পারবো না, আমার সে ক্ষমতা নাই; বালা কারে স্নেহ করেন, কারে না করেন, আমি তার কিছুই অবগত নহি, অবগত হোতেও চাই না, তুমি যেমন চেষ্টা কোচ্চো, করো, হয় ত তোমারি মনোরথ পূর্ণ হবে।" আর কোন কথা না হয়ে তাঁরা বাড়ীতে পৌঁছিলেন; খোজেস্তা চোলে এলে খোদাবাদের বাড়ীতে যে যে কাণ্ড হয়েছে, পরদিন প্রাতে খোজে কন্যাকে তত্তাবৎ অবগত করালেন, কেসোয়াং খাঁও তৎকালীন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, ডাকাতদের গুপ্ত আবাসে হামেত একলা যাবেন স্থির হোয়েছে শুনে, খোজেস্তার মহাপ্রাণ কেঁপে উঠলো, যুবতীর মুখাবয়ব বিবর্ণ হলো, কাশ্মীর-যুবা সে ভাবটি লক্ষ্য কোল্লেন। যুবতী মুখে মাত্র এই কথা বোল্লেন, "হামেত বড় সদাশয়, তার বড় মহৎ অন্তঃকরণ, আল্লা তাঁর মানস পূর্ণ কোরে নির্বিঘ্নে যেন গৃহে এনে পৌঁছে দেন, ঘরের ছেলে ঘরে এলেই সকল দিক রক্ষা হবে।" খোজে বোল্লেন, "সে নির্বিঘ্নে ফিরে আস্‌বে, তার সন্দেহ নাই, কালমাক্ অর্থ চায়, সে রক্তপাত কোত্তে চায় না, বিশেষতঃ আজকার বাজারে মুখ দিয়ে বার কোত্তে না কোরেই তত অর্থ কখনই পাবার আশা করে না, তা কি সে বুঝে না, না, জানে না।"

খোজেস্তা চোলে গেলেন, যাবার সময় একবিন্দু অশ্রু তাঁর গণ্ডদেশে গোড়িয়ে পড়লো, কেসোয়াং খাঁ সে অশ্রুবিন্দুটি দেখতে পেলেন, তাঁর পক্ষে ঐ অশ্রুবিন্দুটি অগাধ জ্ঞানদাতার স্বরূপ হলো। কেসোয়াংখাঁ যেন তা দেখতে পান্‌নি, এইরূপ ভাণভঙ্গিমা কোল্লেন, তার পরেই হামেত সেখানে উপস্থিত হোলেন, খোজেস্তা তাঁর আস্‌বার প্রত্যাশা কোচ্ছিলেন, "এখনও এলেন না কেন, এখনও এলেন না কেন" বোলে মনে মনে ব্যস্তও হোচ্ছিলেন, এক্ষণে হামেতকে দেখতে পেয়ে, আপনার ঘরে নিয়ে গেলেন। কেসোয়াং খাঁ হামেতকে সদর দরজা দিয়ে আস্‌তে না দেখে বিস্ময়াপন্ন হোলেন, হামেত কেমন আছেন, তাঁর সব মঙ্গল তো, এই সকল কুশল জিজ্ঞাসা কোত্তে তাঁর ঘরে প্রবেশ কোরে দেখেন, খোজেস্তা তাঁর প্রতিবাদীর বুকের উপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদছেন, তাই দেখে তাঁর মনে কিরূপ কষ্ট হলো, পাঠক তাহা আপনিই অনুভব করুন। কেসোয়াং খাঁ তাই দেখে একেবারে জলে পুড়ে উঠলেন, তাঁর মনে যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দিলে, অন্তর্দাহে ছটফট কোত্তে লাগলেন, খোজের কাছে গিয়ে চীৎকার কোরে বল্লেন, "এ দিকে কি কাণ্ড, কি কারখানা হোচ্ছে, আপনি এসে একবার চক্ষে দেখুন, আমি যে আপনার জামাতা হবো, তার আর আকার কই, তার আর আশাই বা কি আছে।"

খোজে স্বপা এগিয়ে গিয়ে, তাঁর অতিথির চিত্তরঞ্জনকর অভিনয়টি চক্ষে দর্শন কোল্লেন, কেসোয়াংখাঁর প্রার্থনা খোজেস্তা গ্রহণ কোর্‌বেন বোলে, তাঁর মনে যে আশা ছিল, এই কারখানা দেখে সে আশা তখনি তিরোহিত হলো। হামেতকে মনে মনে কত ভালবাসতেন, খোজেস্তা পূর্ব্বে তার পরিমাণ জান্‌তেন না, এখন নাকি হামেত তাঁর হৃদয় ছিঁড়ে নিয়ে চোলে যাচ্ছেন, আর নাকি তাঁর সঙ্গে দেখা না হোলেও হোতে পারে, তাই

যুবতী তাঁর অনুরাগের পরাক্রম অনুভব কোত্তে পাল্লেন, এক্ষণে হয় ত আর কখন হামেতের অকপট সরলমূর্ত্তি দর্শন কোরে মন প্রফুল্লিত কোত্তে পার্‌বেন না, সে আনন্দে হয় ত জন্মের মতই যুবতী বঞ্চিত হবেন, তাই বালা আজ মনে মনে বুঝ্‌তে পাল্লেন, হামেতের গুণে তাঁর হৃদয় কতদূর মুগ্ধ হয়েছে, যুবতী এক্ষণে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, কেবল হামেতকেই তাঁর মনপ্রাণ সমর্পণ কোর্‌বেন। বালার পিতা অনেক কষ্ট কোরে প্রগাঢ়চিত্ত অথচ কম্পিতহৃদয় হামেতের অনুরাগময় ক্রোড় থেকে খোজেস্তাকে ছাড়িয়ে নিলেন, নিয়ে যে ঘরে কাশ্মীর সদাগর ব্যস্ত মনে পায়চারি কোচ্ছিলেন, সেই ঘরে চোলে গেলেন। কাশ্মীর যুবা আর হামেত এই উভয় নায়ক প্রতিনায়কের মধ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ যে কি আনন্দের, পাঠক তাহা আপনিই অনুভব কোরে বুঝুন। উভয়েরই বিরক্ত হলো, উভয়েরি জিহ্বা যেন বেধে বেধে আস্‌তে লাগলো, তাই কারুরি মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। কেসোয়াৎ খাঁ একটা ছল কোরে, সে ঘর থেকে বেরিয়ে চোলে গেলেন, তাই দেখে নায়কনায়িকার অন্তঃকরণ অনেক সুস্থ হলো, তখন তাঁদের মনে হলো, তাঁরা যেন এযাত্রার মত বেঁচে গেলেন। যখন নায়ক প্রতিনায়ক উভয়েই চোলে গিয়াছেন, খোজে সেই অবকাশে খোজেস্তাকে বোল্লেন, 'কেসোয়াৎখাঁ কাল রাত্রেও আমায় বোলেছেন, তাঁর একান্ত মানস তোমার পাণিগ্রহণ করেন।'

খোজেস্তা বোল্লেন, "আমি এ পর্য্যন্ত জানতেম না হামেত আমায় এতদূর মুগ্ধ কোরেছেন, হামেতই আমার অনুরাগের পাত্র, তিনি ভিন্ন আর কেহ আমার প্রিয় নয়। কাশ্মীর যুবা যে আমায় গৌরব করেন, আমি তা জানি, কিন্তু জেনে কোর্‌বো কি, আমার মন তাঁর প্রতি প্রসন্ন নয়, যেখানে মনোদান করি নাই, সেখানে পাণিদান কোত্তে পারি না, আপনি গিয়ে তাঁকে এই কথা বলুন।" এই কথা বোলে যুবতী উঠে আপনার ঘরে চোলে গেলেন, আজ কেউ তাঁকে বিরক্ত না করে তো ভাল হয়। খোজে গিয়ে কেসোয়াৎখাঁকে বোল্লেন,'হামেতের প্রতি তাঁর কন্যা অনুরাগিনী হয়েছেন, ঐ হামেতই যুবতীর মন মুগ্ধ কোরেছেন,' এই কথা বোলে খোজে বিস্তর আক্ষেপ কোল্লেন। কেসোয়াৎ খাঁ শুনে খানিকক্ষণ কি চিন্তা কোত্তে লাগলেন, এ অশুভ সংবাদ যদিও তাঁরপক্ষে নূতন নয়, তথাচ কথাটা হঠাৎ শুনে অতিশয় ম্রিয়মাণ হোলেন, শেষে বিস্তর দুঃখ কোরে বোল্লেন, 'খোজেস্তার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল ছিল,' এই বোলে যুবতীর মান গৌরব বিস্তর বাড়াতে লাগলেন, শেষে বোল্লেন যে 'পুরুষের প্রতি বালা প্রসন্নচক্ষে চেয়েছেন, তাঁরে নিয়ে তিনি যেন চিরসুখী হন। নায়ক হয়ে যদিও আমি তাঁর কৃপার পাত্র হতে পাল্লেম না, কিন্তু যুবতী আমায় যেন অকপট বন্ধু বোলে জ্ঞান করেন, আমায় যেন তাঁর কোমল হৃদয়ে স্বচ্ছন্দে স্থান দান দেন।' খোজে অতিথি যুবার মনস্তাপ, তাঁর উদাস ভাব, বিশেষ তাঁকে তত বিনয়ী দেখে, আক্ষেপ কোরে বোল্লেন,'খোজেস্তার কেন এমন দুর্ব্বুদ্ধি হলো' কেন তিনি হামেতকে মনোদান কোল্লেন বোলতে পারি না, তার এ বুদ্ধি বরং না হওয়াই ভাল ছিল। পক্ষান্তরে যুবাকে বিস্তর সান্ত্বনা করে বোল্লেন,'তিনি যেন তাকে পরিত্যাগ করে চোলে না যান। যুবাকে গিজনিতে বাস করাবার নিমিত্ত আপনার বাণিজ্যের লাভ অংশ কোরে দিতে স্বীকৃত হোলেন, যাতে তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পারেন, তারও চেষ্টা কোর্‌বেন বোল্লেন। কাশ্মীর সদাগর বোল্লেন, 'সুখী যা হবার তা হয়েছি, বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ লেখেন নাই, তবে আপনার মিত্রবৎ সাক্ষাৎলাভ কোরে মন অনেক সুস্থ হোতে পারে সত্য, কিন্তু তাতে কোরে অন্তঃকরণের কষ্ট দূর হবে না, আমার ইচ্ছা অন্তঃকরণের বেগ চেপে রাখি, কিন্তু পেরে উঠ্‌ছিনা।' খোজে বোল্লেন, 'তোমার অভিলাষ পূর্ণ হলেও হোতে পারে, এখনও তার সময় যায় নি। যুবা বোল্লেন, 'সে কি কথা!

মিথ্যা আশা দিয়ে আর আমার যন্ত্রণা বাড়াবেন না।' খোজে বোল্লেন, 'ভাল ভাল, তাই ভাল, আপনি রাগত হবেন না, আমার বল্বার মানে এই, (গলার স্বর কমিয়ে) হামেত ফিরে না এলেও পারে, (কাশীর সদাগরের চক্ষু টিপে আনন্দস্ফূর্ত্তি দীপ্তি কোত্তে লাগ্লো) হামেত্কে মেরে ফেলেও ফেল্তে পারে, বন্দী কোরে রাখলেও রাখতে পারে, দুয়েরি সম্ভাবনা।" ঐ কথা শুনে যুবার সর্ব্বশরীর যেন উৎসাহজ্যোতীর প্রস্ফুরিত হলো, আবার তিনি চিন্তায় মগ্ন হলেন, কি ভাব্তে লাগ্লেন, শেষে বোল্লেন, 'ডাকাতেরা যদি তাঁকে ধোরেও রাখে, তথাচ খোজেস্তা তাঁর মুখ চেয়ে থাক্বেন, তাঁর ফিরে আস্বার আশায় কাল হরণ কোর্বেন, তা না হয়ে হামেত যদি যথার্থই মারা পড়েন, সে কথা শুনে খোজেস্তা কি আর প্রাণ রাখবেন, কখনই রাখবেন না, তিনি তখনি আত্মঘাতিনী হবেন। যুবতী তাঁকে এত ভালবাসেন যে, প্রাণত্যাগ কোর্বেন, তবু প্রণয় ত্যাগ কোর্বেন না, তাঁদের প্রণয় কদাচ ছাড়াছাড়ি হবার নয়।'

যাদের হৃদয় প্রণয়বশে একান্ত মগ্ন, যাঁরা প্রেমরাগের একান্ত অধীন, তাঁদের মনে যে কিরূপ সুন্দর সুন্দর ভাবের উদয় হয়, সে বসে খোজে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি বোল্লেন, 'না, না, এমনটা হবে কেন? আমি যা বলি শুন, কিছু দিন পরেই দেখ্তে পাবে, হামেতের [illegible] সে যেমন সুখী হবে মনে কোরেছে, [illegible] 'র সহবাসেও তেমনি সুখী হয়েছে ম[illegible] কোর্[illegible]' কেসোরাৎ খাঁ মাথা নেড়ে বোল্লেন, 'আমরা যে সম্ভাবনার কথা মনে কোচ্ছি, হয়ত তা ঘটেও নি, ঘোটবেও না। হামেতকে বন্দী কোরে রাখলে, কি তাকে প্রাণে মেরে ফেলে, ডাকাতদের কি ইষ্ট সিদ্ধ হবে, থাক্, ও কথা আর মুখে আন্বেন না, খোজেস্তার বন্ধুবৎ কৃপা থাকলেই চরিতার্থ হবো, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকবো, হামেতের যদি কিছু ভাল মন্দ ঘটে, তখন ঐ বন্ধুবৎ কৃপা ক্রমে পরিপাক পেয়ে প্রণয় অঙ্কুরাশে পরিণত হবে, তা যদি না হয়, সে অপরাধ আমারি, হামেতের নয়।' এই পর্য্যন্ত হয়ে তাঁদের কথাবার্ত্তা ভেঙ্গে গেল। কেসোরাৎখাঁ বাড়ী থেকে বেরিয়ে, সহরের চারিদিক ঘুরে ফিরে বেড়াতে চোল্লেন, তাঁর মনোভঙ্গ হয়েছে, তাই কি চিন্তা কোত্তে বেরিয়ে গেলেন। খোজেস্তার সে দিন ইচ্ছা ছিল না, তাঁর ঘরে থেকে বাহিরে আসেন, খোজে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বোল্লেন, 'কেসোরাৎ খাঁ তাঁর অকৃপার কথা শুনে, অতিশয় উদাসচিত্ত হয়েছেন, এ দুঃখটি যথার্থই তাঁর মর্ম্মান্তিক হয়েছে, সে ব্যক্তি মুখ ফুটে বোলেছে, বিবাহ তো হলোই না, তাঁর প্রতি যেন তোমার বন্ধুবৎ কৃপা থাকে।' এই সকল কথা শুনে যুবতীর মন অনেক নরম হলো, তাই তাঁর পিতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘরে চোলে এলেন, এসে দেখেন, যুবা অতি বিমর্ষ হয়ে বোসে আছেন, অনাদরপ্রাপ্ত ক্ষুণ্ণচিত্ত নায়ক সবিনয়ে যুবতীর সমাদর কোল্লেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বের মতন তত প্রফুল্লমনে নয়। খোজেস্তা হাস্য-পরিহাসের গল্প কোরে তাঁর চিত্ত প্রসন্ন কর্বার চেষ্টা কোত্তে লাগ্লেন। বালা বোল্তে লাগ্লেন, 'বাপার মুখে শুনেছি, আপনার বড় উদার মন, খোদাবাদের উপকারের নিমিত্ত আপনার যা যৎকিঞ্চিৎ আছে, তাই দিতে আগ্রহ হয়েছেন, ঐ কথা শুনে আপনার উপর আমার বড় শ্রদ্ধা জন্মেছে, এরূপ নিস্বার্থ কৃপা মহতেরই চিহ্ন। আমাদের শিক্ নিবাসী সদাগরদের ব্যবহার দেখে লজ্জা পেতে হয়, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বেশ ধনী, এত ধনী যে, যদি কেউ উপকার কোত্তে চাইতেন, সে উপকার করা তাঁর পক্ষে ভাবার বিষয় হতো না। আপনি যে আপনার সর্ব্বধন মাত্র দিতে প্রস্তুত হয়েছেন, তাই শুনে চমৎকৃত হয়েছি, আপনার এই উদারগুণের প্রশংসা কোরে উঠা যায় না, আপনি যে কত বড় মহৎ ব্যক্তি, তা একমুখে বোলে ফুরাতে পারিনে, আপনি যথার্থই বড় লোক।' কেসোরাৎ খাঁ অল্প ঘাড় ঝুঁকিয়ে বোল্লেন, 'যিনি আমাদের তত সদা-

নয় পূর্ব্বক আহ্বান কোরেছেন, তাঁর উপকারের নিমিত্ত আমার যদি প্রবৃত্তি না হতো, কি আমি যদি পুঁটে তেলির মত তত ক্ষুদ্রাশয় হোতেম, একটি পয়সা যদি আমার গায়ের রক্ত হতো, তবে জীবনের প্রতি আমার ঘৃণাই জন্মিত।' খোজেস্তা বোল্লেন, 'খোদাবান নিশ্চয়ই আপনাকে বন্ধুর অগ্রগণ্য জ্ঞান কোরবেন, তিনি কখনও কারুর অনুগ্রহ বিস্মৃত হন না, তাঁর সেরূপ স্বভাবই নয়।' তার পর যেরূপ আশ্চর্য্য গতিকে কাল্মাকের পত্র লক্ষিত ব্যক্তির হাতে এসে পড়ে, সেই গল্প উত্থাপন কোরে, খোজেস্তা বোল্লেন, "পত্রখানি জুতোর ভিতরে কি কোরে গেল? তার এক ঘণ্টা কি দুঘণ্টা পূর্ব্বে জুতো জোড়া কেবল ছেড়ে রেখে বোসেছিলেন, এর মধ্যেই কে কি কোরে! তাঁর যে নফর, সে তো বালক, সে কখনই ঘুস খেয়ে এ কাজ করেনি।" খোজে বোল্লেন, "না না, সে কোর্‌বে কেন, আমি জানি, তার কোন দোষ নাই, সে তামাম রাত তার মুনিবের পিঠের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল, সে বড় মুনিব্-ভক্ত।' কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন, "বোধ হয়, কালমাকের চর আছে, তারা গোপনে গোপনে গৃহস্থের বাড়ীতেও যায়, মজ্‌লিসেও ফেরে, কিম্বা হয় তো নাচ্‌নেওয়ালীরাই পয়সার লোভে এ কাজ কোরে থাক্‌বে।" খোজে বোল্লেন, "তাই হবে, নচেৎ সেখানে খোদাবাদের আত্মীয়-বন্ধু ভিন্ন আর তো কেউই উপস্থিত ছিল না।" খোজেস্তা বোল্লেন, "যাই হউক, ফলে এ একটা অদ্ভুত কারখানাই সত্য, কারুরি পরিত্রাণ নাই, কারুরি নিস্তার নাই, লোকজনকে বাড়ীতে আস্‌তে না দিলেও দোষ, দিলেও দোষ, আমরা যেন আপনা আপনিই কাল্মাক হয়ে পোড়্‌ছি, সে বদমাইসদের কৌশলজাল থেকে কেউই বেঁচে যেতে পার্‌বে না।" খোজে বোল্লেন, 'সত্যই বটে, আমি যখন ঘুমে থেকে উঠি, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উঠি, ভয় হয়, পাছে বদ্‌জার কাছে গিয়ে কুপ চেহারা দেখতে পাই, রাত্রিটি নির্ভাবনায় কাটাবার উপায় নাই, প্রতিদিনই শুতে গিয়ে মনে করি, হয় ত রাত্রি প্রভাত হলে আমি তাদের কালকোপে পড়ে যাবো।' কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন, 'আপনার সে ভয় হোতে পারে সত্য, যেরূপ অত্যাচারের কথা শুন্‌তে পাই, তাতে কোরে পিঞ্জ্‌রির ভিতর বাস কোরে নিশ্চিন্তে আছি, এরূপ কারুরি মনে করা উচিত নয়, আমি কিন্তু গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা কোরে থাকি, আপনার যেন কোন বিপদ্ না ঘটে, আপনাকে যেন তারা ভুলে যায়।' তার পর খোজে সে ঘর থেকে চোলে গেলেন, কেসোয়াৎ খাঁ খোজেস্তার মধুর সম্মুখে এসে বোল্লেন, "তোমার পিতার মুখে শুন্‌লেম, তুমি নাকি হামেতকেই মনোদান কোরেছো, সে বিষয় নাকি স্থিরই হয়ে গেছে, তথাচ তোমার মুখে একবার শুনতে চাই, তা হোলে আমি অভিবাধার নির্ব্বাধা হয়ে নিশ্চিন্ত হই, আমার বরাটা কি হলো, সেই কথা একবার তুমি মুখে বলো, শুনি, আমি কি এতই ঘৃণার পাত্র হোলেম, আমি কি—"

খোজেস্তা বোল্লেন, 'না না, অমন কথা বোল্‌ছেন কেন? ঘৃণা কোর্‌বো কেন? আমি বরং আপনাকে ভক্তি-শ্রদ্ধাই কোরে থাকি, যদি হামেতকে কখন চক্ষে না দেখতেম, যদি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার বহুকাল পূর্ব্বে হামেতের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় না হতো, তবে তোমার ভিন্ন আর কারুকে আমি মালাদান কোত্তেম না। আমাদের বন্ধুবৎ প্রণয় চিরকালই যেন একভাবেই থাকে, হামেতকে কিন্তু আমার হৃদয়, আমার মন, আমার স্নেহ, আমার অনুরাগ উপহার দিয়ে বরণ কোরেছি। কেসোয়াৎ খাঁ! আপনি আর রাগত হয়ে আমার প্রতি কোপভঙ্গি কোরবেন না, আর মুখ-চোখ অন্ধকার কোরে মুখ ফিরিয়ে চোলে যাবেন না।" যুবা বোল্লেন, "খোজেস্তা! আমি রাগত হোয়ে আঁধার মুখ কোরে থাকি না, আমি দুঃখিত হয়েই, শোকার্ত্ত হয়েই, অদৃষ্টের বিড়ম্বনা মনে কোরেই মুখ ফিরিয়ে চোলে গিয়ে থাকি, মুখ আঁধার করা দূরে থাকুক, আমি বরং

তোমায় দেখ্‌তে পেলে প্রফুল্লিত হই, আমি তোমায় প্রাণের অধিক ভালবাসি, তুমি আমার প্রণয়রাগের অপমান কোর্‌বে না, একবার এই মধুর আশা পেয়ে আহ্লাদে ফুলে উঠেছিলেম। বিধাতা সকলের মন, সকলের অন্তঃকরণ দেখিতে পান, তিনিই আমার মনের, আমার অন্তঃকরণের দোষ-গুণ বিচার কোর্‌বেন।" যুবতী বোল্লেন, "কেসোয়াৎ খাঁ! তুমি যেন আমার ভাই, আমরা যেন এক মায়ের পেটে জন্মেছি, এখন এইরূপ ভঙ্গীতে আলাপ করাই ভাল, আপনি সুখে থাকুন, এ প্রার্থনা চিরকালই কোর্‌বো, আপনি তো আমাদের ছেড়ে কোথাও চোলে যাবেন না? এখানে থাকবেন তো? আমার পিতার হয়ে অনুরোধ কচ্চি,আমিও বোল্‌ছি, আপনি থাকুন।"

কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন, "আপনাদের অনুরোধে আমি এখানে আজন্ম কাটাতে পারি, তবে কথা এই, পাশা পড়ে চুকেছে, পড়্‌তা উল্‌টে দাঁড়িয়েছে, তুমি যে কথা শুনিয়ে দিয়েছো, তাতেই আমাকে তাড়িয়েছে; আর আমার গিল্‌নিতে মুখ দেখাতে হবে না।" যুবতী বোল্লেন, "সে কথা নয়, আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না, আপনাকে হারালে বড় অসুখী হবো।" যুবা উত্তর কোর্‌বেন, এমন সময় খোজে এসে উপস্থিত হোলেন, সুতরাং তাঁদের কথা বন্ধ হলো। পরদিন হামেত্‌ খোজেস্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে নির্ব্বিবাদে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগ্‌লেন, এখন কিন্তু অনেকক্ষণ ধোরে আলাপ কোর্‌বার সময় নয়, যুবতীর পার্শ ছিন্ন কোরে, তাঁর হৃদয় ভঙ্গ কোরে, হামেত্‌কে বলপূর্ব্বক লয়ে যাবার সময়, সে সময় আগতপ্রায়, সে সময় যেন তীরের ন্যায় বেগে ছুটে আসছে, তাই ভেবে যুবক-যুবতী মর্ম্মান্তিক ব্যথায় পীড়িত হয়ে কতই অশ্রুপাত কোল্লেন, তাঁদের দুঃখানলদগ্ধ হৃদয়ের হাহাকারধ্বনি শুন্‌লে পাষাণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হতো।

যে রাত্রে হামেত্‌ নির্ভয় হোয়ে কাল-মাকের নির্জ্জন আবাসে একলা চোলে যাবেন, তার পূর্ব্বদিন নূতন কোন ঘটনা হয় নাই। খোজে আর কেসোয়াৎ খাঁ পূর্ব্বকার কথা-মতন সহরের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে চোল্লেন, হামেত্‌কে বিদায় দিয়ে বোল্লেন, "তোমার কোন ভয় নাই, কোন বিঘ্ন নাই, যেতে না যেতেই ফিরে আস্‌তে পার্‌বে, আমরা আশীর্ব্বাদ কোচ্চি, তোমার মঙ্গল হউক।" খোজে আর কেসোয়াৎ খাঁ মুখে তো আশীর্ব্বাদের উপর আশীর্ব্বাদ কোরে বড় বোইয়ে দিলেন, মনে মনে কিন্তু বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আল্লা করুন, হামেত্‌কে যেন আর ফিরে না আস্‌তে হয়, এ বিদায় যেন জন্মের শোধ বিদায় হয়।" বাড়ীতে গিয়ে কিন্তু উভয়ের কেউই ওরূপ অকরুণ নিষ্ঠুর বাক্যগুলি মুখ দিয়ে বার কোল্লেন না।

খোজেস্তা হামেত্‌কে বিদায় দিয়া মনে মনে বিস্তর আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেন, হামেত আমার মন প্রাণ কিনে নিয়েছে, প্রণয়-ধন দিয়ে, অকপট মন দিয়ে আমার মন-প্রাণ কিনে নিয়েছে, কেসোয়াৎ খাঁর মন সরল নয়, তাঁর মনে বিস্তর ছলনা, বিস্তর চাতুরী আছে, তিনি অনেক ছলের কথা, অনেক চাতুরীর কথা বলেন। আমার মন তো এখন আমার নয়, আমার মন এখন হামেতের, হামেত চোলে গিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমারও মন গিয়েছে,পোড়া মনের কি দশাই হলো! হামেতকে যেন পলকে পলকে চক্ষে হারায়, এক দণ্ড দেখ্‌তে না পেলে অমনি যেন সারা হয়ে যায়, মনের এ কি রোগ হলো? কেসোয়াৎখাঁ শঠ লোক, তার সন্দেহ নাই, তার কথাগুলিতে বেশ রস আছে সত্য, যেন মধু ঢেলে দেয়, কথার ছটাও ভাল, তিনি যতই তেতে পুড়ে আসুন, কেসোয়াৎ খাঁর মুখে দুটি কথা শুন্‌লে অমনি যেন শীতল হয়ে যান, তাঁকে তা হতেই হবে। যুবা হাস্যকৌতুক, আমোদ-প্রমোদ কোত্তেও বেশ জানেন, কিন্তু তাতে কি করে! মন ভাল হওয়া চাই, যে ব্যক্তি শঠ, তার মনও

কুটিল, আমি জেনে শুনে সাপের মুখে হাত দিতে পারি না।

এক ঘণ্টা গত হলো, দুঘণ্টাও গত হলো, তবু হামেত ফিরে এলেন না, রাত্রি একপ্রহর হয় হয় হলো, তবু হামেতের সঙ্গে দেখা নাই। খোজেস্তা অস্থির হয়ে পোড়্‌লেন, হয় ত এতক্ষণে এসেছেন, এই ভেবে বালা শশব্যস্ত হয়ে খোদাবাদের বাড়ীতে লোকের উপর লোক পাঠাতে লাগ্‌লেন, তারা ফিরে এলে কাতর হয়ে যেমন জিজ্ঞাসা কর্ত্তেন, "কেমন, এসেছেন কি?" তখন "না, এখনও পৌঁছেননি," এই নিষ্ঠুর সংবাদ শুনে অমনি শিউরে উঠে মূর্চ্ছিতপ্রায় হন। খোদাবাদের বাড়ীতে যতবার লোক পাঠালেন, তত বারই "হামেত এখনও ফিরে আসেননি," এই মর্ম্মান্তিক অকরুণ নিষ্ঠুর বাক্য শুনে তাঁর মহাপ্রাণী কেঁপে কেঁপে উঠে অবসন্ন হোতে লাগ্‌ল। রাত্র দুই প্রহর হলো, তথাচ হামেতের কোন খবর নাই, চৌকিদার প্রথম চৌকি হেঁকে গেল, তবু এখনও যুবা এসে পৌঁছান নি, আকাশের নক্ষত্রমণ্ডল মলিনপ্রভা হয়ে, দুটি একটি কোরে বিলুপ্ত হোতে লাগ্‌লো, তবু হামেত এসে এখনও পৌঁছাননি। কি খোজেস্তা, কি খোদাবাদ, কারুরই চক্ষে ঘুম নাই, দুর্ভাবনায় তামাম রাত ছট্‌ ফট্‌ কোচ্ছিলেন, আর এক একবার ছুটে গিয়ে গলীপথ দেখে আস্‌ছিলেন, খোজেস্তার চক্ষের পলক ছিল না, বালা তামাম রাত আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন, রাত্রি ক্রমে অবসান হয়ে প্রভাত-ছটার ঈষৎ শ্বেতরেখায় গগন উদ্দীপ্ত হলো, বালা তা দেখ্‌তে পেলেন। অরুণোদয় হয়ে ক্রমে দিন প্রকাশ হলো, তথাচ হামেতের সঙ্গে দেখা নাই, তখনও তিনি ফিরে আসেন নি। খোজেস্তা শিরে করাঘাত কোরে আর্ত্তনাদ কোত্তে লাগ্‌লেন, "কেন আমার মাথা খেয়ে তাঁকে যেতে দিলেম, ধোরে রাখ্‌লেম না কেন, নিষেধ কোল্লেম না কেন, নিষেধ কোল্লে কখনই যেতেন না, আমি আপনার দোষে তাঁকে হারালেম, হায়! কি কাল ঘটালেম, কি সর্ব্বনাশ কোল্লেম, কেন তাঁকে একলা যেতে দিলেম।"

খোদাবাদও আত্মভর্ৎসনা কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হায়! আমি আপনি না গিয়ে কেন তারে একলা পাঠালেম, এ দুর্ব্বুদ্ধি আমার কেন হলো, হা পুত্র! আমার মনে হচ্চে, তুমি নাই, নিষ্ঠুর ডাকাতেরা তোমাকে নিশ্চয়ই খুন কোরেছে, তুমি অভাবে আমি কি কোরে প্রাণে বাঁচ্‌বো, হায়! আমি পুত্রের মায়া না কোরে টাকার মায়াই অধিক কোল্লেম, আমি পিতা হয়ে কোন্ প্রাণে তোমাকে যমের মুখে পাঠালেম। হামেত আমার দুধের ছেলে, তাতে আবার তার মা নাই, আমি কেন মা-খেকো ছেলেকে শত্রুর মুখে জেনে শুনে পাঠালেম, রাতারাত্তির মধ্যে ফিরে আসবার কথা, তাতে এতখানি বেলা হলো, তবু তার খোঁজখবর নাই, হায়! কি বিড়ম্বনা!" খোদাবাদ এইরূপ আরও কত আর্ত্তনাদ কোরে বিলাপ কোত্তে লাগ্‌লেন, পিতার তো সান্ত্বনা হবার কথাই নাই, প্রণয়িনীর আশাও প্রণয়িনীর হৃদয়মধ্যে বিলুপ্ত হলো, খোজে আর কাশীর যুবা মুখে বিলক্ষণ দুঃখ জানাতে লাগ্‌লেন, মনে মনে কিন্তু আহ্লাদে গোলে পড়্‌ছেছিলেন, যাঁরা প্রকৃত শোকে শোকাকুল হয়ে বিলাপ কোচ্ছিলেন, তাঁদের অনেক আশাভরসা দিয়ে সান্ত্বনা কর্‌বার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেন, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হলো। আর কি দুঃখের প্রভাত, আজ খোজেস্তার পাশে হামেত নাই, শুধু আজ বোলে নয়, এমন কত দুঃখের প্রভাত যুবতীকে কেঁদে পোয়াতে হয়েছে। এক হপ্তা গত হলো, তথাচ হামেতের কোন সংবাদ নাই। যুবতী অহোরাত্র বিমর্ষ হয়েই থাকেন, কি শুয়ে, কি বোসে, কিছুতেই তাঁর মনের সুখ নাই, তাঁর মুখখানি দিবারাত্র বিরস, তাঁর মনটিও দীন-দরিদ্রের মতন দিবারাত্র ম্রিয়মাণ। বালা শেষে একপ্রকার ঘোর অপ্রফুল্ল উদাস বিষাদে নিমগ্ন হোলেন, কেসোয়াৎ খাঁ তাঁকে প্রফুল্লিত কর্‌বার নিমিত্ত অনেক কৌশল, অনেক যত্ন কোল্লেন, কিন্তু যুবতীর মন কিছুতেই প্রসন্ন

কোত্তে পাল্লেন না, তার তাৎপর্য্য এই, খোজেস্তা মনে কোল্লেন, হামেত নাই, নিশ্চয়ই মারা পোড়েছেন, বিশেষতঃ ডাকাতেরা যে খোদাবাক্সের উপর টাকার জন্ত পীড়াপীড়ি কোচ্চে না, তাতে কোরেই ঐ সন্দেহ দিন দিন আরও প্রবল হোতে লাগ্‌লো, আগে আগে যুবতী প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন, রসিকা ছিলেন, চতুরা ছিলেন, পরিহাসপ্রিয়া ছিলেন, এক্ষণে হামেতের মৃত্যুর বিষয় ভেবে ভেবে বিষন্ন হোলেন, ম্লান হোলেন, নিরানন্দ হোলেন, শোক-বিষাদে অভীভূত হয়ে দিন দিন শীর্ণ হোতে লাগ্‌লেন। একদিন পিতা দেখ্‌লেন, তাঁর কন্যা মড়ার মতন চিকুতে চিকুতে বাড়ীর বাহিরে চোলেছেন, তাঁর সে চেহারা নাই, সে আকার নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই, অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট হয়ে দেহমাত্র থাড়া আছে, মুখে হাসিও নেই, আহ্লাদ প্রকাশ করাও নেই, তাই দেখে মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হোলেন বটে, কিন্তু কন্যার মনে সাহস দিয়ে তাঁকে প্রফুল্ল কর্‌বার চেষ্টা কোল্লেন না, হামেত যে মারা পোড়েছেন, বরং সেই সন্দেহ যুবতীর মনে আরও প্রবল কোরে দিলেন, বালার মনে সে সন্দেহ যাতে আরও বলবৎ হয়, সেই কথা উত্থাপন কোরে তারি পোষকতা কোত্তে লাগ্‌লেন, তার মর্ম্ম আর কিছুই নয়, খোজে মনে কোল্লেন, হামেত নিশ্চয়ই মারা পোড়েছেন, জান্‌তে পাল্লে যুবতী তাঁর ফিরে আস্‌বার আশায় এককালীন জলাঞ্জলি দিবেন, হামেতের প্রণয়ে বৈবঞ্চিত হোলে কাশ্মীর যুবাকে পাণিদান কোরবেনই, তার সন্দেহ নাই, সেটি কিন্তু তাঁর মনের ভুল, এ বিষয়ে তাঁর বড় ভ্রম হলো। খোজেস্তা হামেতের কালশোকে নির্লজ্জ হয়ে একেবারে মুখ ফুটে বোলে ফেল্লেন, তিনি আর বিবাহই কোর্‌বেন না, পতিপদে আর কারুকে বরণ কোরবেন না, সে বিষয় বালা হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে বোসেছেন। কেসোয়াৎ খাঁ দেখ্‌লেন, তাঁর স্তবস্তুতি, তাঁর অনুনয়-বিনয়, তাঁর সাধ্যসাধনা, তাঁর উপাসনা কোন কর্ম্মেরই হলো না, কোন উপকারেই লাগ্‌লো না, তাঁর সব যত্নই বৃথা হলো, তাই দেখে যুবা অন্যের মত খোজের গৃহ পরিত্যাগ কোরে চোলে যেতে প্রস্তুত হোলেন। খোজে তাঁর মনোমত বন্ধুকে হারাবেন বোলে অত্যন্ত দুঃখিত হোলেন, যুবাকে গিজ্‌নিতে রাখ্‌বার নিমিত্ত কতই প্রলোভন দেখালেন, যুবা তাঁর কোন কথাতেই কর্ণপাত কোল্লেন না, সে সকল লোভ-লালসার কথায় একেবারে বধির হলেন, খোজে তাঁকে গৃহ রেখে বিস্তর যত্ন কোরেছিলেন বোলে কাশ্মীর যুবা অনেক অনুনয়-বিনয় কোল্লেন, খোজেস্তার কাছে দুঃখের বিদায় গ্রহণ কোল্লেন, সর্ব্বশেষে গিজনিকে এবং গিজ্‌নিবাসী বন্ধুবান্ধবকে নমস্কার কোরে প্রস্থান কোল্লেন।

আজ একমাস অতীত হলো, কেসোয়াৎখাঁ গিজনি থেকে চোলে গিয়েছেন। খোজেস্তা এ পর্য্যন্ত পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, তাঁর পিতাও তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, রাগতও হয়েছিলেন। আগে যেমন কন্যার সঙ্গে দেখা কোরে হেসে স্নেহ কোরে কথাবার্ত্তা কইতেন, ইদানীং আর তাঁর সেরূপ স্নেহ যত্ন ছিল না, খোজে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতেন, খোজেস্তা প্রায়ই একলা বোসে থাকতেন, তবে কখন কখন পাড়ার মেয়েরা এসে তাঁর সঙ্গে গল্পটা সল্পটা কোত্তো, তাও আবার কচিৎ কখন, সর্ব্বদা নয়। ইয়ামন্ বোলে একটী প্রতিবাসীর কন্যা যখন তখন এসে তাঁর সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ কোত্তো। পিতার স্বভাব ফিরে গিয়েছে, তাঁর আর পূর্ব্বের মত তাঁর প্রতি মায়াদয়া নাই দেখে যুবতী মনে বড় ব্যথা পেলেন। একদিন তাঁর দুঃখের কথা বোল্‌বেন বোলে মনে কোরেছেন, এমন সময় দেখলেন, তাঁর পিতা অতি বিমর্ষ হয়ে বাড়ীতে প্রবেশ কোচ্চেন, শুন্‌লেন, খোদাবাক্সের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ভাগ্য ব্যক্তির একদিনও বিরাম ছিল না, তাঁর মন্দভাগ্য পুত্রের নিমিত্ত দিবারাত্র রোদন, দিবারাত্র বিলাপ, দিবারাত্র আর্ত্তনাদ কোত্তেন, কারকারবার একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছিলেন,

লাভ হলো কি লোক্সান হলো, একবার ফিরেও চেয়ে দেখতেন না, যাশাবধি আহারই কোল্লেন না, অনাহারে ও শোকে শরীর ক্রমে শাক পেয়ে যেতে লাগ্লো, খোদাবাক্স শীর্ণ হয়ে পোড্লেন, শেষে প্রাণত্যাগ হয়ে তাঁর যন্ত্রণার অবসান হলো। খোজেস্তা দুঃখের সংবাদটি শুনে নিতান্ত কাতর হয়ে পোড্লেন, পরের দুঃখে দুঃখিত হোতে গিয়ে আপনার দুঃখ বিস্মৃত হয়ে গেলেন, তাই আর সে দিন পিতাকে বলা হলো না, তাঁর মনের ভাবান্তর হয়েছে। পরদিন অতি প্রাতে তাঁর পিতার উঠ্বার অগ্রে মৃত খোদাবাক্সের শরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্বেন মনে কোরে বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, অধিক পথ যেতে পারেন নি, এমন সময় একটি ফকিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, সে ভিক্ষা চাইলে, যুবতী তাকে একটু অপেক্ষা কোত্তে বোল্লেন। তাঁর হাতে একটি সাজি ছিল, বালা যখন বাড়ী থেকে বেরুতেন, ঐ সাজিটি হাতে ঝুলিয়ে নিতেন। বালা ফিরে এসে দেখেন, কাল্মাক্ ডাকাতের কালকৃষ্ণ চেরা তাঁর বাড়ীর দরজার গায় চিহ্নিত রয়েছে, দেখেই প্রাণ কেঁপে গেল, সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো, তাঁর পা আর চলে না, থর্ থর্ কোরে কেঁপে মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়ে দরজার উপর পোড়ে যান যান হোলেন। অনেক কষ্টে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোরে 'বাবা বাবা' বোলে ঊর্দ্ধস্বরে চেঁচিয়ে ডাক্তে লাগলেন। খোজে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ফুলকোচোকো হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেন? কি হয়েছে মা? কিসে এত ত্রাস হলো?" বালার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না, কেবল অঙ্গুলি দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে দিলেন। খোজে কাঁপ্তে কাঁপ্তে দরজা খুল্লেন, খুলে দেখেন, কাল্মাকের সেই কালপাতী কৃষ্ণচেরা অঙ্কিত রোয়েছে, তাই দেখে চীৎকারশব্দে কাঁদতে লাগলেন, তাঁর কান্না শুনে ঐ দরজার কাছে বিস্তর লোক জমে গেল। যার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, যার মৃত্যু সম্মুখে মুখ বাড়িয়ে আছে, তাকে প্রবোধবাক্য দিয়ে কে সান্ত্বনা কোত্তে পারে? আতঙ্কের বেগ খর্ব্ব হলে খোজে সর্ব্বপ্রথমেই খাতাপত্র খুলে দেখ্তে বোসলেন, আপাততঃ কত টাকা তাঁর তহবিলে মজুত আছে, সেইটি জানবার তাঁর অভিপ্রায়। খাতা খুল্তেই কাল্মাকের ভয়ঙ্কর অকরুণ পত্রখানি বেরিয়ে পোড়্লো, যে খাতায় তিনি হিসাবপত্র লেখ্তেন, সেই খাতার ভিতরেই পত্রখানি গুঁজে রেখেছিল। তখন আতঙ্কে বোধ হলো যেন, পত্রখানি তাঁর মুখের দিকে কটমট কোরে তাকাচ্চে। খোজে হতাশে চীৎকার কোরে উঠ্লেন, ঐ চীৎকার শুনে কি হয়েছে, কি হয়েছে বোলে খোজেস্তা এসে উপস্থিত হোলেন, তখন সদাগর দুটি আঙ্গুল দিয়ে পত্রখানি ধোরে আছেন। যুবতী পিতার গলা জড়িয়ে ধোরে পিতৃস্নেহবশে মুখচুম্বন কোত্তে লাগ্লেন, দুই চক্ষু বেয়ে অশ্রুধারা পোড়ে তাঁর বুক ভেসে যেতে লাগলো। পত্রের শিরোনামা পোড়েই শরীর অবশ হয়ে পোড়লো, তার মর্ম্মার্থ অবগত হোলে মনের গতি যে কি হবে, তা পাঠক আপনিই অনুভব করুন। পত্রখানি খুলে পোড়বেন কি না, সাত পাঁচ ভাবতে লাগ্লেন, একঘন্টা দুমনা কোরে কাটালেন, শেষে কপাল ঠুকে, যা থাকে অদৃষ্টে বোলে পত্রখানি খুলে পোড়লেন, তাতে এই লেখা ছিল।—

"কাল্মাক্ খোজে সদাগরের প্রতি।

পরে জানিবা। আগত মাসের চতুর্থ তারিখের রাত্রে এই চারি পর্ব্বতের নিকট ভগ্ন মসজিদে তোমার কন্যাকে পাঠাইয়া দিবা, তাঁহাকে নিজকে কোলে আসিতে হইবে, প্রয়োজন হয় ত একটি দাস কি দাসী সঙ্গে আসিতে পারিবে, তাঁর জীবনের কোন আশঙ্কা নাই, কিন্তু যুবতী আর কখনই গিজনি সহরে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না, এ কথা পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া রাখিলাম। আমি কালমাক, আমি তোমার কন্যাকে উপপত্নী করিব বলিয়া চাহিতেছি। তোমার কন্যার আগমন উপলক্ষ্যে নাচতামাসার ও খানার সমারোহ হইবে, অতএব যুবতী যেন প্রচুর সিরাজ

বলিয়া, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফল, তদ্ভিন্ন দুহাজার থান মোহর সঙ্গে লইয়া আইসেন। দেখো,যেন আমার হুকুমের অন্যথা না হয়, অন্যথা হইলে প্রাণটি হারাইবা। ইতি কাল্যাক।"

কল্পপত্রের নীচে লালরঙে চিহ্নিত ছোরা ও কুক্কুচেরা অঙ্কিত ছিল, কল্পপত্রটি বড় বড় অক্ষরে অতি স্পষ্ট কোরে, অতি পরিষ্কার কোরে লেখা ছিল, ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। খোজে বোলে উঠলেন, "আর আমার কি হবে! মনো-দুঃখ যা পাবার তা পেলাম; রে দুর্মতি ডাকাত! তোরা মনে করিস্‌নে, আমি তোদের হুকুমবর্দারের চাকর, সহস্রবার মোরে হয় মোর্‌বো, তথাচ কন্যাকে কখনই কলঙ্ক-পঙ্কে পতিত হোতে দিব না, অর্থ পাঠিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু খোজেস্তা! তোমাকে এ প্রাণ থাক্‌তে কখনই পাঠান হবে না, বরং আপনি হাত দিয়া এ প্রাণ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবো, তথাচ নরহন্তা খুনে ডাকাতের কাছে কখনই তোমাকে পাঠাবো না, পাঠানো দূরে থাকুক, সে কথা মনে মাত্র উদয় হোলে গায়ের রক্ত জল হয়ে সর্ব্বশরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মা! তুমি কেঁদো না, আমার জন্য তোমার কাঁদতে হবে না, ভয় কি! আমি কাল্যাকের চোক রাঙানীতে ডরাইনে, আমি তারে বোলে পাঠাবো, তোর যা সাধ্য থাকে করিস্, আমি তোর কথা মানি না।" খোজেস্তা বোল্লেন, "বাবা! অমন দুঃসাহস কোর্‌বেন না, অমন কথা বোল্‌বেন না, সাবধান হয়ে চলা ভাল, দোষ্‌মনকে মোরিয়া কোরে তোলা ভাল নয়, আপনি একলা বাইরে যাবেন না, ঘরের মধ্যেও অস্ত্র-শস্ত্র লোয়ে থাক্‌বেন, হায়! আমার যদি অসতী না হতে হতো, তবে যেরূপেই হউক, আপনার প্রাণ-রক্ষা কোরে দিতুম।" এই কথা বোলে পিতার কন্যায় চক্ষের জলে ভাস্‌তে লাগলেন। খোজে এত যে আস্ফালন কোল্লেন, তবু শোক দুঃখ ভরে হাত মোচ্‌ড়াতে মোচ্‌ড়াতে বুকে করাঘাত কোরে, হাহাকার কোত্তে লাগলেন, শেষে সর্ব্বাঙ্গ অবশপ্রায় হয়ে অকাতর নিদ্রায় অভিভূত হলেন, খোজেস্তা তাই দেখে আপনার ঘরে চোল্লেন, এমন সময় তাঁর সমবয়সী ইয়াস্মন এসে উপস্থিত, ইয়াস্মন বোল্লেন, "সখি! তুই আর কুক্কুচেরার কথা মনে করিস নে, যা অদৃষ্টে লেখা আছে, তাই হবে, আমি ভাই তোকে গুটিকত কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে এসেছি, তুই ভাই আমায় ভাঁড়াসনে, সত্যি কোরে বলিস।" খোজেস্তা বোল্লেন, "এই শোক-তাপের সময় তুই ভাই আবার কি কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাস, তোরে অনেক বড় আমুদে আমুদে দেখছি, এখন ভাই ঠাট্টাতামাসার সময় নয়।" ইয়াস্মন বোল্লেন, "হাসি-তামাসার কথা নয় ভাই, মনটা বড় ধুক্-পুক্ কোচ্ছে, তাই কথাটা জিজ্ঞাসা না কোরে স্থির থাক্‌তে পাচ্ছিনে, প্রাণের ভিতর যেন আই-ঢাই কোচ্ছে, তুই ভাই কেমোরাৎখাঁকে সাধে-সাধে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলি কেন? সে ব্যক্তি তোর পায়ে ধরে, হাতে ধরে, তবু তোর মন নরম হলো না, এমন মনও তো কোথাও দেখিনি ভাই, মেয়েমানুষের যে অত শক্ত মন হয়, বিশেষতঃ এত অল্প বয়সে, তা তো আগে জানতেম না, তোর কি চক্ষে পরদা নেই, না প্রাণে মায়া-দয়া নেই, তাই অমন কোরে অমন সুপুরুষকে রুক্ষ-মুখে বিদায় কোরে দিলি?" খোজেস্তা বোল্লেন, "তুই ভাই একরকমেরই লোক, মন কি কারু বাধ্য, মন কার প্রতি রুষ্ট, কার প্রতি তুষ্ট, কেন যে হয়, তা কেউই বোল্‌তে পারে না, এমনি কথায় বলে, "যার প্রতি যার মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম," আমি কি সাধ কোরে তাঁরে দূর কোরেছি, আমার মন্ যে তাঁর অনুগত হোলো না।" ইয়াস্মন্ বোল্লেন, "তোর মনটাকে একবার দেখাতে পারিস্, একবার দেখ্‌তে পেলে হয়, তখন কোমর বেঁধে তার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া বাধিয়ে দিই, এমন মন রাখিস্ কেন, তোর পোড়া কপাল যে, এমন মন নিয়ে ঘর করিস্। কেমোরাৎখাঁ দেখ্‌তে যেন কন্দর্প, তাঁর রূপ দেখে কার মন না ভুলে যায়, মুখেরই বা কেমন শ্রী, চোক-নাকেরি বা কি টানা গড়ন, যেন তুলি

দিয়ে চিত্র কোরেছে, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, হামেত্‌টা আর কি, না শ্রীই আছে, না ছাঁদই আছে, ঠিক যেন চাপার বলদ, গুণের মধ্যে গাধার মত হাড়ভাঙ্গা মেহনত কোত্তে পারে, আর তো কোন গুণ দেখ্‌তে পাইনে, তুই ভাই তারে যে কি চক্ষে দেখেছিস, তা তুইই জানিস্, হামেত যেন তোমার প্রেমের গোপাল হয়ে বোসেছে।" খোজেস্তা বোল্লেন, "আর ভাই ও আগুন তুলিস্‌নে, তুই ভাই আর কাটা ঘায় নুণের ছিটে দিস্‌নে, একে তো আপনাকে খেয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে এখন আঁধার দেখ্‌ছি, তার উপর তোর আবার ঠেসের কথা সয় না, তুই আর জ্বালার উপর জ্বালা দিস্‌নে, কেসোয়াৎখাঁর গুণ কেসোয়াৎখাঁতেই থাক্, আমি তাঁর গুণও চাই না, তাঁর রূপও চাই না, আমি মন চাই, কেসোয়াৎ খাঁর মন ভাল নয়, তার অন্তঃকরণ পরিষ্কার নয়, আমি হামেতের গুণ একমুখে বোলে ফুরুতে পারিনে, কেসোয়াৎখাঁর নূতন নূতন বেশী নয়, পুরাণো হোলে তত থাক্‌তো না, কখনই থাক্‌তো না, আমি হামেতের চরণে বিক্রী হয়েছি, তিনি ফিরে আস্‌বেন বোলে আশা দিয়ে গেছেন, তাই এখনও তাঁর আশাপথ চেয়ে আছি, সখি! আমাদের কেবল নবীন প্রণয়, কিন্তু অঙ্কুরে আঘাত হলো, কি বিড়ম্বনা, হঠাৎ এমন বজ্রাঘাত হবে, স্বপ্নেও মনে করিনি।" ইমামন্ বোল্লেন, "যাই বল ভাই, ও কথায় আমার মন ভিজ্‌লো না। যদি ভালবাস্‌তে হয়, তবে কেসোয়াৎ খাঁর মতন সুপুরুষ দেখে ভালবাসাই ভাল, অমন পুরুষ না হয়েছে, না হবে, না দেখেছি, না দেখ্‌বো। যে ব্যক্তি তোমার প্রণয়ের উদাসীন, তার মান রাখাই উচিত ছিল, তাকে অমন্ কোরে তাড়িয়ে বিদায় করা কি ভাল হয়েছে? কাশ্মীর যুবা যেন রসের তরঙ্গ, তার সঙ্গে আলাপ কোরে সুখে ভাস্‌তে হয়, তার সুরসপূর্ণ বাক্যচ্ছটা শুনলে শরীর অবশ হয়, প্রফুল্লবদনে অবশ হয়, তাকে তাই তুই প্রথম প্রথম কত আশাই দিছিলি, আমি তো তোমারই আছি, কোথা গিয়েছি, আমি চাতকিনী, তুমি আমার ধারাপথ, আমি তোমার জীবনের মরণের সাথী! তুই ভাই কত খেলাই খেলি, তখন তখন তোমার নূতন প্রণয়ের কথা তুলে অমনি যেন লজ্জায় মোরে যেতে, পাণের মত বাসি হোলে খাটে না, তোমার সে সকল কথা, তাই হলো না কি? ঘাড় হেঁট কোরে রইলে যে? মুখ তোলো না? কথা কও না? এখন কি তোমার সে প্রণয় বাসি হলো? তাই বুঝি অরুচি জন্মেছে?" খোজেস্তা বোল্লেন, "তুমি ভাই আর বাড়াবাড়ি কোরো না, এমনিই তো জ্বোলে পুড়ে মচ্ছি, আগুনের উপর আগুন জেলে দিয়ে আর আমায় পুড়িও না, আমার আর মরণের বড় অপেক্ষা নাই, এ পাপপ্রাণে আর কত সবে বল! কেসোয়াৎ খাঁর প্রতি তোর যদি মনে মনে এতই পড়্‌তা হয়েছিল, তবে সে কথা তারে খুলে বোল্লেই তো হতো, সে কখন তোরে ছেড়ে চোলে যেতো না, তুইই বা তাকে ছেড়ে দিলি কেন, ধোরে রাখ্‌লেই তো পাত্তিস, তোর মত যুবতীর অনুরোধ সে কখনই এড়াতে পাত্তো না, আমি যদি আগে জান্‌তেম, তুই তারে সোনার চক্ষে দেখেছিস, তা হোলে সব ঘটকালিই কোরে দেখ্‌তেম, আমি হামেতকে ভালবাসি কেন, কেসোয়াৎ খাঁকে ভালবাসিনে কেন, এ কি একটা কথা, তাই উত্তর দেবো, ছিঃ! এ কি কথার কথা, না জিজ্ঞাসা কর্‌বার কথা, এ কথা কি দেশে দেশে ঢোল্ মেরে দিতে হয় নাকি, যে বলে, সে বলুক. যে করে, সে করুক, আমি তো তাদের বলাতেও নেই, কথাতেও নেই। কেসোয়াৎ খাঁকে তোমরা দূর থেকে চোকে দেখেছো, কাণে শুনেছো, এই বই ত নয়, আমি অষ্ট প্রহর নিকটে থেকে তার চরিত্র জেনে নিয়েছি, তার সঙ্গে প্রণয় হোলে তেরাত্রিও কাটতো না, দুদিন বই জেনে পালাতো, বাসি হোতে পাত্তো না, তার বাতাস যেন কারুরই গায় না লাগে, এমনি কথায় বলে, 'যায় থেকে প্রাণ কেঁদে উঠে, সে কয় কি না কয় কথা জেনে',

এমন চরিত্রের লোক যে, তার জন্তে খেদই বা কি, দুঃখই বা কি, শুধু রূপ-গুণ দেখলে ত হয় না, মন দেখা চাই।" কেলোয়াৎ-খাঁর যুবটি যেন সুধার সরবর, তার মন কিন্তু তেমন নয়, এমনি কথায় বলে, মুখে মধু হৃদে ক্ষুর, তার নাম বিষম ক্রুর। ইমামন্ বোল্লেন, "তুই খুব পুরুষ চিন্তে পারিস, তোর বুঝি তাই পুরুষ চেনা রোগ আছে, যাই তাই, বাড়ী যাই, আর কথা কাটাকাটিতে কাজ নাই, তোমার যে কথায় পেয়ে উঠে, সে আজও জন্মেনি, বেলাবেলি বাড়ী যাবার কথা, তাতে এতখানি রাত্‌ হোলো, মা কত বোক্‌বে এখন, তোর তাই অন্ন পাওয়া ভার, তোর মনের মতন পাওয়া সহজ কথা নয়, তবে এখন চোল্লেম।" খোকেজা ছল ছল-চক্ষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মুখে খুব মিঠে, কিন্তু নিম্ নিসিন্দে পেটে।

খোকেজা ভয়ে থর্ থর্ কোরে কাঁপছেন, আতঙ্কে এক এক বার শিউরে শিউরে উঠ্‌ছেন, কাল্‌মাকের পত্রখানি তাঁর চক্ষের উপর পোড়ে আছে, পত্রখানি একবার পোড়ছেন, পোড়তে পোড়তে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হোচ্ছেন। এইরূপ কোর্ত্তে কোর্ত্তে হঠাৎ তাঁর মনে উদয় হলো, কাল্‌মাকের মহা আজ্ঞা পালন করা শ্রেয়, তার সে আজ্ঞা পালন কোরে পিতারও প্রাণরক্ষা হবে, তাঁর আপনারও মান রক্ষা হবে। যুবতী একটি কৌশল চিন্তা কোরে, "হাঁ, তাই করাই কর্ত্তব্য," এই বোলে আপনা আপনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, মনে মনে বোল্লেন, হাঁ, এত দিনের পর পিতাকে উদ্ধার কোর্ত্তে পার্‌বো, কাল্‌মাককেও নিপাত কোর্ত্তে পার্‌বো, তার দলবলকেও নিপাত কোর্ত্তে পার্‌বো।

যুবতী বেশ জানতেন, তাঁর পিতা তাঁর কথায় কর্ণপাত কোর্‌বেন না, তাঁর কৌশলেও সম্মত হবেন না। তাই বালা মনে মনে স্থির কোল্লেন, তাঁর মনের কথা পিতাকে বোল্‌বেন না, কেবল যে লোক না হোলে নয়, যারে উপলক্ষ্য কোরে কার্য্যটি উদ্ধার হবে, তারে ভিন্ন আর কাহাকেও সে কথা প্রকাশ কোরে বোল্‌বেন না। দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর কাল্‌মাকের ভয়ঙ্কর নির্জ্জন আবাসে তাঁকে প্রায় একাকিনীই প্রবেশ কোর্ত্তে হবে, বালা যখন মনে মনে সেই বিষয় চিন্তা কোর্ত্তে লাগলেন, তখন তাঁর অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে উঠ্‌তে লাগলো, প্রাণের ভিতর হতাশ হোতে লাগ্‌লো, তাঁর মহাপ্রাণী যেন শুষ্ক হোয়ে যেতে লাগ্‌লো, কিন্তু যে অভিপ্রায়ে যাবেন, তা সিদ্ধ কোর্ত্তে পার্‌বেন, এই সাহসে তাঁর প্রাণে আবার বলও হোতে লাগ্‌লো, বালা এ পর্য্যন্ত বিমর্ষ বিষণ্ণ হোয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন, এক্ষণে সুখী হোতে পার্‌বেন মনে কোরে তাঁর বিমল বদনকান্তি আহ্লাদচ্ছটায় ভাস্‌তে লাগ্‌লো। বালা যদি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরে ফিরে আস্‌তে পারেন, তবে এ কার্য্যটি তাঁর পক্ষে কতই পুরস্কারের স্বরূপ হবে—তাঁর পিতার প্রাণ রক্ষা হবে, তাঁর নিজের সতীত্ব রক্ষা হবে, পিতৃনি সহর কালান্তক কাল্‌মাকের হস্ত হোতে নিষ্কৃতি পাবে, এতদ্ভিন্ন হামেত যদি এপর্য্যন্ত প্রাণে বেঁচে থাকেন, তবে তিনিও বালার হস্তে মুক্তিদান পাবেন। এই সকল কুশল-সম্ভাবনার চিন্তা কোরে বালা নিশ্চিন্ত থাকতে পাল্লেন না, যুবতী তখনই নেমে এসে তাঁর পিতা যে ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন, প্রবেশ কোরে দেখেন, খোজে তখনও নিদ্রায় অভিভূত আছেন, যুবতী ভাব্‌লেন, তবে ভাল সুবিধাই হোয়েছে, এই অবকাশে চুপে চুপে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে আপনার কার্য্যসিদ্ধির পথ পরিষ্কার কোর্ত্তে চোল্লেন। বালা উন্মাদিনীপ্রায় হোয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন, এ গলি সে গলি দিয়ে তাড়াতাড়ি একটি আর্‌মানির বাড়ীতে উপস্থিত হোলেন, সে ব্যক্তি জাতিতে শুঁড়ি, সরাবের ব্যবসায় করে,

আর্‌মানি বাঁদাকে দেখে ব্যস্ত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনি কেন এসেছেন, আপনার কি প্রয়োজন, আজ্ঞা করুন।" বাঁদা তখনও হাঁপাচ্ছিলেন, তাই একটু জিরিয়ে সাম্‌লিয়ে, একটু দম্ নিয়ে বোল্লেন, বিস্তর শিরাজ সরাব্ দিনেক দুদিনের মধ্যে আবশুক হবে, এই কথা তাঁর পিতা বোলে পাঠিয়েছেন, তাই বাঁদা স্বয়ং বোল্‌তে এসেছেন, তিনি যেন এই দণ্ডেই তিন কুড়ি বারো বোতল সরাব প্রস্তুত কোরে রাখেন, আস্‌বামাত্র যেন পাওয়া যায়। আর্মানি বোল্লেন; "যে আজ্ঞা, তাই হবে।" বাঁদা ঐ কথা শুনে সেখান থেকে চোলে এলেন, আসবার সময় বোল্লেন, "এ কথা যেন কেউ ঘুণাগ্রেও জান্‌তে না পারে, এ বিষয় যেন গুরুমন্ত্রের ন্যায় গোপনে থাকে, তাঁর পিতা অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান, তাই এ বিষয় যদি লোকে জান্‌তে পারে, তবে তাঁর পক্ষে বড় গ্লানির কথা হবে।" আর্মানি বোল্লেন, "এ সম্বন্ধে তিনি কদাচ দুই ঠোঁট এক করবেন না, যিনিই হউন, কারুরই কাছে না।" খোজেস্তা বায়নাস্বরূপ কিছু দিলেন, খুঁড়ি পেয়ে সন্তুষ্ট হলো। খোজেস্তা এসবে একটি কিমিয়াকারের বাড়ীতে চোলে গেলেন, সে ব্যক্তি বাঁদাকে দেখে বোল্লে, "আপনি একটু বসুন, একটু অপেক্ষা করুন, এই লোকটিকে বিদায় কোরে শীঘ্রই আস্‌ছি।" যে লোকটি তাঁর কাছে বোসে ছিল, সে চোলে গেল, কিমিয়াকার খোজেস্তাকে ঘরের মধ্যে ডেকে ইশারা কোরে বোস্‌তে বোল্লেন। যুবতী বোল্লেন, "কাহিল! একটা বড় গোপনীয় কথা আছে, কারুর কাছে প্রকাশ কোরবেন না তো? দেখবেন! প্রকাশ না কোরে থাক্‌তে পারবেন তো?" কিমিয়াকার বোল্লে, "না বোলে থাক্‌তে পারবো না কেন? আমি কাউকেও বোল্‌বে না, আমার যদি নিজের কোন গরজ না থাকে, তবে তা শুন্‌তেও চাই না।"

খোজেস্তা বোল্লেন, "গরজ তোমারও আছে, আমারও আছে, সে কথা নিয়ে সংসার শুদ্ধ লোকের গরজ আছে বোল্লেই হয়, আগে কোরান ছুঁয়ে দিব্যি করুন, আমি যে কথা বোল্‌বো, জনপ্রাণীর কাছে প্রকাশ কোর্‌বেন না, তবে আমি যখন প্রকাশ কোরে বোল্‌ব, তখন কোরবেন, এই প্রতিজ্ঞা করুন।" কিমিয়াকার বোল্লেন, "আমি কোরান ছুঁয়ে মহম্মদের নাম কোরে, বারো ইমামের নাম কোরে দিব্যি কোচ্ছি, আমি সে কথা মুখাগ্রে আনবো না, এখন আপনার কি কথা আছে, বলুন।" খোজেস্তা বোল্লেন, "আপনি তো বেশ অবগতই আছেন, নিজামির অদৃষ্টে কিরূপ ঘোর বিপদ্ উপস্থিত, তা আপনি জান্‌তেই তো পাচ্ছেন, কাল কাল্‌মাকের আর তার পাষণ্ড দলবলের কথাই বোল্‌ছি।" কিমিয়াকার বোল্লেন, "আমি জানিনে তো জানে কে? নিজে ঠেকেছি, জ্বলেছি, বিলক্ষণ ঠেকেছি, বিলক্ষণ ভুগেছি।" খোজেস্তা বোল্লেন, "তবে তো আরও ভাল হলো, তুমি একটু মনে কোল্লেই ঐ কালমাককে দল বল শুদ্ধ নিপাত কোত্তে পারি। তাদের জন্যে কারুর খেয়ে শুয়ে সোয়াস্তি নাই, নিজামি যেন যমালয় হোয়ে উঠেছে।" কিমিয়াকার শুনে চোম্‌কে উঠে খোজেস্তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর যেন ধাঁধা লেগে গেল, শেষে বোল্লেন, "এত বড় মহৎ কার্য্যে আমা হোতে কি উপকার হবে বলুন, আমার দিব্যি, যদি না বলেন, তুমি আমায় ঠাট্টা কোচ্ছো, বোধ হয়।" খোজেস্তা বোল্লেন, "না, না, ঠাট্টা নয়, সত্যই বোল্‌ছি, কালমাক উপপত্নী কোর্‌বে বোলে আমায় চেয়ে পাঠিয়েছে।" কিমিয়াকার শুনে শিউরে উঠে বোল্লেন, "এর পর আরও না জানি, কতই শুন্‌তে হবে!! সে পাষণ্ড যেন নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয়, তার পেট কি ভোর্‌বে না! তার অহঙ্কার কি শান্তি হবে না, তুমি যাবে না দেখ্‌তে পাচ্ছি।" খোজেস্তা বোল্লেন, "আমার যাওয়াই উচিত, তার কথা অমান্য কোত্তে পার্‌বো না, বাবা বোলেছেন, তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি।" কিমিয়াকার

বোল্লেন, 'আমা হোতে কি উপকার হোতে পারবে বলুন।'

খোজেস্তা বোল্লেন, 'তবে বলি, মন দিয়ে শুনুন। আসচে মাসের চতুর্থ তারিখের রাত্রে একজন দাস, কি দাসী সঙ্গে কোরে, বিস্তর শিরাজ সরাব্ নিয়ে ভগ্ন মসজিদের কাছে আমার যেতে বোলেছে, আমি মনে কোরেছি, ডাকাতদের পক্ষে এই যেন শেষ সরাব পান করা হয়, সে সুধা যেন আর তাদের মুখে ভাল্‌তে না হয়, সেটি কিন্তু তুমি না অনুগ্রহ কোল্লে হয় না।" কিমিয়াকার বোল্লেন, "তবে বুঝ্‌তে পেরেছি, বিষ,—তুমি আমায় বিষ দিতে বোল্‌ছো।"

যুবতী বোল্লেন, "কোন প্রকার মাদক হোলেও হবে, যাতে শীঘ্র শীঘ্র অজ্ঞান অচৈতন্য হোয়ে পড়ে, সেইরূপ কিছু দিয়ে দেবেন।" কাহিল বোল্লেন, "তা হোলে পারি, এক প্রকার গুঁড়ো আছে, সরাবে মিশিয়ে একদিন কি দুদিন যদি রেখে দেওয়া যায়, তার পর যে পান কোরবে, তাকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হতে হবে, দেখে বোধ হবে যেন সে অগাধ অচেতনে ডুবে আছে, কানের কাছে কামান দাগলেও তার চৈতন্য হবে, না। তবে সে সরাবগুলি আমার কাছে এনে দাও, কালমাকের নিপাতে আমরা সকলেই আনন্দে নৃত্য কোর্‌বো, আমাদের ভদ্র আত্মীয়ের কন্যাকে সে উপপত্নী কোত্তে চায়, সে ব্যাটার এত বড় স্পর্দ্ধা!" যুবতী বোল্লেন, "সরাবের ফর্‌মাস দিয়ে এসেছি, সরাব নিয়ে যা কোর্‌বো, আপাকে সে কথা ভেঙ্গে বলি নাই।" কিমিয়াকার বোল্লেন, "সেইটিই বুদ্ধির কাজ কোরেছো, তবে তুমি পার্‌বে, কালমাককে যদি জিঞ্জিরে ব্যাস্ত হোয়ে নিয়ে আস্‌তে পার, তবে সহর-শুদ্ধ লোক তোমার এ কীর্ত্তি চিরকাল স্মরণ কোর্‌বে, তোমার এ ধার কখনই তারা পরিশোধ কোত্তে পার্‌বে না।"

খোজেস্তা বোল্লেন, "আমিও তাই মনে কোরেছি, তাকে জ্যান্তই ধোরে নিয়ে আস্‌বো, একখানা ডুলির কিন্তু প্রয়োজন হবে, সে ভার আপনার উপর, ঐ ডুলি নিয়ে আপনাকে সেই ভগ্ন মসিদের কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে, আমি সেই ডাকাতের সর্দ্দারকে অচেতন অবস্থায় হাতে পায় বেঁধে, সেইখানে নিয়ে আস্‌বো।" কাহিল বোল্লেন, "আমি তা কোত্তে প্রস্তুত আছি, বাকি দল-বলের দশা কি কোর্‌বেন?" যুবতী বোল্লেন, "সে ভার আমার উপর, যা কোর্‌বো, তা মনে মনে ঠাউরিয়ে রেখেছি, তাদের আর জিঞ্জিরে নিতে উৎপাত কোত্তে হবে না।" কিমিয়াকার বোল্লেন, "তোমার পিতা এ কথা জানেন?" যুবতী বোল্লেন, "তিনি এর বাষ্পও জানেন না, সেই জন্যেই তোমার আগে ভাগে দিব্য কোরিয়ে নিইছি, এ কথা কারুরই কাছে প্রকাশ কোরে বোলবে না। আমাদের অভিসন্ধি সুসিদ্ধ হবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তা হোলে কি হয়, আমাদের অভিপ্রায় পিতা যদি পূর্ব্বাগ্রে জানতে পারেন, তবে আমায় তখনি আটক কোরে ফেল্‌বেন, বাড়ীর বার হোতে দেবেন না, ঘরের মধ্যে পূরে চাবী দিয়ে রাখবেন, তা হোলে তিনি নিশ্চয়ই স্থিরপ্রতিজ্ঞ নির্দ্দয় কালমাকের ক্রোধের ভাজন হবেন। আমাদের ক্রীতদাস সিদিমুফাকের হাত দিয়ে সরাব, ফল আর অর্থ পাঠিয়ে দেবেন স্থির কোরেছেন। সিদিমুফাক্‌কে আমাদের অভিসন্ধির কথা এখনও ভেঙ্গে বোলিনি, সে কিন্তু আমার অবাধ্য হবে না। কাহিল! আপনার কাছে সরাব পৌঁছবে, তবে এক্ষণে আমি চোল্লেম।"

খোজেস্তা বাড়ী এসে দেখেন, তাঁর পিতা ঘুমে থেকে উঠে আপনার বিপদ্ স্মরণ কোরে, কি কোরবেন তাই ভাব্‌ছেন। খেদে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হায়! এ সময় যদি কেসোয়াৎ খাঁ উপস্থিত থাক্‌তেন, তবে কত উপকারই হোতে পাত্তো, এ দুঃসময় কত ভাল পরামর্শ দিতে পাত্তেন, খোজেস্তা! তুমিই তাঁকে তাড়িয়েছো, সে ব্যক্তি থাক্‌লে আমাদের মৃত্যু-মুখ থেকে রক্ষা কোত্তে পাত্তো।" খোজেস্তা শুনে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, দেখ্‌লেন, তাঁর পিতা শোকাকুল

হোয়ে বুদ্ধি-বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন, তাই আর কোন কথার উত্তর কোল্লেন না। পরদিন যুবতী সিদিশুকাকুকে ডেকে আপনার মতলবের কথাটি চুপে চুপে বোল্লেন, কাফ্রি শুনে আহ্লাদে চুর্ চুর্ কোত্তে লাগ্লো, খিল্ খিল্ কোরে একগাল্ হেসে বোল্লে, "আমি এই দণ্ডেই প্রস্তুত আছি।" খোজে তাকে সরাব আন্তে পাঠিয়ে দিলেন, কাফ্রি দাস ঐ সরাব্ সরাসর বাড়ীতে না এনে কিমিয়াকারের কাছে নিয়ে গেল, কিমিয়াকার খোজেস্তার অভিপ্রায় মতন তাতে মাদক মিশিয়ে দিলেন। ফল আর অর্থ তাঁর প্রস্তুতই ছিল, একণে সরাব পেয়ে খোজে কাফ্রি দাসকে ডেকে বোল্লেন, "এই সকল দ্রব্য আর অর্থ জয়মাসদে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।" সিদিশুকাক্ জাতিতে কাফ্রি, দীর্ঘাকার, স্থূলকায়, সে মনে কোল্লে, হয় ত তার প্রাণ লয়ে টানাটানি পোড়্বে, তাই সে যাবে কি না যাবে, ক্ষুণ্ণমনা হোয়ে সাত পাঁচ ভাব্তে লাগ্লো, তার ইচ্ছা যে, সে যাবে না, কিন্তু তাঁর মুনিব বারম্বার বোল্তে লাগ্লেন, "তোর্ কোন ভয় নাই, তোরে প্রাণে মেরে, কি তোরে বন্দী কোরে রেখে ডাকাতদের কি লাভ হবে?" তাই শুনে কাফ্রি দাস যেতে প্রস্তুত হলো। খোজেস্তা সে রাত্রের মত পিতার কাছ থেকে বিদায় হোয়ে আপনার ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেন, খোজেও আপনার ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘুমুতে লাগ্লেন। একটু পরে যুবতী উঠে দেখেন, তাঁর পিতা স্বচ্ছন্দচিত্তে নিদ্রা যাচ্ছেন, তাই দেখে বালা একখানা শাল জড়্সোড় কোরে গায় জোড়িয়ে মস্ত ঘোম্টা টেনে দিয়ে নিঃসাড়ে নেমে এসে, দরজা খুলে বেরিয়ে পোড়্লেন, রাত্রি অন্ধকারময়, আকাশে একটিও নক্ষত্র ছিল না যে, তার মলিনপ্রভা যুবতীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, সহর নিঃশব্দ, এত নিঃশব্দ যেন, কবরস্থানের ন্যায় ঘোর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ কোত্তে লাগলো। যুবতীর ত্রাস হলো, তিনি তখন ভাব্তে লাগলেন, হয় ত এইবার শেষ হোলো, আর তাঁকে ঘরেও ফিরে আস্তে হবে না, দরজা পার হোয়ে রাস্তার বাইরেও যেতে হবে না। বালা আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠ্তে লাগ্লেন, তাঁর মহাপ্রাণী কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত যাত্রা কোরে বেরিয়েছেন, শেষে এই কথাটি মনে উদয় হোতেই যুবতী যদি দ্রুতি কোরে বাণের একটানা চোলে যেতে লাগলেন, চোল্তে চোল্তে কাফ্রি দাসের সঙ্গে যে স্থানে সাক্ষাৎ হবার কথা ছিল, সেই সাঙ্কেতিক স্থানে এসে পৌঁছিলেন, পৌঁছে দেখেন, একটা উটের পিঠে দুটো বড় বড় বোঝাই ঝাঁকা ঝুল্ছে, তাতে ফল আর সরাব আছে। মস্ত কাফ্রী-পুরুষ পাঁচহাত লম্বা প্রকাণ্ড বলবান্ সিদি শুকাক্ তার পাশে দাঁড়িয়ে। কাফ্রি দাস খোজেস্তাকে দেখ্তে পেয়ে কোন কথাবার্ত্তা না কোরে উট হাঁকিয়ে আগে আগে যেতে লাগলো, যুবতী তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেন। যমালয়ের স্বরূপ ডাকাতদের কালান্তক আবাসের যত নিকটবর্ত্তী হোতে লাগ্লেন, ভয়ে আর হতাশে যুবতীর হাঁটু ততই ভেঙ্গে ভেঙ্গে পোড়্তে লাগ্লো, তাঁর মনে অতিশয় ত্রাস হলো, প্রাণ অস্থির হোয়ে পোড়লো। উটটি গিয়ে থম্কে দাঁড়ালো, তাই বালা জান্তে পাল্লেন, জয়-মসিদে এসে পৌঁছেছেন, সেখানে কিন্তু জন-মানব উপস্থিত ছিল না, শব্দটি মাত্রও শোনা যাচ্ছিল না, যুবতী কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, ডাকাতদের যে কথা, সেই কাজ, তারা এখনই এসে উপস্থিত হোলো বোলে, তাই ভেবে কাফ্রি দাসকে মোট দুটি নাবাতে বোল্লেন, মোট দুটি যেমন নাবান হয়েছে, অমনি একটি শব্দ শুন্তে পেলেন, মসিদের সম্মুখে কেউ যেন আস্তে আস্তে দরজা খুল্ছে বোধ হোলো, ঐ শব্দ শুনে বালা থর্ থর্ কোরে কাঁপতে লাগলেন, তখন তাঁর মনে আক্ষেপ হোতে লাগলো, এমন অসম-সাহস কেন কোল্লেম, যাই হউক, একণে আর ছাড়া নাই, ফিরে যাবারও উপায় নাই। মর্চে পড়া পুরাতন দরজার কাঁচ কোঁচ শব্দের সঙ্গেই

গলার স্বর, অশ্বের খুরধ্বনি শুন্‌তে পেলেন, তার পরক্ষণেই ডাকাতেরা এসে যুবতীকে ঘেরে দাঁড়ালো, আপনাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি না কোরে দুইটি মাত্র পুরুষ ঐ চারু অনুপম রত্নকে আয়ত্ত কোরে, বাকী কয়েক জন কাফ্রি দাসকে হস্তগত কোরে শিবিকা সরাবগুলি গ্রহণ কোল্লে। খোজে-স্তাকে একটা ক্ষুদ্র দ্বার দিয়ে একটি গলির মধ্যে লোয়ে গেল, দেখে বোধ হলো, গলিটির যেন অন্ত নাই, তার যেন শেষ নাই, ঐ গলির প্রান্তে এসে সরুচরেরা একটা মস্ত লম্বা শিস দিলে, ঐ শিস শুনে একটা চোরা দরজা আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে কতকগুলি সিঁড়ি বেরিয়ে পোড়লো। খোজেস্তা আগে আগে চলেছেন, তাঁর পেছনে কাফ্রি দাসও চোলেছে, সরাবের ঝাঁকাও চোলেছে, ঐ সিঁড়ি বেয়ে নেমে মস্ত একটা খিলান ঘরের মধ্যে সকলে উপস্থিত হোলো, ঘরটির ভিতর বিস্তর বাতির আলো জ্বল্‌ছিলো। এইবার কাল্‌মাকের হস্তে পোড়বেন মনে কোরে যুবতীর ত্রাস হোলো, হতাশে তাঁর প্রাণের ভিতর ধড়ফড় কোরে লাগলো, বালার মনে এই ভয় হোলো, যে সকল লোক তাঁরে ঘেরে ঘিরে চোলেছে, তাদের অপেক্ষা কাল্‌মাকের মূর্ত্তি অবশ্যই আরও নিষ্ঠুর হবে। ডাকাতেরা নেবে চোলে গেলে চোরা দরজাটি বন্ধ হোলো, খোজে-স্তাকে নিয়ে একটা গদির উপর বসালে, "দুরন্ত বীরপুরুষ কাল্‌মাককে এখানেই দেখতে পাবেন," ঐ কথা বোলে যুবতীর ঘোম্‌টাটি পশুবৎ নিষ্ঠুরের মত জোর কোরে টেনে খুলে ফেলে দিলে. তার তাৎপর্য্য এই, কাল্‌মাক যেন তাঁর মুখকান্তির বিমলছটা সুন্দররূপে দেখতে পান। যুবতী এখন অর্দ্ধ-মৃতপ্রায় হয়ে কয়েদের কুড়ি জন নির্দ্দয় মূঢ় ডাকাতের মধ্যে বোসে পোড়লেন, সিলিহ্‌-কাফ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে, সে তাঁর কানে কানে বোল্লে, "এ অপমান মনে কোরো না, এ অপমান কতক্ষণের জন্য, শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে, তুমি ভয় পেও না. তোমার সাহসের উপর সব নির্ভর কোচ্চে।" ঐ সকল কথা বোলে কাফ্রি দাস যুবতীর মনে উৎসাহ দিতে লাগলো।

কাল্‌মাকের অনুমতি ছিল না, তিনি ভিন্ন আর জনপ্রাণীও বালার নিকটে গিয়ে ঘেঁসে বসে। যুবতী যখন ঘোম্‌টা খুলে চন্দ্রবদন বার কোরে গদীর উপর বোসলেন, তাঁর মুখকান্তির বিমল ছটা দেখে "সাবাস! কাপুব! বাহবা! বাহবা!" বোলে সকলে তাঁর রূপের একচেটে গোঁড়ামি কোত্তে লাগলো। বালা চোরা আসামির মত থর্ থর্ কোরে কাঁপতে লাগলেন, ভয়ে তাঁর চন্দ্রবদন মলিন হোলো, কাল মেঘ যেন শরৎপ্রভা ঢেকে ফেল্লে, ডাকাতেরা কানে কানে বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লো, "ছুঁড়ি একে তো অমনিই দেখ্‌তে ভাল, তার উপর আবার চুলটুল ফিরিয়ে শরীরের পাট্‌ঝাঁট্‌ কোরে বেহদ্দ বাহার দিয়ে এসেছে, যেন সোনার উপর খোদকারী কোরেছে। কাল্‌মাক একটি প্রধান লোয়াল, এক তিনি বাজী কোরে কত টাকাই ধরে এনে মজুত কোচ্চে, আজকাল তাঁর পড়্‌তা ভাল, সেই পড়্‌তার জোরেই এই শীকারটি তাঁর হাতে লেগেছে, বয়েস তেমন কসাকসি কোত্তে হয় নি, বেশ সস্তা দরেই পেয়েছেন, এখন রঙ্গ-তামাসা দেখিয়ে, রকম্‌ওয়ারি, ইয়ারকি দিয়ে, মজাদারি মজাদারি বোলচাল্‌ শুনিয়ে তার মনটা আমোদে মাতিয়ে তুল্‌তে পারে হয়, আজ না হয়, কাল্‌ হবে, এত তাড়াতাড়িই বা কি?" প্রত্যুত্থিত দেখা, আর বালস্বভাব শীঘ্র বিলুপ্ত হয় না, তেমনি আবার ছোট লোকের অসভ্যতা, কি তাদের বে-আদবীপানা চট্‌ কোরে যাবার নয়, তাই ডাকাতেরা জাতীয় স্বরে, মরদানা গলায় চীৎকার কোরে আপনাদের কারদানি মরদানি দেখাতে লাগ্‌লো।

সওকিন লোকের ছবি টাঙিয়ে, রকম্‌ রকম্‌ লতা-পাতা চিত্রিত কোরে, তার উপর আরও কতকগুলি বাতির আলো জেলে দিয়ে ঘরটি বেহদ্দ বাহার কোরে সাজিয়ে রাখা হোয়েছিল। দরজার কাছে আন্‌কা আন্‌কা চেহারার ভিড় লেগে গেল, তাতেই যুবতী

নিশ্চয় জানতে পারেন, কাল্মাকের আগমন হোচ্চে। একজন ডাকাত বোলতে লাগলো, "দুর্দ্দান্ত কাল্মাকের জয় হউক, কাল্মাক দুর্নিবার, দুর্জ্জয়ী, দুঃসাহসী, তাঁর মঙ্গল হউক।" এই সময় ঐ কাল অবতার মহাপুরুষ কার্চোপের পোষাক পোরে, পোষাকটি ঝকমক্ ঝকমক্ কোচ্ছিলো, মাথায় একটি শাদা পাগড়ী, মুক্তা দিয়ে মোড়া, কোমরে একখানা ছোরা, তার মুটটি হীরাপান্নায় জড়িত, এক পা দু পা কোরে, ধীরে ধীরে বন্দিনীর সমুখে উপস্থিত হোলেন। তাঁর আসবার পূর্ব্বে যুবতী বোসে বোসে চোম্কে চোম্কে উঠ্ছিলেন, এক্ষণে ভয়ে জড়সড় হোয়ে পোড়্লেন, তাঁর সাহস হোলো না, মাথা তুলে কাল্মাকের মুখের দিকে চেয়ে দেখেন। কাল্মাক বালার নাম ধোরে ডাক্লেন, বালা স্বর শুনে শিউরে উঠলেন, সে স্বর মিত্রবৎ পরিচিতের ন্যায় জ্ঞান হলো, তখন যুবতী সাহস কোরে চোক মেলে মুখের দিকে চেয়ে দেখ্লেন, দেখেই গদির উপর মূর্চ্ছিতা হোয়ে পোড়্লেন, বালা কাল্মাককে চিন্তে পাল্লেন, এ ব্যক্তি সেই চারুদর্শন কেসোয়ার্দ্দী, কাশ্মীর সওদাগর!! যুবতী মনে যে ভয় পেয়েছিলেন, সে ভয় থেকে উত্তীর্ণ হোয়ে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় হঠাৎ বোলে ফেল্লেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখ্চি! তুমিই কি কাল্মাক ডাকাত!" কাল্মাক বোল্লেন, "হাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি বটে, আমি তোমার উপাসনা কোত্তে ত্রুটি করি নাই, তোমার অনুনয় বিনয় কোত্তে ত্রুটি করি নাই উদার মনে, অকপট চিত্তে তোমার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার কোরেছি, তুমি কি না একটা কদাকার আনাড়ী চাসার প্রণয়ে পোড়ে আমার প্রার্থনায় অনাদর কোল্লে। এখন কি হবে মনে কোরে দেখো দেখি, বিনা দামে মথুরা পার নাই, আমার সঙ্গে পুনরায় ওরূপ কুব্যবহার কোল্লে শাস্তি না দিয়ে ছাড়্বো না, শুধু কথায় পার পাবে না। কথা কও না যে? তুমি অবাক হোয়ে গেছো দেখ্তে পাচ্চি, বিপদাপন্ন কাশ্মীর সওদাগরের বেশ ধোরে তোমার বাড়ীতে গিয়েছিলেম, আমার কি দুঃসাহস, তাই ভেবে তোমার বুঝি বিস্ময় জ্ঞান হোচ্চে, আমি ধড়ীবাজ, আমি শঠ, আমি উপকার মানি না এই বোলে এ ভিন্ন আরও কত গ্লানির কথা বোলে, তুমি আমার নিন্দা মন্দ কোত্তে শুনেছি, আমায় দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে অন্যদিক দিয়ে চোলে যেতে, সেই আমি, এখন তোমার কাছে আমি কাল্মাক ডাকাত, তুমি আপন মুখেই আমায় ডাকাত বোলেছো, বোলেচো বোলেচো, তাতে কিছু আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, ক্ষোভও নাই, দুঃখও নাই, এক্ষণে ঘরে বোসেই আমার অতি যত্নের নিধিটি পেয়েছি, আমার রত্নটি বাড়ীতে এসে পৌঁচেছে। তোমার পিতা আমায় মহা আদরে বেশ মান রেখেছেন, আমরা আমোদ-প্রমোদ কোর্বো বোলে তোমায় পাঠিয়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে সরাব পাঠিয়েছেন, খাবার পাঠিয়েছেন, অর্থও পাঠিয়েছেন। গোলেন্ধা! আমাদের হাস্য-পরিহাসের মধ্যে, আমাদের আমোদ আহ্লাদের মধ্যে তুমি কি থাকবে না?" যুবতী বোল্লেন, "আমি আপনার অবাধ্য নই, আপনার যেমন অনুমতি হয়, আমি আপনার কথা অমান্য কোত্তে পারিনে।" কাল্মাক বোল্লেন, "এই তো চাই! তোমার চারুমুখে যে বিনয়-বাক্য বেরিয়েছে, তাই শুনেই আমি চরিতার্থ হলেম, এখনও বাকী আছে, এখনও কাল্মাককে ভাল-বাস্তে বাকী আছে।" এই কথা বোলে বাকী ডাকাতদের প্রতি আদেশ কোরে বোল্লেন, "তোমরা এখন খাবার আয়োজন কর, কয়েদির প্রতিও যেন দৃষ্টি থাকে।" গোলেন্ধা বোল্লেন, "কয়েদী কে?" কাল্মাক বোল্লেন, "গিজনির সওদাগর খোদাবাদের পুত্র হামেদ্ নামে এক ব্যক্তি আমাদের কয়েদী, বোধ হয়, তোমার সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় আছে।" গোলেন্ধা শুনে প্রাণের ভিতর কেঁপে কেঁপে উঠ্তে লাগ্লেন, তাঁর যেন চমকা-বাই হলো, বাহিরে কিন্তু স্থির শান্ত হয়ে অম্লানভাবে বোসে রোইলেন।

মনের ভাব সম্বরণ করা আবশ্যক জেনে কাল-মাকের কথায় যেন বিশ্বাস কোল্লেন না, মুখের ভঙ্গিমায় এই ভাবটি জানালেন, কাল্মাক বোল্লেন, "তাকে দেখ্তে চাও তো দেখাতে পারি।" এই কথা বোলে জেবের ভিতর থেকে এক তাড়া চাবি বার কোরে খোজেস্তাকে দেখাতে লোয়ে চোল্লেন। একটি লোহার দরজার কাছে গিয়ে দরজাটি খুলে একটি অন্ধ-কূপের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, কাল্মাকের হাতে আলো ছিল, সেই আলোয় দেখেন, হতভাগা হামেদ একটা লোহার ঘেরার মধ্যে একটা জল-সপ্সপে দেওয়াল ঠেস দিয়ে বোসে আছেন। ঘেরাটি অতি ক্ষুদ্র, অতি অপ্রশস্ত, পাশ ফের্বার স্থান নেই, ঘরটিও ঘোর অন্ধকারময়, যমালয় বোল্লেও হয়। এক সময়ে যার অধরের চারু হাসির প্রফুল্ল ছটায় উদ্ভাসিত হোতেন, তাঁর এই নির্দ্দয় বন্ধন-অবস্থা দর্শন কোরে যুবতীর মনে অতিশয় কষ্ট হলো। আলো দেখ্তে পেয়ে হামেদ্ উঠে বোস্লেন, তাই দেখে কাল্মাক অমনি তাড়া-তাড়ি খোজেস্তাকে টেনে হিঁচড়িয়ে তফাতে নিয়ে গেলেন, দরজাটি সজোরে বন্ধ কোরে চাবিগুলি পূর্ব্বের মত আপনার কাছে রেখে দিলেন। তার পর বড় ঘরে এসে কাল্মাক বোল্লেন, "কেমন, এখন বিশ্বাস হোয়েছে তো?" যুবতী বোল্লেন, "তা হোয়েছে, ও ব্যক্তি তোমার কাছে কি অপরাধ কোরেছে যে, তাঁকে কয়েদ অবস্থায় রেখে এত লাঞ্ছনা কোচ্চেন।" কাল্মাক বোল্লেন, "সেই কথা আবার মুখে আন্ছো, ঐ ব্যক্তিই তো যত নষ্টামীর মূল, ঐ তো আমার অভিলাষ পূর্ণ হোতে দেয়নি, তার নামে আমার ঘৃণা হয়, তুমি আমার কাছে আর তার নাম কোরো না।" খোজেস্তা বোল্লেন, "সরদার সাহেব! আপনার অভিপ্রায় কি, ভেঙ্গে বলুন।" কাল্-মাক বোল্লেন, "তোমারই উপর তাঁর অদৃষ্ট নির্ভর কোচ্চে, তুমি যদি আমার হুকুম অমান্য কোচ্চো, তবে এই রাত্রেই তাঁকে সাবাড়্ কোরে ফেল্বো।" খোজেস্তা বোল্লেন, "উঃ! তুমি তাঁরে খুন কোরে ফেল্তে, না? বোধ হয়, খুন তাকে কখনই কোর্ত্তে না।"

কাল্মাক অম্লানমুখে বোল্লেন, "খুন তাঁকে নিশ্চয়ই কোত্তেম। তুমি যেমন প্রফুল্লিতমনে হাস্তে হাস্তে তাঁর কোলে যেয়ে ছুটে বোস্তে, সেইরূপ আমোদিনী হোয়ে আমার কোলে এসে যদি না বসো, তবে সে নিশ্চয়ই প্রাণে মারা পোড়্বে।"

খোজেস্তা মনে মনে বোল্লেন, "উঃ! কি বম্বা! কি কাল পাষণ্ড! এদের একটু দয়া-মায়া নাই! এই ব্যক্তিই কি আমার অভাগা পিতার আশ্রয় লয়েছিল! এই কাল নিষ্ঠুর কি তত চারু হাসি, তত মনোহর কান্তি দেখিয়ে আমাদের মন মুগ্ধ কোরে-ছিল?" কাল্মাক বোল্লেন, "যুবতি! তোমার মনে কি উদয় হোচ্চে, আমি তা জান্তে পেরেছি, আমি যেন তা দেখ্তে পাচ্ছি, আমি যেন তোমার অন্তরের কথা-গুলি পড়তে পাচ্ছি, আমি সেই কাশ্মীর সওদাগর হোয়ে কি কোরে একটি প্রাণীর মৃত্যুর কথা লয়ে আমোদ কচ্ছি, তাই তোমার বিস্ময় জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু কাজ ছাড়া কাণ্ড নাই; আমিই তোমাদের সর্ব্ব-নাশের গোড়া; হামেদকে এখানে আস্তে আমিই পরামর্শ দিই, আমিই তার পিতার জুতোর মধ্যে পত্র রেখে দিই, আবার আমিই তোমার বাপের খাতার মধ্যে পত্র গুঁজে রাখি। খোদাবাদকে উচ্ছিন্ন দিয়ে ছারখার কোর্বো, হামেদকে প্রাণে মেরে ফেল্বো, এই দুটি আমার প্রতিজ্ঞাই ছিল। তুমি শুনে শিউরে যাচ্ছ, শিউরিয়ে যেতে পারো সত্য, শিউরিয়ে যাবার কথা কিন্তু আরও আছে, তবে বলি শুন। মনুষ্য আমার কি না লাঞ্ছনা, কি না দুর্দ্দশা কোরেছে, যন্ত্রণা দিতে সাধ্য-মতে ত্রুটি করে নাই; আমার বিস্তর অর্থ, বিস্তর বৈভব ছিল, মনুষ্য কর্ত্তৃক আমি সে সুখসম্পদে এককালীন বঞ্চিত হয়েছি; সেই দুঃখে, সেই রাগে আমি এক্ষণে মনুষ্য মাত্রের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছি; ইদানীং আমি যখন যে মানস করেছি, তাই

লাভ হলো কি লোক্সান হলো, একবার ফিরেও চেয়ে দেখতেন না, মাসাবধি আহারই কোল্লেন না, অনাহারে ও শোকে শরীর ক্রমে শাক পেয়ে যেতে লাগ্‌লো, খোদাবাদ শীর্ণ হয়ে পোড়্‌লেন, শেষে প্রাণত্যাগ হয়ে তাঁর যন্ত্রণার অবসান হলো। খোজেস্তা দুঃখের সংবাদটি শুনে নিতান্ত কাতর হয়ে পোড়্‌লেন, পরের দুঃখে দুঃখিত হোতে গিয়ে আপনার দুঃখ বিস্মৃত হয়ে গেলেন, তাই আর সে দিন পিতাকে বলা হলো না, তাঁর মনের ভাবান্তর হয়েছে। পরদিন অতি প্রাতে তাঁর পিতার উঠ্‌বার অগ্রে মৃত খোদাবাদের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বেন মনে কোরে বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, অধিক পথ যেতে পারেন নি, এমন সময় একটি ফকিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, সে ভিক্ষা চাইলে, যুবতী তাকে একটু অপেক্ষা কোত্তে বোল্লেন। তাঁর হাতে একটি সাজি ছিল, বালা যখন বাড়ী থেকে বেরুতেন, ঐ সাজিটি হাতে ঝুলিয়ে নিতেন। বালা ফিরে এসে দেখেন, কাল্‌মাক্‌ ডাকাতের কালকৃষ্ণ ঢেরা তাঁর বাড়ীর দরজার গায় চিত্রিত রয়েছে, দেখেই প্রাণ কেঁপে গেল, সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো, তাঁর পা আর চলে না, থর্ থর্ কোরে কেঁপে মুর্চ্ছিতপ্রায় হয়ে দরজার উপর পোড়ে খান খান হোলেন। অনেক কষ্টে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোরে 'বাবা বাবা' বোলে ত্রস্তমনে চেঁচিয়ে ডাক্‌তে লাগলেন। খোজে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ভুলকোচোকো হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেন? কি হয়েছে মা? কিসে এত ত্রাস হলো?" বালার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না, কেবল অঙ্গুলি দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে দিলেন। খোজে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দরজা খুল্লেন, খুলে দেখেন, কাল্‌মাকের সেই কালঘাতী কৃষ্ণরেখা অঙ্কিত রোয়েছে, তাই দেখে চীৎকারশব্দে কাঁদতে লাগলেন, তাঁর কান্না শুনে ঐ দরজার কাছে বিস্তর লোক জমে গেল। যার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, যার মৃত্যু সম্মুখে মুখ বাড়িয়ে আছে, তাকে প্রবোধবাক্য দিয়ে কে সান্ত্বনা কোত্তে পারে? আতঙ্কের বেগ খর্ব্ব হলে খোজে সর্ব্বপ্রথমেই খাতাপত্র খুলে দেখ্‌তে বোসলেন, আপাততঃ কত টাকা তাঁর তহবিলে মজুত আছে, সেইটি জানবার তাঁর অভিপ্রায়। খাতা খুল্‌তেই কালমাকের ভয়ঙ্কর অকরুণ পত্রখানি বেরিয়ে পোড়্‌লো, যে পাতায় তিনি হিসাবপত্র দেখ্‌বেন, সেই পাতার ভিতরেই পত্রখানি গুঁজে রেখেছিল। তখন আতঙ্কে বোধ হলো যেন, পত্রখানি তাঁর মুখের দিকে কটমট কোরে তাকাচ্ছে। খোজে হতাশে চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন, ঐ চীৎকার শুনে কি হয়েছে, কি হয়েছে বোলে খোজেস্তা এসে উপস্থিত হোলেন, তখন সদাগর দুটি আঙ্গুল দিয়ে পত্রখানি খোরে আছেন। যুবতী পিতার গলা জড়িয়ে ধোরে পিতৃস্নেহবশে মুখচুম্বন কোত্তে লাগ্‌লেন, দুই চক্ষু বেয়ে অশ্রুধারা পোড়ে তাঁর বুক ভেসে যেতে লাগলো। পত্রের শিরোনামা পোড়েই শরীর অবশ হয়ে পোড়লো, তার মর্ম্মার্থ অবগত হোলে মনের গতি যে কি হবে, তা পাঠক আপনিই অনুভব করুন। পত্রখানি খুলে পোড়বেন কি না, সাত পাঁচ ভাবতে লাগ্‌লেন, একঘণ্টা দুমনা কোরে কাটালেন, শেষে কপাল ঠুকে, যা থাকে অদৃষ্টে বোলে পত্রখানি খুলে পোড়লেন, তাতে এই লেখা ছিল।—

"কাল্‌মাক খোজে সদাগরের প্রতি।

পরে জানিবা। আগত মাসের চতুর্থ তারিখের রাত্রে এই চারি পর্ব্বতের নিকট ভগ্ন মসজিদে তোমার কন্যাকে পাঠাইয়া দিবা, তাঁহাকে নিরস্ত্র চোলে আসিতে হইবে, প্রয়োজন হয় ত একটি দাস কি দাসী সঙ্গে আসিতে পারিবে, তাঁর জীবনের কোন আশঙ্কা নাই, কিন্তু যুবতী আর কখনই গিজনি সহরে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না, এ কথা পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া রাখিলাম। আমি কালমাক, আমি তোমার কন্যাকে উপপত্নী করিব বলিয়া চাহিতেছি। তোমার কন্যার আগমন উপলক্ষ্যে নাচতামাসার ও খানার সমারোহ হইবে, অতএব যুবতী যেন প্রচুর সিরাজ

মদিরা, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফল, তদ্ভিন্ন দুহাজার থান মোহর সঙ্গে লইয়া আইসেন। দেখো, যেন আমার হুকুমের অন্যথা না হয়, অন্যথা হইলে প্রাণটি হারাইবা। ইতি কালযাক।"

দস্তখতের নীচে লালরঙ্গে চিহ্নিত ছোরা ও কুকচেরা অঙ্কিত ছিল, দস্তখতটি বড় বড় অক্ষরে অতি স্পষ্ট কোরে, অতি পরিষ্কার কোরে লেখা ছিল, ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। খোজে বোলে উঠলেন, "আর আমার কি হবে! মনো-দুঃখ যা পাবার তা পেলাম; রে দুর্মতি ডাকাত! তোরা মনে করিস্‌নে, আমি তোদের হুকুমবর্দারের চাকর, সহস্রবার মোক্তে হয় মোর্‌বো, তথাচ কন্যাকে কখনই কলঙ্ক-পঙ্কে পতিত হোতে দিব না, অর্থ পাঠিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু খোজেস্তা! তোমাকে এ প্রাণ থাক্‌তে কখনই পাঠান হবে না, বরং আপনি হাত দিয়া এ প্রাণ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবো, তথাচ নরহন্তা খুনে ডাকাতের কাছে কখনই তোমাকে পাঠাবো না, পাঠানো দূরে থাকুক, সে কথা মনে মাত্র উদয় হোলে গায়ের রক্ত জল হয়ে সর্ব্বশরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মা! তুমি কেঁদো না, আমার জন্য তোমার কাঁদতে হবে না, ভয় কি! আমি কালযাকের চোক রাঙানীতে ডরাইনে, আমি তারে বোলে পাঠাবো, তোর যা সাধ্য থাকে করিস্‌, আমি তোর কথা মানি না।" খোজেস্তা বোল্লেন, "বাবা! অমন দুঃসাহস কোর্‌বেন না, অমন কথা বোল্‌বেন না, সাবধান হয়ে চলা ভাল, দোষ্‌মনকে মোরিয়া কোরে তোলা ভাল নয়, আপনি একলা বাইরে যাবেন না, ঘরের মধ্যেও অস্ত্র-শস্ত্র লোয়ে থাক্‌বেন, হায়! আমার যদি অসতী না হতে হতো, তবে যেরূপেই হউক, আপনার প্রাণ-রক্ষা কোরে দিতুম।" এই কথা বোলে পিতায় কন্যায় চক্ষের জলে ভাস্‌তে লাগলেন। খোজে এত যে আস্ফালন কোল্লেন, তবু শোক দুঃখ ভরে হাত মোচ্‌ড়াতে মোচ্‌ড়াতে বুকে করাঘাত কোরে, হাহাকার কোত্তে লাগলেন, শেষে সর্ব্বাঙ্গ অবসন্নপ্রায় হয়ে অকাতর নিদ্রায় অভিভূত হলেন, খোজেস্তা তাই দেখে আপনার ঘরে চোল্লেন, এমন সময় তাঁর সমবয়সী ইমামন এসে উপস্থিত, ইমামন বোল্লেন, "সখি! তুই আর কুকচেরার কথা মনে করিস নে, যা অদৃষ্টে লেখা আছে, তাই হবে, আমি ভাই তোকে গুটিকত কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে এসেছি, তুই ভাই আমায় ভাঁড়াসনে, সত্যি কোরে বলিস।" খোজেস্তা বোল্লেন, "এই শোক-তাপের সময় তুই ভাই আবার কি কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাস, তোরে আজ বড় আমুদে আমুদে দেখছি, এখন ভাই ঠাট্টাতামাসার সময় নয়।" ইমামন বোল্লেন, "হাসি-তামাসার কথা নয় ভাই, মনটা বড় ধুক-পুক কোচ্ছে, তাই কথাটা জিজ্ঞাসা না কোরে স্থির থাক্‌তে পাচ্ছিনে, প্রাণের ভিতর যেন আই-ঢাই কোচ্ছে, তুই ভাই কেসোয়ারৎখাঁকে সাধে-সাধে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলি কেন? সে ব্যক্তি তোর পায়ে ধল্লে, হাতে ধল্লে, তবু তোর মন নরম হলো না, এমন মনও তো কোথাও দেখিনি ভাই, মেয়েমানুষের যে অত শক্ত মনে হয়, বিশেষতঃ এত অল্প বয়সে, তা তো আগে জান্‌তেম না, তোর কি চক্ষে পরদা নেই, না প্রাণে মায়া-দয়া নেই, তাই অমন কোরে অমন সুপুরুষকে রুক্ষমুখে বিদায় কোরে দিলি?" খোজেস্তা বোল্লেন, "তুই ভাই একরকমেরই লোক, মন কি কারুর্‌ বাধ্য, মন কারু প্রতি রুষ্ট, কারু প্রতি তুষ্ট, কেন যে হয়, তা কেউই বোল্‌তে পারে না, এমনি কথায় বলে, "যার প্রতি যার্‌ মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম্‌," আমি কি সাধ কোরে তাঁরে দূর কোরেছি, আমার মন্‌ যে তাঁর অনুগত হোলো না।" ইমামন্‌ বোল্লেন, "তোর মনটাকে একবার দেখাতে পারিস্‌, একবার দেখ্‌তে পেলে হয়, তখন কোমর বেঁধে তার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিই, এমন মন রাখিস্‌ কেন, তোর পোড়া কপাল যে, এমন মন নিয়ে ঘর করিস্‌। কেসোয়ারৎ খাঁ দেখ্‌তে যেন কন্দর্প, তাঁর রূপ দেখে কার মন না ভুলে যায়, মুখেরই বা কেমন শ্রী, চোক-নাকেরি বা কি টানা গড়ন, যেন তুলি

দিয়ে চিত্র কোরেছে, দূরও দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, হামেত্‌টা আর কি, না শ্রীই আছে, না ছাঁদই আছে, ঠিক যেন চাষার বলদ, গুণের মধ্যে গাধার মত হাড়ভাঙ্গা মেহনত কোত্তে পারে, আর তো কোন গুণ দেখ্‌তে পাইনে, তুই ভাই তারে যে কি চক্ষে দেখেছিস্, তা তুইই জানিস্, হামেত যেন তোমার প্রেমের গোপাল হয়ে বোসেছে।" খোজেস্তা বোল্লেন, "আর ভাই ও আগুন তুলিস্‌নে, তুই ভাই আর কাটা ঘায় নুনের ছিটে দিস্‌নে, একে তো আপনাকে খেয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে এখন আঁধার দেখ্‌ছি, তার উপর তোর আবার ঠেসের কথা সয় না, তুই আর জ্বালার উপর জ্বালা দিস্‌নে, কেসোয়াৎখাঁর গুণ কেসোয়াৎখাঁতেই থাক্, আমি তাঁর গুণও চাই না, তাঁর রূপও চাই না, আমি মন চাই, কেসোয়াৎ খাঁর মন ভাল নয়, তার অন্তঃকরণ পরিষ্কার নয়, আমি হামেতের গুণ একমুখে বোলে ফুরুতে পারিনে, কেসোয়াৎখাঁর নূতন নূতন বেশী হয়, পুরাণো হোলে তত থাক্‌তো না, কখনই থাক্‌তো না, আমি হামেতের চরণে বিক্রী হয়েছি, তিনি ফিরে আস্‌বেন বোলে আশা দিয়ে গেছেন, তাই এখনও তাঁর আশাপথ চেয়ে আছি, সখি! আমাদের কেবল নবীন প্রণয়, কিন্তু অঙ্কুরে আঘাত হলো, কি বিড়ম্বনা, হঠাৎ এমন বজ্রাঘাত হবে, স্বপ্নেও মনে করিনি।" ইয়ামন্ বোল্লেন, "যাই বল ভাই, ও কথায় আমার মন ভিজ্‌লো না। যদি ভালবাস্‌তে হয়, তবে কেসোয়াৎ খাঁর মতন সুপুরুষ দেখে ভালবাসাই ভাল, অমন পুরুষ না হয়েছে, না হবে, না দেখেছি, না দেখ্‌বো। সে ব্যক্তি তোমার প্রণয়ের উদাসীন, তার মান রাখাই উচিত ছিল, তাকে অমন্ কোরে কাঁদিয়ে বিদায় করা কি ভাল হয়েছে? কাশীর যুবা যেন রসের তরঙ্গ, তার সঙ্গে আলাপ কোরে সুখে ভাস্‌তে হয়, তার সুরসপূর্ণ বাক্যচ্ছটা শুনলে শরীর অলস হয়, প্রফুল্লরসে অলস হয়, তাকে ভাই তুই প্রথম প্রথম কত আশাই দিছিলি, আমি তো তোমারই আছি, কোথা গিয়েছি, আমি চাতকিনী, তুমি আমার ধারাপথ, আমি তোমার জীবনের মরণের সাথী! তুই ভাই কত খেলাই খেলি, তখন তখন তোমার নূতন প্রণয়ের কথা তুলে অমনি যেন লজ্জায় মোরে যেতে, সাপের মত বাসি হোলে খাটে না, তোমার সে সকল কথা, তাই হলো না কি? ঘাড় হেঁট কোরে রইলে যে? মুখ তোলো না? কথা কও না? এখন কি তোমার সে প্রণয় বাসি হলো? তাই বুঝি অরুচি জন্মেছে?" খোজেস্তা বোল্লেন, "তুমি ভাই আর বাড়াবাড়ি কোরো না, এমনিই তো জোলে পুড়ে মচ্ছি, আগুনের উপর আগুন জেলে দিয়ে আর আমায় পুড়িও না, আমার আর মরণের বড় অপেক্ষা নাই, এ পাপপ্রাণে আর কত সবে বল! কেসোয়াৎ খাঁর প্রতি তোর যদি মনে মনে একই শ্রদ্ধা হয়েছিল, তবে সে কথা তারে খুলে বোল্লেই তো হতো, সে কখন তোরে ছেড়ে চোলে যেতো না, তুইই বা তাকে ছেড়ে দিলি কেন, ধোরে রাখ্‌লেই তো পাত্তিস্, তোর মত যুবতীর অনুরোধ সে কখনই এড়াতে পাত্তো না, আমি যদি আগে জান্‌তেম্, তুই তারে সোনার চক্ষে দেখেছিস্, তা হোলে নয় ঘটকালিই কোরে দেখ্‌তেম্, আমি হামেতকে ভালবাসি কেন, কেসোয়াৎ খাঁকে ভালবাসিনে কেন, এ কি একটা কথা, তাই উত্তর দেবো, ছিঃ! এ কি কথার কথা, না জিজ্ঞাসা কর্‌বার্ কথা, এ কথা কি দেশে দেশে ঢোল্ মেরে দিতে হয় নাকি, যে বলে, সে বলুক, যে করে, সে করুক, আমি তো তাদের বলাতেও নেই, কথাতেও নেই। কেসোয়াৎ খাঁকে তোমরা দূর থেকে চোকে দেখেছো, কানে শুনেছো, এই বই ত নয়, আমি অষ্ট প্রহর নিকটে থেকে তার চরিত্র জেনে নিয়েছি, তার সঙ্গে প্রণয় হোলে জেরবারও কাট্‌তো না, ছুঁড়ির বই ফেলে পালাতো, বাসি হোতে পাতো না, তার বাতাস যেন কারুরই গায় না লাগে, এমনি কথায় বলে, 'যার থেকে প্রাণ কেঁদে উঠে, সে কয় কি না কয় কথা জেনে',

এমন চরিত্রের লোক্ যে, তার জন্যে খেদই বা কি, দুঃখই বা কি, শুধু রূপ-গুণ দেখ্লে তো হয় না, মন দেখা চাই।" কেলোয়াৎ-খাঁর মুখটি যেন সুধার সরবর, তার মন কিন্তু তেমন নয়, এমনি কথায় বলে, মুখে মধু হৃদে ক্ষুর, তার নাম বিষম ক্রুর। ইমামন্ বোল্লেন, "তুই খুব পুরুষ চিন্তে পারিস্, তোর বুঝি ভাই পুরুষ চেনা রোগ আছে, যাই ভাই, বাড়ী যাই, আর কথা কাটাকাটিতে কাজ নাই, তোমার যে কথায় পেরে উঠে, সে আজও জন্মেনি, বেলাবেলি বাড়ী যাবার কথা, তাতে এতখানি রাত্ হোলো, মা কত বোক্‌বে এখন, তোর ভাই অন্ন পাওয়া ভার, তোর মনের ওজন পাওয়া সহজ কথা নয়, তবে এখন চোল্লেম।" খোজেস্তা ছল ছল-চক্ষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মুখে খুব মিঠে, কিন্তু নিম্ নিসিন্দে পেটে।
খোজেস্তা ভয়ে থর্ থর্ কোরে কাঁপছেন, আতঙ্কে একএক বার শিউরে শিউরে উঠ্‌ছেন, কাল্‌মাকের পত্রখানি তাঁর চক্ষের উপর পোড়ে আছে, পত্রখানি একবার পোড়ছেন, পোড়্‌তে পোড়্‌তে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হোচ্ছেন। এইরূপ কোর্ত্তে কোর্ত্তে হঠাৎ তাঁর মনে উদয় হলো, কাল্‌মাকের মহা আজ্ঞা পালন করা শ্রেয়, তার সে আজ্ঞা পালন কোরে পিতারও প্রাণরক্ষা হবে, তাঁর আপনারও মান রক্ষা হবে। যুবতী একটি কৌশল চিন্তা কোরে, "হাঁ, তাই করাই কর্ত্তব্য," এই বোলে আপনা আপনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, মনে মনে বোল্লেন, হাঁ, এত দিনের পর পিতাকে উদ্ধার কোর্ত্তে পার্‌বো, কাল্‌মাককেও নিপাত কোর্ত্তে পার্‌বো, তার দলবলকেও নিপাত কোর্ত্তে পার্‌বো।

যুবতী বেশ জানতেন, তাঁর পিতা তাঁর কথায় কর্ণপাত কোর্‌বেন না, তাঁর কৌশলেও সম্মত হবেন না। তাই বালা মনে মনে স্থির কোল্লেন, তাঁর মনের কথা পিতাকে বোল্‌বেন না, কেবল যে লোক না হোলে নয়, যারে উপলক্ষ কোরে কার্য্যটি উদ্ধার হবে, তারে ভিন্ন আর কাহাকেও সে কথা প্রকাশ কোরে বোল্‌বেন না। দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর কাল্‌মাকের ভয়ঙ্কর নির্জ্জন আবাসে তাঁকে প্রায় একাকিনীই প্রবেশ কোর্ত্তে হবে, বালা যখন মনে মনে সেই বিষয় চিন্তা কোর্ত্তে লাগলেন, তখন তাঁর অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে উঠ্‌তে লাগলো, প্রাণের ভিতর হুতাশ হোতে লাগ্‌লো, তাঁর মহাপ্রাণী যেন শুষ্ক হোয়ে যেতে লাগ্‌লো, কিন্তু যে অভিপ্রায়ে যাবেন, তা সিদ্ধ কোর্ত্তে পার্‌বেন, এই সাহসে তাঁর প্রাণে আবার বলও হোতে লাগ্‌লো, বালা এ পর্য্যন্ত বিমর্ষ বিরস হোয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন, এক্ষণে সুখী হোতে পার্‌বেন মনে কোরে, তাঁর বিমল বদনকান্তি আহ্লাদছটায় ভাস্‌তে লাগ্‌লো। বালা যদি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরে ফিরে আস্‌তে পারেন, তবে এ কার্য্যটি তাঁর পক্ষে কতই পুরস্কারের স্বরূপ হবে—তাঁর পিতার প্রাণ রক্ষা হবে, তাঁর নিজের সতীত্ব রক্ষা হবে, পিজ্‌নি সহর কালান্তক কাল্‌মাকের হস্ত হোতে নিষ্কৃতি পাবে, এতদ্ভিন্ন হামেত যদি এপর্য্যন্ত প্রাণে বেঁচে থাকেন, তবে তিনিও বালার হস্তে মুক্তিদান পাবেন। এই সকল কুশল-সম্ভাবনার চিন্তা কোরে বালা নিশ্চিন্ত থাকতে পাল্লেন না, যুবতী তখনই নেবে এসে তাঁর পিতা যে ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন, প্রবেশ কোরে দেখেন, খোজে তখনও নিদ্রায় অভিভূত আছেন, যুবতী ভাব্‌লেন, তবে ভাল সুবিধাই হোয়েছে, এই অবকাশে চুপে চুপে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে আপনার কার্য্যসিদ্ধির পথ পরিষ্কার কোর্ত্তে চোল্লেন। বালা উন্মাদিনীপ্রায় হোয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন, এ গলি সে গলি দিয়ে তাড়াতাড়ি একটি আর্‌মানির বাড়ীতে উপস্থিত হোলেন, সে ব্যক্তি জাতিতে শুঁড়ি, সরাবের ব্যবসায় করে,

আরমানি বালাকে দেখে তটস্থ হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনি কেন এসেছেন, আপনার কি প্রয়োজন, আজ্ঞা করুন।" বালা তখনও হাঁপাচ্ছিলেন, তাই একটু জিরিয়ে সাম্‌লিয়ে, একটু দম্ নিয়ে বোল্লেন, বিস্তর শিরাজ সরাব্ দিনেক দুদিনের মধ্যে আবশ্যক হবে, এই কথা তাঁর পিতা বোলে পাঠিয়েছেন, তাই বালা স্বয়ং বোল্‌তে এসেছেন, তিনি যেন এই দণ্ডেই তিন কুড়ি বারো বোতল সরাব প্রস্তুত কোরে রাখেন, আস্‌বামাত্র যেন পাওয়া যায়। আরমানি বোল্লেন; "যে আজ্ঞা, তাই হবে।" বালা ঐ কথা শুনে সেখান থেকে চোলে এলেন, আসবার সময় বোল্লেন, "এ কথা যেন কেউ ঘূণাক্ষরেও জান্‌তে না পারে, এ বিষয় যেন গুরুমন্ত্রের ন্যায় গোপনে থাকে, তাঁর পিতা অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান, তাই এ বিষয় যদি লোকে জান্‌তে পারে, তবে তাঁর পক্ষে বড় গ্লানির কথা হবে।" আরমানি বোল্লেন, "এ সম্বন্ধে তিনি কদাচ দুই ঠোঁট এক করবেন না, যিনিই হউন, কারুরই কাছে না।" খোজেস্তা বায়নাস্বরূপ কিছু দিলেন, সুঁড়ি পেয়ে সন্তুষ্ট হলো। খোজেস্তা একদৌড়ে একটি কিমিয়াকারের বাড়ীতে চোলে গেলেন, সে ব্যক্তি বালাকে দেখে বোল্লে, "আপনি একটু বসুন, একটু অপেক্ষা করুন, এই লোকটিকে বিদায় কোরে শীঘ্রই আস্‌ছি।" যে লোকটি তাঁর কাছে বোসে ছিল, সে চোলে গেল, কিমিয়াকার খোজেস্তাকে ঘরের মধ্যে ডেকে ইশারা কোরে বোস্‌তে বোল্লেন। যুবতী বোল্লেন, "জাহিল! একটা বড় গোপনীয় কথা আছে, কারুর কাছে প্রকাশ কোরবেন না তো? দেখবেন! প্রকাশ না কোরে থাকতে পারবেন তো?" কিমিয়াকার বোল্লে, "না বোলে থাক্‌তে পারবো না কেন? আমি কাউকেও বোল্‌বো না, আমার যদি নিজের কোন গরজ না থাকে, তবে তা শুন্‌তেও চাই না।"

খোজেস্তা বোল্লেন, "গরজ তোমারও আছে, আমারও আছে, সে কথা নিয়ে সংসার শুদ্ধ লোকের গরজ আছে বোল্লেই হয়, আগে কোরান ছুঁয়ে দিব্যি করুন, আমি যে কথা বোল্‌বো, জনপ্রাণীর কাছে প্রকাশ কোর্‌বেন না, তবে আমি যখন প্রকাশ কোত্তে বোল্‌ব, তখন কোরবেন, এই প্রতিজ্ঞা করুন।" কিমিয়াকার বোল্লেন, "আমি কোরান ছুঁয়ে মহম্মদের নাম কোরে, বারো ইমামের নাম কোরে দিব্যি কোচ্ছি, আমি সে কথা মুখাগ্রে আনবো না, এখন আপনার কি কথা আছে, বলুন।" খোজেস্তা বোল্লেন, "আপনি তো বেশ অবগতই আছেন, পিজনির অদৃষ্টে কিরূপ ঘোর বিপদ্ উপস্থিত, তা আপনি জান্‌তেই তো পাচ্চেন, কাল কাল্‌মাকের আর তার পাষণ্ড দলবলের কথাই বোল্‌ছি।" কিমিয়াকার বোল্লেন, "আমি জানিনে তো জানে কে? নিজে ঠেকেছি, ভুগেছি, বিলক্ষণ ঠেকেছি, বিলক্ষণ ভুগেছি।" খোজেস্তা বোল্লেন, "তবে তো আরও ভাল হলো, তুমি একটু মনে কোল্লেই ঐ কালমাক্‌কে দল বল শুদ্ধ নিপাত কোত্তে পারি। তাদের জন্যে কারুর খেয়ে শুয়ে সোয়াস্তি নাই, পিজনি যেন যমালয় হোয়ে উঠেছে।" কিমিয়াকার শুনে চোমকে উঠে খোজেস্তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর যেন ধাঁধা লেগে গেল, শেষে বোল্লেন, "এত বড় মহৎ কার্য্যে আমা হোতে কি উপকার হবে বলুন, আমার দিব্যি, যদি না বলেন, তুমি আমায় ঠাট্টা কোচ্চো, বোধ হয়।" খোজেস্তা বোল্লেন, "না, না, ঠাট্টা নয়, সত্যই বোল্‌ছি, কালমাক উপপত্নী কোর্‌বে বোলে আমায় চেয়ে পাঠিয়েছে।" কিমিয়াকার শুনে শিউরে উঠে বোল্লেন, "এর পর আরও না জানি, কতই শুন্‌তে হবে!! সে পাষণ্ড যেন নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয়, তার পেট কি ভোর্‌বে না! তার দুষ্কার কি শাস্তি হবে না, তুমি যাবে না দেখ্‌তে পাচ্ছি।" খোজেস্তা বোল্লেন, "আমার যাওয়াই উচিত, তার কথা অমান্য কোত্তে পার্‌বো না, যাবো বোলেই তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি।" কিমিয়াকার

বোল্‌লেন, 'আমা হোতে কি উপকার হোতে পারবে বলুন।'

খোজেস্তা বোল্লেন, 'তবে বলি, মন দিয়ে শুনুন। আসচে মাসের চতুর্থ তারিখের রাত্রে একজন দাস, কি দাসী সঙ্গে কোরে, বিস্তর শিরাজ সরাব্‌ নিয়ে ভগ্ন মসজিদের কাছে আমায় যেতে বোলেছে, আমি মনে কোরেছি, ডাকাতদের পক্ষে এই যেন শেষ সরাব পান করা হয়, সে সুধা যেন আর তাদের মুখে ঢাল্‌তে না হয়, সেটি কিন্তু তুমি না অনুগ্রহ কোরে হয় না।" কিমিয়াকার বোল্লেন, "তবে বুঝ্‌তে পেরেছি, বিষ,—তুমি আমায় বিষ দিতে বোল্‌ছো।"

যুবতী বোল্লেন, "কোন প্রকার মাদক হোলেও হবে, যাতে শীঘ্র শীঘ্র অজ্ঞান অচৈতন্য হোয়ে পড়ে, সেইরূপ কিছু দিয়ে দেবেন।" কাহিল বোল্লেন, "তা হোলে পারি, এক প্রকার গুঁড়ো আছে, সরাবে মিশিয়ে একদিন কি দুদিন যদি রেখে দেওয়া যায়, তার পর যে পান কোরবে, তাকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হতে হবে, দেখে বোধ হবে যেন সে অগাধ অচেতনে ডুবে আছে, কানের কাছে কামান দাগলেও তার চৈতন্য হবে না। তবে সে সরাবগুলি আমার কাছে এনে দাও, কালমাকের নিপাতে আমরা সকলেই আনন্দে নৃত্য কোর্‌বো, আমাদের ভদ্র আত্মীয়ের কন্যাকে সে উপপত্নী কোত্তে চায়, সে ব্যাটার এত বড় স্পর্দ্ধা!" যুবতী বোল্লেন, "সরাবের ফর্‌মাস দিয়ে এসেছি, সরাব নিয়ে যা কোর্‌বো, আগাকে সে কথা ভেঙ্গে বলি নাই।" কিমিয়াকার বোল্লেন, "সেইটিই বুদ্ধির কাজ কোরেছো, তবে তুমি পার্‌বে, কালমাক্‌কে যদি পিঞ্জরে জ্যান্ত ধোরে নিয়ে আস্‌তে পার, তবে সহর-শুদ্ধ লোক তোমার এ কীর্ত্তি চিরকাল স্মরণ কোর্‌বে, তোমার এ ধার কথনই তারা পরিশোধ কোত্তে পার্‌বে না।"

খোজেস্তা বোল্লেন, "আমিও তাই মনে কোরেছি, তাকে জ্যান্তই [ধোরে নিয়ে আস্‌বো, একখানা ডুলির কিন্তু প্রয়োজন হবে, সে ভার আপনার উপর, ঐ ডুলি নিয়ে আপনাকে সেই ভগ্ন মসিদের কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে, আমি সেই ডাকাতের সর্দ্দারকে অচেতন অবস্থায় হাতে পায় বেঁধে, সেইখানে নিয়ে আস্‌বো।" কাহিল বোল্লেন, "আমি তা কোত্তে প্রস্তুত আছি, বাকি দল-বলের দশা কি কোর্‌বেন?" যুবতী বোল্লেন, "সে ভার আমার উপর, যা কোর্‌বো, তা মনে মনে ঠাউরিয়ে রেখেছি, তাদের আর পিঞ্জ-নিতে উৎপাত কোত্তে হবে না।" কিমিয়াকার বোল্লেন, "তোমার পিতা এ কথা জানেন?" যুবতী বোল্লেন, "তিনি এর বাষ্পও জানেন না, সেই জন্যেই তোমার আগে ভাগে শিষ্য কোরিয়ে নিইছি, এ কথা কারুরই কাছে প্রকাশ কোরে বোলবে না। আমাদের অভিসন্ধি সুসিদ্ধ হবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তা হোলে কি হয়, আমাদের অভিপ্রায় পিতা যদি ঘুণাগ্রে জানতে পারেন, তবে আমায় তখনি আটক কোরে ফেল্‌বেন, বাড়ীর বার হোতে দেবেন না, ঘরের মধ্যে পুরে চাবী দিয়ে রাখবেন, তা হোলে তিনি নিশ্চয়ই স্থিরপ্রতিজ্ঞ নির্দ্দয় কালমাকের ক্রোধের ভাজন হবেন। আমাদের কাত্রী দাস সিনিগুক্কাকের হাত দিয়ে সরাব, ফল আর অর্থ পাঠিয়ে দেবেন স্থির কোরেছেন। সিনিগুকাক্‌কে আমাদের অভিসন্ধির কথা এখনও ভেঙ্গে বোলিনি, সে কিন্তু আমার অবাধ্য হবে না। কাহিল! আপনার কাছে সরাব পৌঁছবে, তবে এক্ষণে আমি চোল্লেম।"

খোজেস্তা বাড়ী এসে দেখেন, তাঁর পিতা ঘুমে থেকে উঠে আপনার বিপদ্‌ স্মরণ কোরে, কি কোরবেন তাই ভাব্‌ছেন। খোজে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হায়! এ সময় যদি কেসোয়াৎ খাঁ উপস্থিত থাক্‌তেন, তবে কত উপকারই হোতে পাত্তো, এ দুঃসময় কত ছলা পরামর্শ দিতে পাত্তেন, খোজেস্তা! তুমিই তাঁকে তাড়িয়েছো, সে ব্যক্তি থাক্‌লে আমাদের মৃত্যু-মুখ থেকে রক্ষা কোত্তে পাত্তো।" খোজেস্তা শুনে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, দেখ্‌লেন, তাঁর পিতা শোকাকুল

হোয়ে বুদ্ধি-বিবেচনার জলাঞ্জলি দিয়াছেন, তাই আর কোন কথার উত্তর কোল্লেন না। পরদিন যুবতী সিদিস্থফাকুকে ডেকে আপনার মতলবের কথাটি চুপে চুপে বোল্লেন, কাফ্রি শুনে আহ্লাদে চুল্ বুল্ কোত্তে লাগ্‌লো, খিল্ খিল্ কোরে একগাল্ হেসে বোল্লে, "আমি এই দণ্ডেই প্রস্তুত আছি।" খোজে তাকে সরাব আন্‌তে পাঠিয়ে দিলেন, কাফ্রি দাস ঐ সরাব্ সরাসর বাড়ীতে না এনে কিমিয়াকারের কাছে নিয়ে গেল, কিমিয়াকার খোজেস্তার অভিপ্রায় মতন তাতে মাদক মিশিয়ে দিলেন। ফল আর অর্থ তাঁর প্রস্তুতই ছিল, এক্ষণে সরাব পেয়ে খোজে কাফ্রি দাসকে ডেকে বোল্লেন, "এই সকল দ্রব্য আর অর্থ ডগ্‌মসিদে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।" সিদিস্থফাক্ জাতিতে কাফ্রি, দীর্ঘাকার, স্থূলকায়, সে মনে কোল্লে, হয় ত তার প্রাণ লয়ে টানাটানি পোড়্‌বে, তাই সে যাবে কি না যাবে, ভুমনা হোয়ে সাত পাঁচ ভাব্‌তে লাগ্‌লো, তার ইচ্ছা যে, সে যাবে না, কিন্তু তাঁর মুনিব বারম্বার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তোর্ কোন ভয় নাই, তোরে প্রাণে মেরে, কি তোরে বন্দী কোরে রেখে ডাকাতেদের কি লাভ হবে?" তাই শুনে কাফ্রি দাস যেতে প্রস্তুত হলো। খোজেস্তা সে রাত্রের মত পিতার কাছ থেকে বিদায় হোয়ে আপনার ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেন, খোজেও আপনার ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘুমুতে লাগ্‌লেন। একটু পরে যুবতী উঠে দেখেন, তাঁর পিতা সচ্ছন্দচিত্তে নিদ্রা যাচ্চেন, তাই দেখে বালা একখানা শাল শুড়্‌দোড় কোরে গায় জোড়িয়ে মস্ত ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে নিঃশাড়ে নেবে এসে, দরজা খুলে বেরিয়ে পোড়্‌লেন, রাত্রি অন্ধকারময়, আকাশে একটিও নক্ষত্র ছিল না যে, তার মলিনপ্রভা যুবতীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, সহর নিঃশব্দ, এত নিঃশব্দ যেন, কবরস্থানের ন্যায় ঘোর ভীষণ মূর্ত্তি জ্ঞান হোতে লাগলো। যুবতীর ত্রাস হলো, তিনি তখন ভাব্‌তে লাগলেন, হয় ত এইবার শেষ হেলো, আর তাঁকে ঘরেও ফিরে আস্‌তে হবে না, বরঞ্চ পাড় কোরে বাড়ীর বাইরেও যেতে হবে না। বালা আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর দেহ-প্রাণ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত যাত্রা কোরে বেরিয়েছেন, শেষে এই কথাটি মনে উদয় হোয়ে যুবতী মরি বাঁচি কোরে বড়াবের একটানা চোলে যেতে লাগলেন, চোল্‌তে চোল্‌তে কাফ্রি দাসের সঙ্গে যে স্থানে সাক্ষাৎ হবার কথা ছিল, সেই সাঙ্কেতিক স্থানে এসে পৌঁছিলেন, পৌঁছে দেখেন, একটা উটের পিঠে দুটো বড় বড় ঝোড়াই ঝাঁকা ঝুলছে, তাতে ফল আর সরাব আছে। মস্ত কাঁড়া-পুরু পাঁচহাত লম্বা প্রকাণ্ড বলবান্ সিদি স্থফাক্ তার পাশে দাঁড়িয়ে। কাফ্রি দাস খোজেস্তাকে দেখ্‌তে পেয়ে কোন কথাবার্ত্তা না কোরে উট হাঁকিয়ে আগে আগে যেতে লাগলো, যুবতী তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেন। যমালয়ের স্বরূপ ডাকাতদের কালান্তক আবাসের যত নিকটবর্ত্তী হোতে লাগ্‌লেন, ভয়ে আর হতাশে যুবতীর হাঁটু ততই ভেঙ্গে ভেঙ্গে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, তাঁর মনে অতিশয় ত্রাস হলো, প্রাণ অস্থির হোয়ে পোড়লো। উটটি গিয়ে থমকে দাঁড়ালো, তাই বালা জান্‌তে পাল্লেন, ডগ্‌মসিদে এসে পৌঁছেছেন, সেখানে কিন্তু জনমানব উপস্থিত ছিল না, শব্দটি মাত্রও শোনা যাচ্ছিল না, যুবতী কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, ডাকাতদের যে কথা, সেই কাজ, তারা এখনই এসে উপস্থিত হোলো বোলে, তাই ভেবে কাফ্রি দাসকে মোট দুটি নাবাতে বোল্লেন, মোট দুটি যেমন নাবান হয়েছে, অমনি একটি শব্দ শুন্‌তে পেলেন, মসিদের সুমুখে কেউ যেন আস্তে আস্তে দরজা খুলছে বোধ হোলো, ঐ শব্দ শুনে বালা থর্ থর্ কোরে কাঁপতে লাগলেন, তখন তাঁর মনে আক্ষেপ হোতে লাগলো, এমন অসম-সাহস কেন কোল্লেম, যাই হউক, এক্ষণে আর চারা নাই, ফিরে যাবারও উপায় নাই। মর্চ্চে পড়া পুরাতন দরজার কাঁচ কোঁচ শব্দের সঙ্গেই

গলার স্বর, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি শুন্‌তে পেলেন, তার পরক্ষণেই ডাকাতেরা এসে যুবতীকে ঘেরে দাঁড়ালো, আপনাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি কামড়াকামড়ি না কোরে দুইটিমাত্র পুরুষ ঐ চারু অনুপম বস্তুকে আয়ত্ত কোরে, বাকী কয়েক জন কান্তি দাসকে হস্তগত কোরে শিরাজ সরাবগুলি গ্রহণ কোল্লে। খোজে-স্তাকে একটা ক্ষুদ্র দ্বার দিয়ে একটি গলির মধ্যে লোয়ে গেল, দেখে বোধ হলো, গলিটির যেন অন্ত নাই, তার যেন শেষ নাই, ঐ গলির প্রান্তে এসে সহচরেরা একটা মস্ত লম্বা শিশ দিলে, ঐ শিশ শুনে একটা চোরা দরজা আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে কতকগুলি সিঁড়ি বেরিয়ে পোড়লো। খোজেস্তা আগে আগে চলেছেন, তাঁর পেছনে কান্তি দাসও চোলেচে, সরাবের ঝাঁকাও চোলেচে, ঐ সিঁড়ি বেয়ে নেবে মস্ত একটা খিলান ঘরের মধ্যে সকলে উপস্থিত হোলো, ঘরটির ভিতর বিস্তর বাতির আলো জ্বলছিলো। এইবার কাল্‌মাকের হাতে পোড়বেন মনে কোরে যুবতীর ত্রাস হোলো, হতাশে তাঁর প্রাণের ভিতর ধড়ফড় কোত্তে লাগলো, বালার মনে এই ভয় হোলো, যে সকল লোক তাঁরে ঘেরে নিয়ে চোলেছে, তাদের অপেক্ষা কাল্‌মাকের মূর্ত্তি অবশ্যই আরও নিষ্ঠুর হবে। ডাকাতেরা নেবে চোলে গেলে চোরা দরজাটি বন্ধ হোলো, খোজে-স্তাকে নিয়ে একটা গদির উপর বসালে, "তুরস্ক বীরপুরুষ কাল্‌মাককে এখানেই দেখতে পাবেন," ঐ কথা বোলে যুবতীর ঘোম্‌টাটি পশুবৎ নিষ্ঠুরের মত জোর কোরে টেনে খুলে ফেলে দিলে, তার তাৎপর্য্য এই, কাল্‌মাক যেন তাঁর মুখকান্তির বিমলছটা সুন্দররূপে দেখতে পান। যুবতী এখন অর্দ্ধ-মৃতপ্রায় হয়ে কমবেশ কুড়ি জন নিষ্ঠুর মূঢ় ডাকাতের মধ্যে বোসে পোড়লেন, সিদিলু-ফাক্ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে, সে তাঁর কানে কানে বোল্লে, "এ অপমান মনে কোরো না, এ অপমান কতক্ষণের জন্য, শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে, তুমি ভয় পেও না, তোমার সাহসের উপর সব নির্ভর কোচ্চে।" ঐ সকল কথা বোলে কান্তি দাস যুবতীর মনে উৎসাহ দিতে লাগলো।

কাল্‌মাকের অনুমতি ছিল না, তিনি ভিন্ন আর জনপ্রাণীও বালার নিকটে গিয়ে ঘেসে বসে। যুবতী যখন ঘোম্‌টা খুলে চন্দ্রবদন বার কোরে গদীর উপর বোসলেন, তাঁর মুখকান্তির বিমল ছটা দেখে "সাবাস্! ক্যাবুৎ! বাহবা! বাহবা!" বোলে সকলে তাঁর রূপের একচেটে গোঁড়ামি কোত্তে লাগলো। বালা চোরা আসামির মত থর্ থর্ কোরে কাঁপতে লাগলেন, ভয়ে তাঁর চন্দ্রবদন মলিন হোলো, কাল মেঘ যেন শরৎপ্রভা ঢেকে ফেল্লে, ডাকাতেরা কানে কানে বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লো, "ছুঁড়ি একে তো অমনিই দেখ্‌তে ভাল, তার উপর আবার চুলচুল ফিরিয়ে শরীরের পাট্‌ফাঁট্ কোরে বেহদ্দ বাহার দিয়ে এসেছে, যেন সোনার উপর খোদ্‌কারী কোরেছে। কাল্‌মাক একটি প্রধান সোয়ার, এক চিঠী বাজী কোরে কম টাকাই ঘরে এনে মজুত্ কোচ্চে, আজকাল তাঁর পড়্‌তা ভাল, সেই পড়্‌তার জোরেই এই শীকারটি তাঁর হাতে লেগেছে, দরেও তেমন কসাকসি কোত্তে হয় নি, বেশ সস্তা দরেই পেয়েছেন, এখন রঙ্গ-তামাসা দেখিয়ে, রকম্-ওয়ারি, ইয়ার্কি দিয়ে, মজাদারি মজাদারি বোলচাল্ শুনিয়ে তার মনটা আমোদে মাতিয়ে তুল্‌তে পারে হয়, আজ না হয়, কাল্ হবে, এত তাড়াতাড়িই বা কি?" প্রস্তরাঙ্কিত রেখা, আর বালস্বভাব শীঘ্র বিলুপ্ত হয় না, তেমনি আবার ছোট লোকের অসভ্যতা, কি তাদের বে-আদবীপানা চট্ কোরে যাবার নয়, তাই ডাকাতেরা জাতীয় স্বরে, মরদানা গলায় চীৎকার কোরে আপনাদের কার্‌দানি মর্‌দানি দেখাতে লাগ্‌লো।

সওকিন লোকের ছবি টাঙিয়ে, রকম্ বর-কম্ লতা-পাতা চিত্রিত কোরে, তার উপর আরও কতকগুলি বাতির আলো জেলে দিয়ে ঘরটি বেহদ্দ বাহার কোরে সাজিয়ে রাখা হোয়েছিল। দরজার কাছে আন্‌কা আন্‌কা চেহারার ভিড় লেগে গেল, তাতেই যুবতী

নিশ্চয় জানতে পাল্লেন, কাল্মাকের আগমন হোচ্ছে। একজন ডাকাত বোলতে লাগ্‌লো, "দুর্দ্দান্ত কাল্মাকের জয় হউক, কাল্মাক দুর্নিবার, দুর্জ্জয়ী, দুঃসাহসী, তাঁর মঙ্গল হউক।" এই সময় ঐ কাল অবতার মহাপুরুষ কারচোপের পোষাক পোরে, পোষাকটি ঝকমক্ ঝকমক্ কোচ্ছিলো, মাথায় একটি শাদা পাগ্‌ড়ী, মুক্তা দিয়ে মোড়া, কোমরে একখানা ছোরা, তার মুট্‌টি হীরাপান্নায় জড়িত, এক পা দু পা কোরে, ধীরে ধীরে বন্দিনীর মধুর সম্মুখে উপস্থিত হোলেন। তাঁর আস্‌বার পূর্ব্বে যুবতী রোয়ে রোয়ে চোম্‌কে চোম্‌কে উঠ্‌ছিলেন, এক্ষণে ভয়ে জড়সড় হোয়ে পোড়্‌লেন, তাঁর সাহস হোলো না, মাথা তুলে কাল্মাকের মুখের দিকে চেয়ে দেখেন। কাল্মাক বালার নাম ধোরে ডাক্‌লেন, বালা স্বর শুনে শিউরে উঠলেন, সে স্বর মিত্রবৎ পরিচিতের ন্যায় জ্ঞান হলো, তখন যুবতী সাহস কোরে চোক মেলে মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, দেখেই গদির উপর মূর্চ্ছিতা হোয়ে পোড়্‌লেন, বালা কাল্মাককে চিন্তে পাল্লেন, এ ব্যক্তি সেই চারুদর্শন কেসোয়ার্থ্খাঁ, কাশ্মীর সওদাগর!! যুবতী মনে যে ভয় পেয়েছিলেন, সে ভয় থেকে উত্তীর্ণ হোয়ে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় হঠাৎ বোলে ফেল্‌লেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি! তুমিই কি কাল্মাক ডাকাত!" কাল্মাক বোল্‌লেন, "হাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি বটে, আমি তোমার উপাসনা কোত্তে ত্রুটি করি নাই, তোমার অনুনয় বিনয় কোত্তে ত্রুটি করি নাই উদার মনে, অকপট চিত্তে তোমার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার কোরেছি, তুমি কি না একটা কদাকার আনাড়ী চাসার প্রণয়ে পোড়ে আমার প্রার্থনায় অনাদর কোল্লে। এখন কি হবে মনে কোরে দেখো দেখি, বিনা দানে মথুরা পার নাই, আমার সঙ্গে পুনরায় ওরূপ কুব্যবহার কোল্লে শাস্তি না দিয়ে ছাড়্‌বো না, শুধু কথায় পার পাবে না। কথা কও না যে? তুমি অবাক হোয়ে গেছো দেখ্‌তে পাচ্চি, বিপদাপন্ন কাশ্মীর সওদাগরের বেশ ধোরে তোমার বাড়ীতে গিছিলেম, আমার কি দুঃসাহস, তাই ভেবে তোমার বুঝি বিস্ময় জ্ঞান হোচ্ছে, আমি ধড়ীবাজ, আমি শঠ, আমি উপকার মানি না এই বোলে এ ভিন্ন আরও কত গ্লানির কথা বোলে, তুমি আমার নিন্দা মন্দ কোত্তে শুনেছি, আমায় দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে অন্যদিক দিয়ে চোলে যেতে, সেই আমি, এখন তোমার কাছে আমি কাল্মাক ডাকাত, তুমি আপন মুখেই আমায় ডাকাত বোলেছো, বোলেছো বোলেছো, তাতে কিছু আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, ক্ষোভও নাই, দুঃখও নাই, এক্ষণে ঘরে বোসেই আমার অতি যত্নের নিধিটি পেয়েছি, আমার বস্তুটি বাড়ীতে এসে পৌচেছে। তোমার পিতা আমার মহা আজ্ঞার বেশ মান রেখেছেন, আমরা আমোদ-প্রমোদ কোর্‌বো বোলে তোমায় পাঠিয়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে সরাব পাঠিয়েছেন, খাবার পাঠিয়েছেন, অর্থও পাঠিয়েছেন। গোলেন্দা! আমাদের হাস্য-পরিহাসের মধ্যে, আমাদের আমোদ আহ্লাদের মধ্যে তুমি কি থাকবে না?" যুবতী বোল্লেন, "আমি আপনার অবাধ্য নই, আপনার যেমন অনুমতি হয়, আমি আপনার কথা অমান্য কোত্তে পারিনে।" কালমাক বোল্লেন, "এই তো চাই! তোমার চারুমুখে যে বিনয়-বাক্য বেরিয়েছে, তাই শুনেই আমি চরিতার্থ হলেম, এখনও বাকী আছে, এখনও কাল্মাককে ভালবাস্‌তে বাকী আছে।" এই কথা বোলে বাকী ডাকাতদের প্রতি আদেশ কোরে বোল্লেন, "তোমরা এখন খাবার আয়োজন কর, কয়েদির প্রতিও যেন দৃষ্টি থাকে।" গোলেন্দা বোল্লেন, "কয়েদী কে?" কাল্মাক বোল্লেন, "নিজনির সওদাগর খোদাবাদের পুত্র হামেদ্‌ নামে এক ব্যক্তি আমাদের কয়েদী, বোধ হয়, তোমার সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় আছে।" গোলেন্দা শুনে প্রাণের ভিতর কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর যেন চমকা-বাই হলো, বাহিরে কিন্তু স্থির শান্ত হয়ে অম্লানভাবে বোসে রোইলেন।

মনের ভাব সম্বরণ করা আবশ্যক জেনে কাল-মাকের কথায় যেন বিশ্বাস কোল্লেন না, মুখের ভঙ্গিমায় এই ভাবটি জানালেন, কালমাক বোল্লেন, "তাকে দেখ্তে চাও তো দেখাতে পারি।" এই কথা বোলে জেবের ভিতর থেকে এক তাড়া চাবি বার কোরে খোজেস্তাকে দেখাতে লোয়ে চোল্লেন। একটি লোহার দরজার কাছে গিয়ে দরজাটি খুলে একটি অন্ধ-কূপের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, কাল্মাকের হাতে আলো ছিল, সেই আলোয় দেখেন, হতভাগ্য হামেত একটা লোহার ঘেরার মধ্যে একটা জল-সপ্‌সপে দেওয়াল ঠেস দিয়ে বোসে আছেন। ঘেরাটি অতি ক্ষুদ্র, অতি অপ্রশস্ত, পাশ ফের্‌বার স্থান নেই, ঘরটিও ঘোর অন্ধকারময়, যমালয় বোলেও হয়। এক সময়ে যাঁর অধরের চারু হাসির প্রফুল্ল ছটায় উদ্ভাসিত হোতেন, তাঁর এই নির্দ্দয় বন্ধন-অবস্থা দর্শন কোরে যুবতীর মনে অতিশয় কষ্ট হলো। আলো দেখ্‌তে পেয়ে হামেত্‌ উঠে বোস্‌লেন,তাই দেখে কাল্মাক অমনি তাড়া-তাড়ি খোজেস্তাকে টেনে হিঁচ্‌ড়িয়ে তফাতে নিয়ে গেলেন, দরজাটি সজোরে বন্ধ কোরে চাবিগুলি পূর্ব্বের মত আপনার কাছে রেখে দিলেন। তার পর বড় ঘরে এসে কাল্মাক বোল্লেন, "কেমন, এখন বিশ্বাস হোয়েছে তো?" যুবতী বোল্লেন, "তা হোয়েছে, ও ব্যক্তি তোমার কাছে কি অপরাধ কোরেছে যে, তাঁকে কয়েদ অবস্থায় রেখে এত লাঞ্ছনা কোচ্ছেন।" কাল্মাক বোল্লেন, "সেই কথা আবার মুখে আন্‌ছো, ঐ ব্যক্তিই তো যত নষ্টামীর মূল, ঐ তো আমার অভিলাষ পূর্ণ হোতে দেয়নি, তার নামে আমার ঘৃণা হয়, তুমি আমার কাছে আর তার নাম কোরো না।" খোজেস্তা বোল্লেন, "সরদার সাহেব! আপনার অভিপ্রায় কি, ভেঙ্গে বলুন।" কাল্‌মাক বোল্লেন, "তোমারই উপর তাঁর অদৃষ্ট নির্ভর কোচ্ছে, তুমি যদি আমার হুকুম অমান্য কোচ্ছো, তবে এই রাত্রেই তাঁকে সাবাড়্‌ কোরে ফেল্‌তেম।" খোজেস্তা বোল্লেন, "উঃ! তুমি তাঁরে খুন কোরে ফেল্‌তে, না? বোধ হয়, খুন তাকে কখনই কোরে না।"

কাল্মাক অম্লানমুখে বোল্লেন, "খুন তাঁকে নিশ্চয়ই কোত্তেম। তুমি যেমন প্রফুল্লিতমনে হাস্‌তে হাস্‌তে তাঁর কোলে যেয়ে ছুটে বোস্‌তে, সেইরূপ আমোদিনী হোয়ে আমার কোলে এসে যদি না বসো, তবে সে নিশ্চয়ই প্রাণে মারা পোড়্‌বে।"

খোজেস্তা মনে মনে বোল্লেন, "উঃ! কি দস্যু! কি কাল পাষণ্ড! এদের একটু দয়া-মায়া নাই! এই ব্যক্তিই কি আমার অভাগা পিতার আশ্রয় লয়েছিল! এই কাল নিষ্ঠুর কি তত চারু হাসি, তত মনোহর কান্তি দেখিয়ে আমাদের মন মুগ্ধ কোরে-ছিল?" কাল্মাক বোল্লেন, "যুবতি! তোমার মনে কি উদয় হোচ্ছে, আমি তা জান্‌তে পেরেছি, আমি যেন তা দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমি যেন তোমার অন্তরের কথা-গুলি পড়্‌তে পাচ্ছি, আমি সেই কাশ্মীর সওদাগর হোয়ে কি কোরে একটি প্রাণীর মৃত্যুর কথা লয়ে আমোদ কচ্ছি, তাই তোমার বিস্ময় জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু তাহা ছাড়া কাণ্ড নাই; আমিই তোমাদের সকল-বার গোড়া; হামেতকে এখানে আস্‌তে আমিই পরামর্শ দিই, আমিই তার পিতার জুতোর মধ্যে পত্র রেখে দিই, আবার আমিই তোমার বাপের খাতার মধ্যে পত্র গুঁজে রাখি। খোদাবাদকে উচ্ছিন্ন দিয়ে ছারখার কোর্‌বো, হামেতকে প্রাণে মেরে ফেল্‌বো, এই দুটি আমার প্রতিজ্ঞাই ছিল। তুমি শুনে শিউরে যাচ্ছ, শিউরিয়ে যেতে পারো সত্য, শিউরিয়ে যাবার কথা কিন্তু আরও আছে, তবে বলি শুন। মনুষ্য আমার কি না লাঞ্ছনা, কি না দুর্দ্দশা কোরেছে, যন্ত্রণা দিতে সাধ্য-মতে ত্রুটি করে নাই; আমার বিস্তর অর্থ, বিস্তর বৈভব ছিল, মনুষ্য কর্ত্তৃক আমি সে সুখসম্পদে এককালীন বঞ্চিত হয়েছি; সেই দুঃখে, সেই রাগে আমি এক্ষণে মনুষ্য মাত্রের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছি; ইদানীং আমি যখন যে মানস করেছি, তাই

সিদ্ধ করে তুলেছি ; আমি যখন যাকে লক্ষ্য কোর্‌বো, কি যখন যার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ কোর্‌বো, তারে যদি ভুলিয়ে, ফুস্‌লিয়ে কি চার ফেলিয়ে আমার কাদে এনে না ফেল্‌তে পারি, তখন আমি তলোয়ার ধরি, অথবা আমার অনুচরেরা তলওয়ার দোরে আমার অভিলাষের পথ পরিষ্কার কোরে দেয়।" খোজেস্তা ঐ কথা শুনে মনে মনে আঁধার দেখতে লাগ্‌লেন, ভাবলেন, এমন বেপরোয়া খুনে কালদস্যির হাতেও এসে পড়েছি। কালমাক বল্‌তে লাগলেন, "হাঁ! সে কথা মিথ্যা নয়, আমি ফের সেই কথাই বোল্‌ছি,শুনে যাও। মনুষ্য আমার সঙ্গে অতি নির্দ্দয় অতি নৃসংশ ব্যবহার কোরেছে, আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর এত পাষণ্ড হোয়েছে যে, পৃথিবীর সমুদয় মনুষ্যের রক্তপান কোরেও আমার ঘোর আক্রোশরূপ কালতৃষ্ণা নিবৃত্তি কোত্তে পারি কি না সন্দেহ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পূর্ব্বে একটিবারও সুস্নিগ্ধ নব-রস, কি সুকোমল করুণারস আমার হৃদয়ের কোণে প্রবেশ হতে দিইনি, তোমার সঙ্গে দেখা হোয়ে মনে মনে বল্লেম, এই যুবতীটির প্রণয়সুখ আস্বাদন কোত্তে পাল্লে এ প্রণালীর সংসারযাত্রা পরিত্যাগ কোর্‌বো, এই স্ত্রী-রত্নটি লোয়ে সাম্যমূর্ত্তি হোয়ে ভদ্র লোকের মত স্থির শান্ত হোয়ে থাকবো, এই কোম-লাঙ্গী বালার অনুরোধে স্বজাতীয় মনুষ্যকে পাষণ্ডের মতন নির্দ্দয় পীড়ন কোত্তে ক্ষান্ত হবো। ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তোমার কালবিতৃষ্ণা জন্মিল, আমার তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোরে আমার উপাসনার অনাদর কোল্লে, সেই হাবা পশুটা যখন আমার ফাঁদে পোড়্‌তে যায়, সেই সময় দেখলেম্, তুমি তার কোলের উপর মাথাটি রেখে রোদন কোচ্চো, হা আল্লা! তাও কি প্রাণে সয়? তাই দেখে সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুন জ্বেলে দিলে, রাগে অন্ধ-কার দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, তখন এমনি হলো, ক্রোধে ফেটে গিয়ে বিবেচনার বাইরে পোড়্‌তে হল, যা তোমাদের দুজনের বুকে ছোরা বসিয়ে দিই দিই কোরে দিলেম না, তখন যে কি কোরে মনের বেগ সম্বরণ কোল্লেম, এক্ষণে তা বোল্‌তে পারিনে, শেষে কিন্তু এই মনে হল, তোমার সুখের পথে কাঁটা দিতে পারি, সে ক্ষমতা আমার বেশ আছে, বোধ হয়, তার জন্যেই নিরস্ত হোলেম, আরও মনে কোল্লেম, কোথা যাবে, একদিন অবশ্যই হাতে পাবো, সে দিন হামেতের মুখ অবশ্যই বন্ধ কোত্তে পার্‌বো। যে অঙ্কের উপর তুমি মাথা রেখে রোদন কোরেছিলে, তার সেই পাপ অঙ্ক একদিন তরবার দ্বারা ঠাণ্ডা কোরে দিতে পার্‌বো, একদিন তোমারে আপনার অঙ্কের উপর রেখে আনন্দে ভাস্‌তে পারবো, তখন তোমার অনুরাগে উন্মত্ত হয়ে আমার হৃদয় নৃত্য কোত্তে পারবে,সেই দিন আজ উপস্থিত, তোমার অনুরোধে হামেতকে প্রাণে নষ্ট কোরবো না, তবে কথা এই যে, আমার যেরূপ অভিলাষ, আমার যেরূপ মনের আশা, তোমায় সেইরূপ চোল্‌তে হবে, আজ আর সে সব কথায় কাজ নাই, ঐ দেখ, আমাদের আহার প্রস্তুত হয়েছে, আর তোমায় ভয় কোরে চোল্‌তে হবে না, কালমাক এক্ষণে ডাকাত নয়, কালমাক এক্ষনে তোমার পদা-নত, তোমার শরণাগত, তোমার একান্ত আশ্রিত দাস, এই কাল্‌মাক তোমায় এখন রক্ষা কোর্‌বে।"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

"বিধির লিপি কপাল-যোড়া।"

সারি সারি আহারের পাত সাজিয়ে দেওয়া হোয়েছে, সর্দ্দারকে লোয়ে ডাকা-তেরা পঁচিশটি প্রাণী মাত্র, তারা সকলেই আহার কোত্তে বোসে গেল। মোটা মোটা রুটি, খেতে কিন্তু বেশ সুস্বাদু, পোলাও, ছাগ-লের মাংস, হরিণের মাংস প্রভৃতি নানা উপ-করণ প্রস্তুত হোয়েছিল। সিদ্দিকাক খোজে-স্তার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে, যুবতী প্রশংসা কোরে

কাল্মাকের উচ্চ গদির উপর বোসে আছেন। ডাকাতেরা সম্প্রতি যে যে বিষয়ের চেষ্টা কোরেছিল, তারা সকল চেষ্টাই সফল কোরে তুলেছে, অনেকবার মোত্তে মোত্তে বেঁচে গিয়েছে, অনেকবার অনেক জখম্, অনেক ঝুঁকি মাথার উপর দিয়ে কেটে গিয়েছে, তাদের মধ্যে এই সকল গল্পই অধিক চাল্তে লাগ্‌লো।

আহার শেষ হোলে খোজেস্তার আনীত শিরাজ সরাব আন্তে বলা হলো, সকলেই এক এক গ্লাস্ পান কোল্লেন, এটি যেন ভোজনান্তে আচমন করা হোলো। একটু গোলাবী নেশার আমেজ হোয়ে এলে কাল্মাক সঙ্গী ডাকাতদের ডেকে বোল্লেন, "আজ কেউ একটি ফোঁটাও ফেল্তে পার্‌বে না, পাত্র শুদ্ধ চেটে খেতে হবে, আজ খোজেস্তার গৌরবের নিমিত্ত মন খুলে, প্রাণ ভোরে, নিছক ছাঁকা আমোদ কোত্তে হবে, আজকের রাতটা কেবল আমোদ ইয়ার্‌কি কোরেই কাটাতে হবে, আজ সকলকে পেট ভোরে নেশা কোত্তে হবে।" নিমিস্তকাক্ একে চায়, আরে পায়, ঐ কথা শুনে ছুটে গিয়ে ঝাঁকা থেকে একটা বোতল টেনে বার কোরে, আচ্ছা কোরে ঝাঁকিয়ে নিয়ে, একটি রূপোর গ্লাসে কানায় কানায় ঢেলে কাল্মাকের হাতে এনে দিলে, তাই দেখে সকলে "আমায় দাও, আমায় দাও" বোলে চেঁচিয়ে উঠল, কাজিদাস অমনি তাড়াতাড়ি তাদের বেঁটে দিতে লাগল, বেঁটে দেবার পূর্ব্বে বোতলটি একবার কোরে ঝাঁকিয়ে নিচ্ছিল, আসল কাজই সেই, সে কার্য্যটি সে ভুলছিল না। একটি গ্লাস কানায় কানায় ভোরে গ্লাসটি মুখের কাছে ধোরে কাল্মাক বোল্‌তে লাগলেন, "খোজে সওদাগরের কল্যাণের নিমিত্ত এই প্রথম পেয়ালা পান কোচ্চি, আমি প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, আর কখন তাঁকে বিরক্ত কোর্‌বো না।" এই কথা বোলে এক নিশ্বাসে পাত্রটি শেষ কোরে খোজেস্তার দিকে ফিরে বোল্‌লেন, খোজেস্তা তাঁর পিত্রালয়ে কাল্মাকের সঙ্গে সুখে যেমন হাস্য-কৌতুক কোত্তেন, এখানেও তাঁর সঙ্গে সেই-রূপ আমোদ-আহ্লাদের কথাবার্ত্তা কহিতে লাগলেন। এ সরাবটি যথার্থই অতি সুস্বাদু, অতি উপাদেয়। কাল্মাকের অনুমতি পেয়ে সহচরেরা বেপরওয়া বেধড়ক হয়ে, নেশায় চুরচুরে হোতে লাগল, তারা তখন সওদাগরের খাস্‌ইয়ার হোয়ে তুখড় ইয়ার্‌কিতে মেতে গেলন, গোটা মজলিসটি যেন খোস্ ইয়ারকির খুসিখোর্‌রামীর সিদ্ধপীঠ হোয়ে দাঁড়ালো. মদের গররায় মজলিস মেতে উঠলো, গ্লাসের উপর গ্লাস চোল্‌তে লাগলো, "ভর্ সরাব, লাও সরাব," ঝাঁকে ঝাঁকে কেবল এই বোল বেরুতে লাগলো। যার একটু নেশা কম পোড়তে লাগলো, মিমিস্তকাক অমনি টাটকা গেলাসের রসান দিয়ে চানকে দিতে লাগলো। পরে যেন চাঁদের হাট বোসে গেল, গ্লাসের বোল্‌বোলাও হোয়ে গেল, নেশার পসার দাঁড়িয়ে গেল। খোস্-মজলিসের খাস ইয়ারেরা প্রাণ খুলে আয়েস কোত্তে লাগলো। সকলের চক্ষু যেন জবা-ফুল হোয়েছে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা চিরে যাচ্ছে, তবু "লাও সরাব, দেও সরাব" বোলে গলাবাজির উপর গলাবাজি কোত্তে ছাড়ছে না। মিমিখোজা অমনি পেয়ালার উপর পেয়ালা দিয়ে সরফরাজি দেখাতে লাগলো। এখন সকলেই মাতাল, সকলেই আপনার আপনার মতলব-মতন আয়েস-আমোদ কোত্তে যেতে গেল। কেউ আড় হোয়ে শুয়ে পড়লো, তার আর চলে না, গলায় গলায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেউ মুরুব্বি-আনার কথাবার্ত্তা কোয়ে বাহবার উপর বাহবা মাত্তে লাগলো, কেউ হেসে কেশে লোক জানিয়ে, গর্ব্বদেখানো ভয় দেখিয়ে চোক্ রাঙাতে লাগলো, তার কিছু অপমান বোধ হোয়ে মনের মধ্যে গ্লানি জন্মেছে। কেউ হটকো ঘোড়ের মতন হুল্লুড় কোরে ছুটে একেবারে বাহিরে গিয়ে পোড়তে লাগলো, আবার তারে দেখে দেখে ধরাধরি কোরে ঘরে এনে ফেলতে লাগলো। কেউ কেউ আবার জমাট গলায় তা, না, না, না, সুরে তান্ ছেড়ে সকের আয়েস মেটাতে

লাগলো, কেউ আয়েস ভরা গোলাবী পানের খিলি খেয়ে, কেউ মজাদারি মজাদারি বোল্‌চালের চটক দেখিয়ে কেউ আন্‌থা আন্‌থা রঙ্গতামাসায় ছেড়ে দিয়ে মজলিস্ গুল্‌জার কোত্তে লাগলো। কেউ হাসির গট্‌রায় মহা-ফেল গরম কোরে তুল্‌তে লাগলো, আবার কেউ কেউ চোক্ দুটি ছলছলে কোরে একটি আড়াই-হাতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাঁদো কাঁদো মুখে দুঃখের কতই কাঁদুনি গাইতে লাগলো, যেন সত্য সত্যই সে কতই আতা-স্বরে পোড়েছে। কেউ আবার কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে আছড়া-আছড়ি কোরে লুটোপুটি খেতে লাগলো, কেউ হাস্‌বে কি কাঁদ্‌বে বোলে কেবল তার পত্তন ফেঁদে নিয়েছে, অমনি আর একটি মাতাল-ইয়ার মুখ চেপে ধোরে বোল্লে, "না বাবা, এখানে হাসতে কাঁদ্‌তে পারবে না, মদের ঝাঁজে নাক্‌-মুখ জলে যাবে।" কেউ বিছানার উপর থুতু ফেলেছে, যেন উড়ো কাকে এক থাবড়া ফেলে দিয়ে গিয়েছে, কেউ বা বমি কোরে ভাসিয়ে দিয়ে হি হি কোরে এক গাল হেঁসে ফেল্লে, কেউ মদের কুল্‌কুচো কোরে গায় দিতে লাগ্‌লো, যার গায় দিলে, সে বোল্‌তে লাগলো, 'মাতালের জ্বালায় দেশ ছেড়ে পালাতে হোলো।' কেউ বদমায়েসি ফচকিমি কোরে গায় থুতু দিয়ে পালাতে লাগলো, কেউ ঘরের এক কোণে গিয়ে কাল্‌কো পরামর্শ আটতে বোসে গেল। আপনার আপনার রুচিমত সকলেই প্রাণ খুলে আমোদ কোত্তে লাগলো, মাতামাতি, হটোহটি, নৃত্য-গীত, চীৎকার, হোর্‌রা, গড়া-গড়ি, ঢলাঢলি কোরে সকের আমোদ আরও কাঁপিয়ে তুল্লে, তখন খোজেস্তা যেন তাদের আয়েস-সাগরের তরণী হয়ে বোসেছেন। নেশা যতই চেপে ধোত্তে লাগলো, ততই বদ্‌মাস্ ইয়ারদের আমোদ আহ্লাদ ফুরিয়ে আসতে লাগলো, খানিকক্ষণ পরে সকলেই ঝিম্‌ঝরা হয়ে পোড়্‌লো, তখন আফিম-খেকো মগুতাদির মতন, আফের রস-খেকো [illegible] মতন ঝিমুতে আরম্ভ কোল্লে, ঝিমুতে ঝিমুতে আগে ধুঁকে ধুঁকে শেষে ঢোলে ঢোলে পোড়তে লাগলো, তার পর আড় একেবারে গড়িয়ে চোল্লো, সকলে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। কাল্‌মাকের গোলাবী নেশা ছাপিয়ে উঠে এক্ষণে তিনি ভরপুর নেশায় হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। গ্লাসটি খালি হোতে না হোতে সিদ্ধিস্তুকাক্ অমনি কানায় কানায় ছাপাছাপি কোরে দিচ্ছে, তাতে আর সর্-ফরাজির শক্তি ছিল না। গ্লাসটি পূর্ণ কোরে কাল্‌মাকের হাতে দিয়েই একটা লম্বা চৌড় সেলাম কোরে, একটু সোরে গিয়ে তফাতে দাঁড়াতে লাগলো, খোজেস্তা দেখলেন, তিনি যা ভেবেছিলেন, সেইটিই ঘোটে আস্‌ছে। সুন্দরী এক্ষণে অন্তর ঢেকে রেখে বাইরে হাস্যমুখী হয়ে কাল্‌মাকের সঙ্গে গল্প কোত্তে বোসে গেলেন, কাল্‌মাক্ আহ্লাদে উন্মত্ত হয়ে হেঁসে খেলে, ঢোলে ঢোলে, খোড়িয়ে গোঙ্গিয়ে পোড়তে লাগ-লেন, শেষে যে তাঁর কি দুর্দ্দশা হবে, সেটি তিনি স্বপ্নেও জানতে পারেন নি। মাদকের প্রভাবে দলবলেরা অঘোর অচেতন হয়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো, ঐ মাদকের বিক্রম এক্ষণে স্বয়ং কালমাকের উপর চেপে বোসেছে, তাঁর মাথাটি বুকের উপর ধুঁকে ধুঁকে পোড়তে লাগলো, চক্ষুটি ভারি হয়ে ঢুলু ঢুলু কোত্তে লাগলো, শরীর এক পাশে টোলে টোলে পোড়্‌তে লাগলো, এখন এমনি দুর্দ্দশা হলো যে, যার সর্ব্বনাশ কোর্-বেন বোলে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেন, এখন তারই হাতে আপনি এসে ধরা দিলেন, আর যে দৌড়্‌বেন চোড়বেন, সে পথ নাই। কাল্‌মাক্ এক্ষণে ক্রমে অবসন্ন হয়ে মড়ার মত আড়ষ্ট হয়ে পোড়লেন। দলের মধ্যে তিন জনের মাত্র চৈতন্য ছিল, তাদেরও চক্ষু ক্রমে মুদিত হয়ে এলো, জন্মের মতন মুদিত হয়ে এলো, সে চক্ষু আর তাদের উন্মীলন কোত্তে হবে না। সিদ্ধিস্তুকাক যে কার্য্য কোত্তে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, এক্ষণে সেই কাজে প্রবৃত্ত হলো, সরাবের ঝাঁকার ভেতর

থেকে একখানা মস্ত দুমুখো ধারাল কষায়ের ছোরা "বোগ্‌দা" বার কোরে মহামারী আরম্ভ কোরে দিলে। ক্ষিপ্ত নাগকে স্থির-চিত্তে তত প্রাণীর মস্তক ছিন্ন কোত্তে দেখে খোজেস্তার সুকুমার হৃদয় ম্লান হলো, তাঁর মহাপ্রাণী শিউরে শিউরে উঠতে লাগলো। এটি অতি পাষণ্ডবৎ নির্দ্দয় অভিনয় সত্য, কিন্তু যুবতী ভেবে দেখলেন, তাদের প্রাণে সংহার করাই তাঁর কর্ত্তব্য কর্ম্ম, নিষ্ঠুর হলেও সেটি তাঁর করা উচিত, তবে কি তাঁর মনে অতিশয় কষ্ট হতে লাগলো, সে কষ্টের উপায় কি, অবশেষে চব্বিশটি নিমুণ্ডক ধড় এদিকে সেদিকে পোড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। এক্ষণে মাত্র পাষণ্ড কালমাক, যিনি ডাকাতের সরদার; তিনিই কেবল অঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছেন। খোজেস্তা তাঁর চারু মুখ-কান্তির ছটায় মুগ্ধ হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন, তখন সেই সরদার ডাকাত নিশ্চিন্ত নির্ব্বিঘ্নমনে অকাতর নিদ্রায় গভীর আচ্ছন্ন ছিলেন। যুবতী মনে মনে ভাব-লেন, যদি এ ব্যক্তিকেও প্রাণে নষ্ট কর্‌বার অভিপ্রায় থাক্‌তো, তথাচ তার উপর কোপ ঝাঁক্‌বার সময় যুবতী সিনিমুকাহকে নিষেধ কোরে বোল্‌তেন, "থাক্‌ থাক, এ ব্যক্তিকে প্রাণে নষ্ট কোরো না।" বালা তাঁর চক্ষের উপর এমন চারু কান্তির নিপাত হোতে কখ-নই দিতেন না, তাই খোজেস্তার মনে এই সুখতৃপ্তি হলো, অন্যের বিচারে যা হয় হউক, কাল্‌মাকের অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক, তিনি কিন্তু নিজ হস্তে তাকে খুন কোর্‌বেন না। এক্ষণে দুর্ভাগা হামেতকে উদ্ধার করা বালার মুখ্য অভিপ্রায়, তাই সরদার ডাকাতের কোমর থেকে চাবির তাড়া খুলে নিয়ে গারদখানায় ছুটে চোল্লেন। দরজা খুলে দেখেন, দুর্ভাগ্য হামেত একটা ছেঁড়া ঝাঁত্‌লার উপর পোড়ে ঘুমুচ্ছেন। "হামেত হামেত" কোরে ডাক-লেন, হামেত যুবতীর স্বর শুনে ধড়্‌মড়িয়ে উঠে বোসলেন, উঠে বোসেই বোল্লেন, আমি কোথায়? খোজেস্তা! তুমিই কি ডাক্‌ছো? হা দুর্ভাগা! আগে যারে বন্ধু বোলে জান্‌তে, সেই বিশ্বাসঘাতকের হাতে পোড়ে তুমিও কি কয়েদ হয়েছো?"

খোজেস্তা বোল্লেন, "হামেত! তা নয়, তা নয়, আল্লা তা না করুন, তুমি এক্ষণে পরিত্রাণ পেলে, এখন উঠে বাইরের ঘরে এসো, সেই বড় ঘরে এসে দেখ, সেখানে কি কৌশল করা হয়েছে, এ ঘৃণিত কারাবাসে আর কখনও তোমায় আস্‌তে হবে না।" হামেত তখনও হতবুদ্ধি হয়ে হবুজবুর মতন হয়ে আছেন, যুবতীর কথার মর্ম্ম গ্রহণ কোত্তে পাল্লেন না, তা নাই পারুন, বালার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চোলে এলেন। একটু পূর্ব্বে যে ঘরে আমোদ-প্রমোদের, হাস্য-পরিহাসের বাজার বোসে গেছিল, সেই বড় ঘরে এসে দেখেন, গড়া গড়া মৃতদেহ পোড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সকলেরই শিরশ্ছেদন করা হয়েছে, কেবল দুরাচার মূঢ় কাল্‌মাক কালনিদ্রায় অভিভূত হয়ে থাকবার ন্যায় গভীর অচেতন হয়ে পড়ে আছে, তাই দেখে হামেত চীৎকার-শব্দে বোল্লেন, "খোজেস্তা! দোহাই আল্লার! এ-সব কি কারখানা? আমি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি, না ডাকাতেরা যথার্থই ঝাড়ে বংশে নির্ম্মূল নিপাত হয়েছে, তাই দেখছি?" খোজেস্তা বোল্লেন, "স্বপ্ন নয়, বাস্তবিক তাই বটে, এ বড় ভয়ানক দর্শন, এ দর্শনটি পাষণ্ডবৎ মৃত্যুস্বরূপও বটে, কিন্তু এরূপ নৃশংস উপায় অবলম্বন না কোরে ক্ষান্ত থাক্‌তে পাল্লেম না, সেটা নিতান্তই আবশ্যক হয়ে উঠলো, এখন আমি দিন কিনে নিয়েছি, কার্য্য সুসিদ্ধ কোরে তুলেছি, আমাদের শত্রু যে, সে তো অঘোর নিদ্রায় অচেতন হয়ে পোড়ে আছে, তার দলবল যারা, তাদের আর কস্মিন্ কালেও গাত্রোত্থান কোত্তে হবে না।" হামেত বোল্লেন "খোজেস্তা! তবে তোমা হোতেই পিজনি সহরটি পরিত্রাণ পেলে, তবে তুমিই স্বহস্তে করাল নরহন্তাদের নিপাত কোরেছো, তুমি এ নিবিড় নির্জ্জন আবাসে কি কোরে প্রবেশ কোল্লে, সে কথা আমায় আগে বল।" যা যা ঘটেছিল, খোজেস্তা আনুপূর্ব্বিক হামে-তকে শুনালেন, হামেত শুনে খোজেস্তার গুণ-

মহিমা স্মরণ কোরে মুগ্ধ হোতে লাগলেন। কাফ্রি দাস হাতকড়ি বেড়ি প্রভৃতির যোগাড় কোরে রেখেছিল, তিনজনে মিলে কাল্‌মাকের হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি দিয়ে কিমিয়াকার যে ডুলি দিয়ে যান, তাকে সেই ডুলির ভিতরে ফেলে দিয়ে খোজেস্তা আর হাসেম ঐ রাত্রেই সেখান থেকে রওনা হোলেন, বাকী চব্বিশজন ডাকাতের ছিন্ন মস্তকগুলিও সঙ্গে নিলেন। ভোরও হোলো, তাঁরাও এসে পিজনি সহরে উপস্থিত হোলেন। পাপিষ্ঠ কালমাকের তখন চেতনা হয়েছে, চৈতন্য হয়ে দেখে, খোজেস্তার কাল কৌশলজালে জড়িয়ে পোড়েছে, এক্ষণে নিরুপায়, আকাশ পাতাল অন্ধকার দেখতে লাগলো। খোজেস্তা আর হাসেম তাকে লোয়ে বাদশাহের কাছে ধোরে দিলেন, ছিন্ন মস্তকগুলিও ভেট দিলেন। বাদশাহ খোজেস্তার কুশলবুদ্ধির বিস্তর অনুরাগ কোত্তে লাগলেন, বোল্লেন, "তোমার এ ধার পিজনিবাসীরা কস্মিনকালেও পরিশোধ কোত্তে পারবে না, তোমার এ ঋণ পরিশোধ হবারই নয়, তোমার এই কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হোয়ে থাকবে।" কাল্‌মাকের প্রতি ফাঁসীদণ্ডের হুকুম হোয়ে এক্ষণের মত গারদে কয়েদ রেখে দেওয়া হলো। পাপমতি কাল্‌মাক ধরা পোড়েছে, তার দলবলও সমূলে নিপাত হোয়েছে, এই কথা জনরব হোয়ে সহর জুড়ে উল্লাসের উৎসব হোতে লাগ্‌লো। পাপাত্মা কাল্‌মাককে দেখ্‌বার নিমিত্ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পঙ্গপালের ন্যায় রাস্তা ছেয়ে ফেল্লে, গারদখানা লোকারণ্য হোলো, মস্ত ভিড় দাঁড়িয়ে গেল, সকলে কোলাহল কোরে খোজেস্তার জয়জয়কার কোত্তে লাগ্‌লো।

দুরাচার কাল্‌মাক গারদে পোড়ে পোচ্‌তে লাগ্‌লো, তার ফাঁসীর দিন অদ্যাপি অবধারিত হয় নাই, দিনান্তে একখানি রুটি আর এক গ্লাস্‌ জল, এইমাত্র অবলম্বন কোরে পাপিষ্ঠ কোনরূপে প্রাণধারণ কোরে আছে; শরীর শীর্ণ হোয়ে গিয়েছে, বর্ণ মলিন হোয়ে পোড়েছে, চক্ষু কোটরে প্রবেশ কোরেছে, সে চারু কান্তি নাই, সে চারু হাসি নাই, এক্ষণে ম্লান, বিমর্ষ, চিন্তাকুল, মধ্যে মধ্যে খোজেস্তার চাতুরির কথা মনে পোড়ে ক্রোধে কাল-অগ্নির ন্যায় হোয়ে উঠ্‌তেন, কিন্তু আবার মনের ক্রোধ মনেই বিলুপ্ত কোত্তেন, বাইরে প্রকাশ হোতে দিতেন না। কি ছল কোরে জেলখানা থেকে বেরিয়ে পড়বেন, খোজেস্তা যেরূপ চক্র কোরে তার সঙ্গে কপট ছলনা কোরেছেন, কবে সে পাপীয়সীকে উচিত-মত শাস্তি দিতে পারবেন, কালমাক এই সকল চিন্তা লোয়ে দিবারাত্র মনের মধ্যে তোলাপাড়া কোত্তে লাগ্‌লেন। জেলখানার মধ্যে এক ব্যক্তি ধর্ম্মনিষ্ঠ শুদ্ধাচারী জ্ঞানবান্‌ মোল্লা বাস কোত্তেন, যখন যে ব্যক্তি পাপপঙ্কে ধরা পোড়ে ঐ জেলখানায় বন্দী হোতো, মোল্লা তার প্রতি সন্তানের মতন স্নেহ দেখাতেন, বিস্তর আদর-যত্নও কোত্তেন। পাপিষ্ঠদিগের মনের গতিপ্রবৃত্তি অবগত হবার জন্য, কেন তাদের পাপকর্ম্মে মতি হলো, এই সন্ধান জানবার জন্য ঐ মহাপুরুষ তাদের সঙ্গে তত ঘনিষ্ঠতা কোত্তেন। তাঁর মনে এই ধারণা ছিল, বিস্তর লোক ধর্ম্মাধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারে না বোলেই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। মোল্লা মনে কোত্তেন, কতক লোক জ্ঞানশিক্ষা না পেয়ে দুষ্কর্ম্মের দাস হয়, কতক লোক ভ্রান্তিপ্রমাদে পোড়ে সাধুপথ পরিত্যাগ করে, আবার কতক লোক নিরুপায় হোয়ে হিতাহিত বিবেচনায় পরাঙ্মুখ হয়, তারা যদি সদ্গুরুর নিকট জ্ঞানোপদেশ পায়, তবে সেই সব লোকের মধ্যে অনেকেই পবিত্রমন হোয়ে সাধুবৃত্তি অবলম্বন করে, তাই যখন যে পাপাত্মা দুষ্কর্ম্মে ধরা পোড়ে বন্দী হোয়ে জেলখানায় বাস কোত্তো, মোল্লা তারে সৎজ্ঞানের শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তার সঙ্গে তত আত্মীয়তা কোত্তেন। তাঁর মনোগত অভিপ্রায় এই যে, বন্দীর সঙ্গে আত্মীয়তা কোরে কেন তার পাপকর্ম্মে মতি হলো, সেই অদৃষ্ট সন্ধান অবগত হন। বিস্তর বন্দীর সঙ্গে

ঘনিষ্ঠতা কোরে মোল্লার মনে এই দৃঢ় প্রতীতি হোয়েছিল যে, অজ্ঞান-অন্ধকারে অন্ধ না হোলে আর লোকে দুরাত্মা হয় না, অনেকে মনে করে, ছলনা, চাতুরী, কি প্রবঞ্চনা কোরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার কোন দোষ নাই, তাতে পাপ স্পর্শ করে না, অনেকে আবার অবোধের ন্যায় এ কথাও বলে যে, পুত্র-পরিবারের অনুরোধে চুরি ডাকাতি করায় পাপ হয় না, না করিলে বরং দোষ আছে, যেহেতু, তাদের সংসার নির্ব্বাহের অন্য উপায় নাই, কতক লোক সুখসম্পদে নৈরাশ হোয়ে দুষ্কর পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তারা মনে করে, যারা তাদের নৈরাশ কোরেছে, তাদের সঙ্গে নির্দ্দয় ব্যবহার কোল্লে অধর্ম্ম হয় না।

মোল্লা পাপমূর্ত্তি কালমাকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কোরে তার মনের কথাগুলি টেনে বার কোল্লেন, আদ্যোপান্ত বৃত্তান্তগুলি শ্রবণ কোরে তার প্রতি মহাপুরুষের দয়া হলো, সেই দুর্জ্জন পাপাত্মাকে কৃপাচক্ষে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। মহাত্মবর অনেক দরবার কোরে কালমাকের লৌহশৃঙ্খল বিমুক্ত কোরে দিলেন, আর তারে উঠ্‌তে বোস্‌তে জ্ঞানবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগ্‌লেন, কাল্‌মাকও একান্ত অনুগতের ন্যায় মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাতে লাগ্‌লেন। পাপিষ্ঠের ভক্তি শ্রদ্ধার আড়ম্বরে মুগ্ধ হয়ে, বকধার্ম্মিকের ন্যায় তার মুখে জ্ঞানবাদের মত কথাবার্ত্তা শুনে অদ্ভুত মোল্লা মনে কোল্লেন, কাল্‌মাকের জ্ঞানোদয় হোয়েছে, মনের ভ্রান্তিও দূর হোয়েছে, তার এক্ষণে ধর্ম্মে মতি হোয়েছে !!

এক দিন বেলা দুই প্রহরের সময় কাল্‌মাক আর সেই মহাপুরুষ একটি নির্জ্জন ঘরে শুয়ে আছেন, তার পাশের ঘরে জেল্‌দারোগাও শুয়ে আছেন। মোল্লা আর দারোগা ঘুমিয়েছেন দেখে, কাল্‌মাক মোল্লার গায়ের শালখানা আপনার গায়ে জড়িয়ে নিলেন, তাঁর তসবিহ্‌ডাও গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, কোরাণখানা হাতে করে নিলেন, এই ছদ্মবেশের ছল করে দরজা খুলে নিঃসাড়ে বেরিয়ে পোড়্‌লেন, বাইরে এসে শিকলটি টেনে দিয়ে দরজাটি বন্ধ কোরে দিলেন, এখন তাঁরে না দেখ্‌তে পেয়ে মোল্লা আর দারোগা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দম্ ফেটে যদি মরেও যান, তবু তাঁদের গলার স্বর পাহারাওলারা শুন্‌তে পাবে না। যেখানে প্রহরীরা পাহারা দেয়, কাল্‌মাক সেইখানে এসে দেখেন, একটি প্রাণীও নাই, কেবল দুটি মাত্র বৃদ্ধ বোসে আছে, তারাও আবার তখন দাবাখেলা নিয়ে উন্মত্ত ছিল, কেবল একটি মাত্র প্রহরী এক হাতে হুঁকো, আর হাতে বন্দুক নিয়ে একবার এদিক্, একবার সে দিক্ কোরে টৌলে বেড়াচ্ছে, তারে যে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখ্‌বেন, কাল্‌মাকের সে সাহস হলো না, তখন যা থাকে অদৃষ্টে ভেবে, নির্ভয় হোয়ে, সটান্ চোলে গিয়ে বেরিয়ে পোড়্‌লেন, জন-মানবও তাঁর গমনের প্রতিবাদী হলো না। যেমন তিনি ঘুরে ফিরে ডাইনের দিকে একটি শুঁড়ি গলির মধ্যে প্রবেশ কোর্‌বেন, সেই সময় একজন পাহারাওলা তাঁর সুমুখে এসে নিষেধ কোরে বোল্লে, "এদিকে এসো না, ঐ দিক্ যাও।" কাল্‌মাক অমনি সুমুখের পথ ধোরে বরাবর দিগে একটানা চোল্‌তে লাগলেন, চোল্‌তে চোল্‌তে সহর ছাড়িয়ে একটি ময়দানে এসে পোড়্‌লেন। তাঁর হৃদয় এখন আহ্লাদে নৃত্য কোত্তে লাগলো, তিনি এখন আনন্দে উন্মত্ত হয়ে পোড়লেন, সে আনন্দ শুদ্ধ তাঁর অবস্থার লোক ভিন্ন আর কেউই অনুভব কোত্তে পারে না। কাল্‌মাক্ এখন ময়দানে পোড়ে হাঁপ ছেড়ে দম নিয়ে বাতাস্ খেয়ে বাঁচলেন।

কাল্‌মাক এক্ষণে হেটাট্যাংরা, আবুড়ো থাবুড়ো পর্ব্বতের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চোল্‌তে লাগলেন, দরাজ দরাজ নদীগুলি সাঁতরিয়ে পার হোতে লাগলেন, বনের হরিণগুলি অসমান কর্কশ মাটির উপর দিয়ে যেমন না দৌড়িয়ে যায়, কাল্‌মাকও অবিকল সেইরূপ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগলেন, দৌড়িতে দৌড়িতে একটি ঘোর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, প্রবেশ কোরে একটি মিত্রবৎ বৃক্ষতলায় আশ্রয় লোয়ে, সেই-

খানে ফিরিয়ে, বিশ্রাম কোরে, নিশ্বাস ফেলে প্রাণ বাঁচালেন। মোল্লার কোরাণ, তস্‌বি, আর সান্ দৌড়বার মুখে ফেলে দিয়ে গায়ের জোব্বা পূর্ব্বেই খালাস পোরে রেখেছিলেন। একণে সন্ধ্যার কৃষ্ণছায়া এসে চতুর্দ্দিক ঘনাবৃত কোরে, তাই দেখে একটি বিরাট বৃক্ষের উপর আরোহণ কোরে, তার শাখামণ্ডপের অন্তরালে আশ্রয় নিলেন, মনে কোল্লেন, এই দীর্ঘরাত্র সেইখানে বোসেই প্রভাত কোর্‌বেন। গিজনিবাসীরা তাঁর চিরশত্রু, তাদের হাত থেকে যে আশ্চর্য্যরূপ রক্ষা পেয়েছেন, তাই মনে করে আনন্দে ভাসতে লাগলেন।

এদিকে জেল-দারোগা আর মোল্লা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাতে লাগলেন, তাঁদের গলার আওয়াজ কেউ শুনতে পাচ্ছিল না, সুতরাং তাই কেউ দরজা খুলেও দিলে না, শেষে জোর কোরে ভেঙ্গে ফেল্‌বার চেষ্টা কোল্লেন, তাও পেরে উঠলেন না, অবশেষে নিরুপায় দেখে, কতক্ষণে এক ব্যক্তি এসে দরজাটি খুলে দিয়ে তাঁদের পরিত্রাণ কোর্‌বে, তাই বোসে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

জেলদারোগার মনে ত্রাস হলো, ত্রাস হবার অনেক বলবৎ কারণ ছিল, তিনি সাধ কোরে, কি শুধু কাজীর ক্রোধ স্মরণ কোরে ভয় পাননি, তাঁর ভয় পাবার আরও হেতু ছিল। কাল্‌মাক পালিয়ে প্রস্থান করায় সহর শুদ্ধ লোক নৈরাশ হয়ে পোড়েছে, তাই তাঁকে কাজে কাজেই সহর শুদ্ধ লোকের ক্রোধের ভাজন হোতে হয়েছে, তাঁর মনে সেই ত্রাস হলো, বিশেষতঃ আর এই ভয় হলো, তিনি যতই কিরে দিব্যি কোরে বলুন, যতই ধর্ম্মতঃ শপথ কোরে বলুন, কাল্‌মাক যে তাঁর অজ্ঞাতে, কি তার অগোচরে প্রস্থান কোরেছে, কি তিনি যে তার প্রস্থানের অন্তর্দ্ধাতী ছিলেন না, সে কথা বিশ্বাস কোর্‌বে না মোল্লারও মনে সেই ভয় হোতে লাগ্‌লো। তবে কথা এই, তিনি উদাসীন ফকির, সংসারে লিপ্ত নন, তাই তাঁর একটা কথা বল্‌বার পথ ছিল। তথাচ হলে কি হয়, লোকের মনে সন্দেহ হোতে পারে, তাঁর অজানত কাল্‌মাক্ কখনই প্রস্থান কোত্তে পারে নি, একথা গিজনিবাসীরা বোল্লেও বোল্‌তে পারে। দৈব দুর্ভাগ্যবশতঃ নিরীহ নিরপরাধী দুটি ব্যক্তিকে একঘরে এরূপ আবদ্ধ হোয়ে থাক্‌তে কখন দেখা যায়নি, এরূপ কোরে এক্ ফাঁদে জড়িয়ে পোড়্‌তেও কখন শোনা যায়নি। দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও বোলে তাঁরা যেমন প্রাণপণে চীৎকার কোরেছিলেন, তেমন চীৎকার কোত্তেও আর কখন শোনা যায়নি, জেল্‌দারোগার কি মোল্লার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃক্‌পাতও না কোরে সেই ধড়িবাজ বজ্জাত্ কাল্‌মাক্ হামাগুড়ি দিয়ে নিশ্বাস পর্য্যন্ত চেপে রেখে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পোড়েছে, এর পূর্ব্বে অন্ধকূপের ন্যায় একটা আঁধারে ঘরের এক কোণে তাকে পোড়ে থাক্‌তে হোয়েছিল, এক গণ্ডূষ জল দিয়ে উপকার করে, এমন লোকও তার ছিল না, কেবল এক একবার একটা একটা গভীর বিষাদপূর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোল্‌ছেন, "তাঁর সৎকে না জানি, কবে এ পৃথিবী একান রাখের মত চক্ষু মুদিত কোর্‌বে।"

দুটি বৃদ্ধ মুসলমান বহুকালীন দাবা নিয়ে মত্ত ছিলেন, জেলের জমাদার বেহোঁস হোয়ে দাবার উপর ঝুঁকে পোড়ে উপর-চাল দেখ্‌ছিলেন, এ খেলাতে তাঁর কিছু স্বার্থও ছিল, তিনি যৎসামান্ত পোচের একটি বাজী রেখেছিলেন। যারা খেল্‌ছিল, জমাদার তাদের জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "দারোগা কোথায়, তিনি কোথায় গেছেন? কি আশ্চর্য্য! তাঁকে দেখ্‌তে পাইনে কেন?" তারা বোল্লে, "মোল্লার আসা পর্য্যন্ত তাঁকে দেখ্‌তে পাই নে।" জমাদার বোল্লেন, "তবে কি মোল্লা জেল্‌খানার মধ্যে আছেন?" যে পাহারাওয়ালা তামাক খাচ্ছিলো, সে বোল্লে, "না না, অনেকক্ষণ হলো, তিনি গিয়েছেন।" জমাদার বোল্লেন, "কি আশ্চর্য্য! তবে দারোগা সাহেব কোথায়? রাত্র হোয়ে এলো, পাহারা বিলি কোত্তে হবে, তাঁকে যে এখুনিই দরকার।" এই বোলে জেলখানার

মধ্যে দারোগা কোথায় আছেন, দেখতে চোল্লেন। জেলখানার ভিতর ঢুকতেই প্রথম ঘরটিতে কালমাক্ বাস কোত্তো, সে ব্যক্তি প্রস্থান কর্‌বার সময় তার ঘরে চাবি দিয়ে চাবিটি সেইখানেই ফেলে রেখে যায়, জমাদার ঘরটি খুলে দেখেন, তার মধ্যে কাল্‌মাক্ নাই, ঘরটি শূন্য পোড়ে আছে, তাই দেখে চোম্‌কে গেলেন, অমনি মাথায় হাত দিয়ে বোসে পোড়্‌লেন, তাঁর প্রাণ যে কেঁপে গেল, সে কথা আর বোল্‌তে হবে কেন? জমাদার "দারোগা সাহেব, দারোগা সাহেব" বোলে মোরে ছুটে চেঁচাতে লাগলেন, জেল্‌দারোগা তারই পাশের ঘরে ছিলেন, তিনি ধরাস্ ধরাস্ কোরে দরজায় গায় লাথি মাত্তে লাগলেন, "দরজা খুলে দাও, খুলে দাও" বোলে চীৎকারও কোত্তে লাগলেন। জমাদার ঐ বে-আড়া চীৎকার শুনে হুলকোচোকো হলেন, কেন অত চীৎকার করা হোচ্চে, তার নিরাকরণ কোত্তে পাচ্ছিলেন না, তাই, সে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি কোরে ঘরের শিকলি খুলে দিলেন, মোল্লা তখন পিঠ দিয়ে দরজাটা ঘরের দিক্ দিয়ে চেপে রেখেছিলেন, জমাদার যেমন সজোরে ধাক্কা মেরে কপাটের দুটো বল খুলে ফেলে দিলেন, মোল্লা অমনি ঠিকরে গিয়ে দারগার হাতের উপর চিৎপাত হোয়ে পোড়্‌লেন, জমাদার দেখে অমনি শিউরিয়ে উঠ্‌লেন। তখন জেল্‌দারোগা "কয়েদি কোথায় গেল, কাল্‌মাক কোথায় গেল" বোলে চীৎকারের উপর চীৎকার কোরে জেলখানা যেন মাথায় কোরে নিলেন। জমাদার বোল্লেন, "কালমাক কোথায় গেল, তা আমি কি জানি! সেপাইরা পাহারায় বস্‌বার পর জেলখানা থেকে কাহাকেও বাহিরে যেতে দেখিনি।" ঐ কথা শুনে জেলদারোগা চীৎকার কোরে বোল্লেন, "হা আল্লা! দায় যে আমারই, তার জন্যে আমিই যে দায়ী, এখনি যে আমার মস্তকটি জলগারি কোরে নেবে। তবে আর গাফিলি কোরে কাজ নেই, এই দণ্ডেই ঢেঁড়া মেরে দাও যে, কালমাক জেলখানা ভেঙ্গে পালিয়েছে, তারে গ্রেপ্তার কোরে চারিদিকে লোক দৌড়িয়ে দাও, সে এখনও অধিক দূর যেতে পারেনি।" মোল্লা তখন চেঁচিয়ে বোল্‌লেন, "সে ব্যক্তি আমার শাল, কোরাণ ও তস্‌বি লোয়ে প্রস্থান কোরেছে, উঃ! বেটা কি পাষণ্ড! কি নরাধম মহাপাতকী!" জেলদারোগা বোল্লেন, "তবে সে আপনার বেশ ধোরে পালিয়ে প্রস্থান কোরেছে, তাই সে প্রহরীদের চক্ষে ধূলো দিয়ে বেরিয়ে পোড়েছে, নচেৎ এত কড়াক্কড় পাহারা থেকে সে কখন ফাঁকি দিয়ে যেতে পাত্তোনা।" মোল্লা একটু ব্যঙ্গস্বরে মুখ বাঁকিয়ে বোল্লেন, "কড়াক্কড় পাহারা! পাহারাওয়ালাদের হাবাগোবা দেখেই তো সে পালিয়েছে, তাদের গাফিলি না থাক্‌লে কি সে পালাতে পারে? [illegible] পাহারাকে তুমি বুঝি কড়াক্কড় পাহারা বোলে থাক।" জেল্‌দারোগা চীৎকার কোরে বোল্‌তে লাগলেন, "হায়! কি সর্ব্বনাশ হলো! কি বিপদ্ ঘোটলো! আমি এখন [illegible] কি, আমাকেই যে ভুগ্‌তে হবে।" সে সময় যে ব্যক্তি পাহারা দিচ্ছিলো, তাকে ডেকে তম্বি কোত্তে লাগলেন, "হারাম্‌জাদা! আমি যখন জেলখানার মধ্যে ছিলাম, তুই কাকেও বাহিরে চলে যেতে দেখেছিস? তোর সুমুখ দিয়ে কে গেছিলো?" পাহারাওয়ালা বোল্‌লেন, "হুজুর! আর তো কেউ নয়, মোল্লাসাহেবকে যেতে দেখেছি।"

জেলদারোগা বোল্লেন, "দূর ব্যাটা হাবা পাগোল! তিনি যাবেন কেন? সেই ব্যক্তিই হয় তো কাল্‌মাক্ ডাকাত হবে, তবে সেইই চোলে গিয়েছে।" ঐ কথা শুনে ভয়ে পাহারাদারের দাঁতে দাঁত লাগতে লাগলো, সে হতবুদ্ধি হোয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রইলো, হুঁকো আর বন্দুক তার হাত থেকে খোসে পোড়ে গেল। সে তখন হতভম্বা হোয়ে, মূর্ত্তিমান্ আতঙ্কের প্রতিমূর্ত্তি হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এক্ষণে জেলখানাটি কাল হতাশের, কাল ত্রাসের আবাস-মন্দির হোয়ে উঠ্‌লো, চারিদিকে লোক ছুট্‌লো, সহর উলট পালট হোতে লাগ্‌লো, "কাল্‌মাক্ পালিয়েছে," এই ভয়ঙ্কর জনরব হোয়ে সর্ব্বত্র ছেয়ে

পোড়লো, আতঙ্কে গিজনির মূল শুদ্ধ যেন ঠক্‌ঠক্ কোরে কেঁপে উঠলো। কাল্‌মাক্ পালিয়েছে শুনে হাতেমের আর খোজেস্তার মনে যতখানি ভয় হলো, ততখানি আর কারুরই হলো না, তাঁদের শিরে যেন বজ্রাঘাত হলো, কাল্‌মাক্ যে একদিন তাঁদের উপর মনের সাধে ঝাল্ ঝাড়বে, তার সন্দেহ নাই, তাই তাঁরা প্রাণের ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। মোল্লার কথাক্রমে দুর্ভাগা জেল-দারোগার প্রাণটি বেঁচে গেলো, কিন্তু তাঁকে তৎক্ষণাৎ কর্ম থেকে বরখাস্ত কোরে দেওয়া হলো, কুঁড়ে, গতরজমা, উন্‌পাঁজুরে, লক্ষ্মী-ছাড়া পাহারাওয়ালাদেরও ঐ দশা ঘটলো, তাদের দূর দূর কোরে তাড়িয়ে দেওয়া হলো, লোকে যে নৈরাশ হোয়ে মনে মনে কত দুঃখিত হলো, সে কথা আর বল্‌বার নয়, বিশেষতঃ যাঁরা কাল্‌মাকের ফাঁসী দেখবেন বোলে আনন্দে মেতে উঠেছিলেন, এই মর্ম্ম-বেদনার কথা শুনে তাঁরা যে কত ম্লান, কত ক্ষুণ্ণ হোলেন, সে কথা মুখে বোলে উঠা যায় না। খোজে শুনে একেবারে মৎস্তক্ষণ হোয়ে পোড়্‌লেন, তাঁর আতঙ্কের কূল-কিনারা ছিল না, খোজেস্তা তাঁর চক্ষের পুত্তলি, তাঁর স্নেহের আধার, সেই কন্যা-রত্নের অদৃষ্টে না জানি কি ঘটে, তাই ভেবে মনে মনে আঁধার দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। খোজের অত্যন্ত ত্রাস হলো, সেই ত্রাসে নিদান শঙ্কটাপন্ন হোয়ে এখন তখন যান্ যান্ হোলেন, তাঁর পিতৃবৎসলা কন্যা একাদিক্রমে দিবারাত্র সন্তর্পণে সেবা শুশ্রূষা করায় ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ কোল্লেন। আরোগ্য হোলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে কাল আশঙ্কা সর্ব্বদা লেগেই ছিল। খোজের মনে এই ভয় হলো, হয় ত কাল্‌মাক প্রতিফল দিবার নিমিত্ত কি একটা ভয়ঙ্কর কুচক্র কোচ্ছে, তার কেতরাজি ফেরে-ববাজি, তার ধূর্ত্তমি, নষ্টামি বুঝে উঠে কার সাধ্য, সে দুর্জ্জনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া দুঃসাধ্য বোল্লেই হয়। খোজেস্তার মনে মনে যাই থাক, মুখে কিন্তু পিতাকে খুব সাহস দিতে লাগ্‌লেন, যুবতী বোল্লেন, "কাল্‌মাক যে পুনরায় গিজনিতে ফিরে আস্‌বে, সে কোন কাজের কথাই নয়, সে তেমন হাবা নয় যে, তত দুঃসাহসের কাজ কোর্‌বে, বিশেষতঃ তার শোণিতপান কর্‌বার নিমিত্ত গিজনিবাসী লোকদের যেন সন্নিপাতের তৃষ্ণা হোয়ে দাঁড়িয়েছে, এসকল জেনে শুনে গিজনিতে বারান্তর পদার্পণ কোত্তে সে পাপিষ্ঠের কখনই সাহস হবে না।" পিতৃবৎসলা স্নেহময়ী কন্যা এইরূপ আরও কতকগুলি প্রবোধ-বাক্য বোলে পিতাকে সান্ত্বনা কোল্লেন। খোজে এখন কতক সুস্থির হলেন।

পলাতক কাল্‌মাককে ধৃত কর্‌বার নিমিত্ত ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি কোরে লোকের মুখ দিয়ে রক্ত উঠে গেল, পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেল, তবু সে পাপাত্মা ধরা পোড়্‌লো না, সে ব্যক্তি তখন সাত ঘাঁ সাঁতরিয়ে বৈতরণী পার হয়ে বোসেছে, আর তারে হাত বাড়িয়ে পাবার উপায় নেই। সে দুর্জ্জন যখন নিতান্তই ধরা পোড়্‌লো না, তখন কাজে কাজেই সে চেষ্টায় ক্ষান্ত দিতে হোলো, না দিয়েই বা কর্‌বে কি, আর উপায় কি? লোকে তখন এই বোলে মনেরে প্রবোধ দিতে লাগলো,"কাল্‌মাক হাতের মধ্যে এসেও পুনরায় পালিয়ে প্রস্থান কোরেছে, তা কোরেছে কোরেছে, তাতে বিশেষ হানি কি হোয়েছে, তার দলবল তো ঝাড়ে মূলে নিপাত হয়েছে, তাই যথেষ্ট।" বদ্‌মাস কাল্‌মাক যে পুনরায় দলবল বেঁধে উৎপাত অত্যাচার কোর্‌বে, তা পার্‌বে না, সে ভয় আর কোত্তে হবে না, তাই ইদানীং তার নামও কেউ মুখে আন্‌তো না। কারবারের স্ফূর্ত্তি হোতে লাগ্‌ল,বাণিজ্য প্রবল হোয়ে উঠলে, গিজনী সহর আবার সাবেক মত গুলজার হোয়ে দাঁড়ালো। খোজেস্তা নিরুৎকণ্ঠা হয়ে হেসে খেলে বেড়াতে লাগ্‌লেন, তাঁর শুভ পরিণয়ের উদ্‌যোগ হোতে লাগ্‌ল।

আমোদ-আহ্লাদের দিন ক্রমে নিকট হোয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, ইতিমধ্যে যুবতী হঠাৎ একদিন হাতেমকে চিন্তায় ম্রিয়মাণ দেখে মনে বড় ব্যথা পেলেন, জিজ্ঞাসা

কারেন, আজ কেন তাঁকে তত বিমর্ষ দেখ্‌ছেন। হামেত একটি বিষাদপূর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোল্‌লেন, "প্রণয়বৎসলে! আমি যে কেন ম্রিয়মান হয়ে আছি, সে কথা তোমার কাছে বলাই উচিত, তুমি একটি পথের ভিক্ষুককে বিবাহ কোরে ফেলেছো, তাই আমায় তত ম্লান দেখছো।" খোজেস্তা শুনে চমকে উঠলেন, ভাবলেন, এ আবার কি কথা! যুবতীর মনে বিস্ময় জ্ঞান যত হলো, প্রণয়ভঙ্গের ভয় তত হোলো না। হামেত বোল্‌লেন, "সুন্দরি! আমি তোমার প্রবঞ্চনার কথা বল্‌ছি না, যথার্থ ই তাই বটে, আমি বড় দুঃখী হোয়ে পোড়েছি, আমার পেট চলা ভার হয়েছে, আমার দিন কাটে না। আমার পিতার যে কিছু কার্‌কার্‌বার ছিল, এক্ষণে তা আর নাই, শেষে যে কার্‌বার আরম্ভ করেন, তাতে তাঁর লোকসান হয়, তুমিও তা জানো, ইদানীং সহরের সকল কার্‌বার একেবারে বন্ধ হোয়ে যাওয়ায় পিতার সর্ব্বস্বান্ত হয়, ঘরে যা কিঞ্চিৎ সঞ্চিত ছিল, পাষণ্ড কাল্‌ঘাত তা অপহরণ করে। উত্তরাধিকারী হোয়ে পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে দুই চারিটা রেশমের গাঁইট মাত্র আমার হস্তগত হোয়েছে, তাই মাত্র আমার সম্বল, সেই মাত্র আমার ভরসা। নগদ টাকা কিছু-মাত্র নাই, তবে তোমার টেনে লয়ে দুঃখের কাহিনী করা কত অসুখের বিষয়, তা মনে একবার ভেবে দেখো। তোমার পিতা কিছু তাদৃশ ধনী নন, তাঁর যা যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান আছে, তিনি জীবিত থাক্‌তে তুমি সে ধনের অধিকারিণী হবে না। আমাদের দুই হাত একত্র হওয়া এক্ষণের মত স্থগিত কোত্তে হোয়েছে, এ কথা মনে উদয় হোলেও জ্ঞান হয় যেন, আমার প্রাণে কেউ শূল ফুটিয়ে দিচ্ছে, আমার হৃদয় যেন ছুরি দিয়ে খণ্ড খণ্ড কোচ্ছে, এ অবস্থায় কিন্তু তাড়াতাড়ি বিবাহ করাও উন্মাদের কাজ। তবে আরও কিছু দিন এইভাবে কেটে যাক, ইত্যবসরে পরিশ্রম কোরে কোরে প্রাণ কণ্ঠাগত কোর্‌বো, তাতে যদি কিছু অর্থের সংস্থান কোত্তে পারি, সেই অর্থ লয়ে তোমায় আমায় সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত কোত্তে পারব, তবে আর পেটের দায়ে পরের উপাসনা কোত্তে হবে না। লোকে মনে করে, আমার কতই অর্থ আছে, তায় ক্ষতি কি, দরিদ্র দুর্নাম হোতে ধন পরিবাদ ভাল। সহরের লোক জানে, আমার পিতা অতুল্য অর্থ রেখে গিয়েছেন, সে অর্থ বাড়ীতে পোঁতা আছে, সে কিন্তু সর্ব্বৈব মিথ্যা, অর্থ যত আছে, পরমেশ্বরই তা জানেন। খোজেস্তা! আমি শুদ্ধ তোমার প্রণয়ধনে ধনী!" খোজেস্তা হামেতের একখানি হাত মাত্র চেপে ধরে রেখেছিলেন, মুখে তাঁর অমন কোন কথাই বোল্‌লেন না, তাঁর মন তখন তাঁর আয়ত্তের মধ্যে ছিল না, বালার অন্তরের মধ্যে তোল্‌পাড় হোচ্ছিল, তাই কণ্ঠ রোধ হোয়ে তাঁর মুখ দিয়ে কথা সোচ্ছিল না, কথা কইবার ক্ষমতাই ছিল না। অনেকক্ষণের পর একটু স্থির, একটু সুস্থ হোয়ে, কি সুন্দর একটু মধুর হাসি হেসে বোল্‌লেন, "হামেত! তোমার কি অকপট মন, তোমার সরল মনের বালাই লোয়ে মোত্তে ইচ্ছা হয়, তোমার যে কত গুণ, তা একমুখে বোলে উঠা যায় না, আমি যেটি মনে ভাবতেম, সেইটি আজ চক্ষে দেখ্‌তে পেলেম, এ বড় নিদারুণ মনস্তাপ সত্য, আমাদের চির-অভিলাষ পূর্ণ হোতে বিলম্ব হবে, তাও সত্য, কিন্তু সাধু পরিশ্রম কখনই বৃথা যাবে না, আজ হোক, কাল হোক, দুদিন পরেই হোক, অবশ্যই সফল হবে। হামেত! দুদিন দেরি হবে বোলে দুঃখিত হয়ো না, কি অদৃষ্টে বিবাহ নাই বোলে একেবারে হতচিত্ত হোয়ে পোড়ো না, আল্লা অবশ্যই একদিন আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন।" বালার মুখে ঐ সকল প্রণয়পূর্ণ স্নেহের কথা শুনে হামেত তাঁর প্রাণসমা খোজেস্তাকে আপনার অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ের উপর রেখে চেপে ধোল্লেন, বালার পিতাকে এই দুঃখের কথা অবগত কোত্তে বোলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে উঠে চোলে গেলেন, চক্ষের জল কোনক্রমেই নিবারণ কোত্তে পাল্লেন না। খোজেস্তা পিতার কাছে

যাবেন কি, হামেতের মুখে চিরসুখের বিড়ম্বনার কথা শুনে মনস্তাপে দগ্ধ হোতে লাগলেন,ঘরে গিয়ে ফুলে ফুলে, ফুকরিয়ে ফুকরিয়ে কাঁদ্‌তে লাগলেন। দিদি খোজা যে সে ঘরে ছিল,বালা তা জানতেন না, সে ব্যক্তি যুবতীকে রোদন কোত্তে দেখে চেঁচিয়ে বোল্লে, "ওরে হতভাগিনী গোলেন্দা! তোকে কি জগদীশ্বর হেসে খেলে বেড়াতে দেননি, আহ্লাদরূপ সূর্য্যের কিরণ-ছটায় তোকে কি কখন প্রফুল্লিত হোতে দেবেন না? আমার ভয় হোচ্চে, আমি বুঝি কখন তাঁর দাস হোতে পারবো না।" যুবতী মাথা তুলে দেখেন,কাফ্রিদাস দাঁড়িয়ে, দেখে হকচকিয়ে গেলেন। বালা চোমকে উঠে বোল্লেন,"দিদি!তুমি এখানে কেন?" কাফ্রি দাস ও কথার উত্তর না দিয়ে বোল্লে, "গোলেন্দা! তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? আজ তোমায় দুঃখিনীর মত অত কাতর দেখছি কেন?" যুবতী নীরব হয়ে আছেন, কাফ্রি দাস বোল্‌তে লাগলো, "আমি মনে কোরেছিলেম, এতদিনের পর সব লেঠা লেঙ্গাড় মিটে গেল, এখন তুমি আমোদআহ্লাদ কোরে বেড়াবে, আজ প্রাতে কর্ত্তা আমায় ডেকে বোল্লেন, তোমার বিবাহের আর বড় দেরি নাই, তার উদ্যোগ হোচ্চে। তবে কেন তুমি চক্ষের জলে ভেসে যোচ্চো, হামেত কি বেইমানি কোরেছে? সে তোমায় কি বোলেছে? তোমায় অত কাতর দেখছি কেন? থেকে থেকে একটা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছো, দেখে বোধ হয়, যেন বুক বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে।" যুবতী বোল্লেন, "দিদিপ্রুফাক্! সে কথা নয়,হামেত সেইরূপ সুশীল, সেইরূপ বিনয়ী, সেইরূপ সজ্জনই আছেন, পূর্ব্বে যা ছিলেন, এখনও তাই আছেন, তবে দুঃখের বিষয় এই, তাঁর এখনও বিবাহ করবার সময় হয়নি।"

কাফ্রি দাস বোল্লে,"কেন হয়নি? চুপ কোরে রোইলে যে, আমায় বুঝি গরিব দেখে কথা কইতে শ্রদ্ধা হোচ্চে না, আমি গরিব বটে, গরিবই আছি, তবু তোমার জন্যে প্রাণ দেবো, তোমায় ভাল দেখে যদি মরি, তাও ভাল, আমার মন তুমি না জানো তা নয়।"

গোলেন্দা বোল্লেন, "দিদি! তোমার বোঝবার ভুল হোয়েছে,তুমি উল্টো বুঝেছো, মনের কথা যতই গোপনীয় হোক, তোমায় তা বোলতে বাধাই বা কি, ভয়ই বা কি? সে কথার কথা নয়, হামেত পথের কাঙ্গালী হয়ে পোড়েছেন, তাঁর পিতা কিছুই রেখে যাননি, আমার নিজেরও অধিক সম্পত্তি নাই, তবে আর কি কোরে বিবাহ হোতে পারে।" দিদি বোল্লে, "তাই অত কাঁদ্‌ছো!" এই বোলে যুবতীর কানে কানে বোল্লেন, "আর তো কিছু নয়?" গোলেন্দা বোল্লেন, "না, আর কিছু নয়, এর উপর আবার কি চাই, এ কি কম মনস্তাপ, আমার প্রাণের ভিতর কি যেন হোচ্চে, প্রাণটি যেন মুচড়িয়ে ভেঙ্গে যাচ্চে, হামেত কখনই অত অর্থের মালিক হোতে পারবেন না।"

দিদি বোল্লে,"সেটা অসম্ভব বটে, কিন্তু তিনি না পারুন, তাঁর হয়ে আর কেউ অত টাকা দিতে পারবে। কত হাজার মোহর তোমার দরকার? বিশ হাজার? ত্রিশ হাজার? চল্লিশ হাজার? এই বই তো নয়, তার জন্যে আবার কান্না কেন।"

যুবতী বোল্লেন, "দিদি! হয় তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছ, নয় আমায় ঠাট্টা-তামাসা কোচ্চো, সংসারটি ত দেখতে অত বড় দরাজ, কিন্তু হাজারখান মোহর দিয়ে উপকার করে, এমন লোক তার মধ্যে কে আছে? তেমন দরদের লোক কোথায় পাবো?"

দিদি বোল্লে,"কে দেবে! আর কে দেবে, তোমার দুঃখী গোলাম দেবে, বিশ হাজার কেন, তার দুনোদুনি, তার তিন গুণও সে দিতে পারে। যাও, আর কাঁদ্‌তে হবে না, যাও, এখন চক্ষের জল মুছে ফেলো, হামেতের সঙ্গে দেখা হলে হেসে খেলে কথা কইও।" যুবতী বোল্লেন, "দিদি! সত্য সত্যই তোমার বুদ্ধির দোষ জন্মেছে, তোমার মনের গতিক বড় ভাল দেখছি না, তোমার বুদ্ধির ভ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে, এত টাকা তুমি কোথায়

পারে, মনে কর, সত্য সত্যই যেন তোমার অত টাকা আছে,আমি কেন তা নিতে যাব? তোমায় বঞ্চিত কোরে কেন আমি তা নিতে যাব।" সিদি বোল্লে, আমি কি এতকাল পথে পথে ভেসে ভেসে বেড়িইছি, আমি কি চাদের তলে বাস কোরে এত বড় মানুষ হইনি, না খেতে পোত্তে না পেয়ে রোদ্ চৌ চৌ কোরে আমায় ফিত্তে হয়েছে, আমার মনিব তো আমায় গোলাম বোলে মনে কোরে থাকেন না, তিনি আমায় সন্তানের মত স্নেহ করেন, তুমি যে তাঁর কন্যা হয়ে দিবারাত্রি ভেবে শীর্ণ হয়ে যাবে, সেটি আমি চক্ষে দেখতে পার্বো না, বিশেষতঃ যে বিষয়ের দরকার, তা যখন আমার হাতের মধ্যে আছে, তখন আর কথা কি, বিষয়টি আমার হাতে আছে সত্য, কিন্তু যথার্থ পক্ষে সেটি তোমারই বিষয়।"

খোজেস্তা বোল্লেন, "সিদি! 'সে আমারই বিষয়,' একথা কেন বোল্লে? আমার তো ধন নাই।" কাফ্রি দাস বোল্লে, "তোমার অর্থ নাই সত্য, কিন্তু আমার তো আছে, তুমিই মূলাধার হোয়ে সে অর্থ আমার হাতে তুলে দিয়েছো।" তার পর সিদি কানে কানে বোল্লে, "দেখবে তো আমার সঙ্গে এসো।" যুবতী সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেন বটে, মনে মনে কিন্তু অবাক্ হোতে হোতে চোল্লেন, কারখানাটা কি, এসকল কথার মানে কি, এই ভাবতে ভাবতে চোল্লেন। সিদি একটি নির্জ্জন ঘরে প্রবেশ কোরে, সে ঘরে প্রায় কারুরই কখন যাতায়াত ছিল না, মেজে থেকে একখানি চোরা-পাথর উঠিয়ে আঙ্গুল দিয়ে একটা সিন্দুক দেখিয়ে দিলেন, খোজেস্তা সিন্দুকের ডালা উঠিয়ে দেখেন, তার মধ্যে ঝকমক্ ঝকমক্ কোচ্চে, যেন মণি জ্বল্‌ছে, সিন্দুকটির মধ্যে সোনারূপো ঠাসা রোয়েছে। খোজেস্তা দেখে শিউরিয়ে উঠে বোল্লেন, "সিদি! তুমি এত অর্থ কোথায় পেলে, কি কোরে সংগ্রহ কোল্লে, আমার দিব্বি, আমার মাথা খাও, যদি না বল।" সিদি বোল্লে, "তুমি যেখানে চিরকালের নিমিত্ত অপমানিনী হোতে গেছিলে, সেইখানেই পেয়েছি।" খোজেস্তা বোল্লেন, "কি বোল্ছো, তুমি কি ডাকাতদের চোরা আঁধারে ঘরে এত অর্থ পোড়ে পেয়েছো?" সিদি মুস্তাক ঘাড় নেড়ে-সায় দিয়ে বোল্লেন, "তবে এ টাকার অধিকারী কে হোতে পারে? তুমি কি প্রাণটি হাতে কোরে সেখানে যাওনি? ভাল, প্রাণের কথাই যা:হোক্, প্রাণের চেয়ে যেটি আরও গৌরবের বিষয়,—তোমার ইজ্জত, কাল্মাকের হাত থেকে সহরটি বাঁচবার নিমিত্ত তুমি যে তাদের মুখে গিয়ে পোড়েছিলে, তাতে কি ইজ্জত যাবার আশঙ্কা ছিল না? অতএব এ অর্থ তোমারই, তোমার কাছে আমি এই মাত্র ভিক্ষা চাই, তুমি আমায় সঙ্গে কোরে নিও, তোমার কাছেই আমায় রেখে দিও, যতদিন বাঁচ্বো, তোমার প্রহরী হয়ে থাক্বো।"

খোজেস্তা চক্ষের জল নিবারণ কোত্তে না পেরে অশ্রুপাত কোত্তে কোত্তে বোল্লেন, "সিদি! তুমি বড় সদাশয়, তুমি বড় মহাত্মা, তুমি বড় সাধুব্যক্তি, তোমার মন মহাপুরুষের ন্যায় অবিচলিত, আমি যদি অর্থগুলি গ্রহণ না করি, তুমি মনে দুঃখ কোর্বে, তবে কথা এই, আমার তত অর্থের প্রয়োজন নাই, কতক পেলেই হবে, বাকী তোমারই রইল।"

সিদি একটু মুচ্‌কে হেসে বোল্লে, "আমি একজন দীন দুঃখী কাফ্রিদাস, তোমারই আশ্রয়ে আছি, মনের সুখে খেতে পোত্তে পাচ্ছি, আমি তত অর্থ নিয়ে কি কোর্ব, অর্থ পেয়ে যদি বেহাতা বেহদো খরচ পত্র করি, লোকের মনে সন্দেহ হবে, তারা বোলবে, এ ব্যক্তি এত টাকা কোথায় পেলে, শেষে এই ফল দাঁড়াবে, হয় ত সকলে আমার সাধু চরিত্রের উপর দোষারোপ কোর্বে, নয় ত স্পষ্টাক্ষরে চোর বোলেই ঘৃণা কোর্বে। না না, আমি একটি কাণাকড়িও ছোঁবো না, এ টাকা তোমারও হোলো, হামেদেরও হোলো। সহরের লোক বলে,হামেদের পিতা বিস্তর অর্থ বাড়ীতে পুঁতে রেখেছে, হামে-

তের কিছু নাই বোলে তাদের চোক খুলে দিতে যাবো কেন, তাদের যে দশ আছে, তাই থাক্. তবে আজ রাত্রে এই টাকা বোয়ে হামেতের বাড়ীতে দিয়ে আস্‌বো; তাঁর যখানে ইচ্ছা হয়, পুঁতে রাখবেন, তার পর লোকে যখন বলাবলি কোরবে, হামেতের গুপ্তধন গাড়া আছে; তখন তাদের সত্য কথাই বলা হবে।"

খোজেস্তার নেত্রকোণ দিয়ে আহ্লাদের ছটা নির্গত হোতে লাগ্‌ল, কৃতজ্ঞতার অশ্রু-ধারায় যুবতীর বক্ষ প্লাবিত হলো, বালা জিজ্ঞাসা কোল্লেন "দিদি! তুমি কি কোরে ডাকাতদের গুপ্তধনের সন্ধান জানতে পাল্লে?" দিদি সিন্দুকের ডালা বন্ধ কোরে, তার উপর চোরা পাথরখানি চাপিয়ে দিয়ে, বেশ কোরে ঢেকে রেখে সে ঘর থেকে চোলে অন্য একটা ঘরে এসে বোল্লে, "খোজেস্তা! তুমি তো কাল্‌মাকৃকে বেঁধে লয়ে সেখান থেকে চোলে এলে, আমি মনে কোল্লেম, ডাকাতদের চোরামাল অবশ্যই আছে, আছেই আছে, তাই একটা আলো নিয়ে তাদের এঁদো ঘরগুলি পাতি পাতি কোরে খুঁজতে লাগলেম, খুঁজতে খুঁজতে একটা চোরা দরজা দেখতে পেলেম, চাবির তাড়া তো আমার কাছেই ছিল, তা থেকে একটা চাবি নিয়ে দরজাটি খুল্লেম, খুল্‌তেই কতকগুলি ধাপ বেরিয়ে পোড়্‌লো, ঐ ধাপ বেয়ে বরাবর নেবে গিয়ে একটা আঁধারে ঘরে এসে পোড়লেম, যখন নেবে যাই, চারি দিক থেকে পচামড়ার ভাপসা গন্ধ বার হোতে লাগল, তার দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো, বমি কোত্তে কোত্তে নাড়ি ছিঁড়ে গেল, তথাচ আমি যেতে ছাড়লেম না, বরাবর চোলে গিয়ে যখন সেই অন্ধকূপের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম, তখন বোধ হলো যেন অনেক দিনের পচা মড়ার গুদমে এসে ঢুকলেম, ভ্যাপ্সো গন্ধে নাক মুখ চোক ছেঁছিয়ে যেতে লাগল। ঘরের মেজের একখানা চোরা-পাথর উঠিয়ে ফেলায় একটা সিন্দুক বেরিয়ে পোড়্‌লো, খুলে দেখি, সিন্দুকটি মোহরে আর টাকায় ঠাসা রোয়েছে, সেই সিন্দুক ঐ যা চক্ষে দেখ্‌লে। কি কোরে আন্‌লেম, সে কথা বল্‌বার আবশ্যক নাই, ফলে অনেক কষ্ট কোরে আন্‌তে হোয়েছিল। সহরে এসে পৌঁছিলে পাহারাওয়ালারা খানাতল্লাসি কোত্তে চেয়েছিল, আমি বোল্লেম, কাল রাত্রে চল্লিশজন ডাকাতের মাথা কেটে ফেলেছি, তাদের কাটা ধড় নিয়ে বাদশাহকে দেখাতে চোলেছি, এই বোলে কতকগুলি কাটা ধড় দেখিয়ে দিলেম, তাই দেখে ঝাঁকার মধ্যে কি ছিল, তারা আর অনুসন্ধান কোল্লে না, বরং খুসি হোয়ে আমায় আরও যেতে অনুমতি কোল্লে।" দিদির প্রশংসা খোজেস্তার মুখে আর ধরে না, তার গুণ গেয়ে তার যশ গেয়ে ফুরিয়ে উঠতে পারেন না, যুবতীর মুখ দিয়ে যেন সরস্বতী বর্ষণ হোতে লাগল।

বালা বোল্লেন, "দিদি! হামেতকে ডেকে নিয়ে এসো, এ শুভ-সংবাদ তাঁকে বোল্‌তেই হবে।" কাফ্রি অমনি ছুটে গিয়ে হামেতকে সঙ্গে কোরে নিয়ে এলো, হামেত জানেন না যে, তাঁর অদৃষ্ট প্রসন্ন হোয়েছে, এসে দেখেন, খোজেস্তার মুখে হাসি ধোচ্চে না, তাই দেখে হামেত অবাক্ হোয়ে গেলেন, জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আজ তাঁর মুখ দিয়ে অত হাসির ছটা কেন বেরুচ্ছে। যুবতী বোল্লেন, "হামেত! তোমার অর্থ নাই বোলে দুঃখিত হোয়েছিলে, এখন কিন্তু একজন মস্ত নামজাদা ধনী হোয়ে পোড়েছো।" হামেত বোল্লেন, "খোজেস্তা! তুমি আমার সঙ্গে রঙ্গ কোচ্চো, তোমার কথার ভাব বুঝতে পাচ্চিনে।" যুবতী বোল্লেন, "আমাদের বিবাহের প্রতিবন্ধক দেখে কোন বন্ধু অজস্র অর্থ দিতে অগ্রসর হোয়েছে।" হামেত বোল্লেন, "এমন বন্ধু কে আছে যে, অত টাকা দিয়ে উপকার করে? তেমন বন্ধু তো আমার কেহই নাই।" খোজেস্তা বল্লেন, "হামেত! ওটি তোমার ভ্রম, তোমার তেমন বন্ধু অবশ্যই কেউ আছে, সে ব্যক্তি অতি মহাত্মা, অতি সদাশয়, অতি উদারচিত্ত, তাকে তুমি এই দণ্ডেই দেখতে পাবে।" এই

বোলে সিদি মুক্কারককে ডাকলেন, সে ব্যক্তি তখন দরজার বাহিরে দাঁড়িয়েছিল, সিদি ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে, ভূমিষ্ঠবৎ হোয়ে একটি সেলাম করে দাঁড়ালো। যুবতী বোল্লেন, „হামেত। তোমার সেই বন্ধু এই।" ঐ কথা বোলে যেরূপে ওপ্তধন হস্তগত হোয়েছে, সে বৃত্তান্তগুলি যুবতী হামেতকে অবগত করালেন, হামেত শুনে আহ্লাদে ভাসতে লাগলেন, মুখে বোল্লেন, "সিদি! তুমি বড় মহাপুরুষ, তোমার বড় উদার স্বভাব, তোমার এ ধার কি কোরে পরিশোধ কোরবো।" সিদি মুক্কাক্ বোল্লে, "আমাকে আপনার কাছেই রেখে দেবেন, আর যে কদিন বাঁচবো, আপনার সেবাতেই নিযুক্ত থাকবো।" হামেত বোল্লেন, "সে কথা আর বোল্তে হবে কেন? এমন দয়ালু বন্ধু আর কোথায় পাবো, তবে থোজের কি, অভিপ্রায়, তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা যাক্, তিনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমার আপত্তি কি।" সিদি বোল্লেন, "আচ্ছা, সে কথা ভাল, যদিও আর আমাকে ক্রীতদাস বোলে জ্ঞান না কর, তথাচ কিন্তু আমি সেই অনুগত সিদিমুক্কাকুই থাক্বো, আমি সেই অনুগত হয়েই থাক্বো, দেখতে পাবেন।"

থোজে তাঁর চিরদাসের উদার চরিত্রের কথা শুনে বোল্লেন, "আজ অবধি তোমার দাসত্বের মোচন হলো, আজ অবধি তুমি আমার পরম বন্ধু এবং প্রকৃত উপকারদাতা।" থোজেস্তা বোল্লেন, "বাবা! আপনাকে যে বোলেছিলেম, অপরিচিত ব্যক্তিকে, অজ্ঞাত-কুল-শীল ব্যক্তিকে বিশ্বাস কোর্বেন না, সে কথা এখন খাটলো তো, এখন হাতে হাতে দেখতে পেলেন তো?" থোজে বোল্লেন, "হাঁ, সে কথা খেটেছে সত্য, এখন জানলেম, রূপ থাক্লেই যে গুণ থাকবে, সে কোন কাজের কথা নয়, স্তাবকের সরস-মধুর রসনার অন্তরালে দানববৎ কুটিল হৃদয় লুক্কায়িত থাকে; আবার মন, অকপট হৃদয়, সরল প্রকৃতি, কদাকার কর্কশ রূপের অভ্যন্তরে বাস দেখা যায়।" থোজেস্তার সঙ্গে হামেতের বিবাহ উপলক্ষে সহর শুদ্ধ লোক তাঁদের বাড়ীতে এসে আমোদ-প্রমোদ কোত্তে লাগলো। থোজেস্তা বীরসাহস দেখিয়ে সকলের প্রিয়পাত্রী হয়েছিলেন বোলে, তাঁর বিবাহের দিনে সকলে আশীর্ব্বাদ কোরে তাঁর মঙ্গল কোক, বোল্তে লাগলো, যুবতী যেন দীর্ঘায়ু হোয়ে সুখ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন, এই মঙ্গলবাদ কোত্তে লাগলো। হামেত মিষ্ট স্বভাবের নিমিত্ত, তাঁর পুরুষবৎ নির্ভয় প্রকৃতির নিমিত্ত সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন, তাই লোকে চিরকালই তাঁর অনুরাগ কোত্তো, এক্ষণে তাঁর বিবাহের উৎসব উপলক্ষে লোকে আনন্দে করতালি দিয়ে ঘন ঘন জয়কোলাহল কোত্তে লাগলো। কনকশশী থোজেস্তা লোকের তত প্রফুল্লচিত্ত দেখে আহ্লাদে গলে পোড়তে লাগলেন, সুশীল হামেত অকুন্ঠহস্তে দুঃখীদিগকে অন্ন-বস্ত্র দান কোরে চরিতার্থ হোতে লাগলেন। যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন ছিল, নিমন্ত্রণ কোরে পাঠালেন, তাঁরা হামেতের বাড়ীতে আগমন পূর্ব্বক ভোজন কোরে আমোদ-প্রমোদ কোত্তে লাগলেন।

বিবাহের জনরব শুনে অনেক দুঃখী, কাঙ্গালি, ফকির হামেতের বাড়ীতে হুড় হুড় কোরে ঢুকতে লাগলো, বাড়ীর ভিতর রেও রবাহুতের মস্ত ভিঁড় লেগে গেল, পেটার্থীদের আজ মাহেন্দ্রযোগ, যে যত পারে, আকণ্ঠ উদর পরিপূর্ণ কোরে ফেল্লে, অনেকেই আহারাদি কোরে বিদায় হয়ে চলে গেল, কেবল জন কয়েক ফকির মাত্র সেখানে অবস্থান কোল্লে তারা খেয়ে দেয়ে যা অবশিষ্ট ছিল, সেইগুলি চেঁচে মুছে নিয়ে ঝুলির মধ্যে পুরছিলো। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ঐখানে সে রাত্রে বাস করবার মনন কোরে পীড়ার ভাণ কোর্লে। এক্জন ফকির হঠাৎ পীড়িত হয়েছেন শুনে হামেত তৎক্ষণাৎ অন্দর-বাড়ীর একটা উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত কোরে দিলেন। থোজেস্তা লোকজনকে বোলে দিলেন, "ফকিরের প্রতি যেন যত্নের ত্রুটি না হয়।" দুজন লোক ধরাধরি কোরে ফকিরকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যেতে

হয়েছিল, করুণহৃদয় হামেতও সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। ফকির বেদনায় যেন কতই যাতনা পাচ্ছেন, সেইরূপ ভাণ কোরে ছটফট কোত্তে লাগলেন, কোঁকাতে লাগলেন, গোঙরাতে লাগলেন, এক একবার পেটে হাত দিয়ে চেপে চেপে ধোত্তে লাগলেন। হামেতের অনুমতি ক্রমে একটি বাতি জেলে রোগীর বিছানার কাছে রাখা হলো, হামেত বিনয় কোরে বোলতে লাগলেন, "ভয় কি, কাল আরোগ্য হবেন। এ তোমার আপনারই বাড়ী, যত্নের ত্রুটি হবে না। আমি যে ঘরে শুই, তোমার পাশেই সে ঘর, রাত্রির মধ্যে যদি কোন আবশ্যক হয়, দরজায় এসে ঘা মেরে জাগাবেন, আমরা কেউ তখনি উঠে আসবো।" ফকির বিড়বিড় কোত্তে লাগলেন, বোধ হোলো, যেন আশীর্ব্বাদ কোল্লেন, হামেত আপনার ঘরে শয়ন কোত্তে চোলে গেলেন। হামেতের ঘর আর ফকিরের ঘর প্রায় পাশাপাশি, কেবল মধ্যে একটা ছোট গলি-পথ মাত্র ছিল। রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ কোচ্চে, কোন দিকে সাড়া শব্দ নাই, সকলে নিদ্রিত নিস্তব্ধ, ফকির উঠে বোসলো, কান দুটি খাড়া কোরে রাখলে, তার বোধ হোলো যেন, পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্চে, শেষে ভেবে দেখলে, সেটা তার ভ্রম, কোন দিকে কোন শব্দটি মাত্র নাই। ফকির এখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে, হামেতের ঘরের দরজার কাছে গেল, হামেত অকাতরে ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁর নাক ডাকছিল, ফকির পা দিয়ে আস্তে আস্তে দরজাটা একটু ঠেলে, ভিতরের দিক দিয়ে বন্ধ ছিল না বোলে দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে পোড়লো, ফকির ফিরে গিয়ে একটা আলো আন্লে, এবার তার সাহস হয়েছে, আলো এনে দরজাটি খুলে ফেল্লে, খোল্বার সময় দরজাটা কড়াৎ কড়াৎ কোরে শব্দ কোরে উঠলো, ফকির অমনি চমকে উঠে আলোটি ঢেকে ফেল্লে, পাছে নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভেঙ্গে যায়, তাই তার মনে ভয় হোলো, ফকির আবার আপনার ঘরে ফিরে এলো, এবার সে ঘরের দরজাটি চা কোরিয়ে খুলে রেখে দিলে। রাত্রি গভীর হয়েছে, শ্মশানভূমির প্রায় সব নিস্তব্ধ, ফকির পুনরায় হামেতের ঘরে প্রবেশ কর্ব্বার চেষ্টা কোল্লে, দরজাটা আরও একটু ফাঁক কর্ব্বার আবশ্যক ছিল, কিন্তু ক্যাঁচ কোঁচ শব্দের ভয়ে পাল্লে না, এক হাতে প্রদীপ, আর এক হাতে একখানি নরহত্যা ছোরা বজ্রের মত শক্ত কোরে ধোরে আছে, হামেতের ঘরের দরজা আর একটু ফাঁক না কোল্লে তার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না, কিন্তু পাছে ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ হয়, ফকির সেই ভয় কোত্তে লাগলো। একটু থেমে, একটু ভেবে, একটু চিন্তা কোরে ছোরার অগ্রভাগটি প্রদীপের তেলে ডুবিয়ে তা থেকে দু চার ফোটা তেল দরজার কবজার গায় মাখিয়ে দিলেন, তখনও কোন দিকে সাড়াশব্দ পাচ্ছিলেন না, বরং তখন হামেতের কি খোজেস্তার নিশ্বাস পড়বার শব্দ পর্য্যন্তও শোনা যাচ্ছিল না। একণে দরজাটি নিঃসাড়ে খুলে গেল, প্রাণহন্তা ফকির ছোরাখানি উপর দিকে খাড়া কোরে ধোরে নিঃসাড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, যেমন তিনি আর এক পা বাড়াবেন, অমনি সিদিগুফাকের পায়ের নীচে পোড়ে প্রাণত্যাগ কোল্লেন। সিদ্দিগুফাক একখানি প্রকাণ্ড বোগদা নামক ছোরা পেটে বোসিয়ে দিতেই ফকির ধড়াস কোরে তার পায়ের নীচে পোড়ে প্রাণত্যাগ কোল্লে, সিদিগুফাক অমনি বোলে উঠলো, "রে নরাধম! রে পাষণ্ড! আমার প্রভু যে তোর প্রতি তত স্নেহ, তত যত্ন কোল্লেন, তার কি এই ফল, তার কি এই পুরস্কার, তাঁরে তুই খুন কোত্তে এসেছিস? হা! কি তামাসা! হা! কি তামাসা! প্রভু উঠুন। ঘরের ভিতর কি তামাসা, দেখুন এসে!!"

হামেতের ঘুম ভেঙ্গে গেল, তত নিশীথ রাত্রে সিদিগুফাকের কণ্ঠস্বর শুনে ভয়ে হড়্‌বড়িয়ে গেলেন, ঘরে আলো জ্বলছিলো, তাড়াতাড়ি উঠে সেই আলোটি হাতে কোরে এনে দেখেন, কাফির মূর্ত্তি ফকিরের উপর দাঁড়িয়ে আছে, ঘরের মেঝে রক্তের তরঙ্গ

খেল্‌ছে, ফকির সেই তরঙ্গের উপর ভাস্‌ছে ! ! !

হামেত চম্‌কে উঠে বোল্‌লেন, "দিদি ! কি কোরেছো ! তুমি তো পুণ্যাত্মা ফকিরকে খুন করোনি ?" সিদ্দিকুকাক অঙ্গুলি দ্বারা ফকিরের ছোরাখানি দেখিয়ে দিয়ে বোল্লে, "তুমি যেরূপ স্নেহ কোরে ওকে এখানে স্থান দিয়েছিলে, তারই ফল যা হোতো, তা ঐ চক্ষে দেখ, অদৃষ্টের বড় জোর, তাই ঐ মহাপাতকীর পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেয়েছিলেম, সে ব্যক্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে যেমন আর এক পা বাড়িয়ে তোমার বিছানার কাছে যেমন যাবে, অমনি ছোরা মেরে এফোঁড় ওফোঁড় কোরে দিয়েছি, তাই যা এক্ষণে চক্ষে দেখতে পাচ্ছেন ?"

গোলমাল শুনে খোজেস্তাও উঠে এলেন, বাড়ীশুদ্ধ জেগে উঠে গোলমাল কোত্তে লাগলো। কাফ্রি দাস মৃত ফকিরের কোমর থেকে আর একখানি ছোরা বার কোল্লে, সেই ছোরাখানি দেখে দিদির মনের সংশয় মিটে গেল, তখন তার মনে স্থিরজ্ঞান হলো, এ ব্যক্তি নিশ্চয় খুন কোত্তে এসেছিল, একখানা ছোরা দ্বারা যদি কার্য্যসিদ্ধি না হোতো, কি সেখানা যদি তার হাত থেকে মুচ্‌ড়িয়ে কেড়েই নিতো, তাই বোধ হয় দুখানি ছোরা সঙ্গে কোরে এনেছিল। খোজেস্তা বাতির আলোতে মৃত ফকিরের চেহারা ঠাউরে ঠাউরে দেখলেন, দেখেই শিউরে উঠে চীৎকার কোরে বোল্লেন, "হা আল্লা ! এ যে আমাদের সেই কালশত্রু কাল্‌মাক ডাকাত !" হামেত আর দিদি ঐ কথা শুনে স্তব্ধপ্রায় হোয়ে নিকটে এসে ঠাউরে ঠাউরে দেখে বোল্লেন, "হাঁ ! যথার্থই ত কাল্‌মাক ডাকাত !" হামেত আর খোজেস্তা তাঁদের চিরবিশ্বাসী কাফ্রি দাসকে বিস্তার প্রশংসা কোত্তে লাগ্‌লেন, বোল্‌লেন, "সে ব্যক্তি ছিল বোলে তাই এ যাত্রা রক্ষা পেলেম, তার অব্যর্থ সন্ধানের, তার সতর্কতার যে কত গুণ, তা মুখে বোলে উঠা যায় না।"

কাল্‌মাক যে কেন আপনার দুরভিসন্ধি সফল কোরে তুল্‌তে পাল্লেন না, সে কথা প্রকাশ কোরে বলা আবশ্যক। হামেত ফকিরকে বোল্লেন, তাঁর ঘরের পশ্চাতেই তাঁর (হামেতের) ঘর, সেই ঘরে তিনি (হামেত) শয়ন করেন, তাঁর (ফকিরের) কোন প্রয়োজন হোলে দরজায় আঘাত কোর্‌বেন, তার ভাবার্থ এই—সিদ্দিকুকাক উঠে ঐ ফকিরের তত্ত্বাবধান কোর্‌বে। তাই ফকিরবেশধারী কাল্‌মাক মনে কোল্লে, তবে আর চিন্তা কি, তার লক্ষিত ব্যক্তি যে ঘরে থাকে, তা তো তিনি জানতেই পাল্লেন, কাল্‌মাক স্বপ্নেও জান্‌তেন না যে, যে দরজায় করাঘাত কর্‌বার কথা বলা হয়, সে ঘর সিদ্দিকুকাকের, তার পাশে যে ঘর, সেই ঘর হামেতের। কাল্‌মাক যে নিশ্বাসের শব্দ শুন্‌তে পেয়েছিলেন, সে কাফ্রি দাসেরই নাসিকা-গর্জ্জন। সিদ্দিকুকাক তত অকাতর হোয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল না, তাই দরজায় ক্যাঁচকোঁচ শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোক মেলে চেয়ে দেখে, প্রদীপের ছটা গিয়ে তার ঘরে পোড়েছে, ঐ আলো দেখে নিঃসাড়ে উঠে বোস্‌লো, যোগদানামক কালান্তকপ্রায় প্রকাণ্ড ছোরা একখানি হাতে কোরে কপাটের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো, দাঁড়াতেই তার বোধ হোলো, কেহ যেন অতি সতর্ক হোয়ে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছে, বিষয়টা জান্‌বার নিমিত্ত কাফ্রি দাস কপাটের কবজার উপর কান পেতে রইলো, সেই সময় কাল্‌মাক ঐ কবজার উপর ফোঁটা ফোঁটা কোরে তেল ঢেলে দিচ্ছিলো, সিদ্দিকুকাক প্রদীপের আলোয় দেখলেন, কাল্‌মাকের হস্তে একখানি ছোরা, ছোরাখানি ঝক্ ঝক্ কোচ্ছে, তাই দেখে অনধিকার-প্রবেশকের অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পাল্লে, তখন সিদি নিজের যোগদাখানি খুব কোসে বজ্রের মতন শক্ত কোরে ধোরে দাঁড়িয়ে রইলো, কাল্‌মাক একটি পা ঘরের ভিতর দিয়ে আর একটি পা যেমন বাড়াবে, কাফ্রিদাস অমনি পেটে ছোরা মেরে এফোঁড় ওফোঁড় কোল্লে, কাল্‌মাক

তখনি নিঃশব্দে ভূমিসাৎ হোলো, আর তাকে উঠতে হোলো না।

কাল্‌মাকের বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল, তিনি অতি শঠও ছিলেন, যে কোন বিষয় হোক্, অনায়াসেই তার মর্ম্ম গ্রহণ কোত্তেন। কাকে ন্যায়, কাকে অন্যায় বলে, সেই বিষয়ে তাঁর ভ্রম হওয়ায়, কাল্‌মাক মনে কোল্লেন, তিনি নিজে যখন জ্যেষ্ঠ সহোদরদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত, উৎপাতগ্রস্ত হোয়েছেন, তখন অন্যের প্রতি তিনি উৎপাত অত্যাচার না কোর্‌বেনই বা কেন? তাদের প্রাণেই বা না মেরে ফেল্‌বেন কেন?

পরম শত্রু কাল্‌মাকের মৃত্যু হোয়েছে, এই অবধারিত সংবাদ দেশময় জনরব হওয়ায় গিজনিবাসীরা আহ্লাদে ভাস্‌তে লাগলো, যে কাঁসীকাষ্ঠ কাল্‌মাকের জন্য পূর্ব্বে প্রস্তুত হোয়ে থাকে, সেই কাঁসীকাষ্ঠে কালমাকের মৃতদেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। কাল্‌মাক পালিয়ে প্রস্থান করা অবধি খোজের মনে একদিনের নিমিত্তেও সুখ ছিল না, পতিপ্রাণা খোজেস্তা তাঁর প্রিয় স্বামী হামেদকে লোয়ে নির্ব্বিঘ্নে সুখে কালযাপন কোত্তে লাগলেন।

তাতার বংশজাত তাইমুর নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তিন পুত্র, কাল্‌মাক্ সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনেক অর্থ ছিল, কাশ্মীর রাজ্যের মধ্যে তাঁর অগাধ বিষয়-বৈভবও ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র কাল্‌মাককে অতি-শয় স্নেহ কোত্তেন, সেই তাঁর প্রিয় পুত্র ছিল। কাল্‌মাক যখন যে আবদার কোত্তেন, তাইমুর তখনি তা পূর্ণ কোত্তেন, তাই দেখে জ্যেষ্ঠ সহোদরদ্বয়ের মনে ঈর্ষা জন্মিল, তাদের চোক্ টাটালো, তাঁরা প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, যাতে কাল্‌মাক ছারে খারে যায়, যাতে সে নিপাত হয়, তার উপায় তাঁরা কোর্‌বেনই কোরবেন। তুর্কি দেশের একটি পরমা-সুন্দরী স্ত্রী তাঁদের পিতার উপপত্নী ছিল, ঐ স্ত্রীলোকটিকে মধ্যবর্ত্তিনী কোরে জ্যেষ্ঠ সহোদরেরা মনোগত দুরভিসন্ধি সুসিদ্ধ করেন। সহোদরেরা স্ত্রীলোকটিকে ডেকে বোল্লেন, তিনি যদি তাঁদের দুষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ কোরে তুল্‌তে পারেন, তা হলে বিস্তর অর্থ দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট কোর্‌বেন। স্ত্রীলোকটি অতি শঠ, অতি ধূর্ত্ত ছিলেন, কোন কুকথা রটিয়ে দিয়ে কাল্‌মাকের পিতা তাইমুরের কান বিষাক্ত কোরে দিলেন। তাইমুর্ দুই জ্যেষ্ঠ পুত্রের দুরবগাহ চক্রে জড়িয়ে পোড়ে কাল্‌মাককে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দূর কোরে দিলেন। অল্প দিন পরেই পিতার পরলোক-প্রাপ্তি হওয়ায় তাঁর সমস্ত বৈভব দুই সহো-দর আপনাদের মধ্যে ভাগ বাঁটওয়ারা কোরে নিলেন। কাল্‌মাক বাল্যকাল হোতে সুখ-সম্পদে থেকে ভোগরাগে লালিত হোয়ে এসেছেন, যখন যে বাসনা হোয়েছে, মনের সাধে তা পূর্ণ কোরেছেন, এক্ষণে কষ্ট কোরে দিনপাত করা তাঁর পক্ষে অসহ্য হোয়ে উঠলো। সহোদরদের উপর কালক্রোধ জন্মিল, মনে কোল্লেন, এ সংসার শুদ্ধ ছলনার চক্র, এ সংসারের অন্ত পাওয়া ভার, বঞ্চনা, প্রতারণা আদি না না মায়া এ সংসারের অন্তর্বাহিনী নদী, যাদের ক্রূর মন, যাঁরা খলতা শঠতা প্রভৃতি না না দুরভিসন্ধির জাল বিস্তার কোত্তে পারেন, এ সংসারে তাঁদেরই চৌচাপটে জিত। তাই মনুষ্য নামে কাল্-মাকের কালক্রোধ জন্মিল। একদল দুঃসা-হসী ডাকাত, যাদের প্রাণে ভয় নাই, তাদের সঙ্গে কাল্‌মাক মিশে গেলেন, কিছু দিন পরেই তিনি সেই দলের সরদার হোয়ে দাঁড়ালেন। কাশ্মীর সহরে বিস্তর থানা, বিস্তর ফাঁড়ি, বিস্তর কোতোয়ালি ছিল, কর্ত্তৃপক্ষেরাও অতি সতর্ক হোয়ে চোল্‌তেন, তাই বদ্‌মাসেরা সেখানে নিরুদ্বেগে উৎপাত অত্যাচার কোত্তে পারে না। কতকগুলি ডাকাত ধরা পোড়ে ফাঁসি হলো, কাল্‌মাক ধরা পোড়তে পোড়তে বেঁচে গিছিলেন, নচেৎ তাঁর অদৃষ্টেও সেই দশা ঘটতো। এক্ষণে কাল্‌মাকের দলের মধ্যে কেবল চব্বিশটি মাত্র প্রাণী অবশিষ্ট ছিল, কাশ্মীরে পুলিশের বড় আঁটা আঁটি, বড় কড়াকড়ি, তাই দেখে কাল্‌মাক, (এখন তিনি দলের সরদার) মনে মনে স্থির কোল্লেন,

এবার একটা নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশ কোর্‌বেন। তাঁর দলের একটি লোক অনেক দিন গিজনির নিকটে বাস কোরেছিল, সে ব্যক্ত কোল্লে, তবে কাবুলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ, তাই সেই অর্দ্ধ-মসিদের অতল অন্ধকারময় গহ্বরে আশ্রয় নিলেন। সেই অন্ধপাতালপুরে অবস্থান কোরে তথাকার কাঁড়ি, থানা, কোতোয়ালি প্রভৃতির অবস্থা কিরূপ, সেখানকার লোকের অর্থের সৌষ্ঠবই বা কিরূপ, সেই সকল সন্ধান অবগত হবার জন্য সহরে চর পাঠাতে লাগলেন। গূঢ় পুরুষদের মুখে তথ্য অবগত হোয়ে কালমাক বিবেচনা কোল্লেন, গিজনিতে অর্থের যেরূপ সুপ্রতুল থানা কাঁড়ির যেরূপ গাফিলি, তাতে কোরে তাঁর সকল আশাই পূর্ণ হবার সম্ভাবনা, পুলিশের কোন হাঙ্গাম নেই বোল্‌লেই হয়, সহররক্ষকেরা যেরূপ অসতর্ক, তাতে কোরে ধরা পড়্‌বার প্রায় আশঙ্কা মাত্র নাই। এ সময়ে গিজনি সহরে বাণিজ্য প্রভৃতি কার্‌কারবারের ভারি সমারোহ চোলেছিল, কাশ্মীর প্রভৃতি নানা দেশ থেকে হীরামুক্তাদি রেশমের আমদানি হোয়ে স্তূপাকার হতো। ডাকাতেরা পথের মধ্যে রাহাজানি কোরে সেই সকল বাণিজ্য-দ্রব্য লুটে নিতে আরম্ভ কোল্লে, ইদানীং ভয়ে দেশবিদেশের মহাজনেরা বহুমূল্যের জিনিস-পত্র পাঠাতে ক্ষান্ত হলো, তাই দেখে কাল্‌মাক অসমসাহসী কোরে গিজনিবাসী মহাজনদিগের সঞ্চিত অর্থ অপহরণ কর্‌বার পরামর্শ স্থির কোল্লেন। যাঁরা তাঁর পত্রের অগৌরব কোরে লিখিত দাবীর টাকা দিতে অস্বীকার কোল্লেন, নিরবচ্ছিন্ন তাঁরাই কেবল প্রাণে মারা পোড়তে লাগ্‌লেন, কাল্‌মাকের হাত থেকে একটি প্রাণীরও পরিত্রাণ ছিল না। কিছু দিন এই ভাবে কেটে গেলে, সহরে আরও কত ধনী লোক আছে, সেই সন্ধান জানবার নিতান্ত আবশ্যক হলো, নচেৎ যার তার উপর লক্ষ্য কোল্লে কি ফল হবে, বেছে বেছে ধনী লোককে ভয় না দেখালে আর কে সেই সর্ব্ব-গ্রাহী দাবীর টাকা দিয়ে তাদের পরিতৃপ্ত কোর্‌বে; সেই সকল সন্ধান জান্‌বার নিমিত্ত কাল্‌মাক স্বয়ং সহরে গমন কোর্‌লেন। এই কথা স্থির হলো, কাল্‌মাক যেরূপ বিনয়ী, সভ্য-ভব্য, তাতে কোরে তাঁর মনে ধ্রুব জ্ঞান ছিল, তিনি অনায়াসেই বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কোত্তে পার্‌বেন। তাঁর অনুগত লোকেরা নানা বেশ ধোরে সহরের ভিতর সর্ব্বদা যাতায়াত কোত্তো, তারাই রটিয়ে দিলে কাশ্মীরের একটি মহাজন বিস্তর বাণিজ্যদ্রব্য নিয়ে গিজনিসহরে আগমন কোচ্ছেন। শেষে কাল্‌মাক যথাসময়ে সহরের ভিতর প্রবেশ কোরে হাহাকার শব্দে রোদন কোত্তে লাগলেন, সহর শুদ্ধ লোককে জানালেন, তাঁরা বহুকাল হোতে যার আগমনের প্রত্যাশা কোচ্ছিলেন, তিনিই সেই মহাজন, পথিমধ্যে কাল্‌মাক ডাকাত দলবল শুদ্ধ পোড়ে তাঁর সমুদায় জিনিস-পত্র লুটে নিয়েছে, কাণাকড়িটি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কোরে যায়নি, তিনি অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোরেছেন। তার পর কাল্‌মাক্‌ প্রতিপন্ন হোয়ে খোজের গৃহে যেরূপে বাস করেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। কাল্‌মাক্‌ ছদ্মবেশের অবস্থায় যদি খোজেস্তার মধুরমূর্ত্তি দর্শন না কোত্তেন, তবে আরও কিছুকাল ডাকাতি বাটপাড়ি কোরে মেরে কেটে বেড়াতেন। স্বর্ণশশী খোজেস্তার প্রতি নেত্রপাত কোরে কাল্‌মাক্‌ মনে মনে স্থির কোল্লেন, যে গতিকেই হোক্‌, যুবতীকে বিবাহ কোর্বেন। তিনি এ পর্য্যন্ত যখন যে অভিলাষ কোরেছেন, তাই পূর্ণ হোয়ে এসেছে, বিঘ্ন কাকে বলে, তা জান্‌তেন না। খোজেস্তা তাঁর প্রণয়িনী হোলে অসৎ সংসর্গ, অসৎচরিত্র, পরিত্যাগ কোরে প্রশান্ত ভদ্রলোক হোয়ে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কোত্তেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন, যুবতী হামেদের অনুরাগিণী, তিনি যখন দেখলেন, তাঁর উপাসনা নিষ্ফল হলো, তখন ক্রোধে কাল-অগ্নির ন্যায় হলেন, প্রতিহিংসা-অনলে তাঁর অন্তর দগ্ধ হোতে লাগলো, তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, যে কোন উপায়ে হোক্‌, হামেদকে

আর খোজেস্তাকে আপনার হাতের মধ্যে নিয়ে আস্‌বেন। যুবতী যদি সেধে ইচ্ছা কোরে তাঁর বাহুলতার আশ্রয় গ্রহণ না করেন, তবে হামেতকে বলিদান দিবেন। সে সকল কৌশল যেরূপে বৃথা হয়ে গেল, সে বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

"মরে নারী উড়ে ছাই, তবু তারে
বিশ্বাস নাই।"

আরঙ্গজেব গল্পটি শ্রবণ কোরে, হামেতের বীরপ্রণয়িনী খোজেস্তার অতিশয় প্রশংসা কোত্তে লাগলেন, রাজপ্রসাদস্বরূপ একছড়া উজ্জ্বল মুক্তাহার হামেতকে প্রদান কোল্লেন, তদ্ভিন্ন মুখে বোলে দিলেন, "হামেত যত দিন আগ্রাতে বাস কোরবেন, তাঁর প্রতি যেন বিশেষ যত্ন, বিশেষ গৌরব করা হয়।" আমি কিন্তু এক প্রকার আশাপ্রত্যাশায় বঞ্চিত হোলেম, রাজপুত্রের পক্ষ হয়ে যে সকল বীরকার্য্য কোরেছি, তার মতন আমার কোন গৌরবের পদ হোলো না, বরং অপমানিতই হোলেম, সে অপমান সহ্য হবার নয়। একটি পদের নিমিত্ত প্রার্থনা করায় রাজপুত্র "পাবে না" বোলে মুখের উপর ভুরুক্ষ জবাব দিয়ে দিলেন, শুধু তা নয়, আমি দেখ্‌লাম, কুমার অল্প স্বল্প সৈন্যের অধিনায়ক কোরে কেবল খাজনার সঙ্গে, কি বড় বড় মান্য লোকের সঙ্গে আমায় রক্ষক কোরে পাঠাতে লাগলেন, তাতে কোরে স্পষ্টই বোধ হলো, আরঙ্গজেবের ইচ্ছা ছিল না, আমি তাঁর নিকটে থাকি। আরঙ্গজেব মুখে আমার বিস্তর গৌরব কোত্তেন, বোধ হয়, সেই প্রশংসার কথা শুনে, হয় সুলতান মহম্মদের, নয় সুলতান মাজমের মনে দ্বেষ জন্মে, তাঁদের মধ্যে অবশ্য কেউই আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন, তাই আমায় পশ্চাতে পোড়ে থাকতে হয়েছে। যাতে এই অপমান থেকে পরিত্রাণ পাই, তারই একটা উপায় স্থির কোল্লেম। একদিন আম্‌দরবারে স্বয়ং আরঙ্গজেবের সম্মুখে আমার তলওয়ারখানি খোরে দিলেম, খোরে দিয়ে বোল্‌লেম, "জোনাবলী! সম্প্রতি যে সকল লড়াই হয়ে গিয়েছে, সে সকল লড়ায়ে এ তলওয়ার নিকর্ম্মা হোয়ে বোসে ছিল না, হুজুর নিঃসন্দেহ মনে কোরেছেন, এ তলওয়ার অনেক খেটেছে, খাটতে খাটতে ভোঁতা হয়ে পোড়েছে, তার সাবেক মত তীক্ষ্ণ তেজ নাই, তাই একণে নিকর্ম্মা হোয়ে পোড়েছে। আমি সহমানে তলওয়ারখানি পরিত্যাগ কোল্লেম, যে পদের গৌরবে তলওয়ারখানি আমার ভূষণ হোয়েছিল, সে পদও আমি সহমানে পরিত্যাগ কোল্লেম।"

আরঙ্গজেব আমার অশ্রুতপূর্ব্ব সহসা প্রশ্রয় দেখে কালান্তক যমের ন্যায় কট্‌মট্‌ কোরে চাইলেন, চেয়ে বোল্লেন "যুবা! তোমার বড় সাহস! তোমার বড় অহঙ্কার! কিন্তু খবরদার! আমি দেখবো, তুমি কি কোরে আমার শত্রুর দলে প্রবেশ কর।" এই বোলে হস্ত আন্দোলিত কোল্লেন, তাই দেখে আমি অমনি সেখান থেকে চোলে এলেম, চোলে আস্‌বার সময় সুল্‌তান মাজমের সঙ্গে চোকাচোকি হওয়াতে দেখলেম, তিনি একটু সগর্ব্বে হেসে আমার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ কোল্লেন। মাজম্‌ প্রফুল্লচিত্ত হোয়ে আমার এস্তফা দেওয়া দাঁড়িয়ে দেখতেছিলেন। আমি একণে বেকার হোলেম, আবার দুদিন পরেই আহারাভাবে পেটের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ কোত্তে হবে। সলিমানকে যখন বোল্লেম, "আমি এস্তফা দিয়েছি," ঐ কথা শুনে সলিমানের চেহারা যেন শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেল, তার তৎকালীনের মূর্ত্তিটি চিরকাল মনে থাক্‌বে, ভুল্‌তে কখনই পার্‌বো না। সলিমান কেন তত গর্ভান্তিক দুঃখিত হলো? না সে ব্যক্তি নিজে কষ্ট পাবে বোলে? সে কথা আমি এখন বোল্‌তে পারিনে। আমার মুখে এপ্রকার কথা শুনেই সলিমান তড়াক্‌ কোরে লাফিয়ে উঠে বোল্লে, "হায় রে! আমি

বদ্‌বক্ত সলিমান! হায়রে! আমি কম্‌বক্ত গোলাম।" এ ভিন্ন সলিমান আরও কত আর্ত্তনাদ, আরও কত দুঃখের বিলাপ কোত্তে লাগল, তার রকম সকম দেখে আমি বিরক্ত হয়ে গেলেম। নুচার পরামাণিকও শুনে অতিশয় বিষণ্ণ, অতিশয় ম্লান হলো, সে কিন্তু বাঙ্‌নিষ্পত্তি কোল্লে না। সন্ধ্যা হোতে না হোতে আমার চৈতন্য হলো, তখন অনুতাপ কোরে হায় হায় কোত্তে লাগলেম, ব্যস্ত হয়ে কি কুকাজই কোরেছি, তখন মনে মনে এই দুঃখ হোতে লাগলো। ইয়াস্‌মিনের মাতা কোথায় আছেন, তাঁরি সন্ধান কোত্তে বেরু-লেম। অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম, তারা আমার সম্পদের সময় আমায় বন্ধু বোলে সম্বোধন কোত্তো, কিন্তু এক্ষণে ভালমুখে আলাপও কোল্লে না, ভালমুখে ডেকে জিজ্ঞাসাও কোল্লে না। তা না কোল্লে, নাইই কোল্লে, একজন মোল্লার সঙ্গে আমার আন্তরিক সদ্ভাব ছিল, কতক বয়সের গৌরবে, কতক পবিত্র পদের গৌরবে ঐ মোল্লা-উপ-দেশচ্ছলে আমায় বিস্তর ভর্ৎসনা কোত্তে লাগলেন, বোল্লেন, "যখন চাকুরী আমার একমাত্র অবলম্বন, তখন এস্তফা দেওয়া অতি মূর্খের মতন কাজ হোয়েছে। মহাজনেরা, বেণেরা, সাহুরা আমায় টাকা কর্জ্জ দিতে অস্বীকার কোল্লে, দেবো না বোলে মুখের উপর স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিলে। এবার পোষাক দালালের হাত দিয়ে বিক্রী কোত্তে দিলেম, দালালেরা যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের ন্যায় কিছু এনে দিলে, সে এত অল্প যে, কিছু না দিবারই মধ্যে। আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী চোলেছি, পথে নুচার পরামাণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, পরামাণিক বোল্লে, "আরজ জেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মামুদের লোক আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, রাজপুত্র আজ আপ-তাপ বাগিচায় যাবেন, তাই সঙ্গে যাবার নিমিত্ত আপনাকে ডেকেছেন।" এই কথার পর নুচার বোল্লে, "হুজুর, হয় ত অদৃষ্ট খুলেই যায় বা।" আমি শুনে বড় উৎকণ্ঠিত হোলেম, যেখান থেকে ডাকবার কোন সম্ভাবনা নাই, সেখান থেকে কেন ডাকতে এলো? এ আহ্বানের অভিপ্রায় কি? সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় আমি সেই বাগানে গিয়ে পৌঁছিলেম। পৌঁছিয়ে যেমন সদর দরজা পার হয়ে বাগানের ভিতর প্রবেশ কোরেছি, এমন সময় আমার সুমুখ দিয়ে একটি স্ত্রীলোক হন্ হন্ কোরে দৌড়িয়ে চোলে গেল, আমি কিন্তু মূর্ত্তিখানি দেখে তারে চিনতে পাল্লেম। সে স্ত্রীলোকটি নারীঘাতিনী নূরমহল। আমি যেমন ফিরে তাকে ধোর্ত্তে যাবো, সে অমনি একটা ঘুঁড়ি গলির মধ্যে প্রবেশ কোল্লে। গেটের দুপাশে বিস্তর গাছ, বিস্তর ঝোপ ছিল, তারি ভিতর দিয়ে কোথায় লুকুলো, দেখতে পেলেম না। নূরমহল রাজপুত্রের বাগানে কেন এসেছে, আমার ধরবার নিমিত্ত কি জাল পাতা হয়েছে? না দৈবাৎ সে ব্যক্তিও এসে পোড়েছে, আমিও এসে পোড়েছি? দেখলেম, রাজপুত্র শ্বেতকান্তির ফোয়ারার কাছে চৌকে টোলে আলবোলা টানছেন, দুটি বালক পশ্চাৎ থেকে চামর আন্দোলন কোরে মশা মাছি তাড়াচ্ছে। চামরগুলির হাতল হাতীর দাঁত দিয়ে বাঁধান, দুজন লোক প্রকাণ্ড দুখানি পাখা লোয়ে সম্মুখে বাতাস কোচ্চে, পাখাগুলিতে মধ্যে মধ্যে গোলাবজল ছিটিয়ে দেওয়া হোচ্ছিল, তাতে কোরে স্থানটি সুস্নিগ্ধ সৌরভ-আমো-দিত হয়েছিল। সুলতান মামুদ আমায় ইশারা কোরে বোসতে বোল্লেন। আমি বস-লেম, রাজপুত্র একমনে আলবোলা টানতে লাগলেন, টানতে টানতে সন্ধ্যা হলো লোকজনকে বিদায় কোরে দিয়ে আমায় একটি বিরল ঘরে নিয়ে গেলেন, ঘরটি তাঁবুর দক্ষিণ পার্শ্বে। রাজপুত্র বোল্লেন, "সাদক! তোমার প্রতি ভালরূপ বিবেচনা হয়নি, আমার পিতা তোমার গুণের গৌরব কোল্লেন না, তুমি তাঁর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়েছ।" আমি বোল্লেম, "তা হয়েছি সত্য।" রাজপুত্র বোল্লেন, 'সেটা তুমি বিচিত্র মনে কোরো না, পিতা আমাকেও অবিশ্বাস কোরেছেন, আমীর জেমলাকে প্রধান সেনা-

শক্তি কোরে, আমায় তাঁর অধীন দ্বিতীয় সেনাপতি কোরেছেন, আমি যে তাঁর কত উপকার কোরেছি, তাঁর মুখ চেয়ে কত যে পরিশ্রম কোরেছি, বল তু তাঁর জন্যে শরীরটি এক প্রকার পতনই কোরেছি, এক্ষণে সেগুলি তিনি বিস্মৃত হোয়েছেন। সাদক! এত বেই-মানি কি বরদাস্ত হয়? উপকারে অপকার, এত বেইমানি কার প্রাণে সহ্য হয়, তোমারও আমার মতে মত দেখতে পাচ্ছি, আমিও যা ভাবচি, তুমিও তা ভাবছো, প্রতিফল দেবার অভিলাষ তোমার মনেও জাগছে, আমারও মনে জাগছে।"

আমি বোল্লেম "আজ্ঞা না, আমার সে অভিলাষ নাই।"

"ছোঃ! আমার সঙ্গে ভণ্ডামি কোরো না, সত্য কথা বোলো, আমার পিতা তোমার সঙ্গে বেইমানি কোরেছেন, তার প্রতিফল দিয়ে তাঁরে যে শিক্ষা দাও, এ ইচ্ছা তোমার মনে বেশ আছে, আমি যে তা দেখতে পাচ্ছি।'

"আজ্ঞা, আমি যে পূর্ব্বে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা কোরেছি, তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কোরবো না।"

"আমিও তোমায় ধোক্তে বলি না, কিন্তু সাদক! যখন আমার শ্রদ্ধাস্পদ, আমার গৌরবাস্পদ পিতামহ শাহাজাহান জীবিত আছেন, তখন রাজসিংহাসনের উপর আমার পিতার কি স্বত্ব, কি অধিকার আছে, এখন নাকি পিতামহ বন্দী হোয়ে আছেন, তাই মানিয়ে যাচ্ছে, তাই কোন কথা কেউই বোল্ছে না, তিনি যদি অব্যাহতি পান, তবে অন্যূন দশ হাজার লোক তাঁকে তৎক্ষণাৎ বাদশাহ কোরে সিংহাসনে বসাতে প্রস্তুত হবে। উচিত কাজ কোর্‌লে কি অন্যায় বিচার করা হয়? তা তো হয় না। তবে তুমি ভয় কোচ্চো কেন?" আমি বোল্লেম, "শাজাহান আমার মাথার মণি, পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেম যত দিন বাঁচবো, তাঁরই অনুগত হোয়ে থাকবো, ইদানীং রোগে রোগে সম্রাটের শরীর জরা হওয়ায় আপনার খুল্লতাত দারার বাধ্য হোয়ে পোড়লেন, তাই তাঁর সঙ্গ আমায় ত্যাগ কত্তে হলো। দারার অধীন হোয়ে থাক্‌লে আমায় একদিন প্রাণে বেঁচে থাকতে হোতো না।" সুলতান মামুদ বোল্লেন, "আমার পিতা যত মনে কোরেছেন, তাঁর সিংহাসন তত নিষ্কণ্টক হবে না, দিন কয়েক মাত্র আমাদের প্রাণপণে পরিশ্রম কোত্তে হবে। আরঙ্গজেব আমার পিতা বটেন, কিন্তু আমার মস্তক ছেদন কোত্তে তাঁর একটুও দুঃখ হয় না। দুর্ভাগা দারার মস্তকটি অনায়াসে ছিন্ন কোল্লেন, তাতে তাঁর একটুও মায়া হলো না।" আমি বোল্লেম, "তবে তো আমাদের আরও সতর্ক হওয়া আবশ্যক।"

রাজকুমার বোল্লেন, "তা সত্য, আমাদের খুব সতর্ক হওয়াই আবশ্যক। যে সকল লোক অতি সামান্য, জিজ্ঞাসার যোগ্য, কি আলাপ করবার যোগ্য নয়, সেই সকল লোক লয়েই কাজ কোত্তে হবে, কেবল সতর্ক হবার নিমিত্তই এই পরামর্শ অনুসারে চোল্‌তে হয়েছে।"

"হুজুর! কোন্ প্রকার লোক নিযুক্ত কোত্তে মনন কোরেছেন?" সুলতান মামুদ বোল্লেন, "একটি স্ত্রীলোক আছে, সে বড় চতুরা, তার নাম জীবা, সে একজন তাম্বুকাওয়ালি।" আমি অমনি চমকে উঠে বোল্লেন, "আমি এই বাগানে আসবার সময় তাকে দেখেছি বোধ হয়।"

রাজপুত্র বোল্লেন, "তা হতে পারে, সে তখন আমার এইখানেই ছিল।" আমি বোল্লেম, "হুজুর কি তাকে জানেন? সে ব্যক্তিটী কে?"

সুলতান মামুদ বোল্লেন, "না, আমি তাকে চিনি না, শুনেছি, সে একজন উত্তম গাইয়ে, তার খুব ফেরেববাজি এসে, সে দমবাজির ফেরেববাজির তাঁর পেক্তে একটি সাম্রাজ্য সাহায্য কোত্তে পারে। যে জন্যেই হোক্, আমার পিতার প্রতি তার বড় বিদ্বেষ।"

আমি বোল্লেম, "সে ব্যক্তি আমারও

পঞ্চম শত্রু, সে আমায় অনায়াসে ধরিয়ে দিতে পারে, একবার ধর্ম্মের দিকে চাইবে না, আমার প্রতি তার এত কাল ঘৃণা।" এই কথা বোলে সে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যেরূপে আমার আলাপ হয়, আলাপ কোরে যে ফলও হয়, সে সমুদায় রাজকুমারকে অবগত করালেম। রাজপুত্র শুনে মনে মনে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, ভেবে বোল্লেন, "তাকে বোলে এ অকৌশল মিটিয়ে নেবো।"

আমি বোল্লেম, "আমি কি এক লহমার নিমিত্তেও তার প্রাণঘাতী কার্য্যটি বিস্মৃত কোত্তে পারবো মনে কোরেছেন? তা কখনই পারবো না, তার সঙ্গে কখনই আমার মনের মিল হবে না।"

রাজপুত্র বোল্লেন, "এ বড় বিষম সমস্যা! তোমাদের দুই জনকেই আমার প্রয়োজন, কাকেও ছাড়তে পারি না, তোমায় ধরিয়ে দিতে গেলে, সে যে আপনি ধরা পোড়বে, তার কি ঠাউরেছো বল দেখি?" আমি বোল্লেম," সে আমায় ধরিয়ে দিতে একটুও কুণ্ঠিত হবে না, আমার প্রতিকূল দিতে পাল্লেই তার মনে আহ্লাদ হবে। হুজুর! সে ব্যক্তি না থাকলে কি চলবে না? শুদ্ধ আমরা কি কার্য্যসিদ্ধি কোরে তুলতে পারবো না?" রাজপুত্র বোল্লেন, "বোধ হয়, পারবো না, ঐ জীবা, যাকে তুমি নূরমহল বোলছো, সে দিল্লী সেনাপতির উপপত্নী, সেনাপতি ঐ স্ত্রীলোকটির প্রণয়ে অন্ধ হোয়ে পড়েছেন, জীবা যে দিকে ফেরাবে, তিনি সেই দিকে ফিরবেন। ঐ স্ত্রীলোকটিকে মধ্যবর্ত্তিনী কোরে হয় বন্দী শাজাহানকে মুক্ত কোরবো, নয় কেল্লার মধ্যে ফৌজ প্রবিষ্ট করাতে পারবো, কিন্তু এ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে দিল্লীর ভিতর এবং দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বে বন্ধু বান্ধবের দল পুষ্টি করা আবশ্যক, বিশেষতঃ রাজপুত যশোবন্ত সিংহের আনুকূল্য আরও আবশ্যক। খিজর খাঁর পুত্রেরও সহায়তা প্রয়োজন কোচ্ছে, তার পিতাকে আরঞ্জেব হক নাহক খুন কোরেছেন, তাই প্রতিকূল দিবার নিমিত্ত তার অন্তঃকরণ ছটফট্ কোচ্ছে। আমি বোল্লেম, "বন্ধুবান্ধবের তত দল বদ্ধ কোত্তে গেলে টাকার দরকার হবে।"

সুল্‌তান মামুদ বোল্লেন,"সাদক! সে কথা সত্য বটে; এই সম্বন্ধে সেই জহরওয়ালী স্ত্রীলোকটি মিত্রবৎ হোয়ে দাঁড়িয়েছে।" ঐ কথা শুনে অবাক্ হোয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেম। রাজপুত্র বোল্লেন, "সাদক! সত্যই বোলছি। মাহিরদের সঙ্গে, ভিলেদের সঙ্গে কথা স্থির হোয়ে গিয়েছে, ভিল আর মাহিরেরা চুরি ডাকাতি কোরে, লুটপাট কোরে, লোকের কাছে থেকে জবরদস্তি কেড়ে কুড়ে নিয়ে আবশ্যক অর্থের আমদানী কোরবে, তদ্ভিন্ন শাজাহানের কাছে বহুমূল্যের রত্নও বিস্তর আছে, তবে আর খরচ-পত্রের অপ্রতুল হবার সম্ভাবনা কি?"

আমি বোল্লেম, "আরঞ্জেব সে রত্নগুলি জবরদস্তি কোরে চেয়ে পাঠিয়েছেন।" রাজপুত্র বোল্লেন,"আমি তা জানি, আমার পিতামহ তাঁর দাম্ভিক পুত্রকে যে কথা বলে পাঠিয়েছেন, তা শুনে পিতাকে আর রত্নগুলির জন্যে পিতামহকে বিরক্ত কোত্তে সাহস হবে না। শাজাহান বোলেছেন, 'রত্নগুলির জন্য পিতা যদি তাঁর কণ্টক হন, তবে হাতুড়ী দিয়ে সেগুলি চূর্ণ কোরে ফেল্‌বেন, হাতুড়ীও তাঁর কাছে প্রস্তুত আছে'।"

আমি বোল্‌লেম, "তা হলেই ভাল, এক্ষণে এ অসম-সাহসের অনুষ্ঠানে আমাকে কি কোত্তে হবে?" রাজপুত্র বোল্‌লেন, "তুমি রাজপুতনায় গিয়ে রাজাদের সঙ্গে, ঠাকুরেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, আমাদের মানস, আমাদের চেষ্টা, আমাদের অভিপ্রায় তাদের কানে ঝঙ্কার কোরবে, আমি তোমায় ইঙ্গিত কোরে পাঠাবো, সেই ইঙ্গিত পেয়ে তাঁরা সৈন্যসামন্ত লয়ে একেবারে দিল্লীতে কুচ কোরে চোলে যাবে। দুর্গ অবরোধ করবার ভার আমার উপর রইলো। আরঞ্জেব যদি কাল প্রলয়ের ন্যায় প্রচণ্ড ঝড়বৎ হয়ে আমাদের উপর আক্রমণ কোত্তে

আসেন, তথাচ তাঁকে নিরাকৃত কোর্‌বো. সে ভার আমার উপর রইলো। তাঁর নিজের বিস্তর লোক তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট, তবে মনে কর, তারাও আমাদের পক্ষ হবে। বাদশাহ দীর্ঘজীবী হউন, সাজাহান দীর্ঘজীবী হউন, এই ঘোর নিনাদ শ্রবণ কোরে মৃতবৎ ব্যক্তির শরীরেও তেজস্ফূর্ত্তি হোতে দেখ্‌তে পাবে। সানক! তুমি নিশ্চয় জেনো, আমার পিতার জীবন আমার কাছে অতি পবিত্র, যদিও আমার সম্বন্ধে তিনি পুত্রবৎসল নন; কিন্তু আমি কদাচ পিতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হব না। দুজন দাউদে, দুই জন উট্‌সোয়ার সঙ্গে কোরে নিও; সময়ে সময়ে পত্রদ্বারা আমাকে সংবাদ লিখিও, কিন্তু সে পত্র চলিত প্রথায় লেখা হবে না, ইশারায় লিখতে হবে, আমি ভিন্ন অন্য কেউই যেন বুঝ্‌তে না পারে। কখন কখন দেখাসাক্ষাৎ হবারও আবশ্যক হবে, তুমি কিন্তু আমার এখানে এসো না। ধনগঞ্জ নামক স্থান এখান থেকে ছয় ক্রোশ দূরে, সেই স্থানটি আমাদের আড্ডাস্থল হবে, বেছে বেছে কতকগুলি প্রহরী সেইখানে নিযুক্ত কোরে রাখ্‌বো। এই আংটী দেখালে তোমার সেখানে যেতে দেবে। (একটি আংটী প্রদান করা হলো) "এনায়াক" আমাদের সাঙ্কেতিক কথা, সৈন্যসংগ্রহ ও বন্ধুবান্ধব সংগ্রহ কর্‌বার পূর্ব্বে একবার সে স্থানটা তোমার দেখা উচিত, আমি একজন বিশ্বাসী লোক সঙ্গে দেবো, সে তোমায় সেই অপূর্ব্ব কার্য্যোপযোগী স্থানে নিয়ে যাবে, কাল সূর্য্য উদয় না হতেই সোয়ার হোয়ে এই বাগানের দিকে সরাসর চোলে এসো, সেই লোকটি তোমার সঙ্গী হবে, তার মুখে সাঙ্কেতিক কথা শুনলে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে, সে ব্যক্তি তোমার মিত্র বই শত্রু নয়, এই এক তোড়া মোহর লও, তোমার বিবেচনা মত খরচপত্র করিও। যে সকল রাজাদের কাছে সাহায্য পাবার আশা আছে, তাদের নামে আমি পত্র দেবো, তোমার পথপ্রদর্শক সেই পত্র তোমার জিম্মে কোরে দেবে, তদ্ভিন্ন উট, হরকরা, চোপ্‌দার, জমাদার প্রভৃতি যা যা তোমার প্রয়োজন হবে, তারও বন্দোবস্ত কোরে দেবে।"

এই সকল কথা স্থির হোয়ে মোহরের তোড়াটি নিয়ে বিদায় হোলেম, যাবার সময় বোল্লেম,"যে পক্ষ ধর্ম্ম, সেই পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী উপকার কোত্তে চেষ্টা কোর্‌বো।" বাড়ীতে এসে মনে কত কি উদয় হতে লাগল, কার্ পক্ষ হব, কার্ পক্ষ না হব, শুয়ে পোড়ে সেই চিন্তাই কোত্তে লাগ্‌লেম, আরঙ্গজেবের বলপ্রতাপ একণে সকলের অপেক্ষা প্রবল, শাজাহান শরীরগতিকেও দুর্ব্বল হোয়ে পোড়েছেন, তাঁর বন্ধুবান্ধবের দলও ক্ষীণ হোয়ে পোড়েছে। মনে করুন, সুলতান মামুদ যেন জয়ীই হোলেন, কিন্তু যার জন্যে আমরা প্রাণ ওষ্ঠাগত কোর্‌বো, তিনি আর কত দিন বাঁচবেন, সে বিষয় সুল্‌তান মামুদও চিন্তা না কোচ্চেন, তা নয়।

রাজপুত্র মনে মনে স্থির কোরেছিলেন, শাজাহানের মৃত্যুর পর তিনিই সিংহাসন গ্রহণ কোর্‌বেন, তবে আরঙ্গজেবের দশাটা কি হবে, সে বিষয়ে তিনি কি বিবেচনা কোরেছিলেন? সুল্‌তান মামুদ কি মনে কোরেছেন, আরঙ্গজেব পদচ্যুত হোয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন? না, কখনই না, সে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত থাক্‌বার লোক নয়, যত দিন স্বপদে থাক্‌বেন, তত দিন কখনই নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন না। সুল্‌তান মামুদ কিন্তু মনে মনে নক্সা এঁকে স্থির কোরে রেখেছেন, আরঙ্গজেবকে যদি প্রাণে নষ্টও না করেন, কারাগারে যে বন্দী কোরে রাখ্‌বেন, তার আর সন্দেহ নাই। আমি যে একটা ঘোর সঙ্কটাপন্ন, ঘোর সংশয়াপন্ন দুঃসাহসে আরূঢ় হোতে যাচ্চি, সেটা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলেম, কিন্তু হোলে কি হয়, আরঙ্গজেবের আচরণ স্মরণ কোরে আমার হৃদয় দগ্ধ হোচ্ছিল, তাই মনে মনে অহঙ্কার কোত্তে লাগ্‌লেম, আমি যে কত বড় উপযুক্ত লোক, এইবার তাঁকে জানিয়ে দেবো, অনাদর না কোরে তিনি যদি আমার সমাদর কোত্তেন, তাঁর যে তাতে কত বড় উপকার হোতো,

তাই একবার জান দিয়ে দেবো। আরঙ্গজেব কেন আমার অনাদর কোল্লেন, সেই কথা স্মরণ কোরে উদ্বেগে যতই অস্থির হোতে লাগ্লেম, ততই তাঁর আচরণগুলি মনে উদয় হোয়ে তাঁর 'প্রতি ঘৃণা জন্মাতে লাগ্লো। অধিকদিনের কথা নয়, সে দিনমাত্র আমি তাঁর জীবন রক্ষা কোরে দিইছি, সে দিনমাত্র আমি তাঁকে জয়ী কোরে দিইছি, তথাচ তিনি কেন আমায় ঔদাস্য কোল্লেন? যারা আমার মত তত উপযুক্ত নয়, তারা আমার উপর পদে নিযুক্ত হলো, এ অবিচার আরঙ্গজেব কেন কোল্লেন? সুলতান মামুদ কি এইরূপ ব্যবহার কোত্তে পরামর্শ দিয়েছেন? তাঁর অঙ্গসেবায় আমায় নিযুক্ত কোর্‌বেন বোলে রাজপুত্র স্বয়ং এ পরামর্শ দিলেও দিতে পারেন, তাও যদি না হয়, আরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান মাজম আমার প্রতি সন্দেহ কোরে কুপরামর্শ দিয়ে থাক্‌বেন, যাকেই যা হোক, ফলে আরঙ্গজেবের শরীরে যদি কণিকামাত্র কৃতজ্ঞতারস থাকিত, তবে এ সকল পরামর্শদাতার কথায় কদাচ কর্ণপাত কোত্তেন না। সাত পাঁচ চিন্তা কোরে শেষে এই স্থির কোল্লেম, যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের সময় বিপন্ন বন্ধুদিগের গুণ-গৌরবগুলি বিস্মৃত হয়, সে ব্যক্তিকে সিংহাসনচ্যুত করা নিতান্ত উচিত, তাতে অধর্ম্ম নাই, বিশেষতঃ তত খুন, তত হত্যা, তত শোণিতপাত কোরে যে ব্যক্তি সিংহাসন অধিকার কোরেছে, সে ব্যক্তিকে অধঃপাতে পাঠাবার নিমিত্ত বিধিমতে যত্ন, সাধ্যমতে চেষ্টা করা অতি কর্ত্তব্য। একে তো হতাদর হতমান হোয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনায় ছটফট কোচ্ছি, তার উপর আবার দরিদ্রতার বিকট দংশনে আন্তরিক কষ্ট পেয়ে পিতৃবিরোধী পুত্রের দলে নিবিষ্ট হোলেম, মনে মনে স্থির কল্লেম, এ দুঃসাহসে দিল্লী থেকে যাতে জয়লাভ হয়, প্রাণপণে তারই চেষ্টা কোর্‌বো, শেষ রক্তকোঁটাটুকু পর্য্যন্ত আহুতি দিয়ে যদি শরীর পতন কোত্তে হয়, তাও কোর্‌বো। সলিমানকে বোল্লেম, "আমি রাজপুতানার রাজন্যবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাবো, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে, নুচারেরও ইচ্ছা, আমার সঙ্গে যায়, কিন্তু আমি তারে সঙ্গে নিলেম না, তাই তার মনে অতিশয় কষ্ট হোলো, সে ব্যক্তি নৈরাশ হোয়ে কতই দুঃখ জানাতে লাগ্লো। নুচারকে সঙ্গে না নেবার তাৎপর্য্য এই, যে গুপ্তরাজকার্য্য আমার উপর সমর্পণ করা হয়েছে, সে বিষয় যতই অপ্রকাশ থাকে, ততই ভাল। নুচার বোল্লে, "আবার যেন মাহিরেদের চক্রে পোড়িয়ে যাবেন না, এবার যেন খুব সাবধানে থাকা হয়।" আমি বোল্লেম, "এবার আর সে ভয় নাই, আমরা সে পথ দিয়ে যাবো না।" নুচার বোল্লে, "একটা কথা বোল্‌তে ভুলেছি, কাল দৈবাৎ মায়ের সঙ্গে দেখাটা ঘটে গেল।" আমি বোল্লেম, "ভালই তো, সে তোমায় কি বোল্লে?"

"না হুজুর, বলাবলি কিছুই নাই, আজকাল সে বড় কোপে গিয়েছে, তার ঠোঁট দুটি ফুলেই আছে, কখন খুলে যেতে দেখ্‌লেম না।" আমি বোল্লেম, "তবে সে তোমার উপর রেগে আছে।"

নুচার বোল্লে, "সেটা সম্ভব বটে, সে কথা আর নূতন কি, সে তো চিরকালই রেগে থাকে, দশখান মোহর এখনও তার মনে লেগে আছে, আর জন্মে সে আমায় কখনই ক্ষমা কোর্‌বে না।"

আমি বোল্লেম, "তোর মা কোথায় থাকে? কোথায় সে চাকরি করে?"

নুচার বোল্লে, "দোহাই আল্লার! এই বারে আমায় ভারি ফেসাতে ফেল্লেম, আমি মায়ের সঙ্গে এগলি সেগলি ঘুরে ঘুরে বেড়ালেম, কিন্তু সে যেখানে থাকে, সেদিকে সে যেতেও গেল না।"

আমার আর সময় নাই যে, বোসে বোসে পরামাণিকের জাকামোর কথা শুনি, সলিমানকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পোড়লেম। যেমন আপ্‌তাপ বাগিচা ছাড়িয়ে এসে পোড়েছি, সেই সময় কঠোর দর্শন

অথচ মর্য্যাদাবান্ একটি পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, সে ব্যক্তি একটি কৃষ্ণধূসর ঘোড়ার উপর সোয়ার হোয়ে আছে, একখানি মস্ত ল্যাম্বা তলওয়ার তাঁর পাশে ঝুলছে, তলওয়ারখানির উভয় প্রান্ত সুতীক্ষ্ণ, কোমরে দুখানি ছোরা, ব্যাঘ্রচর্ম্মকোষে আচ্ছাদিত, উৎকৃষ্ট লৌহকুর্ত্তি দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত, তার উপর মখমলের আঙ্‌রাখা, মুখেতে অনেকগুলি ক্ষতের চিহ্ন, নিবিড় জঙ্গলের ন্যায় দাড়ি, দেখে বোধ হলো, ঐ দাড়িটি গভীর দৃশ্যকত আচ্ছাদিত কোরে রেখেছে, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ বৎসর, মাথায় একটা বৃহৎ সবুজ পাগড়ি, পায় পায়জামা, পূর্ব্বে সাদা ছিল, এক্ষণে কাদামাটি লেগে মলিন হয়েছে, বোধ হয়, তাতে রক্তের দাগও লেগেছিল। এই দীর্ঘাকার পুরুষটি আমার সুমুখে এসে "এস্‌লাক," এই সাঙ্কেতিক বাক্যটি বোল্লেন। আমি তখন বোল্লেম, "তবে অগ্রগামী হউন্।" সলিমান দেখে শুনে বিবর্ণ হোয়ে গেল, সে মনে কোল্লে, এ পুরুষটি মল্লযুদ্ধের আহ্বান কোত্তে এসেছে, শেষে যখন দেখ্‌লে, আমরা নিরুদ্বেগে পথ বেয়ে চোলেছি, আমাদের মধ্যে কোন বাদবিসম্বাদ নাই, তখন সন্তুষ্ট হোয়ে সেরিবিডার উপ্‌পা গাইতে লাগ্‌লো, তৎকালীন আমরা সহরে ঐ উপ্পার বড় গৌরব। সলিমানের প্রফুল্লচিত্ত দেখে আমার মনে মনে হিংসা হোতে লাগ্‌লো, তার অবস্থার সঙ্গে আমার অবস্থা মিলিয়ে দেখ্‌লেম, সে আমার চেয়ে অনেক সুখী, যতক্ষণ তার উদরটি শান্ত থাকে, ততক্ষণ তার মনে কোন তাপদাপ থাকে না, ততক্ষণ সে কিছুতেই বিরক্ত হয় না। আমি আমার মাথা লয়েই ব্যতিব্যস্ত, মাথাটা বাঁচাবার নিমিত্ত কতই চিন্তা কোচ্ছিলেম, কবে যে স্থির হবে, তার ঠিকানা ছিল না, এমন স্থান নাই যে, সেই স্থানে মাথাটা রেখে নিশ্চিন্ত হই। দনগড়গড় নামক পর্ব্বত-কন্দরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমার সহচরের মুখে একটি কথাও শুন্‌তে পাই নাই, পথগুলি ছোট ছোট ঝোপে আর জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তাই আক্ষেপ মনে মনে আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেম, এমন বাগ্‌বর্জ্জিত ব্যক্তির সঙ্গে কেন এলেম, সহপথিকের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোধ হোতে লাগ্‌লো, এ ব্যক্তি অতি মন্দ প্রকৃতির লোক। পর্ব্বতস্থলে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমে পোড়্‌লেম, নেমে পোড়ে সুলতান মামুদের নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতগুহার ভিতর প্রবেশ কোল্লেম, কন্দরের প্রবেশমুখটি অতি বৃহৎ, দেখে বোধ হলো যেন, আকাশ পাতাল হাঁ কোরে গ্রাস কোত্তে আসছে। আমার সহচর সেই বিস্তৃতমুখ কন্দরের মধ্যে ঘোড়া নিয়ে চোলে গেলেন, আমারও ইশারা কোরে ঘোড়া শুদ্ধ তার মধ্যে যেতে বোল্লেন। সলিমান আর আমি দেখে শুনে চমৎকৃত হোয়ে গেলেম, ভিতরে প্রবেশ কোরে দেখি, বৃহৎ ময়দানের মতন চারিদিকে নরাবস্থান পোড়ে রোয়েছে, সে স্থানটি কেবল অশ্বতে পরিপূর্ণ, অশ্বগুলির পা রশী দিয়ে বাঁধা, ঘাস খেতে খেতে এক একবার মাথা উঁচু কোরে চেয়ে দেখ্‌ছিল, তিনটি নূতন ঘোড়া এসেছে, তাই যেন স্বাগত বোলে তাদের আহ্বান কোচ্ছিল, তাদের দেখে মিত্রবৎ হ্রেষারব কোরে আনন্দ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লো। এস্থলে বিস্তর লোক উপস্থিত দেখ্‌লেম, তাদের মধ্যে অনেকেই আরবজাতীয়, সকলেই ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত, কেউ পা ধোয়াচ্ছে, কেউ পা ধুইয়ে দিচ্ছে, কেউ জিনপোষ, কেউ লাগাম, কেউ কষাই মেরামত কোচ্ছে, কেউ বা বোসে আছে, তাদের দেখে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, এই সকল কালান্তক নিষ্ঠুর প্রাণীদের সঙ্গে আমাকে বাস কোত্তে হবে, কিন্তু সেটি আমার ভুল। আমার পথপ্রদর্শক ইশারা করায় আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। এই আস্তাবোলের দক্ষিণ পাশে আর একটি কন্দর আছে, তার সুমুখে নিরেট খিলেন গাঁথুনির একটি ছোট দরজা, আমরা তার ভিতরে প্রবেশ কোত্তে পেলেম না, ঐ দরজা আমাদের পথ অবরোধ কোল্লে। ঐ ছোট দরজার গায় পায়রাখোপের মত একটি ক্ষুদ্র কাটা দরজা ছিল, ঐ কাটা দরজার বদলে একজাত

লম্বা লোহার গরাদে দেখা যাচ্ছিল। আমার সহগামিক সেই ছোট দরজার উপর পাঁচ পাঁচ চারিবার সবলে আঘাত কোল্লেন, কাটা দরজাটি খুলে গেল, তার পর ভিতরে মাথা গলিয়ে দিয়ে সেই গরাদের উপর মুখ রেখে, সাঙ্কেতিক বাক্য "এন্‌গাফ" উচ্চারণ কোল্লেন, তার পরেই দরজাটি আস্তে আস্তে খুলে দিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ কোল্লেম, সলিমানকে বাহিরে একটি স্থান দেখিয়ে দেওয়া হলো, সে সেইখানে আমার ঘোড়ার হেফাজত কোত্তে লাগ্‌লো। যে কন্দরে প্রবেশ কোল্লেম, সেটি দুজ্রার রাখ্‌বার স্থান (শিলাখানা), উপরে পাহাড়, ঐ পাহাড়ের ছিদ্র দিয়ে তার মধ্যে আলো প্রবেশ কোত্তো। এখানে যে সকল লোককে দেখ্‌লেম, তারা আস্তাবোলের লোক অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, অনেক ভদ্র। একটি লোক আমায় সেলাম কোরে কুশল জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লো, তার কণ্ঠস্বর আমার বেশ স্মরণ ছিল, আমি মনে কোরেছিলেম, সে কণ্ঠস্বর জন্মের মতন নীরব হয়ে গিয়েছে। এ ব্যক্তি কলমবেগ, নজকালী খাঁর কার্পরদাজ, তাকে দেখ্‌তে পেয়ে বিস্ময়াপন্ন হোলেম, আমি যে তাকে চিন্‌তে পেরেছি, তাই জান্‌তে পেরে সে ব্যক্তি অপ্রতিভের মত হয়ে লজ্জিত লজ্জিত হোতে লাগ্‌লো। তাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কে" ও ! কলমবেগ? তুমি না কলমবেগ?" "হাঁ, আমি কলমবেগই বটে, সেই বুদ্ধার নষ্টামী চক্রে পোড়ে প্রাণে মারা পোড়েছিলেম আর কি, নজকালী খাঁও আমার প্রতি সন্দেহ কোরেছিলেন। আল্লা বিচার কোর্‌বেন, আমি তাঁকে অদ্যাপি বিস্মৃত হই নাই; আবার যদি কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা,—"

আমি বোল্লেম, "থাক্ থাক্, আর দেখা কোত্তে হবে না, তিনি জীবিত নাই, কবরে না গেলে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।"

"কি বোল্‌ছেন আপনি? নজকালী খাঁ মোরেছেন? তিনি বেঁচে নাই?"

আর একটি স্বর অমনি বোলে উঠ্‌লো, "কি ! সে কালনিষ্ঠুরের মৃত্যু হয়েছে? কিসে মোলো? লড়াই কোরে?" এটি রুস্তমের কণ্ঠস্বর।

আমি বোল্লেম, "না, লড়াই কোরে মরেনি, মাহিরেদের সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় তারা একটি তীর মারে, সেই তীর তার বক্ষঃস্থল ভেদ করে।"

কলমবেগ বোল্লে, "তবে তার শৃগাল-কুকুরের মত মৃত্যু হয়েছে। ভালই হয়েছে, ঐরূপ পাপমৃত্যু তার হওয়াই উচিত ছিল। মাহিরেদের মধ্যে সে কি কোরে প্রবেশ কোল্লে?"

মাহিরেদের সঙ্গে নজকালী খাঁর যেরূপে সাক্ষাৎ হয়, সে বৃত্তান্ত অবগত করালেম, তারা শুনে শিউরিয়ে উঠে বোল্লে, "এইটিই তার অদৃষ্টে লেখা ছিল।"

রুস্তম বোল্লে, "আপনি যে বোল্লেন, এক-জন নাচওয়ালী চক্র কোরে আপনার লোকের হাত থেকে নজকালীকে ছিনিয়ে লয়ে যায়, সে স্ত্রীলোকটি কে? কেন সে ছিনিয়ে নিয়ে গেল? তার দর্‌কার্ কি ছিল?"

এই সময় কর্কশদর্শন সহচর বোল্লেন, "আর বাজে কথা নিয়ে সময় নষ্ট কোরে কি হবে? এসো, এখন কাজে হাত দেওয়া যাক।" এই কথা বোলেই অসুরের মত বজ্রতেজে আমার একখানা হাত চেপে ধোরে, একটি নির্জ্জন কোণে টেনে নিয়ে গেলেন, সেখানে গিয়ে বোল্লেন, "ও সকল লোকের সকল কথার উত্তর দিতে নেই, তাদের সকল সন্ধান বোল্‌তে নেই, তুমি খুব সাবধান হয়ে চোল্‌বে। নুরমহল কিংবা যাকে আমরা জীবা বলি, তার নাম এদের কাছে কোরো না, তার সম্বন্ধে কোন কথা এদের কাছে বোলো না, নুরমহলের বিষয় এরা কিছুই জানে না। আমি শুনেছি নুরমহলের কথা-ক্রমে নজকালী খাঁ এদের কয়েদ করেন, এক্ষণে যদি তারা জান্‌তে পারে, জীবা সেই নুরমহল, তা হোলে আমাদের বিপদ্ ঘটবার সম্ভাবনা, তখন এরা আমাদের কাজকথা একপাশে ফেলে রেখে, নুরমহল কিসে জব

হবে তারই চেষ্টা কোর্‌বে, তাতেই তারা মত্ত হবে, নূরমহলও জানে না এ, সকল লোক এ পর্য্যন্ত বেঁচে আছে, এরা যে আমাদের কর্ম্মে ব্রতী হয়েছে, নূরমহল তাও জানে না, তাই তোমার চুপ কোরে থাকাই ভাল আমি এই ইঙ্গিত পেয়ে অতিশয় বাধিত, অতিশয় আপ্যায়িত হোলেম, শুন্‌লেম, আমার সহচরের নাম বকারালী, সকলে কিন্তু বীরকেশরী বোলে ডেকে থাকে। মৃত্তিকা-উদরস্থিত এই কন্দরে কিছু দিন বাস কোরে এখানকার স্বভাবতঃ অস্পষ্ট আলো আমার অভ্যাসগত হলো, অনেক পরিচিত লোকের মুখ দেখ্‌তে পেয়ে তাদের চিনতে পাল্লেম, আগে মনে করেছিলেম, তারা বহুকাল মানবলীলাসংবরণ করেছে। এই সকল লোকের মধ্যে অনেকগুলি রজপুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, দারা কর্ত্তৃক তারা গোয়ালিয়রে বন্দী হোয়ে থাকে, সেখানে প্রাণহন্তা পোস্ত সরবতের প্রভাবে ক্রমে শীর্ণ হয়ে, ক্রমে জীর্ণ হয়ে কালগ্রাসে ভক্ত হোতে হয়, তাই দারাও স্থির কোরেছেন, আমিও স্থির কোরেছিলেম, তারা অকালে মৃত্যুমুখে অবসান হয়েছে। দারার কুপরামর্শমতে শাজাহানও কতকগুলি লোককে কয়েদ করেন, তদ্ভিন্ন আরঙ্গজেবও অনেকগুলি লোককে কারারুদ্ধ করেন, আজ সেই সকল লোককে পাতালপুরে বাস কোত্তে দেখলেম, আরঙ্গজেবের কয়েদীরা প্রতিফল দেবার নিমিত্ত ক্রোধে কালাগ্নির ন্যায় হয়েছে, কতদিনে মাথা তুল্‌বে, কতদিনে আড়ি সাধবে, তাই ব্যগ্র হয়ে বেড়াচ্ছে, যাঁরা রাগদ্বেষহিংসায় উগ্রমূর্ত্তি হয়ে মুখে আক্রোশ প্রকাশ কোচ্ছিলেন, অপহৃত জীহন সিংহের দুটি পুত্রও সেই দলে দলভুক্ত ছিল। তারা পিতার মৃত্যুতে শোকাকুল হয়ে দিবারাত্র বিলাপ কোত্তো, মুখে সর্ব্বদা বোল্‌তো, "আরঙ্গজেব কি পাপিষ্ঠ, পিতাকে প্রাণে নষ্ট কোরে কি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ কোরেছে, রাজকুমার চণ্ডালের মত, মুচির মত, ডাঁড়ির মত ব্যবহার কোরেছে।" জীহন খাঁ রাজপুত্র দারাকে আরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ কোরেছিল বোলেই তাঁর ভক্ত শ্রীবৃদ্ধির পথ পরিষ্কার হয়ে পোড়েছে, তবে সে ব্যক্তিকে তাঁর সৌভাগ্যের মূলাধার বোল্‌তে হবে। ঐ কালমূর্ত্তি যুবা রজপুতের হৃদয়ে প্রতিহিংসা-অনল দুরন্তবেগে প্রজ্বলিত হোচ্ছিল, দেখে বোধ হলো, তাদের ক্ষমতা থাকলে আরঙ্গজেবকে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোত্তো। এই সকল লোক নিয়ে তিন হাজার রজপুত আমাদের পক্ষ হয়, মুখ দিয়ে এক কথা বেরুলেই তখনি তারা রণমত্ত হোয়ে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হয়।

গোয়ালিয়রের জেলখানার মধ্যে যে সকল লোক মরেছে বোলে জ্ঞান ছিল, শুন্‌তে পেলেম, তারা পুনর্ব্বার মুক্তিলাভ করে। বকারালী, যাঁর গুপ্তনাম সেরশাহেব, ঐ জেলখানার অধ্যক্ষ ছিলেন, লাভের অনুরোধেই হোক, কিংবা দয়া কোরেই হোক, তিনি ঐ সকল লোককে মুক্তিদান দিয়ে দারা ও শাজাহান উভয়কেই প্রতারিত করেন, রীতিমত তাদের আত্মাপালন হোচ্ছিল কি না, সে বিষয় তাঁরা স্বপ্নেও জান্‌তেন না। বকারালী বোল্লেন, "এক্ষণে আমরা গুন্‌তিতে পাঁচহাজার প্রাপ্তিও হবো না, আরঙ্গজেব ইঙ্গিতে ত্রিশ হাজার লোক সংগ্রহ কোত্তে পারেন, ঐ ত্রিশ হাজারের সঙ্গে আমাদের একমুষ্টি লোক নিয়ে সমকক্ষতা করা উচিত হয় না। আমরা এখানে যে পঁচিশজন সর্দ্দার উপস্থিত আছি, ঐ পঁচিশজন চারিদিকে ছোড়িয়ে পোড়লে ভাল হয়, কি ব্যক্তিকে একটি সময় বেঁধে যেতে হয়, ঠিক সেই সময়ে পাঁচশত লোক সঙ্গে নিয়ে তাঁকে এখানে ফিরে আসতে হবে, পাঁচশতের অতিরিক্ত হোলে আরও ভাল হয়। রাজপুত্র সুজার যে লস্করদল ছত্রভঙ্গ হোয়ে পোড়েছে, আমি তাদের একত্র কোরে হাজার লোক সংগ্রহ কোত্তে পার্‌বো, তদ্ভিন্ন আরঙ্গজেবের লস্করের মধ্যে অসন্তোষ জন্মিয়ে তাদের মনভঙ্গ কোরে দেবো, তাতেও তিনহাজার লোক হস্তগত করবার উপায় হবে। সাদক! তুমিও একজন বীরপুরুষ, তোমাকেও চারিদিকে চেষ্টা কোরে লোক সংগ্রহ কোত্তে হবে। আমি তো

বুঝতে পাচ্ছি, আমাদের বীরবিক্রান্ত রাজপুত্রের মন প্রফুল্লিত কোরে পারবো, তিনি তাঁর দুরাক্রান্ত বৃদ্ধ পিতামহকে উদ্ধার কর্বার নিমিত্ত শশব্যস্ত হোয়ে বেড়াচ্ছেন। যাতে তাঁর মনোভিলাষ পূর্ণ হয়, সেটি আমাদের করা উচিত।" ঐ কথা শুনে আমরা অমনি বোলে উঠলেম, "সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হউন, শাজাহান দীর্ঘজীবী হউন।" তার পরেই প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, তাঁর জন্যে আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ।

কিসে আমাদের জয়লাভ হবে, আমরা যখন সেই সকল কৌশল চিন্তা কোচ্ছিলেম, সেই সময় আস্তাবোলের মধ্যে হঠাৎ একটা গোলমাল শোনা গেল, বোধ হোলো, বাহিরে যেন একটা হুলুস্থুল বেধে উঠেছে, তখন তার মর্ম্ম কিছুই বুঝ্তে পাল্লেম না, কিন্তু মনে বড় ত্রাস হলো, সকলেই তলওয়ার খুলে দাঁড়িয়েছে, মনে কোরেছে, শত্রুপক্ষেরা আমাদের কেল্লা উড়িয়ে দিতে এসেছে। সেরসাহেব মহলামা গলায় হেঁকে হেঁকে বোল্তে লাগ্লেন, "আমার বীরপুত্র সকল! ভয় কি! সাহসের উপর নির্ভর কর! যে ব্যক্তি এর মধ্যে মাথা গলাবে, সে জাহান্নামে যাবে।" ফলে তিনি তখন যমের দোসরের ন্যায় ভীষণ কালমূর্ত্তি ধারণ কোরে দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর দুমুখো তলওয়ারখানি দুহাতে নিয়ে কোসে ধোরে, কাঁধের উপর রেখে প্রস্তুত হোয়ে রইলেন, যে কেহ দুঃসাহস কোরে দরজার ভিতর মাথা দেবে, তাকে তৎক্ষণাৎ সংহার কোর্বেন। কিন্তু তত ডামাডোলের পর তোপ দুরাচার ঘনগম্ভীর ধ্বনির পরিবর্ত্তে চারটি মাত্র কোমল আঘাত শুন্তে পেলেম, আমরা পাশকাটা দরজাটি টেনে খুলে ফেল্লেম, একটি লোক লোহার গরাদের কাছে "এন্সাফ, এন্সাফ" কোরে উঠলো, ঐ ইঙ্গিত-বাক্য শুন্তে পেয়ে আমরা নির্ভয় হোলেম, দরজাটি খুলে দেওয়া গেল, একজন মাহির সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হোয়ে কন্দরে প্রবেশ কোল্লে, প্রবেশ কোরেই মৃতবৎ অবসন্ন হোয়ে ভূতলশায়ী হলো, বাহিরে কিন্তু পূর্ব্বের মতই মহাগোলমাল মহাধুমধাম চোলেছে, জিজ্ঞাসা কোরে জানলেম, আজ্বেক, কাবুল, গিজনি প্রভৃতি দেশ-সংক্রান্ত কতকগুলি রাজপ্রতিনিধি আগ্রা থেকে অনুমার লুটের মাল নিয়ে স্বদেশে চোলে যাচ্ছিলেন, আমাদের একান্ত অনুগত অথচ আমাদের অনুসেবায় নিযুক্ত একদল মাহির রাহাজানী কোরে তাঁদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, কাড়াকাড়ির সময় ভয়ঙ্কর কাটাকাটি মারামারি হোয়ে গিয়েছে, সকলকেই ক্ষতবিক্ষত হোতে হয়েছিল, যার শরীরে অস্ত্রাঘাতের বিকট নিদর্শন দেখতে পাওয়া না, এমন লোকই ছিল না। অপহৃত সম্পত্তিগুলি তৎক্ষণাৎ কন্দরের ভিতরে এনে রাখা হলো, ক্ষতগ্রস্ত মাহিরেদের সেবা শুশ্রূষা চোল্তে লাগলো, সেরসাহেব বোল্লেন, "এই তো চাই, সবদিক রাজরূপই চোলছে। আজম! দেখ যেন বীরবর মাহিরেদের প্রতি বেশ স্নেহ যত্ন করা হয়, আরবীয় হাকিম বেনুহাসেত যেন তাঁদের চিকিৎসা করেন, হাকিম যেন মন দিয়ে দেখেন শুনেন, যখন আরোগ্য হোয়ে উঠবে, তখন তাদের পেট ভোরে মদখেতে দিও, তাতে যেন ত্রুটি না হয়, মদ তাদের বড় প্রিয়, পৃথিবীর অন্য কোন বস্তুই তত প্রিয় নয়, এসো এখন গাঁটিগুলি খুলি, এরা লুঠ কোরে কি নিয়ে এসেছে, দেখাই যাক," আমরা খুলে দেখি গাঁটগুলি বিস্তর বহুমূল্য দ্রব্যে ঠাসা রোয়েছে,—হীরা, মুক্তা, চুনি, পান্না, শাল, রুমাল, রেশম, মোহর, সোনা, রূপো, স্তূপে স্তূপাকার কোরে ফেল্লেম সেরসাহেব বোল্লেন, রত্নগুলি আগরার কোন ক্রমেই পাঠান হবে না। আজম খাঁ! আমি জানি, কোন্ জিনিসের কি দর, তা তুমি বেশ অবগত আছ, তুমি এ রত্নগুলি দিল্লীতে নিয়ে বিক্রী কর, দেখো, বেশ গুমরে, বেশ দরে, বিক্রী কোত্তে চাও, এগুলি বিক্রী কোরে যে টাকা পাবে, ঐ টাকায় মোহর গেঁথে নিয়ে এসো। সাদেক! সাল্রুমাল আর রেশমের বস্ত্রগুলি তোমার জিম্মে থাক, তুমি ঐগুলি সঙ্গে কোরে নিয়ে যেও, রাজাদের উপহার দেবে,

তাঁদের কাছে যে শাল রুমাল পুরস্কার পাবে, সেগুলি যত শাডে পারো, বিক্রী কোরে নগদ টাকা নিয়ে এসো। বেলা দুই প্রহর হয়েছে, আর এখানে থাকা নয়, এখন একটু আরাম করা যাক, অবকাশ পেলেই একটু সুস্থ হয়ে শরীরের বল কোরে নিতে হয়, নচেৎ মেজাজ ভাল থাকে না।” আরাম কোরবো কি, এদিকে ক্ষতগ্রস্ত যাত্রিরেরা চীৎকার কোচ্চে, তাদের সেবা-শুশ্রূষা না কোলে নয়। হাকিম সেন্‌হামেত্ত এখানে পৌঁছিলে এক ঘণ্টা পরে তাঁর মৃত্যু হয়, সুতরাং তাঁর দ্বারা চিকিৎসা করানো হয়ে উঠলো না। হাকিমের পারিষদেরা এই বিষাদাবহ ঘটনা উপলক্ষে বাড়ীতে ডাকাত পড়বার ন্যায় চীৎকারশব্দে হাহাকার কোত্তে লাগলেন, তাঁদের সকরুণ বিলাপধ্বনি শ্রবণ কোরে মরামানুষ পর্য্যন্ত জাগ্রত হয়ে উঠে। পারিষদেরা বোল্লে, “হাকিমের কবর না হোলে তারা অন্ন-জল গ্রহণ কোর্‌বে না।” বকারালী তাদের সান্ত্বনা করবার নিমিত্ত অনেক যত্ন কোত্তে লাগলেন, তাঁর মনে ভয় হোলো, কি জানি, যদি দৈবাৎ কোন পথিক এই রাস্তা দিয়ে চোলে যায়, সে ব্যক্তি ঐ রোদনধ্বনি শুনে আমাদের সন্ধান জান্‌তে পার্‌বে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত হাকিমের কবর না হয়েছিল, সে পর্য্যন্ত তারা শৃগাল-কুকুরের মতন কেবল হাউ হাউ কোরে দুঃখের কান্না কাঁদ্‌তে লাগলো। অবশেষে হাকিমের কবর দেওয়া হোলো, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে শুধু মাটির উপর শুয়ে পোড়্‌লো, সকলেই অগাধ নিদ্রায় অভিভূত হোলো। আমার পক্ষে কিন্তু তা নয়, আমার অনেক চিন্তা ছিল, মনে সুখ ছিল না, তাই আমার ঘুম হলো না, নিস্তব্ধ হয়ে অমনি পোড়ে ছিলেম, অথচ লোকে বোধ কোল্লে, যেন কতই ঘুমুচ্ছি। একটু পরে কে যেন খট্ খট্ মচ্ মচ্ কোচ্চে শুন্‌তে পেলেম, কেউ যেন কিছু নাড়ছে, কি সরিয়ে রাখছে, এইরূপ জ্ঞান হোলো। চোক মেলিয়ে চেয়ে দেখি, যা ভেবেছিলেম, তাই বটে, আমার ভ্রম নয়, রস্তম উঠে তাঁর নিকটে যারা যারা শুয়েছিল, তারা ঘুমুচ্চে কি না, তাই ঠাউরে ঠাউরে একবার নিরীক্ষণ কোরে দেখলে, তখন কিন্তু সকলেই অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছিল, তাই নির্ভয় মনে কোরে নিঃসাড়ে মালখানায় গিয়ে একটা পাঁটরি খুল্‌ছিলো। আমি ভাবলেম, এখন সাড়া দিয়ে গোলমাল কোরবো না, সে কিছু আত্মসাৎ করে কি না, আগে দেখি, তা যদি হয়, তখন তাড়া দেওয়া যাবে। রস্তম যে তত হাট-চোর ছিল, আমি তা পূর্ব্বে জান্‌তেম না। আমার অপেক্ষাও আর একটি সতর্ক চক্ষু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রস্তমের চরিত্রের প্রতি চেয়ে দেখছিল, হতভাগা রস্তম যেমন একটি পাঁটরি খুলেছে, সেরসাহেব অমনি ধড়মড়িয়ে উঠেই তার মাথাটা টুক্ কোরে কেটে ফেলে দিলেন। তখনি একটা গোলমাল হোয়ে উঠলো, সেই গোলমালে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল, তারা মনে কোল্লে, শত্রু এসে প্রবেশ কোরেছে, বিশেষতঃ বকারালীর উগ্র করাল মূর্ত্তি দেখে তাদের যেন ধাঁধা লেগে গেল, সেরসাহেব তখন তলওয়ারখানি খুলে কালের সরূপ দাঁড়িয়ে আছেন, সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত বেয়ে পোড়ছে, হতভাগা রস্তমের মস্তকটি উঁচু কোরে ধোরে চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগলেন, “তোমরা নেমকহারাম্, বিশ্বাসঘাতকী চোরের শাস্তি দেখ।” কার মাথা কাটা গেল, কে কার মাথা কাটিলে, এ সন্ধান হঠাৎ কেউই নির্ণয় কোরে উঠতে পাচ্ছিল না, যে জন্যে যা হয়েছে, সে মর্ম্মবৃত্তান্ত অনেকক্ষণের পর সকলে অবগত হোলো, অবগত হয়ে একটি প্রাণীও সেরসাহেবের প্রতি সন্তুষ্ট হলো না। এক ব্যক্তির প্রাণবধ কোত্তে পারেন, তত ক্ষমতা তাঁর ছিল কি না, বোলতে পারি না, তিনি কিন্তু মনে মনে গর্ব্ব কোত্তেন, তাঁর তত ক্ষমতাই ছিল। বকারালীর চেহারাতে কেমন একটি দুরন্ত ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ভাব ছিল, সে ভাবটি মুখে ব্যক্ত করা যায় না, তাঁকে দেখলে ভয় হতো, তাঁর সঙ্গে কথা কইতেও ভয় হতো, ঘরশুদ্ধ লোক অসন্তুষ্ট হয়ে গজর গজর কোত্তে

লাগলো, কিন্তু এ কাজটি যে ভাল হয়নি, কি তারা যে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে, এ কথা কেউই সাহস কোরে তাঁর মুখের উপর বোল্‌তে পারে না। যদি আপনারা বকারালীর কথা জিজ্ঞাসা করেন, সে ব্যক্তি খাতিরনদারদ, লোকে তাঁকে ভাল বোল্লে কি মন্দ বোল্লে, তাঁর তা খবরেই আস্‌তো না, তিনি তা প্রায়ই কোত্তেন না। বকারালী আপনার সেওয়ানকে ডেকে রস্তমকে দেখিয়ে দিয়ে বোল্লেন,"এই কুকুরটাকে নিয়ে কবর দাও।" সেওয়ান গোলমাল না কোরে, নিঃসাড়ে নিস্তব্ধে রস্তমের সৎকারকার্য্য সম্পন্ন কোল্লেন, সেরসাহেব একণে স্থির শান্ত হয়ে আপনার শয্যায় চোলে গেলেন, আমার ঠিক অনুমান হোচ্চে, তিনি গিয়ে শয়ন কোল্লেন, আপাততঃ নিশ্চিন্ত হয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুমুলেন। একণে রাত্র, সেরসাহেব উঠে আমাদের আহারের উদ্যোগ কোত্তে লাগলেন, কলন্দবেগ আমাকে একদিকে ডেকে নিয়ে বোল্‌তে লাগলেন, "দেখেছো ভাই, কেমন অবিচার! রস্তম আমার পরম বন্ধু, তাকে হক না হক খুন কোরে ফেল্লে, এত অত্যাচার কি সহ্য কোরে থাকা যায়!"আমি বোল্লেম, "ওটা হঠাৎ হয়ে পোড়েছে, এরূপ নিষ্ঠুর প্রতিফল দেবার পূর্ব্বে বকারালীর উচিত ছিল, আমাদের জিজ্ঞাসা করেন।" কলন্দবেগ বোল্লে, "একটা কিছু প্রতীকার করা বড় আবশ্যক হয়েছে, আমার বন্ধুকে যে শাল-কুকুরের মত জবাই কোর্‌বে, অথচ তার কোন প্রতীকার হবে না, আমি তা সহ্য কোত্তে পারবো না।" আমি কলন্দবেগকে শান্ত করবার নিমিত্ত, তাঁকে ক্ষান্ত করবার নিমিত্ত অনেক যত্ন কোল্লেম, কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হলো না, বিস্তর প্রবোধবাক্য বোলে অনেক বোঝালেম, সে কিন্তু তাতে কর্ণপাতও কোল্লে না। একটা বৃহৎ ডেকে কোরে এক ডেক পোলাও মধ্যস্থলে রাখা হয়েছে, কলন্দবেগ ভিন্ন সকলেই আহার কোত্তে বোসেছে, সেরসাহেব কলন্দবেগকে একটি স্থান দেখিয়ে দিয়ে সেই স্থানে বোসে আহার কোত্তে বোল্লেন।

কলন্দবেগ বোল্লে, "না, আমি আহার কোর্‌বো না, তোমার মত নিষ্ঠুর দুরাত্মার সঙ্গে বোসে আমায় যেন আহার কোত্তে না হয়, আর যেন না করেন, তোমার মত চণ্ডালের, তোমার মত পাষণ্ডের মুখ দর্শন কোত্তে হয়।" ঐ কথা শুনে বকারালী গর্জ্জিয়ে বোল্লেন, "পাপিষ্ঠ! তোর মুখে এত বড় কথা! তোর এত বড় দেমাক্‌! রস্তমের মৃত্যু কি তোর গলায় আটকিয়ে গিয়েছে নাকি?"

কলন্দবেগ বোল্লে, "হাঁ! তা নয় ত কি! তার মৃত্যু আমার গলায় বেধে রোয়েছে, প্রতিফল দেবার নিমিত্ত চীৎকার কোরে ডাক্‌ছে, বকারালী! আমি তোমায় বোল্‌ছি, আজ রবিদেব অস্তগত না হোতে, আর একটি ব্যক্তিকে রস্তমের পার্শ্বে শয়ন কোরে কালনিদ্রায় অভিভূত হোতে হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, যে নিঃসহায়, যার হাতে অস্ত্র নাই, যে দুর্ব্বল, তুমি তারই যম, তুমি তাকেই বধ কর্‌বার নিমিত্ত তলওয়ার খোত্তে শিখেছ, এইবার তোমার পরাক্রমের, এইবার তোমার বীরত্বের প্রভাব বোঝা যাবে, যে আপনা বাঁচিয়ে চোলতে জানে, এবার তার কাছে পরীক্ষা দিতে হবে, তুমি কেমন অস্ত্র শিখেছ, এইবার তা জানা যাবে, একণে খেয়ে নাও, এই তোমার জন্মের শোধ খাওয়া, বোধ হয়, আর তোমায় খেতে হবে না।"

ঐ কথা শুনে সেরসাহেব সদর্পে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রোধস্বরে গর্জ্জিয়ে বোল্লেন, "তুই অতি অভাজন! তুই অতি অকৃতজ্ঞ, তুই অতি কাপুরুষ, এই আমি তলওয়ার খুলে দাঁড়ালেম, তুই তোর অপশরীর রক্ষা কর্।" ঐ কথা বোলেই বকারালী তাঁর দুমুখো ধারাল তলওয়ারখানি মাথার উপর তুলে বাগিয়ে ধোল্লেন, চোট বোসিয়ে দেন আর কি, এমন সময় আমরা পোড়ে নিরস্ত কোল্লেম, তাঁরে বোল্লেম, "সমান সমান অস্ত্র

না হোলে বড় অবিচার হবে,তোমাদের যদি লড়াই কোত্তে একান্তই মন হয়ে থাকে, তবে বিরাট অসিখানি অবশ্যই ত্যাগ কোত্তে হবে, সেখানি ত্যাগ কোরে কলন্দরবেগের হাতে যেরূপ একখানি ছোট তলওয়ার আছে, ঐরূপ আর একখানা তলওয়ার নিয়ে লড়াই করা উচিত।" বকাওলী বোল্লেন, "আমি অন্যায় কোরে আপনার সুগম সুবিধা চাই না, তোমাদের যেমন ইচ্ছা হয়, একখান অস্ত্র এনে আমার হাতে দেও।" আমরা তৎক্ষণাৎ কলন্দরবেগের তলওয়ারের মত একখানা তলওয়ার এনে তাঁর হাতে দিলেম, স্থান প্রস্তুত কোরে লওয়া হলো, উভয় যোদ্ধা উভয়ের প্রতি চক্ষু আরক্ত কোরে কালাগ্নিবৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেন, সেরসাহের তলওয়ারখানি উঁচিয়ে আছেন, প্রহার করেন আর কি, কলন্দরবেগও আপনার তলওয়ারখানি মাথার উপর তুলে রয়েছে, এমন সময় কে এসে দরজার গায় খট্ খট্ কোরে চার বার আঘাত কোল্লে, সে শব্দ অতি কোমল হয়েও মল্ল-যোদ্ধাদ্বয়ের উর্দ্ধে উত্থিত কাল-অসির বেগ নিবারণ কোল্লে, কাটা দরজা সরিয়ে দেওয়া হলো, বাহ্য থেকে একটি স্বর "এন্‌সাফ,এন্‌সাফ," এই কথা বোলে উঠলো, সেরসাহের অধীর হোলেন, লড়াই করা হলো না বোলে দাঁত মুখ খিচুতে লাগ্‌লেন, বিড়-বিড় কোরে কত কি বকতে লাগলেন, কত দেক-দেকও হোতে লাগলেন, শেষে দরজা খুলে দিতে হুকুম দিয়ে দিলেন। যিনি প্রবেশ কোল্লেন, তাঁর মূর্ত্তিখানি প্রথম দেখেই ভয় হলো, জ্ঞান হলো যেন, কোন শত্রু এসে আমাদের বিরল-পুরে প্রবেশ কোল্লে, যে মূর্ত্তিকে প্রবেশ কোত্তে দেখলেম, একখানি কৃষ্ণশালে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা ছিল, তাই তাঁকে হঠাৎ চিন্‌তে পারেম না। আমাদের কিন্তু অধিকক্ষণ অপরিচিতের ন্যায় থাকতে হয় নি, তিনি যখন গায়ের আবরণটী পরিত্যাগ কোল্লেন, তাঁরে চিন্‌তে পেরে চোম্‌কে উঠলেম, ইনি স্বয়ং সুলতান বাহাদুর। অপ্রতীক দর্শককে দেখেও যোদ্ধারা অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তলওয়ার খুলে দাঁড়িয়ে থাকা হয়েছে কেন? এ আবার কোন্ ভাব, তুমি বকাওলী, তোমায় আমি শত্রু নিপাত কোত্তে পাঠিয়েছি, সুহৃদ্ বধ কোত্তে পাঠাইনি,আমি দেখছি, স্বজনের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছো, তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন?" বকাওলী সব কথাই খুলে বোল্লেন, কলন্দরবেগ্ রাজপুত্রের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কোল্লে, সমুচিত শাস্তি না দিয়ে ক্ষান্ত হবে না, রাজপুত্র নিষেধ কোল্লেন, তাঁর কথা কেউই শুন্‌লেন না, তিনি বিবাদ মিটিয়ে দিয়ে তাদের ক্ষান্ত কোত্তে পাল্লেন না। উভয় যোদ্ধা উভয়ের রক্তপানের নিমিত্ত কালতৃষ্ণায় ছট্‌-ফট্ কোচ্ছিল, তারা যে একণে পরস্পর মিত্র হয়ে একজনের পক্ষ অবলম্বন কোর্‌বে, সে অনেক দূরের কথা, সখ্যতা হবার তো কথাই নয়, বরং প্রতিজ্ঞা কোল্লে, তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু না হোলে ক্ষান্ত হবে না। তারা যে আর এ সংসারে একত্র বাস কোর্‌বে, সেটি কখনই হবার নয়। রাজপুত্র দেখলেন, তাঁদের পরস্পর সদ্ভাব হবার কোন আকার নাই, বিশেষতঃ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দুই ব্যক্তিই যদি জীবিত থাকে, তবে তাঁর সাহস-বৃত্তির পক্ষে বিশেষ হানি জন্মিবে,তাই সাত-পাঁচ চিন্তা কোরে তাদের যুদ্ধ কোত্তে অনুমতি কোল্লেন, রাজপুত্র স্বয়ং মধ্যবর্ত্তী হোলেন। সেরসাহেবের প্রহারগুলি মহাবেগে এসে পোড়তে লাগ্‌লো, কলন্দরবেগও কিছু দেবশাবকের ন্যায় কাপুরুষ ছিল না, সে ব্যক্তিও কালপ্রহার কোরে আস্ফালন কোত্তে লাগল, বরং কলন্দরবেগই সবপ্রথম দুষমনের রক্তপাত কোল্লে। বকাওলী চোট খেয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হোলেন, আর তিনি সতর্ক হয়ে কৌশলের উপর চোল্‌তে পাল্লেন না, এখন তিনি এলোমেলো কোপ ঝাড়তে লাগলেন, শত্রুকে বাগমত কায়দায় পেলেন কি না, একণে তাঁর সে বিবেচনা ছিল না, তাতে কোরে কলন্দরবেগের পক্ষে অবার্থ সুবিধা হয়ে দাঁড়ালো, ঐ সুযোগ পেয়ে সে

ব্যক্তি দ্বিতীয়বার প্রহার কোত্তে অবসর পেলে। পক্ষান্তরে সেরসাহেব একটি দুর্জ্জয় প্রহার করবার অবকাশ পেলেন, ঐ প্রহারের তেজ যত ছিল, কৌশল তত ছিল না, প্রহারটি এসে কলন্দবেগের স্কন্ধের উপর পোড়লো, ঐ চোট খেয়ে কলন্দবেগের শরীর দিয়ে রক্তের ঢেউ খেল্তে লাগ্লো। এদের এখন মনুষ্যের আকার নাই, ঠিক যেন দানোর মত চেহারা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলন্দবেগের বলশক্তি ক্রমে খর্ব্ব হয়ে পড়ছে, সেরখাঁর দিব্যমূর্ত্তি অনেকক্ষণ তিরোহিত হোয়েছে, তাঁর তেজের কিন্তু কণিকামাত্রও হ্রাস হয় নাই, উভয়েই সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মেখে যেন রক্তদন্তিকা সেজেছে, এ পর্য্যন্ত উভয়ের কেউই অবনত না হওয়ায় যুদ্ধের জয়-পরাজয় স্থির হলো না। আমি কলন্দবেগকে অনেক সাধ্যসাধনা কোরে বোল্লেম, "তুমি ক্ষান্ত দাও, ঢের হোয়েছে, আর রক্তারক্তি কোরে কাজ নাই।" সে কিন্তু কোনমতেই তার জেদ্ ছাড়লে না, আমার তত মিনতি করা বৃথা হলো। কলন্দবেগের লম্বা লম্বা চুলগুলি চোকের উপর এসে পোড়েছিল, সেগুলি সে সরিয়ে ঘাড়ের দিকে ঠেলে রাখ্লে, রেখেই তরবারিকে আস্ফালন কোরে বিপক্ষের প্রতি ঘোর বেগে প্রধাবিত হলো, তার বিপক্ষও সেই সময় কালান্তকবৎ লোহিত ক্রোধে অগ্নি-অবতার হয়ে কলন্দবেগের মস্তকে একটি ঘোর প্রহার কল্লেন, সেই প্রহারেই কলন্দবেগ ধরাশায়ী হলো, বকাওলীও সেই সময় মূর্চ্ছিত হয়ে পোড়লেন, আমরা মনে কোল্লেম, উভয়েই প্রাণ ত্যাগ কোরেছে, উভয় যোদ্ধাই অতি নিষ্ঠুররূপে ক্ষতবিক্ষত হোয়েছিল। কলন্দবেগের আর কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না, তাঁর বাক্য রোধ হয়ে পোড়লো, তাঁর বাঁচবারও আশা ছিল না। সেরসাহেব বিস্তর রক্তপাত হওয়ায় দুর্ব্বল হয়ে পোড়েছিলেন সত্য, কিন্তু সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হন নাই, তাই হাকিম বোল্লেন, তাঁর প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। আমরা অতি সন্তর্পণে সেবা-শুশ্রূষা কোত্তে লাগ্লেম, কিন্তু যার যে নিয়তি, হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! কলন্দবেগ সেই রাত্রেই মানবলীলা সংবরণ কোল্লেন, সে ব্যক্তি ভূতলে পতিত হওয়া অবধি তার মুখ দিয়ে বাক্যস্ফূর্ত্তিও হয় নাই, তার চেতনও হয় নাই। প্রতিপক্ষের কাল হয়েছে শুনে সেরসাহেব পাশ ফিরে শুলেন, তাঁর সহবাসী কলন্দবেগের বীরের ন্যায় সাহস পরাক্রম ছিল বোলে তাঁর মৃত্যুতে বিস্তর আক্ষেপ কোত্তে লাগ্লেন। উগ্রদর্শন সের-সাহেবের প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত বিস্তর সেবা-শুশ্রূষার, বিস্তর আন্তরিক যত্নের আবশ্যক হয়েছিল, তিনি এত অবাধ্য, এত অধৈর্য্য হয়ে পড়লেন, তাঁকে শেষে নিরস্ত কোরে রাখাই দুষ্কর হয়ে উঠল। রাজপুত্র অতিশয় আক্ষেপ কোরে বোল্লেন, না জানি, বকাওলী কতকালেই আরোগ্য হয়ে উঠ্বেন, কর্ম্মকালের অনেক বিলম্ব পোড়ে গেল। তা যাই হোক্, আমার কিন্তু দৌত্যকার্য্যের ভার লোয়ে প্রস্থান কোত্তে আজ্ঞা কোল্লেন, প্রভাত না হোতেই দলগড়ুগর পরিত্যাগ কোরে চোলে যেতে বোল্লেন। রাজপুত্র মহাযুদ্ধের সূত্রেই কি কোরে এখানে হঠাৎ উপস্থিত হোলেন, সে সন্ধান আমি অবগত হোতে পারি নাই, তিনি নাকি আপনার অভীষ্টসিদ্ধি করবার নিমিত্ত অত্যন্ত উতলা হোয়েছেলেন, কি হোচ্ছে না হোচ্ছে, তাই বোধ হয় একবার দেখতে শুন্তে এসেছিলেন।

সলিমান তড়াক্ কোরে লাফিয়ে উঠে বোল্লে, "আল্লা! তুমি করুণাময়! তুমি দয়া-ময়! তাই আমরা এ ভয়ঙ্কর শত্রুকবল থেকে প্রাণ লোয়ে পালাতে পাল্লেম, আমি স্বপ্নেও কখন এমন ভয়ঙ্কর রক্তারক্তির অভিনয়-স্থান দর্শন করি নাই। হুজুর! আপনি যে প্রাণ লয়ে বেঁচে এসেছেন, তাই আমার মনে বড় আহ্লাদ হোয়েছে, আপনি যদি পরামর্শের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে,—" আমি অমনি সোলমানের মুখে থাবা মেরে নিরস্ত কোল্লেম, তার তাৎপর্য্য এই, সলিমান যে কথা বোল্বে, সে কথা আমি

পূর্ব্বেই জানতে পেরেছিলেম, সে আমার শোণিত-তরঙ্গিত অকল্যাণকর পথ থেকে ফিরে যেতে পরামর্শ দিত। এ পরামর্শ আমার পক্ষে ভাল ছিল বটে, আমারও ভাল বোলে জ্ঞান হোতো, কিন্তু করি কি, আমি যে ব্যাপারে জোড়িয়ে পোড়েছি, বিশেষতঃ আমি যেরূপ অপমানিত হোয়েছি, সে অপমান যতদিন স্মরণ থাক্‌বে, ততদিন আমি এ কার্য্যে বিমুখ হোতে পার্‌বো না।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

"কর্ত্তা গেলে খোল পায় না,
চাকরকে পাঠায় দই আন্‌তে।"

আমরা অধিক পথ চল্‌তে পারিনি, এমন সময় একটি কাতরস্বর কর্ণস্পর্শ কোল্লে, স্বর শুনে বোধ হলো, একটি প্রাণী যেন বিস্তর কষ্ট, বিস্তর যন্ত্রনা পাচ্ছে, স্থানটি মরুভূমির সদৃশ, যে দিকে চাই, কেবল কতকগুলি কণ্টকময় বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পাই না। কতকগুলি কুৎসিত কদাকার বৃক্ষের কোণ থেকে ঐ স্বর বহির্গত হচ্ছিল, আমরা তাড়াতাড়ি সেই দিকে চল্লেম, দেখি না একটি পথিক আমাদের দেখে বিস্তর কাতর হয়ে বোল্লে, "দোহাই আল্লার! আমায় বাঁচাও।" পথিকের চারিদিকে কতকগুলি তীর ইতস্ততঃ পোড়ে ছিল, সেই তীর দেখে বুঝ্‌তে পাল্লেম, সে ব্যক্তি মাদিবেদের ক্রোধের ভাজন হোয়েছে। কতগুলি নিরীক্ষণ কোরে দেখলেম, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সেগুলি অস্ত্রের চোট, পথিকের শরীর যদি বিষাক্ত তীর দ্বারা বিদ্ধ হতো, তবে তাকে জীবন-আশায় জলাঞ্জলি দিতে হোতো। এই ব্যক্তির অদূরেই আরও তিনজন হতভাগ্য পোড়ে আছে দেখলেম, তারা আজবেক্ দেশের রাজপ্রতিনিধি, এদের গায় বিষাক্ত তীরগুলি সংলগ্ন ছিল, এরা বেঁচে নাই, প্রাণে মারা পড়েছে, এক্ষণে আমার সেবাযত্ন শুদ্ধ এক জনের জন্যেই আবশ্যক হোলো। আমি তার ক্ষতগুলি বেশ কোরে বাঁধলেম, বেঁধে সলিমানকে জলের জন্যে পাঠালেম, সলিমান্ বিস্তর কষ্ট কোরে জল নিয়ে এলো, নিকটস্থ গ্রাম থেকে তিন জন লোক সঙ্গে কোরে আন্‌লে, সেইটিই বড় বুদ্ধির কাজ কোরেছিল, সেই তিনটি লোক সহায় কোরে, ঐ ক্ষতাক্রান্ত ব্যক্তিকে একটি কদাকার মেটে কুঁড়েঘরে নিয়ে গেলেম, ঘরখানি রামকুণ্ডের মতন হোলো তো কি হোয়ে গেল, আশ্রয়ের স্থান তো পেলেম, তখন আবার রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ কোচ্ছিল, যেন জলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মাচ্ছিল, সে কষ্ট থেকে তো বেঁচে গেলেম। ঐ বাড়ীর পুরুষেরা জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরে আহার অন্বেষণ কোত্তে হোতো, তা ভিন্ন আর তাদের উদরান্ন-নিবারণের উপায় ছিল না। জঙ্গলে গিয়ে মাদিবেদের সঙ্গে সর্ব্বদাই মারামারি কোত্তে হোতো, তাই প্রায়ই ক্ষতবিক্ষত হয়ে বাড়ীতে ফিরে আসতে হোতো, সেই দরুণে বাড়ীর স্ত্রীলোকটি ক্ষত শুষ্ক হবার অনেকগুলি গাছগাছড়া শিখে রেখেছিল। আমরা তার বাড়ীতে উপস্থিত হোলে ঐ স্ত্রীলোকটি জঙ্গল থেকে কতকগুলি পাতা ছিঁড়ে এনে জলে ভিজিয়ে রেখে দিলে, ঐ পাতা গরম কোরে ঘা ধুইয়ে তাতে বোসিয়ে দিলে, অল্প আফিঙও খেতে দিলে, তাতে কোরে পথিক অগাধ নিদ্রায় অভিভূত হোলো। নিদ্রাভঙ্গের পর সে ব্যক্তি অনেক সুস্থ-স্বচ্ছন্দ হলো। আমার পিটে চাবুক পোড়ছে, আমি আর বিলম্ব কোত্তে পারিনে, আমাকে আপনার কাছে যেতে হবে, তথাচ গড়িমসি কোরে আরও একদিন বিলম্ব কোল্লেম, ভাবলেম, এক দিন থেকে গেলে পথিকের যদি কোন উপকার হয় তো হোক্। পথিক শ্রাবণধারার ন্যায় আমার উপর অজস্র সাধুবাদ বর্ষণ কোত্তে লাগলেন। আমি যখন বিদায় হই, সেই সময় বোল্লেন, 'আমার নিকট এমন কোন বিশেষ পদার্থ নাই যে, তাই দিয়ে কৃতজ্ঞতার প্রমাণ প্রদান করি। আপনি যদি

কখনও কাবুলের অন্তর্গত গিজনিসহরে গমন করেন, তবে সদাগর হামেতের অনুসন্ধান অবশ্যই কোরবেন, সে ব্যক্তি বাড়ী দিয়ে, অর্থ দিয়ে, আপনার আতিথ্য কোরবে।' ঐ শুনে আমি অমনি বোলে উঠলেম, "কি বোল্লেন? 'হামেত! সত্যই তাই নাকি! যার পতিপ্রাণা স্ত্রী অত বীরবিক্রম প্রকাশ কোরে কাল্মাক ডাকাতের উৎপাত থেকে গিজনিসহর পরিত্রাণ কোরেছেন, আমি কি সেই হামেতের সঙ্গে আলাপ কোচ্চি!!"

হামেত শুনে বিস্ময়াপন্ন হোলেন, আমায় কিন্তু বারংবার বোল্লেন, তিনি সেই হামেতই বটেন, আমি কাল্মাকের বৃত্তান্ত কি কোরে অবগত হোলেম, সে কথাও জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমি বোল্লেম, তাঁর একজন সহচরের মুখে সকল কথাই আনুপূর্ব্বিক শুনেছি, এই কথা বোলে বোল্লেম, কাল্মাক ডাকাতের হাতে রক্ষা পেয়ে, বিদেশে এসে যদি দুরাত্মা যাহিরেদের হাতে প্রাণ হারাতেন, তবে বড়ই আক্ষেপের বিষয় হতো, সে আক্ষেপ রাখবার স্থান থাক্তো না। হামেত বোল্লেন, 'সোত্য! সেটি আমার অদৃষ্ট, কার অদৃষ্টে কি আছে, কে বোল্‌তে পারে, কালশত্রুর হস্তে পরিত্রাণ পেয়েও হয় ত শেষে একটু পদস্খলিত হোয়ে প্রাণটি তখনই হারাতে হয়, আল্লাকেই ধন্যবাদ দাও, আল্লাই সত্য, তিনিই আমার উপকারের নিমিত্ত আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন।' আমি প্রতিশ্রুত হোয়ে বোল্লেম, 'যদি গিজনির নিকট দিয়ে কখন যাই, তবে অবশ্যই আপনার সঙ্গে সাক্ষাত কোর্‌বো।" ঐ কথা বোলে আমি বিদায় হোলেম, এমন সৎপাত্রের উপকার কোত্তে পেরেছি বোলে মনে মনে বেশ আনন্দিতও হোলেম। হামেতের অদর্শনে তাঁর পতিগতা স্ত্রীর চিত্তোদ্বেগ আমার অন্তরপটে চিত্রিত কোত্তে লাগলেম। হামেত দেশে ফিরে গেলে, স্বামী-অনুরক্তা খোজেস্তা যেরূপ উল্লাসিত হবেন, সে উল্লাসও যেন চক্ষের উপর দেখতে লাগলেম। আমার অদৃষ্টে গৃহসুখ নাই, আমার পতিপ্রাণা প্রণয়িনী নাই, দীর্ঘকালের পর দেশে ফিরে এলে আমায় পেয়ে আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করে, আমার তেমন কেউই নাই, আমার তেমন কপালই নয়, গৃহে প্রত্যাগমন কোরে, পতিগতা প্রণয়িনীর মুখকান্তি সন্দর্শন কোরে অমিয় সুখে সন্তরণ কোর্‌বো, বিধাতা বিস্মৃত হয়ে আমার ললাটে মধুর গৃহসুখ লেখেন নাই, তাই এ জন্মে সে সুখের আস্বাদ জানতে পাল্লেম না। সোয়ার হয়ে এই সকল দুঃখের কথা চিন্তা কোত্তে কোত্তে চোলেছি, যেতে চোল্‌তে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে এসে পৌঁছিলাম, গ্রামটি জয়পুর থেকে দশক্রোশ দূরে। পূর্ব্বে মনে কোরেছিলাম, এ পথে আর কোনক্রমেই আস্‌বো না, কিন্তু কার্য্যের গতিকে আবার আস্‌তে হলো। জয়পুরের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে ভয় হলো, এত ভয় হলো যে, মুখে বোলে উঠ্‌তে পারিনে। শুনলেম, ঐ গ্রামে একটি প্রসিদ্ধ গণককার এসেছেন, তাঁর ভারি নাম-খ্যাতি, বাড়ীতে ভিড় লেগেই আছে, যেন বাজার বোসে গিয়েছে, বিস্তর লোক আপনার অদৃষ্টের বিষয় জান্‌বার নিমিত্ত সেখানে উমেদারি কোচ্চে। দৈবজ্ঞের গণনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি, এ শ্রদ্ধা বাল্যকাল থেকেই আমার আছে, অনেকের সম্বন্ধে গণককারেরা যাকে যা বোলেছেন, তার পক্ষে তাই সিদ্ধ হোতে দেখেছি। কাকেও প্রত্যাদেশের ন্যায় পূর্ব্বাহ্ণে জানিয়ে দিয়েছেন, তার অদৃষ্টে বিপদ্ ঘোটবে, আবার সাবধান হও বোলে সতর্কও কোরে দিয়েছেন, যাকে যা বোল্‌তে শুনেছি, তার তাই ঘেটে যেতে দেখেছি, তাঁরা বাক্‌সিদ্ধির ন্যায় যাকে যা বলেন, তার তাই ফলে যায়। আমার মন কখন ভয়সায়, কখন নির্ভরসায়, কখন ভয়ে, কখন নির্ভয়ে আন্দোলিত হোচ্চিল, আমি যে সাহসবৃত্তির উপর আরোহণ কোরেছি, তাতে কৃতার্থ কি অকৃতার্থ হব, সেই বিষয় জান্‌বার জন্য মনে মনে বড় উতলা হোলেম, আমি যে পথ ধোরে চোলেছি, সে পথ অবরোধ কর্‌বার পক্ষে ভবিষ্যদ্বক্তার এমন সুযোগ আর হবে না, সে ব্যক্তি নিষেধ কোল্লে আমি সে পথে কখনই পদার্পণ

কোর্‌বো না। আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, দৈবজ্ঞ কোথায় থাকেন, কোথায় গেলে তাঁকে দেখা পাওয়া যায়। শুনলেম, তিনি গ্রামের মধ্যে নাই, গ্রামের মধ্যে থাকাও রীতি নয়। গ্রামের বাহিরে একটা গুপ্ত গোরস্থান আছে, সেইখানে অষ্টকোণাকার একটি ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে বাস কোচ্ছেন, নিশীথ রাত্রে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোত্তে হয়। আমাকেও তাই কোত্তে হলো, তত গভীর রাত্রে একখানি সাল নিয়ে আপাদ মস্তক ঢেকে সেই গুপ্ত কবরস্থানে চোলে গেলেম, সেখানে বিস্তর লোকের আম্‌দানি দেখ্‌তে পেলেম, যুবা বৃদ্ধ আদি কোরে ছোট বড় নানা প্রকার আন্‌কা-আন্‌কা চেহারার ভিড় লেগে গেছে, মনে কোল্লেম, আমিও যে অভিপ্রায় কোরে এসেছি, এরাও সেই অভিপ্রায় কোরে এসেছে কি নয় ত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেই চোলে এসেছে, গণককার তাঁদের বিষয় কি বোল্লেন, সেই বিষয় তাদের মুখে শুন্‌তে এসেছে, যদি তাই হয়, তবে তাঁদের নৈরাশ হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হয়েছিল, তার কারণ এই, যাদের অদৃষ্টের কথা ব্যক্ত কোরে বোলে দেওয়া হোচ্ছিল, তারা একতিলও দাঁড়াচ্ছিল না, অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছিল, তাদের ভয়মূর্ত্তি দেখে বোধ হোতে লাগ্‌লো, তারা যেন বাড়ীতে গিয়ে পোড়তে পাল্লেই বাঁচে। গোরস্থানের দরজার কাছে একটি বামন দাঁড়িয়ে ছিল, সে ব্যক্তি গণককারের চাকর, দেখলেম, তাকে প্রসন্ন না কোল্লে তার দূরদর্শী চতুর প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার কোন প্রত্যাশা নাই। ঐ বামন আমার সঙ্গে কোরে অষ্টকোণাকার কুটীরের মধ্যে নিয়ে গেল, গিয়ে দেখি, দৈবজ্ঞবর আসনপিঁড়ে হয়ে বোসে আছেন, তিনি বৃদ্ধ, দেখতে খর্ব্বাকার, শোণের মত শুভ্র দাড়ি লম্বা হয়ে ঝুলে পোড়েছে, মুখখানি ফেঁকাসে, যেন ছাই মাখিয়ে দিয়েছে, দেখে বোধ হলো, রবিদেবের উজ্জ্বল ছটা সে মুখের উপর কখন যেন প্রদীপ্ত হয়নি। তাঁর মাথায় আর্‌মানি কেতার একটি মখমলের টুপী, ঐ টুপীর উপর সোনার রূপোর তারে কারিকুরি কোরে অনেক অক্ষর লেখা, গূঢ়াক্ষর, তার নিগূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ নাই। তা যাই হোক, একটি বিষয় দেখে বিস্ময়াপন্ন হোতে হলো, তাঁর পীঠের উপর তিনটি সর্প ফণা ধোরে রোয়েছে, সর্পগুলি কখন মাথার উপর, কখন ঘাড়ের উপর উঠছে, ক্রমাগত ফোঁস ফোঁস শব্দ কোচ্ছে, আবার থেকে থেকে লক্‌লকে জিব বার কোরে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হোচ্ছে। পণ্ডিতবরের সম্মুখে একখানি আসন পাতা ছিল, আমায় ইশারা কোরে সেই আসনের উপর বোস্‌তে বোল্লেন, আমি গিয়ে বোসেছি, সর্পগুলি অমনি হিল্‌বিল্ হিলবিল্ কোরে কুলোর মত বৃহৎ চক্র ধোরে উঠলো, তাদের ক্রোধপূর্ণ আরক্ত চক্ষু দিয়ে যেন অগ্নির তরঙ্গ নির্গত হোতে লাগলো। কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! দেখে আমার মহাপ্রাণী শুকিয়ে গেল। গণককার আমার ত্রাস দেখে সর্পগুলিকে তাড়না কোত্তে লাগ্‌লেন, তারা কিন্তু সে তাড়না গ্রাহ্য কোল্লে না, তাই দেখে পণ্ডিতবর সক্রোধে একটি শিশ দিলেন, শিশ দিতেই যে গদীর উপর তিনি বোসে ছিলেন, সেই গদীর নীচে থেকে একটি বেজি বেরিয়ে এলো, বেজিটি দেখতে খর্ব্বাকার, অতি সুন্দর, আপাদ-মস্তক শাদা ধপ ধপ কোচ্ছে, গলায় রূপোর ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা। নেউলের উপর সর্পবিষের প্রভাব খাটে না, পৃথিবীর মধ্যে এরূপ জন্তু আর দ্বিতীয় নাই। ভুজঙ্গগুলি এই কালান্তক আতশত্রুকে দেখতে পেয়ে ভয়ে কেঁচো হয়ে পোড়লো, কোঁকড়-সোঁকড় হয়ে মাথাগুলি হেঁট কোল্লে, চক্রগুলি গুড়িয়ে ফোঁসফাঁস শব্দে গর্জ্জন করাও রহিত হলো, এখন সুড়সুড় কোরে পণ্ডিতের টুপীর পশ্চাতে গিয়ে লুক্কায়িত হলো, কেবল থেকে থেকে ঘাড়ের দিক দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছিল, তাদের পরমশত্রু সেই বেজিটি কোথায় কি কোচ্ছে, উঁকি মেরে মেরে তাই দেখছিল। নেউলটি কখন এদিকে সেদিকে শুঁকে শুঁকে ঘ্রাণ নিয়ে বেড়াচ্ছিল, কখন বেপরোয়া বেখবর হয়ে পণ্ডিতের

হাঁটুর উপর বোসে আপনার পাত্র খাঁচড়িয়ে পরিষ্কার কোচ্ছিল। আমি বোল্লেম, "আমি আমার অদৃষ্ট জান্‌তে এসেছি, আপনি যদি পারেন তো বলুন, ভয় কোর্‌বেন না।" ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধটি মুখ তুলে চোক মেলিয়ে, একবার চেয়ে দেখলেন, জীর্ণপ্রদীপের ন্যায় মিটমিট কোরে একটিমাত্র আলো জলছিল, সেই প্রদীপটি তিনি উস্‌কিয়ে দিলেন, আমি বোল্লেম, "বোধ হয়, আমার বয়স আন্দাজ আটাশ বৎসর, সেপাইগিরি আমার ব্যবসা।"

বৃদ্ধটি বোল্লেন, "তবে নিঃসন্দেহ তোমার মাথার উপর দিয়ে বিস্তর উৎপাত হোয়ে বোয়ে গিয়েছে।" আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলেম, বৃদ্ধ বোল্লেন, "এখনও বিস্তর বিপদ্ তোমার জন্যে ভাণ্ডারে মজুত রোয়েছে।" আমি বোল্লেম, "তা হোতে পারে, চরমে কি দশা হবে, সেই কথা বলুন।"

আচার্য্য বোল্লেন, "শেষ মৃত্যু।"

আমি বোল্লেম, "মৃত্যু তো ধরাই রোয়েছে, তা তো হবেই, মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন হবে কি না, তাই বলুন।" আচার্য্য বোল্লেন, "অদৃষ্টবান্ হবার জন্যে তুমি যখন ব্যাকুল হয়ে বেড়াবে, সেই সময় সর্ব্বান্তক মৃত্যু তোমার গ্রাস কোর্‌বে।" এই কথোপকথনের সময় বৃদ্ধের আজ্ঞাক্রমে দুখানি হাত কোলাকুলি কোরে বুকের উপর বেঁধে রেখে দাঁড়িয়ে আছি, মনে কোচ্ছি, অদৃষ্টের বিষয় বৃদ্ধ আরও কত কথাই বোল্‌বেন, শুনবো। দৈবজ্ঞ কিন্তু ঐ কথাগুলি বোলে মুখ বন্ধ কোল্লেন, সে মুখ আর খুল্লেন না। দেখে যা থাকে অদৃষ্টে ভেবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমি যে কোনপ্রকার অভিসন্ধিতে লিপ্ত আছি, আপনি সে বিষয় কেমন কোরে জানলেন?"

আচার্য্য বোল্লেন, "যুবা! আমি মনুষ্যের অদৃষ্ট কি কোরে জান্‌তে পারি, সে বিষয় তোমায় বোল্‌তে বাধা নাই। তুমি বল দেখি, তোমার পিতা জীবিত আছেন কি না?" আমি বোল্লেম, "আমি কখন পিতাকে দেখি নাই, আমি তাঁকে জানিও না, চিনিও না।"

আচার্য্য বোল্লেন, "তবে ঐ চুনির আংটীটি কি কোরে তোমার হস্তগত হলো?" আমি ও একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেম, মনে কোল্লেম, এই ব্যক্তিই উপযুক্ত পাত্র, যে বিষয় জান্‌বার নিমিত্ত অত ব্যগ্র, অত ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছি, এই ব্যক্তি হোতেই তার সন্ধান জানতে পারবো। আমি বোল্লেম, "আঃ, কি কথাই বোল্লেন! আপনি যদি সে বিষয়ের কিছু জানেন, তবে অনুগ্রহ কোরে বলুন, আর আমার সংশয় রাখবেন না; যে ব্যক্তি আমার পিতা বোলে পরিচয় দিতেন, সেই ব্যক্তি আমায় এই আংটীটি প্রদান কোরেছেন, কিন্তু তৎকালীন তাঁর কথা কহিবার শক্তি ছিল না, সেটি দাতার নিদারুণ নিষ্ঠুরতার গুণ।" আচার্য্য বোল্লেন, "সে দাতার নাম অবশ্যই সাদুল্লা খাঁ হবে।" আমি বোল্লেম, "হাঁ, তাঁর নাম সাদুল্লা খাঁই বটে। কেন, আর কি সংসারে একরূপ আকারের একরূপ বর্ণের আংটী নাই?" আচার্য্য বোল্লেন, "না, কখনই না।" এই কথা বোলে, একটা ক্ষুদ্র খোলের ভিতর হাত পূরে দিয়ে অবিকল আমার আংটীর মতন আর একটি আংটী বার কোল্লেন। আমি বোল্লেম, "হাঁ, এইটি তৃতীয় আংটী।" আচার্য্য অমনি বোলে উঠলেন, "এইটি কি তৃতীয়? তবে বোধ হয় দ্বিতীয়টি তুমি দেখেছ?" আমি বোল্লেম, "হাঁ, দেখেছি, আবার যে তৃতীয় একটি ছিল, তা আমি জান্‌তাম না।" আচার্য্য বোল্লেন, "তোমার হাতে যেরূপ আংটী আছে, ঐরূপ আর একটি আংটী কোথায় দেখেছ, মনে কোরে দেখ দেখি।" "আমার বিদ্বেষকারী, আমার নিগ্রহদাতা নজফালী খাঁর হাতে দেখেছি, তিনি তখন মাহিরেদের আশ্রয়ে বাস কোচ্ছিলেন।" "তবে তুমি যখন সেখান থেকে চোলে এসো, নজফালী খাঁর হাতে সেই আংটী দেখে এসেছ?" "হাঁ, দেখে এসেছি, তিনি যখন শবাকার হয়ে পোড়েছেন, তখন সেই আংটীটি তাঁর হাতে রোয়েছে দেখেছি।" "বড় আক্ষেপের বিষয় যে, ঐ আংটীর উপর দৃষ্টিপাত হবার পূর্ব্বে সে ব্যক্তির স্বভাব অরূপ ছিল

না।"আপনি প্রহেলিকার মত কূট কোন কথা আমায় বোল্‌বেন না, এই তিন আটী আমূল বৃত্তান্ত আমায় ভেঙ্গে খোলসা কোরে বলুন। "বস্, চুপ কর! আর আমাদের কথোপকথন চোলবে না, সর্পেরা ফোঁস ফোঁস কোরে গর্জ্জন কোচ্চে, রাত্রি প্রভাত হয়ে এসেছে, আবার কাল রাত্রে এসো, যখন সকলে নিঃশব্দ নিস্তব্ধ হবে, যখন অন্ধকারে কোলের মানুষ দেখা যাবে না, সেই সময় এসো, এখন উঠ, আর বিলম্ব কোরো না, আপনার ঘরে চোলে যাও।"

এই কথা বোলে আচার্য্য মিহিস্বরে একটি শীশ দিলেন; ঐ শীশ শুনে সেই খর্ব্ব-মূর্ত্তিটি আমায় সঙ্গে কোরে বাইরে নিয়ে এলো, আমি চোলে এলে গণকবার আলোটি নিবিয়ে ফেলেন। বাইরে যারা দাঁড়িয়ে ছিলো, তারা পাছে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এক চোঁচা টানে সটান বেরিয়ে পোড়লেম। আমিই বা কে, আমার জন্মদাতাই বা কে, সেই বিষয় জান্‌তে না পারায় মনটা বড় উচাটন হলো, ঐ উচাটন মনে ভিঁড়ের মধ্য দিয়ে যখন চোলে যাই, তখন এক ব্যক্তি বোল্‌ছে শুন্‌তে পেলেম, "দেখো, চেহারাটা কেমন বিশ্রী হয়ে পড়েছে, চোক্ মুখ বোসে গিয়েছে, ঠিক যেন মড়ার মতন দেখাচ্ছে, আমি দিব্যি কোরে বোল্‌তে পারি, আচার্য্য চোক খুলে দিয়েছেন, তিনি বলেন, তুমি আর বিস্তর দিন বাঁচবে না। শীঘ্র মোরবে, আয়ু শেষ হয়ে এসেছে।" আর এক ব্যক্তি বোল্লে, "দেখছ ভাই, ভিড়ের ভিতর দিয়ে কেমন তিড়িং তিড়িং কোরে লাফাতে লাফাতে চোলেছে, ও ব্যক্তি কেন অদৃষ্ট জান্‌তে এসেছিল? ও দুর্ব্বুদ্ধি তার কেন হলো? তাই এখন অনুতাপ কোচ্চে সন্দেহ নাই।" তৃতীয় স্বর বোল্লে, "এ ব্যক্তি কে, চেন?" এই কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমি আড্ডায় গিয়ে পৌঁছিলেম। আমার বিলম্ব দেখে সলিমান ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছিলো, কতক্ষণে ফিরে আস্‌বো, তাই পথের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলো। সলিমান আমায় দেখ্‌তে পেয়ে চীৎকার শব্দে বোলে উঠ্‌লো, "আল্লা! তোমার মহিমা বৃদ্ধি হোক্! আপনি যে সেই ভণ্ড বুড়োর কাছ থেকে নির্ব্বিঘ্নে ফিরে এসেছেন, তাই আমার পরম লাভ, লোকে বোল্‌ছে, সে বেটা মূর্ত্তিমান্ কালি-রাত।"

আমি বোল্লেম, "চুপ্ কর্ মূর্খ, তোরা তাঁর গুণ কি জানিস? তিনি পণ্ডিতচূড়ামণি, তাঁর অতি নিরীহস্বভাব।

সলিমান বোল্লে, "হুজুর! আমি এইমাত্র জানি, যারা তাঁর কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোত্তে যায়, তার মধ্যে তিনজনের বাক্‌রোধ হয়েছে, তারা একেবারে বোবা হয়ে পোড়েছে, তাই গ্রামের মধ্যে ভারি ডামাডোল চোলেছে, লোকের মনে বড় ভয় হোয়েছে।" আমি বোল্লেম, "তারা অতি অজ্ঞান, তাদের বুদ্ধি অতি কম, মনের বল নাই। তারা হাবার মত ভয়তরাসে, সেই দোষেই তাদের জিহ্বা অসাড় কোরে পড়েছে, তাই তারা কথা কোইতে পাচ্ছে না, নচেৎ পণ্ডিতবরের কোন দোষ নাই, তিনি কখনই নষ্টামি কোরে তাদের মন্দ করেন নাই। যদি আমার মনে থাকে, আবার কাল রাত্রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো।"

সলিমান শিউরিয়ে উঠে বোল্লে, "আবার! আবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ? তত বাড়াবাড়ি কোর্‌বেন না, তা হোলে আপনাকে বিপদে পোড়্‌তে হবে।"

আমি বোল্লেম, "তুই চাকর বই তো নোস্, তোর অত কথায় কাজ কি? তুই এখন শুয়ে থাক্, আমার জন্যে তোর ভাবতে হবে না।" সলিমান কোরাণের কতকগুলি টীকা লেখা নিয়ে আস্তে আস্তে চোলে গেল, আমি একটা মাদুরের উপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পোড়্‌লেম, নিদ্রা যাবার জন্যে শুলেম না, অনুসন্ধান-রূপ ইচ্ছাশৃঙ্খ আমার মনকে টেনে ধোরে রেখেছিল, তাতে আর কি কোরে ঘুম হয়—আমি যে বিষয় জান্‌বার জন্যে এতকাল লালায়িত হোয়ে বেড়াচ্ছি, সেই চিরবাঞ্ছিত পরিচয় অবগত হোতে পারে হয় ত আমার অব-

হার বিস্তর বৈলক্ষণ্য হোয়ে পোড়বে, হয় ত এখনকার অবস্থার সঙ্গে প্রকাণ্ড প্রভেদ হয়ে দাঁড়াবে, হয় ত আমার এই উপস্থিত সাহসবৃত্তি একটি নূতন মূর্ত্তি ধারণ কোর্বে, রাজপুত্রের অনুসেবা পরিত্যাগ কোরে হয় ত আমার আগ্‌রায় ফিরে যেতে হবে, আমার বন্ধু-বান্ধব, আমার আত্মীয়-স্বজন জীবিত থাকতে পারেন, হয় তো তাঁদের অনুসন্ধানের নিমিত্ত দূরদেশে গমন কোত্তে হবে, ভাই ভগিনী, পিতা, মাতা, আমার দেখ্‌বার নিমিত্ত হয় ত পথ চেয়ে আছেন। পিতা মাতা পুত্র বোলে, ভ্রাতা ভগিনী ভ্রাতা বোলে আমায় সম্ভাষণ কোত্তে পারেন। আহা! সে দিন আমার কতই আনন্দের হবে। আমার শুভ অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়ে আমার অতল অনুসন্ধানরূপ গভীর প্রবাহের মুখে এনে ফেলেছে, আমার শুভগ্রহই পথপ্রদর্শক হয়ে আমায় সেই অনুসন্ধানের পথে এনে তুলে দিয়েছে। যে রাত্রে উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে মন ব্যাকুল হয়, সে রাত্রি যেন প্রভাত হয়েও হয় না, কিংবা কাল প্রভাতে মনের বাসনা পূর্ণ হবে, কি মনের সংশয় দূর হবে বোলে যে রাত্র চিত্ত আনন্দে প্রফুল্লিত হয়, সে রাত্রও যেন অধিক দীর্ঘ বোধ হয়, শেষ যেন হয়েও হয় না। সূর্য্যদেব যখন সপ্রাতে আপনার রক্তিমামূর্ত্তি প্রকাশ কোল্লেন, তাঁর সেই প্রাতর্ম্মূর্ত্তি দর্শন কোরে কতই আনন্দিত হলেম, তৎকালীন আহ্লাদে মেতে উঠে আমি যতখানি প্রফুল্ল আমোদে আমোদিত হোলেম, কোন গৃহীবির সে সময় ততখানি হৃষ্টচিত্ত হয়ে তত উল্লাস তত আনন্দ বর্দ্ধন কোত্তে পারে না, আবার যখন ঐ রবিদেব মন্থরগতিতে আপনার পরিমণ্ডল পরিভ্রমণ কোরে পশ্চিম-সাগরে নিমগ্ন হন, তৎকালীন আমার মন যতখানি আহ্লাদরসে প্লাবিত হলো, একজন পেটার্থী মুসলমান রোমজানের উপবাস কোরেও সে সময় ততখানি আহ্লাদ অনুভব কোত্তে পারে না।" তমোময়ী রজনীর ক্রমিক ঘোরমূর্ত্তি দেখে গভীর রাত্রচর দস্যুরা, কুশল হউক, মঙ্গল হউক বোলে যেমন না আহ্লাদবৃষ্টি করে, রজনী যত ঘোর হতে আস্তে লাগ্‌লো, আমিও তেমনি আহ্লাদ-বৃষ্টি কোত্তে লাগ্‌লেম। সলিমান কালিয়া পোলাও প্রস্তুত কোরে কিসে আমি দুগ্রাস খেতে পারি, তারই চেষ্টা, তারই যত্ন কোত্তে লাগ্‌লো, গোলাপ জল, ভাল ভাল খোস্‌বার সরবৎ, গোলাপি পানের খিলি, আলবোলা আমার সম্মুখে এনে রেখে দিলে, আমি না আহারই কল্লেম, না পানই খেলেম, না তামাকই খেলেম, তাই দেখে সলিমান একান্ত মনে কোল্লে, গণককারের মোহিনী মন্ত্রের প্রভাবক্রমেই প্রকাশ পাচ্ছে, তাই আমার আহারাদিতে রুচি-প্রবৃত্তি নাই। রাত্র ক্রমে অধিক হয়ে পড়েছে, আমি শাল জোড়া দিতে বোল্লেম, আমার একান্ত বিশ্বাসী চাকর সেই সলিমান শাল জোড়া যখন আমার গায়ে জড়িয়ে দেয়, সেই সময় দেখ্‌লেম, তার হাত দুখানি থর্‌থর্‌ কোরে কাঁপ্‌ছে, এবার আর প্রাজ্ঞের ন্যায় হিতোপদেশের কথা বোলে সে আমায় বিরক্ত কোল্লে না, তার কথায় আমার যে মন ভিজ্‌বে না, সে তা জান্‌তে পেরেছিল। তা যাই হউক আমি যখন ঘরে থেকে বেরিয়ে যাই, সলিমান ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লো। এখনও বেশী রাত হয় নাই, দ্বিপ্রহর হতে এখনও এক্ঘণ্টা বাকী আছে, এই অবকাশে গ্রামের চারিদিক্‌ ঘুরে ফিরে দেখে বেড়াতে লাগ্‌লেম, স্থানে স্থানে লোক দঙ্গল বেঁধে বোসে গিয়েছে, কথাবার্ত্তা প্রায় কানে কানেই ফুস্‌ফাস্‌ কোরে চোলেছে। গণককার যে প্রতিবাসীদের মনে ত্রাস জন্মিয়ে দিয়েছেন, তাতে কোরে আমি দুঃখিত না হয়ে বরং সন্তুষ্টই হোলেম, মনে বড় আহ্লাদ হলো, আজ রাত্রে আমি বই সে কবরস্থানে আর কেউই যাবে না, ভালই হলো, অনেক সময় পাব, আমার অদৃষ্টবৃত্তান্তের কথাগুলি ভাল কোরে শুন্‌তে পাব। সময় নিকট হয়ে এসেছে, যে এক ঘণ্টা বাকী ছিল, তাও শেষ হোতে আর বড় বিলম্ব নাই। যতই আমি দৈবজ্ঞের নিকটবর্ত্তী হতে লাগ্‌লেম, আমার হৃদয় ততই আহ্লাদে নেচে নেচে উঠ্‌তে

লাগ্‌লো। বহুকালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে বোলে আমার অন্তঃকরণ উল্লাস-তরঙ্গে ভাস্‌তে লাগ্‌ল। আমি একমনে চোলেছি, সটান চোলেছি, এমন সময়ে একটি গ্রামবাসী তাড়াতাড়ি কোরে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, সে ব্যক্তি আমার পথ অবরোধ কোরে, আমি যাতে কোন মতেই গণৎকারের নিকট না যাই, তাই বিস্তর অনুনয়বিনয় কোরে নিষেধ কোত্তে লাগলো। সে ব্যক্তি বোল্লে, গণৎকার একটি মহামায়াবী, মায়া-বিদ্যার প্রভাবে যা মনে করে, তাই কোত্তে পারে, তার গোণাগাড়া সকলি মিথ্যে, তার যত কার্য্য, সকলই মায়া, সকলি জাল। আমি তার উপর অত্যন্ত রাগত হোলেম, "বোল্লেম, "তুই কে? পথ ছেড়ে দে! সরে তফাত যা! আমায় দেক করিস্‌নে।" সে ব্যক্তি বোল্লে, "দোহাই আল্লার! মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব কর, তুমি তোমার বিপদ্ দেখতে পাচ্ছো না, আর দুপা বাড়িয়েছো কি অমনি,—"এই শেষ কথাটি বোল্‌তে না বোল্‌তেই অমনি তখনি একটা ঘোরতর গভীর শব্দ হয়ে ধরা কম্পিত কোরে তুল্লে, পৃথিবী যেন বজ্র নিনাদের ঘোর পরাক্রম সহ্য কোত্তে না পেরে অন্তরবিদার হয়ে জ্বলিয়ে, উঠে ফেটে পোড়ল, আরঙ্গজেবের সমুদায় তোপখানা যেন এককালীন ভীমবিক্রম কোরে ঘোর ভৈরব শব্দে গর্জ্জন কোরে উঠল। তখন কিন্তু নিবিড় মেঘের নীলোদর ভেদ কোরে শশিকান্তির শ্বেতছটা ধরাতলে ভেসে চোলেছে, সেই নির্ম্মল হাসামুখী শ্বেত আলোকে দেখলেম, ভয়ঙ্কর-মন্দিরের গর্ত্ত থেকে স্থূল জলস্তম্ভের ন্যায় রাশি রাশি ধূমপুঞ্জ নির্গত হোচ্ছে, আবার সেই সময় গ্রামের সমুদায় লোক ছুটে চারিদিক্ থেকে ইটপাটকেলের বৃষ্টি কোচ্ছিল, ইট পাট্‌কেলের যেন ধারাসম্পাত হোচ্ছিল। আমি যখন গ্রামের দিকে ফিরে এলেম, সেই সময় লোকে আহ্লাদ প্রকাশ কোরে একটা পশুবৎ ঘোর অসভ্য চীৎকার কোরে উঠলো। অসভ্য চীৎকার কোরে উঠলো। সব প্রথম সলিমানের সঙ্গে দেখা হলো, আমি প্রাণে প্রাণে বেঁচে এসেছি বোলে সে ব্যক্তি প্রাণ ভোরে আল্লার গুণানুবাদ কোত্তে লাগলো। সে বোল্লে, "নরাধম পাপিষ্ঠ গণকের কুহকজাল থেকে গ্রামের লোক যে পরিত্রাণ পেয়েছে, তার জন্যেও একবার ধন্যবাদ দিয়ে আল্লার মহিমা কীর্ত্তন কোল্লেম।"

আমি বোল্লেম, "কি রে পাজি! তুই কি বোলছিস্? তুই কি বোলছিস্ বল্! তোকে তা বোলতেই হবে।" "আঃ হুজুর। সে ব্যক্তি নাই, অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে, আমরা তাকে স্বর্গে পাঠিয়েছি, সেই সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর এক্ষণে যদি তাকে গ্রহণ করেন, তবেই তার পক্ষে মঙ্গল।" "তুই কি তাদের কথা বোল্‌ছিস্, তোর ও সব কথার মানে কি?" "হুজুর। আমি এই কথা বোল্‌ছি, আজ আমি আপনার যে একটি উপকার কোরেছি, তেমন উপকার এ পর্য্যন্ত কেউ আপনার করে নাই, আজ আমার জন্যেই আপনি বেঁচে গেছেন, নচেৎ আজ আপনার কি দুর্দ্দশাই, কি দুর্গতিই না, হতো। আপনি যে মনন কোরে বেরিয়েছিলেন, আজ যদি সেই মূর্ত্তিমান্ মায়াবী-রাক্ষসের কাছে গমন কোত্তেন, তবে না জানি, আজ কি সর্ব্বনাশই ঘোটতো, আপনি নষ্ট হোতেন, আপনার দেহ নষ্ট হতো, আপনার প্রাণ নষ্ট হতো, আরও কত কি না হতো।"

আমি বোল্লেম, "নরাধমচণ্ডাল। সে সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ কোথায়?" "হুজুর! তাকে তোপে উড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে, তার সেই সাপ, বেজি, বামন সবশুদ্ধ তোপে উড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে।" দৈবজ্ঞের অদৃষ্টে যা ঘোটেছে, ঐ কথা শুনেই তা বুঝতে পারেম, তত সাধের, তত যত্নের বৃত্তান্তগুলি অবগত হবার নিমিত্ত মনে যে চিরবাঞ্ছিত চিরাদৃত অভিলাষ ছিল, সে অভিলাষ এক্ষণে একেবারে চিরবিলুপ্ত হলো, যত পারেম, সলিমানকে যা ইচ্ছা, তাই বোলে ঝুড়ি ঝুড়ি গালাগালি দিতে লাগলেম, "তুই বজ্জাত, তুই পাজি, তুই চণ্ডাল, তুই খুনে, তুই ডাকাত," এই সকল দুর্ব্বাক্য বোলে, এ ছাড়া আরও কত কটূক্তি কোরে রাগ প্রকাশ কোত্তে লাগলেম। তখন ঐ

বাবা উন্মাদ আমায় বোলে, তারই পরামর্শ-ক্রমে গ্রামের লোক মুটে একটি নিরীহ নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট কোরেছে।

আমি বোল্লেম, "তোর এ কাপরনালালি কর্‌বার কি আবশ্যক ছিল, তুই কেন পরাধিকার-চর্চ্চায় হাত দিতে গেলি, তুই দুরাত্ম, তুই কাল মুখ কর, তুই মহাপাতকী, তোর মুখ দেখলে প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে হয়।" এই বোলে তারে ধিক্কারের উপর ধিক্কার দিতে লাগলেম। আমি ত তখন আশাভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় কোরেছি বুড়ো পাগল সলিমানের মুখের উপর জুতো মাত্তে মাত্তে গ্রাম ময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলেম, সলিমান মার খেয়ে খেয়ে শেষে নির্জীবপ্রায় হয়ে পোড়লো। আমি একটা পুষ্করিণীর ধারে গিয়ে বোস্‌লেম, অদৃষ্টের বিড়ম্বনা ভেবে মনে মনে কতই আক্ষেপ কোত্তে লাগলেম। সলি-মান এমন গাধা, হতুন, আমার পথে কণ্টক দিয়ে দিলে, আমি মর্ম্মভঙ্গ হোয়ে পোড়লেম, উপস্থিত বিড়ম্বনা শেল হোয়ে আমার হৃদয়-ভেদ কোত্তে লাগলো, স্থির শান্ত হোয়ে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠলো, যে বিষয় জান্‌বার জন্যে কত বৎসর থেকে লালায়িত হয়ে বেড়াচ্ছি, সেই বিষয়টি আজ ব্যক্ত হোতে পাত্তো, কিন্তু আমার ভৃত্য সলিমানের অল্প-বুদ্ধির দোষে তার অনধিকার-চর্চ্চার দোষে বিশেষতঃ গ্রামের কতকগুলি ইতর মূর্খ লোকের নিমিত্ত সে বিষয়টি প্রকাশ হোতে পেলে না, আর যে কখন প্রকাশ হবে, সে আশাও নাই। এই সকল দুঃখ মনে হোয়ে আমার কান্না পেতে লাগলো, আমি ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তেও লাগলেম; কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে উন্মাদের ন্যায় একবার এদিক, এক-বার সেদিক কোরে ছুটোছুটী কোত্তে লাগলেম, লোকের ভিড়ে চারিদিক ঠেসে গিয়েছে, তারা মনে কোরে, আমায় দানোয় পেয়েছে, নারকী গণককারের মায়াজাল আমায় বেড়ে চেপে ধোরেছে, এই ভেবে তারা এক এক কোরে সকলেই সোরে পোড়লো, সলিমান আমার ঐরূপ ভাবান্তর দেখে আপনার ঘোড়ার উপর সোয়ার হোয়ে তাড়াতাড়ি আগ্‌রার দিকে চোলে গেল। তার পরদিন লোকের মুখে এই কথা শুনতে পেলেম।

পরদিন প্রাতে আমি সেই এককালীন বিধ্বংসপ্রাপ্ত গোরস্থানটি দেখ্‌তে চোল্লেম, গিয়ে দেখি, পাথরের ইট্‌গুলি কৃষ্ণবর্ণ হোয়ে স্থানে স্থানে স্তূপাকার হোয়ে রোয়েছে, পাথ-রের দেওয়ালগুলি ফেটে চৌচির হোয়ে পড়ো পড়ো হোয়েছে, যে দিকে চাই, সেই দিকে কেবল উজাড় উচ্ছিন্ন দেখ্‌তে পেতে লাগলেম। একটা লোকের সঙ্গে দেখা হলো, সেটা কিন্তু আধপাগলা, বর্ব্বরেরা যে কৌশল কোরে দৈবজ্ঞবরকে নিষ্ঠুরপ্রাণে বিনাশ কোরেছে, তার মুখে সে সকল ফেরেব-ফন্দির কথা শুনতে পেলেম। এই স্থানে একটি পাহাড়ের খাত ছিল, গোরস্থানের পশ্চাৎ দিকে অথচ খাতের প্রান্তভাগের উপর ঐ গোরস্থানের পশ্চাৎদিক্‌কার দেওয়াল গেঁথে তোলা হয়। খাতের আশে পাশে বিস্তর ছিদ্র, বিস্তর ফাঁক ছিল, তাই আর বারুদ পুরে দেবার নিমিত্ত গর্ত্ত কোত্তে হয় নাই, যদি গর্ত্ত কোত্তে হতো, তবে গণকতার মনে অবশ্যই ভয় পাইতেন, তিনি তবে পূর্ব্বা-হেই সতর্ক হোতেন। ঐ সকল ছিদ্রের মুখে বারুদ পুরে দিয়ে ঐ বারুদ প্রায় গ্রামের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত লোয়ে যাওয়া হয়, তাতে কোরেই গোরস্থানের ইমারতগুলি ভূমিসাৎ হোয়ে পড়ে। আমার ইচ্ছা ছিল, ভগ্নাবশেষ-গুলি স্থানান্তর কোরে গণককারের মৃতদেহটি বার করি, কিন্তু আর কাহাকেও পেলেম না যে, আমার সঙ্গে যোগাড় দেয়, একটি প্রাণী-কেও সে পথ দিয়ে যেতে দেখলেম না, তাই সুতরাং বিমুখ হোয়ে আপনার আড্‌ডায় ফিরে আস্‌তে হলো, এক্ষণে শোকদুঃখমন-স্তাপ আমায় যেন আড়ে আড়ে গ্রাস কোত্তে লাগলো। অনেকগুলি সন্ধান অবগত হবার নিমিত্ত অতিশয় উতলা, অতিশয় উচাটন হোলেম, আমার মন যেন লালায়িত হোয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। প্রথমতঃ আমার জন্ম-বৃত্তান্ত কিংবা আমার বংশের পরিচয়। দ্বিতী-

য়তঃ সাহুল্লা খাঁ ব্যক্তিটে কে? সে কেন আমায় পুত্র বোলে সম্বোধন কোত্তো। তৃতীয় এ সকল গূঢ় বৃত্তান্তের মধ্যে নজফালী খাঁ কি কোরে একজন গণ্যীকৃত ব্যক্তি হলো, সে ব্যক্তি কি কোরে আমার বংশাবলী ঘটিত অদৃষ্ট বৃত্তান্তগুলি অবগত হোয়েছিল? চতুর্থ, যে আঙ্গী তার হাতে আছে দেখে চোলে আসি, সে ব্যক্তি তো তখন মাহিরেদের ভিতর শব হোয়ে পোড়েছিল, সে আংটীটি শশকারের হস্তগত কি কোরে হলো? পঞ্চম, আমার মনে বেশ প্রতীতি হোয়েছিল, এবার আমার অদৃষ্টের বিষয় অবগত হোতে পারবো, আমার পরিচয়েরও অন্তর্মর্ম জানতে পারবো। দৈবজ্ঞের মনে ভয় হোয়েছিল যে, অনেক বিপদ্, অনেক বিঘ্ন আমার ঘেরে রোয়েছে, তিনি পূর্ব্বাহ্ণে সাবধান কোরে দিয়ে আমায় রক্ষা কোত্তে পারেন। এই সকল গুরুতর বৃত্তান্তের যথার্থ স্পষ্ট কোরে ব্যাখ্যা করে, এমন লোক আর দ্বিতীয় নাই, বাস্তবিক সে নিগূঢ় কথাগুলি একাল্‌ফাথেরের মস্তক তোপের মুখে যেন উড়ে গিয়েছে বোধ হোতে হবে। এক্ষণে আবার পূর্ব্বের মত স্থিরশান্ত হোয়ে জয়পুরে যাত্রা কোল্লেম, সঙ্গে দোসর কেউ নেই, হরকরাদের, সোয়ারদের পূর্ব্বাহ্ণেই সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হোয়েছে, সুতরাং একাকী রওনা হোয়ে, আমি সেখানে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলেম। জয়পুরে পৌঁছে শুন্‌লেম, রাজা বনক্রীড়া কোত্তে যাবেন, চিতাবাঘ, কালসার, এই সকল জানোয়ারের কৌতুক দেখবেন, তারই উদ্যোগ হোচ্ছে। এই মহোৎসবে আমোদ-আহ্লাদ কর্‌বার নিমিত্ত অনেককেই তাঁর সঙ্গে যেতে অনুমতি কোরেছেন। পরদিন প্রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত কোল্লেম, রাজন্‌বর আমায় দেখে চিন্‌তে পাল্লেন, তাই তাঁর পাশাপাশি হোয়ে যেতে অনুমতি কোল্লেম।

রাজা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার জয়পুরে আসা এইবার নিয়ে তিনবার হলো, এ বারঃ কি অভিপ্রায় কোরে আসা হোয়েছে?" আমি তাঁকে বারম্বার অবধারিত কোরে বোল্লেম, এবার আস্‌বার নিতান্তই প্রয়োজন হোয়েছে, যদি অনুমতি করেন, সন্ধ্যার পর সাক্ষাৎ কোরে যে কার্য্যের ভার লোয়ে এসেছি, তার মর্ম্ম অবগত করাই।" রাজা তাতে সম্মত হোয়ে বোল্লেন, "আচ্ছা, সেই কথা ভাল।" আমরা এক্ষণে ঘোড়া ছুটিয়ে কৌতুকক্ষেত্রে চোল্লেম। সেখানে যেতে না যেতেই চিতাবাঘগুলি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তামাসা দেখাতে লাগলো, এই সময়ে হঠাৎ একটা কালসার দেখতে পেয়ে চক্ষুর ঠুলি খুলে দিয়ে চিতাবাঘটিকে ছেড়ে দেওয়া হলো। বাঘটি যখন থাবা মেরে মাটীতে বোস্‌লো, একবার এদিক্ একবার সেদিক্ কোরে যখন পুচ্ছ আস্ফালন কোত্তে লাগলো, আবার যখন শীকারের নিমিত্ত ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌ছিল, তখন তার চোখ্ দিয়ে যেন মূর্ত্তিমান্ কালাগ্নি ঝলকে ঝলকে উথলিয়ে পোড়্‌ছিল, সে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখতে একটি প্রকাণ্ড তামাসা। ঐ কৃষ্ণসারের প্রতি ব্যাঘ্রটির যখন দৃষ্টিপাত হোলো, তখন তার ভাবভঙ্গি দেখে আমাদের অল্প আমোদ হোচ্ছিল না। আমাদের মধ্যে কারুরি কথা কইবার, কি নোড়ে বস্‌বার অনুমতি ছিল না। যে দিকে গেলে তার পক্ষে সুবিধা হয়, চিতাবাঘটি সেই দিকে নিঃসাড়ে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে যেতে লাগলো। প্রথমতঃ অনেক অন্তরে থেকে একটি চক্র দিলে, শেষে অল্প অল্প তোরে ক্রমে ক্রমে শীকারটির নিকটবর্ত্তী হোতে লাগলো। যদি কখন কালসার ঘাড় উঁচু কোরে চেয়ে দেখেছে, ব্যাঘ্রটি অমনি একটি ক্ষুদ্র ঝোপের মধ্যে প্রবেশ কোরে তার মধ্যে শরীরটি লুকাতে লাগলো, তাই দেখে রাজার মনে অতিশয় আনন্দ হোলো, চরমে কি ফল দাঁড়াবে, সেই কৌতুক দেখবার নিমিত্ত সকলেই উতলা হোলো। ব্যাঘ্রটি যেমন কৃষ্ণসারের প্রতি লক্ষ্য কোচ্ছিল, তার চাল্‌-চালনের প্রতি সে যেমন একদৃষ্টে নিরীক্ষণ কোরে দেখছিল, আমরাও তেমনি ব্যগ্র হোয়ে ব্যাঘ্রটির গতি-প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত কোচ্ছিলেম। রাজা

বোল্লেন,"তবে আর কি,কৃষ্ণসার এখনও তার বিপদ্ বুঝতে পারেনি, তাই অসংশয়-মনে চারিদিক চোরে খেয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তার আর রক্ষা নাই, ঐ দেখ, চিতাবাঘটি ঝোপ আশ্রয় কোরেছে, ঐ ঝোপের পশ্চাদ্দিক্ থেকে লম্ফ প্রদান কোর্‌বে, তাই আস্ফালন কোরে ল্যাজের ঝাপটা মাচ্ছে। এই কথা বোল্‌তে না বোল্‌তেই বাঘটি লম্ফ প্রদান কোল্লে, কিন্তু কি আক্ষেপ, লম্ফটি ব্যর্থ হলো, কৃষ্ণসারের উপর আক্রমণ কোত্তে পাল্লে না। আমরা মনে কোরেছিলাম, এবার তার আয়ু নিতান্ত শেষ হোয়েছে, বাঘটি মৃত্যুবাণ হোয়ে তার রক্ত পান কোর্‌বে, কিন্তু কাল-সারটি সেই সময় একটি লাফ দিয়ে ঠিক্‌রিয়ে গিয়ে তফাতে পোড়লো, তাই সে এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা কোত্তে পাল্লে, ঠিক্‌রিয়ে পোড়েই সুমুখের ময়দানের দিকে নক্ষত্রবেগে ছুটতে লাগলো, শেষে কোথায় পালালো, আর তাকে দেখা গেল না। বাঘটিকে ভুলিয়ে ফুসলিয়ে আন্‌বার নিমিত্ত ভুরিওয়ালারা কাঁচা মাংস নিয়ে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি কোত্তে লাগলো, বাঘটি তখন সংক্ষুব্ধ গভীর অম্বুরাশির ন্যায় গুমরিয়ে গুমরিয়ে গর্জ্জিয়ে উঠে মহা আস্ফালন কোচ্ছিল, পুচ্ছটি পেছ-নের দুখানি পায়ের ভিতর থেকে ঝুলে পোড়েছে, শীকার কোত্তে পাল্লে না বোলে লজ্জায় যেন ঢেকে রেখেছে! আজকার কৌতুকের নিমিত্ত এ বাঘ আর কোন কর্ম্মে-রই হবে না, তার লম্ফ প্রদান করা যদি এক বার নিষ্ফল হোয়ে পড়ে, তবে সে দিন আর শীকার কোত্তে কখনই তার প্রবৃত্তি হবে না, কখন কখন সপ্তাহ না গেলে সে তার পূর্ব্ব অপমান বিস্মৃত হয় না। একটু পরেই আর একটি কৃষ্ণসার ময়দানের মধ্যে চোরে বেড়াচ্ছে দেখতে পেলেম, একটি কণ্টকময় ঝোপের পাশে পাশে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছিল। রাজা তীক্ষ্ণদৃষ্টির প্রভাবে পূর্ব্বেই তাকে দেখতে পেয়েছিলেন, রাজন-বর ইঙ্গিত কোরেই লোকেরা একটি চিতাবাঘকে, চক্ষের ঠুলি খুলে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো! আজ অতিশয় গ্রীষ্ম, রৌদ্রে পাষাণ ফেটে যাচ্ছে, তাই এ বাঘটি নিতান্ত অকর্ম্মা হোয়ে পোড়লো, শীকার কোত্তে তার প্রবৃত্তিই হলো না, তত অসহ্য গ্রীষ্মের তাড়নায় হাঁস-ফাঁস কোত্তে লাগলো, ঘাড় ফিরিয়ে চারি-দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল, তাতে স্পষ্ট বোধ হলো, একটি শীতল ছায়া পেলেই সেখানে গিয়ে আশ্রয় লয়। কোথায় বৃক্ষের ছায়া পোড়েছে, তাই দেখবার নিমিত্ত তার উগ্রবৎ রক্তচক্ষুদুটি ময়দানের চারিদিকে দৃষ্টি-পাত কোচ্ছিল। ঐ সময় একটি শীকারের প্রতি তার লক্ষ্য হলো, শীকার করাই ব্যাঘ্রের অভ্যাস, তাই পূর্ব্বকার বাঘের মত দূর থেকে মস্ত একটা চক্র দিয়ে ধাবা গেড়ে বোসে পোড়লো, সেই মনোহর কৃষ্ণ-সারটি যে স্থানে চোরে বেড়াচ্ছিল, বাঘটি সেইখানে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগলো। শুনলেম,প্রথমটির অপেক্ষা এ বাঘটি বয়সেও বড়, চতুরতায়ও বড়, তাই সকলে মনে কোল্লে, এবার আর শীকার মুখ থেকে ফোস্‌কে যাবে না, বিশেষতঃ এ বাঘটি আজ তামাম দিন পেট ভোরে খেতে পায়নি, উদরাগ্নির জ্বালাতে তাকে আজ শীকার কোত্তেই হবে। আমরা পরস্পর বলা-বলি কোত্তে লাগলেম, এবারে আর এ কৃষ্ণ-সারটি পালিয়ে বাঁচতে পার্‌বে না, আমাদের সে অনুমান অযথা হয় নাই, বাঘটি কালের স্বরূপ হোয়ে একটি দুরন্ত লম্ফ প্রদান কোল্লে, দুর্ভাগা হরিণটি জীবনে হতাশ হোয়ে একটি ঘোর মর্মান্তিক চীৎকার কোরে উঠল, ঐ নির্ঘাত চীৎকারই বোলে দিলে, এবারকার আড়ম্বর নিষ্ফল হয় নাই।

বাঘটি যত পাল্লে, গলায় গলায় রক্ত পান কোল্লে, উদরজ্বালা যতক্ষণ শান্ত না হোয়ে-ছিল, তার সুমুখে এগিয়ে যেতে কারও সাহস হোলো না। আমি মনে কোল্লেম, কৌতুক দেখতেই তো অনেক সময় কেটে গেল, তাঁর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করি কখন্? রাজা অদ্যকার বনক্রীড়ায় অতিশয় প্রফুল্লিত

হোয়েছেন, তাঁর পারিষদেরা আগে আগে চোলেছে, আমরা তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোলেছি, সকলেই গৃহাভিমুখে চোলেছি। যেতে যেতে ভাবতে লাগলেম, রাজা হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় বটে, কিন্তু একটি বড় অসুখের বিষয়ও আছে, যে রাজার উপর প্রজারা কখন সন্তুষ্ট নয়, সে রাজার রাজত্ব কখন্ থাকে, কখন্ যায়, তার স্থিরতা নাই, প্রজারা তাঁকে পদচ্যুত কর্‌বার নিমিত্ত লালায়িত হোয়ে বেড়ায়, সুযোগ পেলেই সিংহাসন কেড়ে নিতে ক্রটি করে না। আমার মনে কিন্তু এই একটা অভিমান ছিল, আমি যদি কখন তত পরাক্রান্ত রাজপদে অভিষিক্ত হই, প্রজাদের সুখ-সৌভাগ্য আমার জপমালা হবে, কিসে তারা স্বচ্ছন্দে, কিসে তারা আনন্দে থাকবে, কিসে তাদের সঙ্গে মিত্রতা বান্ধবতা হোয়ে স্নেহডুরিতে আমায় বেড় দিয়ে ঘিরে রাখবে, আমি তারই যত্ন, তারই চেষ্টা কোত্তেম। যত-জন রাজারাজড়া আছেন, তার মধ্যে জয়পুরের রাজা সকলের অপেক্ষা সুখী বোধ হোলো। যদি প্রজার কাছে তত প্রিয় না হউন, কিন্তু তাঁর তুল্য মান-সম্ভ্রম আর কারুরি ছিল না। জয়পুরের রাজা যেমন বিনয়ী, যেমন নম্র, মোগল বাদশারাও তেমন নন, অথচ আবার সকল বিষয়ে এ রাজার যেরূপ আঁটাআঁটি, যেরূপ কড়াকড়ি, অন্য কোন রাজারই সেরূপ শক্তাশক্তি, সেরূপ আঁটাআঁটি ছিল না। জয়পুরের রাজা কখন কাহাকেও অপমান কোত্তেন না, কি অপমানের কথাও বোলতেন না। মন্ত্রিবর আমির খাঁ সমাদর পূর্ব্বক আমার সংবর্দ্ধনা কোল্লেন, সংবর্দ্ধনা কোরে বোল্লেন, "আপনার কি জন্যে আগমন হোয়েছে, সেই কথা শুনতে রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন।" আমি বোল্লেম, "আপনার তুল্য উপযুক্ত পাত্রের নিকট সে কথা বোলতে কোন বাধা নাই, সৌভাগ্যক্রমে আপনার সদৃশ মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হোলো, এই আমার পরম লাভ। আমি পূর্ব্বে জান্‌তেম, উজীর বড় আত্মাভিমানী তাতে কোরেই তত স্তুতিবাক্য, তত নম্রতা ব্যবহার তাঁর পক্ষে অনাদরের হোলো না। আমি বোল্লেম, "আরঙ্গজেবের যে উপকার কোরেছে, রাজপুত্র তারই শত্রু হোয়ে দাঁড়িয়েছেন, তার সাক্ষী দেখুন মীহন খাঁ, সে ব্যক্তির প্রতি আরঙ্গজেব চণ্ডালের অপেক্ষাও নিষ্ঠুর ব্যবহার কোরেছেন।" এই সকল কথা বোলে আরঙ্গজেব যে উপকার স্বীকার করেন না, বরং যে তাঁর উপকার করে, উল্টে তারই আবার অনিষ্ট কোরে থাকেন, সেই কথা প্রতিপন্ন কর্‌বার নিমিত্ত অনেক লতাপাতা কেটে, সিঁথি পরি-পাটী কোরে রাজপুত্রের কৃতঘ্নতা চিত্রিত কোল্লেম, চিত্রিত কোরে বোল্লেম, "ঐ উপকার-ঘাতক রাজপুত্রকে পদচ্যুত কোত্তে হবে, তাই মহারাজের সহায়তা প্রার্থনা কোত্তে এসেছি।" উজিরবর আমার মুখে ঐ কথা শুনে হাস্য সংবরণ কোত্তে পাল্লেন না, তিনি একটু মুচকে হেসে বোল্লেন, "আপনি যখন যে পক্ষে হন, সেই পক্ষেই মহা উৎসাহী দেখতে পাই, তাই আমি হেসেছি, আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না।" "যখন যে পক্ষ," এ কথা বল্‌বার তাৎপর্য্য এই, প্রথমতঃ দারা ও আমীর জেমলার পক্ষ হোয়ে আমাদের এখানে শুভাগমন করেন, আমীর জেম্‌লা তখন আরঙ্গজেবের অনুসেবায় নিযুক্ত, এক্ষণে আবার রাজপুত্র সুলতান মামুদের পরম মিত্র হোয়ে তাঁর দৌত্যভার লয়ে এসেছেন। শাজাহান বাদশাহের পক্ষ একান্ত উৎসাহী দেখতে পাচ্চি, বৃদ্ধ বাদশাহের প্রতি যে নিতান্ত কুব্যবহার হোয়েছে, সে কথা আমি স্বীকার করি, বাস্তবিক সে সবই সত্য।" আমি বোল্লেম, "আমার কোন অপরাধ নাই, রাজপুত্রের মধ্যে একটি অতি নিষ্ঠুর, আর একটি অতি অধম, অতি অসৎ, অকৃতজ্ঞ।" উজীর বোল্লেন, "তাই বটে, তা ভালই কোরেছেন, যার জন্যে যা কোরেছেন, আমি কিছু সে কথা বিশেষ কোরে জিজ্ঞাসা কোচ্চি না, যেটা ঘোটেছে, তাই বোল্লেম। রাজা শুনেও অন্য তামাশা মনে কোর্‌বেন না।" আমীরখাঁর মুখে শেষের কথাটি শুনে মনে মনে কিঞ্চিৎ বেজার হোলেম, আমি যে ক্ষুণ্ণ হোয়েছি, আমীর খাঁ সেটি বুঝ্‌তে পাল্লেন, তাই তিনি

ও কথা উলটে দিয়ে অন্য কথা পেড়ে ফেল্লেন। আমি বড় বীর, আমার বড় সাহস, আমার বড় উৎসাহ, সেই সকল গৌরবই অধিক কোত্তে লাগ্লেন। আমি বোল্লেম, "হুজুর! রাজপুত্র সুলতান মামুদের কাছে গিয়ে আমি কি বোল্বো? আপনি কি সাহায্য কোর্বেন?" মন্ত্রিবর বোল্লেন, "বিষয়কর্ম্মের কথা পোড়্লেই বিষয়-কর্ম্মের মত কথা কোইতে হয়, তাতে চক্ষু-লজ্জা কোল্লে চলে না, আমি আপনাকে স্পষ্ট পরিষ্কার কথাই বোল্ছি, শুনুন, যে কার্য্যের পরিণামে নৈরাশ হবার সম্ভাবনা আছে, এমন কার্য্যে সহায়তা কোত্তে আমি রাজাকে পরামর্শ দিতে পার্ব্ব না, শুধু তা নয়, তার পর শুনুন, সুলতান মামুদ যেরূপ অপ্রাজ্ঞ অসাবধান, তাঁর যেরূপ বাল্যস্বভাব, তিনি যেরূপ অপরিণামদর্শী, তাতে কোরে কিছুকাল তাঁকে বিজ্ঞতা প্রাজ্ঞতা শিক্ষা করা আবশ্যক, তাঁর পিতার সমুদয় বেইমানি দোষ,সমুদায় নেমোক্হারামি দোষ তাঁতে বর্ত্তিয়েছে, তদ্ভিন্ন এক্ষণে আরঙ্গজেবের সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব চোলেছে, তাঁর বিরুদ্ধে যদি কোন প্রকার কুমন্ত্রণার চক্র না করি, তবে বোধ হয়, সে সদ্ভাব হঠাৎ ভঙ্গ হবে না।"

আমি বোল্লেম, "আপনার এ আপত্তি যে প্রাজ্ঞের মত বিচার-সঙ্গত, সে কথা আমি অস্বীকার কোত্তে পারি না। তবে যে কার্য্যের ভার নিয়ে এসেছি, আমি যদি তা প্রতুল কোরে না তুলতে পারি, তাতে কোরে আমার দুঃখিত হতে হবে বটে, কিন্তু চেষ্টার তো ত্রুটি কোল্লেম না, তাই ভেবেই সন্তুষ্ট থাক্বো।"

মন্ত্রিবর বোল্লেন, "তা নয়, আমার কথা কিছু আইন নয় যে, অকাট্য হবে, পরামর্শ দিলেই যে রাজা গ্রহণ কোর্বেন, তাও কর্বেন না। আপনার কথা রাজার কাছে উপস্থিত কোর্বো,তাঁর কি রায় শুনতেই পাবেন, আমি তাতে কোন কথাই বোল্বো না।"

মন্ত্রিবরের যে কথা, সেই কাজ। আমায় লয়ে রাজার কাছে উপস্থিত কোল্লেন, রাজা তখন খাস্কামরায় বোসে আছেন, আমি সুলতান মামুদের পত্রখানি ধোরে দিলেম, পত্রখানি পড়্বার অগ্রেই আমি যে অভিপ্রায়ে রাজদর্শন কোত্তে এসেছি, চতুর মন্ত্রিবর সেই মর্ম্মকথাটি রাজাকে মুখে অবগত কোরিয়ে পত্রখানি খুলে পোড়তে বোল্লেন। রাজা তাঁর প্রার্থনায় সম্মত হবেন বোলে, সুল্তান মামুদ প্রবৃত্তি দেবার নিমিত্ত অবশ্যই প্রলোভনের কথা লিখে থাক্বেন, সে কিরূপ প্রলোভন, পত্রখানি খুলে সেই বিষয় দেখতে বোল্লেন। পত্রখানি পড়া শেষ হোয়ে গেলে রাজা বোল্লেন, "অঙ্গীকার কর্বার সময় বাদশাজাদাদের দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান থাকে না, কথায় কথায় লম্বা লম্বা আশা দেখিয়ে আকাশের চাঁদ হাতে এনে তুলে দেন,তবে কথা এই বাদশাহপুত্র যে বিষয়ের অঙ্গীকার কোরে পাঠিয়েছেন, গত রাত্রে আমিও সেই বিষয়টি স্বপ্নে দেখেছি, ঐটি বড় অদ্ভুত আশ্চর্য্য। যাই হোক, তাড়াতাড়ি কোরে এ কথার জবাব দিতে পারি না, আগে একটু ধীরস্থির হোয়ে বিবেচনা কোরে দেখি, তার পর যা হয়, বোল্বো। অল্নসরমস্তুককে এ কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে হবে, তাঁর কি মত, শোনা যাক। অল্নসরমস্তুক একজন প্রাজ্ঞ প্রবীণ দৈবজ্ঞ, এক্ষণে তাঁর তুল্য প্রবীণ লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। মন্ত্রিবর! তাঁকে একবার ডেকে পাঠাও।"

মন্ত্রিবর বোল্লেন, "হুজুর সকলি বিস্মৃত হয়েছেন, সে ব্যক্তি যে মহারাজের নিকটে বিদায় হোয়ে আগরায় চোলে গিয়েছেন।"

রাজা বোল্লেন, "তবে আগরাতেই লোক পাঠিয়ে দাও, তাঁকে একবার সঙ্গে কোরেই নিয়ে আসুক।"

আমি বোল্লেম,"হুজুর! যদি মাপ হয় তো বলি। মহারাজ যাঁর এত গৌরব কোল্লেন, সে ব্যক্তি তো দেখতে খর্ব্বাকার। প্রাজ্ঞের মত সফেদ দাড়ি আছে, কপালটা উঁচু, যেন ঠেলে বেরিয়েছে, মাথায় একটা আর্মানি ধরণের কাল মখমলের টুপী, সেই ব্যক্তি তো?"

রাজা বোল্লেন,"হাঁ, সেই ব্যক্তি, পথে বুঝি তোমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে ?" আমি বোল্লেম,"সাক্ষাৎ হোয়েছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না,আচার্য্য মৃতের দলে পরিগণিত হোয়েছেন।"

রাজা বোল্লেন,"কি ! অল্পসয়ের কাল হোয়েছে ? তিনি মরেন নি, বেঁচে আছেন, এ কথা আমায় যে শোনাতে পারবে, তাকে আমি লক্ষ টাকা বক্‌সিস কোর্‌বো, আচার্য্য যখন এখান থেকে চোলে যান,তখন তো তাঁর কোন অসুখই ছিল না, তখন তাঁর বুদ্ধিবিবেচনারও বৈলক্ষণ্য হয় নাই, তবে কেন হঠাৎ মৃত্যু হলো ?"যেরূপে দৈবজ্ঞের জীবন অবসান হয়, সেই দুঃখের বৃত্তান্তটি রাজাকে অবগত করালেম, রাজা শুনে ক্রোধে অগ্নি-অবতার হোলেন, মহারাজ চোম্‌কে উঠে বোল্লেন, "দেওয়ানার কতকগুলি পশুবৎ পাষণ্ড চোয়াড় তাঁকে বারুদ দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে ? নিষ্ঠুর চণ্ডালেরা দৈবজ্ঞবরকে একপ্রকার তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছে ! আমি তো বেঁচে আছি, এই অশ্রুতপূর্ব্ব নিষ্ঠুরতার প্রতিফল পাবেই পাবে, আমীর খাঁ ! ঐ গ্রামের অন্ততঃ কুড়িজন পাষণ্ডের মাথা আমায় এনে দাও।"

উজীর বোল্লেন, "যে আজ্ঞা মহারাজ ! সম্প্রতি কিন্তু সন্ধি হোয়ে সে গ্রামটি ঠাকুর জোয়াল সিংহের অধিকারভুক্ত হোয়েছে, জোয়াল সিংহকে এ সময় অবমাননা কোরে গ্রামের মত কাজ হবে না।" রাজা বোল্লেন, "সে কথা সত্য,পাষণ্ড চোয়াড়দের অদৃষ্ট ভাল, তাই এ যাত্রা আমার হাত থেকে বেঁচে গেল। আমীর খাঁ ! আমি তোমায় আজ্ঞা কচ্ছি, জোয়াল সিংহকে একখানি পত্র লিখে পাঠাও, 'এ কাজ অতি অন্যায়, অতি গর্হিত হোয়েছে,' ঐ কথা লিখে বিচারের প্রার্থনা জানাও।"

উজীর বুকের উপর কোণাকুণি হাত বেঁধে অতি নত হোয়ে রাজাজ্ঞা শিরে বহন কোল্লেন, রাজা আচার্য্যের মৃত্যু-বৃত্তান্ত শুনে যার পর নাই অতিশয় কাতর হোলেন, তাই সে দিনকার মতন আমাদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হলো, আমরা চোলে এলেম, আমি আমার স্থানে গেলেম, উজীর জোয়ালসিংহ ঠাকুরকে পত্র লিখতে বোস্‌লেন, ঐ পত্রের উত্তর এসে পৌঁছলে রাজা আমায় পুনরায় ডেকে পাঠাবেন, উজীর আমায় এই কথা অবধারিত কোরে বোল্লেন। এই অবকাশে আমার প্রাণপ্রতিমা দেলজানের পবিত্র কবরটি চোক্ষে দর্শন কোল্লেম, যুবতীকে উদ্ধার কোত্তে গিয়ে যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর দর্শন অবলোকন কোত্তে হোয়েছিল, কবরটি দর্শন কোরে সেই নির্দ্দয় ঘটনাগুলি একটি একটি কোরে স্মরণপথে সমুদিত হোয়ে আমার হৃদয় কম্পিত কোরে তুল্লে, তাই মনের বেগ সংবরণ কোত্তে না পেরে কবরের উপর দাঁড়িয়ে ডাক্ ছেড়ে কাঁদতে লাগলেম, বোধ হয়, আমি অনেকক্ষণ ধোরে কেঁদেছিলেম, কেন না, আমি যখন পুরাতন জয়পুরের সমা'থেকে ফিরে এলেম, তখন প্রায় অন্ধকার হোয়ে এসেছে, এসে দেখি, অনেকগুলি বাহাদির রাজ্যের মতন আহারাদি কোরে মাদুর বিছিয়ে বোসে আছে। আল্লা মঙ্গল করুন, এই বিনয়বাক্য বোলে, অতিনত হোয়ে আমি তাদের সেলাম কোল্লেম, তারাও আমায় ভদ্রতা পূর্ব্বক একটি পাল্টা সেলাম কোল্লে। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বোল্লে, "কি আশ্চর্য্য ! যে চাকরটি ভয়ে থর্‌থর্ কোরে কাঁপছিল দেখলেম, তাদের মুনিব কোথায় গেল ?" আর এক ব্যক্তি বোল্লে,"হয় ত সে ব্যক্তি বৃদ্ধ জাদুকরের মায়া মন্ত্রের প্রভাবে পুড়ে ভস্ম হোয়ে গিয়েছে।"

তৃতীয় ব্যক্তি বোল্লে, "দোহাই আল্লার ! সেই দিগভ্রান্ত, মতিচ্ছন্ন চাকরটির মুখে শুনলেম, গ্রামের সমুদায় লোক যুটে সেই বুড়ো ভণ্ডকে বারুদের মুখে উড়িয়ে দিয়েছে, বাড়ীশুদ্ধ রসাতলশায়ী কোরে দিয়েছে, শুনে আমি কতই হাসলেম।"

চতুর্থ ব্যক্তি বোল্লে,"সে ব্যক্তি কি মজার দৈবজ্ঞ ! পরের অদৃষ্ট গুণ্‌তে সে পটু ছিল, কিন্তু নিজের বেলায় আঙ্গুল কোমকে যেতো। যে ব্যক্তি নিজের অদৃষ্ট গুণ্‌তে জানে না, সে আবার পরের অদৃষ্ট কোন্ মুখে গুণ্‌তে

যায়, এমন তো বেহায়াও দেখিনি, আমার তো বিবেচনা হয়, সে দুর্ত্ত বেটার উপযুক্ত শাস্তিই হোয়েছে।"

প্রথম ব্যক্তি বোল্লে,"এখানকার মহারাজের নাকি ঐ দৈবজ্ঞের প্রতি বড় শ্রদ্ধা ছিল।" অপর এক ব্যক্তি বোল্লে, "তা হবে, এ কথা বিচিত্র কি, হয় ত একটা যৎসামান্য বিষয় দৈবাৎ বোল্‌তে পেরেছিল,তাই সত্যই লোক মনে কোরেছে, তার মতন তালেবর আর কেউ দুনিয়াতে নাই।"

আমি বোল্লেম,"আমিও তাঁকে বিজ্ঞ বোলে জান্‌তেম।" ঐ কথা শুনে সকলে, আমার দিকে ফিরে বোস্‌লো।

একটি রাহাগির জিজ্ঞাসা কোল্লে,"দোস্ত! তুমি কি সে বৃদ্ধটিকে কখন চক্ষে দেখেছ?" আমি বোল্লেম,"হাঁ, দেখেছি। একটিবার মাত্র দেখা হয়, আর একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে আনন্দ লাভ কোত্তেম, কিন্তু দেওয়ানার পশুবৎ গর্হিত অবতারদের নিমিত্ত সেটি অদৃষ্টে ঘটে উঠলো না।"

প্রথম বক্তা বোল্লে, "আমরা শুনেছি, তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির চেয়ে উঁচু ছিলেন না, সে কথা কি সত্য?"

আমি বোল্লেম,"দোস্ত সকল! সে সর্ব্বৈব মিথ্যা, যাঁরা এ কথা বোলেছেন, হয় তাঁরা রহস্য কোরে বোলেছেন, নয় ত্রাসে তাঁদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, তাই বুদ্ধির ঠিক ছিল না। যে প্রাজ্ঞবরের প্রসঙ্গ হোচ্ছে, তিনি আকার প্রকারে প্রায় আমাদেরই মতন, তবে কিঞ্চিৎ মাথায় খাটো ছিলেন,এইমাত্র প্রভেদ। প্রকাণ্ড দাড়ি ছিল, তিনি অতি গম্ভীর, অতি সুশান্ত ছিলেন, তাঁর স্বভাবও অতি পবিত্র ছিল, তেমন আপনারা কখন দেখেন নি।"

ঐ কথা শুনে পাহেরা বোলে উঠ্‌লো, "হা বারিক্ আল্লা! তবে কি অলীক কথাই আমাদের গলার ভিতর ঠ্যাসে দিয়ে গলিয়ে দিয়েছে। তবে কথা কি, ঐ গ্রামের তিনটি লোক তাঁর কাছে অদৃষ্টের বিষয় জান্‌তে যায়, তাঁদের নাকি বাক্‌রোধ হোয়েছে, এ কথা কি সত্য?"

আমি বোল্লেম,"আমিও সে কথা শুনেছি, দুর্ভাগ্য মহাপুরুষের অপমৃত্যু হবার কারণই সেই। যদ্যপিস্যাৎ বাক্‌রোধই হয়ে থাকে, সে দোষ কিন্তু সে মহাপুরুষের নয়, তিনি কেন কুচক্র কুমন্ত্রণা কোরে তাদের বাক্‌পথ অবরোধ কোত্তে যাবেন, তারা বোবা হোলে তাঁর কি লাভ,তবে এই যারা বোবা হয়েছে, তারা হয় তো গাধার মত বোকা, তাই ত্রাসে তাদের রসনা অবশ হোয়ে পড়েছে।"

একটি রাগাগির বোল্লে, "ভাল, তাই যেন হলো, যে ব্যক্তিকে দিক্‌ভুলের ন্যায় ঢুল্‌কো-ঢোকো হোয়ে ঘোড়ায় চোড়ে যেতে দেখ্‌লেম, সে আমাদের বোল্লে, সেই দৈবজ্ঞের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা অবধি তার মুনিবের মেজাজ বিগ্‌ড়ে গিয়েছে, তার চাল-চলনও নাকি কেমন এক প্রকার খাপ্‌ছাড়া খাপ্‌ছাড়া হোয়ে পড়েছে।"

আমি অমনি বোলে উঠলেম, "সে বেটা অতি আহাম্মক, অতি নাদান, যে উন্মাদের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছিল, সে আমারই চাকর, তারই কাজিল চালাকির দোষেই সেই ভবিষ্যদ্বক্তার অকালমৃত্যু হোয়েছে, সন্দেহ নাই।" ঐ কথা বোলে যে যে ঘটনা হোয়েছিল, সমুদায় অবগত করালেম। আমি যে সেই মহাপুরুষের সঙ্গে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ কোত্তে পেলেম না, সেটা আমার পক্ষে একটি বিড়ম্বনা বোল্‌তে হবে, তাই বিস্তর দুঃখ প্রকাশ কোত্তে লাগলেম।

আর একটি রাহাগির বোল্লে, "এটা দুঃখের বিষয় বটে, এতে কার না রাগ হয়, কিন্তু আমার মনে ভয় হোচ্ছে,তোমার চাকর যেরূপ গোঁয়ারতামি কোরেছে, সে ভোগা-ভোগ হয় তো তোমাকেই না ভুগতে হয়। আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, গ্রামের লোকেরা সকল দোষ চাকরের স্কন্ধে দিয়ে আপনারা অন্তর হোয়ে দাঁড়াবে, রাজা শুনে মনে কোর্‌বেন, তুমিও তার চক্রের মধ্যে লিপ্ত ছিলে, তোমাকে তিনি দোষী কোর্‌বেন।"

আমি বোল্লেম, "তা হোলে অবিচার হয়, আমি যত অপরাধী, গুরুদেবই তা জানেন,

আমি ত তাঁকে গুরু বোলেই জান্‌তেম, তাঁর আদেশগুলিও গুরুবাক্যের ন্যায় শিরে বহন কোরেছি, আমি কখনই তাঁর মৃত্যু কামনা করি নাই, আল্লা তার সাক্ষী আছেন।" রাহাগির বোল্লে, "সে সবই সত্য বটে, কিন্তু চাকরের অসৎ আচরণের নিমিত্ত মুনিবদের প্রায়ই দায়ী হোতে হয়, রাজা তাদের জবরদস্তি কোরে দায়ী করেন। যে স্থলে রাজারা কুপিত হন, বিশেষতঃ চাকর যদি গুরুপাপ কোরে উপস্থিত না থাকে, সে স্থলে তাঁদের ক্রোধ প্রায় মুনিবের স্কন্ধেই পতিত হয়। তাই আপনাকে বোল্‌ছি, আপনি যত শীঘ্র পারেন, জয়পুর থেকে প্রস্থান করুন, নচেৎ চাকরের অপরাধের নিমিত্ত রাজার গুরুকোপে পড়ে প্রাণে মারা পোড়বেন।"

আমি বোল্লেম, "আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, নচেৎ আপনার কথামত এখান থেকে চোলে যেতেম, এক্ষণে তা তো পারি না, সুতরাং রাজার অনুগ্রহের উপর, তাঁর বিচারের উপর আমার আত্মসমর্পণ কোত্তেই হোয়েছে, তদ্ভিন্ন আর উপায় কি? রাজার সঙ্গে আমার অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ হোয়েছে।" আমার মুখে এই কথা শুনে রাহাগিরেরা আমার তাকিয়ে দেখতে লাগলো। মনে কোল্লে, তবে আমি একজন মস্ত বড় লোক হব, তার পর তারা কানে কানে ফিস্ ফিস্ কোরে কি বলাবলি কোত্তে লাগলো, আমি তার এক কথাও শুন্‌তে পেলেম না।

এই সময় আমার দুজন হরকরা উপস্থিত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, চিঠি-পত্র লয়ে তাদের কোথাও যেতে হবে কি না। আমি বোল্লেম, "না, কোথাও যেতে হবে না, তবে এক জন কাল প্রাতে আমার কাছে যেন হাজির থাকে। এই আলাপের পর রাহাগিরেরা সকলেই, 'হুজুর, খোদাবন্দ, মহারাজ,' এইরূপ সম্বোধন কোরে আমার গৌরব কোত্তে লাগলো, তাদের মধ্যে একজন রাজদরবারে একটা উপকার কোরে দিবার নিমিত্ত বিস্তর অনুরোধ জানালে, সে ব্যক্তি অতি কাতর হোয়ে, অতি নম্র হোয়ে আমার বিস্তর উপাসনা কোত্তে লাগল। আমি বোল্লেম, "উপকার কোরে দিতে আমি এখনিই পারেম, তবে কথা কি, আজকাল একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছি, রাজাও এক্ষণে সেই বিষয় লয়ে ভারি আন্দোলন কোচ্ছেন, আপাততঃ তাঁর আর অন্যদিকে মন নাই, তবে তোমার বিষয়টা কি, একবার শুন্‌তে চাই।"

এক ব্যক্তি বোল্লে, "আমরা কাশ্মীরের সওদাগর, যেখার নামে সে দেশে একটি গ্রাম আছে, সেই গ্রামে আমাদের বাস, রেশম, শাল এবং অন্য অন্য বাণিজ্যদ্রব্য লয়ে এ দেশ দিয়ে চিরকাল যাতায়াত কোরে থাকি, মাশুলও যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে থাকি। এক্ষণে মাশুল-নগরের দারোগারা বিস্তর মাশুলের দাবি কোচ্ছেন, এটি পূর্ব্ব-নিয়মের বহির্ভূত, বিশেষতঃ তত দে-বণ কোল্লে আমরা তো একেবারে উচ্ছন্ন হয়ে যাই। বোধ হয়, রাজা এ জবরদস্তি কর আদায়ের বিষয় অবগত নন, এরূপ অন্যায় কর চাওয়া বোধ হয় তাঁর অনুমতিক্রমে হোচ্ছে না, তাই আমাদের ইচ্ছা যদি এমন কোন বন্ধু পাই, তাঁরে উপলক্ষ্য কোরে কারপরদাজের দৌরাত্ম্যের বিষয় রাজদরবারে উপস্থিত করি।" আমি বোল্লেম, "তবে একখানা দরখাস্ত লিখে রাজদরবারে দিয়ে যাও।" সওদাগর একটু হেসে বোল্লে, "হুজুর! দরখাস্ত লিখে দরবার করা যে কি কষ্ট, কি দায়, তা বুঝি আপনি অবগত নন, আপনারা রাজারাজড়াদের নিকট বাস করেন, প্রজার দুঃখ কি কোরে জান্‌বেন, দরখাস্ত কোরে রাজাদের কাছে দুঃখ জানানো প্রজার পক্ষে যে কি দুরূহ, কি কঠিন ব্যাপার, আপনি তা চিন্তা কোরেও অনুভব কোত্তে পারেন না। প্রথমতঃ মুন্সির কাছে যেতে হয়, শুদ্ধ দরখাস্ত লেখাই তাঁর কাজ, তা ভিন্ন আর কিছুই নয়, তিনি কেবল রাজার গৌরব, রাজার যশ, রাজার মহিমা কীর্ত্তন কোরে দরখাস্তের ভূমিকা পত্তন করেন, তার জন্যে প্রতি কথার মূল্য যত দিতে হবে, তা ধরা আছে। তার পর দ্বিতীয় মুন্সির

নিকে উপস্থিত হোতে হয়, তিনি দুঃখের সারমর্ম্মটি লিখে দেন, কিন্তু তাঁর দর বড় চড়া। এই কোত্তেই তো চার দিন কেটে যায়, কষ্ট ও ব্যয় যা হবার তা তো হয়, এতদ্ভিন্ন মুন্সিদের নফর-চাকরদেরও দস্তুরিস্বরূপ কিছু কিছু পূজা দিতে হয়, না দিলে রক্ষা নাই, এমনি একটি শক্ত যোড়া দিয়ে মুন্সিদের কাম ভারি কোরে দেয় যে, তাতে কোরে সব পরিশ্রম পণ্ড হোয়ে যায়। এক্ষণে দরখাস্ত পেস্ করবার সময়, এ বড় মহা পাপ, এ বড় কঠিন ব্যাপার দরজায় পাহারাওয়ালা, চোপদার, জমাদার. তার পর দাওয়ান, নায়েবনাওয়ান, তার পর স্বয়ং উজির প্রধান, এঁদের মধ্যে যাঁর যেরূপ পদ, তাঁর পেট সেইরূপ মোটা কোত্তে হবে, নচেৎ দরবার করা চোল্‌বে না, সব ভণ্ডুল হোয়ে যাবে। তাও না হোক্, যেন খরচপত্র করাই গেল, কিন্তু দরখাস্তখানি রাজার চক্ষে পড়া না পড়া অদৃষ্টের কথা, অদৃষ্ট ভাল হলো তো রাজার চক্ষে পোড়লো, নচেৎ কোথায় এক পাশে পোড়ে থাকবে, তার ঠিক নাই, তাই রাজদরবারে তত টাকার, তত কষ্টের ঝুঁকিতে না গিয়ে তার চেয়ে বরং মাশুল-দপ্তরের দারোগারা ছুইয়ে নেয়, সেও ভাল, তাতে আমরা রাজি আছি, তাতে তত কষ্ট, তত ব্যয় হয় না, অথচ আবার শীঘ্র শীঘ্র ছুটীও পাই।"

আমি বোল্লেম, "রাজদরবার করা যে মুখের কথা নয়, তা আমি মানি। আমি যদি কোন দেশের রাজা হোতেম, তবে প্রজাদের কখন কষ্ট পেতে দিতেম না।" সওদাগরেরা আপনাদের মধ্যে বোল্‌তে লাগলো, "হুজুর কি বোল্‌ছেন শুন, বাঃ বাঃ! কি এন্‌সাফের কথাই বোল্‌ছেন, চেহারাখানিও যেন আমিরের মতন।" লম্পত খোসামোদের কথা বোল্লে মতলব হাসিল্ অবশ্যই হয়, মুখে লোকে ঘৃণাই করুক্, আর হতশ্রদ্ধাই করুক, তোষামোদের তার বড় মিষ্ট, সে তাঃ কেউ ভুলতে পারে না, তাই আমি সওদাগরদের পক্ষ হোয়ে রাজদরবার কোত্তে প্রতিশ্রুত হোলেম, তারা আমায় বোকা বোকা সাধুবাদ মাথায় চাপিয়ে দিতে লাগলো, স্তবস্তুতি কোরে কত যে আমার গৌরব বাড়াতে লাগলো, তা এক মুখে বোলে উঠতে পারিনে, শুনে আমার যেন বাক্‌রোধ হোলো। পরদিন প্রাতে উজিরের কাছ থেকে একটি হরকরা এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল, উজীর আমার সংবর্দ্ধনা কোরে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন। রাজা একখানি পত্র দুটি আঙ্গুল দিয়ে ধোরে আছেন, আমায় দেখে বোল্লেন, "দৈবজ্ঞের নিপাতের নিমিত্ত তোমাকেই বাহবা দেওয়া উচিত।"

আমি বোল্লেম, "কি! মহারাজ, আমি! আল্লা তা না করুন, দৈবজ্ঞের মৃত্যুর জন্য আমি যত দুঃখিত, বোধ হয়, মহারাজ তার অর্দ্ধেকও দুঃখিত হননি, তাঁর মৃত্যুতে আমার যেন মহাগুরুনিপাত হোয়েছে, আমি তাঁকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি কোরেছি।" রাজা বোল্লেন, "তাঁরে মেরে ফেল্‌বার নিমিত্ত তোমার চাকর কি পরামর্শ দিয়ে গ্রামের লোককে নাচিয়ে দেয়নি? এ কথা সত্য কি মিথ্যা?" আমি বোল্লেম, "সে কথা খুব সত্য, সেই গুরুপাপের নিমিত্ত সে পাষণ্ডকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিয়েছি, যদি ক্ষমতা থাক্‌তো, তার মাথাটা তখনি কেটে ফেলে দিতেম।"

রাজা তখন ভারি রেগেছেন, ঐ কথা শুনে বোল্লেন, "এত বড় গুরুতর কার্য্যটি অজ্ঞাতে তোমার অমতে কি কোরে হোলো, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, তোমার যখন এদিকে আসা হয়, তোমার উচিৎ, যথাযোগ্য বেশভূষা, ভদ্রের চিহ্ন দেখে কতকগুলি ভাল ভাল যোসাহেব সঙ্গে নিয়ে আসা, তাদের উপর তোমার কর্তৃত্ব থাকাও আবশ্যক। তোমার মতন দীন-দুঃখী ইতর রাজদূত আমার নিকট কেন পাঠান হয়েছে, এরূপ দীনদশা কোরে পাঠাবার মর্ম্ম বুঝতে পাচ্ছিনে, আমি না সে দূতের উপরেই সন্তুষ্ট, না তার আস্‌বার অভিপ্রায় শুনেই সন্তুষ্ট, আমার কথা এই, সুল্‌তান মামুদ যদি বারান্তর আমায় অপমান করেন, তবে তাঁর পক্ষে মঙ্গল হবে না, তাঁর বড়যন্ত্রের কথা আরঙ্গজেবকে লিখে অবগত করাবো।"

রাজার ঐ শঙ্কক্রোধ দেখে আমার আর মুখ খুলতে সাহস হোলো না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল দৌত্যকর্ম্মের ভার লয়ে এসেছিলেম, তাতেও যেমন অপদস্থ হয়েছি, এবারও তেমনি অপদস্থ হলেম, তাই আমি অতি বিমর্ষ, অতি ম্লান হয়ে পাহাড়ের কোলে এলেম, যেখানে বন্ধুবান্ধবেরা, বিশেষতঃ মহাজনেরা আমি কতক্ষণে ফিরে যাব বোলে হাঁ কোরে পথ চেয়ে দেখছিলেন, আমায় দেখে তাঁরা সকলে একেবারে বোলে উঠলেন, "কিরূপ প্রফুল্ল কোরে এলেন বলুন।" আমি মহাজনেদের বিষয় এককালীন ভুলেই গেছিলেম, যখন রাজধানীর সীমা প্রায় ছাড়িয়ে এসে পোড়েছি, তখন তাদের কথা স্মরণ হোলো, যদি পূর্ব্বেও স্মরণ হতো, তথাচ সে কথা উত্থাপন কোত্তে পাত্তেম না, রাজার মেজাজ তখন ভাল ছিল না।

আমি বোল্লেম, "বন্ধুসকল! বড় আক্ষেপের বিষয়, আমার চাকর সলিমানকে বাহবা দাও, তারই আহাম্মুকির জন্য তোমাদের দরবার সুপ্রফুল্ল কোরে তুলতে পাল্লেম না, দৈবজ্ঞের মৃত্যুতে রাজা রেগে আগুন হোয়ে গেছেন, তোমাদের কথা কি, আমার নিজের দরবারও শুনলেন না, 'শুনতে পারবো না,' এই অপমানের কথা বোলে বিদায় কোরে দিলেন, সে সময় তোমাদের কথা উত্থাপন কোল্লে ধাষ্টামির চূড়ান্ত হোতো, তাতে কোরে তোমাদের পক্ষে হানি ভিন্ন লাভের প্রত্যাশা কিছুই ছিল না।" গরিব মহাজনেরা ঐ কথা শুনে বজ্রাহতের ন্যায় অবসন্ন কোরে পড়লো, নৈরাশ্যবেগে তাদের মুখ চোক ঢেকে ফেলে, সলিমানকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি কোত্তে লাগলো, সলিমান তখন আগরায়, সে যে কি অপকার কোরে গিয়েছে, সে তা স্বপ্নেও জানে না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

থাক্‌ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল কোলে এঁড়েগরু কিনে।

জয়পুর, নসীরাবাদ, আজমির, নিমাচ প্রভৃতি স্থানে যতই পরাঙ্মুখ হই না কেন, অপর অপর রাজারাজড়ারা, তদ্ভিন্ন বিস্তর ঠাকুরবংশীয়েরা যতদূর সাধ্য, রাজপুত্র সুলতান মামুদের সহায়তা কোত্তে প্রতিশ্রুত হোয়েছিলেন। পূর্ব্বের আদেশ অনুসারে ধনগড়পতির রাজপুত্রের নামে চিঠি লিখে ডাকে রওনা কোরে দিলেম, তার পরেই আমিও রওনা কোল্লেম, আমার সঙ্গে দুই জন মাত্র হরকরা ছিল, নির্ব্বিঘ্নে সেই গুপ্ত উপত্যকায় পৌঁছিলেম, সঙ্কেতকথা উচ্চারণ করায় রণারাণী খাঁ কন্দরের মধ্যে আমায় আহ্বান কোল্লেন, তিনি এ পর্য্যন্ত শয্যাগত হয়েই ছিলেন, কলন্দবেগের সঙ্গে লড়াইতে যে ক্ষত প্রাপ্ত হন, সে ক্ষত অদ্যাপি সুন্দররূপে শুষ্ক হয় নাই, আমায় দেখে বোল্লেন, "তুমি বেশ সময়ে এসেছো, অদ্য রাত্রে রাজপুত্রের আসবার কথা আছে, কোথায় কিরূপ প্রফুল্ল কোরে তুলতে পেরেছো, তুমি আপন মুখেই তাঁকে বোলতে পারবে। জয়পুর হাতছাড়া হয়েছে শুনে রাজপুত্র মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হয়েছেন, তোমার দোষেই সে হাতছাড়া হোয়েছে, এইটিই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এ কলঙ্ক হতে যাতে মুক্ত হতে পার, তার চেষ্টা কোরো।" রাজার প্রিয়পাত্র দৈবজ্ঞের মৃত্যু, আমার চাকরের মূর্খতা, ইত্যাদি বৃত্তান্ত সকল আনুপূর্ব্বিক সেরসাহেবের নিকট ব্যক্ত কোল্লেম না, ব্যক্ত করবার আবশ্যক ছিল না বোলেই তাঁর কাছে সকল কথা ভেঙ্গে বোল্লেম না। রাজপুত্র কতক্ষণে আসবেন, এই প্রতীক্ষা কোত্তে লাগলেম, মনে কোল্লেম, তাঁর কাছেই একটি একটি কোরে সকল কথাই খুলে বোলবো। রাত্রি যখন দুই প্রহর, সেই সময় সুলতান মামুদ এসে উপস্থিত হোলেন, আমায় দেখে বেশ সমাদর

কোল্লেন, জয়পুরে যে কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই, তার জন্ত বিস্তর আক্ষেপ কোত্তে লাগলেন। জয়পুর এবং জয়পুরের নিকটবর্ত্তী যে যে ঘটনা ঘটেছিল, সে সমুদয় বৃত্তান্ত রাজপুত্রকে অবগত করালেম, রাজপুত্র শুনে দুর্ভাগ্য সলিমানের উপর ভারি বিরক্তি প্রকাশ কোত্তে লাগলেন। আমি বোল্লেম, "শুদ্ধ তারই দোষে যে সেখানকার যাত্রা নিষ্ফল হয়েছে, তা নয়, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পূর্ব্বে মন্ত্রিবর আমীর খাঁ আমায় স্পষ্টই বোলেছিলেন, সাহায্য কোত্তে রাজাকে তিনি কখনই পরামর্শ দেবেন না।" রাজপুত্র বোল্লেন, "রাজার সেই স্বপ্ন, সে কথা কে বোল্‌তে পারে, সে দৈবজ্ঞ যদি তৎকালীন উপস্থিত থাকতো, সে ব্যক্তি সে স্বপ্নের অর্থ বিরূপ সংস্থাপন কোত্তো, তাই বা কে জানে, হয় ত তাঁর ব্যাখ্যা করবার গুণে আমাদের মঙ্গলই হতো, তা রাজা তাঁর উজীরের কথা কখনই শুন্‌তেন না।" রাজপুত্র বোল্লেন, "সাদক! যে সকল লোক আমাদের অষ্টপ্রহর ঘেরে থাকে, তাদের মূর্খতা-দোষে আমাদের বিস্তর প্রমাদ, বিস্তর বিঘ্ন ঘোটে থাকে, তারা যে কখন্ কি বিপদ্ আমাদের স্কন্ধে এনে ফেলে দেয়, সেটি কারুরই জানবার সাধ্য নাই। যাই হোক্, সে জন্ত আমাদের ভীত হবার আবশ্যক করে না, আমরা এক্ষণে চৌদ্দ হাজার সৈন্ত সংগ্রহ কোরেছি, পিতার লস্করের ন্তায় আমরা তত পুষ্ট নই সত্য, কিন্তু তারা যখন গাফিলি হয়ে বেখবর থাক্‌বে, সেই অসাবধান সময়ে আমাদের এই অল্প সৈন্ত দ্বারাই বৃহৎ কার্য্য নিষ্পন্ন হোতে পার্‌বে।" আমি বোল্লেম, "সে কথা সত্য, তবে এইমাত্র ভয়, সেই বেখবর সময় খুঁজে পাবো না, সেটি আমাদের হাতে লাগবে না, যে চৌদ্দহাজার সৈন্তের কথা বোল্‌ছেন, তারা যে সকলেই আমাদের পক্ষ, তাও নয়, অনেকে শুধু কথায় মাত্র বন্ধু, অনেকে আবার তলওয়ার ধোরেও মিত্রতা সপ্রমাণ কোর্‌বে।" বখারাণী বোল্লেন, "আমার পরামর্শ এই, যেমন রমজান শুরু হবে, সেই সময় আর কালবিলম্ব না কোরে, একেবারে দিল্লীর কেল্লা দখল কোরে বসা যাবে, আমাদের লস্করেরা কাজে কুঁড়ে সত্য, কিন্তু মুখবাজী কোত্তে তাদের আলস্য নাই, হয় ত কোন দিন কার কানে তুলে দেবে, অমনি ছাতুর হাঁড়ীতে বাড়ি পোড়বে, তখন সব এলিয়ে যাবে।" রাজপুত্র বোল্লেন, "তবে রাজাদের চিঠি লেখা যাক্, তাঁরা যে বিষয় স্বীকার কোরেছেন, তা এক্ষণে পূর্ণ করুন। বিস্তর অনুনয় বিনয় কোরে এ কথাও লিখে দেওয়া যাক্, তাঁরা যেন যথাসাধ্য গোপনে গোপনে দিল্লীতে লস্কর পাঠিয়ে দেন, আমি তাঁদের সঙ্গে সেইখানেই সাক্ষাৎ কোর্‌বো। দুর্গের ভিতর আমিই সকলের অগ্রে মাথা বাড়িয়ে দেবো, বখারাণী! দুর্গ অবরোধ কর্‌বার ভার তোমার উপরেই রইলো, সাদক! তোমায় কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গেই কেল্লার ভিতর প্রবেশ কোত্তে হবে, শাজাহান বাদশাহের কাছে তুমি অপরিচিত নও, তোমার উপস্থিত দেখলে তাঁর অনেক সাহস হবে, তাই তোমার অবিচ্ছিন্ন যত্নের উপর তাঁর রাজশরীর সমর্পণ কোল্লেম।" যে সকল প্রধান প্রধান কর্ত্তৃপক্ষেরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রতিজনকেই একটি একটি ভার নির্দ্দিষ্ট কোরে দিলেন, এমন কি, আমাদের মানস অনায়াসেই পূর্ণ হোতে পাত্তো, কিন্তু একটি ব্যক্তির জন্তেই সে মানস সুসিদ্ধ হলো না।

আমি বোল্লেম, "কেল্লার ফটক তো খোলা পাওয়া যাবে? যে ব্যক্তি খুলে দিতে চেয়েছে, তার কথার উপর তো নির্ভর করা যেতে পারে?"

রাজপুত্র বোল্লেন, "আমি তা পারি।"

আমি আর দ্বিরুক্তি কোল্লেম না, ধর্মঘাতিনী পাপীয়সী নূরমহলের উপর যখন এত দূর বিশ্বাস করা হয়েছে, তখন পরিণামে সুপ্রতুল হবার পক্ষে আমার মনে বড় সন্দেহ হতে লাগলো। ভাবলেম, ভিতরে ভারি একটা দুরভিসন্ধি তার আছেই আছে। নূরমহল ফটক খুলে দিতে পারে সত্য, কিন্তু যেমন আমরা কেল্লার মধ্যে প্রবেশ কোর্‌বো, ঐ ফটক অমনি তখনি বন্ধ

কোরে দেবে, সে বন্ধ একালে আখেরের মত হবে।

রাজপুতানা থেকে আম্বরুলা পৌছিয়েছে শুনে আমরা তখনি কুচ কোরে দিল্লীতে চোলে গেলেম। সহরের ভিতর প্রবেশ কোত্তে কেউ আমাদের নিষেধ কোল্লে না, সুল্‌তান মামুদ নাকি সেনাপতি হয়ে আগে আগে চোলেছেন, তাই নগররক্ষকেরা মনে কোল্লে, হয় ত আরঙ্গজেবের অনুমতিই আছে, রাজপুত্র সহরের মধ্যে সৈন্য নে'য়ে প্রবেশ কোত্তে পার্‌বেন, কি রাজপুত্র বোলে নিষেধ কোত্তে হয় ত তাদের সাহসই হলো না। ফটকের মধ্যে প্রবেশ কোরে বখারালী গম্ভীরমূর্ত্তি কোরে প্রহরীদিগকে নিরস্ত্র হোয়ে সারবন্দী খাড়া হোতে হুকুম কোল্লেন, তখন প্রহরীদের মনে সন্দেহ হতে লাগলো, তারা মনে কোল্লে, তবে এর মধ্যে অবশ্যই কোন মন্দ অভিসন্ধি আছে, তাই তারা তলওয়ার ছাড়লে না। আমাদের লোকেরা কিন্তু তাদের হাত থেকে বন্দুক ও তলওয়ারগুলি মুচড়িয়ে কেড়ে নিলে, কেড়ে নিয়ে,তাদের হাতে পায় বেঁধে প্রহরীদের থাক্‌বার যে ঘর, তারে সেই ঘরে আটক্ কোরে রেখে দেওয়া হলো। কেল্লার ফটকের কাছে পৌছে বখারালী ঐ ফটকের প্রহরী হোলেন, সুল-তান মামুদ ঘোড়া থেকে নেমে দরজায় চার বার আঘাত কোল্লেন, ছোটো কাটাদরজা খুলে গিয়ে নূরমহল দর্শন দিলে, দুই লক্ষ টাকা তার হস্তে সমর্পণ করা হলো,অমনি বড় ফটক খুলে গেল, রাজপুত্র সুলতান মামুদ একশত বলবান্ লস্কর সঙ্গে লোয়ে কেল্লার ভিতর প্রবেশ কোল্লেন, আমি আর একশত লস্কর লোয়ে কেবলমাত্র তাঁর পশ্চাদ্‌গামী হয়েছি, এমন সময় দেখলেম, নূরমহল কেল্লার ফটক বন্ধ কোত্তে গোপনে ইঙ্গিত কোল্লে, আমি অমনি দাগাবাজি দাগাবাজি বোলে ঊর্দ্ধশ্বাসে চীৎকার কোত্তে লাগলেম, ঐ চীৎকার শুনে রাজপুত্র আর অগ্রসর না হয়ে যদি ফিরে এসে পালিয়ে প্রস্থান করেন তো ভাল হয়, সব দিক্ রক্ষা পায়, কিন্তু সেটি ঘটে উঠলো না, চক্ষের নিমিষেই একটি প্রকাণ্ড বিরাট ফটক ঝন্‌ঝন্ শব্দে আমার পায়ের কাছেই পোড়ে বন্ধ হোলো, রাজপুত্রও অমনি জন্মের মতন আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হোলেন। আর এক পা বাড়ালেই সে দুর্জ্জয় বৃহৎ ফটক-চাপা পোড়ে চূর্ণ হয়ে যেতেম, কিম্বা আর চারি পাঁচ পা অগ্রসর হোয়ে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ কোল্লে নূরমহলের দাগাবাজিফাঁদে গেরেপ্তার হয়ে পোড়তেম, আমার অদৃষ্ট ভাল, তার কালফাঁদ থেকে দৈববলে উদ্ধার হোলেম। এই সময়ে আরঙ্গজেবের লস্কর পশ্চাদ্দিক্ থেকে আমাদের উপর চাড়াও কোল্লে, ভয়ঙ্কর কাটাকাটি হোতে লাগলো, রক্তের স্রোত বোয়ে চোল্লো, রাজপুতদিগের বীরবিক্রমে কেল্লা থরহরি কম্পিত হলো, জীবনরক্ষার নিমিত্ত আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হোয়েছিল। মহাপ্রলয়ের ন্যায় সেই ঘোর কোলাহলের মধ্যে ফটকের মস্তকোপরি গম্বুজ থেকে একটি কণ্ঠস্বর হেঁকে হেঁকে বোল্‌তে লাগল, "সাদককে গেরেপ্তার কোরে বন্দী কর।" কালনাগিনী নূরমহল যখন ফটক রুদ্ধ কোত্তে গোপনে ইঙ্গিত করে, তখন নিশ্চয় মনে কোরেছিল, আমি কেল্লার মধ্যে প্রবেশ কোরেছি, এক্ষণে দেখলে, সেটি তার ভ্রম,তাই আমার ধর্‌বার নিমিত্ত পাপী-য়সী গর্জ্জিয়ে চীৎকার কোচ্ছিল। আমি যদি বন্দী হই, তবে আর মৃত্যু ছাড়াছাড়ি নাই, তাই মোরিয়া হোয়ে বিপক্ষের মধ্যে দিয়ে মহাবেগে বেরিয়ে পোড়্‌লেম, এর পূর্ব্বে বখারালী সদর-ফটক অরক্ষিত রেখে আমাদের সহায়তা কোত্তে চোলে এসেছিলেন। আমাদের ঘোড়া নাই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই লড়াই কোত্তে হোচ্ছে, অস্ত্রের মধ্যে কেবল তলওয়ার, ঐ তলওয়ার সহায় কোরে লড়াই কোত্তে কোত্তে বেরিয়ে পোড়্‌তে হবে। রাত্রি ঘোর অন্ধকারময়, আলোর নাম মাত্র নাই, কে কার ঘাড়ে চোট্ মারে, তারও ঠিকানা নাই। কেউ কাত্‌রাচ্চে, কেউ গোঙ্‌রাচ্চে, কেউ আর্ত্তনাদ কোচ্চে, কেউ শপথ কোরে ফিরে দিবা কোচ্চে, কেউ অভি-

দপ্দাত্ত কোচ্চে, ত্রিলোক-সংহারের ন্যায় এই সকল ঘোর মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদের শব্দ চারিদিক্ থেকে আমার কর্ণ বধির কোত্তে লাগ্লো, আবার ফটকের মাথার উপর থেকে ঘোর হুঙ্কারশব্দে বোল্তে লাগলো, "দাস-কন্যেকে ধর, বিশ্বাসঘাতক সাধককে গ্রেপ্তার কর।" ঐ সকল ঘোর আস্ফালক শব্দের তোড়ে অন্য শব্দ আমার কর্ণবিবরে প্রবেশ কোত্তে পাচ্ছিলো না, অবশেষে অনেক কষ্টে সেরসাহেব বখাতুরালীকে চিনে বার কোত্তে পাল্লেম, তাঁর স্বর শুনেই চিন্তে পাল্লেম, চেহারা দেখে পাল্লেম না, তাঁর কণ্ঠস্বর শুন্তে পেয়েই আমি অমনি "এল্লাক্" বোলে চীৎকার কোরে উঠ্লেম, বখাতুরালী গলার আওয়াজে আমায় চিন্তে পেরে বোল্লেন, "সাধক! আমার পাশে পাশে থেকো, তারা কখনই তোমায় গেরেপ্তার কোত্তে পার্বে না।" এই সময় একখানা তলওয়ার কে তাঁর মাথার উপর উঁচিয়ে ধোরেছে, চোট্ মারে আর কি, এমন সময় আমি তার হাতের কব্জাটি এক চোটে দুই টুক্রা কোরে ফেল্লেম, নচেৎ সেই চোটেই সেরসাহেবকে সাবাড় কোত্তে হোতো। এই সময়ে কেল্লার ভিতর বিপক্ষেরা মহা হুল্লা কোরে ফটকের দিকে চড়াও কোল্লে, তখন আমরা আরও আসন্ন বিপদ্গ্রস্ত হলেম। সেরসাহেব বোল্লেন, "সাধক! পালাও পালাও, আর রক্ষা নাই, থাক্লেই মারা পোড়্বে।" আমরা হন্ হন্ কোরে বাহিরের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছি, কি শত্রুর, কি মিত্রের যার তার মৃতদেহের উপর পা হড়কে এক একবার পোড়ছি, আবার অমনি উঠ্ছি, আবার দৌড়্চ্ছি, এই রকম কোরে হাঁপাতে হাঁপাতে সহরের ফটকের কাছে এসে পোড়লেম, আমরা যেন মায়ামন্ত্রের প্রভাবে প্রাণ রক্ষা কোল্লেম, নচেৎ কার সাধ্য সে কালমশান থেকে প্রাণ লয়ে সে রাত্রে বেঁচে আস্তে পারে? বখাতুরালী পূর্ব্বেই এই ফটকের প্রহরীগুলিকে ঘার যে ঘরে বন্দী কোরে রেখেছিলেন, তাই এ যাত্রা রক্ষা পেলেম, বখাতুরালীর ঐ কার্য্যটি বিজ্ঞের মতই হয়েছিল। এক্ষণে ফাঁকা ময়দানে এসে পোড়লেম, আমাদের যেন কেউ পেছন্ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেইরূপ মহাত্রাসে উর্দ্ধশ্বাসে হন্ হন্ কোরে দৌড়ে চলেছি, সর্ব্বাঙ্গের ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তের স্রোত বেয়ে চোলেছে, তার উপর আবার এই পরিশ্রম, আমরা খানিক দূর দৌড়ে কিংখর্থা হোয়ে পোড়লেম, এদিকে আবার গেটের আলো দেখা যেতে লাগলো, তাই দেখে ভয়ে আরও মরিবাঁচি কোরে দৌড়িতে লাগলেম, কোন্ দিকে দৌড়েছি, তার নিরাকরণ নাই, দৌড়িতে দৌড়িতে খানিক পথে গিয়ে কুকুরের রব শুন্তে পেলেম, তখন নিশ্চয় জান্লেম, গ্রামের দিকেই চোলেছি। হায়! গ্রামে গিয়েও সুস্থির হতে পার্বো না, চেহারা দেখেই লোকে আমাদের চিন্তে পার্বে, যেমন কেউ মৃত্যুপথ পরিহার কোরে অবিম পথে গমন করে, সেইরূপ আমরাও ঐ গ্রাম পরিত্যাগ কোরে অন্যদিকে চোল্লেম, আশ্রয় দেখতে দেখতে চোলেছি, কিন্তু সে আশ্রয় কোথাও পেয়ে উঠ্ছি না। বখাতুরালী বোল্লেন, "এ কেমন কথা হলো, এ গর্ত্তপাত হবার তাৎপর্য্য কি? রাজপুত্র কোথায়?" আমি একটি মাত্র কথা বোলে সকল কথার উত্তর দিলেম,—"নুরহল এর মূলাধার।"

"কে, সেই কালনাগিনী? সে কি বিশ্বাস-ঘাতিনী হয়েছে?"

আমি বোল্লেম, "হাঁ, হোয়েছে। যখন শুন্লেম, এ দুঃসাহসের মধ্যে সেও একজন চক্রী, তখনই আমার মনে সন্দেহ হয়েছে, তখনই ভেবেছি, এ কার্য্য প্রতুল কোরে তোলা যাবে না।"

"তুমি তবে তাকে পূর্ব্বে জান্তে?"

আমি বোল্লেম, "জান্তেম সত্য, হায়! আমার সঙ্গে তার জানাশুনা না থাকাই ভাল ছিল। বখাতুরালী! সেই পাপীয়সীই আমায় এত কষ্ট দিয়েছে, এত যাতনা দিয়েছে যে, তুমি তা মনেও ভেবে আন্তে পার না।"

"তবে সেই কথা বল, তোমার সঙ্গে তার প্রণয় ছিল বোধ হয়।"

আমি বোল্লেম,"না, তার প্রতি বরং আমার দ্বেষ আছে, সেই নিমিত্তই আমার উপর তার তত রাগ, তত আক্রোশ, তত হিংসা, আমি সত্যই বল্‌ছি তার বিশ্বাসঘাতিনী হবার তাৎপর্য্য এই যে, আমায় গেরেপ্তার কোরে আরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করে, এইটিই তার মানস, নচেৎ সুলতান মামুদকে কৌশল-জালে ফেলে সে যে কিছু লাভ কোর্‌বে, সে অভিপ্রায় তার তত ছিল না, আমায় গেরেপ্তার কর্‌বার নিমিত্তই সে অতিশয় উতলা হয়েছিল, তাই সে ব্যগ্র হয়ে কটক বন্ধ কর্‌বার জন্যে তাড়াতাড়ি সঙ্কেত করে, তার সেই সঙ্কেত আমার পক্ষে শাপে বর হয়েছে, তাই আমি এ যাত্রা বেঁচে গেলেম।" বথারাণী সে কটক চক্ষে দেখেননি, সেই প্রকাণ্ড কাষ্ঠকটক কিরূপ, তাঁকে সেটি বিস্তার কোরে বুঝিয়ে দিয়ে বোল্লেম, "হতভাগ্য সুলতান মামুদের সঙ্গে আর আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে না, জন্মের মতন আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো।"

সের সাহেব বোল্লেন, "ভয়ানক কাণ্ড! তিনি হেঁটে গিয়ে আপনার মৃত্যু আপনি ডেকে আন্‌লেন, এক্ষণে গোস্তার দানা মাত্র তাঁর আ.হার হবে, অবশেষে শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে চিরকয়ের ন্যায় কালযন্ত্রণা পেয়ে প্রাণত্যাগ কোত্তে হবে, এই বিকট মৃত্যু তাঁকে অপেক্ষা কোরে আছে।"

আমি বোল্লেম, "তাঁর কি অদৃষ্ট! এইরূপেই তাঁর শেষ হবে। এক্ষণে আমরা কোন্‌ দিকে যাই?"

সেরসাহেব বোল্লেন, "ধনপড়গড়ের দিকে তো যাওয়াই হবে না, শত্রুপক্ষেরা এতক্ষণে দখল কোরে বসে আছে, তার অপেক্ষা কোন রাজার বা ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করা বরং ভাল, আমাদের নাম ভাঁড়াতে হবে, যে পদে থেকে যে কর্ম্ম কোত্তেম, তাও ভাঁড়াতে হবে।"

আমি বোল্লেম,"হায়! রাজপুতানায় আর তো আমি মুখ দেখাতে পার্‌বো না, সেখানে গেলে আমার ঘোর বিপদ্‌, যেহেতু, তত রাজপুতকে তাড়িয়ে নিয়ে আত্ম মৃত্যুমুখে এনে ফেলে দিইছি।"

সেরসাহেব বোল্লেন, "সে কথা সত্য বটে, তবে এখন চোলে যাওয়া যাক, যেতে যেতে একটা না একটা আশ্রয় পাওয়া যাবেই যাবে।" এক্ষণে কিন্তু চোলে যাওয়া সহজ কথা নয়, আমার হস্ত-পদ শক্ত হোয়ে আস্‌তে লাগলো, ক্রমে অবসন্ন হোতে লাগলেম, ক্ষতগুলির জ্বালায় অস্থির হয়ে পোড়লেম,ছট্‌ফট্‌ কোত্তে লাগলেম। বথারাণীও অবসন্ন হয়ে পোড়লেন, তিনি কলমবেগের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ কোরে যে চোট, যে ধাক্কা খেয়েছিলেন, সে ধাক্কা থেকে কেবল সম্প্রতিমাত্র সাম্‌লিয়ে উঠেছেন, তাই আর তাঁর শরীরে তাদৃশ বল-শক্তি ছিল না। প্রভাত হলো হলো বোলে, সেরসাহেবের মনে আরও দুর্জ্জয় ত্রাস হতে লাগলো, পাষণ্ড খুনেদের মনেও রাত্রিপ্রভাত হোলে তত ত্রাস হয় না। আমরা ভাবছি, আরঙ্গজেবের দূত, তাঁর চর, তাঁর লোকজন অবশ্যই চারিদিকে ছুটেছে, তারা আমাদের বেশ চেনে, তাদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য, আরঙ্গজেবের হস্তে পোড়লে আমাদের মৃত্যু কেউ রক্ষা কোত্তে পারবে না, তাই প্রাণের ভয়ে আমাদের শরীরে যেন আরও বল হলো, আমরা মরেপিটে দৌড়িতে লাগলেম, দৌড়িতে দৌড়িতে একটি ঘোর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। সেখানে অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছিল। এই স্থানে বিশ্রাম্‌ করবার চেষ্টা কোল্লেম,কিন্তু পশ্চাদ্দিকে ঘোড়ার পদশব্দ শুন্‌তে পেলেম, আমাদের মহাপ্রাণী শুকিয়ে গেল। বথারাণী বোল্লেন, "বিপক্ষেরা আস্‌ছে, গাছে উঠতে না পারলে আমাদের আর নিস্তার নাই, একবার উঠতে পারলে হয়, তা হোলে বৃক্ষের সতেজ শাখা-পল্লবের মধ্যে আমাদের শরীর গোপন কোত্তে পার্‌বো।" ঐ কথা বোলেই বথারাণী প্রাণপণে গাছের গুঁড়িটি আঁকড়িয়ে ধোল্লেন, উঠবার জন্যে দুবার চেষ্টা কোল্লেন, দুইবার হাত ফস্‌কে পোড়ে গেলেন, ঘোড়ার পায়ের শব্দ আরও স্পষ্ট শোনা যেতে লাগলো, আমি

নিরুপায় দেখে তলওয়ার দিয়ে গাছের গায় খাঁজ কেটে গর্ত্ত কোরে দিলেন, ঐ গর্ত্তগুলি ধাপের কার্য্য কোল্লে, বখারাজী ঐ ধাপে পা দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠলেন, নিকটে একটা ডাল ছিল, ঐ ডাল ধোরে একেবারে গাছের মাথায় গিয়ে চোড়ে বোস্লেন, আমিও শেষে বিস্তর কষ্টাকষ্টি কোরে, কতক বখারাজীর হাত ধোরে গাছের মাথার উপর গিয়ে উঠে বোস্লেম। এক্ষণে প্রভাত হয়েছে, তুরুকসোয়ারেরা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে, কতকগুলি বৃক্ষপত্রের আড়াল মাত্র আমাদের ভরসা।

আমি বোল্লেম, "তারা গাছের গায় গর্ত্ত-গুলি দেখ্তে পেয়ে আমাদের সন্ধান পাবে, তবেই খপ্পের মত গেছি আর কি।"

আমার সহচর বোল্লেন, "সেটি আমাদের অদৃষ্ট, গ্রহ ভাল হয় তো তারা এদিকে আস্বে না, কিন্তু দোহাই আল্লার! আমি প্রাণ থাক্তে ধরা দেবো না, তারা কখনই আমায় জ্যান্ত ধোরে নিয়ে যেতে পার্বে না।"

আমি বোল্লেম, "আমাকেও পারবে না, হত-ভাগ্য দাদার মতন যে আমায় সহরের ভিতর দিয়ে লয়ে যাবে, সকলে চেয়ে চেয়ে দেখবে আর হাস্বে, তা তো কখনই হতে দেবো না, আমায় যে জোর কোরে পোস্তার দানা খাও-য়াবে, তাও এ প্রাণ থাক্তে কবুল্ কর্বো না, তা থেকে তলওয়ার দিয়ে কেটে ফেলে দেয়, তাও বরং ভাল।"

বখারাজী বোল্লেন, "চুপ, চুপ, আমি তাদের ঘোড়া দেখ্তে পেয়েছি, তারা যদি জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে ঘোড়া থেকে নাম্তে হবে।"

তারা তাই কোল্লে, ঘোড়া থেকে নেমে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। আমরা যে গাছের মাথার উপর বোসে ভয়ে কাঁপ্-ছিলেম, তারাও সেই গাছের তলায় এসে দাঁড়ালো।

তাদের একজন বোল্লে, "অবশ্যই এই জঙ্গ-লের মধ্যে প্রবেশ কোরেছে, তিন জন তাদের সন্ধানে এগিয়ে যাক্, বাকি দুইজন এইখানেই থাকি, কি জানি, যদি এখনও পৌঁছিতে না পেরে থাকে, তাও তো হোতে পারে, তা যদি হয়, এই দুজন প্রহরী তাদের গেরেপ্তার কোর্বে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বোল্লে, "যদি পেয়ে উঠা যায়, তবে তাদের প্রাণে না মেরে অমনি গেরেপ্তার কোত্তে হবে, আমাদের উপর হুকুমই তাই, সেটা যেন স্মরণ থাকে।"

তাদের মধ্যে তিন জন লোক স্বতন্ত্র হয়ে অগ্রসর হলো, বাকি দুজন ঐ গাছের তলা-তেই দাঁড়িয়ে রইল। এক্ষণে সূর্য্যদেবের আরক্ত মূর্ত্তিদর্শন দিয়েছে, তাঁর তরুণ-আভায় নাঙ্গা তলওয়ারগুলি ঝক্ ঝক্ কোচ্ছিল। এই দুজনের একজন বোল্লে, "সুলতান মামু-নের কি ভরসা, তিনি ভারী কারাবাজী দেখিয়েছেন।"

তার সহচর বোল্লে, "এ তো কারাবাজীর কাজ হয় নাই, এ কাজ গোঁয়ারের মতই হয়েছে।"

"সে কথা সত্য, গোয়ারতামি বে, তার সন্দেহ কি? কিন্তু জীবা যদি বিশ্বাসঘাতিনী হয়ে প্রতারণা না কোত্তো, তা হোলে আজ রাজপুত্রের সুপ্রভাত হতো।"

"হায়, কি তামাসা! সে ছুঁড়ী আপনার দিন গুছিয়ে নিয়েছে, সুলতান মামুন তাকে দুলক্ষ টাকা দিয়ে তাঁর আপনার গায়ের কটক্ আপনিই খুলিয়ে নিয়েছেন, বড় তামা-সাই হয়েছে। রাজপুত্রকে ধোরিয়ে দিয়েছে বোলে আরঙ্গজেব আবার আর একলক্ষ টাকা ছুঁড়ীকে বক্সিস্ কোরেছেন, তবু ছুঁড়ী সন্তুষ্ট হয়নি। সাদক পালিয়ে প্রস্থান কোরেছে বোলে সে মনে মনে বড় দুঃখিত, আরঙ্গজে-বের কানে নানা কথা তুলে দিয়ে তাঁর মন ভারি কোরে দিয়েছে, এক্ষণে সাদককে গ্রেপ্তার কর্বার নিমিত্ত রাজপুত্র ভারি ব্যস্ত হয়েছেন। তবে তাকে গেরেপ্তার কোত্তে পাল্লে আমরা বিলক্ষণ দশটাকার মুখ দেখ্তে পাবো। সুলতান মামুন যখন যুদ্ধ কোরে কেল্লার ভিতর প্রবেশ করেন, সেই সময় তাঁর পিতার সঙ্গে চোকে চোকে সাক্ষাৎ হয়,

তখন তাঁর মূর্ত্তিখানি ঠাউরে দেখেছিলে কি? শুনে জহাদের মূর্ত্তিও তত নিষ্ঠুর, তত চোয়াড়ের মতন নহে। স্ত্রীর উপর বিশ্বাস করাই তাঁর শাস্‌লামি হয়েছিল, এ সকল কাজে স্ত্রীলোকের উপর বিশ্বাস কোত্তেই নাই, বিশেষতঃ তার মত চরিত্রের স্ত্রীলোক কিছু অর্থ পেলেই আপনার পিতাকেও ধরিয়ে দিতে পারে।"

প্রথম বক্তা বোল্লে, "সে কথা আমি খুব মানি, তা যাই হোক, সাদককে গ্রেপ্তার কোত্তে হবে। বখারালীকেও গেরেপ্তার কোত্তে হবে।"

তৃতীয় ব্যক্তি বোল্লে, "বখরালী খুব হুঁসিয়ার লোক, সে ব্যক্তিটে কে?"

প্রথম ব্যক্তি বোল্লে, "সে কথা কেউ বোল্‌তে পারে না। আমার বোধ হয়, সে পাঠান, সে একজন বেশ প্রবীণ যোদ্ধা, শরীরটি আজও বেশ মজবুত আছে, খুব বলিষ্ঠ, খুব কর্ম্মপটু, কিন্তু একস্থানে স্থির নয়, কেবল এ দেশ সে দেশ কোরে বেড়ায়, যে তারে বেতন দেয়, তারই চাকর হয়, আপনাকে যেন তাড়া দিয়ে বেড়ায়।"

আমি দেখ্‌লেম, ঐ সকল কথা শুনে সেরসাহেব ঠোঁটমুখ-ফুলিয়ে, কাঁপাতে লাগলেন, রাগে অমনি দুই চক্ষু লাল হয়ে উঠলো, হাতখানি যেন আপনা আপনিই তলওয়ারের মুট তল্লাস কোত্তে লাগলো। এই সময় আমি একবার তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত কোরে চোক্-মুখ সিঁচিয়ে উঠলেম, তাই দেখে তিনি ক্ষান্ত হোলেন। তার পর প্রহরীরা বোল্‌তে লাগলো, "ভাল! বখারালী যেই হোক, সে কিন্তু এ যাত্রা বেশ ঠকিয়ে গেল। ঐ দেখ, আমাদের তিন জন বন্ধু ফিরে আস্‌ছে। কি খবর ভাই সকল?"

"তাদের কোন সন্ধানই পেলেম না। বোধ হয়, তারা জঙ্গলের মধ্যে আসেনি। তবে আর কি হবে, চল, অন্যদিকে যাওয়া যাক, তারা গ্রামের ভিতরেই আছে বোধ হয়, চল, সেই দিকেই যাওয়া যাক।"

প্রহরীরা প্রস্থান কোল্লে, আমরা দেখে আনন্দিত হলেম, এখন নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেম, গাছের উপর আরও একঘণ্টা বিশ্রাম কোরে নেমে এলেম। কোথায় যাবো, কি কোন্ দিকে যাবো, তার কিছুই স্থির নাই।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধির লিপি কপাল-যোড়া।

এক্ষণে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আঁধার দেখতে লাগলেম, তবে নাকি একটা শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে চোলেছি, তাই এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা কোত্তে পারলেম, নচেৎ অনাহারে জীবনে জলাঞ্জলি দিয়ে ভূপৃষ্ঠে শয়ন কোত্তে হোতো। জল তো খুঁজেই পেলেম না, নিকটস্থ গৃহস্থের বাটীতে গিয়ে চাইতেও সাহস হলো না, তাদের বাটীর নিকট দিয়েও যেতে ভরসা হোলো না। তথাচ দুজনে গল্প কোত্তে কোত্তে চোলেছি, যেতে যেতে সে বেঁচে গিইছি, সেই কথা লয়েই আমোদ কোচ্ছি।

আমার সহচর বোল্লেন, "শুনেছ তো, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমার কথা পেড়ে বেটারা কেমন অপমানের কথা বোল্‌ছিল।"

আমি বোল্লেম, "হাঁ, শুনেছি। তুমি রেগে আগুন হয়েছিলে, তাও চক্ষে দেখেছি।"

"রাগ না হবে কেন? সাদক! তুমি তো কিছুই অবগত নও, এতে যে রাগ হোত্তেই পারে, আগে সে দিন হোক্, তখন বিশ্বাস কোরে একটি নিগূঢ় কথা তোমার হৃদয়ে স্থাপিত কোর্‌বো. সে কথা এখন শুন্‌লে তোমার বিস্ময় জ্ঞান হবে। হা আল্লা! আমার চরমদশা কি এই হলো, ঈশ্বরের বিচারে কি পাষণ্ডদের দণ্ড নাই, আমি কি চিরকালটাই এ দেশ সে দেশ কোরে টো টো কোরে বেড়াবো?"

ঐ কথা বোল্‌তে বোল্‌তে বখারালীর রবিদগ্ধ পবিত্র গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পোড়তে লাগলো, আমি পাছে তাঁর মনঃকষ্ট জান্‌তে পারি, তাই ঢাক্‌বার নিমিত্ত বৃদ্ধ চোট-পায়

চোল্‌তে লাগলেন। আমি তাঁর স্কন্ধে হাত দিয়ে বোল্লেম, "এক্ষণে বিলাপ কর্‌বার সময় নয়, ঐ দেখ, কতকগুলি চাষা এইদিকে আসচে, চল আমরা অন্যদিক দিয়ে যাই।" বৃদ্ধ আমার হাতখানি বজ্রের মত শক্ত কোরে ধোরে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রোইলেন, মুখে কথা নেই, কে যেন তাঁর বাক্য হরণ কোরে নিয়েছে।

আমি বোল্লেম, "ও আবার কি বন্ধু! কথা কও, আমি এখন তোমার বন্ধু বোলে ডাকবো।"

বখারাণী বোল্লেন, "বন্ধু কে? তুমি? তুমি হয় ত আমার পরম শত্রুই হইবে, কি আমার কোন শত্রুপক্ষের লোকই হবে, কি আমার কোন শত্রুকুলে তোমার জন্মই হবে।"

"ও কি ভাবের কথা বখারাণী?"

"সাদক! তুমি এ আংটী কোথায় পেলে? দোহাই আল্লার, এ আংটী কোথায় পেলে বল? তুমি কি লুঠ কোরে পেয়েছো? না কোন ব্যক্তিকে প্রাণে মেরে ফেলে তার হাত মুচড়িয়ে কেড়ে নিয়েছো?"

আমি বোল্লেম, "আল্লার দিব্বি, তা নয়, (সেরসাহেবের কাতর মূর্ত্তি দেখে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলেম) যে ব্যক্তিকে বহুকাল পিতা বোলে জান্‌তেম, তিনিই আমায় এই আংটীটি দিয়েছেন।"

"তাঁর নাম কি? গুরুসাজ?"

আমি বোল্লেম, "না। তাঁর নাম সাহুল্লা খাঁ, শাহাজান্ বাদশাহের উজীর।"

বখারাণী ছোটো ছোটো কোরে বোল্‌তে লাগলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমার মনে সকলি অন্ধকার, সকলি গোলমাল বোধ হোচ্চে। সাহুল্লা খাঁ! এ নাম তো কখন শুনি নাই।"

আমি বোল্লেম, "আপনি কি আংটীর বিষয় কিছু জানেন? সাহুল্লা খাঁ বোলেছেন, এই আংটী দ্বারা আমার জন্মবৃত্তান্ত জান্‌তে পার্‌বো।"

বখারাণী আমার কথার প্রতিধ্বনি কোরে বোল্লেন, "আমি এ আংটীর বিষয় কি জানি, আংটীটি আমার হাতে দাও দেখি, ভাল কোরে তদারক কোরে দেখি।" আংটীটির চারিদিকে ঠাউরে ঠাউরে বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখেই বোল্লেন, "একটি দাগ আছে দেখতে পাচ্চো?"

আমি বোল্লেম, "হাঁ, পাচ্ছি।"

"যে হাত এ আংটীটি ধোরে আছে, সেই হাতের দ্বারাই ঐ দাগটি হয়, এ আংটী আমারই ছিল, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এর যুড়ী আর একটিমাত্র আংটী আছে। সে আংটী—" আবার তাঁর চক্ষু দিয়ে টস্ টস্ কোরে অশ্রুপাত হোয়ে গাল বেয়ে গোড়িয়ে পড়তে লাগলো।

আমি বোল্লেম, "সে আংটীও আমি দেখেছি।"

বখারাণী শুনে চিত্রপুত্তলের ন্যায় আড়ষ্ট হয়ে রোইলেন।

আমি বোল্লেম, "আপনি যে অবাক হয়ে রোইলেন, একবার কেন, কতবার দেখেছি, ঠিক এর জুড়ি আংটী, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আর তা পাওয়া যাবে না।"

"কারে পোত্তে দেখেছো? কোন্ পাষণ্ডের হস্তে সে সূর্য্যকান্তমণি আপনার উজ্জ্বল কান্তি বর্ষণ কোরেছে?"

আমি বোল্লেম, "মক্কালী খাঁর হাতে দেখেছি।"

আমার সহচর বিড় বিড় কোরে বোল্লেন, "এও একটা আনথা নাম। সে ব্যক্তি কে?"

সে ব্যক্তি যে প্রকারের লোক ছিল, আমি তাঁরে অবগত কোরিয়ে বোল্লেম, "শেষে আমি গণককারের কাছে সেই আংটী দেখেছি। গণককারের মৃত্যু হওয়ায়, বিশেষতঃ যেরূপে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তাতে সে আংটী আর যে কখন দেখতে পাওয়া যাবে, সে প্রত্যাশা নাই।"

বখারাণী বোল্লেন, "তোমার সে চাকর বড় আহাম্মক, বেটা জাহান্নামে যাক্, সেই বেটাই সব নষ্ট কোরে দিয়েছে, তার দোষেই বিষয়-বৃত্তান্তগুলি অবগত হোতে পারা গেল না, সেগুলি কেমন কোরে জান্‌বো, তার কোন উপায়ও দেখছি না; তুমি যে গণক-

কারের কথা বোল্‌ছো, সে ব্যক্তি কে? সে আংটীর বিষয় কি সব জান্‌তো, দেখে কি চিনতে পেরেছিল?"

আমি বোল্লেম, "হাঁ, পেরেছিল।"

"গণককারের নাম কি?"

"আল্‌নসার।"

আমার মুখে তৃতীয়বার এই আন্‌খা নাম শুনে বধারাণী নৈরাশ হয়ে মাথা নাড়লেন, আমায় আংটীটি ফিরিয়ে দিয়ে বোল্লেন, "যত দিন বাঁচবে, সাবধানে রেখো।"

আমি বোল্লেম, "আমি তাই কোরবো।"

আমরা আবার পায়-পায় এগিয়ে চোলেছি, তুজন চাষাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে বোল্লেম, "রাজপুতানায় কোন্ পথ দিয়ে যাবো।" তারা শুনে হাসতে লাগলো, মনে কোল্লে, আমরা বুঝি জেনে শুনে তাদের সঙ্গে নেকামো কোচ্ছি। তারা "চল চল" বোলে জোর কোরে আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো, তাদের যত্ন দেখে আমরা মহা আহ্লাদিত হোলেম, অবশেষে নিমাচ্ ছাড়িয়ে বংশারিতে উপস্থিত হোলেম। পথি-মধ্যে কতই কষ্ট পেয়েছি, কতই উৎপাতে পোড়েছি, কতই দুর্গতি, কতই দুঃখ মাথার উপর দিয়ে চোলে গিয়েছে,কত স্থানে আতঙ্কে অবসন্ন হয়েছি, সে সকল দুঃখের, সে সকল দুরবস্থার কথা পাঠককে অবগত করাবার প্রয়োজন নাই।

বধারাণী বোল্লেন, "এখানকার রাজার সঙ্গে আমার বিলক্ষণ আলাপ-পরিচয় আছে, বোধ হয়, তাঁর কাছে আশ্রয় পেতে পারবো। কিন্তু আমি যে কে, তা তিনি জানেন না, মদগর্ব্বিত আরঙ্গজেবের উপর, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর শাজাহানের উপর রাজার আন্তরিক দ্বেষ।"

আমরা এত নিকটে পৌঁছেছি যে, রাজ-বাটী আর সহর দেখা যাচ্ছিল। একটা আশ্রয় না হোলে তো নয়, সে আশ্রয় আবার এত নিকট হোয়েছে যে, হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়, সেই সাহসে আমাদের শরীরের বল শক্তি নবরাগে যেন আরও সতেজ হলো, আমরা এখন আরও চোটপায় চোল্‌তে লাগ-লেম। একটি রোগা টনটনে টাটুর উপর সোয়ার হোয়ে আমাদের আগে আগে একটি খর্ব্বাকার বৃদ্ধ চোলেছে, আমরা তাড়াতাড়ি চোলে তাঁরে গিয়ে ধোল্লেম, এক্ষণে প্রায় পাশাপাশি হোয়েই চোলেছি, পরস্পর কথা-বার্ত্তাও চোলেছে, অথচ তিনি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন না যে, আমরা কে। একটা স্থানে জমিটা হেটোঠাংরা ছিল,টাটুটি সেখানে হমড়ি খেয়ে পোড়ে গেল, আমি অমনি তাড়াতাড়ি সোয়ারকে ধোরে তুলতে গেলেম। হে ভগবান্! ধোত্তে গিয়ে দেখি,ইনি সেই গণক-কার আল্‌নসার! তাঁকে দেখে আমার বিস্ময়-জ্ঞানও যেমন হলো, আবার ভয়ও তেমনি হলো, মনে কোরেছিলেম,তাঁর দেহটি খণ্ডখণ্ড হোয়ে দেওয়ানের ময়দানে গড়াগড়ি যাচ্ছে। গণককারকে দেখে আমার কথা কইতে সাহস হলো না, তখন জ্ঞান হলো, এ ব্যক্তি অবশ্যই মায়াজীবী হবে। আল্‌নসার কিন্তু একটু মুচকে হেসে শির নম্র কোরে আমায় সাধুবাদ কোল্লেন, তাঁর সেই বিনয়পূর্ণ নম্রমূর্ত্তি দেখে আমার আতঙ্ক দূরীভূত হলো। আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হোয়েছিল, সেই কথা তাঁকে স্মরণ কোরিয়ে দিলেম। তাঁর সঙ্গে যে দ্বিতীয়-বার সাক্ষাৎ কোরে সুখী হতে পারি নাই, বিশেষতঃ তাঁর জন্যে যে কত দুঃখিত, কত নৈরাশ হয়েছি, সে কথাও বোল্লেম।

"দেওয়ালী গ্রামবাসীদের পশুবৎ নৃশংস আচরণ স্মরণ কোরে আমার হৃৎকম্প হয়, আমি মনে মনে নিশ্চয় কোরেছিলেম, আপনি এ পার্থিব সংসার পরিত্যাগ কোরে-ছেন " এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে বধারাণী এসে উপস্থিত হোলেন।

আমি বোল্লেম, "বন্ধু! ইনিই সেই মহা-পুরুষ আল্‌নসার, যাঁর কথা এইমাত্র হোচ্ছিল।"

বধারাণী আমার অপেক্ষাও অতিরিক্ত আগ্রহবান্ হয়ে সেই লোকটির কাছে এগিয়ে গেলেন। পূর্ব্বে আমি বোলেছিলেম, এই ব্যক্তির কাছে সেই অরূপ আংটী আছে। তুমি কে, কি বৃত্তান্ত, এই সকল জিজ্ঞাসা

কোর্বেন, বখারালী তারি এই উপক্রম কোরেছেন, এমন সময় সেরসাহেবের মূর্ত্তিখানি হঠাৎ হ্রাস হোয়ে পোড়লো, সে তার সেই হোক্, একটা মর্ম্মান্তিক মনোদ্বেগ উপস্থিত হোয়ে তাঁর যেন বাক্য হরণ কোরে নিলে। অনেকক্ষণের পর বখারালীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো, তখন বড় বড় ঘর্ম্মবিন্দু তাঁর ললাটে দেখা দিলে।

বখারালী বোল্লেন, "তুমি কে, বল? সত্য কোরে বল? আমার তো ভ্রম হোচ্চে না? বল দেখি, তুমি গুরুসাচ কি না, তুমি না গুরুসাচ আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে?" গণকঠাকুর শুনে অবাক্ হোয়ে গেলেন, একটু পেছিয়ে গিয়ে রৌদ্রের প্রখর তেজ লাঘব করবার নিমিত্ত চক্ষের উপর একখানি হাত আড়াল দিয়ে রাখলেন, তখন বেলা ঠিক দুই প্রহর, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ কোচ্চে। দৈবজ্ঞবর বখারালীর মূর্ত্তিখানি উঁচিয়ে টাউরে বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখতে লাগলেন।

বখারালী বোল্লেন, 'তুমি বাস্তবিক গুরুসাচ কি না বল, বোলে আমার মনের সন্দেহ দূর কর।"

দৈবজ্ঞ বোল্লেন, "হাঁ, আমি গুরুসাচ, কিন্তু বন্ধু, আপনি কে, আমি চিনতে পাচ্ছি না, আপনার মূর্ত্তিখানি আমার কাছে অপরিচিতের ন্যায় জ্ঞান হোচ্চে, আপনি কে যে, আমায় অনায়াসেই চিনে ফেল্লেন, আমার তো আশ্চর্য্য বোধ হোয়েছে।"

সেরসাহেব বোল্লেন, "আর কেন, ঢের হোয়েছে, আল্লার মহিমা বৃদ্ধি হোক, একটি মাত্র কথা বোল্লেই তুমি বুঝতে পারবে।" এই বোলে তাঁরা একটু তফাতে গেলেন, তার পরেই যেন চিরকালের পরমাত্মীয়, এইরূপ আন্তরিক ভক্তির সহিত পরস্পর কোলাকুলি কোল্লেন, তাই দেখে আমি অল্প বিস্ময়াপন্ন হোলেম না।

দৈবজ্ঞ আর বখারালী পুনরায় আমার সঙ্গে একত্র হোলেন, আমরা তিনজনে সরাসর বর্শারি সহরে চোলেছি, দৈবজ্ঞবর, যাঁর নাম গুরুসাচ শুনলেম, কি কোরে একণে তাঁর মৃত্যুরূপ কৌশলজাল থেকে পরিত্রাণ পেলেন, সেই বিষয় অবগত হবার নিমিত্ত আমি তারি উতলা হোলেম, গুরুসাচ আস্তে আস্তে একটু হেসে বোল্লেন, "দোস্ত! যে ব্যক্তি আপনার অদৃষ্ট গুনতে না পারে, সে নিতান্ত আনাড়ি গণক, সে পরের আপদবিপদ কি কোরে বোল্তে পারবে। ফলে আমি কিন্তু মোত্তে মোত্তে বেঁচে গিয়েছি।"

আমি মনে কোল্লেম, দৈবজ্ঞের শরীরে বিশেষ কোন সিদ্ধবিদ্যা আছে, সে বিদ্যা অন্য মনুষ্যের নাই, ভবিষ্যৎ ঘটনা জানতে না পারে তিনি তাঁর মৃত্যুমুখ থেকে কদাচ রক্ষা পেতেন না।

বৃদ্ধ বোল্লেন, "তুমি যে অবাক্ হোয়ে গেলে, আমার মুখে কিন্তু সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনলে তোমার এ ভ্রম থাকবে না, শুদ্ধ একমাত্র দৈববলে আমি তাদের বাজনচক্রের সন্ধান জানতে পেরেছিলেম, তাই ভিন্ন আর কিছুই নয়। নক্ষত্রের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা আমার অভ্যাস। পূর্ব্বে জেনেছিলাম, একটি গ্রহ রাত্রি দুইপ্রহর একঘণ্টার সময় উদয় হবে, সেই গ্রহটি দেখবার অনুরোধে সেই ভগ্ন মসজিদের পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছি, বামন অনুচরও আমার সঙ্গে ছিল। এদিকে যে ঘোর মৃত্যুবাণ পেতে রেখেছে, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না। আমি যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি আকাশের দিকে উঁচু কোরে ধোরেছি, এমন সময় বামন বোল্লে, "হুজুর! আমি বারুদের আঘ্রাণ পাচ্ছি।"

আমি বোল্লেম, "চুপ কর্ আহাম্মক।" তখন মনে কোল্লেম, বারুদ নয়, অন্য কোন জিনিষের আঘ্রাণ পেয়ে থাকবে।

বামন আবার বোল্লে, "হুজুর! বারুদ আমার পায়ে ঠেকছে।"

আমি তখন তার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলেম, যে প্রস্তরের উপর সেই মসজিদটি গেঁথে তুলেছে, তার ছিদ্রে ছিদ্রে বারুদ পুরে দেওয়া হয়েছে, তবে যে আমার ঘোর বিপদ উপস্থিত, বিপদ যে আমায় চারিদিক থেকে ঘেরে ফেলেছে, একণে সে কথা

জান্‌তে পিজ্ঞমন্ত্রের, কি মায়া-বিদ্যার প্রয়োজন করে না। কখন যে সে বাহাদুর পাতিতে আগুন ধরিয়ে দেবে, তার নাকি ঠিকানা নাই, তাই আর ঘরে গিয়ে জিনিস পত্রগুলি সামলাতে সাহসী হলেম না। বামনকে বোল্লেম, "তুই আমার সঙ্গে আয়," এই কথা বোলেই পর্ব্বতের ভিতর দিয়ে যেমন বয়েস, তদনুযায়ী দৌড়িতে লাগ্‌লেম, দৌড়িতে দৌড়িতে অনেক দূরে এসে পোড়লেম। যে সংহাররূপ ফাঁদ আমার জন্যে পাতা হয়েছিল, সে ফাঁদ ছাড়িয়ে অনেক তফাতে এসে পোড়লেম। পুত্র! তোমার সঙ্গে যে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হলো না, তার জন্যে আমি তৎকালীন বংশপ্রয়োনাস্তি দুঃখিত হয়েছিলেম, অনেক মর্ম্ম-কথা, অনেক গোপনীয় কথা তোমায় বোলবো বোলে মনে কোরেছিলেম। আমরা দৌড়চ্ছি আর কবর-মন্দিরের দিকে তাকাতে তাকাতে চোলেছি। রাত্রি যখন দুই প্রহর, এমন সময় মাটি ফেটে একটি ভীম গর্জ্জন হয়ে কর্ণবিবরের সন্তাপণ কোল্লে। নিবিড় ধূমরাশি ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধে উত্থিত হোতে লাগলো দেখ্‌তে পেলেম। আমার সর্পগুলি, আর আমার সেই মনোহর বেজীটি, এরাই মাত্র গ্রামবাসিদের কোপে পোড়ে প্রাণে নষ্ট হলো। গ্রামবাসীরা নাকি অতি মূর্খ, অতি নির্ব্বোধ, তাই তারা এ কাজ কোত্তে অগ্রসর হয়, তারা যে দুষ্টবুদ্ধিতে কোরেছে, তা আমার বোধ হয় না, আমি তাদের সে দোষ দিই না।" দৈবজ্ঞের মুখে ঐ সকল কথা শুনে বড় আপ্যায়িত হোলেম, যে কথা প্রকাশ কোত্তে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, এক্ষণে সেই কথা শোনবার নিমিত্ত উমেদারী কোত্তে লাগলেম। দৈবজ্ঞবর বোল্লেন, "আমি যে কথা বোলেছি, সে কথার অন্যথা হবে না। বিশেষতঃ তোমার এই সহচরটি যখন অদ্যাবধি জীবিত আছেন, তখন সে কথা বোলে আরও তোমার পরিতুষ্ট কোত্তে পার্‌বো। তোমার সহচরের অদৃষ্টের সঙ্গে তোমার অদৃষ্ট গাঁথা রোয়েছে। তোমাদের দুজনের একরূপ চেষ্টা, একরূপ আশ্রয়।"

এক্ষণে আমরা বংশারি সহরে প্রবেশ কোল্লেম, সহরটি বিরাট প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, আমরা একটি ভগ্ন রাজ-অট্টালিকায় আড্ডা কোল্লেম, রাজা পথিকদিগের নিমিত্ত ঐ বাড়ীটি নির্দ্দিষ্ট কোরে রেখে দিয়েছেন। তখন বেলা অবসান হয়েছে, তথাচ বখারানী রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোলে গেলেন, তাঁর বাসনা, আপাততঃ রাজার আশ্রয়ে অবস্থান করেন। এর পূর্ব্বে দৈবজ্ঞের সঙ্গে তাঁর নিরিবিলি কথাবার্ত্তা হয়।

বখারানী চোলে গেলে আলুমাসার, এক্ষণে যাঁর নাম গুরসাত শুন্‌লেম, আমায় ডেকে বোল্লেন, "তোমার দুটি আংটীর ইতিবৃত্তান্ত তোমায় বোল্‌বো বোলে প্রতিশ্রুত হয়েছি, তোমার কোন্ বংশে জন্ম, তাই জান্‌বার জন্যে তুমি উন্মত্তপ্রায় হয়েছো, তা তো হবারই কথা, এই অঙ্গুরীর পরিচয় অবগত হলে তোমার বংশের পরিচয়ও অবগত হোতে পার্‌বে, একটি অঙ্গুরী দুটি কুলাচার্য্য হয়ে তোমার বংশাবলীর কুলজি কীর্ত্তন কোর্‌বে। আমার যেন স্মরণ হোচ্ছে, তুমি বোলেছো, তোমার হাতে যে আংটীটি আছে, ঐ আংটী সাদুল্লা খাঁ তোমায় প্রদান কোরেছে, তার তখন কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না।"

আমি বোল্লেম, "হাঁ, ঐ কথাই বটে। সাদুল্লা খাঁ ভাবভঙ্গি দ্বারা, ইঙ্গিত ইশারা দ্বারা অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে আমায় বিস্তর সাধাসাধনা কোরে বোলে দিয়েছেন, এই আংটীটির প্রতি আমার যেন বিশেষ যত্ন, বিশেষ স্নেহ থাকে। আমার মাতাপিতা কে, কোন্ বংশে আমার জন্ম, সে সকল কথা এই আংটী একদিন আমায় অবগত করাবে।"

দৈবজ্ঞ বোল্লেন, "সাদুল্লা খাঁ তোমার যেরূপ অনিষ্ট কোরেছেন, তার কাছে এ অতি ক্ষুদ্র উপকার। আমি যা জানি, তোমায় অবগত কোচ্ছি, তুমি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।—

সাজাহানের পিতা জাহাঙ্গীর বাদশাহের পাঁচ পুত্র। যথা—চসরু, পার্‌বেজ, সাজাহান,

জেহাঙ্গীর ও সারিয়ার। তদ্ভিন্ন দুই কন্যাও ছিল, তারা কিন্তু অল্প বয়সেই পঞ্চত্ব পায়। পারবেজের ও জেহাঙ্গারেরও অকালে কালপ্রাপ্তি হয়। একণে চস্রু, শাজাহান, ও সারিয়ার এই তিন পুত্রমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য তাঁদের সকলেরই ছিল। চস্রু জ্যেষ্ঠ পুত্র, অথচ আবার বাদশাহের প্রিয়পাত্র, তাই সর্ব্ববাদিসম্মত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তিনিই হয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যু হওয়ায় ভ্রাতা সারিয়ার তাঁর রাজপিতা বাদশাহের প্রিয় পুত্র হোলেন। জাহাঙ্গীর এই পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বোলে ঘোষণা কোরেছিলেন। চস্রু ও সারিয়ার এই উভয় ভ্রাতার মধ্যে পরস্পর বেশ সৌহৃদ্য, বেশ সৌভ্রাত্র ছিল। উভয় ভ্রাতাই পিতার অভিরুচি মত সন্তুষ্ট থাকতে সম্মত হোলেন। শাজাহানের চরিত্র কিন্তু সেরূপ ছিল না। শাজাহান অতি মদগর্ব্বিত, অতি লুব্ধ, অতি নিষ্ঠুরস্বভাব ছিলেন। চস্রু ও সারিয়ার বাদসাহের কাছে প্রিয় ছিলেন বোলে ভ্রাতাদের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষভাব জানাতেন। চস্রুর দুই পুত্র, এক কন্যা হয়, সারিয়ার নিঃসন্তান। আমি তখন জাহাঙ্গীরের দরবারে দৈবজ্ঞের ব্যবসায় করি, আমার নাম গুর্লাচ। আমার পিতা আরবজাতীয়, আমার মাতা আর্ম্মানি। আমি বাল্যকাল থেকে রাশিচক্রের গণনা ও গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি অবগত হোয়ে অত্যন্ত আমোদিত হোতেম, তাই প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্যা অভ্যাস কোত্তে আরম্ভ কোল্লেম। আমার বয়স্যেরা, আমার সমকালীন লোকেরা আমা অপেক্ষা অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট, অতিশয় বলিষ্ঠ ছিলেন, তাই তাঁদের মধ্যে কেউ রণপ্রিয় হোলেন, কেউ বা শীকার-আমোদে অনুরক্ত হোলেন। চস্রু আমার সংসর্গ অতিশয় ভালবাস্তেন। বিস্তর পণ্ডিতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল বোলে সেই সূত্রে চস্রুর সঙ্গেও তাঁদের আলাপ-পরিচয় হয়। তৎকালীন আরাকানবাসীদের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের অতিশয় মনান্তর ঘোটেছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ আরাকানের একজন গুপ্তচর পণ্ডিতদলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে চস্রুর কাছে সর্ব্বদা যাতায়াত করে। শাজাহান চিরকালই ছিদ্রানুসন্ধান কোরে বেড়াতেন, রাজপুত্রের এই ছিদ্র পেয়ে বাদশাহের কাছে স্পষ্ট দুর্নাম কোরে বোল্লেন, "চস্রু তাঁর বিরুদ্ধে চক্র করিতেছে।" এ ভিন্ন আরও অনেক জাল কথা সাজিয়ে চস্রুর নামে বিস্তর গ্লানি কোত্তে লাগলেন। জাহাঙ্গীরের মনে খটকা জন্মিল, বাদসা বিবেচনা কোল্লেন, শাজাহানের কথা সত্য হোতে পারে, তাই চস্রুকে একটা নির্জ্জন কেল্লাতে পাঠিয়ে সেই স্থানে তাঁকে আজীবন কারারুদ্ধ কোরে রাখলেন। স্ত্রীপুত্রের মায়া জন্মের মত পরিত্যাগ কোত্তে হবে, আর কখন তাদের মুখাবলোকন কোত্তে পারবেন না, সে বিষয় রাজপুত্র পূর্ব্বাহ্নেই জান্তে পেরেছিলেন, তাই সারিয়ারের হাতে ধোরে, বিস্তর বোলে কোয়ে, স্ত্রী আর সন্তানগুলিকে তাঁর আশ্রয়ে সমর্পণ কোল্লেন। সারিয়ার প্রতিশ্রুত হয়ে বোল্লেন, সন্তানগুলিকে পুত্রবৎ স্নেহে লালন-পালন কোর্বেন, দুঃখিনী মাতাকেও রক্ষণাবেক্ষণ কোর্বেন। ভাই ভাই যখন বিদায় হন, স্ত্রীপরিবারের আর্ত্তনাদে রাজবাটী পরিপূর্ণ কোলো। চস্রু সারিয়ারের হস্তে একটি চুণির আংটী দিয়ে বোল্লেন, "ভাই! এই আংটীটি গ্রহণ কর, এটি পিতা আমায় প্রদান করেন, তোমারও ঐরূপ একটি আংটী আছে। পিতা যখন আমাদের স্নেহমমতা কোত্তেন, আমাদের কাজকথার প্রতি যখন তাঁর প্রতীতি ছিল, সেই সময় আংটী দুটি আমাদের প্রদান করেন, একণে আমার উপর তাঁর সেরূপ কৃপা, সেরূপ স্নেহ নাই। আল্লা করুন, তোমার কোন নিন্দাবাদের কথা বাদশাহ যেন কর্ণে স্থান না দেন, তোমার কুৎসার প্রতি তিনি যেন বধির হন। ভাই! তুমি খুব সাবধান, খুব সতর্ক হয়ে চোল্‌বে, চারিদিকে যেন দৃষ্টি থাকে, শাজাহান অতি দুর্জ্জন,

অতি দুর্দ্দান্ত খল, সে যেন তোমার নামে দুর্নাম কর্‌বার অবসর না পায়।"

শারিয়ার আংটী গ্রহণ কোল্লেন, যে আঙ্গুলে আপনার আংটীটি পরা ছিল, তার পাশের অঙ্গুলিতে ভ্রাতৃদত্ত অঙ্গুরীটি পরিধান কোল্লেন, পরিধান কোরে বোল্লেন, "এটি আমি জীবনাবধি ধারণ কোর্‌বো।" চন্দ্রের প্রতি এই নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা হওয়ায় আমি অতিশয় কাতর হোলেম, জ্ঞান হলো, আমি যেন শোকরাশির অতল গর্ভে নিমগ্ন হোলেম, সে শোক সহ্য কোত্তে না পেরে অন্তর্জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ কোত্তে কোত্তে ছুটে গিয়ে একটি ফাকা ময়দানে এসে পোড়লেম। নিকটে একটি গিরিগুহা ছিল; সেই গুহার মধ্যে আশ্রয় নিলেম। মূল পর্ব্বত কেটে ঐ গুহাটি নির্ম্মাণ করা হয়। আশ্রয় নিয়ে প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, আর আমি কখন দিল্লীর ভিতরেও প্রবেশ কোর্‌বো না, জাহাঙ্গীরের দরবারেও যাবো না, যে হেতু সেখানে বিচার নাই। ক্রমে বিস্তর লোক আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে আসতে লাগলো, তাদের অদৃষ্টে কবে কি ঘোটবে, সেই কথা গণনা কোরে বোলে দিতেম, তাতেই আমার দিনপাত হোতে লাগলো, যদি বিষয় বিশেষে আমার বাক্য সফল না হোতো, তাতে কোন হানি ছিল না, তাদের পূর্ব্বেই বোলে দিতেম, আমার কথা এখন না খাটুক, দুদিন পরে খাটবে। ঐ স্তোকবাক্য বোলে আপনার পথ পূর্ব্বাহ্ণেই পরিষ্কার কোরে রেখে দিতেম। আমি যেন বাক্‌সিদ্ধ, সে সকল লোক আমার সেইরূপই গৌরব কোত্তে লাগলো। দুটি একটী কথা দৈবাৎ কখন সফল হোতো, তাতে কোরেই এ দেশ সে দেশে নাম-খ্যাতি হোয়ে পোড়লো। একবার শাজাহান বাদসাহ স্বয়ং আমার সেই নির্জ্জন আবাসে এসে উপস্থিত হন। একটি ঘটনার বিষয় তোমায় বোল্‌বো, সেই ঘটনার পরেই তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। চন্দ্র ও শারিয়ার এই রাজপুত্রদ্বয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ কোরে চোলে এলে পর, তার তৃতীয় দিবসে রাত্র হয় হয়, এমন সময় একজন যুবক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়ে এসে বোল্লে, সে দৈবাৎ হোঁচোট খেয়ে একটি মৃতদেহের উপর পোড়ে গিয়েছে, যখন পোড়ে যায়, তখনও সে ব্যক্তি গোঙরাচ্ছিল, তাই বোধ হয়, সে মরেনি, এখনও বেঁচে আছে, ঐ কথা শুনে আমি একটা আলো নিয়ে দৌড়াদৌড়ি সেইখানে চোলে গেলেম, গিয়ে দেখি না, চন্দ্র মৃতপ্রায় হোয়ে পোড়ে আছে, তাঁর শরীরে এমন স্থান ছিল না যে, সেখানে দুর্জ্জয় অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই। দেখে আমি শিউরে গেলেম, আমার হৃৎকম্প হোতে লাগলো। সেই যুবক আর আমি দুজনে হাতাহাতি কোরে নির্জ্জীববৎ দেহটিকে আমার নির্জ্জন আরণ্য আবাসে এনে ফেল্লেম, যুবককে বারংবার সাবধান কোরে দিলেম, সে যেন এ কথা কদাচ মুখের বার না করে। চন্দ্রকে ঘরে এনে সেবা-শুশ্রূষা কোত্তে লাগলেম, চিকিৎসা শাস্ত্রও আমার জানা আছে, তাই ঔষধ পথ্যেরও ব্যবস্থা কোল্লেম। দিনকয়েক পরে রাজপুত্র সুন্দররূপে আরোগ্য হোয়ে উঠলেন, তাই দেখে মহা আহ্লাদিত হোলেম, তাঁর জন্যে একটি গুপ্ত-কুটীর নির্দ্দিষ্ট কোরে দিলেম। স্থানটি বড় নির্জ্জন, কেউ অনুসন্ধান কোরেও তার সন্ধান পেতে পাত্তো না। আমি আবার পূর্ব্বের মতন লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কোত্তে লাগলেম। চন্দ্র যে সময় দুর্দ্দশাপন্ন হোয়ে সেই নির্জ্জন কুটীরে পোড়ে আছেন, তাঁর কালের স্বরূপ সহোদর শাজাহান স্বয়ং এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কতকগুলি বহুমূল্যের উপহার আমায় প্রদান কোরে বোল্লেন, তিনি তাঁর অদৃষ্টের বিষয় জান্‌তে বাসনা করেন। আমি বোল্লেম, তুমি হিন্দুস্থানের সম্রাট হবে। সে কথা বল্‌বার বাধা কি, সিংহাসনের পথ আপনার জন্য পরিষ্কার করবার নিমিত্ত ভাইগুলকে নির্ম্মূল করা তাঁর অভিপ্রায়। যার এরূপ রক্তপায়ী নৃশংস চরিত্র, সে যে সম্রাট হবে, সে কথা বিচিত্র কি? তার পর বোল্লেম, তোমার পুত্র-সকল দুর্জ্জয় হবে, তারা তোমায় কারাবদ্ধ

কোরে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা কোর্‌বে, কাল-
ক্রমে সেই সকল ঘটনা উপস্থিত হোয়ে আমার
বাক্য সপ্রমাণ কোরে দিয়েছে, আমার সেই
ভবিষ্যৎ-বাণীর কথা বোধ হয় শাজাহানের
মনে সর্ব্বদাই উদয় হয়ে থাকে। শাজাহান
নিজে নিষ্ঠুর, পাপস্বভাব এবং দুর্লোভী, তাঁর
বংশাবলী যে সৎপাত্র সাধু হবে, সেটা অতি
অসম্ভব। তাদের পিতা যখন ভ্রাতৃহত্যা
কোরেছিলেন, তখন তাদের প্রকৃতিও যে
পিতার অনুরূপ নিষ্ঠুর হবে, সেটা আর
বিচিত্র কথা কি, বরং সেই সম্ভাবনাই
অধিক। মনুষ্যের স্বভাব, মনুষ্যের প্রবৃত্তি
অধ্যয়ন কোরে এই ভবিষ্যৎ-বাক্য বোল্‌তে
সক্ষম হোয়েছিলেম। রাজপুত্র চস্‌রু এক
মাসের মধ্যে আরোগ্য হোয়ে চোলে
ফিরে বেড়াতে লাগলেন, রাত্রে কিন্তু
গৃহের বার হোতে তাঁর সাহস হোতো না।
আমার ইচ্ছা ছিল, রাজপুত্র পিতার কাছে
গিয়ে ভ্রাতার নৃশংস আচরণের কথা নিবেদন
কোরে মুক্তকণ্ঠে 'বিচারের প্রার্থনা করেন,
তার জন্যে বিস্তর যত্নও কোরেছিলেম, চস্‌রু
কিন্তু সে কথা গ্রহণ কোল্লেন না, তিনি
বোল্লেন, তাঁর পিতা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র কোরে-
ছেন, তাই আর বাদশাহের মুখদর্শন কোর্‌বে
না, পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন পাবার
নিমিত্ত প্রাণপণে একবার চেষ্টা কোরে দেখ-
বেন, যে হেতু তখন রাজসিংহাসন ন্যায়-মত
তাঁহারই হওয়া উচিত, আপাততঃ তিনি
পারস্যাদি দেশ ভ্রমণ কোত্তে যাত্রা কোর-
বেন। রাজপুত্র আমায় ডেকে বোল্লেন, "গুরু-
দাস! তুমি আমার পরমবন্ধু, আমার ভ্রাতা
সারিয়ার শাজাহানের নিষ্ঠুর কোপে পোড়ে
প্রাণে যদি মারা পড়েন, তবে তুমি আমার
সন্তানগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখো।" আমি
বোল্লেম, "আমি তা রাখ্‌বো, তাদের রক্ষণা-
বেক্ষণও কোরবো।" আমার মুখে ঐ কথা
শুনে রাজপুত্র চসরু দেশভ্রমণের যাত্রা
কোল্লেন।

জাহাঙ্গীর বাদশাহ এ পর্য্যন্ত সারিয়ারের
প্রতি পিতৃবৎসল হোয়ে যথেষ্ট স্নেহযত্ন কোত্তে
লাগলেন, তাই দেখে শাজাহান মনের ভিতর
জোলে পুড়ে যেতে লাগলেন, রাগদ্বেষও
প্রকাশ কোত্তে লাগলেন, সারিয়ার কিন্তু
খুব সাবধান সতর্ক হোয়ে চোল্‌তে লাগলেন,
শাজাহান কোন ছল-ছিদ্র পান না, সুতরাং
চস্‌রুর মতন বাদশাহের কাছে সারিয়ারের
নামে গ্লানি কোত্তেও পারেন না। রাজপুত্র
সারিয়ারের কাছে দুটি লোক সর্ব্বদা যাতা-
য়াত করিত, আমি কিন্তু তাদের প্রতি অতি
বিরক্ত ছিলেম, তাদের নামে গ্লানি কোরে
রাজপুত্রকে মধ্যে মধ্যে সতর্কও কোরে দিতেম,
সারিয়ার কিন্তু তোষামোদের বশ ছিলেন,
তাই তাদের প্রতি রুষ্ট না হোয়ে বরং সন্তুষ্ট
থাকাই জানাতেন। ঐ লোক দুটিকে আপ-
নার কাছেই রেখে দিয়েছিলেন, তাদের
মধ্যে একজনের নাম সাহুরাখাঁ, অপর জনের
নাম নজকালী খাঁ। ঐ দুই ব্যক্তির পরিচয়
আমার সুন্দররূপেই জানা আছে, তাদের কথা
আমায় আর বোল্‌তে হবে কেন? রাজপুত্র
সারিয়ার একবার সেখ খাজামাউদ্দীনের
পবিত্র গোরস্থান দর্শনের নিমিত্ত ভ্রাতৃপুত্র
পুত্রী সঙ্গে নিয়ে আজমীরের তীর্থযাত্রা করেন,
সাহুরাখাঁ ও নজকালী খাঁ এই পারিষদ দুটিও
তাঁর সঙ্গে আইসে, সেই যাত্রার নাম পবিত্র
হোয়ে লোকের চিরস্মরণীয় হোক্। সে সময়
কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হোয়েছে, রাজপুত্র নিরু-
পায় হোয়ে আমার দীনদুঃখী মলিন পর্ব্বত-
কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ কোত্তে বাধ্য হোলেন,
আমি অবস্থামত রাজপুত্রের আতিথ্য কোল্লেম,
সে দিনকার রজনী ঘোর তমোময়ী হয়ে
অতি ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ধারণ করে, ঘন ঘন গভীর
মেঘগর্জ্জন, ঘনঘন বিদ্যুৎপাত হোতে
লাগলো. তার উপর আবার যেমন ঝড়,
তেমনি বৃষ্টি হোয়ে পৃথিবী যেন রসাতলে
যাবার উপক্রম হলো, আমার দীনদুঃখী
কুটীরটি জলে ভাস্‌তে লাগলো, রাজপুত্র অতি
শয় ক্লান্ত হোয়েছিলেন, তাই সেই অবস্থায়ও
শিশুসন্তানগুলির হস্ত ধোরে অকাতরে নিদ্রা
যেতে লাগলেন, তাঁর পারিষদদের দেখে
বোধ হলো, তারাও রাজপুত্রের ন্যায় গভীর

নিদ্রায় অচেতন কোরেছে। নিশীথরাত্রের পূর্ব্বেই আমার ক্ষুদ্র কুটীরটি নীরব নিস্তব্ধ হলো। আমার চক্ষু দুটি নিদ্রায় কেবল আক্রান্ত হয়ে আস্‌ছিল, এমন সময় পার্শ্বগৃহে ছটো-ছটীর ঝটাপটির শব্দ শুনতে পেলেম, ঐ গোলমালে উঠে বোসলেম, সেই পাশের ঘরে প্রবেশ কোরে দেখি, রাজপুত্রের বক্ষঃস্থলে দুটি অস্ত্রাঘাত হোয়েছে, যেমন না নর্দ্দমার মুখ দিয়ে জল গোড়িয়ে পড়ে, সেইরূপ ঐ দুটি অস্ত্রাঘাতের মুখ দিয়ে হুড় হুড় কোরে রক্ত গোড়িয়ে পোড়ছিল, রাজপুত্র সেই লোহিততরঙ্গের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন! হায়! একি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর অভিনয় দর্শন কোল্লেম, দেখে আমার হৃৎকম্প হোতে লাগলো, আমার জীবন থাকতে সে বিকট নৃশংসদর্শন কখনও বিস্মৃত হবো না। বালক-বালিকারা এই নির্দ্দয় ঘটনার কিছুই অবগত নয়, তারা চীৎকারশব্দে খুল্লতাতকে ডাকতে লাগলো। একটি বালকের একখানি হাত রাজপুত্রের বুকের উপর আড় হোয়েছিল, তার সেই হাতের কবজাতে নরঘাতকের ছোরার অল্প একটু চোট লাগে, তারই বেদ-নায় বালকটি কোকিয়ে কোকিয়ে কাঁদতে লাগলো, আমি সে দিকে কর্ণপাত না কোরে সাহিয়ারকে বাঁচাবার নিমিত্ত যত্ন কোত্তে লাগলেম, আমার যত্নে কিন্তু কোন ফলোদয় হলো না, রাজপুত্র আমার হাতের উপরেই চরমনিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে প্রাণত্যাগ কোল্লেন। আমি প্রভাত হোতে না হোতেই সন্তানগুলিকে নিয়ে দিল্লী যাত্রা কোল্লেম, ভাবলেম, সেখানে গিয়ে এই দুর্ঘটনার কথাগুলি বোলে সকলের মন ত্রাসে পরি-পূর্ণ কোরে দেবো। দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থিত একটি ক্ষুদ্র সুঁড়ি-পথে নিষ্ঠুর সাহুল্লা খাঁ, আর তার নৃশংস সহচর নজকালী খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো, তারা উভয়ে আমায় জিজ্ঞাসা কোল্লে, আমি কোথায় চোলেছি, জিজ্ঞাসা কোরেই আমায় ঐখান থেকে ফিরে যেতে বোল্লে। যেখানে অস্ত্রাঘাতমৃত্যুপ্রাপ্ত রাজপুত্র অযত্নে ধুলোর উপর পোড়ে আছেন, আমি তাদের সঙ্গে সেইখানে ফিরে চোল্লেম, যমদূতের স্বরূপ সেই কালান্তক নরহন্তারা একটি কবর খনন কোরে, আমায় দিয়েও জোর কোরে খুঁড়িয়ে নিলে। তারা যে এই দুরন্ত নিষ্ঠুর কার্য্যে লিপ্ত ছিল, পাছে সে কথা কখন প্রকাশ করি, তাই আমায় শাসাতে লাগল, তারা প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্লে, যদি এ কথাগুলি ঘুণাক্ষরে কাহারও কাছে প্রকাশ করি, তবে এই সন্তানগুলিকে তাদের পিতৃবাপথের পথিক কোরে দেবে, আর যদি আমি ঐ দুরন্ত কথা-গুলি অপ্রকাশ রাখি, তবে সন্তানগুলিকে নিয়ে তারা প্রতিপালন কোর্‌বে, সন্তানগুলি যে অপ্রমাদে, কি নিরাপদে থাকবে, আমার মৌনাবলম্বন থাকাই তার জামিনস্বরূপ হলো, সন্তানগুলির অনুরোধে আমায় প্রতিশ্রুত হোয়ে বোলতে হলো, তারা যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকবে, তাদের নাম কোনক্রমেই ব্যক্ত কোর্‌বো না, তারাও পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্লে, ঐ সন্তানগুলিকে আপনার সন্তানের ন্যায় লালন-পালন কোর্‌বে। নজকালী খাঁ কিন্তু তৎকালীন গৃহশূন্য ছিলেন, তাই তিনি বোল্লেন, তাঁর পরমাত্মীয় সহ-কন্দার খাঁর হস্তে একটি পুত্রকে আর একটি কন্যাকে সমর্পণ কোরবেন, সে ব্যক্তি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ভ্রাতুষ্কন্যা এই ঘোষণা কোরে দিয়ে তাদের রীতিমত প্রতিপালন কোর্‌বে, তাদের পিতা-মাতা কে, কোন্ বংশে তাদের জন্ম, সে পরিচয় কিন্তু তাদের অবগত করাবে না। সাহুল্লা খাঁ একটি মাত্র বাল-ককে লয়ে চোলে যায়, তার নিজ অস্ত্রাঘাতে যে বালকের হস্তে একটি চিহ্ন হয়, আমার বোধ হয়, সেই বালককেই সে গ্রহণ করে।” ঐ কথা শুনে আমি (উজীর-পুত্র) অমনি চোম্‌কে উঠে বোল্লেম, “হে করুণাময় জগদী-শ্বর! তবে আমিই কি সেই বালক?” সৈবজ্ঞ বোল্লেন, “ক্ষান্ত হও, ব্যস্ত হইও না, এই কথা স্থির হয়ে কালান্তক চোয়াড়েরা রাজ-পুত্রকে বিবস্ত্র কোরে তাঁর অঙ্গে যত রত্ন ছিল, আপনারা ভাগবাটারা কোরে নিলে,

চুনীর আংটী দুটিও দুজনে ছিন্তা কোরে নিলে।"

গুরুসাচ্ আমায় বোল্লেন, "তুমি যে আংটীটি পোরে আছ, ঐ আংটীটি তোমার পিতা চন্দ্রকুন্দ্র হাতে ছিল, তোমায় আর অন্ধকারে রাখবার প্রয়োজন নাই, তোমার পথিকসংঘের বখারালীই তোমার পিতা।" গুরুসাচ্ যে কথা শোনালেন, সেটা আমি পূর্ব্বেই আন্দাজে আন্দাজে কথক জান্তে পেরেছিলেম, মুখে কিছু প্রকাশ করি নাই, ভাবলেম, তিনি যা বোল্ছেন বোলে যান, দেখি, তাঁর মুখ দিয়ে কি কথা বেরিয়ে পড়ে। গুরুসাচের মুখে যখন অবধারিত শুনলেম, বখারালী আমার পিতা, শুনে আমি হতজ্ঞানপ্রায় হলেম, তখন মনের মধ্যে কত প্রকার পরস্পর বিরোধী ভাব উপস্থিত হয়ে আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল কোত্তে লাগ্লো, ঐ সংবাদ শোনবার পর আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হোলে বৃদ্ধ বোল্লেন, "কই, দেখি দেখি, তোমার হাতখানি দাও তো দেখি।"

আমি অমনি হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বোল্লেম, "হাঁ, আছে বৈকি, ঐ যে, দাগ রোয়েছে দেখা যাচ্চে, দাগটি ডান হাতে ছিল।"

বৃদ্ধ বোল্লেন, "উপরেতেপরমেশ্বর আছেন, সে কথা যেমন সত্য, তুমি যে চন্দ্রকুন্দ্র পুত্র, এইকথাও তেমনি সত্য। সম্রাট জাহাঙ্গীর তোমার পিতামহ।"

নর্দ্দমার মোহানা দিয়ে যেমন না জল গড়িয়ে পড়ে, আমার চক্ষু দিয়ে সেইরূপ অশ্রু গড়িয়ে পোড়্তে লাগ্লো, এ অশ্রু দুই প্রকার,—শোকের আর আহ্লাদের—আহ্লাদের কারণ এই, এত কালের পর আমার বংশের পরিচয়, আমার পিতার পরিচয় প্রাপ্ত হলেম। আমার পিতা যে ক্ষতিগ্রস্ত হোয়ে হৃতসর্ব্বস্ব হোয়েছেন, আমার ভ্রাতাদের যে অপঘাত-মৃত্যু হোয়েছে, সেই দুঃখ স্মরণ কোরে অতিশয় শোকাকুল হোলেম। আমি বোল্লেম, "হে কৃপাময় জগদীশ্বর! তবে কি আমি সেই নরহন্তা নৃশংস শাজাহানের অনুরোধে আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন কোত্তে গিছিলাম! সেই নিষ্ঠুর অপঘাতকের নিমিত্তেই কি এত কাল পরিশ্রম কোরে কোরে শরীর পতন কোল্লেম, হায়! সাহেবা বীর যদি কথা কহিবার ক্ষমতা থাক্তো, তবে কোন্ কালে বংশের পরিচয় দিয়ে আমার মনের অন্ধকার দূর কোত্তেন। তিনি যখন আমায় অঙ্গুরিটী প্রদান করেন, তাঁর মনের অভিপ্রায় তাই ছিল। নজকালী খাঁও ঠিক কথা বোলেছে, সে ব্যক্তি আমায় বোলেছিল, আমি যে কথা শুন্তে বাসনা করি, তিনি তাহা অনায়াসেই বোল্তে পারেন, তবে এই কথা বোল্লেন, সে সকল বৃত্তান্ত হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে ব্যক্ত হবার নয়। তা যাই হোক, এখনও অনেক বিষয় অবগত হতে বাকি আছে—আমার ভাই কোথায়? আমার ভগিনী কোথায়? তারা সব কোথায় গেল? হা আল্লা! তবে কি ইউসফ আমার ভাই? তবে কি সেলজান আমার ভগিনী?"

দৈবজ্ঞ বোল্লেন, "রহুল্লাহ খাঁ যে সন্তানগুলিকে প্রতিপালন করেন, তাঁরা কি ঐ নামেই খ্যাত ছিলেন?"

আমি বোল্লেম, "হাঁ, ঐ নামেই খ্যাত ছিলেন।"

"তাঁর কি নিজের সন্তান-সন্ততি ছিল না?"

"না।"

"তবে তো ঠিকই হয়েছে, ইউসফ তোমার ভাই, সেলজান্ তোমার ভগ্নি।" এক্ষণে বাণের ন্যায় মহাবেগে আমার চক্ষু দিয়ে অনর্গল অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগ্লো। সেলজানের অপঘাত-মৃত্যুর বৃত্তান্ত অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে অবগত করালেম।

গুরুসাচ্ বোল্লেন, "তবে আমি যে কথা শুনেছি, সে কথা মিথ্যা নয়। নজকালী বিবাহ করেন নি বটে, একটি কৃষকের কন্যাকে কিন্তু লালন-পালন কোত্তেন, ঐ কন্যার প্রতি তাঁর অতিশয় স্নেহ ছিল, স্নেহে যেন অন্ধ ছিলেন, ঐ কন্যা যে নিজহস্তে তোমার ভগ্নির প্রাণ নষ্ট করে, সে কথাও আমি শুনেছি।"

আমি চীৎকার কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "হা সেলজান! তোমার অপঘাত-মৃত্যুতে আমি যে কত হাহাকার কোরেছি, কত বিলাপ কোরেছি, জগদীশ্বরই তা জানেন, তুমি যদি এতদিন জীবিত থাক্‌তে, তবে বিধাতা অদৃষ্টে যে কি কর্ম্মফল লিখ্‌তেন, তা এক্ষণে বলা যায় না, হয় তো তুমি আমার প্রণয়িনীই হতে!"

সেলজানের সঙ্গে যাতে আমার বিবাহ না হয়, তার জন্যে সাদুল্লা খাঁ যে কেন তত আপত্তি কোরেছিলেন, তাঁর মর্ম্ম এখন আমি বুঝ্‌তে পারেম। এই জন্যেই তিনি তাঁর পাপব্রতের বন্ধু নজকালীর কন্যা নূরমহলকে আমার প্রণয়িনী করবার চেষ্টা পেয়েছিলেন। সাদুল্লা খাঁ যে আমায় পুত্র নির্ব্বিশেষে লালনপালন কোরেছিলেন, তার মর্ম্ম আর কিছুই নয়, শুদ্ধ আমায় উপলক্ষ কোরে তাঁর দুর্ব্বাসনাগুলি সুসিদ্ধ কোরে [লতেন, আমায় যেন হস্তের হাতিয়ার কোরে রেখেছিলেন। সাদুল্লা খাঁ কারারুদ্ধ হলে আমি যে রাজপুত্র, সে কথা আমায় অবগত করিয়েছেন কি না, তাই নিশ্চয় জান্‌বার নিমিত্ত আরঙ্গজেব ও নজকালী খাঁ তত উৎকণ্ঠিত তত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। আমি যে রাজকুলে জন্মগ্রহণ কোরেছি, সে বিষয় আমি যথার্থই অনভিজ্ঞ ছিলেম। তদ্ভিন্ন লোকের কাছে এমনি সাবধান হয়ে কথাবার্ত্তা কোইতেম, তারা শুনে মনে কোত্তো, সাদুল্লা খাঁ যথার্থই আমার পিতা, তাতেই বোধ হয় আমার জীবন রক্ষা হয়েছিল। আমি রাজপুত্র বোলে আরঙ্গজেব আমার সম্বন্ধে বড় সাবধান হয়ে চল্‌তেন, রাজপুত্র আমায় কদাচ কখন প্রধানপদে অভিষিক্ত করেন নাই, পাছে আমার বংশবৃত্তান্ত প্রকাশ হোয়ে পড়ে, প্রকাশ হোয়ে পোড়লে পাছে নিজস্বার্থের নিমিত্ত তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করি, তাঁর মনে সেই ত্রাস বড় ছিল। এই সকল চিন্তা, এই সকল বিবেচনা একটি একটি কোরে আমার মনোমধ্যে মুহুর্মুহু উদয় হোতে লাগলো। এতদ্ভিন্ন আরও যে কত সংশয়, কত সন্দেহ উপস্থিত হোয়ে আমার অন্তঃকরণ তোলপাড় কোত্তে লাগলো, তা বোলে শেষ কোত্তে পারিনে, এমন কি, সন্দেহের উপর সন্দেহ হোয়ে আমার মনের ভিতর সন্দেহের যেন ভিড় লেগে গেল। আমি, কি আমার ভাই, কি আমার ভগ্নি, আমরা সকলেই যে জীবিত আছি, শাজাহান বাদশা সে বিষয় সুবিদিত ছিলেন না। সাদুল্লা খাঁ যখন ফিরে-বিবি কোরে বোল্লে, রাজপুত্র সাহিবারকে মেরে ফেলেছে, তিনটি সন্তানকেও প্রাণে নষ্ট কোরেছে, ঐ কথা বোলে সে যখন পুরস্কারের প্রার্থনা কোল্লে, শাজাহান তখন মনে কোল্লেন, তবে নিশ্চয়ই কেউ জীবিত নাই। আমি যে আরঙ্গজেবের ভাই, সে সন্ধান রাজপুত্র কি কোরে জান্‌তে পারেন, আমি তো তার কিছুই স্থির কোত্তে পারেম না। যতদিন আমি আমার নিজ পরিচয় অনবগত ছিলেম, তত দিন রাজপুত্র আমার অনাদর করেন নি, বরং ভাল ভাল কার্য্যের ভার দিয়ে সমাদরই কোরেছেন, তথাচ কিন্তু উচ্চ গৌরবের পদে প্রাণান্তেও আমায় অভিষিক্ত করেন নাই, রাজপুত্র খুব সাবধান সতর্ক হোয়ে চোল্‌তেন। নজকালী খাঁ যখন রাজপুত্রের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন, তৎকালীন সাদুল্লা খাঁর প্রতি পশুবৎ নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়, বোধ হয় সেই সময় ঐ নজকালী খাঁই রাজপুত্র আরঙ্গজেবকে আমার বিষয় অবগত করান। নজকালী খাঁ কিন্তু এক্ষণে মানবলীলা সংবরণ কোরেছেন, রাজপুত্রের সঙ্গেও আমার সম্বন্ধচ্ছেদ হোয়েছে, তাই এক্ষণে আর সে সকল বিষয় অবগত হবার উপায় নাই। সাদুল্লা খাঁ আমায় বারবার বোলেছেন, আরঙ্গজেবের হস্তে তাঁর জীবন, তাই বোধ হয় তিনি যে একজন অপঘাতক, সেকথা রাজপুত্র মনে কোল্লেই প্রমাণ কোরিয়ে দিতে পারেন। বৃদ্ধ শাজাহান তৎকালীন চারি পুত্রকে বন্দী করবার অভিপ্রায় করেন, সেই সময় সাদুল্লা যে আরঙ্গজেবকে বাঁচাবার নিমিত্ত তত ব্যগ্র, তত সচিন্তিত হন, তার কারণ এই ভিন্ন আর কিছুই নয়,— সাদুল্লার অপরাধ ভিন্ন আর কিছুই নয়। সাদুল্লার অপরাধ সপ্রমাণ কোত্তে হোলে নজ

কাশী খাঁর দ্বারা আরঙ্গজেবের কোন প্রকার উপকার হবার প্রত্যাশা ছিল না, যেহেতু, তা হোলে নজ্জালীকেও সেই ফাঁদে জড়িয়ে পোড়তে হোতো। তবে যে আরঙ্গজেব কি কোরে সাদুল্লা খাঁর কণ্টকস্বরূপ হোয়েছিলেন, সে বিষয় আমি ভেবেই স্থির কোত্তে পাচ্ছি না, দৈবজ্ঞকে বোল্লেম, "যদি তিনি এই ঘোর জটিল কথাটি বুঝিয়ে দিয়ে আমার উৎকণ্ঠা নিবারণ কোত্তে পারেন, তাঁর কাছে আমি চিরবাধিত হোয়ে থাকি।" দৈবজ্ঞের কিন্তু তত বিদ্যা ছিল না যে, আমার সেই উদ্বেগের অপনয়ন করেন। আমাদের কথোপকথন হোচ্চে, ইতিমধ্যে আমার পিতা ফিরে এলেন, তাঁরে দর্শন কোরেই আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত উৎকণ্ঠা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হলো। এই আমি সবে মাত্র প্রথম জানু অবনত কোরে পিতাকে প্রণাম কোল্লেম।

আমার পিতা চমকে বোল্লেন, "পুত্র! পুত্র! উঠ, দারবক্স উঠ, তোমার প্রকৃত নামই ঐ। এই বৃদ্ধ মহোদয় বুঝি তোমার জন্মবৃত্তান্তের কথা তোমায় অবগত কোরিয়েছেন?"

আমি বোল্লেম, "আজ্ঞে হাঁ, তাঁর মুখে সব শুনেছি। আপনার প্রতি যেরূপ অবিচার হোয়েছে, আপনি যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হোয়েছেন, তাই চিন্তা কোরে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হোচ্চে।" এই সময় দুঃখে আমার অশ্রুপাত হোতে লাগলো, অশ্রুবিন্দুগুলি এত উত্তপ্ত যে, তার স্পর্শে চক্ষু দগ্ধ হোয়ে ঝোলসে যেতে লাগল।

পিতা বোল্লেন, "বালক! তার প্রতিফল অবশ্যই দিতে হবে। আমি আপনার নিমিত্তে কিছু চিন্তা করি না, কিন্তু আমি যখন পুত্র প্রাপ্ত হয়েছি, সে পুত্রও যখন আমার উত্তরাধিকারী, আমার বিচার-সম্মত সিংহাসন যখন আমারই পাওয়া উচিত, তখন আমি প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, ঐ সিংহাসনের নিমিত্ত একবার প্রাণপণে হুটোপাটি কোরে দেখতেই হবে। পুত্র! আমিও মনে জানছি, তুমিও তার জন্যে কায়মনোবাক্যে যত্ন কোরবে। পুত্র দারবক্স! তুমি এই প্রতিজ্ঞা কর, তুমি তখনই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে না, এই দুর্জ্জয় অভিপ্রায় সুসিদ্ধের নিমিত্ত রক্তরূপ নদীর তরঙ্গে যদি ঝম্পপ্রদান কোত্তে হয়, তাও কোরবে।"

আমি বোল্লেম, "পিতঃ! আমি সেই প্রতিজ্ঞাই কোল্লেম। আমি যদি এই প্রতিজ্ঞা হোতে বিমুখ হই, তবে জগদীশ্বর যেন আমাকে পরিত্যাগ করেন। যে জগদীশ্বর শৈশবে, যৌবনে রক্ষা কোরে এসেছেন, তবে তিনি যেন আমার প্রতি বিমুখ হন, আপনাদের এ দাবি, এ আপত্তি অন্যায় নয়।"

"পুত্র! তবে তাই ভাল। আমার সন্তানদিগের সহিত সাক্ষাৎ কি কোরে হোতে পারে?"

আমি বোল্লেম, "একজন এখনও উপস্থিত হয়ে আপনার আশীর্ব্বাদ শিরে গ্রহণ কোল্লেও কোত্তে পারে, কিন্তু আর এক জন,"—"কি, কি বোল্লে, তবে কি সে বেঁচে নাই, আমার প্রিয় পুত্র যেটি, সে কি,—"

আমি বোল্লেম, "না পিতা, আমার ভাই নয়, আমার ভগ্নী মারা পোড়েছেন।"

পিতা বোল্লেন, "আহা! দুঃখিনী অবলা! তা ভালই হয়েছে, দুর্ব্বিসহ হিংসার নিদারুণ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে।"

"হায়রে! এত শৈশবে কি কোরে তার মৃত্যু হোলো।"

আমি বোল্লেম, "তাঁর মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর।" পিতা ঐ কথা শুনে চোমকে উঠে বোল্লেন, "তবে কি তার পূর্ব্বোক্ত সাদিয়ারের ন্যায় গুপ্তঘাতকের হস্তে পতিত হয়েছে?"

আমি বোল্লেম, "গুপ্তঘাতক নয়, গুপ্তঘাতিনী! যে স্ত্রীলোকটি দিল্লীর কেল্লার কটকে রাজপুত্র সুলতান মামুদকে প্রতারণা কোরে ধোরিয়ে দেয়, তারই হস্তে!"

"তবে সে কালনাগিনী! সে তাড়কা রাক্ষসী! আমি যদি দিব্যজ্ঞানে জানতে পাত্তেম, ঐ রাক্ষসী আমার স্নেহময়ী কন্যার প্রাণঘাতিনী, তবে কি তার সঙ্গে তত আলাপ, তত মন্ত্রণা করি, তার সঙ্গে সদ্ভাব করা দূরে থাকুক, তারে তখনই ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোরে

ফেল্‌তেম। আহা সাবিয়ার! নজকালী খাঁ আর সাহলা খাঁ এই দুটি কালান্তক যমকে তুই কোথায় পেয়েছিলি? এ দুরন্ত কাল-দস্যুরা কি কোরে তোর বিশ্বাসপাত্র হলো?"

আমি বোল্লেম, "পিতা! বৃদ্ধমহোদয়কে ছেড়ে কোথায় গিয়ে কালক্ষেপ কোল্লেন?"

"পুত্র! আমি পারস্যানে ছিলেম, কাশ্মী-রে গিয়েছিলেম, কাবুলেও বাস করেছি, সকল স্থানে কোন পক্ষ না কোন পক্ষ হয়ে কেবল যুদ্ধ কোরে বেড়িয়েছি, এক মাত্র তলওয়ার আমার সহায় ছিল। কতবার মনে করেছিলাম, ঐ তলওয়ার আমার নিজস্বার্থের নিমিত্ত ধারণ কোর্‌বো। একবার ছদ্মবেশে দিল্লীতে ফিরে এসেছিলেম, এসে শুন্‌লেম, গুরুপাচের মৃত্যু হোয়েছে, আমার সন্তান-গুলিরও কোন নাম-নিশানা শুন্‌তে পেলেম না, তাই আবার বিদেশে চোলে গেলেম, যে মনন কোরে এসেছিলেম, সে মননও পরিত্যাগ কোল্লেম। পুত্র! তোমার সকল কথাই বোল্‌ছি, শোন, এ যাত্রা প্রথম আগ্‌রায় এসে উপস্থিত হই, এই স্থানের রাজার অনুরোধে শাজাহান আমায় গোয়ালিয়ারের দুর্গের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করেন, তিনি কিন্তু স্বপ্নেও জানেন না, আমি কে। তাঁর কোপভাজন অপরাধী-দিগকে ঐ দুর্গের মধ্যে কয়েদ কোরে রাখা হোয়ে থাকে, আমি সেই সকল অপরাধীর মধ্যে অনেককে মুক্তিদান দিয়ে একটি বান্ধ-বের দল আয়ত্ত করি। শাজাহান যে আমায় চিন্‌তে পারেন নাই, সেটি বড় বিচিত্র কথা নয়। আমার চেহারার বিস্তর পরিবর্ত্তন হোয়েছে, এই যে গভীর ক্ষতচিহ্নটি আমার ললাটে দেখতে পাচ্ছো, এই যে আমার এই গালেতে মাংস উড়ে গিয়ে গর্ত্তের মত হোয়েছে দেখতে পাচ্ছো, একটি ঘোরতর যুদ্ধেতে ঐ দুটি চিহ্ন প্রাপ্ত হই, তাই এক্ষণকার মূর্ত্তি দেখে কেউ আমার পরিচয় জান্‌তে পারেন না। বিশেষতঃ আমি তৎকালীন রাজ-পাতিত কবি, তৎকালীন বাদশাও পীড়িত ছিলেন, সেই সময় যেমন মর্ম্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিলেম, তেমন আর স্বপ্নেও কখন পাই নাই, এমন কি, একটি নির্জ্জন স্থানে গিয়ে ফুক্‌রিয়ে কাঁদতে লাগলেম। আমি গোয়ালি-য়ারের দুর্গের অধ্যক্ষ হোয়ে সে পদে অধিক-কাল নিযুক্ত ছিলেম না। ঐ পদ গ্রহণ কর্‌-বার শুদ্ধ এই মাত্র তাৎপর্য্য যে, আমার মনে যে দুর্জ্জয় বাসনা ছিল, সেই বাসনা যেরূপে সিদ্ধ হবে, এই পদ তারই সূত্রপাত হোলো মনে কোরেছিলেম, সে অভিপ্রায় যেরূপে পূর্ণ হবে, ঐ পদে বোসে তারই নক্সা, তারই কল্পনা মনে মনে চিত্রিত কোত্তে লাগলেম, অর্থাৎ আমি রাজপুত্র বোলে পরিচয় দিয়ে, হিন্দুস্থানের সিংহাসন আমারই, এই আপত্তি কোরে, শাজাহানের সঙ্গে ঘোর বিবাদ উপ-স্থিত কর্‌বার মানস কোরেছিলেম, তদ্ভিন্ন আমার মেয়ের আবার সন্তানগুলিরও সংবাদ পাবো বোলে প্রত্যাশা ছিল। আমি কিন্তু শেষে দেখলেম, শাজাহান দৃঢ় অটল হোয়ে বোসেছেন, এক্ষণে তিনি হেল্‌বার দোল্‌বার পাত্র নন। বিশেষতঃ আমার সাধ্য ছিল না, তাঁর সিংহাসন কম্পিত কোরে তুলি, তদ্ভিন্ন তখন আমি নিশ্চয় মনে কোল্লেম, সংসারে আমার কেউ নাই, আমি নিঃসন্তান, আমি একমাত্র। এই বৈরাগ্যভাব উদয় কোরে আমার মনে অতিশয় ঔদাস্য জন্মিল, আমি আমার অভিপ্রায় পরিত্যাগ কোল্লেম, তার পরেই চারিদিক্‌ থেকে যুদ্ধ বেজে উঠলো। আমি সর্ব্বপ্রথম দারার অনুসেবা করি, তার যুদ্ধে পরাস্ত হবার মূলীভূতই আমি, আমিই তাকে প্রবৃত্তি দিয়ে হাতী থেকে উত্তীর্ণ হোতে বলি। যখন দেখলেম, আমার মনস্কামনা পূর্ণ হোয়েছে, দেখে আমার মনে বড় উল্লাস হোলো। সুলতান সুজার পক্ষ হোয়েও যুদ্ধ কোরেছি, তাকেও ঐরূপে উচ্ছিন্ন দিয়েছি। ইচ্ছা ছিল, আরঙ্গজেবকেও ঐরূপে উচ্ছিন্ন দেবো, সে ব্যক্তি কিন্তু জয়ের উপর জয় লাভ কোরে নিরাপদ্‌ হোলো, তাই আর তার নূতন সেনাপতির প্রয়োজন হোলো না, সে ব্যক্তিও তার পিতার ভ্রাতৃ নিরপরাধীর পবিত্র রুধিরপাত কোরে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ

করেছে, একণে তিনি একমাত্র সর্ব্বজয়ী পুরুষ হোয়ে দাঁড়িয়েছেন। পুত্র! আমাদের আপাততঃ একটি কর্ম্ম কোত্তে হবে,—একটি নির্ঘাত প্রহার কোরে আরঙজেবকে সবেগে রসাতলে নিক্ষেপ কোত্তে হবে, তার দুর্দ্দান্ত উচ্চশৃঙ্গ হোতে দুহাত দিয়ে টেনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তারে ঘোর অধঃপাতে পাঠাতে হবে, অবিচার এখনও দেশের মধ্যে সর্ব্বজয়ী হোয়ে দর্প কোরে বেড়াচ্ছে।” গণককার বোল্লেন, “ঈশ্বরের মনে যা আছে, তা হবেই, আমি আশীর্ব্বাদ কোচ্ছি, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।”

আমার পিতা বোল্লেন, “গুরুদেব! আপনি এতাবৎকাল কোথায় ছিলেন? কিরূপে কালযাপন কোল্লেন?”

গণককার বোল্লেন, “জেনাবালী! আমি আরব দেশে গমন কোরেছি, কুশতন্ত্র দিয়ে পারস্থান, তিব্বত, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে ভ্রমণ কোরেছি, কেবল চতুরতার উপর নির্ভর কোরেই দিনপাত কোরেছি, কখনও গণককার হোয়ে লোকের কাছে পরিচয় দিয়েছি, কখন বা বাদশাহের সভায় অবস্থান কোরেছি। রাজারাজড়ারা আমার পরামর্শদানের প্রার্থনা কোরে কতবার আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। সকল রাজদরবারেই সমাদর পেয়েছি, বিশেষতঃ আমি এ দেশে ফিরে এলে জয়পুরের রাজা আমার অতিশয় গৌরব কোরেছেন। সে সকল কথা থাকুক, একণে কি সংবাদ বলুন। রাজা কি আমাদের আশ্রয় দেবেন বোলেছেন?”

আশ্রয় দিতে রাজা বিলক্ষণ আগ্রহ আছেন, শুধু আশ্রয় কেন, তিনি প্রতিজ্ঞা কোরেছেন, আমাদের বৃহৎ আড়ম্বরের সহায়তাও কোরবেন, এবং এখানে অন্যূন একটি বৎসর অবস্থান কর্‌বার নিমিত্ত জেদাজিদি কোচ্ছেন। ততদিন বাস কোল্লে বিস্তর অনুকূল মিত্র পাওয়া যাবে, তদ্ভিন্ন বিস্তর লস্করও সংগৃহীত হবে, তখন আরঙজেবের সমকক্ষ হয়ে যুদ্ধ কোত্তে পার্‌বো।”

আমরা পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পোড়েছি, একণে বিশ্রাম কোত্তে যাব, এমন সময় একটি রাজপুত সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হয়ে আমাদের তত্র অট্টালিকায় প্রবেশ কোল্লে। তার মুখে শুনলেম, আরঙজেব হুকুম দিয়ে সুলতান মামুদের গর্দ্দান নিয়েছেন। নুরমহল, যাকে লোকে জীবা বোলে ডাকে, বৃদ্ধ বাদশাহের সহায়তা কোরেছিল, বাদশা যাতে পালিয়ে প্রস্থান কোত্তে পারেন, তারই চেষ্টা পেয়েছিল, তার উপপতিও ঐ অপরাধে লিপ্ত ছিল। শাজাহান বাদশাহ রাজব্যবহার্য্য রত্নগুলি প্রাণপণয়ে রক্ষা কোচ্ছেন, সেইগুলি তাদের ঘুস দিতে স্বীকার কোরেছিলেন, আরঙজেব সেই সন্ধান জান্‌তে পেরে নুরমহলকে আর তার উপপতি দুর্গাধ্যক্ষকে তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের কুচক্র কুপরামর্শ কর্পূরের মত উড়িয়ে গিয়েছে। পাপীয়সী নুরমহলের প্রতি যে সুবিচার হয়েছে, সেই কথা শুনে আহ্লাদে পুলকিত না হয়ে থাকতে পাল্লেম না, আমার পিতাও শুনে অত্যন্ত উল্লাসিত হোলেন। আমি নিদ্রা যাবার জন্য অনেক যত্ন পেতে লাগ্‌লেম, নিদ্রা কিন্তু কোন মতেই হলোনা। অবস্থার কি বিচিত্র পরিবর্ত্তনই চক্ষে দেখ্‌লেম,—নিঃসহায়, নির্ব্বান্ধব, নিরুপায় হয়ে, অনাথার ন্যায় দেশবিদেশ টো টো কোরে ফিরেছি; কখনও বৃক্ষতলায় শয়ন করেছি, কখনও বা পারাবারে ঘাটে গিয়ে অঞ্জলি কোরে জলপান কোরেছি, কখন আবার অনাহারে প্রাণ ওষ্ঠাগত কোত্তে হয়েছে! একণে সে দিন কোথায়? সে অবস্থা কোথায়? আজ আমি যুবরাজের পুত্র হয়েছি, আমার পিতা যুবরাজ, আমার পার্শ্বেই শয়ন কোরে আছেন। এটি কি স্বপ্ন? না যথার্থই সত্য? যে আমি অন্ন-বস্ত্রের অভাবে পথের কাঙ্গাল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়েছি, সেই আমি আজ কি রাজপুত্র হোলেম!! সেই আমি আজ কি দুর্দ্দান্ত জাহাঙ্গীর সম্রাটের পৌত্র হোলেম!! সংসারের লীলা কি বিচিত্র! যে শাজাহানের নিকট আমি প্রথম চাকুরী স্বীকার করি, যার

আজ্ঞা চিরকাল শিরে বহন কোর্‌বো বোলে প্রতিজ্ঞা করি, সেই নিষ্ঠুর নরহন্তা শাজাহান একণে আমার স্বহস্তাত হোলেন। আমার পরমশত্রুদিগের পক্ষ হয়ে এতকাল পরিশ্রম কোত্তে কোত্তে শরীর পতন কোরেছি, যে শত্রুকে সিংহাসন থেকে টেনে ছুড়ে ফেলে দেওয়াই যে হস্তের উচিত কার্য্য ছিল, সেই হস্ত কিনা সেই শত্রুকে সিংহাসনের উপর অচল রাখবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কোরেছিল! হায়! সংসারের চরিত্র কি অদ্ভুত! বিধাতার কুটিল পথ কাহরই বোধগম্য নয়, সেই আমি একণে রাজপুত্র হোলেম, এ কথার প্রতি কেহই প্রতিবাদ কোত্তে পারেন না। আমি রাজপুত্র হোলেম বটে, রাজপদের কিন্তু কোন চিহ্ন নাই,—রাজ-সম্পদ নাই, রাজ-বান্ধব নাই, রাজ-পারিষদ নাই, রাজপদের গৌরব রক্ষা করি, তার মত অর্থবলও নাই, লোকবলও নাই। তবে কথা এই, রাজপদ পাবার জন্য উত্তরকালে রুধির-প্লাবিত ঘোর দুর্নিবার সমরানল প্রজ্বালিত কোত্তে হবে, সেইটিই কেবল মনের মধ্যে দেদীপ্যমান হয়ে জাগরূক রোয়েছে। আমার ভ্রাতা ইউসোফ্, সেই বা কোথায়? কি কোরেই বা তারে আমাদের বংশবৃত্তান্ত অবগত করাবো? এই সকল চিন্তার আন্দোলন হয়ে আমার অন্তঃকরণের মধ্যে মহা তোল্‌পাড় হোত্তে লাগ্‌লো, তাই আজ আমার নিদ্রা হলো না। কখন ভয়, কখন ভরসা, কখন উদ্বেগ, কখন সাহস উপস্থিত হয়ে প্রাণের ভিতর যেন অগ্নিবৃষ্টি হোতে লাগ্‌লো, আমার মনোদাহ উপস্থিত হয়ে তামাম রাত্র ছট্‌ফট্‌ কোত্তে কোত্তে নিশি প্রভাত কোল্লেম। প্রভাতে সকলের আগে গাত্রোত্থান কোল্লেম, স্নিগ্ধ প্রাতঃসমীরণ সেবন কোরে অনেক সুস্থও হোলেম।

প্রভাতে শুন্‌লেম, সম্রাট্‌ শাজাহান মানবলীলা সংবরণ কোরেছেন। এই সংবাদের পরক্ষণেই শুন্‌তে পেলেম, আরঙ্গজেবের বাক্‌রোধ হয়েছে, রাজপুত্র নিদান সঙ্কটাপন্ন। ইউসোফের, কি পলাতক সুজার কোন সংবাদই অবগত হোতে পারেন না। ইতিমধ্যে ঐ বংশাদিতে একজন সৈনিক কর্ম্মচারী এসে উপস্থিত হোলেন। সে ব্যক্তি দুর্ভাগ্য রাজপুত্র সুজার অনুগমন কোরেছিল, তার মুখে শুন্‌লেম, হতভাগ্য ইউসোফ্‌ মানবলীলা সংবরণ কোরেছেন,—বাস্তবিক তিনি অনাহারেই প্রাণত্যাগ কোরেছেন। পথ চোল্‌তে চোল্‌তে অস্থি-চর্ম্ম অবশিষ্ট হয়ে আরাকানের নিকট সংসারযাত্রা পরিত্যাগ করেন। ঐ আরাকান থেকে রাজপুত্রের সহিত পালিয়ে প্রস্থান কোচ্ছিলেন। ইউসোফ প্রাণ পরিত্যাগ কোল্লেন, তথাচ রাজপুত্রের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নি। এই কর্ম্মচারীর মুখে সুল্‌তান সুজার প্রস্থানের বিষয় কতক কতক অবগত হোলেম, সে বৃত্তান্ত এই :—

কর্ম্মচারী বল্‌তে লাগিলেন, 'এই রাজপুত্র অতি কষ্টে পোড়েও, অতি দুরবস্থাপন্ন হয়েও তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাঁর দৃঢ়সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই, শেষে কিন্তু দুর্দ্দান্ত প্রতিকূলাদৃষ্টের সহিত পরাভূত হয়ে তাঁর সর্ব্বজয়ী ভ্রাতা আরঙ্গজেবের নিকট অবসন্ন হোলেন। আমীর জেমলার সৈন্য বেড়াজালের ন্যায় তাঁর চতুর্দ্দিক্‌ ঘেরে ফেলেছিল, তাই রাজপুত্র পালিয়ে ঢাকায় যেতে বাধ্য হোলেন। ঢাকা শেষ সহর, বঙ্গদেশের মধ্যে সমুদ্রতীরে অবস্থিতি করে। সেখানে গিয়ে জাহাজ দুষ্প্রাপ্য হোলো, কোন্‌ দিকে যাবেন, কার আশ্রয়ে বাস কোরবেন, তারও ঠিকানা ছিল না। তাই রাজপুত্র চারিদিক্‌ অকূলপাথার দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুল্‌তান বাঙ্গকে আরাকানের রাজার নিকট পাঠিয়ে দিলেন, রাজা তাঁকে অল্পদিনের নিমিত্ত আশ্রয় দিতে পারেন কি না, তাঁর রাজ্য দিয়ে তাঁকে মক্কায় গমন কোত্তে অনুমতি কোরবেন কি না, এই দুই কথা জিজ্ঞাসা কোরে পাঠালেন। রাজপুত্র যথোপযুক্ত কালে ঐ পথ দিয়ে মক্কায় যাত্রা কোর্‌বেন, মক্কা হয়ে মদিনায় যাবেন, সেখান থেকে তুর্‌কী দেশে বা পারস্থানে গিয়ে বাস

কোর্‌বেন। আরাকানের রাজা পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী, তিনি রাজপুত্রের প্রার্থনায় সম্মত হয়ে, সুলতান সুজার আহ্বানের নিমিত্ত কতকগুলি জাহাজ পাঠিয়ে দিলেন, জাহাজগুলি পর্ত্তুগীজ নাবিক দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং পর্ত্তুগীজ সৈন্য দ্বারা চালিতও হয়। সুজা জলপথে যাত্রা কোরে বিস্তর অনুচর, বিস্তর পরিবার সঙ্গে লোয়ে আরাকানে উপস্থিত হোলেন। আরাকানপতি মহাসমাদরের সহিত রাজপুত্রের অভ্যর্থনা কোরে যথোচিত ভদ্রতা প্রদর্শন কোল্লেন, তদ্ভিন্ন সুখে স্বচ্ছন্দে বাস কর্‌বার সমুদায় আয়োজন প্রস্তুত কোরে দিলেন।

জলপথে মক্কায় যাত্রা কর্‌বার সুসময় উপস্থিত হলো, রাজপুত্র জাহাজের প্রার্থনা কোরে নিত্য দরবার কোত্তে লাগলেন। আরাকান-রাজ কিন্তু জাহাজ প্রদান কোত্তে তাদৃশ সম্মত হোলেন না, তার তাৎপর্য্য এই, সুলতান সুজার সঙ্গে প্রথম প্রথম যেরূপ সদাসর্ব্বদা দেখা-সাক্ষাৎ কোত্তেন, ইদানীং আর সেরূপ আত্মীয়তা রক্ষা কোত্তেন না, বরং অনেক তাচ্ছিল্যই কোত্তে লাগ্‌লেন। সুলতান সুজা রাজার বিরুদ্ধভাব দেখে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান বাঙ্কে বিস্তর বহুমূল্যের উপহার দিয়ে আরাকানপতির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। পুত্রের মুখ দিয়ে এই ওজর কোল্লেন, তিনি শারীরিক অসুস্থ, তাই স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎ কোত্তে পাল্লেন না।

রাজপুত্র ঢের তোষামোদ কোল্লেন, তথাচ মক্কায় যাবার জন্য জাহাজ পাবার কোন কিনারা হলো না। সে বিষয় যাই হোক্, একটি কথা শুনে আমরা কিন্তু হতবুদ্ধি হোলেম। আরাকানপতি বোলে পাঠালেন, সুলতান সুজার কন্যাগুলিকে তাঁর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। সুজা ঐ প্রস্তাবে অসম্মত হোলেন। আরাকানপতি শুনে অগ্নিঅবতার হয়ে উঠলেন, সুতরাং সুজার অবস্থা নিরুপায় হয়ে পোড়লো, তখন আবার মক্কায় যাবার সময়ও অতীত হয়, একণে কর্ত্তব্য কি? একটা উপায় অবলম্বন না কোল্লেই নয়, তাই সুজাকে উদ্ভ্রান্তপ্রায় হয়ে দুঃসাহসের উপর আশ্রয় কোত্তে হয়েছিল। ঐ পৌত্তলিক দেশে অনেকগুলি মুসলমানের বাস ছিল, সেই মুসলমানগুলিকে সুজা আপনার হস্তগত কোল্লেন, তদ্ভিন্ন প্রায় তিন শত অনুচর তাঁর সঙ্গেও ছিল, তাই রাজপুত্র স্থির কোল্লেন, ঐ দলবলগুলিকে লোয়ে সকলের অজ্ঞাতে একদিন রাজবাটী চড়াও কোর্‌বেন, চড়াও কোরে সপরিবারে রাজাকে প্রাণে সংহার কোরে রাজসিংহাসন স্বয়ং অধিকার কোর্‌বেন। কতকগুলি পর্ত্তুগীজও ঐ দুর্ম্মদ কল্পনার মধ্যে অন্তর্লিপ্ত ছিল। সকলেরই মনে অতিশয় উৎসাহ জন্মিল, সকলেই মনে মনে স্থির কোল্লে, এই উপলক্ষে দেশটি হস্তগত হবে, তার সন্দেহ নাই। তবে কথা এই, তাঁদের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হবার সম্ভাবনা হোলেও হোতে পাত্তো, বিধাতার কৌশল কিন্তু অতি দুরবগাহ, যে দিন রাজবাড়ী আক্রমণ কোর্‌বেন মনস্থ কোরেছিলেন, তার পূর্ব্বদিন আরাকানপতি সুজার দুরভিসন্ধির সন্ধান অবগত হোলেন, সুতরাং আমাদের যুক্তি, ফিকির, কৌশল সকলই বিফল হলো, আমাদের সব অভিসন্ধি যেন বানের জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সুজা সপরিবারে ধ্বংস হবেন, তারই উপক্রম হয়ে দাঁড়ালো, আমরা পালিয়ে পিঙতে যাবার উপক্রম কোল্লেম। ইউসোফ কেবলমাত্র দিন কয়েক পূর্ব্বে সাংঘাতিক জ্বর থেকে আরোগ্য হন, তখনও তিনি সবল হোতে পারেন নি, তাই দৌড়তে না পেরে, বিশেষতঃ অনাহারে পথিমধ্যে অবসন্ন হয়ে প্রাণত্যাগ কোল্লেন, সেটি তাঁর পক্ষে কল্যাণকরই বোল্‌তে হবে, যেহেতু, তাঁকে আর রাজকোপে পোড়ে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ভোগ কোরে মোত্তে হলো না। আমরাও দৌড়িতে দৌড়িতে ক্লান্ত হয়ে পোড়লেম, আমাদের শক্তিশক্তি রহিত হয়ে এলো, দুই হাঁটু অবশ হয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পোড়তে লাগলো, সুতরাং শত্রুপক্ষেরা এসে আমাদের ঘেরে ফেলে গ্রেপ্তার কোল্লে, আমরা তখন

নির্জীব হয়ে পোড়েছি, অনেককে প্রাণে মেরেও ফেল্লে, অনেককে আবার ধোরে কয়েদ কোরেও নিয়ে গেল। যাদের গ্রেপ্তার কোরে নিয়ে গেল, তাদের মধ্যে আমিও ছিলেম, সুলতান বাঙ্গও ছিলেন, তাঁর দুই ভ্রাতা আর দুই ভগ্নীও ছিলেন। সুলতান সুজার অদৃষ্টে যে কি ঘোটেছিল, তা কেউই বোল্‌তে পারে না, হয় তিনি প্রাণে মারা পোড়েছেন, নয় পালিয়ে প্রস্থান কোরেছেন।

আরাকানে পৌঁছিলে আমাদের সকলকে জেলখানায় পূরে কয়েদ কোরে রেখে দিলে, যৎপরোনাস্তি জ্বালাযন্ত্রণাও দিতে লাগলো, তখন কি করি, চোকুকান বুজিয়ে সে সকল কষ্ট সোয়ে থাকৃতে হয়েছিল।

একটি আশ্চর্য্যের কথা বলি শুন,—আরাকানপতি জ্যেষ্ঠ বাদশাহজাদীকে বিবাহ কোল্লেন, অথচ আবার আরাকানপতির মাতা কুমার সুলতান বাঙ্গের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগিণী হোয়ে তাঁকে কন্যাদান কোল্লেন। এরূপ ঘটনা একপ্রকার ভালই হয়েছিল, সকলেই সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনপাত কোত্তে পাত্তেন। কিন্তু সুলতান বাঙ্গ তাঁর পিতার অনুরূপ মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ কোরে আরাকানপতির প্রতিকূলে দ্বিতীয়বার কুচক্রের জাল বিস্তার করেন, রাজা পূর্ব্বাহ্নে সে সন্ধান অবগত হোয়ে ক্রোধে কালান্তক হোলেন, সুজার সপরিবার সংহার কোত্তে আজ্ঞা দিয়ে বোল্লেন, তাঁর বংশ সমূলে নিপাত কোর্‌বেন। সুজার যে কন্যা আরাকানরাজার রাজ্ঞী হন, সে রমণীও ঐ দুর্জ্জয় ক্রোধ হতে অব্যাহতি পেলেন না। সুলতান বাঙ্গের ভ্রাতাদের একখান ভোঁতা কুঠার দ্বারা মস্তক ছিন্ন করা হলো, রাজ্ঞীকে কড়াকড় পাহারা দিয়ে কয়েদ কোরে রাখা হলো, সেইখানে অনাহারে শুকিয়ে মারিবার নিমিত্ত সেই অবলাকে কয়েদ কোরে রাখা হলো।

আমার সংবাদদাতা বোল্লেন, "আমি আর আমার সঙ্গে যে কয়েক ব্যক্তি ছিল, আমাদের সকলকে রাজা বাঙ্গালায় পৌঁছিয়ে দিলেন, তিনি পূর্ব্বে জেনেছিলেন, আমরা সুলতান বাঙ্গের পরিবার-সংক্রান্ত কেউই নই। এক্ষণে গুজরাটে চোলেছি, সেখান থেকে ফিরে না আসাই ভাল ছিল।"

কি ঘোর হৃদয়ভেদী সংবাদটি কর্ণে শ্রবণ কোল্লেম। রাজপুত্র সুলতান সুজার কি ভয়ানক শোকাবহ নিষ্ঠুর পরিণাম! তাঁর অদৃষ্টে যাই ঘটুক, তার জন্য আমি তত দুঃখিত হোলেম না. অনাথা ইউলোক আমার ভাই, সে ব্যক্তিও আর ফিরে এলো না। যাই হোক, তাঁর মৃত্যু হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় বটে, তার মৃত্যুর জন্য আমার মনে হিংসা হোচ্চে, তেমন মৃত্যু আমিও প্রার্থনা করি, এক্ষণে দুঃখ-কষ্টের অবসান হলো, আর তাঁকে যন্ত্রণা ভোগ কোত্তে হবে না, যন্ত্রণার হাত থেকে জন্মের মত পরিত্রাণ পেলেন, আমার দুঃখ, আমার কষ্ট নিবিড় মূর্ত্তি ধারণ কোরে চারিদিক্‌ থেকে আমায় চেপে ধোরেছে।

পিতা আমায় কিছু দিন স্থিরশান্ত হোয়ে এই বংশবাটীতে বিশ্রাম কোত্তে অনুমতি কোল্লেন, অথচ তিনি স্বয়ং রাজা আর রাজসিংহাসন অধিকার কর্‌বার কল্পনা কোত্তে লাগ্‌লেন। এক্ষণে শান্তির ক্রান্তির হাত থেকে অবসর পেয়েছি, এই অবসরে এই সকল ঘটনাবলী, এই সকল আখ্যায়িকা বিস্তার পূর্ব্বক নিজ কলমে বর্ণনা কোল্লেম।

এক্ষণে আমি বিস্তারিত বিবরণটি দিয়ে সমাপ্ত কোল্লেম, আপাততঃ আমায় কলম পরিত্যাগ কোরে তলোয়ার গ্রহণ কোত্তে হয়েছে। আমার অদৃষ্টকে যদি প্রসন্ন কোরে তুল্‌তে পারি, তবে যাঁরা আমার মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাঁদের নিকট আমার সৌভাগ্যের সংবাদ পাঠিয়ে দেব, আর যদি আমি পরাভূত হোয়ে অপদস্থ হই, তবে যে সকল ইতিহাস-লেখকেরা আরঙ্গজেবের রাজত্ব বিশেষরূপে বিস্তার কোরে বিবৃত কোর্‌বেন, তাঁদেরই লিখিত বৃত্তান্ত অবগত হোয়ে জান্‌তে পার্‌বেন, আরঙ্গজেবের পর কোন্‌ ব্যক্তি হিন্দুস্থানের সম্রাট্‌ হোলেন।

হে-সহৃদয় পাঠকবৃন্দ! আমি যে পুনরায় কলম ধোত্তে সক্ষম হব, সে আশা অতিমাত্র

অল্প, আশা নাই বোল্লেই হয়। অতএব এই অবসরে ঈশ্বরের নিকট আপনাদের কল্যাণ কামনা কোরে কলম বন্ধ কোল্লেম, তদ্ভিন্ন আল্লার নিকট আমার এই প্রার্থনা, তাঁর কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, মোগলসাদিকের ভাগ্যে যেরূপ ঘোর বিপত্তি ঘটেছে, সেরূপ বিপত্তি, সেরূপ দুর্গতি যেন আপনাদের ভাগ্যে কখনই না ঘটে।

উপসংহার।

যদি ইতিহাস অবলম্বন [illegible] যায়, তবে চন্দ্রকর পুত্র হিন্দুস্থানের [illegible]সন পাবার নিমিত্ত যে চেষ্টা করেন, তাঁ[illegible] সে চেষ্টা সফল হয় নাই, যেহেতু, আরঙ্গজেব ১৭০৭ খৃঃ অব্দে সংসারলীলা সংবরণ করেন, তখন তাঁর বয়ঃক্রম ৯০ বৎসর। আরঙ্গজেবের চারি পুত্র;—মাজম, আকেল, কামবক্স ও আকবার: আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মাজম "বেহাদার শাহা" উপাধি ধারণ কোরে হিন্দুস্থানের সম্রাট্ হয়েন। (প্রণেতা)

সমাপ্ত।